বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

লাঞ্ছিত জীবন অপেক্ষা
মৃত্যুই শ্রেয়।

—ঋষি নিবারণচন্দ্র

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা | সোমবার, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭, ৯ই ফাল্গুন, ১৩৮৩ | বার্ষিক ৯, সডাক—১০, নগদ ২০ পয়সা

এই নির্ব্বাচনে লোকসেবক সংঘের নির্ব্বাচনী সিদ্ধান্ত

সংঘ ভোটে প্রার্থী দেবে না : ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস-বিরোধীদের সমর্থন করবে

লোকসেবক সংঘ কয়েক বছর পূর্ব্ব থেকে নির্ব্বাচনী সংগ্রাম থেকে বিরত থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বর্তমান শাসন জীবনে নির্ব্বাচনী ব্যবস্থার প্রহসনজনক অবস্থা দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছিল। অধিকন্তু সংঘের পক্ষ থেকে ভোটদান না করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে, কংগ্রেস বিরোধী পক্ষগুলির মধ্যে তীব্র দলাদলি দেখা গেল; আর তারও সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতির বিবেচনা দেখা দিল। এবারে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক জীবনের ওপর যে অভাবিত অত্যাচার অবিচার করা হয়েছে—এবং তার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ভাবে যে লড়াই দেবার মনোভাব দেখা দিয়েছে—লোকসেবক সংঘ তাতে আনন্দিত। বিরোধী পক্ষগুলির এই ঐক্যর পরিবেশ হওয়ার কারণে এবং বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে অভাবিত অত্যাচার অবিচার হয়েছে - তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগ্রাম দেবার কারণে, লোকসেবক সংঘ এবারে সর্ব্বতোভাবে বিরোধীপক্ষকে সহায়তা দেবেন। ভোটদানে বিরত থাকার প্রশ্ন এবারে নেই বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকসেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে এই মর্ম্মে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তার ভিত্তিতে বৈঠকে যে বিবৃতি গৃহীত হয় তা এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে :—

সংবিধান অনুযায়ী যে নির্ব্বাচন হবার কথা ছিল—লোকসভার সিদ্ধান্তের দ্বারা তাকে এক বছর পিছিয়ে দিয়ে, শাসন কর্তৃপক্ষ যেমন অবাঞ্ছিত অগণতান্ত্রিক কাজ করেছিলেন—তেমনি আবার নির্ব্বাচন হবে না বলে নিশ্চিন্ত মানুষের জীবনে আকস্মিক নির্ব্বাচন সিদ্ধান্ত এনে, শাসন কর্তৃপক্ষ আরো যে অবাঞ্ছিত কাজ করেছেন—তাকে দুঃখের হ'লেও অপকৌশল ও অবিচার না বলে পারা যায় না।

একটা নির্ব্বাচনী প্রস্তুতির জন্য দু'মাস মাত্র সময় দেওয়া খুবই অসমীচীন হয়েছে। নিজ দল ও জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও সততাসম্পন্ন কোনো দল দু'মাসের মধ্যে সম্যক নির্ব্বাচনী প্রস্তুতি ক'রে উঠতে পারেন না। এর দ্বারা দেশের সর্ব্ব সাধারণের নির্ব্বাচনী সুযোগ বৈষম্যপূর্ণ ব্যবহারের শিকার হল। এই দু' মাস সময়ের মধ্যেও আবার কিছুটা শিথিল করলেও, কার্য্যতঃ বহুলাংশে জরুরী আইনের অবিচার দিয়ে শাসন কর্তৃপক্ষ দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মুক্ত নির্ব্বাচনী সুযোগের পরিবেশকে অন্যায়ভাবে বিপন্ন ক'রে রাখলেন।

আমাদের দেশে নির্ব্বাচনী ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের স্বার্থের নামে বছরের পর বছর নানাভাবে ঘোলাটে এবং বিপন্ন ক'রে তোলা হচ্ছে। অ্যামেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও যে গণতান্ত্রিক সুবিচার বোধ আছে—আমাদের শাসকদের মধ্যে তাও নেই শাসনযন্ত্র ও শাসনকারী দলের বহুবিধ অবাঞ্ছিত আচরণে ইদানীং নির্ব্বাচনী ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। সেই কারণে আমরা কয়েক বছর পূর্ব্ব থেকে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের অংশ গ্রহণের সংগ্রাম থেকে বিরত হয়েছিলাম।

আমরা শুধু নির্ব্বাচন থেকেই সরে আসিনি—আমরা ভোটদান থেকেও বিরত ছিলাম। তার বিশেষ কারণ ছিল। যে স্বৈরাচারী শাসনযন্ত্র জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাকে শাসন থেকে সরানো ছাড়া জন-অধিকারের পথ নেই—আমরা বিশ্বাস করি। আমরা এও মনে করি যে, নিজেদের প্রতিনিধি না থাকলে, যে সব দল কুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন—তাঁদের সাহায্য করা উচিত এমন কি ঐ সব দল ভাবধারার দৃষ্টিতে বহুলাংশে সমর্থন যোগ্য না হলেও, বা খানিকটা অনুপযুক্ত হলেও। কারণ ঐ রকম সংগ্রামের ভেতর দিয়েই সচেতন শাসনের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে উঠবে।

কিন্তু যদি ঐসব বিরোধীদল নিজেদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদের দ্বারা বহুধা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নির্ব্বাচনে অগ্রসর হন—এবং তার দ্বারা যদি তাঁরা অবাঞ্ছিত শাসনকারী দলের জন্যই পথ ক'রে দেন—অথবা নিজেদের নানা কর্ম্মধারার ফলে নিজেদের তাঁরা লোকচক্ষে হেয় করে ফেলেন - তখন সেই পরিস্থিতিতে ঐ সব বিরোধী শক্তিকে সমর্থন করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাদের হ'তে হয়েছিল।

এবারে নির্ব্বাচনী পরিস্থিতি বহুভাবে প্রতিকূল থাকা সত্ত্বেও, ভারতের বিরোধী দলগুলি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যেভাবে নির্ব্বাচনে সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হচ্ছেন এবং উপযুক্ত সংগ্রাম দেবার জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে বোঝাপড়া করার যে বাঞ্ছিত পরিবেশ দেখা দিয়েছে—তাতে এপর্য্যন্ত বিরোধী দলগুলির সাহস ও বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় ঘটেছে। আমরা এপর্য্যন্ত তাতে সুখী ও আশান্বিত।

বিরোধী দলগুলিকে আর একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। কুশাসনে অতিষ্ঠ হ'য়ে জনসাধারণ বিরোধী শক্তিগুলিকে আশ্রয় ক'রেও হতাশ হয়ে পড়ে—এ কথাও আজ অনস্বীকার্য্য। বিরোধী শক্তিগুলির পক্ষ থেকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে, যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

[শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়]

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

এই নির্ব্বাচনে লোকসেবক সংঘের নির্ব্বাচনী সিদ্ধান্ত

লোকসেবক সংঘ সকল সময় কুশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে গেছে। আজও সেই লড়াই দেবে। লোকসেবক সংঘ আশা করবে যে, আসন ভাগ ক'রে নির্ব্বাচনে যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে কুশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী শক্তিরা লড়াই দেবেন,—তেমনি, নির্ব্বাচনের পর সম্মিলিত বুদ্ধিতে যোগ্য শাসন জীবন যাতে পরিচালিত হয়—তার লক্ষ্যে এখন থেকেই তাঁরা তার কাঠামো রচনায় যা যা করণীয় তা যোগ্যতার সঙ্গেই করবেন।

নির্ব্বাচনে দলগুলি নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের মাধ্যমে বহু প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচন শেষে সে সবের মূল্য দেন না। এ বিষয়টির গুরুত্ব যেমন দলগুলিকে স্মরণে রাখতে হবে, তেমনি এ বিষয়ে জনগণকেও গভীরভাবে সচেতন হতে হবে। নির্বাচনী সংগ্রামে সহায়তা দেবার সময় লোকসেবক সংঘও এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেবে। এইটিই শুধু লোকসেবক সংঘের সঙ্গে সহায়তাকামী দলগুলির বোঝাপড়া করার রয়েছে।

পরলোকে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ দিল্লীর রাষ্ট্রপতিভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ছিলেন ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি। মৃত্যুকালে পত্নী বেগম আবিদা ও শ্রীআমেদের দুই ভগ্নী তাঁর পাশে ছিলেন। বড় ছেলে ডাঃ পরভিজ আমেদ ও একমাত্র কন্যা সামিনা খাতুন আমেরিকা থেকে এবং ছোট ছেলে বদর দারিজ কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে পরে আসেন। ১৩ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়। দেশের সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। জাতীয় নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে শোকজ্ঞাপন করেন এবং বেগম আবিদাকে সমবেদনা জানান। উপরাষ্ট্রপতি শ্রীবাসাপ্পা দাসাপ্পা জাত্তি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

জনতা-বামপন্থী ঐক্যবদ্ধ জোটকে লোকসেবক সংঘ সমর্থন করছেন

ভারতবর্ষের চারটি দল একটি ঐক্যবদ্ধ দলে যুক্ত হয়ে জনতা পার্টি নাম নিয়েছে। যে দলগুলি একটি দলে পরিণত হয়েছে—তার নাম সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, সমাজতন্ত্রী দল ও লোক দল। এই জনতা পার্টির সঙ্গে আসন ভাগ ক'রে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত সংগ্রাম দেবার জন্যে বোঝাপড়া করেছেন—ভারতবর্ষের বামপন্থী জোট। এই বামপন্থী জোটে আছেন, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসিষ্ট (সি, পি, এম), ভারতের ফরোয়ার্ড ব্লক, ভারতের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আর, এস, পি), বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, বলশেভিক পার্টি, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি (আর, সি, পি, আই)।

কংগ্রেসের প্রবীণতম নেতা শ্রীজগজীবন রাম ও কংগ্রেসের আরো কতকগুলি বিশিষ্ট নেতা কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এসে 'কংগ্রেস ফর ডিমোক্রেসী" নাম দিয়ে এক দল গঠন করেছেন। স্বর্গত জহরলাল নেহেরুর ভগ্নী, স্বনামধন্যা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও শ্রীজগজীবন রামের দলকে নির্বাচনে সমর্থন ও সহায়তা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

"কংগ্রেস ফর ডিমোক্রেসী" (শ্রীজগজীবন রামদের এই দলও) জনতা-বামপন্থী জোটের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি ক'রে মিলিত ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই দিতে অগ্রসর হয়েছেন।

উল্লিখিত ঐ দলগুলির দ্বারা সমর্থিত প্রার্থীকেই ভোটে লোক সেবক সংঘ সমর্থন করবে। মূলতঃ এই জোটের সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি ভোট যুদ্ধ হবে। এই দুপক্ষ ছাড়াও, কিছু লোক দাঁড়াচ্ছেন—নির্দ্দলীয় রূপে, বা কোনো দলের হ'য়ে দাঁড়াচ্ছেন। হয়তো বা ঐ সবের কাউকে কাউকে কংগ্রেস থেকেই দাঁড় করানো হতে পারে—কংগ্রেস বিরোধী পক্ষের ভোট বিভক্ত করার জন্য। সে জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের নির্বাচন ক্ষেত্রে জনতা-বামপন্থী জোটকেই সমর্থন করব। নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সংগ্রাম দেবার জন্যই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

পুরুলিয়া লোকসভা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে জনতা-বামফ্রন্ট প্রার্থী শ্রীচিত্ত মাহাতকে লোক সেবক সংঘ এই নির্ব্বাচনে সমর্থন করছেন

পুরুলিয়া লোকসভা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়েছেন—ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতঃ। ফরোয়ার্ড ব্লক ভারতের ছয়টি বাম জোটের শরিকরূপে রয়েছেন। এবং তাঁরা সর্বভারতীয় জনতাপার্টির সঙ্গে আসন ভাগ বিষয়ে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছেন। আমরা আমাদের লোক সেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদে সিদ্ধান্ত নিয়েছি—প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতকে আমরা সর্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাচনে সহায়তা দান করব। আমাদের সংঘের সদস্যদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে - প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতকে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা দান করতে। এই লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচক মণ্ডলীর সকলের প্রতি আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে, আমরা যেন কংগ্রেসী স্বৈরতন্ত্রের অবসানকল্পে জনতা বাম জোট প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতকে নির্বাচনে ভোট দান করি।

নিবেদিকা- লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

বাঁকুড়া লোকসভা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে জনতা-বামজোট প্রার্থী ডাঃ শ্রীবিজয় মণ্ডলকে এই নির্ব্বাচনে লোক সেবক সংঘ সমর্থন করছেন

বাঁকুড়া লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলার উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত। ৭টি ব্লক-এর মধ্যে রয়েছে রঘুনাথপুর (১), রঘুনাথপুর (২), কাশীপুর, হুড়া, পাড়া; নিতুরিয়া, সাঁতুড়ি। এই নির্বাচনক্ষেত্রে জনতা—বামফ্রন্ট জোট প্রার্থী দিয়েছেন ডাঃ শ্রীবিজয় কুমার মণ্ডলকে। ইনি জনতা পার্টির সদস্যরূপে ঐ আসন পেয়েছেন। কংগ্রেসী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন। জনতা পার্টি বামফ্রন্ট, এবং কংগ্রেস ফর ডিমোক্রেসী এই তিন জোট সারাভারতে আসন বিষয়ে সমঝোতা ক'রে কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সংগ্রাম দিতে অগ্রসর হয়েছেন। তাই আমাদের লোকসেবক সংঘ এই জোটের প্রার্থী ডাঃ বিজয় কুমার মণ্ডলকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস ছাড়া আরো অন্যান্য প্রার্থী নির্বাচনে নামছেন। আমরা মনে করি ঐসব প্রার্থীর কাউকে সমর্থন করলে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভারতীয় ঐক্যবদ্ধ জোটের সংগ্রামকে দুর্বল করা হবে। তাই আমরা এই নির্বাচনে ডাঃ বিজয় কুমার মণ্ডলকে ভোট দিতে সকলের প্রতি সানুনয় অনুরোধ জানাই।

নিবেদিকা— লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোকসেবক সংঘ

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা | সোমবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৩ | বার্ষিক ৯·৫০ সডাক ১০·৫০, নগদ ২০ পয়সা

নতুন নতুন হিটলার আসে
আপন দম্ভে মশগুল।
ইতিহাস হাসে দেখে যত ঐ
বেকুব-কুলের ঠিকে ভুল॥
• • •
দম্ভ উঠিল পাহাড় চূড়ায়
এই বুঝি ধরা গ্রাসে !
পলকে মিলায় আবর্জনায়—
ইতিহাস ফের হাসে॥

নিদারুণ খরা : জেলার চরম দুর্দ্দশা : শাসনের অবিচার

জেলার উত্তরাংশে শতকরা ৭৫ ভাগ ধান নষ্ট : দক্ষিণাংশে ৫০ ভাগ নষ্ট

এহেন নিদারুণ পরিস্থিতি সত্ত্বেও এ জেলাকে খরা অঞ্চল ব'লে ঘোষণা করা হল না। শুধু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় শাসন কেন—এই জেলার জনগণের ভোটে নির্ব্বাচিত সমস্ত কংগ্রেস প্রতিনিধি পর্যন্ত জেলার এহেন মর্ম্মান্তিক সংকটে সম্পূর্ণ নীরব। আর চাষীর জীবনে এত সংকট সত্ত্বেও, কংগ্রেস সরকার নির্ব্বিচারে এই জেলার ওপর অবাধ অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন—লেভীর উপদ্রব—কৃষি আয়করের অত্যাচার—১২ বছরের খাজনার উৎপাত কুইন্টালে মাত্র ৭৫৲ টাকায় চাষীর মুখের ধান কেড়ে নেবার সেই চিরন্তন অমানুষিক কংগ্রেসী অত্যাচার এবং অবিচার !! এত দরিদ্র জেলা, তবু ক্রমবর্দ্ধমান দরিদ্র চাষীদের জমির খাজনাও বাড়ানো হল তিন গুণ!!! জলের অভাবে এবার সারা জেলায় গম চাষও অত্যন্ত কম। জলের অভাবেই গরমের আবাদও খুব কম। চাষীরা আজ অত্যন্ত বিপন্ন।

পুরুলিয়া জেলার উত্তরাংশে ভয়াবহ খরা

পুরুলিয়া জেলার ওপর দিয়ে এ বছর নিদারুণ খরা পার হয়ে গেছে—যা আতঙ্কজনক। জেলার উত্তরাংশে—রঘুনাথপুর, কাশীপুর, সাঁতুড়ি, নিতুরিয়া, পাড়া প্রভৃতি থানাগুলিতে এ বছর গড়ে ২৫ ভাগও যদি ধান হয়েছে—তবে তা খুব বেশী। সমগ্র অঞ্চলে বহু স্থানে একেবারেই চাষ হয়নি—বৃষ্টির অভাবে। কোথাও চাষ আরম্ভই করতে পারেনি—কোথাও সামান্য চাষ ক'রে পরে বৃষ্টির অভাবে মার খেয়েছে। গড়ে ৭৫ভাগ ধান নষ্ট।

পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাংশেও আবাদের শোচনীয় অবস্থা

পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাংশে—অর্থাৎ আর বাকি থানাগুলিতেও নিদারুণভাবে বিপদ ঘটেছে। ৫০ ভাগ ধান নষ্ট হয়েছে ব'লে গড় ধরলেও, বহু জায়গায় আরো বেশী ধান নষ্ট হয়েছে এবং বাইদ জমির দরিদ্র চাষীরা খুব বেশী মার খেয়েছে। আজ তারা অত্যন্ত বিপন্ন।

এই নিদারুণ অবস্থা সত্ত্বেও 'খরা' ঘোষণা হল না

খরিফে এই জেলার খাদ্য উৎপাদনের অবস্থা এমন শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও, কংগ্রেস সরকার খরা ঘোষণা করলেন না। দেশের লোক জানেন যে, কংগ্রেস সরকার কোনো দিনই অনাহারে মৃত্যু স্বীকার করেননি—সর্বদা অন্যায়ভাবে তা গোপন করেছেন—অস্বীকার করেছেন। খরাও অস্বীকার করে থাকেন। এসব দায়িত্ব এড়াবার জন্যই। কিন্তু একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার নিজের শাসনকালে অনাহারে মৃত্যু ও খরা স্বীকার করে ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব্ব রিলিফ দিয়েছিলেন। সুতরাং কংগ্রেস সরকারের কাছে "খরারসংকট" সম্পর্কে স্বীকৃতি আশা করা যায় না। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যসরকার কেউই 'খরা' ঘোষণা করলেন না - এমন কি এই জেলার মানুষের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও (এম-পি, এম-এল-এ রাও) এবং শাসনকারী দলের অনুগামীরাও এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ। এই আমাদের প্রতিনিধিদের দায়িত্ববোধ !!

আইনতঃ 'খরা' ঘোষণা না করার মধ্যে এক কৌশল রয়েছে

পুরুলিয়া জেলা খরা অঞ্চল ব'লে ঘোষিত হ'লে, পুরুলিয়া জেলার চাষীরা আইনতঃ সুযোগ সুবিধে পেতেন। সরকারীভাবে খরা ঘোষিত হ'লে খাজনা মকুব, সরকারী ঋণ মকুব, লেভী মকুব, কৃষি আয়কর মকুব প্রভৃতি হোত। কিন্তু চাষীদের সে সুযোগ সুবিধে দেওয়া হল না। অথচ ভোটের প্রাক্কালে, খরার নামে 'গম' ছড়িয়ে ভোটের রাজনীতি করতে হবে—তাই অজস্র গম আমদানী করা হচ্ছে—এবং বিনা ঘোষণায় খরার মোকাবিলার নাম করা হচ্ছে। আবার অপরদিকে—ভোটের সময়ে বিশেষ এক রাজনীতির জন্য লেভী, কৃষি আয়কর, খাজনা আদায় প্রভৃতি অস্ত্রগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ছাড়া হচ্ছে। ঐজন্য আইনগতভাবে খরার ঘোষণা হয়নি। ভোটে যারা কংগ্রেসের বিপক্ষে কাজ করছে বা করবে—ঐগুলি তাদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে ও হবে। আর ঐগুলি প্রয়োগের ভয় দেখিয়েও, ভোটে লোকের কাছ থেকে আনুগত্য পাবার ব্যবস্থা হবে।

দেশের দরিদ্র চাষীর ওপর জুলুমের নমুনা : খাজনা : আয়কর

১২ বছরের খাজনা একসঙ্গে আদায়ের যে জুলুমের চাবুক গত বছর থেকে লাগানো হচ্ছে—আজকের এই নিদারুণ খরার দিনেও তার রেহাই নেই। কোথায় পাবে এহেন দরিদ্র জেলার দরিদ্র চাষী একসঙ্গে ১২ বছরের খাজনা দিতে? খরার দিনেও কৃষি আয়কর ও ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা জুলুম চাষীর পিছনে ধাওয়া করছে। এই কৃষি আয়কর কংগ্রেসী শাসনের মতই অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। কে কি ফসল ফলিয়ে লাভ করল—তার বাস্তব হিসাব নেই—শাসনকারীদের অনুচরদের পরামর্শে যখন যার ওপর ইচ্ছে—কৃষি আয়কর ধার্য্য করা হচ্ছে—কোনো নীতি বা নিয়ম নেই। আমি জেলাশাসককে আহ্বান জানাই তিনি যদি বলতে পারেন—কী সত্য নীতিতে, কী কর্ম্মধারায় এই কর ধার্য্য হচ্ছে—বলুন। তিনি কোনো নীতি, সামঞ্জস্য, সুবিচার সম্পন্ন পদ্ধতির দাবীই করতে পারবেন না।

স্বেচ্ছাচারী উপদ্রবের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত

যেমন লেভী, তেমনি কৃষি আয়কর—একেবারে হবুচন্দ্রীয় আইন। অথচ কংগ্রেস সমাজতন্ত্র ও শৃঙ্খলার কথা বলছেন। আমি এমন ঘটনা জানি যে, খরার বছরেও চাষীর কৃষি আয়কর প্রায় ডবল বাড়ানো হয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে এই খরার পরিস্থিতিতে জনৈক চাষী কৃষি আয়কর দিতে ১ দিন দেরী করেছিল—তারজন্য তার ওপর ৩২১৲ টাকার ওপর ১০০৲ টাকা জরিমানা করতে চাইছিলেন - ভারপ্রাপ্ত অফিসার মহোদয়। বাসের গোলমালে না আসতে পারার অসুবিধে জানিয়ে অনেক কাকুতি মিনতির পর ১০০৲ টাকা জরিমানা করা হয়নি। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে—যা খুশী তাই এঁরা করবার অধিকার রাখেন—যেন মগের মুলুক।

[৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

নির্ব্বাচনী সংবাদ : বিরোধী শিবির

সর্ব্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধতা ও আসন ভাগ

কংগ্রেসের স্বৈরতন্ত্রের এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে দারুণ সংগ্রামের সংকল্প নিয়ে, সারা ভারতে জোট বেঁধেছেন ও আসন ভাগ ক'রে জোট বেঁধেছেন—জনতা পার্টি, বামপন্থী ফ্রন্ট, শ্রীজগজীবন রামদের গণতন্ত্রী কংগেস। এই জোটকে সহায়তা দিচ্ছেন—লোকসেবক সংঘ।

বিরোধীরা কে কত আসন পেয়েছেন

সারা ভারতের ৫৪২টি আসনের মধ্যে আসন ভাগাভাগিতে পেয়েছেন—

(১) জনতা—৪৪৮ আসন
(২) বামপন্থী ফ্রন্ট—৫৬ আসন
(৩) গণতন্ত্রী কংগ্রেস—৩৪ আসন

তার মধ্যে পশ্চিম বাংলার ৪২টি আসনের মধ্যে পেয়েছেন—

(১) বামপন্থী ফ্রন্ট—২৬টি আসন
(২) জনতা পার্টি—১১টি আসন
(৩) গণতন্ত্রী কংগ্রেস…৩টি আসন
(৪) নির্দ্দলীয় ব্যক্তি (বামপন্থী-জনতার দ্বারা সমর্থিত) ২টি আসন।

পশ্চিম বাংলার বামপন্থী ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে আসন পেয়েছেন—সি-পি-এম—২০টি, ফরোয়ার্ড ব্লক—৩টি, এবং আর-এস-পি—৩টি।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্ব

সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, লোকদল ও সমাজতন্ত্রী দল—এই চারিটি দলকে একটি দলে পরিণত করার বিষয়ে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের বিশেষ অবদান আছে। তারসঙ্গে সারা ভারতে জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের মধ্যে আসন ভাগের ব্যাপারেও জয়প্রকাশজীর মধ্যস্থতা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্বেও, এবং অনেক বয়স সত্বেও, কংগ্রেসের স্বৈরশাসন অবসানের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনসভা ক'রে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের পদক্ষেপ

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক খ্যাতনামা মহিলা। বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্ব রাজনীতিতেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইনি স্বর্গত জহরলাল নেহেরুর ভগ্নি। কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্ম্মধারার প্রতি বিরক্ত হয়ে কিছুকাল আমেরিকায় বাস করছিলেন। কংগ্রেসের নগ্ন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই নির্ব্বাচনে দেশের জনগণের সংগ্রামকে সহায়তা দিতে ইনি ভারতে এসেছেন এবং নিজ সংকল্প ঘোষণা করেছেন।

সর্বোদয় কর্ম্মীদের একটি বড় অংশের পদক্ষেপ

ভারতের সর্বোদয় সমাজের একটি বড় অংশের কর্ম্মীদল তাঁরা স্থির করেছেন—প্রার্থী দাঁড় করাবেন না—কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলিকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

এই বিরোধী জোটে নেতৃবৃন্দ যাঁরা আছেন

ক) সংগঠন কংগ্রেসের আছেন—শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন; শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতি।

খ) গণতন্ত্রী কংগ্রেসের আছেন—কংগ্রেস থেকে সম্প্রতি, বেরিয়ে আসা কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কয়েকজন রাজ্যমন্ত্রী, কয়েকজন প্রাক্তন রাজ্যমন্ত্রী, কয়েকজন কংগ্রেসের লোক সভা সদস্য, অনেকগুলি কংগ্রেসের বিধান সভা সদস্য প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে দুচার জনের নাম এখানে দিচ্ছি—শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীনন্দিনী শথপথী, শ্রীবহুগুনা, শ্রীগণেশ, শ্রীরাজমঙ্গল পাণ্ডে শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র প্রভৃতি।

গ) সমাজতন্ত্রী দলের আছেন—শ্রীরাজনারায়ণ, শ্রীমধু লিমায়ে, শ্রীসমর গুহ, শ্রীজর্জ্জ ফার্ণাণ্ডিসে, প্রফেসার শ্রীসুরেন্দ্র মোহন প্রভৃতি।

ঘ) জনসঙ্ঘের—শ্রীঅটল বিহারী বাজপাই, শ্রীআদবাণী প্রভৃতি।

ঙ) লোকদলের আছেন—শ্রীচরণ সিং, শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া প্রভৃতি।

চ) সি-পি-এম এর আছেন—শ্রীনাম্বুদ্রীপাদ শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীজ্যোতির্ময় বসু, এ. কে. গোপালন প্রভৃতি।

ছ) আর-এস-পির আছেন—শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, শ্রীমাখন পাল শ্রীনিখিল দাস প্রভৃতি।

জ) ফরোয়ার্ড ব্লকের আছেন—শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল, শ্রীঅমর চক্রবর্তী, শ্রীকানাই ভট্টাচার্য্য, শ্রীশম্ভু ঘোষ প্রভৃতি।

ঝ) মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীরাম চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

ঞ) আর-সি-পি-আই এর আছেন—শ্রীসুধীন কুমার প্রভৃতি।

বিরোধীরা জয়ী হ'লে তাঁরা শাসন কীভাবে চালাবেন

কলকাতার ময়দানে সম্প্রতি এক বিশাল জন সমাবেশে শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন যে, আমরা আজ কংগ্রেস বিরোধী শক্তি যেভাবে জোটবদ্ধ হচ্ছি এবং কংগ্রেসের মধ্যে বিরাট ভাঙ্গন যেভাবে চলছে—আর যে সমস্ত অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে তাতে আমাদের গভীর আশা হয়েছে যে, সারা দেশে কংগ্রেসকে পরাজিত ক'রে আমরা জয়ী হবো এই পরিস্থিতিতে জনতা পার্টির হাতে বহু আসন আসবে। জনতা পার্টি শাসনযন্ত্র পরিচালনার ভার নেবে—সেক্ষেত্রে বামপন্থী জোট আমাদের সমর্থন করবেন। আমরা শাসন হাতে নিলে সমস্ত জরুরী আইন ও সংবিধানের মধ্যে কারসাজী বিলোপ করব—জনগণের স্বাধীনতা আবার প্রতিষ্ঠিত করব।

নির্ব্বাচনী সংবাদ : কংগ্রেস শিবির

কংগ্রেস সি-পি আই আঁতাত ও অন্যান্য আঁতাত

সি-পি-আই অর্থাৎ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিকে দিনকয়ক আগেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কদর্য্য ভাষায় গালি গালাজ করেন। তাঁরা বলেন যে, স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় সি-পি-আই দেশদ্রোহিতা করেছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুত্র-স্নেহের অতিশয্যে এবং নেতারা শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর সি-পি-আই বিদ্বেষকে সমর্থন করতে গিয়েই সি-পি-আই এর সঙ্গে এদের সাংঘাতিক কলহের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতির ক'দিন পরেই শ্রীজগজীবন রাম প্রভৃতির কংগ্রেস ত্যাগ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের পরিস্থিতি দেখে শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেস নেতারা এমন ঘাবড়ে যান যে, নির্ব্বাচনে সহায়তা পাবার জন্য, ঐ সি-পি-আইএর দরজায় দৌড়োদৌড়ি ক'রে, সি-পি-আইএর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করেছেন। ফলে সারা ভারতে মোট ৫৪২ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৪৯২ আসন নিয়েছেন এবং ৫০টা অন্য দুতিনটি দলকে দিয়েছেন—তারমধ্যে কিছুভাগ পেয়েছেন সি-পি-আই। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ৩৪টি আসন ও সি-পি-আই ৮টি আসন পেয়েছেন। তামিলনাড়ুর আন্না ডি. এমকে কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লার ন্যাশন্যাল পার্টি এবং কেরালায় মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেস আঁতাত করেছে।

শ্রীসঞ্জয়ের আবির্ভাব

শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ভারতের রাজনীতিতে একেবারেই অপরিচিত ছিলেন—এ পথ কখনো মাড়াননি। মারুতি মোটর কারখানা সূত্রে তিনি সারা ভারতে তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠেন। কিছুকাল আগে তিনি যুব কংগ্রেসের নেতারূপে হঠাৎ রাজনীতিতে নেমে পড়েন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হলেও, একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র। কিন্তু তিনি সারা ভারতে যেখানে গেছেন সেখানে সরকারীভাবে রাজকীয় সম্মান পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ব'লেই, ক্ষমতার এই অপব্যবহারের প্রতিবাদ করেন দেশের বহুলোক। তাতে উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেন—আমার পুত্র কেবল জনসেবার জন্যই এগিয়েছে—কোনো পদ বা ক্ষমতার দিকে তার লক্ষ্য নেই। সম্প্রতি সংবাদ—শ্রীসঞ্জয় গান্ধী উত্তর প্রদেশের একটি লোকসভা আসনের প্রার্থী—তার মায়ের নির্বাচনক্ষেত্রের পাশেই।

শ্রীমতী ইন্দিরার বিবিধ পদক্ষেপ ও দলে ভাঙ্গন

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ দিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন, সারা দেশের জনমতের সমর্থন ক'রে, বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী মনে করেছিলেন যে, এই অবস্থায় শ্রীমতী গান্ধীর পদত্যাগ করা উচিত। তাঁরা বলেছিলেন—সুপ্রীম কোর্টের রায় যদি শ্রীমতী গান্ধীর অনুকূলে হয় তখন তিনি পদে ফিরে আসবেন। শ্রীমতী গান্ধী এসব কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ভীষণ চটে গেলেন। প্রতিবাদকারী বিরোধীদের ও জনমতকে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি সাংঘাতিক জরুরী আইন করলেন। এবং নির্বাচনী আইন ও সংবিধানকে এমনভাবে বদলালেন, যাতে সুপ্রীম্ কোর্ট ওঁর বিরুদ্ধে রায়ই দিতে না পারে। এও জনশ্রুতি হয়েছিল যে, তার সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের দলের প্রবীন নেতাদের নজর বন্দী ক'রে রাখলেন, অনেককে তাড়ালেন, অনেককে অপমানিত করলেন। ফলে কংগ্রেসে দারুণ ভাঙন ধরল এবং নির্বাচনে তার মারাত্মক নানা উপসর্গ দেখা দিল। তাছাড় কংগ্রেস ও শাসনের সকলের উপর প্রবীন নেতাদেরও ওপর শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর অবাধ মাতব্বরি ও অপমানজনক, ক্ষতিজনক ব্যবহার আরো ত্বরান্বিত করল—কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক ভাঙন।

মুক্তি
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭, সোমবার

বিরোধীপক্ষকে কেন সমর্থন করছি

দু'একজন বন্ধু আমাকে বলছিলেন—আমরা না হয় স্বীকার করলাম যে, কংগ্রেস দল যেভাবে অপশাসন চালাচ্ছেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব চালাচ্ছেন, তাতে কংগ্রেসের আর শাসনে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু একথাও তো স্বীকার করতে হবে, কংগ্রেস-বিরোধী কতকগুলি দল কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে, আসন ভাগের একটা সর্ব্বভারতীয় বোঝাপড়া করলেও, এঁরা জয়ী হ'লেই বা কী হবে। এঁদের কি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ চালাবার ক্ষমতা হবে? অথবা এঁদেরও চিন্তার মধ্যে কি দেশ গঠনের যথার্থ দৃষ্টি ও পরিকল্পনা আছে, বা এঁদেরও অন্তরে কি সত্যকার দেশপ্রেম আছে? এঁরাও কি ক্ষমতার লোভে অস্থির হ'য়েই এসব করছেন না?

এটা সত্য যে কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি হিসাবে ভারতবর্ষে বিরোধী দল এখনো পর্য্যন্ত এমন কিছু অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য শক্তি বা চিন্তার পরিচয় দিতে পারেন নি—যার জন্য এখন থেকে এঁদের দ্বিধাহীন নিঃশঙ্ক সার্টিফিকেট দিতে পারা যায়। কিন্তু তবু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এঁদেরই আজ সমর্থন করতে হবে; এবং কেন তা করতে হবে—তা' বলছি।

এই সূত্রে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা ঐতিহাসিক দিনের কথা মনে পড়ছে। গান্ধীজী যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে সর্ব্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন—তখন ইংরেজ বললেন—ভারতবাসী তোমরা এখনও মানুষ হওনি—আমরাই তোমাদের শাসন ও শৃঙ্খলার মধ্যে রেখেছি। আমাদের শক্তিতেই তোমাদের এতবড় দেশের অখণ্ডতা ও ঐক্য বজায় আছে এবং আমাদের জন্যই তা' থাকতে পারে। আমরা চলে গেলে—তোমরা কাটাকাটি মারামারি ক'রে মরবে—তোমাদের নিজেদের শাসন চালাবার শক্তির কোনো পরিচয় তোমরা দিতে পারবে না।

এর উত্তরে সেদিন গান্ধীজী সিংহ গর্জ্জনে বলেছিলেন যে ইংরেজ চলে গেলে যদি সারা দেশে তাণ্ডবের রাজত্বও হয়—তবু তাই হোক—তাও আমি চাই—তবু আমি এক মুহূর্ত্তও ইংরেজকে আর আমাদের দেশের শাসনে দেখতে চাই না। একথা বলার মধ্যে একটা মহান অর্থ ছিল।

সেই অর্থ এই যে, কোনো দেশের মানব-সত্বা অপর দেশের শাসন ও অধীনতার মধ্যে অপমানিতের জীবন কখনো সহ্য ক'রে থাকতে পারে না। পরাধীন জীবনের দাসত্বের কারণেই মানুষের আত্মিক তথা সার্বিক অবনতি ঘটে। দেশের মানুষ প্রথমে স্বাধীনতার মর্যাদা ফিরে পাবার আত্মশক্তি দেখাক। তারপরে যদি আমাদের জীবনে বিশৃঙ্খলার রাজত্বও আসে—তা' আসুক। সে সব ভুলভ্রান্তির ভেতর দিয়েই জনজীবন, স্বাধীন জীবন এগিয়েই চলবে—যেমন সারা বিশ্বে অপর দেশসমূহ অগ্রসর হচ্ছে।

স্বাধীনতা যখন আমরা অর্জন করি—তখন একথা জানাই ছিল যে, দেশের কোটি কোটি মানুষ অজ্ঞ, নিরক্ষর, চেতনাহীন—অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত এবং অসংগঠিত। তখন এও জানা ছিল যে, ইংরেজের প্রসাদ-পুষ্ট কায়েমী স্বার্থবাদীরা নির্বাচনে, অসাধু বা দুর্বল নেতাদের হাত ক'রে,—জনগণের নিদারুণ দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অর্থ ছড়িয়ে, মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ ক'রে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি নানা কাণ্ড ক'রে, শাসনযন্ত্র দখল করবে। সব দেশের ইতিহাসই তার বহু নজির রেখেছে।

একথাও সেদিন অবধারিত ছিল যে, শাসন দখলকারী ঐসব কায়েমী স্বার্থবাদীরা দেশের আপামর জনসাধারণের হাতে ক্ষমতার অংশ তুলে না দেবার মতলবেই, শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করবে না—যে বিকেন্দ্রীকরণ সংবিধানের মহানলক্ষ্য ছিল। জানাই ছিল যে, তারা জনগণের নিদারুণভাবে শোচনীয় অর্থ নৈতিক জীবনকে গ'ড়ে তোলার জন্য দেশের বৈষম্যমূলক আর্থিক জীবনধারাকে ভেঙ্গেচুরে, নূতন কাঠামো কখনই গড়বে না। কারণ তাহলে তাদের নিজেদেরই শোষণধারা এবং তার সঙ্গে তাদের কায়েমীধারা থাকবে না। সেজন্য তারা একদিকে যেমন নানা উন্নয়ন-পরিকল্পনার ভাবভঙ্গী করেও জনগণের সত্যকার উন্নয়নের কোনো কার্য্যধারাই নেয়নি তেমনি তারা জনগণকে শোষিত, অসংগঠিতভাবে রাখতে বহুবিধ অদ্ভুত, অন্যায়, অর্থহীন, অপদার্থ আইনসমূহ প্রণয়ন ক'রে, জনগণকে বিপন্ন, বঞ্চিত, অপমানিত ক'রে রেখেছে। এমনকি, ঐ উদ্দেশ্যের জন্যই তারা সংবিধানের নির্দ্দেশকেও অমান্য অপমানিত ক'রে, সংবিধানকে পর্য্যন্ত কবন্ধে পরিণত করেছে।

বছরের পর বছর দেশের অগণিত মানুষ এইভাবে শোষিত লাঞ্ছিত, নিত্য অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে নিয়তই অতিষ্ঠ হ'য়ে রয়েছেন। বছরের পর বছর নির্বাচন আসছে—তার মধ্য দিয়ে মানুষ নূতনতর শাসন ও উন্নততর দেশজীবন পাবার গভীর আশা করছে। কিন্তু ভালর দিকে পরিবর্ত্তন দূরে, থাক, জনজীবনের সব অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। এর কারণ, হয় যারা শাসনে আছে জনগণ তাদের সাময়িক প্রলোভন, ও ক্ষমতার শিকার হচ্ছে; নয় তারা বিরোধী পক্ষের দুর্বল অযোগ্য নেতৃত্বের কাছে অসহায়ের মত শিকার হচ্ছে। তবু দেশের জনগণ চাইছে পরিবর্তন।

নির্বাচন যখন আসে তখন অনেককেই আমরা এগিয়ে আসতে দেখি। বাম আসেন, দক্ষিণ আসেন—ক্ষমতাসীন দলে উপযুক্ত প্রসাদলাভে বঞ্চিত ভগ্নমনোরথেরা আসেন। সবাই কুশাসনের বিরুদ্ধে সুশাসনের আশ্বাস দেন—সবাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সদাচারের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। এঁদের মধ্যে সত্যিকার দেশপ্রেমিক জন-কল্যাণকামীও আছেন—সন্দেহ নেই। তবে বেশীর ভাগ মানুষই আসেন—ক্ষমতা লাভের প্রেরণার তাগিদে।

ক্ষমতালাভের প্রেরণার তাগিদ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক। সারা বিশ্বের শাসন-জীবন ও নির্বাচনী-জীবন মূলতঃ এর দ্বারাই আলোড়িত হচ্ছে। তা' হোক, তবে তার সঙ্গে ঐসব মানুষের মধ্যে এই বোধ থাকা অপরিহার্য্য যে, আমি ক্ষমতাসম্পন্ন ব'লে যেমন সম্মানিত হবো—এটা যেমন আমার গৌরব—তেমনি দেশের সন্তান হিসাবে, প্রতিনিধিত্বের কর্ত্তব্য-পালনকারী হিসাবে, দেশের অগণিত বঞ্চিত বিপন্ন ভাইদের আশা আকাঙ্খার প্রতীক হিসাবেও আমি যেন সম্মানিত হই।

অধিকাংশের মধ্যে এই বোধ তখনই আসবে—যখন জনগণ যোগ্য সৎ লোককে ভোট দেবার সচেতনতা অর্জ্জন ক'রে তাদের প্রতিনিধিরূপে পাঠাবেন—যখন দলগুলি (পার্টিগুলি) যোগ্যতাসম্পন্ন সৎ প্রার্থী দেবার মনোভাব রাখবেন। পার্টিগুলির পক্ষ থেকে উপযুক্ত প্রার্থী যদি নাও দেবার মনোভাব থাকে—তাহলে আপাততঃ আরেকভাবে দেশকে অগ্রসর হতে হবে। তা হচ্ছে বহিষ্কার করার কর্ম্মধারা গ্রহণ—যা আমরা স্কুলে, কলেজে চাকুরীক্ষেত্রে অবলম্বন করি।

দেশের দূষিত আবহাওয়ার দরুণ যদি দেখা যায় স্কুলে যত শিক্ষক আসছেন, অমনোযোগী ও ফাঁকিবাজ হচ্ছেন—তবু স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না; ফলে একজন শিক্ষকের পেনসনের পর আর একজন এসেও ঐ একই ধারা গ্রহণ করছেন। তখন যদি সুরু হয়—একের পর এক—অযোগ্য শিক্ষকের বহিষ্কার—তাতে দেখা যাবে দ্রুত অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটছে। পদ যাবার ভয়ে খানিকটা চেতনার স্তর গ'ড়ে উঠতে থাকবে।

কিছুকাল আগে কংগ্রেসী শাসনে অতিষ্ঠ হ'য়ে দেশের মানুষ যুক্তফ্রন্টকে বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী করে। সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট অন্তর্বিরোধের মধ্য দিয়ে শাসন চালাতে অক্ষম হ'য়ে পড়েন। যুক্তফ্রন্টের প্রতি এত আশা আকাঙ্খা ভরসা নির্ভরতা এইভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ায়—পরবর্তী নির্বাচনে দেশের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের ঐসব শরিকদের বহিষ্কার করার ব্যবস্থা করলেন। ইতিহাসের এই অধ্যায় থেকে বিরোধী দল আজ অনেকটাই শিক্ষালাভ করেছেন।

তারই ফলে, এই নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে তাঁদের জোটবদ্ধভাবে সংগ্রাম দেবার আন্তরিক চেষ্টার পরিচয় ঘটছে। নির্ব্বাচনে জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দেবার দায় কী—তার সচেতনতার মূল্য আজ তাঁরা ক্রমশঃই উপলব্ধি করছেন।

কিন্তু ত্রিশ বছর ধ'রে কেন্দ্রের শাসনে এবং অধিকাংশ রাজ্যশাসনে অধিকাংশসময় ক্ষমতা দখল ক'রে কংগ্রেস আজ চরম দম্ভ ও স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ তাণ্ডব প্রকাশ করছেন। কংগ্রেস মনে করছেন যে, তাঁরা যা খুশী অত্যাচার অবিচার অবাধে ক'রে যান—তাঁদের কেউ সরাতে পারবে না। সেজন্যই আজ কংগ্রেসকে সরাতেই হবে।

[শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়]

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বিরোধী পক্ষকে কেন সমর্থন করছি

সুদীর্ঘকাল ধ'রে শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে অবাধ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে, বিশাল ধনের মালিক হ'য়ে, কংগ্রেস আজ বহু ক্ষতি করার প্রভূত শক্তি অর্জন করেছে। সেজন্য যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, কংগ্রেস দলের সংগঠন শক্তির তুলনায় আজ বিরোধী দলের সংগঠন শক্তি যখন অনেক দুর্বল, তখন তাকে সহায়তা দিয়ে কী হবে আমরা বলব—তবু তাকেই সহায়তা দিতে হবে ; কারণ আজ ঐ অবাধ স্বৈরশাসনের আধার-রূপ ভয়াবহ কংগ্রেসকে বহিষ্কার করতেই হবে। এবং জনগণের মধ্যে এই সরাবার শক্তিকে আজ বলিষ্ঠ, সক্রিয়, সমুন্নত করতেই হবে। এবং তা' করতে করতেই দেশকে অগ্রসর হতে হবে।

দেশের শাসন জীবনকে কোটি কোটি মানুষের আত্মশাসন ও দ্রুত উন্নয়নের যোগ্য করতে হ'লে, শুধু শাসন থেকে অন্যায়কারীদের সরাবার শক্তি থাকলেই হবে না। তারসঙ্গে জনগণকে আরও দুটি জিনিষের ওপর আজই অত্যন্ত জোর দিতে হবে। তা' হচ্ছে এই—

(১) অবিরত তুমুল আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে যেতে হবে যেন দলগুলি সৎ এবং যোগ্য প্রতিনিধি মনোনীত করেন। কোনো দল অসৎ অযোগ্য ক্ষমতাকামীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন দেখলে, তার বিরুদ্ধে তখনই দৃঢ় আপত্তির ও প্রতিকারের ক্ষেত্র তৈরী ক'রে যেতে হবে।

(২) এবং দ্বিতীয় বিষয়টি আরো বড়। উন্নত শাসন জীবনের দাবী কী কী, শাসনে জনগণের অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে বিকেন্দ্রিত শাসনের রূপ কী কী—তারই ব্যাপক, সম্যক দ্রুত চেতনা আজ জনগণের মধ্যে সক্রিয়ভাবে জাগ্রত করতে হবে। এই মহান কাজে অগ্রণী হতে হবে—দেশের সংবাদ পত্রগুলিকে, দেশের দেশপ্রেমিক জনসেবীদের এবং দেশের আদর্শকামী দলগুলিকে।

পরিশেষে আবার গান্ধীজীর কথা স্মরণ করাই। দেশের শাসন জীবনে যখন নিদারুণ অত্যাচারী উপদ্রবকারীরা চেপে বসে থাকে—যখন দুর্বিসহ অবিচার এবং জনদাবীর প্রতি অন্তহীন উপেক্ষা দেশের আকাশকে গ্লানীময় করে তুলতে থাকে—তখন ইংরেজের প্রতি গান্ধীজীর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ক'রে, স্বৈরাচারীর প্রতি বলতে হবে—তোমার অপসারণের পর যদি দেশ বিপর্যায়ে মথিত আলোড়িত হয়—তাও স্বীকার—তবু দেশের মহান আসন থেকে তোমার এই দানবীয় শাসনের অপসারণ আগে হোক।

—)•(—

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

নিদারুণ খরা : জেলার চরম দুর্দ্দশা : শাসনের অবিচার

সবচেয়ে কংগ্রেসী লুঠ চলেছে চাষীর জীবনে : লেভীর জুলুম

এত নিদারুণ খরা—তবু লেভীর জুলুম চলবে। এই জেলায় আমন ধানের চাষী বহু কম। তবু বাইদ জমির চাষীর ওপর বেআইনী লেভী করা হচ্ছে—অত্যন্ত জবরদস্তি সহকারে। লেভীর নামে কংগ্রেসী অত্যাচারের কাহিনী—ইতিহাসে মগের অত্যাচারের কাহিনীর মত লোমহর্ষণের ব্যাপার। আমরা সরকারে বহু নালিস জানিয়েছি—সরকার কোনো তদন্ত, কোনো বিচার করেন নি—আর মুখে বলেন কংগ্রেস সুবিচার ও গণতন্ত্র চায়। আমরা লেভী আইনকে, একেবারে সংবিধান বিরোধী বেআইনী আইন ব'লে হাইকোর্টে মামলা করেছি…দুবছর হল। তার বিচার আজও ধরা হল না—জরুরী আইন সত্বেও।

ধানের দর বিষয়ে চাষীর ওপর নগ্ন অত্যাচার

লেভীতে চাষীর জন্য দর ৭৫৲। নামে ৭৭৲ কিন্তু এত খরা এবং শুকনো আবহাওয়ার দিনেও শুকতির নামে ২৲ কেটে নেওয়া হচ্ছে। বাজারে দর চলছে—তার ডবল। সরকার চাষীকে সে সুযোগ দেবেন না। অর্থাৎ মজুতদারেরা কম দরে কিনে অনেক দরে বেচবে—তার নিয়ন্ত্রণ নেই কিন্তু চাষীর বেলায় নিয়ন্ত্রিত দর ৭৫৲। এর কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব কি কংগ্রেস দিতে পারবেন ?

কাজ অভাবে দলে দলে জেলার লোক বাইরে চলে যাচ্ছে

৩০ বৎসরের স্বাধীন জীবন সত্বেও পুরুলিয়া জেলা আজও ভারতবর্ষে সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে উপেক্ষিত জেলা। এরজন্য শিল্পের আয়োজন হল না; এর কৃষি সেই মান্ধাতা আমলের রইল। ফলে, প্রতি বছর কাজ ও খাদ্যের অভাবের তাড়নায়, দলেদলে জেলার হাজার হাজার পরিবার জেলার বাইরে চলে যেতে বাধ্য হন। এ বছর নিদারুণ খরায় বিপন্ন জেলার মানুষ দলে দলে বাইরে চলে যাচ্ছেন। টেষ্ট রিলিফের নামে যদি রাজনীতি ও লুঠ না চলত—তবে বহু মানুষ কাজ পেতে পারতো।

এই সাংঘাতিক অবস্থা সত্বেও সরকার নীরব

'মুক্তি' পত্রিকা বরাবর জেলার মানুষের সংকটকে তুলে ধরেছে। দেশের শাসকবর্গকে বিপন্ন মানুষের সাহায্যে সচেতন করতে, অনুনয় বিনয় করতে মুক্তি সর্ব্বদাই চেষ্টা করেছে। আজও করছে। কিন্তু আমরা জানি—বরাবরের মতই এসব আবেদন অরণ্যে রোদনই হবে। বাস্তব জীবনের এই জলন্ত পরিস্থিতির কথা আজ আমাদের যেমন মনে রাখতে হবে—তেমনি এ বিষয়ে আমাদের আজ কর্মে সত্যকারভাবে সচেতন হতে হবে।

জনতা-বামফ্রণ্ট জোট মনোনীত ও লোক সেবক সংঘ সমর্থিত প্রার্থী ডাঃ বিজয় কুমার মণ্ডল—বাঁকুড়া লোক সভা কেন্দ্রে

বাঁকুড়া লোক সভা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে ডাঃ বিজয়কুমার মণ্ডলকে জনতা-বামফ্রণ্ট জোটের পক্ষ থেকে দাঁড় করানো হয়েছে। লোক সেবক সংঘ এঁকে সমর্থন করছেন। সংঘের পরিচালিকা—শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ জনসাধারণকে আবেদন করেছেন---এই প্রার্থীকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করতে। ইনি জনসংঘের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন।

ডাঃ বিজয়কুমার মণ্ডল বাঁকুড়া জেলার প্রভাবশালী ব্যক্তি। ডাক্তার হিসাবে সুপরিচিত। এতদিন বাঁকুড়া জেলায় ইনি জনসঙ্ঘের নেতা ছিলেন। ঐ জেলায় এঁর সুনাম রয়েছে। এঁর প্রতীক **"লাঙ্গল কাঁধে চাষী।"**

জনতা-বামফ্রণ্ট জোট মনোনীত ও লোকসেবক সংঘ সমর্থিত প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাত পুরুলিয়া লোক সভা আসনে

পুরুলিয়া লোকসভা নির্বাচনক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলার সুপরিচিত শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতকে জনতা-বামফ্রণ্ট জোট থেকে দাঁড় করানো হয়েছে এবং লোকসেবক সংঘ তাঁকে সমর্থন করছেন। সংঘের পরিচালিকা—শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ জনসাধারণের কাছে আবেদন করেছেন—এই প্রার্থীকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সাহায্য করতে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাত এই জেলায় ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতা। ইনি ঝালদা থানার জার্গো গ্রামের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বয়স ৩৭। ইনি ১৯৬৭ সালে, বিধানসভা নির্বাচনে, কংগ্রেসের প্রভাবশালী প্রার্থী স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ মাহাতকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন। মানুষ হিসাবে ইনি সকলের কাছে মিষ্টভাষী ও সজ্জনরূপে পরিচিত। চিত্তবাবুর প্রতীক **সিংহ**। প্রতীকটি নিচে দেওয়া হল।

নির্বাচন প্রসঙ্গ (১)

পুরুলিয়া কেন্দ্র

২১শে ফেব্রুয়ারী নাম প্রত্যাহার করার শেষ দিনে কেবলমাত্র শ্রীবিধানচন্দ্র মাহাত (নির্দল) নিজ নাম প্রত্যাহার করায় পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে নিম্নলিখিত পাঁচ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তাঁদের নামের সঙ্গে প্রতীকের নাম দেওয়া হোল : –

১। চিত্তরঞ্জন মাহাত (ফঃ ব্লক) - সিংহ
২। পশুপতি মাহাত (কং)—গাই-বাছুর
৩। অনিলচন্দ্র মাহাত (নি)—জলন্ত মশাল
৪। কিষনলাল আগারওয়াল (নি) – রেল ইঞ্জিন
৫। জয়রাম মাঝি (ঝাড়খণ্ড) - ডঙ্কা

ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাত ৮য় বাম জোট-জনতা সমর্থিত হওয়ায় এবং লোকসেবক সংঘও সমর্থন জানাবার ফলে এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলতঃ কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

• • • • • •

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি লোকসভা আসনের জন্য চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা ১৭৩ জন। এই আসনের জন্য কোন দল কয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে—তার বিবরণ এই –

চূড়ান্ত প্রার্থী – ১৭৩	জনতা – ১১
মোট আসন ৪২	গণতন্ত্রী কংগ্রেস – ৩
কংগ্রেস ৩৪	ফরোয়ার্ড ব্লক – ৬
সি-পি-আই – ৮	আর-এস-পি – ৩
সি-পি-আই (মার্ক্সিষ্ট) – ২০	অন্যান্য ও নির্দ্দল – ৯১

পশ্চিমবঙ্গে ৮টি কেন্দ্রে কেবলমাত্র সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক অর্থাৎ ১১ জন প্রার্থী দার্জ্জিলিং আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে ফঃ ব্লক প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করায় জনতা প্রার্থী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (প্রাক্তন মন্ত্রী) এর সঙ্গে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী মায়া রায়ের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

• • • • • •

বাঁকুড়া কেন্দ্র : এই কেন্দ্রেও ছয় জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জনতা প্রার্থী ডাঃ বিজয়কুমার মণ্ডলের সঙ্গে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশঙ্কর নারায়ণ সিংহ দেও এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এই আসনে এস-ইউ-সি প্রার্থী শ্রীআশুতোষ ব্যানার্জী এবং সর্বশ্রী শক্তি মুখার্জী, ভূতনাথ ঘোষ ও মতিলাল শর্ম্মা সকলেই নির্দলীয়।

সারা ভারত

সমগ্র ভারতে ৫৪২টি লোকসভা আসনে মাত্র ২ জন প্রার্থী ইতিমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় বাকী ৫৪০টি আসনের জন্য ২৪৩০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং ১৮৮০ জন প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করেছেন। এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ; সি-পি-আই ; আন্না-ডি-এম-কে ; রিপাবলিকান পার্টি প্রভৃতি মিলিতভাবে একটি "জোট" গঠন করেছে। কংগ্রেস ৪৯২ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং শরিক দলগুলিকে ৫০টি আসন ছেড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে জনতা ; সি-পি-আই (এম) ; ডি-এম-কে ; আকালী প্রভৃতি দল মিলে 'বিরোধী জোট" ৫১৮ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এর মধ্যে ৩৪টি আসনে গণতন্ত্রী কংগ্রেস এবং ৫৬টি আসনে সি-পি-আই এম) সহ বামপন্থী ফ্রণ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

উত্তর প্রদেশ

সমগ্র ভারতের বৃহত্তম রাজ্য হিসাবে উত্তর প্রদেশে লোকসভার আসন সংখ্যা হোল ৮৫ এবং এই নির্বাচনে ৩৫ জন প্রার্থীর নাম প্রত্যাহারের পর মোট ৪৭৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই রাজ্যের রায়বেরিলী কেন্দ্রে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রার্থী হয়েছেন এবং তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন জনতা প্রার্থী শ্রীরাজনারায়ণ। বিগত নির্বাচনেও শ্রীরাজনারায়ণের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। রায়বেরিলীর পার্শ্ববর্তী আমেথি কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধীর পুত্র শ্রীসঞ্জয় গান্ধী কংগ্রেস প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জনতা পার্টির বিশিষ্ট নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবহুগুণা লখনউ কেন্দ্রে এবং অন্যতম নেতা শ্রীচরণ সিং বাগপত কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রীও বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শান্তিনিকেতন থেকে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারযোগে কংগ্রেসী নির্ব্বাচনী সফর সূত্রে কাটোয়া ও বিষ্ণুপুরে কংগ্রেসী নির্বাচনী সভা শেষে বেলা ২-১০ মিঃ পুরুলিয়ায় আসেন। সৈনিক স্কুলের হেলিপ্যাডে তাঁর হেলিকপ্টার অবতরণ করে এবং সেখান থেকে মাঝড়িয়া ময়দানে (সৈনিক স্কুলের সম্মুখে) পুলিশের খোলা জীপে আসেন। তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও ছিলেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মঞ্চে আরোহণ করে অপেক্ষমান জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে অভিবাদন জ্ঞাপন করে আসন গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিগত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার 'জঙ্গলের রাজত্ব"র বিবরণ দিয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে "শান্তি, শৃঙ্খলা ও প্রগতি" ফিরে এনেছে তার বিবরণ দেন এবং কংগ্রেসকে ভোট দেবার আবেদন জানান। পুরুলিয়া কেন্দ্রে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সম্পর্কিত শ্লেষোক্তি করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় জীবনে কখনও কংগ্রেস ত্যাগ করবেন না এবং শ্রীমতী গান্ধীকে নেত্রী হিসাবে মেনে চলবেন এই ঘোষণা করেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে—কে নেতা হবে সেটাই দেশের কাছে কোনও বড় প্রশ্ন নয়। দেশে কিরূপ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং জনগণের কল্যাণের জন্য কিরূপ স্থায়ী সরকার গঠন করা উচিৎ সেটাই হোল প্রকৃত প্রশ্ন। শ্রীমতী গান্ধী বিরোধীদের "মহাজোট" গঠনকে খিচুড়ী আখ্যা দেন এবং বিরোধীরা স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবে না এবং দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দেবে এই অভিযোগ এনে স্থায়ী ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসকে ভোট দিতে আবেদন জানান। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে বিরোধী দলগুলি তাঁর বিশ-দফা কর্মসূচী, চোরাকারবারী-মজুতদার-আন্তর্জাতিক স্মাগলারদের বিরুদ্ধে অভিযানকে নানাভাবে বিকৃত করছে এবং বিরোধিতা করে আসছে। সুতরাং তারা জনগণের স্বার্থ বিরোধী বলে আখ্যা দেন।

প্রস্তুতি পর্ব

প্রধান মন্ত্রীর কংগ্রেসী নির্ব্বাচনী সভার প্রস্তুতি পর্বে সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা তৎপর হয়ে উঠে। প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্য থেকেও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আমদানী করা হয়। সে ছাড়া কয়েক জন মিলিটারী অফিসারের নেতৃত্বে সামরিকবাহিনী ছড়রায় শিবির স্থাপন করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসারেরা এই সূত্রে কয়েকদিন পূর্বেই পুরুলিয়া আসেন।

প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচনী সভার মঞ্চটিও নিরাপত্তার দৃষ্টিতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ও সরকারী ব্যয়ে নির্মিত হয়। প্রায় পনের বিশ হাজার জনতার উপযোগী মাইক তথা লাউড স্পীকার স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ সম্ভব না হওয়ায় কলিকাতার "চিকাগো রেডিও" সংস্থার মাইক ভাড়া করা হয়। প্রধান মন্ত্রীর "কংগ্রেসী নির্ব্বাচন সভার" ভাষণ টেপ-রেকর্ড করার উদ্দেশ্যে আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ অফিসারেরা আসেন এবং ময়দান থেকে আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থাও করা হয়।

প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাচনী সভায় যাতে বহুল জন সমাগম সম্ভব হয় তার জন্য প্রায় একশত ট্রাকের ব্যবস্থা করা হয় এবং কয়েকটি বাসকে পুরুলিয়া থেকে সৈনিক স্কুল পর্যান্ত যাত্রী বহন করতে দেখা যায়।

Sponsored Teachers' Training College, Purulia.

P. O & Dist PURULIA (West Bengal)

Applications in prescribed form duly filled in for admission in to B. Ed. course at this college at the session 1977-78 are invited from candidates who are at least graduates, (both male and female.) Deputed Teachers not above 40 years of age and Freshers not above 30 years of age should apply for addmission Application form and Prospectus will be issued from the college office on and from 3 3-77 on payment of Rupees Two only by cash or postal order, made payable to Principal of the college at post office Purulia along with a self-addressed 4o paise Stamped envelope of 9″×4″ size. Money orders will not be accepted. Completed application forms should reach the office of the undrsigned latest by 31-3-1977 upto 3 P. M. Applicatons received after that date and hour will be rejected.

PRINCIPAL.

॥ প্রতিশ্রুতি ও প্রচার ॥

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সব দলই দেশের মানুষকে প্রতিশ্রুতির তালিকা দেন এবং আপন আপন প্রতিশ্রুতির সমর্থনে ও বিরোধীদলের বিরুদ্ধে প্রচার চালান। অন্যান্যবারের মতো শাসক-কংগ্রেসও প্রতিশ্রুতির তালিকা দিয়েছেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রচার অভিযানেও সে সব প্রতিশ্রুতির কোন উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল বিরোধী শক্তির সমালোচনাই তিনি করছেন। শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসী প্রতিশ্রুতির উল্লেখ এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?

আমাদের মনে হয় বিগত নির্বাচনের পর কংগ্রেসী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনসাধারণ যে বিগতস্পৃহ হয়েছেন এবং একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছে সেকথা শ্রীমতী গান্ধী ভালো করে জানেন বলেই প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে সেই বিরূপতাকে আর বাড়াতে চান নি। বিগত নির্বাচনে তিনি 'গরীবী হঠানোর' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। জয়লাভের পর তাঁর সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ধারেপাশে না গিয়ে বিরোধীদমন, রাজনৈতিক উৎকোচ আর গণতন্ত্র হত্যায় ব্রতী হলেন। বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক মিসা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসকদলের এম-এল-এদের একচেটিয়া কোটা এবং জরুরী অবস্থা ও প্রিসেন্সরশিপ করে সমালোচনার কণ্ঠরোধ, সবই চালু হল স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে। এইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়দের রেফারীর সাহায্যে মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি মনের সুখে ফাঁকা গোলে গোল দিতে লাগলেন আকাশবাণী, পেটোয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে আর যানবাহনের গায়ে গায়ে বাণী উৎকীর্ণ করে। গরীবদের 'গরীবী হঠানো'র প্রতিশ্রুতি ভুলিয়ে দেবার জন্য ২০ দফা কর্মসূচির ঢাক পেটান শুরু হল। শ্রীমান সঞ্জয় মাকুতির মতোই একলাফে চলে এলেন সামনের সারিতে এবং ৫ দফার কোরাস গান জুড়ে দিলেন। 'গরীবী হঠাও' তলিয়ে গেল। কিন্তু ২০ দফা ৫ দফাও হোল না—পরিবার পরিকল্পনার পোষ্টার-ফেষ্টুনের তলায় সব চাপা পড়ে গেল, উড়ে গেল কোটি কোটি টাকা। কংগ্রেসী প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ আরও বেশী করে টের পেল হাড়ে হাড়ে।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন। তাই বুদ্ধিমতীর মতোই প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতির উল্লেখ আর করছেন না। কিন্তু প্রচার যা করছেন, তা একদিকে যেমন নগ্ন মিথ্যাচার, আরেকদিকে তেমনি মানসিক অসুস্থতার পরিচায়ক। বিহার, বাঙলা ও উড়িষ্যা-গুজরাটের নজির দেখিয়ে শ্রীমতী গান্ধী প্রচার করছেন যে বিরোধীরা স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবেন না। গণতন্ত্রে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ সরকার গঠন করে অপরপক্ষ বিরোধীপক্ষরূপে সরকারী অন্যায় অগণতান্ত্রিক আচরণের সমালোচনা করে ও বাধা দেয়। নির্বাচনে দাঁড়ালেই সরকার গঠন করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। সভ্য গণতান্ত্রিক সরকার বিরোধীপক্ষকেও নিজের সমান মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কংগ্রেস তা কখনও পারেনি। বিরোধীপক্ষ সরকার গঠন করতে পারবেন নাই বা কেন? কংগ্রেস সরকারও তো স্থায়ী নয়। শ্রীমতী গান্ধীই তো নিজের খুশীমতো যখন তখন ভাঙছেন গড়ছেন এবং প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে কংগ্রেস সরকারের স্থায়ীত্ব শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নাম্নী একজন মহিলার খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল বিরোধীদলগুলি অন্তত কোন ব্যক্তির খেয়ালের ওপর নির্ভর করে না। বিহার, বাঙলা, উড়িষ্যা ও গুজরাটের যে নজির প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তাতে তাঁর দল ও সরকারের যে জঘন্য ভূমিকা ছিল তারও উল্লেখ করলে সত্যভাষণ হত। রাজ্য সরকারগুলির জন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য এবং রাজ্য সরকারগুলির পাওনা অর্থ আটকে রেখে তাদের শুকিয়ে মারার চক্রান্ত কে করেছিল? অর্থ দিয়ে, মন্ত্রীত্বের প্রলোভন দেখিয়ে, অপহরণ করে ভয় দেখিয়ে এম-এল এ খরিদ এবং এম-এল-এ ভাঙানোর জঘন্য কালো ইতিহাস কারা রচনা করেছিল, শ্রীমতী গান্ধী বলবেন কি?

মাত্র কয়েক মাস আগেও শ্রীমতী গান্ধী 'যুব কংগ্রেসের' সম্মেলনে বিরাট আস্থা স্থাপন করেছিলেন যুবকদের ওপর। কিন্তু শ্রীমান সঞ্জয়ের একচ্ছত্র আধিপত্যে যখন দৃঢ় বাধা এল যুবকদেরই কাছ থেকে তখনই তাঁর সব আস্থা উবে গেল। নির্বাচনী সভায় কোথাও তিনি যুবকদের আহ্বান জানিয়ে কোন কথা বলেন নি এবার, আগে যেটা পদে পদে করতেন। যুবকদের ওপর আস্থা স্থাপনের পেছনে শ্রীমতী গান্ধীর প্রত্যাশাটা কি ছিল, এর থেকেই বোঝা যায়।

কংগ্রেস নাকি অসাম্প্রদায়িক দল। অথচ মুসলমান ভোট পাবার আশায় এবার শ্রীমতী গান্ধী সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন প্রকাশ্যভাবে। কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায় থেকে দুবার রাষ্ট্রপতি করেছে, অনেক মুখ্যমন্ত্রী করেছে এবং সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি করেছে এই কথা বলে মুসলমানদের ভোট সপক্ষে আনার চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আরেক জায়গায় বলেছেন যে জনসংঘ তাজমহলকে 'হিন্দুর মন্দির ছিল' বলে ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে এবং দিল্লীর কয়েকটি জায়গার নাম (মুসলমানী নাম?) পাল্টে দিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর হয়তো জানা নেই যে কুতুবমিনার সম্পর্কেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনুরূপ মতভেদ আছে। বহু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাহাদুরশা'কে স্বাধীনতা সংগ্রামী বাদশা বলে স্বীকার করেন না, সিপাহীযুদ্ধকেও স্বীকার করেন না প্রথম মুক্তিযুদ্ধ বলে। কিন্তু এসব অস্বীকৃতির ভিত্তি হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্য, কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা রাজনৈতিক দলের হাত সেখানে নেই। ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে এসবের বিচার বিতর্ক চলতে পারে—রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার আরোপ অত্যন্ত হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কংগ্রেস সরকার কোলকাতা ও কয়েকটি জায়গার রাস্তাঘাটের ইংরেজি নাম পাল্টে দিয়েছেন বলে ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজকে যদি নিষেধ করা হয় কংগ্রেসকে ভোট দিতে, তবে এটা কি সুস্থ নির্বাচনী প্রচার বলে অভিহিত হবে? রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধান বিচাপতি যাঁরা হয়েছিলেন এবং হয়েছেন, তাঁরা ভারতীয় হিসেবে ঐসব পদ পেয়েছেন, না মুসলমান হিসেবে? শ্রীমতী গান্ধীর এসব প্রচার অত্যন্ত আপত্তিকর, এবং নির্বাচন কমিশনারেরও উচিত এদিকে নজর দেওয়া। ভারতীয় মুসলমান সমাজের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি দিল্লীর ইমাম সাহেব, শ্রীজগজীবন রামকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করাতেই শ্রীমতী গান্ধী বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু নির্বাচনের সুস্থ পরিবেশকে দূষিত করতে পারে, এমন কোন প্রচার কোন অবস্থাতেই করা উচিত নয়।

শ্রীমতী গান্ধীর তথা কংগ্রেসের এই বিকৃত প্রচারের জবাব ভোটের মাধ্যমে দিতে হবে দেশের যুবক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের। বুদ্ধিজীবিদের তিনি বলেছেন নয়া উপনিবেশবাদী। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলে কংগ্রেস দেশের যুবক, শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবি সবাইকেই বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করেছে। শ্রীমতী গান্ধীর সমাজবাদে গত তিন বছরে জাতীয় আয় বেড়েছে ১১·২ ভাগ, কিন্তু কুড়িটি ধনী পরিবারের আয় বেড়েছে ৪১·২ ভাগ। ১০৬৫ কোটি টাকা আয় করে বিড়লারা এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনী। সরকারী তথ্যের আলোকই কংগ্রেসী সমাজবাদের যে চেহারা দেখা যাচ্ছে, সে সমাজবাদ দেশের ছাপান্নকোটি যুবক, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবির সমাজবাদ নয়—তা বিড়লা, টাটা, মফৎলাল প্রমুখ কুড়িটি পুঁজিপতি পরিবারের সমাজবাদ। এই প্রতারণার জবাব দিতে হবে ভোটপত্রে। প্রতিটি যুবক, শ্রমিক, কৃষি, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবি আজ এই নির্ব্বাচনী সংগ্রামে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসুন কংগ্রেস বিরোধী সৈনিকরূপে!

পুরুলিয়া টাউন ক্লাবের শোকসভা

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া টাউন ক্লাব ৺কান্তিবিলাস মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে এক শোক সভায় ২ মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে পরলোকগত আত্মার প্রতি শোক ও সম্মান জ্ঞাপন করেন। একটি শোকপ্রস্তাবে মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশন ও জেলার খেলাধুলার উন্নতি বিধানে তাঁর নিঃস্বার্থ ও নিরলস প্রয়াস এবং আন্তর্জেলা ক্রীড়াক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলার অপ্রতিরোধ্য গৌরবময় ভূমিকা অর্জনে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির গত সংখ্যায় ভ্রমক্রমে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ছাপা হয়েছে। ওটা ৩১ বর্ষ ১ম সংখ্যা হবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

- মুক্তি সম্পাদক।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩১ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | সোমবার, ৭ই মার্চ্চ, ১৯৭৭ ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৮৩ | বার্ষিক ৯·৫০ সডাক ১০·৫০ নগদ ২০ পয়সা

সমাজবাদ তো তোমার কাছে
অংকবাদের নামান্তর।
গণতন্ত্র তোমার কাছে
স্বৈরতন্ত্র দিগম্বর।
• • •
তোমার কাছে গণতন্ত্র—
লক্ষ কোটির মুখে তালা।
তোমার কাছে গণতন্ত্র—
পেটে পেটে আগুন জ্বালা।
• • •
তোমার কাছে গণতন্ত্র—
একনায়কের পাশাপাশি।
দূর হ'তে তাই শোনায় তোমার
গণতান্ত্রিক (?) ঢাকঢাকী।

সারাভারতের আকাশ আজ নির্বাচনী কলরোলে মুখরিত

ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রেরই খবর—সর্ব্বত্রই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আওয়াজ

ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রেই লিখছে—এমনকি, কংগ্রেসের পেটোয়া বড় বড় সংবাদপত্রেও লিখছে যে, চারিদিকে গ্রামে গঞ্জে, শহরে বাজারে দেখা যাচ্ছে সর্ব্বত্রই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের নিদারুণ অভিযোগ। ঐসব কাগজই লিখছে যে, নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরিস্থিতি অধিকাংশ স্থানেই সবিশেষ খারাপ এমনই দেখা যাচ্ছে। বিরোধী নেতারা অত্যন্ত আশান্বিত যে, তাঁদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। অপর পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিদিন ভাঙনের খবর - পারস্পরিক দোষারোপ বিদ্রোহ প্রভৃতির খবর।

দলে দলে কংগ্রেসীদের কংগ্রেস ত্যাগ

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে রাজ্যে, রাজ্যে কংগ্রেসের বিভিন্ন পদের নায়কেরা দলে দলে কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে গণতন্ত্রী কংগ্রেস বা জনতা পার্টিতে যুক্ত হচ্ছেন—প্রতি দিনই সংবাদপত্রে এই সংবাদ থাকছে।

কংগ্রেসে আসন না পেয়ে বহু কংগ্রেস নেতা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। এক পশ্চিমবঙ্গেই এহেন বহুজন বিদ্রোহীকে দলত্যাগী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সভায় বিক্ষোভ

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি বিহার সফরে গেছলেন। পাটনায়, রাঁচিতে নানাস্থানে কংগ্রেসের আহুত জনসভায়, শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণ দেবার সময়, সমবেত শ্রোতাদের পক্ষ থেকে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। প্রত্যেক জনসভায় প্রচুর মিলিটারী ও পুলিস থাকা সত্বেও দর্শকেরা দারুণ বিক্ষোভ দেখায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তথা কংগ্রেসের স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ মানুষের বিক্ষোভকে শ্রীমতী গান্ধী বিরোধী পক্ষের চক্রান্ত ব'লে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, এসব বিক্ষোভকে তিনি পরোয়া করেন না। শ্রীমতী গান্ধী কোনদিনই এসবকে পরোয়া করেননি ব'লেই মানুষের অন্তরে অন্তরে আজ এই বিক্ষোভ।

কংগ্রেসীদের গোপন ষড়যন্ত্র

কংগ্রেসের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হ'য়ে উঠছে দেখে এবং বিরোধী পক্ষ জয়লাভ করবে ধারণা ক'রে কংগ্রেসের বিশিষ্ট পদে আসীন ব্যক্তিদের অনেকে এখন গোপনে জনতা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এ সংবাদের সত্যতা সমর্থিত হোল—পশ্চিমবঙ্গের এক মন্ত্রী মহোদয়ের একটি উক্তি। সংবাদপত্রে প্রকাশ তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন—তিনি টের পেয়েছেন যে কতকগুলি বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা, এমনকি, ক্যাবিনেট মন্ত্রী পর্যন্ত—গোপনে গোপনে জনতা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

সি-পি-আই-এর দুমুখী নীতি ও নতুন সুর

কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করলেও, দেশের চারদিকের অবস্থা দেখে, সর্বত্র আঁতাত করার সিদ্ধান্ত নিলেন না। অবস্থা বুঝে কোনো কোনো রাজ্যে আঁতাত করেছেন—কোনো কোনো রাজ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছেন কমিউনিষ্ট পার্টি এতদিন কংগ্রেসের জরুরী আইন, সংবিধান সংশোধন প্রভৃতিতে 'দোহারি' ক'রে এসেছেন। এখন বলছেন—কংগ্রেসের কুকীর্ত্তির সঙ্গে আমরা জড়িত ছিলাম না।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের হুমকী

সম্প্রতি কুলটির এক নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বলেছেন যে কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতা না পেলে এবং জনতা পার্টি তা দখল করলে, দেশে সামরিক শাসন অনিবার্য্য। এই উক্তিতে দেশে সর্ব্বত্র বিক্ষোভ হয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী দেশবাসীকে হুমকী দিয়েছেন যে, কংগ্রেসকে ভোট না দিলে তাঁরা মিলিটারীর শাসন লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়বেন। অনেকে বলছেন—নির্বাচনে এই হুমকী বেআইনী। অনেকে বলছেন—এর মধ্যে হেরে যাবার ভীতি প্রকটিত হয়েছে।

কংগ্রেসীদের নিজেদের কাগজেই এক বিচিত্র বিবৃতি

যুগান্তর অমৃতবাজারের মালিকদের মধ্যেই দুজন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী আছেন। তাঁদেরই কাগজ—অমৃতবাজার পত্রিকা লিখছেন—পুরুলিয়া লোকসভা আসনে—কংগ্রেসের পক্ষে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি। প্রার্থী মনোনয়নে আভ্যন্তরীন বিবিধ গোষ্ঠী অসন্তুষ্ট। কংগ্রেস মন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাত জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাতর মধ্যে বনিবনা হচ্ছেনা। উভয়ের মধ্যে নেতৃত্বের লড়াই হচ্ছে। পুরুলিয়া নির্বাচন ক্ষেত্রে আইন সভা সদস্যও ঐ সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে ক্ষোভের সঙ্গে নিজেদের পার্টি কংগ্রেসেরই নানা কুকীর্ত্তির উল্লেখ করে নির্বাচনে কংগ্রেসের অসুবিধের কথা বলেছেন। এ সমস্ত-কিছুই কংগ্রেসের মধ্যে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার পরিচয় দিচ্ছে।

ঐ পত্রিকাটি আরো লিখছে যে, কংগ্রেসের দিকে ভোটের প্রস্তুতির সাড়া কিছুই নেই। আর, অন্যদিকে জনতা ও বামজোট প্রার্থী শ্রীচিত্ত মাহাতর অনুকূলে পরিস্থিতি বেশ এগিয়ে চলছে। লোকসেবক সংঘ শ্রীচিত্ত মাহাতকে সমর্থন করায়, চিত্ত বাবুর পিছনে এক বড় শক্তি হয়েছে। শ্রীচিত্ত মাহাত বান্দা বিধান সভা নির্ব্বাচনে শ্রীদেবেন মাহাতর মত প্রার্থীকেও পরাজিত করেছিলেন। শ্রীচিত্ত মাহাতর ক্যাম্পে গিয়ে দেখি কর্মীদের মধ্যে সাড়া আর কংগ্রেস অফিসে গিয়ে দেখি—তালা বন্ধ। এইসব কথা অমৃত বাজারের রিপোর্টার লিখেছেন।

দিল্লীর ইমামের কংগ্রেস বিরোধী প্রচার

দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম মৌলানা সৈয়দ আবদুল্লা বুখারী যিনি ভারতে মুসলিম সমাজে সর্ব্বোচ্চ প্রভাবশালী তিনি কংগ্রেসের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। তারজন্য তাঁকে পর্যন্ত মিসায় আটক করা হয়। তিনি মুক্তিলাভ ক'রে, আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোর প্রচার কার্য্য চালাচ্ছেন, যে, এদের শাসনের অবসান চাই।

—)০—

নির্ব্বাচনী ইস্তাহার

প্রতিনির্বাচনেই প্রত্যেক দল নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন। ইস্তাহারে থাকে তাঁরা কেন নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ তার কারণ এবং তাতে থাকে তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে—দেশের জন্য কী কী করবেন—তার প্রতিশ্রুতি। যাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন—তাঁরা কে কী বলছেন তা যেমন বিচার ক'রে দেখতে হয়—তেমনি তাঁরা কেমন লোক—কেমন দল—কে কী কাজ করেছেন তার হিসাবও নিতে হয়। তার সঙ্গে যে জিনিষটা বিচারে বড়ো হয়ে দেখা দেয়—তা হল এই যে, শাসনে এখন যাঁরা আছেন—তাঁরা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—সেই প্রতিশ্রুতি তাঁরা কত দূর পালন করেছেন। এবারের ভোটযুদ্ধে কে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তা-শুনুন।

কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি

তাঁদের মূল প্রতিশ্রুতি হচ্ছে—এবারে আবার ক্ষমতায় এলে তাঁরা—

(১) জনগণের দারিদ্র্য দূর অবশ্যই করবেন।

(২) ধনী দরিদ্রের মধ্যে অবস্থার তফাৎ বা বৈষম্য তাঁরা কমিয়ে দেবেন।

(৩) অবিচার দুর্নীতি তাঁরা দূর করবেনই।

(৪) স্থায়ী শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের শক্তিতে তাঁরা জাতীয় সংহতি ও শৃঙ্খলা কায়েম রাখবেন।

ঐ বিষয়গুলি সম্পন্ন করতে আরো যে সমস্ত কাজ করার আছে তা সবই তাঁরা করবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

দেশের মানুষের বিচার করবার আছে যে, আগের প্রতিশ্রুতি তাঁরা কতটা পালন করেছেন—তার ওপর নির্ভর করছে—এবারের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করা যাবে কিনা।

জনতা পার্টির প্রতিশ্রুতি

সংগঠন কংগ্রেস; জনসংঘ, সমাজতান্ত্রিক দল ও লোকদল—ভারতের এই চার দল নিয়ে গঠিত "জনতা পার্টি" নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে বলেছেন—

(১) গান্ধীবাদের কর্ম্ম নির্দ্দেশে তাঁরা কাজ করবেন

(২) স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্ত্তে তাঁরা মানুষের ন্যায়সঙ্গত তথা ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে রচিত, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র গঠিত করবেন।

(৩) একচেটিয়া পুঁজি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে তাঁরা সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়বেন।

(৪) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করবেন।

(৫) পররাষ্ট্রক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করবেন।

(৬) কৃষি, সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ,—কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার ব্যবস্থার দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেবেন।

(৭) সকলের কর্ম সংস্থানের জন্য তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন।

(৮) কংগ্রেসের দ্বারা কৃত সংবিধানের ৪২তম সংশোধন রদ করবেন।

(৯) কোনো শাসনকারী দল যাতে সংবিধানের জরুরী আইনের অপপ্রয়োগ না করতে পারেন—তজ্জন্য তাঁরা সংবিধানের সংশোধন করবেন।

(১০) জরুরী অবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক বিধি-নিষেধ সমস্ত প্রত্যাহার করা হবে।

ঐ সমস্ত বিষয়গুলি করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার—সে সব ব্যবস্থা তারা করবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বামফ্রন্টের ইস্তাহার

ছয়টি বামজোটের শরিক—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী), এই নির্ব্বাচনে তাঁদের ফরোওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে নিজ নিজ যা বলেছেন—এখানে তার মূল বিষয়গুলি বলছি—

(১) জরুরী আইন প্রত্যাহার করতে হবে

(২) রাজনৈতিক সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে হবে।

(৩) সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন রদ করতে হবে।

(৪) মিসা ও আপত্তিকর বিষয় প্রকাশ সম্পর্কিত আইন বাতিল করতে হবে। সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রকাশে স্বাধীনতা দিতে হবে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে থাকবে—

খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা সরকারের হাতে গ্রহণ: নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের ওপর থেকে কর ও লেভী হ্রাস। ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থায় আর্থিক সাহায্য দান ইত্যাদি।

পুরুলিয়ায় বিরাট নির্ব্বাচনী জনসভা

কংগ্রেস বিরোধী জোটের পক্ষে নেতৃবৃন্দের ভাষণ

বিগত ৩রা মার্চ্চ তারিখে পুরুলিয়া সহরে রাস ময়দানে কংগ্রেস বিরোধী শিবিরের পক্ষে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভা আহূত হয়েছিল—বামপন্থী ফ্রন্ট, জনতা পার্টি গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘের মিলিত ব্যবস্থায়। এই জোটের পক্ষে সভার প্রচার ও সভামঞ্চ তৈরীর কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন—ফরোয়ার্ড ব্লক। এই সভায় যোগদান করতে কলকাতা থেকে আসেন—বামপন্থী জোটের নেতৃবৃন্দ। সভায় যোগদানের জন্য আসেন—ফরোয়ার্ড ব্লকের একটি বৃহৎ সাইকেল বাহিনী—লাল পতাকা সহ। ধ্বনি সহকারে দুটি বৃহৎ শোভাযাত্রী দল সভা মণ্ডপে আসেন।

সভায় প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। সুসজ্জিত মণ্ডপে—বৃহৎ অক্ষরে শোভিত ছিল ফেষ্টুন। লেখা ছিল বামপন্থী জোট মনোনীত জনতা-গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘের সমর্থিত ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীচিত্ত মাহাতকে ভোট দিন।

সভায় সমবেত জনতার ভেতরে গভীর উৎসাহ উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনতা পার্টির জেলা সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। সভায় ভাষণ দেন যুক্তফ্রণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅমর চক্রবর্ত্তী, যুক্তফ্রণ্টের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্রীরাম চাটার্জ্জী,—কমিউনিষ্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নেতা শ্রীশুভাষ চক্রবর্ত্তী। সম্মিলিত জোটের পক্ষে লোকসভা আসনে প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাত, কমিউনিষ্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর স্থানীয় নেতা শ্রীঅম্বরীষ মুখার্জ্জী এবং লোকসেবক সংঘের শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সমাপ্তি ভাষণ দেন।

কলকাতা থেকে আগত নেতারা বক্তৃতা দিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দ হর্ষধ্বনি করেন। তাঁদের চিত্তাকর্ষক ভাষণের মধ্যে মধ্যে শ্রোতৃবৃন্দ উল্লাসধ্বনি করেন। সমবেত ধ্বনির মধ্যে সভা সমাপ্ত হয়।

জনতা গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘ সমর্থিত,
বামফ্রন্ট কর্ত্তৃক মনোনীত ফরোওয়ার্ড ব্লক সদস্য

প্রার্থী শ্রীচিত্ত মাহাতকে

সিংহ চিহ্নে ভোট দিতে লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা ভোটদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

বামফ্রন্ট, গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘ মনোনীত
জনতা পার্টি কর্ত্তৃক মনোনীত

প্রার্থী ডাঃ শ্রীবিজয় মণ্ডলকে

"লাঙ্গল কাঁধে চাষী" চিহ্নে ভোট দিতে লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা ভোটদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রচারে সরকারী যন্ত্র ও কর্ম্মচারী

হুড়া নির্বাচনক্ষেত্রের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে যে জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী ও এম, এল এ-র প্রতিনিধি বি. ডি ও র গাড়ীতে করে বি ডি, ও. র সাক্ষাতেই কংগ্রেসের ভোটের প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। বি, ডি, ও কিছু বলছেন না. কিন্তু তিনি ঐ দুজনকে নিয়ে ঘুরছেন এবং ওঁদের প্রচারে আপত্তি করছেন না। অভিযোগকারীরা আমাদের কাছে ঐ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বলেছেন মুক্তিতে ঐ তথ্য প্রকাশের পরও যদি ঐ বেআইনী কাজ আরো চলে—তবে সংশ্লিষ্ট সকলের নাম প্রকাশের জন্য তাঁরা দেবেন।

মুক্তি

৭ই মার্চ, ১৯৭৭, সোমবার

দলীয় নির্বাচনী প্রচারে প্রশাসন যন্ত্রের অপব্যবহার

বিগত লোকসভার নির্ব্বাচনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীরাজনারায়ণ দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ এনে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে নির্ব্বাচনী মামলা দায়ের করেন। শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস প্রার্থীরূপে যুক্ত প্রদেশের রায়বেরিলী লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রী দলের প্রার্থী শ্রীরাজনারায়ণের অভিযোগ ছিল যে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রধান মন্ত্রীত্ব পদের সুযোগ নিয়ে নিজের তথা কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রচারে প্রতিরক্ষা ও প্রশাসন যন্ত্রের অন্যায় সুযোগ নিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নির্বাচনী সফরে সরকারী ব্যয়ে বিমান বহরের প্লেন ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছিলেন; রাজ্য সরকারের পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক সরকারী ব্যয়ে তাঁর নির্বাচনী সভার মঞ্চাদি নির্মিত হয়েছিল এবং সরকারী যন্ত্রকে প্রভাবিত করে প্রধান মন্ত্রী তাঁর নিজের তথা কংগ্রেসের নির্বাচনী কাজে নিয়োগ করে গুরুতর দুর্নীতির ও অন্যায়ের জন্য দায়ী হয়েছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্ট শ্রীরাজনারায়ণ কর্ত্তৃক আনীত বহুবিধ অভিযোগের মধ্যে কয়েকটি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে রায় বেরিলী কেন্দ্র থেকে শ্রীমতী গান্ধীর নির্ব্বাচন বাতিল করে দেন এবং গুরুতর নির্ব্বাচনী দুর্নীতির অভিযোগে পরবর্ত্তী ছয় বৎসরের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে কোনও প্রকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য বলে রায় দেন। অবশ্য, হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেন।

পরবর্ত্তী কালের ঘটনা প্রবাহ সকলেরই বিদিত। লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করে লঙ্কা যাওয়ার পথে আকাশে জটায়ু পক্ষীর বাধা দানের চেষ্টা এবং রাবণ কর্ত্তৃক জটায়ুর পক্ষচ্ছেদন—রামায়ণের এই কাহিনী আমরা সকলেই জানি। অনুরূপভাবে প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টের রায় কিভাবে নস্যাৎ হয়ে গেল এবং বিভিন্ন প্রকার অর্ডিন্যান্স তথা সংবিধান সংশোধনের অজুহাতে বিচার বিভাগীয় অধিকার ও ক্ষমতাকে জটায়ু পক্ষীর মত পঙ্গু করা হোল—দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

সংবিধান সংশোধনের নামে কেবলমাত্র বিচার বিভাগের ক্ষমতাই অপহরণ করা হয়নি; দেশে জনকয়েক অতি-মানব তথা অতি-মানবীর সৃষ্টি করা হোল যাঁরা আইন ও সংবিধানের উর্দ্ধে। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রশাসনিক স্তরের প্রধান মন্ত্রী ও লোকসভার স্পীকার—এঁদের সম্পর্কে কোনও মামলা আনা যাবে না এবং সর্বোচ্চ ন্যায় আদালত সুপ্রীম কোর্টেরও এঁদের বিচার করার কোনও এক্তিয়ার থাকবে না। অর্থাৎ দেশের গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার-এর বনিয়াদ আর থাকবে না—দেশের সর্বোচ্চ পদের চারজন প্রধানকে "গণতান্ত্রিক অবতার"-ভাবে আমাদের পূজা ও ভক্তি নিবেদন করতে হবে।

পৃথিবীর কোনও গণতান্ত্রিক দেশে—এই "অপূর্ব বিধান" নেই। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যাঁর ক্ষমতা প্রায় ডিক্টেটরের মতই—সেখানে "টেলিফোনে আড়িপাতা" এই 'তুচ্ছ অভিযোগে' (অবশ্য আমাদের দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে) আনীত ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর দায়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সন গদীচ্যুত হলেন। বৃটেনে জনৈক মন্ত্রীর নারী ঘটিত কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হওয়ায় প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ করে নূতন সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়। জাপানে "লকহীড কেলেঙ্কারীর" অভিযোগে জাপানী মন্ত্রীসভা টাল মাটাল হয় এবং এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হন। —আর পৃথিবীর বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক দেশ বলে, আমরা যে বড়াই করি সেখানে রাষ্ট্রপতি বা প্রধান মন্ত্রীর স্থান—আইন ও সংবিধানের উর্দ্ধে।

আবার লোকসভায় নির্বাচন আসন্ন হয়েছে। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার কার্যও পূর্বের ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রধান মন্ত্রী যথারীতি বিমান বহরের হেলিকপ্টারে নির্বাচনী সফর করছেন; সরকারী পূর্ত্ত বিভাগ তাঁর দলীয় নির্বাচনী সভার মঞ্চাদি নির্মাণ; তথ্য ও জন সংযোগ দপ্তর কর্ত্তৃক মাইক ইত্যাদির ব্যবস্থা; পরিবহন দপ্তর দ্বারা কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী সভায় জন সমাবেশ বৃদ্ধি করার জন্য ট্রাক ও বাসের ব্যবস্থা; সংবাদাদি প্রচারের জন্য আকাশবাণী বা টেলিভিসনের সুযোগ গ্রহণ এবং সর্বোপরি প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রয়োজনে সমগ্র পুলিশ বাহিনী ও ক্ষেত্র বিশেষে সামরিক বাহিনী মোতায়েন—এই সমস্ত স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের চরম ব্যাঙ্গাত্মক প্রহসন মাত্র।

প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান দায় দায়িত্ব; সুতরাং সরকারী বা বেসরকারী; দলীয় বা নির্দলীয় সর্ব্বপ্রকার সফরেই প্রশাসনকে প্রধান মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এই নিরাপত্তা রক্ষার নামে যে অহেতুক বাড়াবাড়ি এবং ব্যয় বহুল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়—তা অত্যন্ত যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে লজ্জাকর ও ধিক্কারজনক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রতিক পুরুলিয়া সফরের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরুলিয়ার ন্যায় শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ অঞ্চলে প্রধান মন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য রাজ্যের ও প্রতিবেশী রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশবাহিনী যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় সামরিক বাহিনীও আমদানী করতে হয়েছিল। সমগ্র ব্যবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন দেশ জয়ের জন্য সমর অভিযানের প্রস্তুতি। প্রধান মন্ত্রীর মাত্র পনের মিনিটের নির্ব্বাচনী ভাষণের জন্য সরকারী তহবিল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়—কোন্ গণতান্ত্রিক দেশ বরদাস্ত করবে?

এই বিষয়, শাসকদলের পক্ষে আর গোপন রাখা সম্ভব হয়নি—যে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবস্থার চাপে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী সরকার বাধ্য হয়েছে। কংগ্রেসী শাসনের গণতন্ত্রের মুখোশ সারা দুনিয়ায় ধরা পড়েছে। কংগ্রেসের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের অভিযোগ আন্তর্জ্জাতিকক্ষেত্রে এরূপ সোচ্চার হয়ে উঠেছে যে সেই অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টায় এই নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যদুবংশের যে দশা হয়—কংগ্রেসও আত্মদ্বন্দ্বীন দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা এবং হীনস্বার্থ সাধনের পরিস্থিতিতে এখন সেইরূপ শতধাবিভক্ত। আর এই পরিবেশে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী শাসন জনগণের আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়েছে—সুতরাং কংগ্রেসের একমাত্র আশা ও ভরসা এই আমলাতন্ত্র। নির্বাচনে শাসনযন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে ষোলআনার জায়গায় আঠারো আনা নিযুক্ত করতে না পারলে কংগ্রেসের ভরাডুবী সুনিশ্চিত। তাই ন্যায় অন্যায়, সঙ্গত অসঙ্গত কোনওরূপ বিচার বিবেচনা কংগ্রেসের পক্ষে করা সম্ভব নয়। দলীয় শাসন কায়েম রাখতে এবং নেতাদের গদী সুরক্ষিত করতে কংগ্রেসের একমাত্র আশা ও ভরসা আজ এই পুলিশ ও আমলারা।

আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন শত ছিদ্রযুক্ত—আমাদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন পদ্ধতি তেমনি পদে পদে কণ্টকাকীর্ণ। প্রথমে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে নির্ব্বাচনী আইন কানুন রচিত হয়—শাসকদলের স্বার্থে সেই নির্ব্বাচনী ধারা ও পদ্ধতির বহু সংশোধন হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতকে গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার পশ্চাতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর ভূমিকা সর্বপ্রধান ছিল। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু গান্ধীজীর স্বপ্নের ও সাধনার পঞ্চায়েতী রাজ তথা বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থার প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করেন নি—গণতন্ত্রের নামে কেবল সংসদীয় গণতন্ত্রের সৌধ রচনাই করেছিলেন। সেই সময়ে স্বাধীন ভারতের নির্বাচনী আইন প্রণয়নে প্রধানতম ও বিশিষ্টতম ভূমিকা ছিল তদানীন্তন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসুকুমার সেনের। প্রকাশ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনের স্বার্থে সাধারণ নির্বাচনের তিন মাস পূর্ব্বে কেন্দ্রের ও রাজ্যের মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করবে এবং রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যপালদের পরিচালনায় দেশের সাধারণ নির্বাচন পরিচালিত হবে এই সুষ্ঠু ও সঙ্গত ব্যবস্থা প্রণয়নে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার উদ্যোগী হলে প্রধান মন্ত্রী জবাহরলাল নেহেরু তাতে নাকি আপত্তি জ্ঞাপন করেন।

নির্বাচনে শাসকদল যেভাবে প্রশাসন যন্ত্রের অপব্যবহার ও অন্যায় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছেন—তা কখনই সম্ভব হোত না যদি মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসুকুমার সেনের প্রস্তাব নির্বাচনী আইনে স্থান পেত। কিন্তু গণতন্ত্রের নামে প্রহসন যেখানে রাষ্ট্রের ধর্ম; জনস্বার্থ বিরোধিতাই যেখানে প্রশাসন যন্ত্রের মূল সুর—সেই দেশে অবাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা কেবল অসার কল্পনা বিলাসমাত্র!

অঃ চঃ

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী কী

কংগ্রেসকে ছেড়ে শুধু ইন্দিরাজীর কথা কেন?

নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্ন তীব্রভাবে উঠছে। তবে কেউ বলতে পারেন, আজ সারা ভারতের সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের লড়াই—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তা'হলে, নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে না ক'রে, কেন শুধু শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি করা হচ্ছে? এই কথার উত্তরে যা বলা যাবে—সেটাই হবে—শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ।

শাসনে যখন স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারীর হাতে ক্ষমতা আসে

ক্ষমতার আসনে যখন যোগ্য এবং আদর্শবাদী লোক বসেন—তখন তাঁর হাতে অনেক ক্ষমতা থাকলেও—তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার না ক'রে, গণতান্ত্রিক ধারার মধ্যেই সবাইকে নিয়ে শাসন ও নিজের দল চালান। কিন্তু এমন লোক যখন ক্ষমতায় আসেন—যার লক্ষ্য যে কোনো-ভাবে হোক নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা এবং গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা—তিনি তখন আর গণতান্ত্রিক থাকেন না। ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তিনি, দলে এবং শাসনে—যাঁরা একেবারে "জো-হুকুম" নন—তাঁদের সরাতে থাকেন। সরাবার ভয় দেখিয়ে, অন্যান্যদের "জো-হুজুর" ক'রে রাখেন এবং ক্ষমতার জন্য নিজে নানা দুর্নীতি করেন—নানা বেআইনী কাজ ও সংবিধান বিরোধী কাজ করতে থাকেন। আর ঐসব 'জো-হুজুর' পেটোয়া লোকদেরও তিনি অবাধ দুর্নীতি করতে ছাড়পত্র দেন এই জন্য যে, ঐসব পেটোয়ারাই তাঁর আসন রাখার অপকৌশলের সহায়ক।

স্তাবকেরা এহেন কথাও বলছেন—ইন্দিরা মানে ইণ্ডিয়া!

ভারতবর্ষের শাসন ও জীবন আজ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নামে চললেও, শ্রীমতী গান্ধীর হাতে প'ড়ে, দেশের শাসন ও তাঁর দল আজ সম্পূর্ণভাবে তাঁর একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছে। এই একনায়কতন্ত্র এতদূর মাথা চাড়া দিয়েছে যে—আজ শুধু কংগ্রেস মানেই 'ইন্দিরা' নয়—শুধু শাসন মানেই 'ইন্দিরা' নয়—ওঁর স্তাবকেরা দীর্ঘকাল ধ'রে অবিরত এহেন কথাও বলতে শুরু করেছেন যে, 'ইন্দিরা' মানেই 'ইণ্ডিয়া'—'ইণ্ডিয়া' মানেই 'ইন্দিরা'। এর সরল অর্থ এই যে, ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ জ্ঞান, গরিমা, প্রতিভা, চারিত্রিক-জীবন সব কিছুই প্রতিভাত হচ্ছে একমাত্র 'ইন্দিরার' জীবন আলোকে। যা নেই 'ইন্দিরায়' তা নেই ইণ্ডিয়ায়। স্তাবকেরা এসব বলতে থাকেন আর ইন্দিরাজী সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন—অর্থাৎ কথাটা তার কাছে সমর্থনযোগ্য। এসব তাঁরই তৈরী ষ্টেজের অভিনয়।

যা অত্যন্ত দুঃখের এবং লজ্জার কথা

যাঁরা ভারতবর্ষকে চেনেন—যাঁরা ভারতের বেদ বেদান্ত দর্শন বিজ্ঞান জানেন—যাঁরা রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ববন্দিত মহামানবদের জীবন কথা জানেন—তাঁরা বিবেকহীন স্তাবকদের 'ইন্দিরা' মানে ইণ্ডিয়া'—এই কথায় নিশ্চয়ই লজ্জায় ম্রিয়মান হ'য়ে পড়েছেন। এই ধৃষ্টতার জন্য অন্তরে নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অবদানের মাপকাঠিতেই যদি আজকের ভারতবর্ষেরই পরিচয় পেতে হয়—তাহলে বিশ্বের কাছে আর ভারতবর্ষের মুখ দেখানো চলে না। বিশ্বের মানুষ কংগ্রেসের নগ্ন অপকীর্তি সমূহের জন্য সমগ্র ভারতকে যে দোষী করছে না—এটাই আমাদের পরম ভাগ্য। ভারতের মানুষ ও ভারতের অবদান সম্পর্কে বিশ্বের মানুষ অবহিত আছেন।

১৯ মাসের অত্যাচার ও ৩০ বছরের অবিচার

গত ১৯ মাস ধ'রে জরুরী আইনের নামে বিভৎস অত্যাচার ও অবিচার যা কংগ্রেস করেছেন তারজন্য দেশের মানুষ এই সময়টাকে "চরম অপশাসনের সময়" ব'লে যেমন মনে করেছেন—তেমনি এর সমস্ত মূল দায় দেশের মানুষ শ্রীমতী গান্ধীর ওপরই ন্যায়সঙ্গতভাবেই চাপিয়েছেন। গণতন্ত্রের নামে ঐ ১৯ মাসে যে বিভৎস অত্যাচার অবিচার চলেছে—এর আলোচনা যদি সাময়িকভাবে সরিয়েও রাখা হয়—তবু বিগত ৩০ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে, দেশের যে বিশাল ক্ষতি এবং অগ্রগতির যে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটেছে—তার কথাই ধরলে, কংগ্রেসের আর এক মুহূর্তও আসনে থাকার অধিকার নেই। আমি সর্বপ্রথমে "জরুরী আইনের কার্য্যকালের" বিস্ময়কর অত্যাচার সমূহের কথা এখন বলছি।

(১) এলাহাবাদের রায়: দুর্নীতি প্রমাণিত: এড়াবার কৌশল

নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—এই অভিযোগের বিচার ক'রে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ শ্রীমতী গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ৬ বৎসরের জন্য লোকসভার আসনে দাঁড়াতে পারবেন না—এই রায় প্রদান করেন। শ্রীমতী গান্ধী ঐ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল ক'রে—পৃথিবীর ইতিহাসে যা ঘটেনি—তাই করলেন। পার্লামেণ্ট ইন্দিরাজীর হাতের মুঠোয় ছিল—সেজন্য নির্বাচনী আইনকে ও সংবিধানকে তিনি এমনভাবে সংশোধন করলেন এবং তিনি যে সময়ে নির্বাচনী দুর্নীতিগুলি অনুষ্ঠিত করেছিলেন—সেই সময় থেকে ঐ নতুন আইন চালু হবে—এই মর্মে এমন আইন করলেন, যার ফলে, সুপ্রীমকোর্টকে ওঁর অপরাধগুলিই আইনসঙ্গত ব'লে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হ'তে হল। গণতন্ত্রের নামে, গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বসে—ক্ষমতার এহেন নগ্ন, কদর্য্য, বিস্ময়কর অপব্যবহার বিশ্বে বিরল।

(২) পদত্যাগের কথা বলায় ইন্দিরাজীর ক্রোধ ও কার্য্যধারা

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের গুণী, জ্ঞানী, চিন্তাশীল মানুষেরা ইন্দিরাজীকে পদত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন। তাঁর প্রবীন নবীন সহকর্মীরাও বহুজনে সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য হলেন। শ্রীমতী গান্ধী সারাভারতের এই যুক্তিপূর্ণ পরামর্শকে ঘৃণায় উপেক্ষা করলেন। এবং তাঁর যে সব সহকর্মী পদত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন—তাঁদের ওপর কঠোর নিপীড়ন শুরু হল—কেউ বন্দী হলেন—কেউ বিতাড়িত হলেন—কেউ শোনা যায়, নজর বন্দী অবস্থায় রইলেন—কেউ নিচের স্তরে নেমে যেতে বাধ্য হলেন। অন্য যে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামে এহেন দুর্নীতির অভিযোগ হওয়ামাত্র—তাঁরা পদত্যাগ করেন। কিন্তু যে দেশে গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র চলছে, সে দেশে ইন্দিরাজী সরে দাঁড়াবেন না এটাই স্বাভাবিক।

(৩) জরুরী আইন আবির্ভূত হোল: শাসনের কলঙ্কতম অধ্যায়

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে ঐভাবে উপেক্ষা করায়—দেশের জনমতকে ঘৃণা সহকারে ঐভাবে উপেক্ষা করায় এবং মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, শাসনের উপদ্রব, চরমরূপ ধারণ করায়, সারা দেশে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, তীব্র জনমত দেখা দিতে লাগল। কঠোর হস্তে এ সব দমন করার জন্য, শ্রীমতী গান্ধী একটা প্রচণ্ড আঘাত হানলেন দেশের ওপর—জরুরী আইন এনে। মিথ্যা ক'রে জরুরী পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে,—যুদ্ধ বা তারই সমগোত্রীয় পরিস্থিতির জন্য নির্দ্ধারিত যে জরুরী আইন—তার অবতারণা করলেন। সংবিধানের নগ্ন অপপ্রয়োগ করা হোল। একটা কলঙ্কের পর্য্যায় শুরু হল।

(৪) বিনাদোষে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ বন্দী হল

বিনাদোষে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে বিনা বিচারে, অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য আটক করলেন—যা ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। শুধু ঐসব নিরপরাধ মানুষের স্বাধীনতাই হরণ করা হল না, সুদীর্ঘ ১৯ মাস ধ'রে: কারারুদ্ধ মানুষের ওপর বহু অমানুষিক অত্যাচার করা হল, গুলিবর্ষণ পর্ব শুরু করা হল যা নগ্ন বর্বরতার নামান্তর।

(৫) লেখা প্রকাশের ওপর যে আঘাত এল তা বিশ্বে অভূতপূর্ব

তারসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী আর একটি ব্যাপার যা করলেন—পৃথিবীর গণতান্ত্রিক কোনো দেশের ইতিহাসে তা কেউ কোনো দিন ক'রেনি। তিনি এক অপরিসীম অবিচারী আইন জারী করলেন যে, তাঁর প্রচার বিভাগের অনুমতি ছাড়া এক লাইনও কেউ কিছু প্রকাশ করতে পারবে না। এর ফল হোল এই যে, শ্রীমতী গান্ধীর স্তাবকতা ছাড়া, আর কেউ কিছু যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে বা অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে পারবে না। এহেন জুলুমের তুলনা কোথাও নেই।

(৫ম পৃষ্ঠায় বাকী অংশ)

(৬) সংবিধানের ৪২তম সংশোধন এক জলন্ত স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ

এই জরুরী পরিস্থিতির আইন দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী দেড় লক্ষ বিরোধী নেতা ও কর্মীদের আবদ্ধ করলেন। তারসঙ্গে সংবাদপত্রের আকাশ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখলেন। এবং ভাবলেন—এর দ্বারা তাঁর একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতা ম্যাজিকের মত নিরঙ্কুশ হল। এবং এর শক্তি যদি এত-তাহলে জরুরীআইনের অবস্থাকে যদি সাধারণ আইনে পরিণত করা যায়-তবে বিরোধী শক্তি চিরকালের জন্য এমন বিলুপ্ত হবে যে, তার দ্বারা শুধু তাঁর নয়—তাঁর পুত্র এবং পৌত্রগণেরাও নিরঙ্কুশ রাজত্বের মৌরসিপাট্টা কায়েম হয়ে যাবে। তাই তিনি সংবিধানকে ৪২তম সংশোধন দিয়ে তাঁরই ভবিষ্যৎ রচনা করতে তিনি যা করলেন তা যেমন নগ্নভাবে সংবিধান বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী, ন্যায় বিরোধী, তেমনি তা' সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিরোধী, এবং নিদারুণভাবে গণস্বার্থ ও গণ অধিকার বিরোধী।

(৭) বিচার বিভাগকে জগন্নাথে পরিণত করা হোল

ভারতের সংবিধান রচয়িতারা দেশের জনগণের স্বার্থে বিধান দিয়ে গেছলেন যে, লোকসভা, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ বা রাষ্ট্রপতি প্রভৃতির কারো ক্ষমতা সীমাই যেন দেশের স্বার্থ বিরোধী না হতে পারে—তজ্জন্য পরস্পর পরস্পরের ওপর লাগাম টেনে রাখবে। ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী লোকসভা সদস্যরা বা ঐ মনোভাবাপন্ন শাসনকারীরা যাতে অন্যায় আইন ক'রে, দেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে না পারেন—তজ্জন্য ভারতের বিচার বিভাগকে যথোচিত লাগাম টানার উপযুক্ত ক্ষমতা দিয়ে গেছলেন। সংবিধানের ঐ বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যকে বহুলাংশে ব্যর্থ করতে অন্যায়ভাবে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন করা হল এবং তাতে বিচার বিভাগকে গুরুতরভাবে পঙ্গু করা হল। সংবিধান ও গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল—ক্ষমতা ও কাজের বিকেন্দ্রীকরণ। ঐ সংশোধনের দ্বারা বিচার বিভাগীয় সুযোগকে আরো কেন্দ্রীভূত ক'রেই সাধারণ মানুষের অশেষ ক্ষতিসাধন করা হোল। যেখানে আরো বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন ছিল—সেখানে অন্যায়ভাবে সংবিধান-বিরোধীভাবে, আরো কেন্দ্রীকরণ ক'রে নিজেদের অবাধ শোষণ ও স্বৈরাচারকে লাগাম মুক্ত রাখা হল।

(৮) জরুরী আইনে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবর্তে সরকারী উপদ্রবই হোল

জরুরী আইনের অজুহাতরূপে বলা হোল যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এই আইন করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা দূরে থাক পুলিস ও শাসনযন্ত্র ঐ ১৯মাস ধরে অবাধ অত্যাচার, ঘুষের রাজত্ব ও লুঠ চালিয়েছে। এর বহু উদাহরণ আছে। এর দ্বারাই জরুরী আইনের আসলরূপ ধরা পড়েছে। যাঁদের ওপর শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছিল—তাঁরা শান্তি ও শৃঙ্খলা বরাবরই পালন করেছিলেন কিন্তু করেননি শ্রীমতী গান্ধী নিজে ও তাঁর নিজের দলই। অন্যের শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্যই তা করা হয়েছিল। এর অজস্র উদাহরণ আছে। তারমধ্যে মাত্র একটা নগ্ন বিসদৃশ অকাট্য উদাহরণ দেখাই। জরুরী আইন ও তারসঙ্গে অন্যান্য বিধি নিষেধ সত্বেও কংগ্রেসেরই একদল প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীরই অপসারণ দাবী করেন এবং তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে বহু গুরুতর অভিযোগও আরোপ করেন। কিন্তু ঐসব ব্যক্তিদের ওপর শাসনতান্ত্রিক বা দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোল না। কারণ ঐসব দলীয় ব্যক্তির শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর বিশেষ রাজনীতির অনুকূলে থাকার জন্যই ঐসব আইনভঙ্গ, শৃঙ্খলাভঙ্গের অনুমতি, আস্কারা ও স্বাধীনতা পান। তাছাড়া, একজন সাধারণ ব্যক্তি হয়েও শ্রীসঞ্জয় গান্ধী সারা ভারতে সর্বত্র সমগ্র শাসনযন্ত্রের কাছ থেকে যে রাজকীয় সম্মান ও সুরক্ষার ব্যবস্থা লাভ করেন, জরুরী আইন সত্বেও—তার মধ্য দিয়ে শাসন ক্ষমতার বিসদৃশ নগ্ন অপব্যবহারই প্রমাণিত হয়েছে। তা করা হয়েছিল এই কারণে যে, শ্রীসঞ্জয় গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পুত্র। প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সমর্থন না থাকলে এহেন বেআইনী ধৃষ্টতার কাজ করার সাহস শাসনযন্ত্র বা মিলিটারীর হোত না।

(৯) জরুরী আইনে পরিবার পরিকল্পনায় অত্যাচার ও আতঙ্ক

জরুরী আইনের নানাবিধ দমনে অতিষ্ঠ মানুষকে ভোলাবার জন্য, শ্রীমতী গান্ধী ২০ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। তারসঙ্গে শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর ৫ দফা কর্মসূচিও সরকারীভাবে গৃহীত হোল—তা' কেবল তিনি প্রধান মন্ত্রীর পুত্র বলেই। প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের মাথায় ঢুকলো যে, পরিবার পরিকল্পনার কর্মধারাকে যে করেই হোক দেশের ওপর চাপাতে হবে। এহেন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে জনমত সৃষ্টি না ক'রে, অনুকূল পরিবেশ তৈরী না করেই—চূড়ান্ত জবরদস্তির পথ অনুসরণ করা হল। গ্রামে সহরে দারুণ আতঙ্কের আলোড়ন সৃষ্টি হল। রাজকর্মচারীদেরও বাধ্য করা হল—এইসব জবরদস্তির কাজে বাধ্যতামূলক সহযোগিতা করতে। এবং রাজকর্মচারীদের ওপরও নানা ভীতি প্রদর্শন ক'রে,—জবরদস্তি ক'রে তাদের কাজে লাগানো হল। মানুষের মানমর্য্যাদা ব'লে কিছু রইল না—জবরদস্তি ক'রে হাজো হাজো বহু অসঙ্গত কাজ অনুষ্ঠিত হোল। পুত্রের বাতিকে, মায়ের সহযোগিতাতেই গণতান্ত্রিক জীবনে এত বড় জুলুম ও স্বেচ্ছাচারী কর্মধারা অনুসৃত হোল। শ্রীমতী গান্ধীর ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মধারা নিছক বাগাড়ম্বরে পরিণত হল।

(১০) জরুরী আইন চোরাবাজারকে অঢেল সহায়তা দিল

জরুরী আইনের আর একটা বড়ো দাবী ছিল যে, এই আইন অচিরে এবং উপযুক্তভাবে মূল্যবৃদ্ধি রোধ, মজুত নিবারণ এবং দুর্নীতি দমন করবে। এর কোনোটাই করা হয়নি এবং আদৌ তার কোনো চেষ্টাই হয়নি। বরং দেশের মানুষের পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করার শক্তি ছিল সেই শক্তিকে পশু বলে দমিত ক'রে রাখা হল—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দুষ্ট রাজনীতির সহচর ঐসব দুর্নীতির পাকা খেলোয়াড়দের অবাধ সুযোগ দেবার জন্য। তার স্বাভাবিক পরিণতি রূপেই এই জরুরী আইনের কার্য্যকালে, ঐসব দুর্নীতিপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী মূল্যবৃদ্ধি ও মজুতকরণের অপরাধ অবাধে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং দুর্নীতি চরম শিখরে উঠেছিল।

কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসন: আর ইন্দিরাজীর ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্ব

জরুরী আইনের কার্য্যকালে অনুষ্ঠিত যে সমস্ত স্বৈরাচারী ব্যাপারের কথা উল্লেখ করলাম—একমাত্র তার অভিশাপেই ভারতের আকাশ আজ কলঙ্কিত। তারসঙ্গে যদি কংগ্রেসের ৩০ বৎসরের অভিশাপপূর্ণ শাসনের পরিণামগুলির কথা বলি তার মধ্যে যদি ইন্দিরাজীর ১০ বৎসরের সর্বাঙ্গীন শোষণ ও কুশাসনের কথা অবতারণা করি—তাহলে দেখা যাবে,—এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে দেশের অগ্রগতির নামে যা হয়েছে—তাতে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের অবাধ শোষণ ও কায়েমী স্বার্থ কায়েম রাখার যন্ত্র মাত্রই তৈরী হয়েছে। এবং অপরদিকে সাধারণ মানুষের জন্য হয়েছে—তাদের অর্থনৈতিক জীবনের আষ্টে বহু অবনতি; —তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমস্ত সম্ভাবনার ধ্বংস সাধন; এবং তাদের বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার সুযোগের সমস্ত পথের বিলুপ্তি করণ। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ শাসনে মর্মান্তিক ও সাংঘাতিক ফল যা ফলেছে—তার কথা বারান্তরে বিশদভাবে বলব।

এর পরেও কি এই নির্ব্বাচনে আপনি দ্বিধাগ্রস্ত?

শ্রীমতী গান্ধীর তথা কংগ্রেসের এইসব আকাশচুম্বী অপকীর্তি সমূহের পরও কি কংগ্রেস জনগণের কাছে ভোট চাইবার মুখ রাখেন, বা এখনো কি দেশের মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে থাকতে পারেন যে, তাঁরা কংগ্রেসকে ভোট দেবেন কিনা?

—)•(—

মুক্তি প্রেসে সহর নির্বাচনী অফিস

জনতা-বামফ্রন্ট-গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘের সমর্থিত প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতর পক্ষে নির্বাচনী কাজ চালাবার জন্য মুক্তি প্রেসে সহর নির্ব্বাচনী অফিস করা হয়েছে। এইকাজের জন্য এই অফিসে ভারপ্রাপ্তরূপে থাকছেন শ্রীভোলারাম লাঠ ও শ্রীসনৎকুমার সরকার।

—)•(—

॥ সংবাদ সংবেদন ॥

প্রধানমন্ত্রী, না কংগ্রেস সেবিকা ?

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি নির্বাচনী সফরে এসে বলেছেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আসেন নি, এসেছেন কংগ্রেসের একজন সেবিকারূপে কংগ্রেসের জন্য ভোট চাইতে।

—ভালো কথা! কিন্তু একজন কংগ্রেস সেবিকার ভোট-যাদুকরীর জন্য হেলিকোপ্টার—হেলিপ্যাড, হাজার হাজার বিশেষ নিরাপত্তাবাহিনী, পুলিশ-মিলিটারী এবং রাজকীয় আহার্যের আয়োজন কেন, একথাটা বুঝিয়ে বললে ভালো করতেন। সর্বসাকুল্যে কুড়ি মিনিটের ব্যাপারে কয়েক লক্ষ সরকারী (অর্থাৎ জনসাধারণের) টাকা একজন কংগ্রেস সেবিকার জন্যে ব্যয় হবে কেন, শ্রীমতী গান্ধী একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

দ্বৈতবাদ

ডায়মণ্ডহারবারের নির্বাচনী সভায় শ্রীমতী গান্ধী তাঁর গণতান্ত্রিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন 'নির্বাচন ডেকে দেখিয়ে দিয়েছি, জনগণকে আমি বিশ্বাস করি।'

—যে কথাটা বলেন নি, সেটা হচ্ছে নির্বাচনের মধ্যেও জরুরী অবস্থা বজায় রেখে বুঝিয়ে দিয়েছি; আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না!

দুধ ও দধি

বহরমপুরে নির্বাচনী সভায় প্রধান মন্ত্রী বলেছেন—"জরুরী অবস্থায় কিছু লোকের গ্রেপ্তারে বা সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণে গণতন্ত্র নষ্ট হয় না।"

—ঠিক কথা! দুধ টকে গেলে দই হয়, নষ্ট হবে কেন ?

ভোটের ভরসা

বসিরহাটে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন "মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তি দু'দুবার রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, তাছাড়া একাধিক মুখ্যমন্ত্রী" এবং প্রধান বিচারপতিও।

—কংগ্রেস তবুও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে!

জরুরী অবস্থা কখন জরুরী ?

জগদ্দলে নির্বাচনী সভায় প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন 'জরুরী অবস্থায় ক্ষতি হয়েছে কাদের ? সাধারণ লোকের নয়। হয়েছে চোরাকারবারী আর কালোবাজারীদের।'

—এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের আগে কি চোরাকারবারী আর কালোবাজারী ভারতবর্ষে ছিল না ?

নতুন সংকট

শান্তিনিকেতনে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, নতুন সংকটরূপে দেখা দিয়েছে বুদ্ধিজীবিদের উপনিবেশবাদ। বুদ্ধিজীবিরা মনে করেন তাঁরাই দেশের মনিব।

—কি আস্পর্দ্ধা! আসল মনিবকে তাঁরা স্বীকার করছেন না! না করুন, শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর যখন, শ্রীমতী নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তৈল সংবাদ

কংগ্রেস নেতারা তেল সম্পর্কে একমত নন। শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে সরষের তেলের দাম শুনে বলেছেন উৎপাদন কম হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী বলছেন কৃত্রিম অভাব। খাদ্যমন্ত্রী বলছেন কোলকাতা থেকে রাজ্যের অন্যত্র এবং মুখ্যমন্ত্রী বলছেন একেবারে রাজ্যের বাইরে তেল পাচার করা হচ্ছে।

—জরুরী অবস্থাটা তেলে পিছলে গেছে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রীও এদিক-ওদিক পিছলাচ্ছেন!

তৈলাক্ত নির্বাচন ?

মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ বলে ফেলেছেন 'নির্বাচনের সঙ্গে সরষের তেলের দাম বাড়ার কোন সম্পর্ক নেই।'

—কিন্তু নির্বাচনী কাজের সঙ্গে তো থাকতে পারে!

আমরণ সেবক

মুখ্য মন্ত্রী পুরুলিয়ার নির্বাচনী সভায় বলেছেন 'আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন কংগ্রেসে থাকব, আর ততদিন ইন্দিরা গান্ধী আমার নেত্রী থাকবেন।'

—বেশ তো! কিন্তু সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ না করলেও গৃহ যে তাঁকে ত্যাগ করবে না তার গ্যারান্টি কোথায় ? ক'দিন আগেই তো বড় ভূকম্পন হয়ে গেছে!

— নে: চ:

নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষা সমিতির অধিবেশন

পুরুলিয়া জেলা নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির ২৭।২।৭৭ তারিখের সাধারণ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ ভারতের নাগরিক অধিকার সমূহ রক্ষার জন্যে এক দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। এই সভায় বিভিন্ন বক্তা বর্তমান জরুরী অবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন এবং কয়েকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—৪২ তম সাংবিধানিক সংশোধনী, আপত্তিকর বিষয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ আইন, মিসা, ভারতরক্ষা আইন, বাতিল করিতে হইবে। মিসায় ধৃত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত ব্যাতিরেকে কোন দল বা সংগঠনকে অবৈধ বলিয়া অভিহিত করিয়া বেআইনী করিয়া রাখা চলিবে না, এই মর্মেও এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দকে লইয়া পরিচালক সমিতি গঠন করা হয়:

১। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।	৯। শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২। " অনিলকুমার বোস।	১০। " নেপাল চট্টোপাধ্যায়।
৩। " ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১১। " মহাদেব মুখোপাধ্যায়।
৪। " ক্ষুদিরাম মাহাত।	১২। " সত্যেন্দু গুপ্ত।
৫। " কমলকিশোর দীক্ষিত।	১৩। " তোলারাম লাট।
৬। " ধনঞ্জয় মাহাত।	১৪। " উপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।
৭। " বিশ্বনাথ বুটালিয়া।	১৫। " শক্তিপদ সাহানী।
৮। " সনৎকুমার সরকার।	১৬। " আজিজুল হক।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ:—

সর্বশ্রী হেরম্বনাথ সিনহা, বিনয়কুমার চাটার্জি, অসিতবরণ সাহা, অশোক চৌধুরী, স্বপনকুমার সেন, দীনেশ মুখার্জি, তুলসী আগরওয়ালা, সমীর দে, গোপাল চৌবে, কেদারনাথ মহতা, প্রণব দে, বিত্ত দাস, অমলেন্দু সেন, অরুণ আধিয়া, বংশীধর পাল, সীতারাম শর্মা, ফণীভূষণ মণ্ডল, দুর্গাদাস দে, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক রায়, বিজয় বীবর, গোপাল নন্দী, নিমাই চক্রবর্ত্তি, অজিতকুমার দে, বি, কে, ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ বসু, দেবাশীষ দাসগুপ্ত, নবকুমার দে, প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত, অশ্বিনী প্রধান, ভক্তিভূষণ মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন মাহাত, অরুণচন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ রায়।

গত ৩।৩।৭৭ তারিখে পুরুলিয়া রাস ময়দানে অনুষ্ঠিত বামজোট-জনতা পার্টি-লোকসেবক সংঘ আহুত জনসভায় বিতরণের জন্যে সমিতি একটি প্রচার পত্র অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশ করেন। অনবধানতা বশতঃ তাহাতে অধ্যাপক শ্রীআজিজুল হক সাহেবের নামটি বাদ যাওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত! আশা করি এই ত্রুটি সকলে মার্জনা করিবেন।

কংগ্রেস বিরোধীদের সভা পণ্ড করার চেষ্টা

৬ই মার্চ বেলা তিন ঘটিকায় হুড়া থানার লালপুর গ্রামে জনতা পার্টির প্রার্থী ডঃ বিজয় মণ্ডলের ভোটের জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে মাগুড়া দলদলী, চাকলতা ও হাতীকুন্দরের লোকসেবক সংঘ ও সি-পি-এম-এর কর্মীরা ও জনসাধারণ যোগ দেন। সভার নিকটেই কংগ্রেস ক্যাম্প থেকে খুব জোরে মাইক বাজাইয়া সভার কাজে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করে। অঞ্চলের পঞ্চায়েৎ সভাপতি মহাশয়কে বলা সত্ত্বেও তাহা বন্ধ করা হয় নাই। মাঝে মাঝে জোরে বাজায়। পুলিশকে তাঁরা বলেন আপনারা এই উপদ্রব বন্ধ করুন। পুলিশ বলেন—বন্ধ না করলে আমরা দেখব। বন্ধ না করায় পুলিশকে ব্যবস্থা করিতে বলিলে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। জনসাধারণ তাহাদের উপর উপলব্ধি করেন এবং ধিক্কার দেন। সভায় শ্রীগোবর্দ্ধন পাত্র, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ওঝা, ছাত্র ফেডারেশন সম্পাদক শ্রীবিমান বসু, শ্রীঅম্বরীষ মুখোপাধ্যায় সি-পি এম-এর শ্রীনিখিল মুখার্জী ও শ্রীচিত্ত কুণ্ডু ভাষণ দেন।

নোটিশ

Station Road Loco-shed Basti.
Municipality Holding No J-86

আমি শ্রীমতী চামেলী চক্রবর্ত্তী লিখিতেছি যে, মৌজা পালজা, পরগণা ছড়রা, থানা পুরুলিয়া, মিউনিসিপ্যালিটির অধিনের একটি জায়গা লোকো-সেড পাড়ায় চলতি মার্চ মাসের ১২-৩-৭৭ তারিখে কতমেটী বাই এর নিকট হইতে তাঁর অর্দ্ধেক সম্পত্তি ক্রয় করিতেছি। যদি ঐ সম্পত্তির উপর কাহারও কোনরূপ অধিকার বা দাবী থাকে, তাহা হইলে চলতি মার্চ মাসের ১-৩-৭৭ হইতে ১০-৩-৭৭ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করা হয়। যদি ঐ তারিখের পর, ঐ সম্পত্তির উপর কেউ দাবী করে তাহা হইলে সেই দাবী গ্রাহ্য করা হইবে না।

বিনীত—
শ্রীমতী চামেলী চক্রবর্ত্তী,
সরবাগান রোড, পোঃ+জেঃ পুরুলিয়া (পঃ বঃ)।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | সোমবার, ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৭৭, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৮৩ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০, নগদ ২০ পয়সা

ভেবেছিলে—রুদ্রতাপে
নৃশংসতায়, বাহুর জোরে—
আঘাত দিয়ে রাখবে সবায়
পায়ের তলায় পশু করে ?
• •
জেনো জেনো—আঘাত আসে
আসে কেবল তন্দ্রানাশে।
হের হের কী জাগরণ!
কী কলরোল ঐ আকাশে!!

নির্বাচনে সারাভারতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোর হাওয়া

এই অবস্থায় কংগ্রেসীরা মরিয়া হয়ে দু'চার জায়গায় আঘাতের চেষ্টা করছে।

ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদপত্র খুলে দেখুন—দিকে দিকে সংবাদ যে, মানুষ কংগ্রেসকে আর চায় না। ৩০ বছরের এই অভিশপ্ত কংগ্রেসী শাসন জনগণের ওপর দীর্ঘকাল ধরে যে শোচনীয় অবিচার, শোষণ ও উপদ্রব করেছে—গত ১৯ মাসে যে অপরিসীম স্বৈরাচারী বর্বর অত্যাচার করেছে তাতে সারা দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ কংগ্রেসকে আজ শাসন থেকে বিতাড়িত করতে চান।

সারা ভারতে অগণিত কংগ্রেসীও আজ ইন্দিরাজীর পক্ষে নেই। অনেকে প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। ইন্দিরাজী নির্ব্বাচনী সংগ্রাম চালাচ্ছেন—তাঁর পুত্র সঞ্জয় ও তাঁর নিতান্ত পেটোয়া ব্যক্তিদের নিয়ে—এবং মূলতঃ সারাদেশের আমলাতন্ত্রের ওপর ভরসা ক'রে। এই অবস্থায় মরিয়া হ'য়ে কংগ্রেসীরা স্থানে স্থানে 'মহাজোটের' প্রার্থীদের ও কর্ম্মীদের ওপর হামলা সুরু করেছে। সারা দেশের তীব্র জন-ধিক্কারের সামনে কংগ্রেসীদের উপদ্রব্যের উৎসাহ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

বহু কংগ্রেসী দল ছাড়ছেন: জনতা ও বামজোটে ভিড়ছেন

নির্ব্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে—ততই কংগ্রেসীরা দলে দলে কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে, গণতন্ত্রী কংগ্রেস বা জনতা পার্টিতে ঢুকতে চাইছেন। কিছু কিছু লোক বামফ্রন্টেও যোগ দিতে চাইছেন। এদের মধ্যে বহু বিশিষ্ট কংগ্রেসীও আছেন। সারা ভারতে কংগ্রেসে আজ ভাঙ্গনের লঙ্কা কাণ্ড চলেছে।

আতঙ্কিত কংগ্রেসীরা কোথাও কোথাও মরিয়া

দিকে দিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সারা ভারতে আর জোর হাওয়া চলছে দেখে—কংগ্রেসীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে—সামনে তাদের ভরাডুবির নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখে। মরিয়া হ'য়ে—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে—তারা দু'চার জায়গায় আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করতে যাচ্ছে; আর তার ফল হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। ছদ্মভাবে এই সব আক্রমণ করতে গেলেও, কংগ্রেসীদের কীর্ত্তি ধরা পড়ে যাচ্ছে; আর সারা দেশে তার জন্য ধিক্কার আর নিন্দাবাদের তুফান বইছে। তার ফলে কংগ্রেসীদের নির্বাচনী পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। অপর পক্ষে তার ফলে জনতা-বামজোটের অনুকূলে জোর হাওয়া বইছে।

একটি গুরুতর আক্রমন যা সারা ভারতকে নাড়া দিয়েছে

দক্ষিণ কলিকাতা লোকসভা কেন্দ্রে জনতা পার্টির প্রার্থী অধ্যাপক শ্রীদিলীপ চক্রবর্ত্তী যিনি পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপক সমিতির নেতা। কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী। বিগত ৬ই মার্চ্চ তারিখে, ঐ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যাদবপুর অঞ্চলের বাঘাযতীন কলোনীর মোড়ে পথসভা করছিলেন—অধ্যাপক শ্রীচক্রবর্ত্তী, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার প্রাক্তন এম, পি শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী এবং প্রাক্তন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর প্রভৃতি। এঁরা আগেই সংবাদ পেয়েছিলেন যে ওদের ওপর কংগ্রেসী হামলা হবে। সেজন্য ওঁরা সংশ্লিষ্ট পুলিস থানায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, হামলা হ'তে পারে—পুলিস যেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। কিন্তু পুলিস থেকে কোনো পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নির্দিষ্ট স্থানে পথ সভা করতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ দেখেন কংগ্রেসীরা পতাকা নিয়ে ঐস্থান দখল ক'রে ধ্বনি দিচ্ছে। তখন তাঁরা অন্যত্র সরে গিয়ে সভা করেন। পথসভার কাজ যখন আরম্ভ হয়—তখন কয়েকটি মস্তান এসে মাইক প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে দখল করে। নেতৃবৃন্দ সভার কাজ চালাবার চেষ্টা করলে লাঠি বর্ষণ হতে থাকে। শ্রীদিলীপ চক্রবর্ত্তী গুরুতরভাবে আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁকে শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতালে পাঠানো হয়। শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জীও সামান্য আহত হন। ঘটনাস্থলে তাঁদের গাড়ীটিকে ভাঙ্গচুর করা হয়। সংকটাপন্ন অবস্থায় শ্রীচক্রবর্ত্তী হাসপাতালে চিকিৎসিত হতে থাকেন। কয়েক ঘণ্টা পর তিনি জ্ঞান ফিরে পান। পুলিসে সংবাদ দিলে বহু দেরীতে পুলিস আসে। ঘটনা স্থলে আট জনকে ধরা হয়। জনতা-বামফ্রন্টের নেতারা দাবী করেন যে, কংগ্রেসী গুণ্ডারাই এই আক্রমন করেছে—যারা আসল দোষী তাদের ধরা হয়নি এবং পুলিস এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে গুণ্ডাদের সহায়তা করেছে। এই ঘটনায় সারা ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ঘৃণ্য আক্রমনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে ধিক্কার বর্ষিত হয়। ঘটনার ৮ই মার্চ্চ তারিখে যাদবপুর এলেকায় জনতা বামফ্রন্ট জোটের পক্ষ থেকে ঐ আক্রমনের প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিরাট মৌন মিছিল বের করা হয়। বর্ত্তমানে শ্রীচক্রবর্ত্তীর সুস্থ হয়েছেন।

জাল ভোটপত্রের আবির্ভাব চারিদিকে চাঞ্চল্য

বিভিন্ন জেলায় যে সব ভোটপত্র (ব্যালট পেপার) পাঠানো হচ্ছে—তার মধ্য থেকে কয়েকটি জেলা রিটার্নিং অফিসারেরা জাল 'ভোটপত্র' বা 'নকল ভোটপত্র' পাচ্ছেন কয়েক হাজার ক'রে। এতে সারা ভারতে চারিদিকে জোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অনুমান করা যাচ্ছে যে, মতলব ছিল—সুযোগ বুঝে রিটার্নীং অফিসারেরা শাসক দলের পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্রে ঐ জাল পত্র চালিয়ে দেবেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে—পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় অনেক রিটার্নীং অফিসারই ঐ ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। ফলে তাঁরাই তথ্য ফাঁস ক'রে দিচ্ছেন। অনেকেই ভাবছেন যে, এখন যা আবহাওয়া তাতে ভোটকেন্দ্রে কর্ম্মরত অফিসারেরা শাসক দলের স্বার্থে দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হবেন না।

জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ আজও কারারুদ্ধ

জরুরী আইন জারী করার সঙ্গে সঙ্গে সোস্যালিষ্ট পার্টির ভারতীয় নেতা স্বনামধন্য জর্জ ফার্ণাণ্ডেজকে আটক করা হয়—তাঁর নামে নাশকতামূলক কাজের অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের সূত্রে জেলবন্দীদের মুক্তিদানের সময়ে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। জনতা পার্টির

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

॥ বিপদজনক সেবিকা ॥

– নেপাল চট্টোপাধ্যায়

কার কথা সত্য ?

নির্বাচনী প্রচারে নেমে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ও নেত্রী দুরকম কথা বলছেন—একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবড়ুয়া এখনও জোর দিয়ে বলছেন 'ইন্দিরাই ভারত, ভারত ইন্দিরা।' অথচ স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী বলছেন 'আমি আপনাদের বিপন্ন বোন ও সেবিকা মাত্র।' লক্ষ্য করার বিষয় বিরোধীরা কিছু বলার আগেই স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী গান্ধীকে লোকলোচনে কট্টর ডিক্টেটররূপে চিহ্নিত করে রেখেছেন। শ্রীমতী গান্ধীও সেদিন শ্রীবড়ুয়ার মন্তব্যে আপত্তি করেন নি—ক্ষমতার উচ্চাসনে বসে অনুগত ভক্তের নিবেদিত এই পূজার অর্ঘ্য তাঁর ভালই লেগেছিল। নির্বাচনের ঘূর্ণি হাওয়ায় আজ সেই আসনটা যখন কেঁপে উঠছে তখন শ্রীমতী গান্ধী তারস্বরে চিৎকার করছেন 'আমি আপনাদের বিপন্ন বোন, আমি আপনাদের সেবিকা!'

বিপন্ন কেন ?

কিন্তু বিপন্ন কেন ? গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রার্থী হলে বিপন্ন কেন হতে হবে ? শ্রীমতী গান্ধীই তো ঘোষণা করেছেন যে দেশে গণতন্ত্র বিরাজ করছে এবং নির্বাচন ঘোষণাই তার বড় প্রমাণ ! গণতন্ত্রের সঙ্গে নির্বাচন প্রার্থীর বিপন্নবোধ করার সামঞ্জস্য কোথায় ? নির্বাচনে বহুদলের বহু প্রার্থী রয়েছেন, মহিলাপ্রার্থীও রয়েছেন, এমন কি যাঁদের পেছনে কোন দল নেই, রাজনৈতিক কর্মীবাহিনী নেই, তেমন অসংখ্য নির্দল প্রার্থীও আছেন। কেউ জিতবেন, কেউ হারবেন, কিন্তু বিপন্নবোধ করছেন না কেউই। সমস্ত শাসনক্ষমতা হাতে নিয়ে, সমস্ত সরকারীযন্ত্রকে নিজের সেবায় ও প্রচারে নিযুক্ত করে, পৃথিবীর বৃহত্তম দলের বিশাল কর্মীবাহিনী নিয়েও পুলিশ-মিলিটারী ও গোয়েন্দাবাহিনী পরিবৃতা এশিয়ার মুক্তিসূর্য্যা আজ বিপন্ন বোধ করছেন ! এমন আশ্চর্য্য কথা কে কবে শুনেছে ?

ভরাডুবির ভয় !

আসলে শ্রীমতী গান্ধী সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর সাজানো বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন যে ভদ্র ও সৎভাবে নির্বাচন হলে তাঁর নিজের পরাজয়ও এবার অনিবার্য্য। তাই রাজনৈতিক বক্তব্যের ধারেপাশে না গিয়ে, কোথাও বিপন্ন বোন বলে কান্নাকাটি করে, সেবিকা সেজে সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন, কোথাও জনসংঘ-রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের জুজুর ভয় দেখিয়ে মুসলমান-ভোট আদায়ের চেষ্টা করছেন এবং কোথাও বহিরাক্রমনের ভয় দেখিয়েও ভোট পাবার আশা করছেন। রাজনীতিকে এঁরা কোথায় নামিয়ে দিয়েছেন, এর থেকেই বোঝা যায়।

জুজুর ভয় এবার নেই।

জুজুর ভয় কিন্তু এবার কোন কাজে আসছে না। দিল্লীর শাহী ইমাম সাহেবকে ১৯৭৫ সালে কয়েদ করেছিলেন কংগ্রেস সরকার। ছাড়া পেয়ে তিনি সম্প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছেন দেশের মুস্লিম সমাজের সামনে। তিনি বলেছেন যে জবরদস্তি নির্বীজকরণ, নির্বিচারে বুলডোজার চালিয়ে মানুষকে বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা এবং নির্বিচার গুলিবর্ষণ সবই কংগ্রেস সরকারের স্বৈরশাসনের ফল। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও জামাইৎকে অবৈধ ঘোষণার বিরোধিতা করেছিলেন। ইমাম সাহেবের মতে যাবতীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী কংগ্রেস সরকার, অন্য কেউ নয়। ইমাম সাহেব জনতা পার্টির সমর্থনে জামা মসজিদে সভা করেছেন এবং শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে ও রাজনারায়ণের সমর্থনে রায়বেরিলিতে জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। এখানকার মুসলিম-ভোট ছিল শ্রীমতী গান্ধীর মস্ত বড় ভরসা। ইমাম সাহেবের অভিযান সেই ভরসাস্থল চুরমার করে দিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী তাই জয়লাভের কথা আর ঘোষণা করতে পারছেন না, বিরোধী আসনে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ-ভূমিকার কথা তাঁকে বলতে হচ্ছে! কিন্তু যাঁর নিজের ভবিষ্যতই অনিশ্চিত, দলের ভবিষ্যৎ তিনি ঘোষণা করেন কি করে ? বিরোধী আসনে বসলেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই যে সে কংগ্রেসের নেত্রী থাকবেন, তেমন ভরসা তিনি পেলেন কোথায় ?

পরিবার পরিকল্পনা :

পুত্র সঞ্জয়ের পাঁচদফার একদফাকে জোর করে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর জন্য একটা রাজনৈতিক পাদপীঠ দ্রুত তৈরী করে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সমস্ত সরকারী শক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল পরিবার পরিকল্পনার কাজে। দিল্লীর বস্তি উন্নয়নের কাজও হয়েছিল একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু উচ্ছন্ন বস্তিবাসীরা বাড়তি ভাড়ার ঠেলায় পরিচ্ছন্ন সরকারী ফ্ল্যাটে জায়গা পায়নি, উদ্বাস্তু হয়ে গেছে। তেমনি জবরদস্তি লক্ষ্যমাত্রা পুরণ করার মত্ততায় পরিবার পরিকল্পনাতেও বহু মানুষের সর্বনাশ হয়েছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার হয়েছে। অমৃতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ করণ সিং এই জবরদস্তি ও নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছেন। যাই হোক, এই ভাবে পরিবার পরিকল্পনা ইন্দিরাজীর পারিবারিক স্বপ্নের সমাধি রচনা করেছে।

শতবর্ষের চিন্তা :

শ্রীমতী গান্ধী সম্প্রতি বলেছেন যে তিনি দেশের আগামী দশবিশ বছরের কথা ভাবছেন না, ভাবছেন শতবর্ষের কথা ! অর্থাৎ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও দক্ষতা তাঁর কতখানি, সেইটাই তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মাত্র দশ বছরে যে দূরদর্শিতা ও দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন, তা অবশ্যই একশ বছর মানুষের হাড়ে হাড়ে গাঁথা থাকবে। যাই হোক শ্রীমতী গান্ধীর এই শতবার্ষিক চিন্তা ভুট্টো সাহেবের ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর লড়াই করার বিখ্যাত বাতুলতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রীমতী গান্ধীর দেশসেবার নমুনা :

দেশের পরম সেবিকারূপে শ্রীমতী গান্ধী গত ১৯মাসে যে সেবার নজির সৃষ্টি করেছেন, তা অবশ্যই ইতিহাসে নূতন অধ্যায় যোগ করবে। দেশসেবার একচেটিয়া অধিকারকে বিপদমুক্ত করার জন্যই তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে অর্ডিনান্স ও সংবিধান সংশোধন করে 'বিচার বিভাগের কালো হাত গুঁড়িয়ে দিয়ে', সংবাদপত্রের গলা টিপে, দেড় লক্ষেরও বেশী মানুষকে বিনা বিচারে কয়েদ করে, একটু আকাশ ভ্রমণে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য নির্বাচন ঘোষণা করলেন। দেশসেবার জন্য এত কাণ্ড, এত পরিশ্রম কস্মিনকালেও কেউ করেনি, একথা দেশবাসীকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে!

অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রেও শ্রীমতী গান্ধীর সেবা তুলনাহীন। মাত্র ৩ বছরে দেশের ২০টি পুঁজিপতি পরিবার ১৪৫০ কোটি টাকার সম্পদবৃদ্ধি ঘটিয়েছে এবং মুনাফা বাড়িয়েছে ১২০ কোটি টাকা। অপর পক্ষে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন সংস্থান নেই, গ্রামাঞ্চলে ১৮ কোটি ৮৩ লক্ষ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য দৈনিক ৯৩ পয়সাও খরচ করতে পারেন না এবং সহরাঞ্চলে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ গড়ে ১ টাকা ৪৩ পয়সা দৈনিক খরচ করতে পারেন কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য। ক্রমবর্দ্ধমান বাজার মূল্যের অনুপাতে প্রকৃত আয় হিসেব করলে সাধারণ মানুষের আয় আরও কমে যাবে। এমনিতেই দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে পড়ে আছে। তাঁর সেবার এই পরিণামের কথা শ্রীমতী গান্ধী নিজেও অস্বীকার করতে পারেন নি। তবে আরেকবার তিনি সেবা করতে চাইছেন। এবার ৬ বছরের জন্য!

গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন ?

৩০,০০০ হাজারেরও বেশী মানুষকে এখনও কয়েদ করে রেখে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচন করছেন এবং এই নির্বাচন করাটাই নাকি তাঁর গণতান্ত্রিকতার প্রমাণ। মধু লিমায়ের হিসেব অনুযায়ী ১০৫ জন বন্দী ইতিপূর্ব্বে মারা গেছেন বিনা চিকিৎসায়, কুচিকিৎসায় ও গুলিবর্ষণে। দেশের সর্ব্বস্তরের মানুষের আবেদন-নিবেদন ও সোচ্চার দাবীতেও শ্রীমতী গান্ধী এই বন্দীদের ছাড়েন নি – ছাড়েন নি নির্ব্বাচনপ্রার্থী জর্জ ফার্ণ্ডেজকে। ৩০,০০০ হাজার মিসা বন্দী প্রতীক অনশন করেছেন এবং ফার্ণেণ্ডেজ অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারতীয় গণতন্ত্র আজ ইন্দিরাজীর কারাগারে অনশনরত।

বিপদজনক সেবিকার প্রচার :

বিগত ১৯ মাস ভারতবাসী শ্রীমতী গান্ধীর শক্ত হাতের যে সেবার স্বাদ পেয়েছেন, তাতে এই বিপদজনক সেবিকার হাতকে আরও শক্ত করার কথা কেউ চিন্তা করতে পারছেন না। শ্রীমতী গান্ধী তাই মুসলমান

[শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মুক্তি

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৭৭, সোমবার

ইন্দিরাজীর ভিত্তিহীন প্রচারের জবাব

ক্ষমতাসীন মানুষ যখন ক্ষমতামত্ত হ'য়ে একনায়কত্ব পেতে চান, তখন তিনি দম্ভে স্ফীত হ'য়ে, সাংঘাতিক সব কাজ করতে থাকেন। তখন বোঝা যায় তাঁর বিক্ষিপ্ত মন ভারসাম্য হারিয়েছে। আবার যখন জনতার দ্বারে দাঁড়িয়ে তাঁকে ভোট ভিক্ষা করতে হয় এবং তারজন্য যখন তাঁকে, তাঁর কুকীর্ত্তিসমূহের জন্য জবাবদীহি করার অবস্থায় পড়তে হয়—তখন আবার তাঁর ক্ষমতাভিমানে আঘাত লাগা মন, ক্ষিপ্ত হয়ে, সব ভারসাম্য হরিয়ে ফেলে। এবং তিনি যা তাই উক্তি করতে থাকেন। ঐসব উক্তিতে যুক্তির খেই থাকে না — উক্তিগুলি পরস্পর বিরোধী হয়। স্বদোষ ঢাকতে অপরের প্রতি তা আবার অবিরত আক্রমনাত্মক হয়ে পড়ে। এই অবস্থাই আজ ঘটেছে—আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর।

শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনী সফরে বেরিয়ে, কতকগুলি কথা প্রত্যেক জনসভায় ব'লে যাচ্ছেন। যে সব কথা বার বার বলছেন – সেই সব কথাগুলির কয়েকটি বিষয়ে এখানে আলোচনা করছি। উনি প্রায়ই বলছেন – বিরোধীদের গণতন্ত্রে বিশ্বাস নেই ; বিরোধীরা জানেন না গণতন্ত্র কাকে বলে।

কিন্তু ঐ কথাটা সম্পূর্ণ উল্টো। ইন্দিরাজীই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না—এবং ইন্দিরাজীর অপরিসীম অগণতান্ত্রিক উপদ্রব সত্বেও, বিরোধীরা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক আচরণ করেছেন। একথার সত্যতা কী তার কথাই এখন বলি। সংবিধানে আছে যে, দেশের অভ্যন্তরে যদি দারুণ বিদ্রোহ হয় বা দেশের ওপর যদি বিদেশী কোনো রাজ্যের পক্ষ থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়—তখনই কেবল মাত্র জরুরী আইন জারী করা যেতে পারে। নতুবা নয়। কারণ জরুরী আইন জারী হ'লে, দেশের মানুষ বহু গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। সেজন্য যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা মিথ্যা অজুহাতে জরুরী আইন জারী ক'রে মানুষের গণ অধিকার কেড়ে নিতে চান না।

যে সময় ইন্দিরাজী জরুরী আইন জারী করলেন সে সময় যদি সত্যিই গৃহ বিপ্লবের অবস্থা সৃষ্টি হ'য়ে থাকতো – অথবা যদি শ্রীমতী গান্ধীর কথামত সহিংস বিদ্রোহের গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপক পরিস্থিতিই তখন ভারতে সৃষ্টি হয়ে থাকতো—তাহলে কিছু লোককে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে ভ'রে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, সহিংস বিদ্রোহের গোপন ষড়যন্ত্র কখনই থেমে যেত না। সারা ভারতের দিকে দিকে গোপনে আগুন জ্বালানো, সরকারী অফিস পোড়ানো, অতর্কিতে ট্রাম বাস পোড়ানো প্রভৃতি আরম্ভ হয়ে যেত। এর আগে কংগ্রেস বিরোধীরা ভারত জুড়ে এমন ব্যাপক যুক্ত আন্দোলনের আওয়াজ তোলেননি। আগে আগে দেখা যেত, সরকারী দমনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ দু'একটা দলই কত হিংসাত্মক কাণ্ডই না করেছে। সরকারের ধরা ছোঁয়ার বাইরে কত ট্রাম বাস পোড়ানো—কত সরকারী ঘরে আগুন লাগানো চলেছে।

এবারে এতবড় ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন ও ঐক্যবদ্ধতা হোল—তার বিরুদ্ধে ইন্দিরাজীর এত জুলুম ও দমন হোল—তবু কিন্তু কোনো রকম হিংসাত্মক বিদ্রোহের কোনো লক্ষণ, ভারতের কোনো জায়গায় দেখা গেল না। এতে প্রমাণিত হোল যে, জরুরী আইনের সপক্ষে ইন্দিরাজীর অজুহাত ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন : এতে প্রমাণিত হোল যে, বিরোধীদের আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস ছিল। এতে প্রমাণিত হোল যে, শ্রীমতী গান্ধী হাইকোর্টের রায়ে দোষীরূপে পদত্যাগের দাবীর সম্মুখীন হ'য়ে, সারা দেশের তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হ'য়ে—নিজের আসন রাখবার উদ্দেশ্যে, ভিত্তিহীন অজুহাতে, জরুরী আইন জারী ক'রে, দেড় লক্ষ লোককে জেলে দিয়ে,—সারা ভারতের সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ ক'রে,—কোটি কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নষ্ট করলেন। এবং এইসবের ভেতর দিয়ে প্রমাণিত হোল যে, শ্রীমতী গান্ধীই একেবারে গণতন্ত্র চান না। এবং যিনি নগ্ন স্বৈরাচারে মত্ত হ'য়ে এতবড় অগণতান্ত্রিক শাসকরূপে অপরের গণতান্ত্রিক অধিকার দলিত করতে পারেন —তিনি কিনা অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের বলছেন তাঁরা অগণতান্ত্রিক, তাঁরা গণতন্ত্র জানেন না !! মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য্যের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি বলছেন—আকাশে সূর্য্য নেই—ঐ দেখ কত অন্ধকার। কী আশ্চর্য্যের কথা।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নির্ব্বাচনী সভায় প্রায়ই বলছেন যে, কংগ্রেস বিরোধীরা যে জোট তৈরী করেছেন—তা' জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপার। সেজন্য তাঁরা কখনই কেন্দ্রে স্থায়ী শাসন কায়েম করতে পারবেন না। ইন্দিরাজীর দাবী—একমাত্র কংগ্রেসই পারে—কেন্দ্রে এই স্থায়ী শক্তিশালী শাসন দিতে। দেখা যাক—বাস্তবে ব্যাপারটা কী। এক বছর নির্বাচন হবে না—একথা ঘোষণা ক'রেও শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলবল পরিষ্কার করেই জানতেন যে, তাঁরা অনেক আগে থেকে, নির্ব্বাচন ব্যাপারে গোপনে বহু বিষয়ে তৈরী হ'য়ে নিয়ে, হটাৎ ঘোষণা করবেন দু'মাসের ভেতরে নির্ব্বাচন। ইন্দিরাজী ভেবেছিলেন – এরপর বিরোধী নেতারা জেল থেকে বেরিয়ে আসতে আরো দিন কতক যাবে—তারপর তাঁরা তোড়জোড় করতে, নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি করতে, চেষ্টা করবেন —কিন্তু কিছুই তেমনব্যবস্থা করতে তাঁরা পারবেন না। আর নির্বাচন ঘাড়ে এসে পড়বে। ওদিকে ইন্দিরাজীরা আগে ভাগে একতরফা প্রস্তুতির জন্য—বাজীমাৎ ক'রে ফেলবেন।

কিন্তু হোল উল্টোটা। বিরোধী নেতারা জেল থেকে বেরিয়ে এসেই, কয়েক দিনের মধ্যেই সারা ভারতে অদ্ভূত একতার এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন। চারটি সর্বভারতীয় দল সঙ্গে সঙ্গে একটি পার্টিতে পরিনত হোল ; আর ভারতের অধিকাংশ বিরোধী দল আশ্চর্য্য রকম শান্তিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে ও প্রশংসনীয় উদারতার সঙ্গে, নীরবে, সারা ভারতের আসন ভাগ ক'রে নিলেন। কংগ্রেসে দেখা গেল—সম্পূর্ণ তার বিপরীত রূপ। ইন্দিরাজী এত গর্ব্ব করে বলছেন যে, তাঁর দল অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায়—অখণ্ড ঐক্যবদ্ধতায় বলিয়ান—সেজন্য কেন্দ্রের শাসনে এরকম শক্তিশালী দল ছাড়া চলবে না। মুখে তাঁরা সকলেই একথা, অবিরত রেডিও মারফত, সংবাদপত্র মারফত, বলছেন সত্য, কিন্তু কাজে যা দেখা যাচ্ছে তা নিদারুন। কাজে কী হচ্ছে তাই এখন দেখুন।

এত আগে ভাগে ভেতরে ভেতরে নির্বাচনী প্রস্তুতির এত অন্যায় সুযোগ নেওয়া সত্ত্বেও, শেষে দেখা গেল—মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন পর্য্যন্ত, আসন ভাগ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে, সারা ভারত জুড়ে কী প্রকাশ্য দলাদলী। কী প্রকাশ্য হানাহানি ঘটতেও দেখা গেল ! আসন ভাগ শুধু নিদারুন অশান্তির মধ্যেই সম্পন্ন হোল না, এই আসন ভাগ নিয়ে বহু বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা বিদ্রোহ পর্য্যন্ত করলেন—ভারতের দিকে দিকে। এই তো কংগ্রেসের ঐক্য শক্তি ; এই তো কংগ্রেসের অপূর্ব শৃঙ্খলা ! ইন্দিরাজীর স্তাবকেরা গর্ব করেন—তাঁদের মহান নেত্রী ইন্দিরাজীর অতুলনীয় নেতৃত্বে কংগ্রেস আজ বলিয়ান। আর সেই ইন্দিরাজীর কঠিন নিষেধ সত্ত্বেও, তাঁরই নাকের সামনে তাঁরই দলের পালোয়ানেরা ভারত ময়দানের দিকে দিকে একে অপরের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে তাল ঠুকছে।

কংগ্রেসে যদি এত শৃঙ্খলা, এত ঐক্যশক্তি, এত গণতান্ত্রিক আদর্শবোধ,—তাহলে কী ক'রে কোথা থেকে শ্রীসঞ্জয় গান্ধী উড়ে এসে রাজ্যে রাজ্যে দলের নির্ব্বাচিত প্রবীন নেতাদের ওপর অসহনীয় মাতব্বরি করতে পারেন ? কী ক'রে তিনি তাঁদের কাজের মধ্যে নাক ডোবাতে পারেন ? কংগ্রেসে যদি এতই দলীয় শৃঙ্খলা, তাহলে শ্রীসঞ্জয় গান্ধী নামে একক একটি ব্যক্তি, কী ক'রে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের কাজে এত হুকুমজারী করারই বা অধিকার পান ? আর এই অবাধ অধিকার নিয়ে কী করেই বা তিনি, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কংগ্রেসের মধ্যে সারা ভারতময় এত ভাঙনের বিপর্যায় সৃষ্টি করতে সুযোগ পান।

কংগ্রেসে যদি এতই শৃঙ্খলা,—এতই সুবিচারবোধ, তাহলে কী করেই বা একদল কংগ্রেস নেতা ঢোল সহরৎ বাজিয়ে প্রকাশ্যে জনসভা ক'রে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মত দলীয় উচ্চ পদস্থ নেতাকে দূর্নীতি পরায়ণ ব'লে অভিহিত করতে পারেন ? আর কী ক'রেই বা তাঁরা প্রকাশ্যে তাঁর পদত্যাগ দাবী করতে পারেন ? প্রকাশ্যে নিজ দলের এমন নেতাকে দূর্নীতি পরায়ণ বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও ঘোষণাকারীদের ওপর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কোনো অভিযোগ আনা হোল না। অথবা জরুরী আইন ভঙ্গ ক'রে ঐভাবে বেআইনী জনসভা ক'রে, শাসনযন্ত্রের ওপর প্রকাশ্যে আঘাত হানা সত্ত্বেও, ঐসব লোককে মিসায় আটক করা হোল না। এহেন কাজ বিরোধী-

দের কোন পক্ষ যদি করতেন – শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সুবিচার পূর্ণ আইনে তৎক্ষণাৎ তাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য মিসার নির্বাসন হোত। কিন্তু কংগ্রেসীদের জন্য সে শাস্তি হল না – কারণ ওদের পিছনে শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ছিলেন। এই তো কংগ্রেসী সুবিচার ও গণতন্ত্র!

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবিধ দুর্নীতির প্রকাশ্য অভিযোগ সত্বেও, ইন্দিরাজী তার তদন্তের কোনো আশ্বাস দিলেন না, বা বলা হোল না— ওসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীকে বিতাড়িত করা হোল এই অভিযোগে যে, তিনি বহুদিন ধ'রে বহু দুর্নীতি করেছেন। কংগ্রেস যদি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, তাহলে তার শৃঙ্খলাপূর্ণ এত ব্যবস্থা সত্বেও, একজন মুখ্যমন্ত্রীকে সুদীর্ঘকাল ধ'রে, এত দুর্নীতি করতে কেন দেওয়া হল? এর জন্য কী কংগ্রেস অপরাধী নয়? এর জন্য কী ইন্দিরাজী অপরাধী নন? কিন্তু আসল কথা এই যে, সব মুখ্যমন্ত্রীকেই বা সব মন্ত্রীকেই বা দলের সমস্ত লোককেই সব রকম দুর্নীতি করতে অবাধ অধিকার দেওয়াই রয়েছে। কিন্তু এঁরা ধরা পড়েন তখন, যখন দলের আরো উচ্চ পদস্থদের ব্যক্তি স্বার্থের প্রয়োজনে—তাঁদের আসন রাখার প্রয়োজনে – তাঁদের ক্ষমতার লড়াইএর প্রয়োজনে এইসব বেচারাদের সরতে হয়। এইভাবে সারা কংগ্রেস জুড়ে এই সব অনাচার, স্বৈরাচার, অবিচার, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রভৃতির জন্য কংগ্রেসে আজ চারিদিকে ভাঙ্গন – চারিদিকে লণ্ডভণ্ডের ব্যাপার। আর দেশের চোখের সামনে এই অবস্থা সত্বেও, ইন্দিরাজী ব'লে চলেছেন – কংগ্রেস আজও ঐক্যবদ্ধ; কংগ্রেস আজও মহান শক্তিশালী।

দলের মধ্যে ইন্দিরাজীর একনায়কতন্ত্রের নগ্ন স্বৈরাচার আর তাঁর পেটোয়া ব্যক্তিদের অন্তহীন উপদ্রবের ফলে, কংগ্রেসের প্রবীনতম মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম দলত্যাগের পথ দেখালেন। আর তারপর থেকে দ্রুতবেগে সারা ভারতে জুড়ে কংগ্রেস থেকে দলে দলে কত মন্ত্রী, কত এম-পি, কত এম-এল-এ, কত কর্মী অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে এলেন, এখনো বেরিয়ে আসছেন — যেন দলত্যাগের জোয়ার চলেছে।

কংগ্রেস আজ আর শক্তিশালী দল নয়। বিভেদে, বিসম্বাদে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কংগ্রেস আজ দীর্ণজীর্ণ হয়ে গেছে। তার ওপর স্বৈরাচারে, অত্যাচারে, অবিচারে কংগ্রেস আজ সারা দেশের মানুষকে যেভাবে অতিষ্ঠ, আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তুলেছে—তাতে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যান্ত আওয়াজ ওঠেছে – কংগ্রেসকে আর চাই না। এই নগ্ন বাস্তব সত্বেও, ইন্দিরাজী লোককে ভোলাতে চাইছেন যে, কংগ্রেস আজও বলিয়ান। কংগ্রেসই স্থায়ী সরকার দিতে পারে।

যে কংগ্রেস আজ একনায়কত্বের কুক্ষিগত, যে কংগ্রেসের আজ স্বৈরাচারই একমাত্র কর্ম্মধারা তাকে আজ সরাতেই হবে—তার পরবর্ত্তী অবস্থা যাই-ই হোক। তবে আজ আশার কথা এই যে, আগের ভুলভ্রান্তির মধ্য থেকে শিক্ষালাভ ক'রে—ভারতবর্ষের বিরোধী দলগুলি আজ নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ। আজ আমরা আশা করব যে, নির্বাচনের প্রাক্কালে, যে ঐক্যবোধ ও উদার দৃষ্টি বিরোধী শক্তিকে বলীয়ান করেছে সেই উদার দৃষ্টি ও ঐক্য শক্তির আলোকে তাঁরা আগামী দিনের ভারতকে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারবেন। জনগণের দাবী তাঁদের পথ দেখাবে।

—)•(—

শাসন স্থায়ী হলেই কী বাঞ্ছনীয় হয়?

ওপরে লেখা প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে দেখানো হয়েছে যে, ইন্দিরাজীর যে দাবী—কংগ্রেসই কেন্দ্রে স্থায়ী শাসন দিতে পারে, এই দাবী আজ আর সত্য নয়। কেন্দ্রে স্থায়ী শাসন কায়েম রাখার শক্তি আজ আর কংগ্রেসের নেই। তার কারণও দেখানো হয়েছে। এখন এই বিষয়টিকে আর একভাবে বিচার ক'রে দেখার দরকার আছে। তা এই।

ইন্দিরাজী স্থায়ী শাসনের ওপর বার বার জোর দিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, শাসনটা স্থায়ী হ'লেই কি দুঃখের অবসান হোল? পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, অত্যাচারী জারেরা, দুর্দ্দান্ত নৃশংস সম্রাটেরা দেশে দেশে তাদের সুদীর্ঘ জীবনে সুদীর্ঘ কাল ক'রে নিজ নিজ দেশে শাসন স্থায়ীভাবে কায়েম রাখার শক্তি ধারণ করেছিলেন। শাসনকে দীর্ঘকাল ধ'রে, স্থায়িত্ব দেবার শক্তি তাঁদের ছিল ব'লেই কি তাঁদের শাসন বাঞ্ছনীয় ছিল? বিশ্বের কোনো একটি মানুষও এই কথা সমর্থন করবেন না। পৃথিবীর সমস্ত দেশের গণতান্ত্রিক মানুষেরা ঐসব "স্থায়ী সরকারকে"— সরাবার জন্য ঐ সব দেশের মানুষের সংগ্রামকে অকুণ্ঠিতভাবে সমর্থন করেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শাসন শক্তি, সারা বিশ্বে এত বিশাল ছিল—এবং স্থায়ীভাবে শাসন রাখার শক্তি এত ছিল যে, তার কাছে ইন্দিরাজীর শাসন শক্তি ও তাকে স্থায়িত্ব দেবার শক্তি তুলনায় কিছুই নয়। ভারতবাসীকে ইংরেজও বলেছিল যে, ভারতে বৃটিশ না থাকলে শাসনের স্থায়িত্ব থাকবে না, শাসনও থাকবে না—সেজন্য স্বাধীনতার জন্য লড়াই অবিবেচনার কাজই হচ্ছে। কিন্তু বৃটিশের সেই দারুণ শাসনশক্তি ও স্থায়িত্ব দেবার সেই বিশাল শক্তি দেখেই আমরা অভিভূত হইনি। তার পরাধীনতা, শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তির প্রয়োজনই সেদিন বড়ো হয়েছিল। এবং সুদীর্ঘকাল ধ'রে বৃটিশের সেই অত্যাচারের শাসনকে স্থায়ী ভাবে রাখবার ক্ষমতা বৃটিশের ছিল ব'লেই ভারতের সংকট আরো বেশী হয়েছিল। পৃথিবীর 'বড় বড়' জুলুমকারী সম্রাটেরা বা জারেরা দীর্ঘস্থায়ী শাসন দিয়েছিলেন সত্য— তার সঙ্গে দিয়েছিলেন—জুলুম ও অত্যাচার। তাই পৃথিবীর মানুষ তাদের সরাতে চেয়েছিল এবং সরিয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশের শাসন স্থায়ী হচ্ছে কিনা – এই প্রশ্নের চেয়েও বড় প্রশ্ন— দেশে ভাল সরকার গঠিত হচ্ছে কি না – যারা শোষণ করবে না, অত্যাচার করবে না—অন্যায় আইন ক'রে লোককে বিপন্ন করবে না। এহেন সরকার না হ'লে বিপদ এবং তা যদি স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসে—তাহলে আরো বিপদ।

কংগ্রেস কেন্দ্রে সুদীর্ঘ ৩০ বছর ধ'রে স্থায়ী শাসন চালিয়েছেন – আর তার মধ্যে ইন্দিরাজী দীর্ঘ ১০ বছর ধরে স্থায়ীভাবে প্রধান মন্ত্রীত্বের আসন দখল ক'রে রয়েছেন। কংগ্রেসের এই দীর্ঘস্থায়ী ৩০ বছরের শাসন— অর্থাৎ ৩০ বছর ধ'রে শাসনের নামে শোষণ, দুর্নীতি, চক্রান্ত প্রবঞ্চনা ও অত্যাচারের একটানা আড়ম্বর রাজত্ব – দেশের জীবনে পার হয়েছে। আজ ৩০ বছর ধ'রে, স্থায়ীভাবে, কুশাসনের যে জগদ্দল পাথর জনগণের বুকের ওপর চাপানো আছে – জনগণ আজ তা' দুহাতে ঠেলে সরাবার জন্যে অস্থির. জনগণ উপলব্ধি করেছে—এই শাসন আরও স্থায়ী হলে, জাতির অবশিষ্ট যে জীবনটুকু এখনো ধুঁকছে তাও সমূলে শেষ হবে। তাই ইন্দিরাজীর স্থায়িত্বের আশ্বাস দেশের মানুষের কাছে আতঙ্কের বিষয়ই হয়ে উঠছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—স্থায়িত্বই বড় কথা নয়; বড় কথা—জনগণের জন্য বাঞ্ছিত শাসন। ইন্দিরাজীর সে আশ্বাস দেবার ক্ষমতা বা সদিচ্ছা কোনো দিন ছিল না – আজও নেই।

তাছাড়া, স্থায়ী শাসনের একটা রূপ আছে। কেন্দ্রে বা রাজ্যে কতকগুলি মগের দল বা ছিনতাইকারীর দল দীর্ঘকাল শাসন করতে পারলেই স্থায়ী শাসন হয় না। স্থায়ীভাবে যেমন সুশাসন দেওয়া দরকার—তেমনি জাতির জীবনের বিভিন্ন ব্যবস্থা ধারাগুলিতেও স্থায়িত্বের রূপ দেওয়া দরকার। কিন্তু তার ব্যবস্থা যদি না হয়, অপর পক্ষে, শাসনকারীরা যদি অবিরত তোঘলকীয় শাসনের মত খাম খেয়ালীপনায় কাজ করতে থাকেন – এবং তার ফলে যদি অর্থনৈতিক জীবনে শিক্ষা ক্ষেত্রে, আইন ধারার মধ্যে সাংবিধানিক জীবনে – সর্বক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা ঘটতে থাকে—তবে সেই শাসনকে স্থায়িত্বের শক্তিসম্পন্ন শাসন শক্তি বলা যেতে পারে না।

যেখানে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা হবে কিন্তু জিনিষপত্রের মূল্য অনিশ্চিতভাবে, লাগাম ছাড়ার মত বৃদ্ধি পেতে থাকবে – সেখানে বুঝতে হবে নিয়ন্ত্রণের সত্যকার চেষ্টা আদৌ নেই। এহেন শাসনের স্থায়িত্বের লক্ষণ কোথায়? শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ একরকম আদেশ কাল একরকম—পরশু তার বিপরীত। দেশ অস্থির হয়ে উঠছে জমির সিলিং আজ এক রকম কাল অন্য রকম পরশু আর একরকম রূপ নিচ্ছে। কাঁথা সেলাইএর মত অবিরত সংবিধান জোড়াতালি দেওয়া হচ্ছে – নিজেদের অত্যন্ত অবাঞ্ছিত সব মতলব হাসিল করার জন্য। ইচ্ছামত লোকসভা বিধান সভার নির্বাচন বন্ধ করা হচ্ছে—ইচ্ছামত নির্বাচন করা হচ্ছে। এই অবস্থাকে শাসনের স্থায়িত্ব বা শক্তির পরিচয় বলে না। একে বলে অরাজকতা, দেউলিয়াপনা মস্তিষ্কহীনতা। স্থায়িত্বের গৌরব যদি এই হয়—তবে কোন্ দেশ এর জন্য নিশ্চিন্ততা বোধ করবে? কোন্ দেশ একে সমর্থন করবে?

স্থায়িত্বের মানে এ নয় যে, অগ্রগতির উদ্দেশ্যে পরিবর্তনের ব্যবস্থা কোনো কিছু হবে না। আইন কানুন, ধারা-ধরণ নিশ্চয়ই বদলাতে থাকবে, তবে সেটা একটা সুচিন্তিত স্থায়ী পরিকল্পনার ভিত্তিতে—একটা পরিচ্ছন্ন

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সম্প্রদায়কে নরম করার জন্য, ১০ বছর প্রধানমন্ত্রীত্ব করার পর আজ হঠাৎ আবুল কালাম আজাদের নাম করছেন, দেশবাসীকে অরাজকতা ও অশান্তির ভয় দেখাচ্ছেন আবার কখনও বহিরাক্রমণের আশঙ্কার কথা ঘোষণা করছেন। জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ প্রমুখ কয়েকজন প্রভাবশালী বিরোধী নেতাদের নামে 'বিদেশী এজেন্টের' কলঙ্ক আরোপ করতেও দ্বিধা করেন নি।

বহিরাক্রমণ ও কংগ্রেস:

স্বাধীন ভারত কয়েকবারই বহিরাক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর প্রচার শুনলে মনে হয় একমাত্র কংগ্রেস দলই সে সব আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে। মাত্র কয়েক বছর আগে ৬০ কোটি ভারতবাসী যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসীম দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে পাকিস্তানী যুদ্ধের মোকাবিলা করল এবং ভারতীয় জোয়ানরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে বাঙলা দেশকে স্বাধীন করল, সেটা কি শুধু কংগ্রেস দলেরই কীর্তি? সেদিনকার সকল প্রতিরক্ষাযন্ত্রী আজ গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে ইন্দিরাজীর বিপক্ষে সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন। যে দলই সরকার গঠন করুক, ৬০ কোটি ভারতবাসী মাতৃভূমি রক্ষার প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হতে জানে এবং এখন সেটা আরও সুনিশ্চিত, কারণ গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং কংগ্রেসকে এজন্য ভোট দেবার কোন কারণ নেই। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটীশ এককালে বলতো, স্বাধীনতা দিলে দুর্বল ও অনগ্রসর ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা করতে পারবে না। ইন্দিরাজীর মুখে সেই সাম্রাজ্যবাদী সুর আজ শুনতে পাচ্ছি।

চরিত্রহননের কংগ্রেসী ঐতিহ্য:

বিরোধীপক্ষকে হেয় করার যে পদ্ধতি জওহরলাল নেহেরুর আমলে কংগ্রেস আবিষ্কার করেছিল, সেই একই পদ্ধতি শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু-গান্ধীও অনুসরণ করে চলেছেন। পাকিস্তানের স্বার্থে রাষ্ট্রদ্রোহী চক্রান্তে লিপ্ত বলে একদা কাশ্মীরের শেরকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেছিলেন জওহরলালজী। তারপর সুদীর্ঘকাল অন্তরীণই থাকতে হয়েছিল শেখ আবদুল্লাকে। শ্রীমতী গান্ধীও তাঁর প্রতি একই আচরণ করে এসেছেন। সকলের ধারণা হয়েছিল শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে, তিনি বুঝি পাকিস্তানেরই লোক। কিন্তু হঠাৎ আবার শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে কাশ্মীরের গদীতে বসিয়ে দিলেন এবং দেখা গেল শেখ সাহেবের দেশপ্রেম কংগ্রেসী দেশপ্রেমীদের চেয়ে অনেক খাঁটি। অনশনরত বর্ষিয়ান নেতা মোরারজী সম্পর্কে দেশসেবিকা শ্রীমতী গান্ধীর বিন্দুমাত্র উদ্বেগ ছিল না। শেখ সাহেবের হস্তক্ষেপেই গুজরাটে নির্বাচন ঘোষণা করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন এবং মোরারজীর জীবন রক্ষা পেয়েছিল। চীনা আক্রমণের সময় কম্যুনিষ্টদের একাংশকে (পরে মার্ক্সবাদী) চীনের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত বলে জেলে আটক করেছিলেন জওহরলালজী। সরকারী শ্বেতপত্রের কথাও সে সময় ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে সরকারী বিবৃতিতেই স্বীকার করা হচ্ছে যে এঁদের সঙ্গে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নেই। আজ আবার জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ সম্পর্কে কুৎসা রটানো হচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধী জেনে রাখুন, দেশটা ৬০ কোটি ভারতবাসীর এবং দেশপ্রেম সবার অন্তরেই আছে, শুধুমাত্র কংগ্রেস দলের অথবা নেহরু-গান্ধী পরিবারের একচেটিয়া সম্পদ ওটা নয়।

পাকিস্তান ও শ্রীমতী গান্ধী:

শ্রীমতী গান্ধী বিরোধীদের মধ্যে বিদেশী রাষ্ট্রের চর প্রায়ই খুঁজে পান। ঠিক সেই ভাবে বিরোধীরা যদি প্রচার করেন যে তিনি পাকিস্তানের স্বার্থে কাজ করছেন, শ্রীমতী কি জবাব দেবেন? বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের কেউ ভারতীয় নির্বাচন সম্পর্কে নাক গলান নি। কিন্তু যিনি ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর যুদ্ধ করার জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তানের সেই জনাব ভুট্টো খোলাখুলি শ্রীমতী গান্ধীর জয়কামনা করে পরোক্ষে তাঁর প্রচার করেছেন। বিরোধীরা যদি বলেন, "শ্রীমতী গান্ধীর জন্য ভুট্টোসাহেবের এত মাথাব্যথা কেন? তবে কি কোন বিশেষ যোগাযোগ আছে?" ইন্দিরাজী, এটা আমাদের বক্তব্য নয়, অপরের গায়ে কাদা ছেটালে সে কাদা নিজের গায়েও লাগার সম্ভাবনা থাকে, এইটাই শুধু আপনাকে জানাচ্ছি।

সেবিকার সেবক:

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আজীবন শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে চলার শপথ নিয়েছেন। এই নেতৃত্ব যাতে অটুট থাকে তার জন্য তিনি প্রচার করছেন যে জনতা মন্ত্রীসভা গঠন করলে অশান্তি হবে এবং কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করে দেশকে বাঁচানো যাবে না। কারণ সে রকম কোন আইন নেই। মুখ্যমন্ত্রী একটু চিন্তা করুন তো, রাষ্ট্রপতির শাসনটা যদি তখন রাজ্যে চালু হয় এবং ভুরি কয়লা সহ সমস্ত দুর্নীতির বিচারের জন্য যদি নতুন করে তদন্ত কমিশন হয়, তবে কেমন হবে?

সেবিকার ধূলি-উদ্বেগ:

আমাদের এই অবহেলিত জেলায় সেবা করার জন্য শ্রীমতী গান্ধী তিনবারে কয়েক লক্ষ টাকা অপব্যয় করে মোট কয়েক মিনিট এখানে অতিবাহিত করেছেন এবং অজস্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবার অবশ্য বলেছেন যে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে, এ জেলাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করার সময় তিনি পান নি। তবে এবার পালন করবেনই। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কতখানি লড়াই তিনি করেছেন জানি না, তবে প্রতিশ্রুতি পালনে তাঁর অসুবিধার মূল কারণটা জানা গেছে। শ্রীমতী গান্ধীর মুখে মশার কামড়ের মতো উদ্বেগ দেখে কলকাতার এক সাংবাদিক তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীমতী গান্ধী হেসে বলেন "আমার ডাষ্ট এ্যালার্জি আছে, ধুলো সহ্য হয় না।" আমাদের জেলাতেই শুধু নয়, ভারতবর্ষে ধুলোর প্রাধান্য এখনও আছে। হেলিকোপ্টারে ব্যোমমার্গে বিচরণ করেও যাঁর ডাষ্ট এ্যালার্জি হয়, দেশের মাটির স্পর্শ যাঁদের জীবনে নেই' তাঁরা দেশের কোন কল্যাণ করতে পারেন না, প্রতিশ্রুতি যতই দিন।

বিপদজনক সেবিকা:

শ্রীমতী গান্ধী বিপন্ন নন, বিপদজনক সেবিকা। ৪২ তম সংবিধান-সংশোধন করিয়ে নিয়ে তিনি সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসে আছেন, নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি হয়ে আছে তাঁর কৃপানির্ভর। সারাদেশকে জেলখানা বানিয়ে, মানুষের কণ্ঠরোধ করে অবাধে পুঁজিবাদের সেবা করার জন্য আরও ৬ বছর সময় তিনি দেশবাসীর কাছে চাইছেন। কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানেই ঐ সব স্বৈরতন্ত্রী স্বেচ্ছাচার চালাবার অবাধ ক্ষমতা শ্রীমতী গান্ধীর হাতে তুলে দেওয়া। শ্রীমতী গান্ধী জেনে রাখুন, তাঁর মতো বিপদজনক সেবিকাকে নিয়োগ করার প্রয়োজন আজ দেশের ৭০ ভাগ দরিদ্র মানুষের নেই!

জনতার আদালত

সরকারী আদালতের মতো জনতার আদালত কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বা নির্দিষ্ট সময়ে বদ্ধ নয়। হাটে মাঠে ঘাটে ঘরের দাওয়ায় মুদী বা চায়ের দোকানের আড্ডায় ঢেঁকীশালে, চলন্ত ট্রেনে বা বাসে এই বিচারও বিকেন্দ্রিতরূপে চলে। এই আদালতের ভাষাও সব সময় সরকারী আদালতের গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিধানসভার বা লোকসভার নির্বাচন প্রার্থীদের সকলকেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এই জনতার আদালতে বিচার প্রার্থী হতে হয়েছে। নির্বাচন প্রার্থীরা সব সময় স্বশরীরে এই আদালতে হাজিরা দিতে পারেন না তাই বেশীর ভাগ সময়েই আমাদের মত ভোট প্রচারের স্বেচ্ছাসেবীরাই উকিলরূপে এই আদালতে হাজির হন। বড় বড় জনসভাতেও যে জনতা আদালতের বিচার সব সময় ঠিকমত প্রকাশিত হয় না তা এই আদালতের বিচার প্রার্থীরাও অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন।

এক গ্রামের এক বৈঠকে (জনতার আদালতে) প্রার্থীদের ও তাদের দলগুলির বিষয়ে গ্রামবাসীরা নিজ নিজ বিচার প্রকাশ করছিলেন। মন দিয়ে শুনলাম। তারপরে আমি উৎসাহ ভরে তাদের ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ও দশের কথা, গান্ধীজীর কথা যতটা সম্ভব সহজ করে বলে গেলাম। আকুল আগ্রহে অনেকক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে শুনলো। তাদের ঐ নীরব ও দৃঢ় আগ্রহের ভেতর দিয়েই তাদের বিচারধারার পরিচয়খানি পেলাম। তাদের শোনার আগ্রহই আমার ঐ শ্রান্ত ক্লান্ত মনে বলার প্রেরণা যোগালো। তাদের কদিন গত হোল, সেই শান্তস্নিগ্ধ ও দৃঢ় মুখচ্ছবি আজও আমার চোখে ভাসছে। জানিনা আমি তাদের কতটুকু কি সেদিন বোঝাতে পেরেছিলাম কিন্তু আমি তাদের সেই নীরব আগ্রহরূপ বিচারধারায় যে প্রেরণা লাভ করেছিলাম তাতে আমার পরবর্ত্তী যাত্রাপথ শ্রান্তি ক্লান্তি মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই জনতা আদালতের বিচারকেও একদিকে স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা নানা রসে, নানা রূপে, নানা রঙ্গে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা ক'রে আসা হয়েছে এবং হচ্ছে। ইমার্জেন্সীর অস্ত্র দিয়ে এই বিচার ধারার কণ্ঠরোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে তেমন আবার অন্যদিকে নিজেদের জয় পরাজয়ের

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

নিদারুণ খরায় সারা জেলায় জলকষ্টের হাহাকার

আরনিদারুণ অন্নকষ্টের অন্তর্দাহ ঃ সাহায্যে সরকারী যন্ত্র বহু পিছিয়ে

এ বছরের নিদারুণ খরায় এই জেলায় ইতিমধ্যে জলের অনটন অত্যন্ত গুরুতর। জেলার বহু বাঁধ-পুকুর কূয়া প্রভৃতি শুকিয়ে গেল। পানীয় জলের গভীর সংকটের সঙ্গে, গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়ার স্নান পানের জলেরও আজ অত্যন্ত সংকট। এই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে গ্রামে গ্রামে রিলিফের মাধ্যমে ছোট ছোট অজস্র কাঁচা কূয়া দরকার। শুকনো বাঁধের মাঝখানে—নদীর বালিতে এই সব কাঁচা কূয়া দেওয়া দরকার।

৫ম পৃষ্ঠার পর হইতে

দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এই জনতার আদালতের বিচার ধারাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার চেষ্টার মাধ্যমে মহান গণতান্ত্রিক স্থাপনকারী সাধকদের ছবিও চোখের সামনে ফুটে উঠছে। এ ধরণের সাধকরা নির্বাচনকেও জনসাধারণের জাগৃতির সোপান হিসেবে ধরে জাতীয় সংগ্রামের সংগ্রামীরূপে নির্বাচন যুদ্ধে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। জয় পরাজয় তাদের কাছে সমান হয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে অতি নিকটের দৃষ্টান্তস্বরূপ অগ্রজ স্বর্গত বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নাম দ্বিধাহীন চিত্তেই করবো। বিগত বহু নির্ব্বাচন সংগ্রামে আমাদের মত কর্মীরা তাঁর পাশে থাকবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে। জয়ে পরাজয়ে তাঁর সমভাবে শান্ত সৌমাস্মিত হাসি দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। জয়লাভের পর চতুর্দ্দিকের সম্বর্ধনার প্রতি অনীহা বা ঔদাসিন্য এবং পরাজয়ের পর নিশ্চিন্তে মুক্তি-প্রেসের চেয়ারে বসে অনুগামীদের সঙ্গে চায়ের আসর জমিয়ে প্রাণখোলা হাসিতে আড্ডা জমানো বহু কর্মীর মনে প্রেরণার সঞ্চার করেছে। জনতার আদালতের বিচারকে কোনও দিন কোনভাবেই এড়িয়ে যাবার বা বিভ্রান্ত করার কথা তিনি মনের গোপনেও ঠাঁই দেননি। মন্ত্রীত্বের আসনে গিয়েও এই জনতার আদালতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা মুখ্যরূপেও নিরবচ্ছিন্নভাবেই তিনি করে গিয়েছেন। সুদূর প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে তিনি গান্ধী আদর্শে বিকেন্দ্রিত শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত গঠনের পরিকল্পনা দেশের সামনে রেখেছিলেন ও কেন্দ্রীভূত প্রশাসন শক্তিকে জেলা, অঞ্চল ও গ্রামস্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর পঞ্চায়েত পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে তিনি দলীয় রাজনীতির ঊর্দ্ধে দেশের গণতান্ত্রিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আজ দলীয় রাজনীতি বিচিত্ররূপ ধরে চলছে দেখছি। আজ একদিকে দল হতেও সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র দলীয় শৃঙ্খলাকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছি। তবে আশার কথা এই যে এর ভেতর থেকেও দেশের একটা বিরাট অংশ সংকীর্ণ দলীয় ভাবধারার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেদের সম্মিলিত করে দেশের গণতান্ত্রিক জীবন যাত্রা প্রশস্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। দেশের সুদূর পল্লী অঞ্চলের নিভৃত কোন থেকেও এই মহান উদ্যোগের সমর্থনে যে বিপুল সাড়া জেগে উঠেছে তা পথে ঘাটের আলোচনা শুনে বুঝতে পারছি। যদি প্রশাসনিক বিভ্রান্তিকর কারচুপি বা সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয় তবে এই জনতার আদালতের রায় সঠিক গণতান্ত্রিক পথই এবার গ্রহণ করবে। আর যদি এই নির্বাচনে কোনও কারণে জনমানস নিজ মনোভাব প্রকাশে বাধা প্রাপ্ত হয় তবে তা রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান হয়েই আমাদের জাতীয় জীবনে প্রকটিত হবে। এ কথা জেনে রাখা ভাল যে জনতার আদালতের রায় শুধু ভোটের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই জনতার আদালতের বিচার ধারা কাজ করে যায়। অতএব কবির সুরে সুর মিলিয়ে বলি—

সাবধান সাবধান !
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান।

৬।৩।৭৭ চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, মাঝিহিড়া

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পক্ষ থেকে তাঁকে বিহারের মজঃফরপুর লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড় করানো হয়েছে। মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময়ও তাঁকে সাময়িকভাবেও মুক্তি দেওয়া হয়নি। জেল থেকেই তিনি সইপত্র করেন। নির্ব্বাচনের সময়ে সাময়িকভাবে বাধাহীন নাগরিক অধিকার যাতে তিনি পান তারজন্য বহুবার বহু কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নির্ব্বাচনী প্রচারে নামবার সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই অবিচারের প্রতিবাদ জানাতে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ শনিবার থেকে জেলে অনশন আরম্ভ করেছেন। যদিও তিনি নির্বাচনী প্রচারের জন্য বাইরে আসতে পারছেন না - কিন্তু তাঁর পক্ষে বিরোধী সব দলের কর্মীরা এবং তাঁর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের অগণিত মানুষ তাঁরজন্য জোর প্রচারে নেমেছেন। কংগ্রেস প্রার্থী অত্যন্ত শক্তিশালী ও অর্থশালী হলেও, আজ তিনি দারুণ প্রতিকূলতার সংকটে। তাঁর নির্ব্বাচনকেন্দ্রে এখানে ওখানে তাঁর মাটির মূর্তি গড়া হয়েছে—কয়েদীর বেশে রয়েছেন—জনতাকে সহায়তার আহ্বান করছেন।

এই জেলায় বিরোধী পক্ষের জনসভা সমূহ

জনতা-বামফ্রন্ট-গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘ সমর্থিত প্রার্থী শ্রীচিত্ত মাহাতর পক্ষে ঐ সব দলগুলি যে, সব সম্মিলিত জনসভা করেছেন—তাতে হাজার হাজার লোক সমবেত হচ্ছেন। বান্দোয়ান, ঝালদা, বরাবাজার, মানবাজার, পুঞ্চা বলরামপুর প্রভৃতি জায়গায় মস্ত জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জোটের সঙ্গে যুক্ত দলগুলির নেতৃবৃন্দ ঐ সভাগুলিতে ভাষণ দিয়েছেন। কলকাতা থেকেও নেতরা এসে ঐ সব সভাতে ভাষণ দিয়েছেন। অপর পক্ষে কংগ্রেসীরা কিছু কিছু জায়গাতে সভা করতেই সাহস পান নি : আর বিভিন্ন থানায় যে সব জায়গায় কংগ্রেসীরা জনসভা করেছেন—তাতে লোকজন বেশী হচ্ছে না।

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ক্রম অনুসারে। দেশের লোক সেই গতিধারাটা বুঝতে পারবেন—তার জন্য নিজেদের খাপ খাইয়ে চলবেন। কিন্তু সারা কংগ্রেসে আজ এই পরিচ্ছন্ন চিন্তা বা সুপরিকল্পনার কোথাও কোনো লক্ষণ নেই। এই যখন অবস্থা, তখন আর ইন্দিরাজী স্থায়িত্বের গর্ব করছেন কী বিষয় নিয়ে?

সাংবিধানিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ হবার কথা ছিল—সারা দেশজুড়ে গ্রামে নগরে বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। সেই ক্রমবিকাশ হবার কথা ছিল—সারা ভারত জুড়ে সব রকম সমবায়ের বিশাল কর্ম্মযজ্ঞের ভিত্তিতে সেই বিকেন্দ্রিত শাসন ও সমবায় করার কথা ছিল—কোটি কোটি বঞ্চিত সাধারণ মানুষের শোষণ মুক্তির জন্য—বাঁচবার আশ্রয়লাভের জন্য—কোটি কোটি কর্ম্মহীনকে কাজ দেবার জন্য; ভারতের মূল আশ্রয় যে কৃষিশক্তি ও যে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের শক্তি—তাকে সংহতি ও সংগ্রাম শক্তি দেবার জন্য। কংগ্রেসী শাসন এই সব আসল কাজকে বাদ দিয়ে শোষণের কর্ম্মধারাকে স্থিতিশীলতা দান করেছে। এ হেন স্থায়ী কংগ্রেসী শাসন ভারতে আজ কে চায়—তা বলুন।

জনতা গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘ সমর্থিত,
বামফ্রন্ট কর্তৃক মনোনীত ফরোওয়ার্ড ব্লক সদস্য

প্রার্থী শ্রীচিত্ত মাহাতকে

"সিংহ চিহ্নে" ভোট দিতে লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা ভোটদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

বামফ্রন্ট, গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘ মনোনীত
জনতা পার্টি কর্তৃক মনোনীত

প্রার্থী ডাঃ শ্রীবিজয় মণ্ডলকে

"লাঙ্গল কাঁধে চাষী" চিহ্নে ভোট দিতে লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা ভোটদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

'মুক্তি' পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ

ফরম নং-৪

১। প্রকাশের স্থান—চাইবাসা রোড, পোঃ পুরুলিয়া, পঃবঙ্গ
২। প্রকাশের সময়—সাপ্তাহিক, প্রতি সোমবার।
৩। মুদ্রকের নাম—শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া, প বঙ্গ
৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া, পঃ বঙ্গ
৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া, পঃ বঙ্গ
৬। মালিকের নাম—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া, পঃ বঙ্গ

আমি, শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।
স্বাঃ অরুণ চন্দ্র ঘোষ

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ৫ম সংখ্যা | সোমবার, ২১শে মার্চ্চ ১৯৭৭ ৭ই চৈত্র ১৩৮৩ | বার্ষিক ৯·৫০ সডাক ১০·৫০ নগদ ২০ পয়সা

ভ্রষ্টাচার স্বৈরাচার ;
ফন্দী আর মিথ্যাচার।
দলবদলে নৈরাকার ॥

• • •

এই তো দল এই তো দেশ
আর জনগণ? সেও কি মেষ?
দেখাও এবার রাতের শেষ ॥

সারা পশ্চিম বাংলায় ও সব রাজ্যে ভোট উদযাপিত

বহু স্থান থেকে বহু উপদ্রবেরও নানা সংবাদ ঃ মন্ত্রীমণ্ডলী ও পুলিস জড়িত

১৬ই মার্চ্চ বুধবার সারা পশ্চিম বাংলার ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এর সঙ্গে ঐদিন আরো ১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোট পর্ব্ব সমাধা হয়ে গেছে। এ ছাড়া ঐ তারিখে আরো ১০টি রাজ্যের আংশিক কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হয়েছে। ১৯শে ও ২০শে তারিখে বাকি সমস্ত রাজ্যের ভোট পর্ব্ব সমাধা হয়ে গেল।

ভোটের ব্যাপারে উপদ্রব বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের পুলিসের বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার পরস্পর বিরোধী উক্তি করেছেন। মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের বিবৃতি থেকেই জানা গেছে—ভোটে বহু স্থানে ভোট কেন্দ্র দখল, ভোটারদের বাধা দান, ভোট পত্রে কারচুপির বহু ঘটনা ঘটেছে। পুলিস নিষ্ক্রিয় থেকেছে। বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামারও সংবাদ রয়েছে।

কলকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বুথে বুথে দারুণ উপদ্রব

বিভিন্ন বুথে বিচ্ছিন্নভাবেও উপদ্রব ঘটেছে; আবার সংগঠিত দলবদ্ধ ভাবে, কয়েকটা সশস্ত্র দল মিনিবাস, ট্রাক, জীপ প্রভৃতি সহকারে বহু বুথ আক্রমণ করে বেড়িয়ে, শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণে নানা বাধা দান করেছে। বহু রকমের উপদ্রব সৃষ্টি করেছে। এই সব উপদ্রব ব্যাপকতর ভাবে হয়েছে—দমদম, ব্যারাকপুর, ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ কলিকাতা প্রভৃতিতে। ঐ সব সশস্ত্র উপদ্রবকারীরা বুথ দখল করেছে। পোলিং এজেন্টদের তাড়িয়ে দিয়ে, ভোটারদের তাড়িয়ে দিয়ে, ভোটপত্রে নিজেরা ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে বাক্স ভর্ত্তি করেছে। বিরোধী নেতারা কংগ্রেস ও সি, পি, আই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন। ভোট কেন্দ্র দখল প্রভৃতির অভিযোগ বিষয়ে পুলিস নিষ্ক্রিয় থেকেছে—এই অভিযোগও করেন।

জাল ভোটের খবর সমূহ

বহু লোকের আশঙ্কা জাল ভোটের কারচুপিও চলেছে ভাল ভাবে। দমদম কেন্দ্রের এক পানীহাটিতেই ছয় হাজার ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে—তাতে এক প্রার্থীর পক্ষের সীল মারা। সি, পি, আই প্রার্থীর বিরোধীরা বলেছেন—ঐ রকম ছাপ মারা ব্যালট পেপারের সংখ্যা ১৪ হাজার।

দাঙ্গা, হাঙ্গামা, খুন জখম, মানুষ গুম প্রভৃতি

ভোট কেন্দ্র দখল, স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানে বাধা দান প্রভৃতি বিষয়ে (রিগিং বিষয়ে) যত অভিযোগ উঠেছে—দাঙ্গা হাঙ্গামা বিষয়ে অত অভিযোগ ওঠেনি। বিভিন্ন এলেকায় কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। ঐ দিন কলকাতা সহরের বিভিন্ন স্থানে ১৪টি বোমা পড়ার ঘটনা ঘটে। ১১ জন আহত হন। তিন জনের আঘাত গুরুতর। এই সূত্রে ১টি জীপ, ছটি প্রাইভেট গাড়ী পুলিস আটক করেছে। ১০টি বোমা, ১টি ছোরা, ১টি ভোজালি ও বোমা তৈরীর অনেক মশলা পুলিস আটক করেছে। দক্ষিণ কলিকাতা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীদিলীপ চক্রবর্ত্তীর ছেলেকে কয়েক ঘণ্টা গুম করে রাখা হয়—এই অভিযোগও এসেছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ :

কংগ্রেস-বিরোধী দলের জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের উচ্চ পর্য্যায়ের নেতারা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত প্রভৃতি নেতারা কলিকাতায় অভিযোগ করেন যে, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, পুলিসের সহযোগিতায় কংগ্রেস ও সি, পি, আই গুণ্ডারা বহু কেন্দ্রে ব্যাপক "রিগিং" করেছে।" এবং ঐ নেতারা বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও সি, পি, আই নেতারা ঐ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার ক'রে বলেছেন যে, "পশ্চিম বঙ্গে এবার স্বাধীন, সুষ্ঠু এবং অবাধ ভোট হয়েছে। পুলিসও উপদ্রবের ঘটনা অস্বীকার করেছে। মুখ্যমন্ত্রীদের দাবী যে ভিত্তিহীন—তা প্রমাণিত হয়েছে—রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের উক্তিতে। তিনি বলেছেন যে, "বহু ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে হিংসা, ভীতি প্রদর্শন ও বেআইনী কার্যকলাপের খবর তাঁর কাছে এসেছে এবং তিনি দিল্লীতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে জানিয়েছেন।

অভিযুক্ত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তথ্য চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা

কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে এবং পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থান থেকে নানা হিংসাত্মক ও বেআইনী কার্য্যকলাপের খবরও সরকারী দপ্তরে আসা সত্বেও, মুখ্যমন্ত্রীরা সমস্ত কিছু বেমালুম অস্বীকার ক'রে বলেছেন—নির্বাচন সর্বত্র সম্পূর্ণ বাধা মুক্ত অবস্থায় ঘটেছে। এর থেকে লোকের অনুমান এই যে, পুলিসের সহযোগিতায় কংগ্রেস ও সি, পি, আই ভোটে উপদ্রব করেছে। এই গুরুতর অভিযোগকে পুরোপুরিভাবে চাপা দেবার জন্যই এতবড় ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রীরা উড়িয়ে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে সরকারী দপ্তর যে তথ্য ফাঁস ক'রে দিয়েছেন—তার খোঁজ তাঁরা রাখেন নি। বহু রিটার্নীং অফিসারেরা উপদ্রবের বহু ঘটনা দিয়েছেন।

পুলিসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

পুলিসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এই যে, সব ক্ষেত্রেই পুলিস নীরব দর্শক রূপে ছিল। এমন কি বুথের ভিতরে প্রকাশ্যে ছোরা দেখানো সত্বেও পুলিশ একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন নি। কলকাতা উত্তর পূর্ব্ব কেন্দ্রে জনতা পার্টির প্রার্থী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের তিন জন কর্মী ছুরিকাহত হন। তাঁরা এখন হাসপাতালে। পুলিসের এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকার বিরুদ্ধে রিটার্নীং অফিসার ও কয়েকজন প্রিসাইডিং অফিসার আপত্তি জানিয়েছেন।

অভিযুক্ত পুলিসের পক্ষ থেকে বেমালুম অস্বীকার

পুলিসের চোখের সামনে বহু রিগিং ঘটেছে - কিন্তু পুলিস সমস্ত অস্বীকার করে বলেছে যে, কোথাও রিগিং হয়েছে - এমন ঘটনা তাঁরা জানেন না।

[শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়]

নির্ব্বাচনী হাঙ্গামায় দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে কিন্তু পুলিস তা' অস্বীকার করেছে। অভিযুক্ত কংগ্রেস পক্ষ, সি, পি, আই পক্ষ এবং পুলিস পক্ষ একযোগে সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করেছেন। ওদিকে ভারতের নির্ব্বাচনী কমিশনারের অধীন রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী অফিসার তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছেন। এই মুখ্য নির্ব্বাচনী অফিসারের আগেই ঘটনা বিষয়ে তথ্যাদি রাজ্য সরকারেরই জানবার কথা।

পুনরায় বহু কেন্দ্রে নির্বাচন : নির্বাচনী কমিশনের সিদ্ধান্ত

ভারতের নির্ব্বাচনী কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে, কলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গের বহু বুথে পুনরায় নির্বাচন হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, ভোটের সময়ে স্বাধীন ভোটদানের কাজকে বিভিন্ন উপদ্রব সহকারে যথা, বুথ দখল, জবরদস্তি ভোট প্রদান, ভোটারকে ভোট দিতে বাধাদান প্রভৃতি হাঙ্গামার ফলে ঐ সব বুথে ঠিক মতো ভোট প্রদানের কাজ চলেনি ব'লেই, এই পুনর্নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত করা হোল। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের দাবী ভিত্তিহীন ব'লে প্রমাণিত হয়েছে।

ভোটারদের দৃঢ়তা

উপদ্রবকারীরা বিভিন্ন বুথে নানাভাবে বাধা দান করলেও, ঐ রকম অনেক বুথে বুথে ভোটাররা দৃঢ়তার সঙ্গে ভোট দেন। কতকগুলি স্থানে ভোটাররা বাধার সম্মুখীন হয়ে প্রথমে থেমে গেলেও, পরে পুনরায় সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হন ও ভোট দান করেন।

ভোটের প্রাক্কালে বিরোধী ও নির্দ্দল প্রার্থীদের শত শত কর্ম্মী গ্রেপ্তার

নির্ব্বাচন সুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে সোমবার বিকেল থেকে মঙ্গলবার রাত্রি পর্যান্ত কলকাতা ও ২৪ পরগণার বিরোধী ও নির্দ্দলীয় প্রার্থীদের প্রায় ২৫০ জন নির্বাচন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ব'লে অভিযোগ করা হয়। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা দিল্লীতে ভারতের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের কাছে প্রতিবাদ ক'রে তারবার্ত্তা পাঠান। ভারতের নির্ব্বাচনী কমিশনার পশ্চিম বাংলার মুখ্য সচিবের কাছে জানতে চেয়েছেন—ভোটের আগে এ ধরণের গ্রেপ্তারের কারণ কি? গ্রেপ্তার যাঁরা হয়েছেন—তাঁদের মধ্যে দুজনকে মিসা আইনে ধরা হয়েছে। ঐ দুজনের মধ্যে একজন নির্দল প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট।

ভোটের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অভিযোগ : ভুয়া ব্যালট

মঙ্গলবারও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ডুপলিকেট ব্যালট ও ভুয়া ব্যালটের হদিস পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ আছে। জনতা পার্টির রাজ্য শাখার সম্পাদক শ্রীঅশোক মুখার্জী বলেন যে, তাঁদের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর এসেছে—ব্যারাকপুর এলেকার এক কংগ্রেস এম-এল-এ-র বাড়ীতে পুলিস গাড়ী ক'রে বাক্স ভর্ত্তি ব্যালট নামিয়ে দিয়ে আসে। তমলুকে ৮৬ হাজার ডুপলিকেট ব্যালট পাওয়া গেছে।

পূর্বের সংবাদে সবাই জেনেছেন যে, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া ও অন্যান্য জায়গায় কয়েক হাজার ক'রে ডুপলিকেট ব্যালট আবিষ্কৃত হয়। ঐগুলি সব সরকারী দপ্তরেই ছিল।

আরো অভিযোগ : ব্যালট বাক্স লোপাট

অভিযোগ এই যে, মেদিনীপুরের এক জায়গায় ভোটের পূর্ব্বে ব্যালট বাক্স লোপাট হয়ে গেছে। এগরার কয়েকটি বুথের বা লট বাক্স লোপাট হয়ে যাবার সংবাদ এসেছে।

কারাগারে ৩০ হাজার বন্দীর অনশন

মিসা আইনে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজকর্ম্মের অপরাধে ভারতের বিভিন্ন জেলে এখনো ৩০ হাজার ব্যক্তি আটক রয়েছেন। নির্বাচনে তাঁরা গণতান্ত্রিক অধিকার পেলেন না ব'লে, জেলে তাঁরা সকলে (৩০ হাজার ব্যক্তি) অনশন উদ্যাপন করেন। জেলের বাইরে তাঁদের সহানুভূতিতে বিভিন্ন স্থানে অনেকে অনশন ব্রত উদ্যাপন করেন।

ভোট বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যাদি

(১) কলকাতায় বুথগুলিতে শতকরা ভোটদাতার সংখ্যা হয়েছে—৫৫ থেকে ৮০। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৫০/৬০ ভাগ হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে—তার থেকে এই ধারণা হয়েছে।

(২) কিছু কিছু ভোটকেন্দ্রে এবারে মহিলাদের উৎসাহ বিশেষভাবে দেখা গেছে। কতকগুলি জেলার কতকগুলি বুথে দলবদ্ধভাবে বহু সংখ্যায় মহিলাদের আগমন বিশেষ লক্ষণীয় ছিল।

(৩) কলকাতায় জাল ভোট দিতে আসায় প্রিসাইডিং অফিসারেরা দুজনকে পুলিসের হাতে দেন।

ভোটের ফলাফল বিষয়ে তথ্য

সমগ্র পশ্চিমবাংলার ভোট গণনার তারিখ ছিল ২০শে মার্চ ও ২১শে মার্চ। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোট গণনা রবীন্দ্র ভবনে সুরু হয়েছে—চলছে। সারা ভারতের ভোট গণনা শেষ হবে—২২শে মার্চ। ঐ দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ভোট গণনা চলতে পারে।

একটি কংগ্রেসীর বক্তব্য - ভোটে উপদ্রব বিষয়ে

ভোটের পরদিন কংগ্রেসীদের মধ্যে একমাত্র মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জ্জী বলেন যে, ভোটে সি, পি, এমেরা বুথ জবর দখল ও জবরদস্তি ভোট প্রদানের উপদ্রব করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে সব উপদ্রব করা হয়েছিল সে সব বিষয়ে শ্রীমুখার্জ্জী সম্পূর্ণ নীরব থাকেন।

ভোটে উপদ্রব : পুলিসী নিষ্ক্রিয়তা : কংগ্রেসীদের বক্তব্য

সংবাদে প্রকাশ পুলিস মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণকান্তি ঘোষ পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। তাঁর অভিযোগ তিনি পুলিস মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে না জানিয়ে ভোটে পুলিসকে বিশেষভাবে লাগানো হয়েছিল। এর প্রতিকার না হলে তিনি মন্ত্রী থাকবেন না—হুমকী দিয়েছেন। সংবাদে আরো প্রকাশ পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীদের মধ্যে একদল বলেছেন যে, এই নির্বাচনে প্রশাসন ও পুলিসকে গোষ্ঠী রাজনীতির স্বার্থে খোলাখুলিভাবে লাগানো হয়েছে এবং তার দ্বারা কংগ্রেস দলকে ও সরকারকে হেয় করা হয়েছে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নির্বাচনী তথ্য

জনতা দলের শক্ত ঘাঁটি বিহারে ভোটপর্ব্বে বহু হাঙ্গামা, খুন জখম ঘটে গেছে। গুলিতে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বিভিন্ন বুথে কংগ্রেস—জনতা সংঘর্ষে কংগ্রেসীদের গুলিতে জনতা পার্টির দুটি কর্ম্মী নিহত হন। পুলিসের গুলিতে তিনজন নিহত হন। বিহারেও বিভিন্ন বুথে জবর দখল আর জবরদস্তি ষ্ট্যাম্প দিয়ে বাক্স ভর্ত্তি করার কাণ্ড কারখানা চলে। ভারতের নানা স্থানের কাণ্ড কারখানা দেখে স্বতঃই এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পুলিসের সহায়তায় শাসনকারী দল সর্বত্র বলপ্রয়োগে কাজ হাসিলের কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেন। সারা ভারতে জনতা অত্যন্ত জাগ্রত হয়ে ওঠায় দুষ্কৃতকারীদের পরিকল্পনা বহু স্থানেই কার্য্যকরী হতে পারেনি।

পুরুলিয়া লোকসভার নির্ব্বাচনী তথ্য

পুরুলিয়া জেলায় সর্বত্র মোটামুটি নিরুপদ্রবভাবেই নির্ব্বাচন পার হয়েছে। একটি বুথে জনতা-ফ্রন্ট প্রার্থীদের এজেন্টদের বুথে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছিল। আর ২/৩ জায়গায় কিছুটা হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা হয় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। যে সংবাদগুলি পাওয়া গেছে—তা পরিষ্কার ভাবে এখনো না পাওয়ায়, নাম ধাম কিছু দেওয়া হল না। পরে বিশদ সংবাদ দেওয়া হবে।

বাঁকুড়া লোকসভার নির্ব্বাচনী তথ্য

বাঁকুড়া লোকসভা নির্ব্বাচনক্ষেত্রে—পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার অংশে ভোটপর্ব্ব মোটামুটি নিরুপদ্রবভাবেই পার হয়েছে। বাঁকুড়া সহরে দুটি বুথে উপদ্রব করার চেষ্টা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, কিন্তু জনমতের চাপে শেষ পর্য্যন্ত নিরস্ত হয়।

কেরালায় বিধান সভার ভোট

গত ১৯শে মার্চ কেরালা রাজ্যে লোক সভার ভোটের সঙ্গে বিধান সভার সমস্ত আসনের ভোট গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তি
২১শে মার্চ্চ, ১৯৭৭, সোমবার

এক অদ্ভুত পর্ব্ব !!

সারা ভারতব্যাপী নির্ব্বাচন পর্ব্ব পার হয়ে গেল। এবং সেই নির্ব্বাচন পর্বের পটভূমিকার মধ্যে, ইন্দিরাজীর হাতে গড়া গণতন্ত্রে, পার হোল আর এক অদ্ভুত পর্ব্ব। ইন্দিরাজী বলেছিলেন—"আমি যে-গণতন্ত্র জানি বিরোধীরা সে-গণতন্ত্রের কিছুই বোঝে না।" নির্ব্বাচনের ভূমিকা-পটে ইন্দিরাজীর যে-গণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া গেল—তাতে শুধু ভারতের কোটি কোটি মানুষ কেন—সারা বিশ্বের মানুষেরই তাক্ লেগে গেছে।

ইন্দিরাজী দয়া ক'রে, দেশের মানুষকে নির্ব্বাচনরূপী গণতান্ত্রিক অধিকার দিলেন—সে শুধু দেখাবার জন্যে যে, আমাদের ইন্দিরাজী কত গণতান্ত্রিক! এবং ইন্দিরাজীর গণতান্ত্রিক শাসন যাতে জনগণের ঘাড়ে আরো বহুকাল চেপে থাকতে পারে তার জন্য ইন্দিরাজী ও তাঁর দলবল এবারের এই নির্ব্বাচনকে এমন একটি সাংঘাতিক গণতান্ত্রিক রূপ দিলেন—তাতে ইন্দিরাজীর গণতান্ত্রিক নির্বাচনটিও তাঁর জরুরী আইন, সংবিধান মেরামত প্রভৃতির মতই বিশ্বে অভূতপূর্ব্ব হয়ে রইল।

যাঁরা গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে ব'লে জরুরী আইন জারী ক'রে, তারপরে বিরোধীদের অভিযুক্ত করছিলেন—তাঁদেরই সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ের নেতারা এক অন্ধকার রাত্রে ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকে মিলিত হতে পারেন এবং পবিত্র গণতান্ত্রিক নির্বাচনের গতিকে ব্যাপকভাবে ও দারুণভাবে ব্যাহত করতে পারেন একথা কি আপনারা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন? কিন্তু তা' আর অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ এক বিরাট ষড়যন্ত্রের কাহিনী একেবারে ফাঁস হয়ে গেছে এবং সারা ভারতের মাথা লজ্জায় নত হয়ে গেছে।

এই অভিযোগ এক সাংঘাতিক অভিযোগ। এই অভিযোগ তুলেছেন—জনতা পার্টির রাজ্য চেয়ারম্যান—যিনি একথা প্রমাণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ এই। ১৪ই মার্চ্চ রাত্রির অন্ধকারে, রাইটার্স বিল্ডিংএ চুপিসাড়ে মিলিত হলেন—রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রশাসক তথা ইন্দিরাজীর দলের সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ের নেতা—স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর সঙ্গে গুটিকয় মন্ত্রী, তার সঙ্গে জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আর তার সঙ্গে সি, পি, আই এর ক'জন বাছা নেতৃবৃন্দ এবং দু পাশে দুটি বড়ো অফিসার—একজন পদস্থ আমলা; একজন পদস্থ পুলিস।

এঁরা একটা বিরাট "এ্যাকসনের" পরিকল্পনা নিলেন। না নিয়ে উপায় নেই। কারণ কদিন ধরেই আসমুদ্র হিমাচল ভারতের কোটি কোটি মানুষ আর ইন্দিরাজীর এহেন গণতন্ত্রকে ঘাড়ে রাখতে চাইছেনা। সেজন্য গণতন্ত্রে সবচেয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা পরামর্শে বসলেন—নির্বাচনী গণতন্ত্রকে বৈতরণী পার করার জন্য।

এই পরিকল্পনায় স্থির হোল—এক বিশাল বাহিনীর অধীনে কতকগুলি গ্যাং থাকবে তারা অগণিত বুথে কীভাবে ঝড়ের মত গিয়ে পড়বে। তাদের সঙ্গে কত পাইপগান, কত গুপ্তি, কত ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র থাকবে। আর তাদের এই "এ্যাকশনে" সহায়তা দেবার জন্য কতগুলি মিনিবাস, কতগুলি জীপ, কতগুলি ট্রাক থাকবে। এই সঙ্গে এই পরিকল্পনাও স্থির হল যে, কংগ্রেসের এবং সি, পি, আইএর ছিনতাই বাহিনী যখন গণতান্ত্রিক এ্যাকসনে মত্ত থাকবে—পুলিস এবং প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের মত তাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবে।

এই সঙ্গে এটাও ঠিক হোল যে, হাজার হাজার লোকের সামনে এতবড় ঘটনা ঘটলেও, সমগ্র প্রশাসন যন্ত্র একস্বরে ঘোষণা করবে—যে, কোথাও কোনো গোলযোগ হয়নি—সর্ব্বত্র আদর্শপূর্ণ, মুক্ত নির্ব্বাচন উদ্যাপিত হয়েছে। জনসাধারণ নামে কয়েক হাজার ছুঁচো একথা জানলেই বা কী? সংবাদপত্রে বড় হরফে এক তরফা হুঙ্কার ছেড়েই বিশ্বে প্রমাণ করা যাবে—ইন্দিরাজীর গণতান্ত্রিক নির্বাচন কত সুন্দরভাবে উদ্যাপিত হয়েছে।

১৬ই মার্চ্চ বিশাল ভারতে পবিত্র নির্বাচনের দিনে ঐ পরিকল্পনা মত যথাযথ "এ্যাকশন" সুরু হয়ে গেল। অগণিত বুথে হাজার হাজার ভোটার হলেন—বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, প্রহৃত, এবং ভোট বঞ্চিত। রক্ত গঙ্গা বইল।

কংগ্রেস ও সি, পি, আই প্রার্থীদের স্বার্থে বুথে বুথে জবরদস্তি ভোটপ্রদান চলতে লাগল। আতঙ্কিত, লাঞ্ছিত, প্রহৃত বুথ-অফিসারেরা, ভোটাররা, প্রার্থীদের এজেন্টরা পুলিসের কাছে সর্বত্র সাহায্যের জন্য কাতর আবেদন জানিয়ে কিছু হল না। পরিকল্পনা মত পুলিস সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন ক'রে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন।

পরদিন ভোরের সংবাদ পত্রেই প্রকাশিত হল—পরিকল্পনা মত বিবৃতি। দেখা গেল—স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি, পুলিস বিভাগ সমস্বরে ঘোষণা করেছেন—সর্বত্র মুক্ত নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে—বিন্দুমাত্র কোথাও কোনো গোলযোগ ঘটেনি। কিন্তু এই রাজনৈতিক ধুরন্ধরেরা খেয়াল করেননি যে, চাকা ঘুরে যাচ্ছে নির্ব্বাচনে কর্ম্মরত শত শত অফিসার আগে ভাগেই নির্বাচনী কমিশনারের কাছে ব্যাপক উপদ্রবের জলন্ত কাহিনী সমূহ লিখিতভাবে দাখিল ক'রে ফেলবেন। ওঁরা ভেবেছিলেন—বিরোধীরাই কেবল চেঁচাবে। ওঁরা সব অস্বীকার ক'রে দেবেন বলবেন—সব মিথ্যে—সব ভুয়ো। সারা বিশ্বে ওঁদের গলাই সবচেয়ে তীব্র হবে।

কিন্তু সব চালাকী ব্যর্থ হয়ে গেল। সব ব্যাপারই ফাঁস হয়ে গেল। এবং একের পর এক ইন্দিরাজীর গণতন্ত্রের সব ভেল্কিবাজীর রূপ প্রকাশ হয়ে গেল। যাঁরা গণতন্ত্রের কথায় দুবেলা পঞ্চমুখ—তাঁরা জনগণের গণতান্ত্রিক জীবনের ওপর এহেন গুণ্ডামী, বর্বরতা এবং নানা কলুষিত উপদ্রব করতে পারেন তা স্বপ্নের অতীত ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে—গণতান্ত্রিক ইন্দিরাজীরা সব করতে পারেন। ইন্দিরাজীরা শাসনে যদি আবার ফিরেই আসেন—তবে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দাওয়াইয়ে গণতন্ত্র রাখার উৎসাহে আরো বলীয়ান হবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে আজ যে গণ চেতনার জোয়ার আসছে—সেই হবে সব দাওয়াইয়ের দাওয়াই। তাকে আজ শক্তি দিতে হবে।

গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ

একটা বিরাট গণ-উত্থানের ইতিহাস পার হয়ে গেল। সারা ভারতের এই লোকসভা নির্ব্বাচন সত্যই একটা গণ উত্থানের মতই দেখা দিল। যখন ১৯ মাস ধ'রে, ভারতবর্ষে, গণতান্ত্রিক জীবনের ওপর কোটি কোটি মানুষের ওপর—অবিশ্বাস্য অত্যাচার চলছিল—মানুষ দুঃখে, বেদনায় অপমানে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, সারা ভারতে সেই অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের সংগ্রাম কিছু হোল না। এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছুটা সক্রিয় সাক্ষাৎ সংগ্রামের রূপ দেখা গেল সত্য—কিন্তু সেই সংগ্রাম সীমাবদ্ধই থেকে গেল। সারা দেশের কোনো সংগ্রাম প্রস্তুতিই ছিল না—যা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

তবে, সারা দেশের অন্তরে, আঘাত যে অত্যন্ত গভীর ভাবে লেগে ছিল—তা' বোঝা গেল এই ভারতব্যাপী নির্বাচনে। জরুরী অবস্থা শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—লেখা প্রকাশের ও কথা বলার স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—মানুষের অন্তরের ক্ষোভ ভারত জুড়ে, অগ্নিউদ্গারের মত বেরিয়ে আসতে লাগল। ১৯ মাস ধ'রে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর যে একটানা নির্মম নিপীড়ন চলে গেল,—তাতে আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের সংগ্রাম দিতে পারিনি সত্য—কিন্তু আমরা নির্বাচনের মুখোমুখী এসে বিপুলভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের মহড়া দিলাম—আমরা আমাদের অন্তরের নিদারুণ ক্ষোভের প্রতিক্রিয়াকে রূপদান করলাম। এতে আমাদের সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় রূপের পরিচয়টা অন্ততঃ ঘটল।

সারা ভারতে বোঝা গেল—স্বৈরাচারী কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে জনমত দেখা দিয়েছে—বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতায়। তবু, ক্ষমতায় কে আসবেন—আজ তা' দেখবার রয়েছে। কংগ্রেসের শাসন-ক্ষমতায় আসবার কথা নয়—ভোটের বাক্সে কারসাজীর পথ ছাড়া। যিনিই ক্ষমতায় আসুন—তাঁদের কাছে এই বিশাল জনমত একটা জিনিষ স্থির ক'রে দিয়েছে। কংগ্রেস আজ ক্ষমতায় এলেও, তার সে দম্ভ এবং অবাধ উপদ্রবের স্বেচ্ছাচারিতা বহুলাংশে কমে যেতে বাধ্য। তার কারণ কংগ্রেসের যথেষ্ট শিক্ষা হল এই নির্বাচন ও জন-বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে। ক্ষমতায় যদি বিরোধীরা আসেন তবে তাঁরাও একটা নতুন জনমতের পটভূমিকার মধ্যে কাজ সুরু করতে বাধ্য হবেন। যে সব বিষয়ে জনমত উদাসীন ছিল—তীব্র কষাঘাতে আজ তা অনেকাংশে সচেতন হয়ে দেখা দিয়েছে।

[শেষ অংশ ৩য় পৃষ্ঠায়]

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমাদের দেশে যিনিই ক্ষমতায় এসেছেন—দেখা গেছে যে, ক্ষমতায় এসেই ভুলে গেছেন যে, শাসন-ক্ষমতাটা নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলগত সম্পত্তি নয়। ফলে নির্বাচনে জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে—যা খুশী তাই করেছেন। দেশের সকলের কথা তখন মনে থাকেনি—দল, গোষ্ঠী, বা ব্যক্তিই বড়ো হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণ সে সবের অনেক কিছুই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম বা প্রতিবাদের ঝড় তোলার শক্তি তাদের ছিল না—তবে সুযোগ এলে সময়ে সময়ে তার কিছু প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল। এই কথা যেমন আমাদের ইতিহাসে কংগ্রেসী শাসনের বিষয়ও সত্য—তেমনি কংগ্রেস বিরোধীদের শাসন বিষয়েও তা সত্য।

এই সব প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে শাসন-ক্ষমতা-প্রয়াসীদের কিছুটা শিক্ষা হচ্ছে সত্য। তবে একটা দেশের রাজনৈতিক জীবনে এটা খুবই দুর্বল সংশোধন। শাসন-ক্ষমতায় বসে, ক্ষমতাসীনরা যা খুশী তাই করতে থাকেন, এবং নির্বাচনের অধ্যায়ে খানিকটা আঘাত পেয়ে শিক্ষা পান—শুধু এইটুকু আশার আলো একটা উন্নত জাতির জীবনে তেমন কোনো কাজের কথা নয়।

সেজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি—ভারতের স্বাধীন জীবনে শাসন ক্ষমতায় আসবার সুযোগ-সম্পন্নেরাও যেমন ৩০ বছর ধ'রে শাসন কালের মধ্যে জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের বা নিজেদের শাসন যোগ্যতার কোনো পরিচয় দিতে পারেন নি; তেমনি আবার দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের পক্ষ থেকে বা জনগণকে নেতৃত্ব দেবার দল বা গোষ্ঠীগুলির পক্ষ থেকে, অযোগ্য শাসন জীবনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেবার বা জনগণের মৌলিক দাবীগুলিকে দেশের সামনে জোরালো ভাবে তুলে ধরবার কোনো যোগ্যতা প্রদর্শন করতেও পারেন নি। দু'দিক থেকেই জাতির জীবনে এক দুঃখজনক পরিস্থিতি ঘটেছে।

বিগত ১৯ মাস ধ'রে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস যে অসহনীয় অত্যাচার করেছেন—তা' করার তাঁদের সাহস হয়েছিল এই কারণেই যে তাঁরা বছরের পর বছর—নির্বাচনের পর নির্বাচন—দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের অত্যন্ত জরুরী মৌলিক কাঠামোগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহেলা করা সত্বেও, দেশের জনসাধারণ তথা দেশের সমস্ত অগ্রণী গোষ্ঠীগুলি তা নীরবে সহ্য করে গেছেন। ঐ সব বিষয়ে কোনো আন্দোলন বা জনমত তৈরীর কোনো চেষ্টা করেন নি। দেশের অগ্রণী গোষ্ঠীগুলি অর্থাৎ সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বিভিন্ন দল বা সমিতি সমূহ—এই সব গোষ্ঠীগুলি শাসন ক্ষমতায় আসীন দলকে খুশী রেখে কিছু প্রসাদ কুড়োনোর কাজকেই স্বাধীন জীবনে মস্ত বড় প্রাপ্তি ব'লে মনে করেছিলেন।

শাসনক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা যা খুশী তাই করে গেছেন। দেশের মৌলিক কাঠামো তৈরী করা বিষয়ে বরাবর তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে গেছেন—তবু তাঁদের বিরুদ্ধে ৩০ বছর ধ'রে তেমন কোনো জনমত উদ্বেলিত হয়ে ওঠেনি—এর ফলে শাসনকারীরা দম্ভে এবং স্বেচ্ছাচারিতায় ধরাকে সরা জ্ঞান করতেই শিখেছিলেন।

দরিদ্র জনগণের খাজনা ট্যাক্স প্রভৃতি আদায় ক'রে, তার একটা অংশ শাসনকারীরা নিজেদের ভোগের জন্য নিত্য লুঠ করে খেয়ে গেছেন—তার একটা অংশ দিয়ে শাসন কাজ চালিয়েছেন এবং অনুচরবর্গকে পুষেছেন। এই লুঠের ধারাটাকেই আমরা স্বাভাবিক শাসন ধারা মনে করে এসেছি। ঐ শাসন ধারায় কোনো দেশ, কোনো জাতি গড়ে উঠতে পারে না। দেশের হাতে যা কিছু পুঁজি আসবে, তাকে সমবায় ও বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা ধারার মাধ্যমে সর্বাগ্রে সম্পদ সৃষ্টির গতিধারায় লাগানো ছাড়া দেশের অগ্রগতি কখনো সম্ভব নয়।

কিন্তু জাতির এই সবচেয়ে বড়ো কর্ম ব্যবস্থাগুলিকে দেশের শাসনকারীরা বরাবর শোচনীয়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন; কিন্তু তাতেও দেশের মানুষ গর্জন করে ওঠেন নি।

আজ দেশকে বাঁচতে হ'লে, দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরী জনদাবীগুলি দেশের সামনে জাগ্রতভাবে তুলে ধরতে হবে। তারজন্য কয়েকটি দিকে জোর কাজ সুরু করতে হবে।

(১) দেশের যাঁরা অগ্রণী—যাঁরা জনমতকে তুলে ধরবার আধার স্বরূপ সেই গোষ্ঠীগুলি হচ্ছে—বিভিন্ন রাজনৈতিক দল,—বিভিন্ন সংবাদ পত্র, অধিকার-সচেতন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক সংস্থা সমূহ। এদের সব আজ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জনগণের দাবী সমূহ লোক চক্ষে অবিরত তুলে ধরবার কাজ নিতে হবে।

(২) দেশের যাঁরা প্রতিনিধি হয়েছেন বা হবার ইচ্ছে রাখেন অথবা যাঁরা শাসনে গেছেন বা যাবার জন্য রয়েছেন—তাঁদের সবাইকে আজ অবিরত অধ্যয়ন করতে হবে যে, দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক জীবনের বাঞ্ছিত মৌলিক কাঠামোগুলি কী কী; এবং জনগণের অপরিহার্য মৌলিক অধিকার কী কী; এবং সেই অতি আবশ্যকীয় কাঠামো ও অধিকারগুলি থেকে জনগণ কী ভাবে এখনো বঞ্চিত হচ্ছেন। এই সব বিষয়ে তাঁরা অবহিত হ'য়ে, অবিরত চেষ্টা করবেন তাঁদের প্রতিনিধিত্ব বা শাসনভারের ভিতর দিয়ে জনগণ যেন সেই সুযোগসমূহ ও অধিকারসমূহ লাভ করতে পারেন এবং এইভাবে জনগণের সত্যকার সেবা ক'রে যেন তাঁরা যথার্থ আত্মতুষ্টি লাভ করতে এবং জনগণের কাছ থেকে সত্যকার সম্মানের আসন পেতে পারেন।

(৩) গণতান্ত্রিক জীবনে, শাসনের তথা অর্থ-নৈতিক জীবনের কাঠামো কী কী; এবং অত্যন্ত অপরিহার্য গণতান্ত্রিক অধিকার কী কী—এই বিষয়ে জনগণকে আজ ভালভাবে সচেতন ও জাগ্রত করতে হবে।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক ভাবনায় তৈরী করার জন্য উপরোক্ত তিন শ্রেণীর দিক থেকেই অবিরত চেষ্টা করার দায়িত্ব নিতে হবে। গণচেতনা ভিন্ন গণঅধিকার লাভ হতে পারে না একথা যেন আমরা ঠিকমতো আজ উপলব্ধি করতে পারি।

ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী কুশাসন ও শোষণধারা

বিগত ১৯ মাসের কংগ্রেসী স্বৈরশাসনে যে নিদারুণ অত্যাচার, অবিচার হয়েছে তার বিষয়ে মুক্তির বিগত সংখ্যায় লেখা হয়েছে। এবারে আলোচনা করছি ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসন ধীরে ধীরে আমাদের দেশকে কী ভাবে চরম আর্থিক সংকটের ভেতর এবং কী ভাবে ভয়াবহ রাজনৈতিক উপদ্রব ও অনিশ্চয়তার ভেতর নিয়ে এসেছে। এবং এই ত্রিশ বছরের মধ্যে ১০ বছর ধরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থেকেও, তিনি কী ভাবে কংগ্রেসের ঐ সুপরিকল্পিত শোষণ ও দমনের শক্তিকে আরো সংহত ও শক্তিশালী করার পথে নিয়ে গিয়েছেন এবং অবশেষে তাঁর নিজের একনায়কত্ব অর্জনের দিকে তিনি এগিয়েছেন।

জনগণকে শোষণের দিক ও মুষ্টিমেয় লোকের লাভের দিক

দেশের রাজনৈতিক জীবনে, অর্থ নৈতিক জীবনে, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনে কংগ্রেস যে বিপর্যয় এবং ধ্বংস এনেছে—তার রূপটা কতটা ভয়াবহ তা দেখতে হবে। ঐ প্রত্যেকটি দিকে দুটি অবস্থা তৈরী হয়েছে—তাও বুঝতে হবে। একটি হচ্ছে ঐ প্রত্যেকটা দিকে জনগণকে কতটা সংকটে ফেলা হয়েছে, এবং ঐ প্রত্যেকটা দিকে জনগণকে শোষণ এবং বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় কিছু লোক কতটা লাভ করেছে।

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

অর্থ-নৈতিক জীবন

তার জন্য দেশের সামনে যে লক্ষ্য পূরণ করার ছিল

আপন দেশে স্বাধীনতা লাভের পর দেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো যে বিষয়টি গ'ড়ে তোলার ছিল—সেটি হচ্ছে অর্থ-নৈতিক জীবন। পৃথিবীর প্রতি দেশের সত্তাসম্পন্ন যোগ্য সরকারের সামনে সবচেয়ে বড়ো কাজ দেখা দেয়—(ক) সকলের বাঁচার জন্য অর্থ-নৈতিক জীবনে সমান সুযোগ ও সকলের জন্য দেশের ধন সম্পদের সমবন্টন। (খ) আর যারা সকলের বাঁচার পথে অন্তরায় স্বরূপ—অর্থাৎ দেশের যে বিবেকহীন দুর্বৃত্ত মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধ'রে জনগণকে সব রকমে শোষণ করছে এবং তাদের সমসুযোগকে ও তাদের সমবন্টন ব্যবস্থাকে গুরুতর ভাবে বিপন্ন করছে—সেই কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠীকে—সেই ধনিক গোষ্ঠীকে প্রতিহত করা—তাদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা।

অর্থ নৈতিক লক্ষ্য পূরণে যে মূল কর্মধারা প্রয়োজন ছিল

পৃথিবীর সব দেশ উপলব্ধি করেছে যে এরজন্য দরকার—(ক) জনগণের জীবনযাত্রার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ দরকার—সর্বপ্রথমে সেগুলির উৎপাদনের সর্ব্বাঙ্গীণ চেষ্টা। (খ) দেশের বিশাল কৃষি ও কুটির শিল্পের সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা ও প্রসারের মধ্যে দিয়ে দেশের সমস্ত বেকার লোককে কাজ দেওয়া। এর জন্য সর্ব্বপ্রথমে সারা দেশব্যাপী বিশাল সেচ ব্যবস্থা করা যাতে দেশের প্রতি ইঞ্চি চাষ যোগ্য জমি সারা বছর সেচ পায়। অন্যান্য কৃষি সরবরাহ ও পশুপালনের অনবদ্য ব্যবস্থা করা। শিল্পের উপকরণ ও কাঁচা মালের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করা। (গ) এর জন্য সুদৃঢ় অবিচল নীতি থাকবে—সকলের জন্য সম সুযোগ ও সম্পদের সমবন্টন।

সমবায়কে কেন্দ্র ক'রে যে ব্যবস্থাসমূহের প্রয়োজন ছিল

ঐ কাজগুলি করতে গেলে, দেশের বৈষম্য ও শোষণ বন্ধ করতে গেলে, যে মূল-ব্যবস্থা কাঠামো (মেশিনারী) দরকার—তা হচ্ছে, সমবায়। উৎপাদন সমবায় ও বন্টন সমবায়ের চূড়ান্ত ব্যবস্থা। আর তারসঙ্গে চাই—সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে—সুপরিকল্পিত উৎপাদন, নিয়ন্ত্রিত মূল্য এবং নিয়ন্ত্রিত মজুত ও নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ। কৃষি, শিল্পে, শ্রমে ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত প্রত্যেকটি লোকের জন্য—উন্নতমানের সঙ্গে বাঁচবার আয়-ব্যবস্থা করা। ব্যাঙ্ক মারফত পিছিয়ে পড়া সমস্ত মানুষকে উপযুক্ত ঋণ দান করা—দরিদ্র গোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত কম সুদের হারে।

আশ্চর্য্যের কথা কংগ্রেস ঐসব কাজের একটাও করেননি !!

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা এই যে, উপরোক্ত কাজগুলির একটিও কংগ্রেস ৩০ বছরের মধ্যে আদৌ করেননি—যেখানে ঐ ৩০ বছরের মধ্যেই, অন্যান্য দেশ উপরোক্ত ঐ বিষয়গুলিতে আশ্চর্য্য রকমের অগ্রগতি লাভ করেছে। ঐ বিষয়গুলি না করলে জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামোই তৈরী হয় না।

কংগ্রেস জনগণের শোষণকারীদের সবরকম সাহায্য দিয়ে গেছেন

জনগণের শোষণকারীদের প্রতিহত করার যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছিল—কংগ্রেস ত্রিশ বছরে তার তো কিছুই করেন নি; বরং ত্রিশ বছর ধ'রে ঐসব শোষণকারী গোষ্ঠীকেই কংগ্রেস সরকার সব রকমে সহায়তা দিয়েছেন। ফলে ঐভাবে শোষণে ও অব্যবস্থায় দেশ আরো ভয়াবহভাবে শোষিত হয়েছে। এবং শোষণকারীরা তার বিনিময়ে কংগ্রেসকে অর্থ দিয়ে, ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে, ক্ষমতায় জিইয়ে রেখেছে।

পুঁজিপতিদের লুঠের যে সুযোগ কংগ্রেস দিচ্ছেন

স্বাধীন দেশে তারা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার পুঁজি খাটাবার অবাধ সুযোগ আজও পাচ্ছে। ব্যাঙ্কে আজও তারা অপরিমেয় টাকা পাচ্ছে—বাধা নেই। অন্যান্য দেশে সমবায় গ'ড়ে উঠছে—অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের লুঠের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আর আমাদের দেশে পুঁজিপতিরাই সমবায় নিয়ন্ত্রণ করছে আর দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ সমবায়ের কোনো সুযোগ পেল না। পুঁজিপতিদের স্বার্থে আজও লুঠের বাজার অব্যাহত চলেছে; তাদেরই স্বার্থে মূল্য নিয়ন্ত্রণের নামে প্রবঞ্চনা চলেছে। দেশে আজও অর্থ নৈতিক স্বাবলম্বন হোল না। বিশ্বের কাছে ঋণ, খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষ ভিক্ষা করা আজও আমাদের দেশের সরকারের বাৎসরিক কাজ। দেশে যখন এহেন অবস্থা, তবু সরকার জরুরী জিনিষ পত্রের উৎপাদন না ক'রে, ধনীদের বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ দিচ্ছেন। এইভাবে দেশের অর্থ নৈতিক জীবন আজ ভয়াবহ সংকটের মধ্যে। জনসাধারণ আজ চরম দারিদ্র্য সীমারও নিচে।

রাজনৈতিক জীবন

শাসনক্ষমতা আজও বিকেন্দ্রিত হল না

পৃথিবীর বড় বড় মনীষী যাঁরা রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ে গভীর চিন্তা করেছেন, গান্ধীজীসহ তাঁদের বহুজনে একথা বলেছেন যে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত না হ'লে—স্বাধীনতার অর্থই হয় না। কিন্তু আজও পর্যন্ত ৩০ বছরে জেলাগুলির জন্য জেলার থানাগুলির জন্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত করলেন না কংগ্রেস। ফলে সারা ভারতের প্রতি জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ, একটা সামান্য জেলাধীশের অধীনে পরাধীনের মত চালিত হচ্ছেন।

কারা আজ জন অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে

জনজীবনে, জনশাসনে জনগণের কোনো অধিকার নেই—আমলাতন্ত্র এবং পুলিস যা খুশী তাই করছে। আর তাদের সহায়তায়, শাসনকারী দলের মতলব বাজেরা জেলার টাকাকড়ি, মানসম্মান, সম্পদ, অধিকার, সমস্ত কিছু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের বলার কিছু নেই—নীরব দর্শক হয়ে থাকতে হচ্ছে। এবং শাসনজীবনে অত্যন্ত শোচনীয় পরিতাপের কথা এই যে, জেলাগুলির জীবনে প্রকাশ্যে, নগ্নভাবে, বিস্ময়কর দুর্নীতি, অবিচার, লুঠ ও জুলুম চলেছে—তার বিরুদ্ধে শাসনের কাছে প্রতিকার চেয়ে কোথাও একবিন্দু প্রতিকার পাওয়া যায়নি। এই হচ্ছে আমাদের স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক জীবন!

সাংস্কৃতিক জীবন

একটা উন্নত দেশে গণশিক্ষা, গণচেতনা ব্যাপকভাবে দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে। ভারতে আজও দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শোচনীয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় আজ নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা। ব্যবস্থাধারা নির্ণয়ে চূড়ান্ত খামখেয়ালী ও অবাধ ব্যবসা চলেছে। শিক্ষালাভ এত ব্যয় বহুল যে, আজ তা দেশের সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। আজও পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় নেই, গণশিক্ষা কেন্দ্র নেই। গ্রন্থাগার নেই ৩০ বছরে কংগ্রেসের এই সাংস্কৃতিক অবদান!

সামাজিক জীবন

দেশের জনগণের ব্যাপকক্ষেত্রে সমাজ শিক্ষা দেবার—গণশিক্ষা দেবার কোনো আয়োজনই নেই। যা সামান্য টিম টিম করছে—তা' অনুগ্রহভাজন পোষবার যন্ত্রমাত্র হয়ে রয়েছে। সামাজিক জীবনের জন্য যে সব আইন করা হচ্ছে—তা অধিকাংশই অকেজো থাকছে অথবা তার নামে বহু অদ্ভুত প্রশাসনিক জুলুম চলেছে। একে সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি বলে না।

ত্রিশ বছরের এই জন-বিরোধী অকেজো কংগ্রেসী শাসনের অবসানই শুধু কাম্য নয়। আমরা জাতীয় জীবনে এর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত জীবনধারা চাই। তারই লক্ষ্যে আজ দেশের সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তিকে নিয়োগ করতে হবে।

—০—

WANTED

Wanted a Hindi-knowing, strong in mathemetics and experienced in office work. Clerk for Perbelia Colliery (Hindi) X—class Jr. High School P. O. Neturia (Purulia) Minimum qualification Matriculate. Apply to the Administrator within a week after the publication,

Administrator.
19-3-76

৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনে পুরুলিয়া জেলা প্রবঞ্চিত

সারা ভারতে এই জেলা দরিদ্রতম জেলা : সর্ব্বদা অবহেলিত, উপেক্ষিত, শোষিত

[এই লেখাটি ভোটের পূর্বে প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছিল। স্থানাভাবে তা' সম্ভব হয়নি। এখনো এই জেলার দাবী তুলে ধরবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রকাশিত হোল।]

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সাম্যের কথা, সমাজতন্ত্রের কথা সর্বদা বলেছেন। নির্ব্বাচনী সফরে তিনি বারম্বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আবার ক্ষমতায় বসলে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর দশ বছরের প্রধান মন্ত্রিত্বের জীবন যখন তিনি আরম্ভ করেন—তখনও তিনি তাঁর কতকগুলি সহকর্মীকে শাসন থেকে তাড়িয়ে, ঐ একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে;—"ওদের তাড়ালাম—ওরা প্রগতির বিরুদ্ধে ছিল ব'লে—ওরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল বলে। আমি এখন দেশে আদর্শময় গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করব" পুরুলিয়া জেলার জন্য তিনি সমাজবাদের দৃষ্টিতে কী করেছেন তা' দেখুন।

ইন্দিরাজীর সাম্যের প্রতিশ্রুতি কীভাবে ব্যর্থ হোল

প্রথমতঃ, তিনি সারা ভারতে সমাজবাদের নামে—জনগণকে প্রবঞ্চিত ক'রে, মুষ্টিমেয় ধনিক বণিক গোষ্ঠীকে আরো স্ফীত হবার সুযোগ দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, যা কিছু ছিটে ফোঁটা তিনি জনগণের ভোগের জন্য দিয়েছেন—সেই তলানীরও শাঁসালো অংশটা টেনে নিয়েছেন—ইন্দিরাজীর কতকগুলি পেটোয়া লোক নিজের নিজের জেলার জন্য।

এই জেলা সব আমলেই শোষিত এবং বঞ্চিত

যে জেলা ব্রিটিশ আমল থেকে অত্যন্ত দরিদ্র উপেক্ষিত, অবহেলিত অঞ্চল ছিল,—যে জেলা স্বাধীনতার পরে বিহার আমলে সব রকমে বঞ্চিত, বিধ্বস্ত, শোষিত হোল—সেই জেলা আবার পশ্চিম বঙ্গে এসেও, সব রকমে শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, শোষিত ও নিগৃহীত হোল। এই জেলাকেই আবার রাজ্য পুনর্গঠনের অন্যায় উদ্দেশ্যমূলক বিচারে খণ্ডিত, বিপর্য্যস্ত, অসম্মানিত করা হোল। এ সমস্তই করা হোল—ইন্দিরাজীর সমাজবাদের সুযোগ্য ব্যবস্থাধীনে!

এই জেলার দুরবস্থার কথা নেতারা জানতেন

ইন্দিরাজী যদি এখন বলেন যে, পুরুলিয়া জেলা এমন ভাবে বঞ্চিত, শোষিত হয়েছে—আমি জানতাম না—তা হলে তা' সত্যের অপলাপই হবে। তাঁকে আমরা সব জানিয়েছি—তার নজির আছে। তিনি এই জেলা দেখে গেছেন—এই জেলা যখন দুর্ভিক্ষের মুখোমুখী। এই জেলার নিত্য দুর্ভিক্ষের মর্ম্মান্তিক কারণসমূহও তিনি জেনে গেছেন। তাঁর কিছু অজানা নেই। এই জেলার প্রতি অবাধ লুঠের ও এই জেলার প্রতি চরম উপেক্ষা ও বঞ্চনার জন্য তিনি নিজে দায়ী—তাঁর কংগ্রেস দায়ী।

জেলার অত্যন্ত অনুন্নত কৃষিও উপেক্ষিত

এই জেলার মাটি বালি ও পাথরে পূর্ণ। এই জেলার কৃষি অত্যন্ত ব্যয় বহুল ও আয়ের দিক থেকে নিকৃষ্ট। কয়েক বছর অন্তরই এই জেলায় ভয়াবহ অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মৃত্যু, নিদারুণ জলকষ্ট ঘটে। এই জেলার কৃষি শ্রমিকেরা প্রতি বৎসর দলে দলে বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় গিয়ে প্রাণধারণের ব্যবস্থা করে। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩০ বছরে তবু এই জেলার জন্য কৃষি উন্নয়নের, ব্যাপক সেচের বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা করা হয়নি। বৃহৎ কোনো সেচের একটা পরিকল্পনাও এখানে এ পর্যান্ত করা হয় নি। শুধু পাঁয়তারাই করা হয়েছে।

এই জেলার বিশাল উন্নতির যে সম্ভাবনা ছিল

এই জেলায় চারিদিকে বহু বিরাট বিরাট ভূখণ্ড পড়ে আছে। সে সব জমিতেও বহু বড় বড় সব্জী, ফসল ও ফলের বাগান,—পশু পালনের অজস্র খামার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বহু ছোট ছোট নগরী প্রভৃতি করা চলত—যা শুধু এই জেলার দরিদ্র জনগণকেই ভালভাবে বাঁচবার আশ্রয় দিত না—তা সারা পশ্চিম বাংলার এক মস্ত বড় সরবরাহের আশ্রয়ও হোত। স্বাধীনতার ৩০ বছরে এ পর্য্যন্ত এই জেলায় দু'একটা মাঝারি শিল্পেরও পত্তন করা হোল না। এরও দু একটা ব্যর্থ পাঁয়তারাই করা হয়েছে মাত্র।

জেলার কৃষিজীবনের অবস্থা ও তার প্রতি সরকারী বৈষম্য

এই জেলার জন্য একে তো কিছুই করা হয়নি; অন্যদিকে আবার শোষণ চলেছে ভয়াবহভাবে। কংগ্রেসী শাসনে পুরুলিয়া জেলার চাষী সম্প্রদায়ের ওপর প্রতিনিয়ত অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় যত জমি আছে তার শতকরা ৬০/৭০ ভাগ জমি উঁচু ডাঙ্গার জমি। তারপরে কিছু মাঝারি জমি আর বাকি সামান্য কিছু ভাল নিচু জমি 'বহাল জমি'। অধিকন্তু, এই সব জমিই অত্যন্ত বালি ও কাঁকর পূর্ণ। সব জমিরই উর্বরা শক্তি খুব কম এবং উঁচু ও মাঝারি স্তরের জমির জল ধারণের ক্ষমতা খুবই সামান্য। জেলার জমির অবস্থা এই হওয়া সত্বেও, এই জেলার ওপর সবরকম সরকারী দাবীই বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলার উর্ব্বরা জমির সঙ্গে সমান পর্য্যায়ে।

জেলার সিলিং, লেভী, কৃষি আয়কর ও খাজনা বিষয়ে অবিচার

এই জেলার জমির জন্য সিলিং, এর জন্য লেভী, এর জন্য কৃষি আয়কর, এর জন্য খাজনা প্রভৃতি সমস্ত কিছু ধার্য্য হচ্ছে—অন্যান্য জেলার অত্যন্ত উর্বর জমির হারে। এ বিষয়ে বহু বলা সত্বেও, এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস সরকার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন নি। যুক্তফ্রন্ট আমলে লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে এ বিষয়গুলি সম্পর্কে বিহিত বিচারের জন্য মন্ত্রীসভায় এবং রাজ্য পরামর্শ কমিটিতে বিশেষ বক্তব্য রাখা হয়। মন্ত্রীসভার মনোভাব অনুকূলই দেখা গেছল। কিন্তু তারপর অচিরেই যুক্তফ্রন্টের শাসন শেষ হয়ে যায়।

যুক্তফ্রন্ট ও বর্ত্তমান সরকার

বর্ত্তমান শাসনযন্ত্র পুরুলিয়ার জন্য একেবারে বিমুখ। গত কয়েক বছরে যা কিছু হয়েছে পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালের সম্প্রসারণ, হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন বিভাগের প্রবর্তন জেলার বিভিন্ন ব্লকে সব সময়ের জন্য যাতায়াতের রাস্তা, শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি নূতন সংযোজন প্রভৃতি যে সব কাজ হতে দেখা গেছে—তার প্রায় সবই লোকসেবক সংঘ যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই সব প্রস্তাবের বহু কিছুই যুক্তফ্রন্টে গৃহীত হয়েছিল এবং যুক্তফ্রন্ট চলে গেলেও, তার বহু সিদ্ধান্ত কংগ্রেস আমলে কার্য্যকর করা হয়েছিল। একটা মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তগুলিকে বাতিল করা কংগ্রেসের রাজ্য মন্ত্রীসভার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যুক্তফ্রন্টের ঐ সব সিদ্ধান্তও জেলার মূল অর্থনৈতিক জীবনের বিষয়ে ছিল না।

জেলার অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা অনাদৃত রইল

এই জেলার সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যাপক সেচ ও বিবিধ কৃষি ও শিল্প পরিকল্পনা বিষয়ে লোকসেবক সংঘের প্রস্তাব সমূহ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গভীর ভাবে বিবেচনা করছিলেন। এই রকম পরিকল্পনা সমূহ গ্রহণ করা সময় সাপেক্ষ ছিল। যুক্তফ্রন্ট চলে যাওয়ায়, এসব আর সম্ভব হোল না। কংগ্রেস শাসনে এসে জেলার অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কোনো কাজই করলেন না।

জেলাবাসীকে গভীরভাবে সজাগ ও তীব্রভাবে সক্রিয় থাকতে হবে

এখন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসনে বা রাজ্য শাসনগুলিতে কারা আসবেন এখনও তা' অনিশ্চিত। যাঁরাই আসুন—পুরুলিয়া জেলাবাসীর গণতান্ত্রিক দাবী দাওয়া আদায় করার জন্য জেলাবাসীকে গভীরভাবে সজাগ এবং তীব্রভাবে সক্রিয় থাকতে হবে।

পুরুলিয়ার পৌর কর্ম্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম কমিটি

প্রবীণ পৌরকর্মী শ্রীচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ২৪।১।৭৭ তারিখে সর্বস্তরের পৌরকর্মীরা এক সভায় মিলিত হয়ে এক যুক্তসংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। শ্রীশংকরলাল দে ও শ্রী প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত এই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

২৩ জন সদস্যবিশিষ্ট এই যুক্ত সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার সমর্থনে সর্বস্তরের পৌরকর্মীগণ গত ১১।৩।৭৭ তারিখে প্রতীক ধর্ম্মঘট পালন করেন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | সোমবার, ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৭৭ ১৪ই চৈত্র, ১৩৮৩ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

শঠতা চক্রান্ত আর
ক্ষমতার মূর্ত্ত গিরিরাজ
উদ্বেলিত জনতার
স্রোত মুখে কোথা লুপ্ত আজ!!
• • •
হে জনতা! তব শক্তি
অনন্ত অজেয় দুর্নিবার।
তবু তুমি আত্ম ভোলা!
তাই কবি জাগে বারম্বার॥

লোকসভা নির্বাচনে শাসন থেকে কংগ্রেস বহিষ্কৃত

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও বহু বিশিষ্ট কংগ্রেসী পরাজিত

এই ঐতিহাসিক নির্ব্বাচনে জনতা পার্টি ও তার সহযোগী দলগুলি লোকসভার ৫৩৭টি ঘোষিত আসনের মধ্যে ৩৪০টি আসন দখল করেছে। কংগ্রেস মাত্র ১৫৩টি আসন লাভ করে কেন্দ্রে শাসন গঠনে অসমর্থ হয়েছে। প্রবীন গান্ধীবাদী নেতা জনতা পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীমোরারজী দেশাইকে জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদে বরণ করা হয়। শ্রীদেশাই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা গঠিত হয়ে গেছে—তার মন্ত্রী সংখ্যা—২০। এই জেলার সঙ্গে যে দুটি লোকসভা আসন জড়িত ছিল—ঐ দুটিতেই কংগ্রেস বিরোধী দলেরা জয়যুক্ত হয়েছেন। বিশদ তথ্যাদি অন্যত্র দেওয়া হল।

কংগ্রেসের ভরাডুবি : নিদারুণ বিপর্য্যয়

বিগত ২০শে মার্চ রাত্রি কালে সংবাদ ঘোষিত হয় যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভোটে পরাজিত হয়েছেন। তাঁর চেয়ে ৫৫ হাজারেরও বেশী ভোট পেয়ে রাজনারায়ণ ভোটে জয়ী হয়েছেন—রায় বেরেলি কেন্দ্রে। ইন্দিরাজীর পুত্র শ্রীসঞ্জয় গান্ধীও ৭৫ হাজারের বেশী ভোটে পরাজিত হয়েছেন রায় বেরেলির পাশে আমেথি নির্ব্বাচনক্ষেত্রে। কংগ্রেসের বহু মন্ত্রী ভোটে পরাজিত হলেন—রাজ বাহাদুর শঙ্কর দয়াল, বংশীলাল, গাডগিল, জগন্নাথ, মফতভাই শাহ প্রভৃতি। ৫৪২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেলেন মাত্র—১৫২টি আসন।

ইন্দিরাজীর পদত্যাগ ও কংগ্রেস কর্ম্মধারা

বিগত ২২শে মার্চ মঙ্গলবার ইন্দিরাজী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। তাঁর দল লোকসভায় বিরোধী দল রূপে কাজ করবেন—দলের নেতা স্থির হয়েছে—ওয়াই, বি, চাবন। এঁরা সরকার ছাড়বার আগে—সমস্ত ধৃত বন্দীদের মুক্তি দানের আদেশ দিয়ে যান। আর, এস, এস, আনন্দমার্গ ও অন্যান্য যে সব দলকে বেআইনী ঘোষিত করা হয়েছিল—সেগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।

শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ঘোষণা করেছেন—তিনি আর রাজনীতিতে থাকবেন না। গঠনমূলক কাজকর্ম নিয়ে থাকবেন। জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ যাঁরা বিগত ২২শে মার্চ কলকাতা শহীদ ময়দানে বিশাল জনসভা করেন—তাঁদের কয়েকজনেই দাবী করেন যে, ইন্দিরাজী, সঞ্জয় গান্ধী, বংশীলাল, সিদ্ধার্থশঙ্কর প্রভৃতির বিরুদ্ধে বহু দুর্নীতির অভিযোগের বিচার করতে হবে। বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত এঁরা কেউ যাতে বিদেশ পালিয়ে না যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রীমোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত

আচার্য্য শ্রীজে, বি, কৃপলানী ও শ্রীজয়প্রকাশজীর পরিচালনাধীনে জনতা পার্টির সদস্যদের অভিমত গ্রহণের ভিত্তিতে স্থির হয়, শ্রীমোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করবেন। শ্রীদেশাই নেতা নির্ব্বাচিত হওয়ার পরই রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হবার শপথ গ্রহণ করেন।

বিগত ২৫শে মার্চ্চ দিল্লীর রামলীলা ময়দানে জনতা পার্টি, গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও আকালী দল প্রভৃতির যুক্ত বিশাল জনসভা হয়। ঐ জনসভায় ঐ সব দলগুলির সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভাষণ দান প্রসঙ্গে জনগণের কাছে বারম্বার প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা জনগণের যথার্থ কল্যাণের জন্য তাঁদের সাধ্যমত কাজ তাঁরা করবেন।

কলকাতায় বিশাল জনসভা

বিগত ২২শে মার্চ্চ বৈকাল ৩টার সময় শহীদমিনার ময়দানে জনতা পার্টি, গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও বামপন্থী ফ্রন্টের সম্মিলিত জনসভা হয়। জনসভার সমাবেশ যেন জনসমুদ্রে জোয়ার। নেতারা বক্তৃতা দান করেন এবং সকলের মূল বক্তব্য ছিল তাঁরা যেন জাতির কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেন। সারা ভারতের জনগণের শক্তি অভাবিতরূপে তাঁদের যেভাবে জয়যুক্ত করেছেন—তাতে নেতৃবৃন্দ অভিভূত। জনগণের প্রতি তাঁরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পশ্চিম বাংলায় বিরোধী শক্তির জয়লাভ

পশ্চিম বাংলায় লোকসভার ৪২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৩টি আসন লাভ করেছে আর পেয়েছেন—সি-পি এম ১৭টি, জনতা ১১টি, গণতন্ত্রী কংগ্রেস—৩টি, ফরোয়ার্ড ব্লক—৩টি, আর-এস-পি—৩টি, নির্দ্দলীয় ২টি। যে তিনটি আসনে কংগ্রেস জয়যুক্ত হয়েছে সেই তিনটি আসনে সি-পি-এম পরাজিত হয়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে ব্যারাকপুরে, কাটোয়াতে এবং দার্জিলিং-এ।

২৩শে মার্চ্চ বুধবার সকালের প্লেনে জনতা পার্টি ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দিল্লী রওনা হন—নিজেদের পার্টির সর্ব্বভারতীয় বৈঠকে যোগ দেবার জন্য।

পুরুলিয়া জেলায় লোকসভার আসনে সাফল্য

(১) পশ্চিম বাংলার বামপন্থী জোট থেকে মনোনীত ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাত যাঁকে জনতা পার্টি গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘ পুরুলিয়া লোকসভা আসনে সমর্থন করেছিলেন তিনি ২০০,৯৮৫ ভোট পেয়ে জয়যুক্ত হন। কংগ্রেস প্রার্থী মাত্র ৮৪,৪৩৩ ভোট পান। কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ পশুপতি মাহাতর চেয়ে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৫২ বেশী ভোট পান। অন্য তিনজন প্রার্থীর জমানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়।

(২) পশ্চিম বাংলার জনতা পার্টির মনোনীত ডাঃ বিজয় কুমার মণ্ডল যাঁকে বামপন্থী ফ্রন্ট, গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘ বাঁকুড়া লোকসভার আসনে সমর্থন করেছিলেন তিনি ১৭৫,৬৬৭ ভোটে জয়যুক্ত হন। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশঙ্কর নারায়ণ সিংহদেও পান—৯৫,৫৮৭ ভোট। ডাঃ মণ্ডল কংগ্রেসের চেয়ে ৮০ হাজার বেশী ভোট পান।

ভোটের আগে যে একটি ব্যাপার ঘটে

(অরুণচন্দ্র ঘোষ: সচিব, লোকসেবক সংঘ)

আমাদের কিছু বন্ধু বিশেষভাবে অনুরোধ করছেন যে, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতকে প্রার্থীরূপে পরে কী ভাবে নেওয়া হল তার কাহিনীটা যেন আমি প্রকাশ্যে আলোচনা করি। আমাদের সম্মিলিত নির্ব্বাচনী কাজের স্বার্থের কথা ভেবে আমি ভোটের পূর্বে এ কথা প্রকাশ করিনি। এখন এ বিষয়টি প্রকাশ করছি কয়েকটি বিষয়ের কথা ভেবে। তাছাড়া লিখছি - এই মনে করে যে, বৃহত্তর ঐক্যের দৃষ্টি গ'ড়ে তোলার জন্য নিজেদের আভ্যন্তরীন ভুলভ্রান্তি আলোচিত হওয়া দরকার।

ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ই তারিখে পুরুলিয়া জেলার জনতা পার্টির সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আমাকে ফোনে জানান যে, পুরুলিয়া লোকসভার আসনটি ফরোয়ার্ড ব্লককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং ফরোয়ার্ড ব্লক শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করাচ্ছেন। শুনে ভালই লাগল। শ্রীভট্টাচার্য্য আমাকে আরো বলেন যে, জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছেন—আমি যেন শীঘ্রই কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার একটা বিশেষ হেতুও শেষ জুটে গেল। সেই হেতুটা কী তা বলি।

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতা যাবার পূর্ব মুহূর্তে সহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দেন যে, শ্রীচিত্ত মাহাত ঐ আসন পাননি। জনতা পার্টি ঐ আসনে এমন একজন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিচ্ছেন—যিনি কোনোভাবেই বাঞ্ছিত প্রার্থী নন। এবং এই অবস্থায় তাঁর জন্য ভোটে সমর্থন ক'রে বেড়ানোও আমাদের পক্ষে মুস্কিল হবে।

আমি কলকাতায় পৌঁছেই ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষকে ফোন করে জানতে চাই চিত্ত বাবু মনোনয়ন কেন পেলেন না। উনি বললেন—জনতা পার্টি এই সিটটা আমাদের দিতে চাইছেন না। আপনি একটু আমাদের হয়ে প্রফুল্ল বাবুকে ব'লে দেখুন না। যদি আমাদের না দেয় -লোকসেবক সংঘ থেকে আপনারাই ওটাতে প্রার্থী দিন। তাহলেও একটা রাস্তা হয়।

তারপর আমি আর. এস. পির নেতা শ্রীমাখন পালের সঙ্গে ফোনে কথাবার্ত্তা করি। তিনি আমাকে বলেন যে, ফরোয়ার্ড ব্লক নিজে পুরুলিয়ার আসনটা ছেড়ে দিয়েছেন—এখন আবার চাইলে হয় কী করে? এ সিট জনতা পার্টির ভাগে পড়েছে - জনতা পার্টিই প্রার্থী দেবে।

আমি তখন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি। ফোনে যোগাযোগ করতেই তিনি বলেন—তুমি যদি আসো - ভাল হয়। সামনা সামনি আলোচনা হওয়াই ভাল। আজ আমাদের খানিক পরেই বৈঠকও রয়েছে। আমি প্রফুল্ল বাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। বললাম—আপনারা যে প্রার্থী দেবেন তাকে তো সবাই মিলে জয়যুক্ত করতে হবে। খুব অবাঞ্ছিত প্রার্থী হ'লে তাকে সমর্থন করা মুস্কিল। আপনারা যে-প্রার্থী নির্ব্বাচন করেছেন—তিনি তো মোটেই বাঞ্ছিত প্রার্থী নন। তাকে বদলে ধীরেন বাবু বা অন্য কাউকে দাঁড় করান—যাকে ভাল মনে করেন। তিনি বললেন—ধীরেন বাবু দাঁড়াতে চইছেন না। আর ফরোয়ার্ড ব্লককে আমরা ছেড়ে দোব না। ওরা আমাদের জলপাইগুড়ি আসনটা দিল না। এই অবস্থায় আমরা ওদের দি'চ্ছ না। যদি তুমি অন্য কোনো নাম প্রস্তাব করতে পারো তাকে দিতে পারি—না হলে য'র নাম উঠেছে তাকেই দোব। এমন লোকের নাম দাও যে আমাদের পার্টির পক্ষে দাঁড়াবে।

আমি ওঁকে বুঝিয়ে বললাম- চিত্ত বাবুকে প্রার্থী দিলে কোন্ কোন্ দিক থেকে বিশেষ সুবিধে হবে এবং আমরাও ভালভাবে সমর্থন করতে পারবো। তাতে প্রফুল্ল বাবু কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন তুমি অন্য নাম এখুনি প্রস্তাব করতে পারলে তাকে আমরা দোব। এখুনিই আমাদের বৈঠকে স্থির হবে। তখন আমি ভাবলাম—অত্যন্ত অবাঞ্ছিত প্রার্থীকে সামনে রেখে কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই দেওয়া এবং আমাদের তাকে সমর্থন দেওয়া গোলমেলে ব্যাপার হবে। এই অবস্থায় এখন একজন কোনো যোগ্য ব্যক্তির নাম ভেবে দিতে হয়। আমার মনে পড়ল রাজ্যসভার ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের কথা। আমি বললাম—আপনারা অনেকেই এবং বামপন্থী দলগুলির সকলেই দ্বিজেন বাবুর সঙ্গে নানা কাজে জড়িত। তাছাড়া, তিনি পুরুলিয়া জেলার জন্য বহু কিছু চেষ্টা করছেন। সকলেই তাঁকে নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত প্রার্থী বলে মনে করবেন। তাতে প্রফুল্ল বাবু বললেন—দ্বিজেন বাবু কী রাজী আছেন? আমি বললাম—তিনি রাজী হবেন কিনা আপনাদের দেখতে হবে। প্রফুল্ল বাবু বললেন বেশ ভাল নাম দিয়েছ। দেখছি আমরা।

ঐ দিনই খানিকক্ষণের মধ্যে, প্রফুল্ল বাবুরা দ্বিজেন বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তাঁকে রাজী করিয়ে তাঁরা ঐ আসনের জন্য দ্বিজেন বাবুকে প্রার্থী মনোনীত করলেন। এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় আমাদের কলকাতার বাসায় গাড়ী পাঠিয়ে আমাকে যাবার জন্য খোঁজ করলেন। আমাকে পেলেননা। ঐ দিন রাত্রে প্রফুল্ল বাবু চিঠি দিলেন যে দ্বিজেন বাবুকে আমরা প্রার্থী করলাম এবারে ব্যবস্থা করো।

পরদিন সকালে যখন দ্বিজেন বাবুর বাড়ী গেলাম পরামর্শ করতে, তখন তিনি আমাকে বললেন যে সংবাদ পেয়েছি ফরোয়ার্ড ব্লকের অশোক বাবু আপনার ওপর অত্যন্ত চটে গেছেন। আমি তখন অশোক বাবুকে ফোন করলাম তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—শেষ পর্য্যন্ত ঐ আসনটা আমরাই পেতাম কিন্তু আপনি কলকাতা এসে সব বানচাল ক'রে দিলেন আপনি খুবই অন্যায় কাজ করলেন। আমরাও চিত্তকে দাঁড় করাবো ত্রিমুখী লড়াই হবে। আমি তাঁকে বললাম - আপনি সমস্ত জিনিষটা না জেনে এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন। ঐ আসনটা ওরা কিছুতেই আপনাদের দিতে চাননি। আমি মধ্যস্থতা করেছি যাতে বাঞ্ছিত ভাবে নির্বাচনী সংগ্রামটা হয়। কিন্তু যদি তার ফলে ত্রিমুখী লড়াইএর সম্ভাবনা ঘটে তাহলে আমরা ওর মধ্যে যাবই না। আমরা ঐক্যের জন্যই চেষ্টা করছি। এই অবস্থায় দ্বিজেন বাবুর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ হবে না দাঁড়ানোর জন্য। এবং আমি প্রফুল্ল বাবুকে এখুনিই গিয়ে বলব আমার প্রস্তাব তুলে নিলাম। আপনারা চিত্ত বাবুকে দিতে পারেন। তাহলে ঐক্য থাকবে; না হলে গণ্ডগোল হবে মনে করি। এবার ওঁরা পথ স্থির করুন। পাশে উপবিষ্ট দ্বিজেন বাবুও তখন বললেন—এই অবস্থায় আমি আর দাঁড়াতে চাই না দাঁড়াবো না ব'লে দেবেন।

আমি প্রফুল্ল বাবুর কাছে গেলাম। সব বললাম। উনি বললেন—ওরা ঐভাবে কথা বললে, তো আমরাও বলতে পারি জলপাইগুড়িতে ত্রিমুখী লড়াই হবে। আমি বললাম কিন্তু ঐক্যের রাস্তা তো আপনাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। এই অবস্থায় দ্বিজেনবাবু আর দাঁড়াচ্ছেন না। আপনারা মিলিতভাবে পুরুলিয়া জলপাইগুড়ি বিষয়ে বোঝাপড়া করুন। আর চিত্ত বাবুকে মনোনয়ন দিতে পারলে দলাদলিটাও এড়ানো যাবে, আর কয়েকটা দিক দিয়ে সুবিধেই হবে। প্রফুল্ল বাবু বললেন—তুমি একথা বলছ? তুমি কি পুরুলিয়া ফিরছ? তাহলে পুরুলিয়া গিয়ে ধীরেন বাবুদের সঙ্গে কথা ব'লে আমাকে সকালেই ট্রাঙ্ককল ক'রে ওঁদের মনোভাব জানাও। সবাই রাজী হ'লে চিত্তর বিষয়ে দেখা যাবে।

আমি রাত্রের ট্রেনে রওনা হ'য়ে সকালে পুরুলিয়া এসেই ধীরেন বাবুর বাড়ী গেলাম। দেখা হতেই তিনি বললেন যে, কালকে রেডিওতে যখন আমরা সংবাদ পেলাম যে, দ্বিজেন বাবুকে পুরুলিয়ার জন্য প্রার্থী দেওয়া হয়েছে তখনই আমরা মনে করলাম যে, দ্বিজেনবাবু অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। প্রার্থী হিসাবে খুবই বাঞ্ছিত; তাঁর কর্মজীবনের মস্ত ইতিহাস আছে। কিন্তু পুরুলিয়া লোকসভার এই নির্ব্বাচনক্ষেত্রের যা মনোভাব—তাতে স্থানীয় লোক প্রার্থী নাহলে অবস্থা অনিশ্চিত হবে। এখন এখানে স্থানীয় ব্যক্তির গুরুত্বই বেশী হবে। এই অবস্থায় দ্বিজেনবাবুর মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে প্রার্থী ক'রে তাঁকে জয়যুক্ত করতে না পারলে আমাদের সকলের অসম্মান হবে। সেজন্য কাল রাত্রেই আমরা বিশেষ লোক পাঠিয়ে প্রফুল্ল বাবুকে লিখেছি—চিত্তর জন্যই সিটটা ছেড়ে দেওয়া হোক—তাতে আমাদের সম্মিলিত কাজের সুবিধেই হবে।

ধীরেন বাবুর সঙ্গে ঐভাবে যখন কথাবার্ত্তা হচ্ছে—তখন ভোর সকালে প্রফুল্ল বাবুর কাছ থেকেই ট্রাঙ্ককল এলো। ধীরেন বাবু তাঁদের অভিমত আবার জানিয়ে দিলেন। অবশেষে শ্রীচিত্ত মাহাতকে আসনটি দেওয়া হল এবং এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অবশেষে জনতা পার্টি ও জলপাই-

(শেষাংশ ৫ম পাতায় দেখুন)

মুক্তি

২৮শে মার্চ, ১৯৭৭, সোমবার

স্বাগতম

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ভারতের গগনে আশার অরুণরশ্মির মত আজ দেখা দিয়েছ তোমরা বিরোধী শক্তিরা। বঞ্চিত, শোষিত, অসম্মানিত জনগণ আমরা ভুলতে বসেছিলাম যে, আমরা দেশের শক্তির একটা অংশ,—আমরা ভুলেই গেছলাম যে, আমরাই দেশের শক্তির আসল অংশ। কশাঘাতের পর কশাঘাতে, পদাঘাতের পর পদাঘাতে সত্যই আমরা পথের ধূলির মতই তুচ্ছ হয়েছিলাম।

যে অন্যায় শক্তি আমাদের এই অবস্থা হেয় অপমানিতের দশা করেছিল—তার বিরোধী শক্তিরূপে তোমরা দেখা দিলে। আঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের যে আত্মচেতনার স্ফুরণ ঘটছিল দিকে দিকে, তাকে উপলব্ধি ক'রে তোমরা দিলে যোগ্য নেতৃত্ব। আমাদের আত্মচেতনায় আমরা যেমন আজ হলাম গৌরবান্বিত, তেমনি আমাদের সংগ্রাম প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিয়ে, তোমরাও হয়েছ আজ সম্মানিত, অভিনন্দিত। হে বীরেরা! তোমাদের স্বাগত জানাই।

তোমরা ক্ষমতার আসনে আসায় আমরা আজ এক নবীন আশায় চঞ্চল। তবে আমাদের বহু ঘা খাওয়া মন; তাই নানা শঙ্কা সন্দেহও উঁকি দিচ্ছে মনে। গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে, গভীর সততার সঙ্গে, দেশ চালাবার যোগ্য লোক রয়েছে—এই ইতিহাস আজ স্বাধীন জীবনে নতুন ক'রে তৈরী করার রয়েছে। তোমাদের মধ্য দিয়ে দেশ সেই অধ্যায় যেন দেখতে পায়—আজ আমরা জনগণ আন্তরিকভাবে সেই কামনাই করছি।

দল যতই বড়ো হোক—যতই তা' শক্তিশালী হোক, তার পিছনে জনশক্তির বল না থাকলে—নিজের দলীয় শক্তির মূল্য কিছুই নেই - তা সবাই দেখলে। অথচ আমরা দেখি যে, ক্ষমতায় বসেই দলেরা দল-সর্ব্বস্ব হয়ে পড়ে; আমরা জনগণ দলগুলির মন থেকে সরে যাই। দল হিসাবে যে কংগ্রেস ভারতবর্ষে বিশাল দল ছিল—সেই কংগ্রেস আমাদের জনশক্তিকে হেয় ক'রে, নিজে কী দশায় পৌঁছুলো আজ তা' দেখো। শাসনের আসন গ্রহণ ক'রে, আশা করি নিশ্চয়ই তোমরা সে কথা ভুলে যাবে না—নিয়ত স্মরণে রাখবে।

তোমাদের অভ্যুদয় একটি মহান সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দল থাকলেই দলবদ্ধভাবে চলার শক্তি থাকবে এমন কথা নেই। দলবদ্ধভাবে চলবার প্রেরণাই বড়ো। তোমাদের বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দলকে সেই প্রেরণাই এক করেছে। সেই প্রেরণার অভাবেই কংগ্রেস একটা বিশাল দল হয়েও মরেছে। দল পরিচালনার সময় একথা সব সময় তোমরা স্মরণে রাখবে—এ আমাদের গভীর আশা।

যে বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে এক ক'রে, তোমরা এতো বড়ো কাজ করলে, কার্য্যসিদ্ধির পর নিশ্চয়ই তোমরা ভুলে যাবে না যে, প্রত্যেকটি দল তোমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয়। একটি বড়ো কার্য্যসিদ্ধির পর, কোন জোট যখন সে কথা ভুলে যায়—এবং তার অভ্যন্তরীন দলগুলি যখন পরস্পর একে অপরকে ঘোচাবার চেষ্টা করতে থাকে—সেই ভুলই হয়—গাছের ডালে ব'সে ডাল কাটা। ইতিহাসের বহু শিক্ষার পর আশা করি এ ভুল নিশ্চয়ই তোমরা করবেনা। তা যদি করো—মনে রেখো—তোমাদের দুর্দ্দিনের সঙ্গে আমাদেরও দুর্দ্দিন সন্নিকটে।

বহু দল মিলে তোমরা একটা বিশাল কাজ করেছ সত্য। কিন্তু যে বিশাল জনসাধারণ তোমাদের দলে নাম লেখায়নি, অথচ শাসন ক্ষমতা দখলে তোমাদের বিরাট সহায়তা দিয়েছে—মনে রেখো, তারাও একরকম তোমাদেরই দলের। সেই জনগণের মধ্যেও বহু চিন্তাশীল, জ্ঞানী, গুণী, দেশপ্রেমিক আছেন—যাঁরা দলে না থেকেও তোমাদের দলের সম্ভারকে বাড়াতে পারেন যাঁরা শাসনের আয়োজনকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। তাঁদের কথাটা তোমরা ভুলো না। ভারতবর্ষে জনজীবনে ইদানীং যে রোগটা ভীষণ ক্ষতিকর—সেটা হোল দলের লোকেরা দল ছাড়া আর কাউকে চেনে না। যেন দলীয় লোক ছাড়া অন্যেরা মানুষই নয়। একটু বাইরে জীবনের চারপাশে তাকাতে হবে। তাতে দেখতে পাবে—বহু কাজের লোক যোগান দেবার লোক আছে। তারা তোমদের দলীয় কোনো আসন দখল করার চেষ্টা করবে না—অথচ সহানুভূতি ও সাদর অভ্যর্থনা পেলে, তারা কাজের অনেক যোগান দেবে। তোমাদেরই দলকে ও শাসনকে তারা সমৃদ্ধ করবে।

তোমরা গুনী জ্ঞানী অগ্রণী মানুষ। তোমরা নিশ্চয়ই ভালভাবে জানো যে, শাসনের জন্য দলের প্রয়োজন হয় সত্য, তবে দলের জন্যই শাসন নয়। শাসন সারা দেশের মানুষের কল্যাণ গড়ে তোলার জন্য। একথা যদি তোমরা সব সময় মনে জাগ্রত রাখো—এবং কাজকে সেইভাবে গ'ড়ে তোল—তবে তোমরা নিজেরা একদিন বিদায় চাইলেও লোকে সেদিন চোখের জল ফেলবে।

কংগ্রেস দেশের যে সব কল্যাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে—তোমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছ—সে সব কল্যাণকর কাজ তোমরা উদ্যাপন করবে। শুনে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। তাই আজ আশান্বিত মনে তোমাদের কাছে একথা জিজ্ঞেস করছি যে, তোমাদের প্রতিশ্রুতি বিষয়ে যখন যখন আমাদের মনে জিজ্ঞাসা এসে দেখা দেবে—তখন আমরা তোমাদের কার কাছে কীভাবে সেই জিজ্ঞাসা রাখবো। ঐ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তোমাদের কাছ থেকে এই আশ্বাসও আজ আমাদের চাওয়া আশা করি অন্যায় হবে না যে—ঐ জিজ্ঞাসায় তোমরা বিরক্ত বিক্ষুব্ধ হবে না—গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে এবং আমরা ভুল করলে আমাদের বুঝিয়ে দেবে আর তোমরা ভুল করলে স্বীকার করবে—সংশোধন করবে।

তোমাদের দলগুলি ছাড়াও দেশে আরো বহু দল আছে—বহু অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক দল আছে—যাদের অনেকে দেশ ও দশের কথা ভাবছে। তাদের মধ্যে যারা সত্যিই কাজের সহায়ক—তাদের পরিচয় নিয়ে, তাদের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করা—তাদের ভেতর দিয়ে জনজীবন গ'ড়ে তোলার কাজ সৃষ্টি করা—তোমাদের এক বড়ো কর্মতালিকা নিশ্চয়ই হবে। এই রকম নানা কাজের ভেতর দিয়ে জনজীবনের সঙ্গে বৃহত্তর একটি পারিবারিক যোগ তোমরা গ'ড়ে তুলতে পারো—একথা আজ তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

কিছু মনে কোরো না,—পরিশেষে একটি সাবধান বাণী বন্ধুভাবেই উত্থাপন ক'রে রাখছি, কংগ্রেস বিকৃত দূষিত হয়েছিল—কংগ্রেসের ভেতর বহু সুযোগ সন্ধানী অসাধু লোক ঢুকে পড়েছিল ব'লে। এই রকম আরো বহু লোক কংগ্রেসে ঢোকবার চেষ্টা ক'রে, ভগ্নমনোরথ হয়েছিল। আজ কংগ্রেসের বিপর্য্যয়ের দিনে ঐ রকম বহু লোক সঙ্গে সঙ্গে দলবদলের পালা সুরু করেছে। যারা অন্যত্র এতদিন সুযোগ পায়নি—তারাও আজ নতুন কর্মযজ্ঞে হানা দিতে সুরু করেছে। এদের দলে নেবার সময়ও যেমন তোমাদের চোখ মেলে বুঝে দেখতে হবে—তারা কে কেমন,—তেমনি তোমাদের সজাগ থাকতে হবে যে, ঐসব মাল মশলা যেন আবার তোমাদের থানা, জেলা, রাজ্য কমিটিগুলিতে বা তোমাদের বিবিধ কর্মযজ্ঞের মধ্যবিন্দুতে আসর জমিয়ে মধ্যমনি হয়ে না বসে। চারিদিকে সন্ধান নিয়ে দেখ যে বিপুল সংখ্যক জনগণ তোমাদের আজ সমর্থন জানিয়েছে—তাদের বহুজনের অন্তরেই আজ আবার ঐ আশঙ্কা। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে আশঙ্কা। আজ আমাদের এই আশঙ্কা দূর করো।

আজ ভারতের নতুন অধ্যায়ে, গণতান্ত্রিক কর্মযজ্ঞে তোমাদের স্বাগত জানাবার সঙ্গে সঙ্গে আজ আন্তরিকভাবে কামনা করি যে, তোমাদের শাসন গণতান্ত্রিক হোক—তোমাদের দৃষ্টি উদার এবং সুবিচার পূর্ণ হোক—তোমাদের শাসন-ব্যবস্থা-ধারা জ্ঞান-সমৃদ্ধ হোক তোমরা জনতার জীবন দৃঢ় করো—জনতার শক্তি তোমাদের কর্ম সাধনা পূর্ণ করুক—এই আজিকার কামনা।

—•—

বিদায়ের দিনে

সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সর্ব্ব ভারতীয় কংগ্রেসী শাসন সহসা একদিনে শেষ হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিন থেকেই মুষ্টিমান কুশাসনের যে পাপ যাত্রা সুরু করেছিল—সেই পাপ ত্রিশ বৎসর ধ'রে. নিরবচ্ছিন্ন শাসনতান্ত্রিক তাণ্ডব শেষ ক'রে আজ দেশের জীবন থেকে বিতাড়িত হোল। সত্যই আজ জনগণের অধিকার-অর্জনের সংগ্রাম-পথে, এক বড়ো পদক্ষেপ দেশের জীবনে ঘটল।

স্বাধীনতা লাভের আগের দিন পর্য্যন্ত ভারতের শাসন কাঠামো গঠিত ছিল—বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণের সুবিধা অনুযায়ী। যেদিন দেশ স্বাধীন হ'ল—তার পরের দিন থেকেই ভারতের শাসন-কাঠামো প্রতিটি মানুষের অধিকার ও আত্মশাসনের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলার বিশাল দায়িত্ব কংগ্রেসের ওপর পড়েছিল। এই কাঠামো তৈরীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কাজ কংগ্রেসের সামনে ছিল—(১) ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন (২) বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থার রূপায়ন (৩) দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের মূল কর্ম্ম-গতিটিকে, বাঞ্ছিত ধারায়, পূর্ণাঙ্গ সমবায়ের কাঠামোতো আবদ্ধ ক'রে ফেলা।

সারা বিশ্বের রাজনীতি বিশারদেরা এবং তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যরূপে মহাত্মা গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের যে ভাষা সেই ভাষায় শাসন জীবন পরিচালিত না হলে, জনগণের বিকাশ ও উপযুক্ত সুযোগ লাভ হতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রস্তাবও নিয়েছিলেন যে, দেশ স্বাধীন হ'লে সমগ্র দেশের শাসন কাঠামো ভাষার ভিত্তিতে গঠিত করা হবে।

কিন্তু এই মহান অঙ্গীকার উদযাপন করার সময় যখন এলো—তখন দেখা গেল যে, ভাষার ভিত্তিতে শাসন জীবন গঠিত করার কাজে অগ্রসর হতে বাধা হয়েও, কংগ্রেস তাকে বহুলাংশে বানচাল করার জন্য এক কদর্য্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। এই হীন চক্রান্ত করা হোল—হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের অনুকূলে এবং তাঁদের পেটোয়া অন্যান্য দু চারটি ভাষাভাষী ব্যক্তিদের স্বার্থের অনুকূলে। এবং এই ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য,—ভারতের সর্ব্বোচ্চ কংগ্রেস-নেতৃত্বের বুদ্ধি ও সহযোগিতায় বলিয়ান হ'য়ে, সুরু হ'ল অহিন্দীভাষী লক্ষ লক্ষ জনগণের ওপর বর্বর নৃশংস অত্যাচার—আর তার সঙ্গে মাতৃভাষার অধিকার হরণ - সুদীর্ঘ ৮ বৎসর ধ'রে।

এই বিভৎস, কদর্য্য, সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা ভারতে প্রতিকারের পথ খুঁজতে গিয়ে এই জেলার মানুষ আমরা সেদিন অনুভব করেছিলাম যে, কংগ্রেসের সর্বপ্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মধ্যে, দেশসেবার মহানতা বা জনগণের যার যা অধিকার তা' তাদের হাতে তুলে দেবার উদারতা—এই দুটোর কোনোটাই এক বিন্দু নেই। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন বিষয়ে কংগ্রেসের কোনো নীতি ছিল না - জনমতের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। ছিল শুধু গোষ্ঠী স্বার্থ, ব্যক্তি স্বার্থ, আর ক্ষমতা ধ'রে রাখবার চক্রান্ত এবং অবিচার।

সেজন্যই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা নিজে বিহারের হাতে তুলে দিলেন - যেন ওটা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি! জনমতের তীব্র দাবী অনুভব ক'রেই রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ঐ থানাগুলিও পশ্চিম বাংলাকে দিয়েছিলেন। কমিশনের সিদ্ধান্তের কোনো মূল্য রইল না। সমগ্র কংগ্রেসে এর কোনো বিচারই হল না।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন একটা অত্যন্ত ভুল বিচার করেছিলেন—বিহার সরকারের মিথ্যাচারের দ্বারা প্রতারিত হয়ে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তাঁদের রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, চাষ চন্দনকেয়ারী থানা দুটির পুরুলিয়া জেলার সঙ্গেই থাকা উচিত। কিন্তু, যেহেতু চাষ চন্দনকেয়ারী থানা দামোদরের অপর পারে অবস্থিত, সেই হেতু ঐ দুটি থানা ধানবাদকেই দেওয়া হচ্ছে। বিহার সরকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এতবড় মিথ্যাচার সরকারী রিপোর্টে দিনের আলোর মত সত্য হয়ে প্রতিভাত হ'ল।

আমরা তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলালজীকে দিল্লীতে গিয়ে ধরলাম। বললাম—এ হেন সাংঘাতিক মিথ্যাচার সরকারী রেকর্ডে অনড় হয়ে থাকে কী করে? জওহরলালজী বললেন— আচ্ছা ঠিক ক'রে দেওয়া যাবে। কিন্তু কিছু করলেন না। আমরা বাংলাভাষার সংগ্রাম জীবনে অনুভব করলাম যে, সারা ভারতের কংগ্রেসে সুবিচারের মনোভাব রাখেন—এমন একটা লোকও কোথাও নেই!

তারপরে ক্ষমতায় এলেন ইন্দিরাজী। তাঁর নিজের সক্রিয় ব্যবস্থাপনায়, সারা দেশ জুড়ে দিলেন তিনি, তাঁর ক্ষমতার সহায়কদের অবাধ উপদ্রবের ছাড়পত্র। এই বাহিনীগুলি হ'ল—জনশত্রুরূপী আমলাতন্ত্র, কায়েমী স্বার্থের ধারকবাহক ধনিক-গোষ্ঠী; আর দলীয় প্রতিনিধি দল ও মস্তানবাহিনী।

শাসনের সহায়তায় অবাধ দুর্নীতির অত্যাচার যখন সারা দেশের মানুষকে অত্যন্ত অতিষ্ঠ ও বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলল—তখন তাকে কৌশলে বানচাল করতে, ইন্দিরাজী বললেন, আমি দুর্নীতি দমন করতে চাই—কে কোথায় আছো এসে আমায় সাহায্য করো। এই আহ্বানের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা যে ছিল না—এটা যে শুধু অভিনয় ক'রে মানুষকে ভোলাবার কৌশলমাত্র ছিল—এই সত্য, এই জেলার একটা আঘাতে, হঠাৎ নগ্নরূপে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। জেলা সরকার, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তথা ইন্দিরাজী—সকলের কাছেই লোকসেবক সংঘ বারম্বার প্রস্তাব পাঠালেন যে, দুর্নীতি দমনে আমরা আপনাদের সহায়তা দোব—আমাদের ডাকুন। কিন্তু শাসনের ঐ সংগুলি স্বরই এই পত্র পেয়ে একেবারে নীরব থেকে গেলেন এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের আসল মতলব কী তা প্রকাশ ক'রে ফেললেন।

এই ভাবে দেশের ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে, সমাজতন্ত্রের নামে ধনতন্ত্রের পোষণ,—গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন,—গান্ধী নীতির নামে দুর্নীতির পঙ্ককুণ্ড এবং ধর্ম্ম নিরপেক্ষতা প্রভৃতির নামে সমস্ত রকমের ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা, জঘন্য প্রাদেশিকতা, কদর্য্য গোষ্ঠী-বিদ্বেষ প্রভৃতির ক্ষেত্র কংগ্রেস রচনা করলেন। এবং তারই সেই বিশাল বেগ চূড়ান্ত সর্ব্বনাশের দিকেই ধাবিত হোল। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

যে কোনো দেশের গণতান্ত্রিক শাসনের মূল পরিচয় হোল দুটি। প্রথম কথা হচ্ছে—নির্ব্বাচনে কোনো দল যে সব প্রতিশ্রুতি দেন—ক্ষমতায় গিয়ে তা পালন করতে না পারলে, জনগণের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হলে, তার জবাবদিহী ঐ দলকে অবশ্যই করতে হয়। ভুল হ'লে স্বীকার ক'রে তার সংশোধনের মনোভাব রাখতে হয়। যা কংগ্রেস কোনো দিনই করল না। কারো কোনো জিজ্ঞাসার কোনো উত্তরই কোনো দিন কংগ্রেস দেয়নি। সংবাদ পত্রে কংগ্রেস কেবল এক তরফা মিথ্যাচার করে গেল।

আর দ্বিতীয় কথা এই যে—দেশে আইনের যে শাসন চলবে - সেই আইনের শাসনের অধীনে, যদি শাসন যন্ত্রের কারও কাছ থেকে বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে আইন বিরোধী কোনো ব্যাপার দেখা যায়—তাহলে তার প্রতিকার চাইলে প্রতিকার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হয়। গণতান্ত্রিক আলোচনা এবং গণতান্ত্রিক সুবিচার গণতন্ত্রের সদর মহলের এই প্রথম দুটি দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়ার অর্থ "আমরা জনমতের সহায়তা চাই না—ক্ষমতা রাখবার জন্য চাই অর্থ, অনুগ্রহভাজনের দল আর চক্রান্ত। আমরা চাই দমন পীড়ন ও স্বৈরাচারের বলে আমাদের ক্ষমতা রাখতে। এর চূড়ান্ত পরিণামরূপ যে একনায়কতন্ত্র—তাই আমরা চাই।"

কংগ্রেস ও ইন্দিরাজীরা কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে সেই পথেই ধাবিত হলেন। তার ফল হল এই যে, কতকগুলি এহেন অপরিনামদর্শীর হাতে ভারতের সেই মহান কংগ্রেস—মহাত্মা গান্ধীজীর সেই বিশ্বজোড়া খ্যাতির কংগ্রেস - অজস্র মহামনীষীদের গড়া সেই ঐতিহাসিক কংগ্রেস – অগণিতের বুকের রক্তদানে গড়া সেই মৃত্যুঞ্জয়ী কংগ্রেস অভ হেয় রূপে ব্যক্তিরূপে - সম্মানের ভূমিকাপট থেকে অপসারিত হোল।

কংগ্রেস শুধু কংগ্রেসেরই নিদারুণ ক্ষতি ক'রে গেল তা নয়। অগণিত মানুষের অফুরন্ত সুযোগ, অফুরন্ত সম্ভাবনা ও আসন্ন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে বিশাল ক্ষতি কংগ্রেস করে গেল—তা অপরিমেয়। নিদারুণ মূল্যে দেশের জীবনের জন্য কংগ্রেস এক শিক্ষা রেখে গেল। কংগ্রেসের পরিত্যক্ত বেদীর ওপর আজ যাঁরা বসতে আসছেন—আমরা আশা করব—তাঁরা কান দিয়ে শুনবেন—নিদারুণ মূল্যে পাওয়া সেই শিক্ষার বাণী। নিজেদের চরম অগৌরবের সঙ্গে ভারতের চরম অগৌরব হবার দ্বিতীয় অধ্যায় যেন আর আমাদের জীবনে ফিরে না আসে।

(২য় পাতার শেষাংশ)

ভোটের আগে যে একটি ব্যাপার ঘটে

গুডি লোকসভা আসনটি ফরোয়ার্ড ব্লকের কাছ থেকে নিজেরা নেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীকে ঐ আসন থেকে তুলে নেওয়া হয়।

দ্বিজেন বাবু একজন স্বনাম খ্যাত ব্যক্তি। প্রতিনিধি হবার খুবই যোগ্য। দেশসেবার জীবনে বহুভাবে জড়িত ও নির্য্যাতীত হয়েছেন—ওঁরা তিন পুরুষ ধ'রে। ওঁর পিতৃদেব, উনি এবং ওঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র। বহু জনসেবার কাজে স্বনাম ধন্য হয়েছেন দ্বিজেন বাবু। এবং উনি পুরুলিয়া জেলার জন্য রাজ্যসভায় বহুবার বহু বলা কওয়া করেছেন এবং জেলার দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে বারম্বার জেলা সফর ক'রেছেন। জেলার সঙ্গে বহু যোগাযোগ করেছেন। লোকসেবক সংঘ, লোকব্রতী সোসাইটিকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা দিয়েছেন। ওঁকে প্রার্থী ক'রে, পুরুলিয়ার ওপর দাবী করলে, অসমীচীন হবে না—একথাই মনে হয়েছিল। কলকাতায় গিয়ে সেখানে হটাৎ একজন প্রার্থী ঠিক ক'রে দেওয়ার ভার যখন আমার ওপর এলো, তখন হাতের কাছে প্রার্থী হবার যোগ্য দ্বিজেন বাবুই ছিলেন। তাই তাঁর কথা মনে পড়ল।

ঘটনার আড়ালে নিজেদের মধ্যে যে ব্যাপার ঘটেছে—তার কাহিনী প্রকাশ করায় কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু দ্বিজেন বাবুর মতন সম্মানিত ব্যক্তিকে অনর্থক ব্যাপারের মধ্যে টেনে এনে, তাঁর নাম তুলে নেবার ব্যাপারটা কেন ঘটল—তা না জানালে, তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। সেইজন্য ঘটনার মধ্যে, অপ্রীতিকর ব্যাপার থাকা সত্বেও তা' প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম। অধিকন্তু বৃহত্তর ঐক্যের জন্য যখন আমরা চেষ্টা করছি—তখন ঐক্যের পথে অন্তরায় ঘটার দিকগুলি আলোচিত না হ'লে, আমরা ঐক্যের পথে ঠিকমতো অগ্রসর হতে পারবো না। এই ব্যাপারে কোনো সময় আমরা কোনো ভাবে অবাঞ্ছিত আচরণ করেছি—আশা করি কেউ বলতে পারবেন না। ফরোয়ার্ড ব্লকের দিক থেকে ধৈর্য্য ধরে জিনিষটিতে অগ্রসর হওয়াই তাঁদের যোগ্য হত।

শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতর নাম ঘোষিত হবার পরই ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য নেতারা আমাদের মুক্তি অফিসে এবং আশ্রমে এসে দেখা ক'রে নির্বাচনে আমাদের সহায়তা চান। শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতও সদলবলে আশ্রমে এসে দেখা করে আমাদের সহযোগিতা চান। আমরা তাঁদের সঙ্গে অশোক বাবুর উত্তেজনার কথা আলোচনা করেছি—তাঁরাও দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু আমি অশোক বাবুর ব্যাপারটির ত্রুটি সংশোধনকে আমাদের সহযোগিতার একটা সর্ত হিসাবে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। কারণ কোনো ধমকের ভয়ে নয়—তখনকার পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধেই—একটা শান্তিপূর্ণ পথ খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম। এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই দেবার প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাতকে সহায়তা দেবার দায়িত্ব আমার নিয়েছিলাম।

আমার ওপর এই অভিযোগও করা হয়েছে যে আমি একটি দলের রক্ত চক্ষুর ভয়ে অভিভূত হ'য়ে, দ্বিজেন বাবুর নামটা ধ'রে রাখবার নৈতিকতার সাহস দেখাতে পারিনি। আমি এজন্য ভর্ৎসিতও হয়েছি। কিন্তু আমি আমার নিজের আচরণের জন্যও যেমন দুঃখিত হবার কিছু দেখিনি, তেমনি ঐ ভর্ৎসনার জন্যও দুঃখ পাইনি। অপরের অযৌক্তিক মনোভাবকে চ্যালেঞ্জের মত নিয়ে ত্রিমুখী, চতুর্মুখী লড়াই দেবার সাহসিকতা অনেকেই ইতিপূর্বে দেখিয়েছেন। এবং তাতে নিজেদের সর্ব্বনাশও হয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জের সাহসিকতা না দেখিয়ে পরিস্থিতি সামলাবার জন্য আমরা যে ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে ঐক্যবদ্ধ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করেছি—স্থির ভাবে ভাবলে, আশা করি, সেটাকে আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচয় বলে মনে করার কারো থাকবে না। আমার এই লেখাটিকে কোনো ভাবে কেউ আপত্তিজনক হয়েছে—মনে করলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন—আমরা মুক্তিতে আলোচনা করব।

পৌর প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশন ধর্ম্মঘট

২৮শে মার্চ থেকে প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি, পুরুলিয়া পৌর শাখার নেতৃত্বে পৌর প্রাথমিক শিক্ষকেরা কস্তুরবা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির স্বেচ্ছাচারিতা ও সে বিষয়ে ডি-আই-অফ স্কুলস (প্রাঃ)এর কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ না করার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘটে নেমেছেন। এই অনশন পালা করে চলবে।

সমিতির এক মুখপাত্র জানান যে কস্তুরবা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীগণেশ প্রসাদ সিং-কে ম্যানেজিং কমিটি একতরফা ও অন্যায়ভাবে প্রায় আঠারো মাস যাবৎ সাসপেণ্ড করে রেখেছেন। শ্রীসিং-কে তাঁর কাজে যোগদান করতে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ দিয়ে ডি-আইকে ডি পি-আই চিঠিও পাঠিয়েছেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়া সত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সমিতির পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো হয়েছে। কোন ফল না হওয়ায় তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত অনশন করতে বাধ্য হয়েছেন।

এ ছাড়া সমিতির পক্ষ থেকে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। পৌর প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন থেকে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড-এর দরুণ যে টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে—তা এখনও তাঁদের নামে জমা হয়নি। পৌর শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবীর মধ্যে এ বিষয়ে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবীও রয়েছে।

কেন্দ্রে নতুন মন্ত্রীসভা : কে কি পেলেন

কেন্দ্রে এ পর্য্যন্ত প্রধানমন্ত্রীসহ ২০জন সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আরও কিছু সদস্য বৃদ্ধি করা হবে বলে জানা গেছে। নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ও দপ্তর দেওয়া হোল।

১। শ্রীমোরারজী দেশাই - প্রধানমন্ত্রী
২। শ্রীচরণ সিং স্বরাষ্ট্র
৩। শ্রীএল,'কে আদভানী—তথ্য ও বেতার
৪। শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী—পররাষ্ট্র
৫। শ্রীএইচ. এম, প্যাটেল—অর্থ, রাজস্ব ও ব্যাংকিং
৬। শ্রীপ্রকাশ সিং বাদল—কৃষি ও সেচ
৭। শ্রীসিকান্দার বখ্ত—পূর্ত, গৃহনির্ম্মাণ, সরবরাহ ও পুনর্বাসন
৮। শ্রীশান্তিভূষণ—আইন
৯। ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র—শিক্ষা
১০। শ্রীমধু দণ্ডবতে—রেল
১১। শ্রীপি, রামচন্দ্রণ—শক্তি
১২। শ্রীরবীন্দ্র ভার্মা—শ্রম
১৩। শ্রীমোহন ধারিয়া—বাণিজ্য
১৪। শ্রীপুরুষোত্তম কৌশিক—পর্য্যটন
১৫। শ্রীবিজু পট্টনায়ক—ইস্পাত ও খনি
১৬। শ্রীজগজীবন রাম—প্রতিরক্ষা
১৭। শ্রীএইচ, এন বহুগুণা—রাসায়নিক ও সার
১৮। শ্রীজর্জ ফার্ণাণ্ডেজ—যোগাযোগ
১৯। শ্রীরাজনারায়ণ—স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
২০। শ্রীব্রিজলাল ভার্ম্মা—শিল্প

গণতন্ত্রী কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শ্রীজগজীবন রাম ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীএইচ, এন, বহুগুণা এবং জনতা দলের শ্রীজর্জ ফার্ণাণ্ডেজ ও শ্রীরাজনারায়ণ প্রথমে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে অসম্মত হন। পরে তাঁরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন ও ২৮শে মার্চ্চ সকাল সাড়ে ন'টায় শপথ গ্রহণ করেছেন। ঐ একই সঙ্গে শপথ গ্রহণ করেছেন শ্রীব্রিজলাল ভার্মা। প্রথমে মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়নি। শেষ মুহূর্তে শ্রীনানাজী দেশমুখের স্থলে মন্ত্রীসভায় তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। শ্রীপ্রকাশ সিং বাদলকে প্রথমে যোগাযোগ দপ্তর দেওয়া হয়—পরে শ্রীফার্ণাণ্ডেজকে ঐ দপ্তর দিয়ে তাঁকে কৃষি ও সেচ দপ্তর দেওয়া হয়।

মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে একমাত্র শ্রীশান্তিভূষণ লোকসভা বা রাজ্যসভা কোনটিরই সদস্য নন।

নির্ব্বাচনী সংবাদ

জনতা-বাম জোট এবং লোকসেবক সংঘ সমর্থিত ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী

চিত্তরঞ্জন মাহাতর বিপুল ভোটাধিক্যে জয়

পুরুলিয়া লোকসভা আসনে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাত তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ পশুপতি মাহাতকে ১ লক্ষ ১৬ হাজারেরও অধিক ভোটে পরাজিত করে জয়লাভ করেছেন। ভোট গণনার ফলাফল এইরূপ :

শ্রীচিত্তরঞ্জন মাহাত (ফ: ব:)—২০০৯৮৫ (নির্ব্বাচিত)
ডাঃ পশুপতি মাহাত (কং) — ৮৪৪৩৩
শ্রীজয়রাম মাঝি (ঝাড়খণ্ড) — ৩৫৩২
শ্রীকৃষণলাল আগরওয়ালা (নির্দল)— ৩২২৯
শ্রীঅনিল মাহাত (নির্দল)— ১২৬৪

শেষোক্ত তিনজন প্রার্থীর জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

বৈধ ভোট - ২৯৪'৪৩
বাতিল ভোট - ৯৫১৭
প্রদত্ত ভোট— ৩'৬৬৬' ...
শতকরা ভোট— ৫০'৪৬

পুরুলিয়া জেলায় লোকসভা নির্ব্বাচনের ফলাফল

গত ২০শে ও ২১শে মার্চ রবীন্দ্র ভবনে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া (পুরুলিয়া অংশ) আসনে লোকসভা নির্ব্বাচনে ভোট গণনার ফলাফল নিম্নরূপ :

বাঁকুড়া : বুথ সংখ্যা…৩৬১ মোট ভোটার সংখ্যা…৩২৩১২৫

প্রার্থীর নাম	পাড়া	হুড়া	কাশীপুর	রঘুনাথপুর
১। আশুতোষ ব্যানার্জী (এস-ইউ-সি)	৬২২৩	৪৫২৬	২৬৯১	৮৯০৯
২। বৈদ্যনাথ ঘোষ	৩৬৯	৩৫৪	৩৪২	৩৮২
৩। ডঃ বিজয় মণ্ডল	১৭১৩৮	২০০৭৭	২০৯৮১	১৭৭৩৩
৪। শক্তি মুখার্জী	৭১৫	৮৩৯	১৯১	৫৯৩
৫। শঙ্করনারায়ণ সিংদেও	১০৯৭৪	১৩৭৬১	১১৬৭৩	৮৯০০
৬। মতিলাল শর্মা	১৪৮	১৫৪	৭৪৫	১৬২
প্রদত্ত ভোট	৩৭০৮৩	৪১০৯১	৩৮১৩৮	৩৮২৫৫
বাতিল ভোট	১৫১৬	১৩৮০	১৫২৯	১৫০২

পুরুলিয়া : বুথ সংখ্যা…৬৫২ মোট ভোটার সংখ্যা…৫৮২৮৯২

প্রার্থীর নাম	বান্দোয়ান	মানবাজার	বলরামপুর	আড়ষা	ঝালদা	জয়পুর	পুরুলিয়া
১। অনিল মাহাত (নিঃ)	১৬৪	২৪০	১৭২	১৩৪	১০৩	২১৮	৯৩৩
২। কৃষ্ণান অগ্রবাল (নিঃ)	৪৮৩	৫৭১	৪২৯	২৯০	৪১৩	৪৯৫	৫৪১
৩। চিত্তরঞ্জন মাহাত (ফ: ব্লঃ)	২৫৫৯৩	৩৩২২১	২৫৫৪২	২৮৯৫৬	৩৪৮৮৬	২৩৮১৪	২৮৯২৯
জয়রাম মাঝি (ঝাড়)	৬১২	৬৪৮	৫৭৮	৪১৪	৩০৭	৪৭৪	৪৯৩
[illegible] মাহাত (কং)	১২০৬৭	১৭৪৭১	১১৯৬৪	১০৬৬৫	৯৫৯৮	১১৯৭৫	১০৬৫৫
	৪০১৯৮	৫৩৮৮২	৩৯৯৯৭	৪ ৮১৮	৪৬৭৮৪	৩৮০৮৭	৪২৭৯৫
	১২৭৯	১৭৩০	১৩১২	১৩৫৩	১৪৭৭	১১১১	১২৪৪

এখনো এঁরা মিসায় আটক থাকবেন ?

লোকসেবক সংঘের সচিব এক বিবৃতি সহকারে জানিয়েছেন "আমাদের লোকসেবক সংঘের কর্ম্মী, পলমা গ্রাম নিবাসী শ্রীরজনী মাহাত, শ্রীহেম মাহাত অন্যায়ভাবে মিসায় ধৃত হয়ে এখনো আটক রয়েছেন। তাঁদের এখনো ছাড়া হয়নি। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এই ঘটনার তদন্ত হ'লে দেখা যাবে যে, কী রকম অদ্ভুত মিথ্যা অভিযোগে এঁদের ব্যক্তি স্বাধীনতা দীর্ঘকাল ধ'রে বিপন্ন করা হোল। আমরা এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত দাবী করব। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কাছ থেকে কোনো তদন্ত বা সুবিচারই আমরা আশা করতে পারি না কারণ তাঁরা শেষ কামড় দিয়ে ক্ষমতায় থাকার জন্য যে সব কীর্তি ও ষড়যন্ত্র করেছেন তাতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ওপর কোনো বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা সম্ভব নয়।"

পুরুলিয়া জেলা ৪৪তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ৬ই ও ৭ই মার্চ পুরুলিয়া জেলা স্টেডিয়ামে জেলার ৪৪তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫০। প্রতিযোগিতায় দলগত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দল, আদ্রা এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দল বি-এফ ক্লাব পুরুলিয়া। ব্যক্তিগত চাম্পিয়ান হন শ্রীআর. জে. লোবো। ১০ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হন শ্রীকিস্কু গরাই। সময় ৩৫ মিনিট। ৫৬ কিমি সাইকেল প্রতিযোগিতায় প্রথম হন শ্রীঠাকুরদাস মাহাত। ইনি সময় নেন ২ ঘঃ ৫৫ মিনিট।

ভোটের দিনে কংগ্রেসী উপদ্রবকারীদের হামলা

পুরুলিয়া জেলায় মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হলেও কংগ্রেসীদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু হামলার খবর আমাদের কাছে আসছে। তার একটি এখানে দেওয়া হোল।

গত ১৬ই মার্চ্চ শ্রীজ্যোতিলাল হালদার, শ্রীভগীরথ টুডু প্রমুখ শ্রীচিত্ত মাহাত, এম-পি'র পক্ষের কর্ম্মীরা যখন বিকাল ৫টায় বারি বুথে ভোটের সংবাদ নেবার জন্য আসছিলেন, তখন বুথের সন্নিকটেই তাঁরা একদল কংগ্রেসী অনুচরদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ঐ উপদ্রবকারীরা তাঁদের ভালরকমের মারধোর ও গালিগালাজ করে।

WANTED

Wanted a Clerk for Kunchia 4-Class Junior High School P.O Kunchia (Via Bandwan) Dist. Purulia. Minimum qualification Matriculate. special preference will be given to the Local Candidates and also Sch. castes & tribes candidates.

Apply to the Secretary on or before 5th April 1977.

Secretary
Kunchia Junior High School.

"ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোম, পুরুলিয়া শাখা"

পুরুলিয়া শহরে ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের শাখা খোলার উদ্দেশ্যে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল—গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ তারিখে জেলা স্কুলে। সভায় কলকাতা ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের তিনজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন—বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দেবব্রত রায়। ছাত্র ছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য 'হোম' কি করেছে, শ্রীরায় তাঁর বক্তব্যে সুন্দর ভাবে তা' তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন স্কুল, কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র, ছাত্রী, মানবদরদী চিকিৎসক ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই শহরে হেলথ হোমের শাখা খোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে, আহ্বায়ক হয়েছেন অধ্যাপক শংকর ঘোষ।

প্রস্তুতির প্রথম পর্ব্বের কাজ শুরু হয়েছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী '৭৭ তারিখে প্রস্তুতি কমিটির প্রথম সভা হল চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | সোমবার, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৭ ২১শে চৈত্র, ১৩৮৩ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

ওরে) পারবিনে সব উড়িয়ে দিতে
এক তুড়ি—এক নিশ্বাসে !
ওরে) উজান ঠেলে চলতে হবে
আপন আত্ম-বিশ্বাসে॥
• • •
ওরে) দৈব এসে সব মেটাবেন
করিসনে এই মিথ্যে ছল।
ওরে) সামনে লড়াই চাই ওরে ভাই
ধৈর্য্য-সাধন, আত্মবল॥

কেন্দ্রে দেশাই মন্ত্রীসভা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

বেকারী তাড়াবার, দাম কমাবার ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় অঙ্গীকার

২৪শে মার্চ্চ ভারতের কেন্দ্রে এই সর্ব্ব প্রথম অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। কর্ণধার হলেন শ্রীমোরারজী দেশাই। প্রথম দিনে দেশের ও বিদেশের বহু সাংবাদিকের সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ঘোষণা করেন যে, (ক) জনতা পার্টি তার নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—তার রূপায়ণই হবে তাঁদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। (খ) জরুরী অবস্থায় যে সব অধিকার দলিত হয়েছে - তা সবই অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। (গ) দারিদ্র্য দূর করা সরকারের আজ মহান ব্রত। (ঘ) জিনিষপত্রের দাম কমাতে সরকার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। (ঙ) বেকারী দূর করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে। এবং শ্রী দেশাই কথা দিচ্ছেন—দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে বেকারী মুছে যাবে।

শ্রী মোরারজী দেশাই বলেছেন—দেশের মানুষকে সব রকম ভয়মুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন—যে রাষ্ট্রে মানুষ ভয়ে বাস করে—সে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র নেই। তিনি বলেন—সমস্ত বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে ভারত যুক্ত থাকবে—তবে কোনো দেশের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার নীতি সততার সঙ্গে অনুসৃত হবে।

অন্তর্বর্তী বাজেট কালে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে, কংগ্রেস সরকার যে ৫ম যোজনা তৈরী করে গেছেন - তা খুঁটিয়ে দেখা হবে এবং ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা নতুন সরকারের চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত করবে। নতুন সরকারের জন্য প্রাথমিক খরচ পত্রের বরাদ্দ পাবার জন্য ৩১শে মার্চের পূর্বে তাড়াতাড়ি বাজেট পাশ করতে হয়েছে। এই বাজেট আগের সরকারের তৈরী। এই বাজেটেরই অংশ বিশেষ এখন পাশ করতে হল। আগামী মে মাসে যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হবে—তাতে প্রতিফলিত হবে - নূতন সরকারের চিন্তাধারা।

সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের ওপর যে অমর্য্যাদাকর অবস্থা করা হয়েছিল—তার অবসান ক'রে সংবিধানকে তার হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

তিনি বলেন যে, গত দু' বছরে বহু বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। ঐ সময়ে জনগণের ওপর অনেক পীড়ন হয়েছে—তাঁদের অবর্ণনীয় দুঃখভোগ করতে হয়েছে - সেজন্যই উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমীচীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি কেন্দ্রের গত মন্ত্রী-সভার অসাফল্য ও ত্রুটি সমূহের তীব্র সমালোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

সংবাদে প্রকাশ পশ্চিম বঙ্গ থেকে আরো মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় খুব শীঘ্র নেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় শাসনের সংবাদ

ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ঘোষণা

গত ২৮শে মার্চ্চ দিল্লীতে ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী বি, ডি, জাত্তি সংসদের যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, জরুরী আইন ঘোষণার

অর্থ-নৈতিক কর্ম্মসমূহ

(১) কেন্দ্রীয় শাসনের কাজ যাতে অচল না হয়ে পড়ে, তজ্জন্য নতুন মন্ত্রীসভাকে তাড়াতাড়ি অন্তর্বর্তী বাজেট পাশ করিয়ে নিতে হল। এই বাজেটে খাদ্যে ভর্তুকি ৭৬০ কোটি টাকা দেওয়া হল। ভারতের খাদ্য করপোরেশন ঐ টাকায় মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলবেন—দেশের খাদ্য সরবরাহের কাজকে উন্নত ভাবে পরিচালনা করার জন্য।

ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকীর পুণ্য অনুষ্ঠান

এবারে ১২ই বৈশাখ, সোমবার, ২৫শে এপ্রিলে, ঋষির জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্য্যায় শেষ হচ্ছে

গত বছরে ১২ই বৈশাখ দিনে, আমাদের মহান ঋষির জন্ম শত বার্ষিকী দিবস পূর্ত্তি হয়। ১২৮৩ সালের ১২ই বৈশাখ থেকে ১৩৮৪ সালের ১২ই বৈশাখ—শতবার্ষিকীর এই এক বছর ধ'রে, ঋষির জীবন আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে বিভিন্ন কর্ম্মতালিকা অনুসরণ করা হবে স্থির হয়। এই এক বছর শেষে আবার যে জন্ম জয়ন্তী দিবস দেখা দিচ্ছে—সেই দিনটিকে আমরা জন্ম শতবার্ষিকীর প্রথম পর্য্যায়ের শেষ অনুষ্ঠান রূপে পালন করছি।

১২৮৩ সালের ১২ই বৈশাখে পুণ্যশ্লোক ঋষি নিবারণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ৬০ বৎসরের কমই তিনি এই পৃথিবীর মাটিতে থাকবার অবকাশ পেয়েছিলেন। জীবনের এই সময় মধ্যেই তিনি প্রভূত জ্ঞান, সুগভীর সাধনা, ঐতিহাসিক বহু কর্ম্ম এবং অশেষ দুঃখবরণের মহিমাময় ইতিহাস রেখে গেলেন।

তাঁর তিরোধানের পর বিগত দীর্ঘ ৪০ বৎসর ধরে তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীরা অকপট শ্রদ্ধায় তাঁর স্মরণ বেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি জন্ম শতবার্ষিকী কমিটি স্থাপিত হয়েছে। সেই কমিটির যোগ্য পরিচালনাধীনে শতবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবে—এই কামনা করি। যে মহান চরিত্রের জীবন ইতিহাস আমাদের জীবনে অফুরন্ত প্রেরণার উৎস—তাঁর মহীয়ান জয়ন্তী দিবস আমাদের সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় সমুজ্জ্বল হোক এই প্রার্থনা করি।

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোকসেবক সংঘ

রাজ্যেরাজ্যে মন্ত্রীসভা সম্পর্কিত সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আন্দোলন

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভা ও বিধানসভা অবিলম্বে ভেঙ্গে দিতে ও মুখ্যমন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে দাবী জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দ প্রফুল্লচন্দ্র সেন, জ্যোতি বসু, বিজয় সিং নাহার, মাখন পাল, অশোক ঘোষ এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন।

বিধান সভায় গণতন্ত্রী কংগ্রেসের পক্ষে নেতা কাশীকান্ত মৈত্র প্রভৃতি জোর দাবী তুলেছেন রাজ্যসভাকে পদত্যাগ করবার জন্য। কারণ জনমতের দৃষ্টিতে এই মন্ত্রীসভার শাসনে ঝুলে থাকার অধিকার নেই।

সি, পি, আই দলের পক্ষে তাঁদের নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জ্জীও ঐ একই দাবী ঐ কারণে দৃঢ়তার সঙ্গে উত্থাপন করেছেন।

কংগ্রেসের একদল মন্ত্রী ও এম, এল, এ কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নেতাদের কাছে জোর আওয়াজ তুলেছেন—রায়মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করতে।

ত্রিপুরায় মন্ত্রীসভার পদত্যাগ

ত্রিপুরায় ১৪ জন কংগ্রেস এম, এল, এ কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে গণতন্ত্রী কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ঘটে। ত্রিপুরায় গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও সি, পি, এম এর মিলিত চেষ্টায় নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ চলেছে।

কাশ্মীরে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ

কাশ্মীর মন্ত্রীসভায় শেখ আবদুল্লার দলে মাত্র তিন জন এম, এল, এ ছিলেন—কংগ্রেসও শেখ আবদুল্লার প্রতি সমর্থন তুলে নিয়েছিলেন— এই অবস্থায় শেখ আবদুল্লার পরামর্শ ক্রমে রাজ্যপাল বিধানসভা বাতিল করেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে কাশ্মীরে বিধান সভার নির্বাচন হতে চলেছে।

ভারতীয় কংগ্রেস সংবাদ

(১) সারা ভারতের কংগ্রেসীদের মধ্যে একটা বিরাট দল তাঁরা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবড়ুয়াকে সভাপতিপদ থেকে সরাবার জন্য হাজারে হাজারে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। তাঁদের অভিযোগ কংগ্রেসের এই শোচনীয় বিপর্য্যয়ের জন্য তিনিই দায়ী। অবিলম্বে এ, আই, সি, সির বৈঠক ডাকতে অজস্র এ, আই, সি, সি সদস্য ও এম, পিরা দাবী করেছেন।

(২) কংগ্রেসের একটি বড়ো অংশ একটা বৃহৎ সমাবেশে যুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কংগ্রেসের এই বিপর্য্যয়ের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই সর্ব্বতোভাবে দায়ী। তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি করা হলে বা বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে কংগ্রেসের পরিচালনাভার তাঁর ওপর দিলে তীব্রভাবে বাধা দেওয়া হবে। ২৭শে মার্চ্চ দিল্লীতে শ্রীচন্দ্রজিত যাদবের বাড়ীতে ৬০ জনেরও বেশী প্রাক্তন ও বর্ত্তমান এম, পির এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

(৩) কংগ্রেসের যুব নেতা শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী প্রভৃতিরা কংগ্রেসের বিপর্য্যয়ের জন্য শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর অসাংগঠনিক কর্ম্মধারা অন্যতম কারণ ব'লে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

(৪) শ্রীসঞ্জয় গান্ধী আর কোনোভাবে রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান না। তাই তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

(৫) সারা ভারতের কংগ্রেস এবং রাজ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে অস্বাভাবিক কলহ ও দলাদলি দেখা দিয়েছে।

(৬) সংবাদপত্রের সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভার স্পীকার শ্রীঅপূর্ব্বলাল মজুমদারকে সম্প্রতি দিল্লী পাঠিয়েছিলেন— শ্রীজগজীবনরামকে ভাঙাতে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন।

(৭) কংগ্রেস সভাপতি শ্রী বড়ুয়া শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে যুব কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি করেছেন কিন্তু তিনি ঐ অফিস দখল করতে সমর্থ হন নি।

জিজ্ঞাসার উত্তর

মুক্তির বিগত ৭ই মার্চ্চ সংখ্যায় একটি সংবাদে বলা হয় যে, হুড়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের অভিযোগ যে, বি. ডি, ওর সাক্ষাতে বি, ডি, ওর গাড়ীতে জনৈক সরকারী কর্মচারী ও এম, এল, এর জনৈক প্রতিনিধি কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারে বেড়াচ্ছেন। মুক্তিতে একথাও লেখা হয় যে ঐ প্রচার বন্ধ না করলে নাম ধাম প্রকাশ করা হবে। হুড়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে একাধিক ব্লক পড়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করেছেন হুড়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্র বলতে কি হুড়া ব্লককেই বোঝানো হয়েছে। আমাদের বক্তব্য তা নয়। তাছাড়া, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি আর কিছু না করায় এখন আর ঐ প্রশ্ন উঠে না।

—মুক্তি সম্পাদক

পুরুলিয়ার প্রতি উপেক্ষার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন

দরিদ্রতম জেলা পুরুলিয়ার দাবীসমূহ নিয়ে সব দল একযোগে কাজে লাগুন

ভারতবর্ষে কংগ্রেস একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। ৫৩৭টি ঘোষিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৫২টি আসন পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে— ত্রিশ বৎসর ধ'রে কংগ্রেস একটানা নিদারুণ শোষণ ও অত্যাচার করা সত্বেও, কংগ্রেস আজও ক্ষমতা রাখে—এতগুলি আসনে জয়যুক্ত হবার। পুরুলিয়া জেলা নানাভাবে অত্যন্ত অনগ্রসর হওয়া সত্বেও, পুরুলিয়া জেলার জনসাধারণ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে এখনও কংগ্রেস বহু আসন জয় করার শক্তি রাখলেও, পুরুলিয়ায় তার স্থান নেই— এখানে মানুষ আজ ভালভাবে জাগ্রত। পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া দুটি আসনেই, একটিতে এক লক্ষেরও বেশী অধিক ভোটে এবং একটিতে প্রায় এক লক্ষ ভোটে, কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করা হয়েছে।

এই নির্ব্বাচনে আমরা জনজাগরণের বিপুল শক্তির পরিচয় পেয়েছি আজ আমাদের এই শক্তিকে আশ্রয় ক'রেই আমাদের জেলার দুঃখ মোচনে জোর আন্দোলন করতে হবে। ৩০ বছর ধ'রে স্বাধীন জীবনে এই জেলার যে চরম দুর্গতি করা হয়েছে—তার নিরাকরণে আমরা নিশ্চয়ই নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সুবিচার পাবো। এবং আমরা এও আশা করছি যে, অচিরে রাজ্যগুলিতেও জনপ্রিয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই জেলার মানুষের জীবনে সৃষ্টি ক্ষতি সমূহের সত্বর পূরণের জন্য তখন চেষ্টা করা হবে। তথাপি, একথাও সত্য যে, নিজেদের শোচনীয় অবস্থা ও নিদারুণ অভাব অভিযোগকে তুলে না ধরলে দ্রুত, সম্যক ব্যবস্থা পাওয়া সম্ভব হবে না।

এই জেলায় যাঁরা সবাই মিলিতভাবে কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়েছেন—তাঁরা আজ আবার মিলিতভাবে এই জেলার উন্নয়ন চেষ্টায় অগ্রসর হবেন—বলাই বাহুল্য। আমরা এই বিষয়ের প্রতি সকল দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অধিকন্তু এই জেলা কীভাবে বঞ্চিত হয়ে আছে এবং কীভাবে এর নিদারুণ অনগ্রসরতা দ্রুত দূর হতে পারে—তার লক্ষ্যে যার যা বক্তব্য আছে—দেবার জন্য - আমরা এই জেলার অগ্রণী জনসেবীদের তথা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।

অরুণচন্দ্র ঘোষ,
সচিব, লোকসেবক সংঘ

মুক্তি

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৭, সোমবার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ইতিকর্ত্তব্যতা

লোকসভা নির্ব্বাচনে সারা ভারতে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। কংগ্রেসের শোষণে ও পেষণে এতদিন নিপীড়িত হ'য়ে আজ মানুষ ভেবেছেন —এক নতুন জাতীয় জীবনের সূচনা হোল। তাঁরা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করছেন—কবে থেকে এই পরিবর্ত্তিত জীবন সুরু হচ্ছে?

সাধারণ মানুষ কিন্তু ভাল ক'রে খেয়াল করেন নি যে, রাজ্য সরকারগুলি এখনো কংগ্রেসেরই হাতে। রাজ্য সরকারের বুকের ওপর থেকে কংগ্রেসের শাসন না যাওয়া পর্য্যন্ত সেই পুলিশ, সেই হাকিম, সেই লেভী, সেই জুলুম, সেই চোরাবাজার চলতে থাকবে— আশ্চর্য্যের কিছু নেই।

তবে দেশের লোককে আজ উপলব্ধি করতে হবে যে, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস থাকলেও, কয়েকটা দিক থেকেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সারা ভারতবর্ষের কোটি কোটি ভোটার আজ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কংগ্রেস আজ কোনো ভাবে জনগণের আস্থাভাজন নয়। প্রত্যেকটি রাজ্যের বিধান সভারও যাঁরা ভোটার তাঁরাই বিপুলভাবে অধিক সংখ্যায় অভিমত দিয়েছেন যে কংগ্রেসকে আমরা আর চাই না।

অন্য যে কোনো দেশ হলে—এই অবস্থায় রাজ্য সরকারগুলি পদত্যাগ ক'রে চলে যেত এবং তার মধ্যে দিয়ে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করত। কিন্তু কংগ্রেসীদের সে ঔচিত্য বোধ কিছুমাত্র নেই। নেই বলেই আজ সারা ভারতের সমস্ত শাসনে ঐ রকম লজ্জাজনক ভাবে অপশাসন তাঁরা চালাতে পেরেছিলেন যার জন্য সারা ভারতের মানুষকে এক নীরব বিপ্লবের ভেতর দিয়ে কংগ্রেসকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হল।

আজকে কংগ্রেসীরা রাজ্য সরকারগুলি আঁকড়ে থাকলেও, তারা আজ অপরাধীর মতই রয়েছেন। জনমতকে উপেক্ষা ক'রে, আগে যে রকম দম্ভের সঙ্গে যা খুশী করতেন আজ তা করার সাহস কংগ্রেসের নেই। কারণ জনমতের মূল্যটা আজ কংগ্রেস হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।

সেজন্য এখনো যতক্ষণ তার নাভীশ্বাস টিকে থাকছে—ততক্ষণ তার কাছ থেকেই কাজ আদায় করতে হবে সত্যি কথা। কিন্তু কাজ আদায় করতে হবে আজ সেই চেতনা দিয়ে, যে চেতনায় জনসাধারণ আজ জাগ্রত।

খবর পাওয়া যাচ্ছে—এখানে ওখানে পরাজিত কংগ্রেস মহল এখনো বিরোধী পক্ষকে এক হাত দেখে নেবার চেষ্টা করছে— উপদ্রব করছে, শাসাচ্ছে। এবং তা করছে পিছনে তাদের আজও পুলিসী শক্তি আছে ব'লে। কিন্তু হায়! ঐ সব পরাজিত কংগ্রেস মহল আজও নিতান্তই ভ্রান্ত।

এত দেখেও তাদের চেতনা নেই। দুদিন পরেই তো আর একটা নির্ব্বাচনে তাদের সমস্ত বলভরসা ঐ পুলিসী শক্তি তাদের পক্ষ থেকে কোথায় ছিন্ন হয়ে যাবে। হাতে বিশাল পুলিসী শক্তি ও শাসন শক্তির অহমিকায় ইন্দিরাজীর যে অন্তহীন রুদ্রতাপ দেখা গেছল—এক মুহূর্ত্তে সে সব কোথায় উড়ে গেল! আজ স্বয়ং ইন্দিরাজী সব বঞ্চিত হ'য়ে অসহায়ের মতন করুণার পাত্রী।

জনসাধারণ সচেতন না থাকলে, ক্ষমতায় গিয়ে যাঁরা আত্মবিস্মৃত হয়ে যা খুশী ক'রে থাকেন - আজ তাঁদের শ্রেণীর লোকেদের ঘুম ভাঙ্গবার সময় এসেছে। কারণ সাধারণ মানুষের ঘুম আজ অদ্ভুতভাবে ভাঙ্গছে। এতদিন ঘুম ভাঙ্গেনি বলেই কংগ্রেস ৩০ বৎসর ধরে উপদ্রব ক'রে যেতে সাহস পেয়েছিল।

ইন্দিরাজীরা অবাঞ্ছিত ভাবে সংবিধানের যে সংশোধন করেছিলেন তা বাতিল হয়ে গেলেই, রাজ্য সভাগুলির আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাবে। কয়েক মাসের মধ্যেই বিধানসভাগুলির নির্ব্বাচন অপরিহার্য্য হয়ে পড়বে। তা যদি নাই-ই হয়— তবে বড়জোর মাস ৮। ১০ বিধানসভা টিকে থাকতে পারবে মাত্র। তারপরই বর্ত্তমান মন্ত্রী সভাগুলির পাইকারী হারে বিতাড়ন হবে এ অবধারিত। অধিকন্তু, কংগ্রেসের রাজ্য কমিটিগুলিতে অদ্ভুত অন্তর্বিরোধ চলেছে। তাতে অচিরেই বোধ হয় এগুলি নিজে থেকেই ভেঙ্গে পড়বে।

সুতরাং সব অনুধাবন ক'রে ঐ কংগ্রেসী মন্ত্রী সভাগুলির অবিলম্বে পদত্যাগ করাই কর্তব্য। তা করার মত সুবুদ্ধি যদি না ঘটে—তবে সমস্ত পরিস্থিতি অনুধাবন ক'রে তাদের আজ শাসন কাজে ভদ্রলোকের মত আচরণ করাই সমীচীন। কিন্তু যাদের কর্ম্মধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী সবই বিকৃত— তাদের কাছ থেকে ভদ্রশাসন আশা করা সম্ভবতঃ অসম্ভব প্রত্যাশাই।

কিন্তু কংগ্রেসীরা আজও যদি অনমনীয়ই থাকেন, তবে জনসাধারণকে নিজের পথ ক'রে নিতে হবে। রাজ্য শাসনগুলি দুদিন পরে যাবেই ধ'রে নিয়ে আজ উদাসীন থাকলে বা আত্ম-সন্তুষ্টির মধ্যে থাকলে চলবে না। বর্ত্তমান রাজ্য শাসন যে কটা দিনই চলুক—সেই কটা দিনই— কোথায় কি অনাচার করছে—জনসাধারণ সব খবর রাখুন এবং অন্যায় অপকর্ম্মগুলির বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করুন। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমাদের সংবাদ পত্র ও সংঘশক্তিগুলি আজ জনমতকে তুলে ধরার জন্য জাগ্রত রয়েছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

জে, কে, কলেজের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি

জে, কে, কলেজে সম্প্রতি ছাত্রদের পরীক্ষা বয়কটের প্রস্তাব ও অভিভাবকদের জন্য প্রস্তাবিত বৈঠকের সংবাদ আমাদের দু' একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি দিয়েছিলেন। আমরা তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলাম ও অভিভাবকদের বৈঠকের ফলাফলের অপেক্ষা করছিলাম। এই লেখা লেখার সময় 'সমবায়ের কথায়' এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদে আমরা বিশেষ বিচলিত হলাম। এই দায়িত্বশীল পত্রিকার সংবাদ অনুসারে জানা গেল যে, অভিভাবকেরা ও অন্যান্য জন-প্রতিনিধিরা সকলেই "কলেজের এই অসহনীয় পরিস্থিতি ও চরম দুর্দ্দশায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অপসারণ ও নূতন প্রিন্সিপাল নিয়োগ দাবী করেন। ছাত্রেরা ঐ সর্তে পরীক্ষা দানে সম্মত হন।" এই সংবাদটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অবিলম্বে কলেজের আভ্যন্তরীন ব্যাপারের সম্যক তদন্ত হওয়া উচিত।

একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি

যানবাহন ও যাত্রী চলাচলের জন্য পৃথিবীতে যে সমস্ত দুর্গম পথ আছে—সে সবের কথা শুনে আমরা ভয়ে আতঙ্কিত হই। এ রকম একটি রাস্তা যে আমাদের নাকের সামনেই আছে - তা মনে করিয়ে দিলে নিশ্চয়ই আপনারা সকলেই বিচলিত হয়ে উঠবেন। সহরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী বা পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল যখন এসেছিলেন,—শুনেছি—তাঁদের জেলা সফরের কর্মতালিকা থেকে ঐ রাস্তাটি বাধ্যতা-সহকারে বাদ দেওয়া হয়েছিল। প্রধান মন্ত্রী বা রাজ্যপাল এহেন রাস্তার অস্তিত্বের কথা শুনলে আরো বিচলিত হতেন না—তা আমাদের নিশ্চিত ধারণা। কারণ তাঁদের রাজত্বে এ রকম সব অঘটন সম্ভব তা তাঁরা জানতেনই। তবে তাঁদেরও মত মানুষকে এ হেন বিপদের মুখে ফেলা হচ্ছে দেখলে নিশ্চয়ই তাঁরা স্থানীয় রাজকর্মচারীদের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠতেন—এই আশঙ্কাতেই ঐ পথ পরিহার করা হয়েছিল।

ঐ দুর্গম পথটি হচ্ছে—কাঁসাই নদীর ওপর পুরোনো ব্রীজ—যেটি সহরের উপকণ্ঠে মরণফাঁদের মত রয়েছে। ঐ ব্রীজটি আজ বহু বছর থেকে বিপজ্জনক ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং এজন্য এর পাশে একটি নূতন ব্রীজ তৈরী করা অপরিহার্য্য মনে ক'রে আজ কয়েক বছর ধ'রেই ব্রিজটা তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত ঐ পথের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে নতুন ব্রীজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যও যেমন উদ্যোগের চরম অভাব বরাবর লক্ষিত হয়েছে— অন্যদিকে তেমনি পুরোনো ব্রীজটা সারাবার নামে খেলা করা হচ্ছে। ব্রীজটার স্থানে, স্থানে অত্যন্ত সংঘাতিক ভাবে বিপজ্জনক গর্ত্ত তৈরী হয়ে আছে। যে কোনো সময় গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব।

শোনা যাচ্ছে—নতুন ব্রীজ তৈরীর কাজ শেষ হয়ে আসছে। তা ভাল কথা। তবে যে কদিন না ঐ নতুন পথ খোলা হচ্ছে সে কটা দিন পুরোনো ব্রীজটাকে ভালভাবে মেরামত ক'রে রাখা অত্যন্ত দরকার। ঐ ব্রীজের বর্ত্তমান অবস্থা রাজ্য সরকার ও জেলা সরকারের উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার মূর্ত পরিচয় রূপে রয়েছে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগ দেবেন কি? সিদ্ধার্থ শঙ্করের রাজত্বকালের মধ্যেই?

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

পুলিসের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ

আমি সহরের সদর রাস্তা দিয়ে আশ্রম যাচ্ছিলাম। সিনেমা হলের রাস্তায় ঢোকবার মোড়ে সহরের কয়েকজন শেঠজী আমায় ধরলেন। বললেন—মুক্তিতে একটি বিষয়ের ওপর আপনি লিখুন। পুলিস থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, সদর রাস্তায় খানিকটা জায়গায় ট্রাক দাঁড় করানো চলবে না। ব্যবসায়ীদের মাল নামাবার জন্যে ট্রাক রাসমেলা ময়দানে দাঁড়াবে। ব্যবসায়ীরা বলছেন এতে খরচ এবং সময় অনেক বেশী লেগে যাচ্ছে। কলকাতাতেও অত্যন্ত ভীড়ের রাস্তাতেও ট্রাক দাঁড়াতে পায়—মাল খালাস করতে পারে। এখানে তবে কী দোষ করল। ব্যবসায়ীরা বলছেন সদর রাস্তাটা "ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক" করে দিলেও তো চলে। আজ যে ব্যবস্থা করা হয়েছে—তাতে ব্যবসায়ীদের এবং ক্রেতাদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে—এই ব্যবসায়ীদের বক্তব্য। ব্যবসায়ীরা বলছেন—এতে খরচ যা বেশী হচ্ছে তা ক্রেতাদের ওপর চাপান হচ্ছে আর হায়রানী ব্যবসাদারদের।

এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা পুলিস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁরা ব্যবসায়ীদের বক্তব্য বিবেচনা করুন। সহরের যাঁরা সাধারণ বাসিন্দা, যাঁরা পথচারী, এ বিষয়ে তাঁদের দিক থেকে অভিমত কী তা যদি আমাদের শীঘ্র জানানো হয় তাহলে এ ব্যাপারটি সম্পর্কে বিচার করতে আরো সুবিধে হয়।

সি-পি-এম নেতাদের প্রতি আমাদের নিবেদন

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ, সচিব, লোকসেবক সংঘ)

কংগ্রেসের বিশাল স্বৈরশাসনকে সরাবার কাজে, পশ্চিম বাংলায় সি, পি, এম-এর বিশেষ শক্তি যথেষ্ট কাজ করেছে। একক দল হিসাবে পশ্চিম বাংলায় সি, পি, এম সবচেয়ে বেশী আসনে কংগ্রেস ও সি, পি, আই এর বিরুদ্ধে লড়াই দিয়েছেন এবং অধিকাংশ আসনে জয়লাভ করেছেন। পশ্চিম বাংলার এই সংগ্রামও সর্বভারতীয় সংগ্রামকে বিশেষ শক্তি দিয়েছে।

সুতরাং কংগ্রেসী কুশাসনকে দূর করবার কাজে লোকসভা নির্বাচনে আমরা সি, পি, এম-এর কাছ থেকে শক্তি ও সহায়তা পেয়েছি। আবার যে-বিধানসভা নির্বাচন হয়তো খুবই আসন্ন, তাতে পশ্চিম বাংলায় ভারতীয় দলগুলি সি, পি, এম-এর মত একটি শক্তিশালী দলের সহযোগিতার জন্য হয়তো ব্যগ্র হবেন। সেজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের জন অধিকার রক্ষার কাজে ও সংগ্রামে সি, পি, এম আমাদের সহায়ক হয়েছেন—শীঘ্রই আবার সহায়ক হতে পারেন। আমাদের সকলের সঙ্গে সি, পি, এম-এর এই সহযোগিতার কার্য্যকালগুলি যাতে বাঞ্ছিতভাবে উদ্‌যাপিত হয়—তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে সি, পি, এম-এর নেতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের কয়েকটি নিবেদন রাখছি।

লোকসেবক সংঘের সঙ্গে সি, পি এম-এর যোগাযোগের যে ক্ষেত্র গড়ে ওঠে, প্রথমে সে বিষয়ে দু এক কথা বলে নিই। যুক্তফ্রন্টের শরিক হিসাবেই সি, পি, এম-এর সঙ্গে লোকসেবক সংঘের প্রথম যোগাযোগ গ'ড়ে ওঠে। এবং প্রথমেই একটা ভুলবোঝাবুঝির পরিস্থিতি দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি শরিকের মধ্যে যখন গুরুতর গোলযোগ দেখা দিতে থাকে—তখন নিজেদের আত্মবিচারের জন্য সি, পি, এম-কেও কিছু বলার প্রয়োজন হয়।

অন্য শরিকেরা সি, পি, এম-এর কাজকর্মের সমালোচনা করতে যখন দ্বিধাবোধ করেন তখন লোকসেবক সংঘের পক্ষে আমরাই স্পষ্টভাবে ঐ সব সমালোচনায় প্রধান অংশ নিই। সেই সময়ে সি, পি, এম নেতৃবৃন্দ আমাদের সম্পর্কে ভুল বুঝলেও, পরে অনুভব করেছিলেন যে, লোকসেবক সংঘ কোনোভাবে কোনো দলীয় বা গোষ্ঠীগত ভাবের দ্বারা কখনো চালিত হননি। সত্যতার সঙ্গে যখন যে কথা ন্যায়সঙ্গত মনে মনে হয়েছিল সেই কথাই তাঁরা বলেছিলেন।

এই ধারণা ক্রমশঃ ফ্রন্টের সকল দলের মধ্যেই দেখা দেয়। তারই জন্যে ফ্রন্টের অন্তিমকালে যখন, সি, পি, এমকে বাদ দিয়ে, কংগ্রেসীদের দলে নিয়ে, যুক্তফ্রন্টকে পুনর্গঠন করার চেষ্টা হয়—তখন লোকসেবক সংঘ এই ভাঙনকে রোধ করার বহু চেষ্টা করেন। সি, পি, এম নেতৃবৃন্দও তখন লোকসেবক সংঘকে আন্তরিক সহযোগিতা দিতে অনুরোধ করেন। আমরা এই ভাঙন রোধের চেষ্টা এই জন্য করেছিলাম যে, যে জোটকে সামনে রেখে আমরা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়েছিলাম—দলাদলি ক'রে সেই জোট ভাঙা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে ব'লে আমরা মনে করেছিলাম।

লোকসেবক সংঘ তার রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো দলের শক্তির উপর কোনো দিন নির্ভর করেনি। আজও করবে না। তবে যাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনো কর্ম্মতালিকা সে অনুসরণ করবে তাঁদের কাছ থেকে সব সময়ই সততাপূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চয়ই আশা করবে।

এই নির্ব্বাচনে এবং তার আগেও এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে—যেগুলির বিষয়ে আমরা সি পি, এম নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ঐ ঘটনাগুলি, আমাদের বিশ্বাস, সি, পি এম-এর উর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ঘটেনি। তাঁদের পরামর্শ বিনাই যদি ঘটে থাকে—তবু তাঁদের দলের স্বার্থের দিক থেকেও এগুলি জানা এবং ভবিষ্যতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করা তাঁদের দরকার। এখানে সেই রকম কয়েকটি ঘটনার কথা আলোচনা করছি।

ভোট আরম্ভ হবার দিনকতক আগে, এই সহরে সব দলের মিলিত বৈঠকে, ঠিক হোল যে, নির্ব্বাচনী কর্ম্মধারা যুক্ত নামে পরিচালিত হবে—জনতা পার্টি—বামফ্রন্ট—গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও লোকসেবক সংঘের যুক্ত নির্ব্বাচনী কর্ম্মধারা। নির্বাচনী অফিসও ঐ যুক্ত নামে থাকবে ঠিক হোল। কোন্ কোন্ দল জেলার কোন্ কোন্ ব্লকের ভার বিশেষভাবে নেবেন—তাও ঠিক হয়ে গেল। প্রার্থী যখন ফরোয়ার্ড ব্লকের, তখন ফরোয়ার্ড ব্লককেই স্থির করতে হচ্ছিল—কোথায় কার ব্লকে প্রার্থী কবে কোন্ জনসভাতে যাবেন। তদনুসারে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা আমাদের সঙ্গে ঠিক করলেন—প্রাথমিক কর্মী বৈঠক, জনসভা প্রভৃতি কোথায় কবে হবে—ঐ সব ব্লকে যে সব ব্লকের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। সেই সব জায়গায় এইভাবে কাজ অগ্রসর হোল।

এর দু একদিন পরেই ফরোয়ার্ড ব্লকের জনৈক নেতা ভূতপূর্ব্ব যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী আমাদের বললেন যে, কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা নেতৃবৃন্দ একটা তালিকা করে দিয়েছেন—জেলার বিভিন্ন ব্লকে কোথায় কবে জনসভা হবে। সুতরাং আমাদের আগের তালিকা বাতিল না ক'রে উপায় নেই। ঐ নেতা সঙ্কোচের সঙ্গে আরো বললেন যে, সি, পি, এম-এর জেলা নেতৃবৃন্দ স্থির করেছেন যে, জনসভাগুলির আয়োজন লোকসেবক সংঘের কর্মীরা করতে পারেন—তবে ঐ সব জনসভায় বক্তৃতা দেবেন কেবল সি, পি, এম নেতৃবৃন্দ এবং ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ। তাতে লোকসেবক সংঘের কেউ বক্তৃতা দিতে পাবেন না। এসব কথা বলতেও ঐ ভদ্রলোক খুব বিব্রতবোধ করছিলেন। তবে বললেন—ওঁরা সি, পি, এম এর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন—এই অদ্ভুত দাবী যাতে ওঁরা তুলে নেন।

এই অদ্ভুত পরিস্থিতি সত্ত্বেও লোকসেবক সংঘ যে আন্তরিকতার সঙ্গে সহায়তা দেবেন—এই ধারণাও ওঁরা করেছিলেন। ঐ কথা শুনে আমাদের কিছু কর্মী প্রথমে কিছু ক্ষুব্ধ হলেও, আমি তাঁদের বুঝিয়েছিলাম যে, সম্মিলিত ভাবে কাজের পথে এই রকম বাধা থাকলেও, তাকে গণ্য না ক'রে,—আজ কংগ্রেসকে হারাবার যে উপলক্ষ্য আমাদের সামনে রয়েছে—তাকে জয়ী করাই আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হবে। কোনো পার্টির আহ্বানে আমরা কাউকে জয়যুক্ত করতে অগ্রসর হইনি আমরা সারা দেশের আহ্বানে কংগ্রেসকে হারাবার কাজেই অগ্রসর হয়েছি। সেজন্য ও সব তুচ্ছ ব্যাপার আমাদের কর্মীরা যেন মনে না রাখেন আমি তাঁদের বুঝিয়েছিলাম।

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই বলব যে, আশা করি এই জেলায় অগণিত লোক স্বীকার করবেন—এই জেলায় লোকসেবক সংঘ আন্তরিক ভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে সমর্থন করায় এবং এই সংঘের হাজার হাজার কর্মী উঠে পড়ে লাগায়—কংগ্রেস বিরোধী আবহাওয়া খুব তীব্র হবার সুযোগ হয়েছিল। সি, পি, এম-এর সুযোগ্য জেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিচারশীল বহু ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও, এটা তাঁদের বুঝতে কেন বিলম্ব হোল যে, একটা দলকে মিলিতভাবে কাজের জন্য আহ্বান জানিয়েও, তাদের প্রতি ঐভাবে আচরণ করলে সেই দলের কাছ থেকে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়াও ঘটতে পারতো; তা'তে অন্য পরিস্থিতিও ঘটতে পারতো। কিন্তু লোকসেবক সংঘের কর্মীরা কর্মজীবনে বহু রকমের আঘাত সহ্য করার শিক্ষা পেয়েছেন বলেই তাঁরা ওটা গায়ে মাখলেন না। সি, পি, এম-এর সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের দেখা দরকার—তাঁদের একটা জেলার বিশিষ্ট কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে এসব অযৌক্তিক মনোভাবের প্রকাশ কেন করেছিলেন। এতে ঐক্য বা সম্মিলিত সংগ্রামের শক্তি না হয়ে—তার ক্ষতি হবারই তো সম্ভাবনা থাকে। আমরা ঐ আচরণ উপেক্ষা করেছিলাম বলেই ক্ষতি হয়নি।

যে পার্টির যতই শক্তি থাক—আজকের দেশের রাজনীতির যা অবস্থা তাতে অন্য দলগুলির সাহায্য ছাড়া নিজের নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা সত্যই যে মুসকিল, তা নিজেরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। সব দলই আজ পরস্পরের শক্তিতে বাঁচবার পথ দেখতে পাচ্ছেন। সি, পি, এম-এরও অস্তিত্ব রক্ষায় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় বিরাট শক্তি অনেক সাহায্যে এসেছে। সেজন্য সি, পি, এম-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছ থেকে এইটাই আশা করব যে, তাঁরাও নিশ্চয়ই চান যে কর্মীদের আচরণ যাতে ঐ রকম ক্ষতিজনক বা ঐভাবে ঐক্যের প্রতিবন্ধক না হয়। ঐ ভাবে কোনো দলেরই প্রভাবের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় না—নিশ্চয়ই তাঁরাও স্বীকার করবেন। জনসভায় লোকসেবক সংঘের ভাষণ দেবার অধিকার নিষিদ্ধ হওয়ার অবস্থাটা ফরোয়ার্ড ব্লকের চেষ্টায় উঠিয়ে নেওয়া হল। কিন্তু আরো কতকগুলো অস্বোয়াস্তিকর ব্যাপার চলতে লাগল। সে কী রকম তা বলি।

দু'একটা মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে যাবার কর্ম্মতালিকা থাকা সত্ত্বেও, আমাকে নিতে জীপ আসবার কথা থাকা সত্ত্বেও, জীপ এল না। বাসে যাবার সময়ও উত্তীর্ণ হোল। আমি পরে জানতে পারলাম যে, কোনো পার্টির চাপে পড়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা আমাকে এড়িয়ে গেছলেন। সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এইভাবে ব্যাপার চললে নানাদিক থেকে অসুবিধে ও জটিলতা ঘটে—এটা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্মরণে রাখা উচিত। বিভিন্ন জনসভায় বক্তা হিসাবে আমার নাম থাকা সত্ত্বেও, আমি কয়েকটি জনসভায় যেতে পারিনি—তজ্জন্য লোকে আমার ওপর দোষারোপ করেছেন। ঐভাবে কাজের ত্রুটি সাধারণতঃ আমরা করি না। কী পরিস্থিতিতে প'ড়ে ঐ রকম অবস্থা ঘটেছে—তা এখানে জানাতে বাধ্য হলাম—জনগণের কাছে ঐ সব ত্রুটির কৈফিয়ৎ হিসাবে। আর সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের কাছে বিষয়টি বিবেচনা ক'রে দেখার জন্যই এসব কথা প্রকাশ করলাম।

নির্বাচনে একযোগে কাজ করার জন্য যে সব দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন তাঁরা সহরে এক বৈঠকে স্থির করলেন—কোন্ কোন্ দল মূলতঃ কোন্ কোন্ ব্লকের দায়িত্ব নিলেন। যে সব ব্লকের দায়িত্ব লোকসেবক সংঘ থেকে নেওয়া হল—সেই সব ব্লকেরও ভোটারলিষ্ট, বুথলিষ্ট, পোলিং এজেন্টের ফরম সি, পি, এম কর্মীদেরই দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কর্মীরা বেশ সহজ ভাবেই সেটা গ্রহণ করেছিলেন—এই ভেবে যে, যার ওপরই ভার থাক—কাজের প্রয়োজনে সকলেই ঐ সবের সুযোগ গ্রহণ করবেন।

কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল—ঐ কর্মীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাবলেন—তাঁরাই সব ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারবেন। কাগজপত্র অন্য লোকের হাতে; অথচ ঠিকমতো কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে না—এই অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত বহু দৌড়াদৌড়ি ক'রে কাজ সামলাতে হোল। আমাদের পক্ষে জোর হাওয়া ছিল—পোলিং বুথগুলিতে এবারে অধিকাংশ জায়গায় অফিসারেরা আমাদের প্রতি কোনো বিরূপতা নিয়ে কাজ করেন নি—আর জোর বরাতও ছিল। এই সব কারণে, কাজের বিবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও, আমরা নির্বাচনী সংগ্রামে পার হয়ে গেলাম।

আমি এই সব জিনিষ খোলাখুলি আলোচনা করলাম—এইজন্য যে, সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ এখন থেকে এসব বিষয়ে চিন্তা করবেন। কারণ শীঘ্রই আমাদের একযোগে কাজ করার আরো বহু অবকাশ আসবার রয়েছে। আমরা বিভিন্ন দল যখন একযোগে কাজ করার প্রয়োজন মনে করি—তখন আমাদের নিজ নিজ দলের একটা স্তরের কর্মীরা তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন—এটা নিশ্চয়ই সেই সেই দলের কাম্য কখনো হতে পারে না। অনেক সময় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অজান্তে অনেক কিছু অবাঞ্ছিত কাজ ঘটে—তা সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গের গোচরে আনা উচিত। তাই এত কথা বললুম।

আর একটি কথা ব'লে আলোচনা সমাপ্ত করছি। এবারে নির্ব্বাচনী সংগ্রামে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে আমাদের জেলার কয়েকটি ব্লকে লোকে প্রকাশ্যে বলেছেন যে যুক্তফ্রন্ট আমলে লাল পতাকা নিয়ে ছেলেরা জনসাধারণের উপর হামলা করেছিল। এই অবস্থায় আপনারা আবার তাঁদের জোটকে কেন সমর্থন করতে বলছেন। আমরা উত্তরে বলেছিলাম যে, ঐ সব ব্যাপার যে ঘটেছিল—নিতান্ত স্থানীয় ব্যাপার ছিল। যুক্তফ্রন্ট থেকেই আমরা তা বাধা দিয়েছি। পুলিস মন্ত্রী জ্যোতি বাবুর পুলিস নিজেই তা বাধা দিয়েছিল—তাদের সাহায্য দেবার জন্য পুলিসের প্রতি জ্যোতি বাবুর কোনো নির্দেশ ছিল না। আমরা এই জেলায় যা দেখেছি তা এই। সুতরাং আপনাদের ভয় পাবার কিছু নেই।

আমি সি, পি, এম নেতাদের বলব—তাঁরা এই বিষয়টি সম্পর্কে জনগণের আশঙ্কা নিজেরা দূর করুন। পুরুলিয়া, মানবাজার বলরামপুর প্রভৃতি থানার কিছু কিছু অঞ্চলে ঐ ধারণা ছড়িয়েছিল। আমি গভীর ভাবে ধারণা পোষণ করি যে, সি, পি, এম নেতারা ঐ রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি নিজেরা চান না। সেজন্য তাঁরা এসব বিষয়ে জনগণের কাছে তাঁদের সুদৃঢ় অভিমত এখন থেকে ব্যক্ত করুন। কারণ সংবাদে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় মূলতঃ জনতা পার্টি এবং সি, পি, এম এই রাজ্যে রাজ্য বিধান সভা নির্ব্বাচনে জোটের প্রধান শরিক হবেন। এই রাজ্য থেকে কংগ্রেসকে সরাতে এঁদের শক্তির প্রয়োজন হবে। সেজন্য সি, পি, এম এর প্রার্থীদের কোনো ভ্রান্ত আচরণের ফলে সি, পি, এম এর প্রতি জনগণের মনে কোনো অহেতুক ভয় থাকলে তা দূর করতে হবে। সেজন্য আমরা বন্ধুভাবেই সি, পি, এম নেতাদের কাছে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি। এতে আমাদেরও সুবিধে হবে। কারণ রাজ্য শাসন থেকে কংগ্রেসকে সরানোর জন্য যে সম্মিলিত সংগ্রাম দেওয়া হবে—তাতে আমাদের সাধ্যমত সমর্থন আমরা দেবই—এটা স্বাভাবিক। যাঁদের প্রতি সহযোগিতা দেব—তাঁরা সব ঠিক না থাকলে—জনগণের আশঙ্কার উর্দ্ধে না থাকলে আমাদের কাজের অনেক অসুবিধে হবে।

চিঠি পত্র

মানবাজার ব্লকের আঁকরো গ্রামের সংবাদ

পরাজিত কংগ্রেসীদের একটি গুরুতর রকমের উপদ্রবের ঘটনা নিয়ে, আঁকরো মৌজার ঘুসিকজোড়া টোলা নিবাসী শ্রীবীরু মাঝি, শ্রীলিলু মাঝি, শ্রীবাদল মাঝি, শ্রীবিষ্টু মাঝি প্রভৃতি ১০ জন ডেপুটি কমিশনারকে একটি আবেদন পত্র দিয়েছেন এবং সেই চিঠির নকল 'মুক্তিতে' পাঠিয়ে তা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছেন চিঠিটি এই :—

শ্রীযুক্ত ডেপুটি কমিশনার মহোদয়

পুরুলিয়া সমীপে

মহাশয়,

আঁকরো টোলা ঘুষিকজোড়া গ্রাম নিবাসী নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণের অনুরোধ এই যে, আমাদের টোলার চকদার শ্রী শ্রীপতি মাহাত, শ্রীসুধীর মাহাত শ্রীবিশম্ভর মাহাত আমাদের খুবই ধমক দিতেছে, তোরা কংগ্রেসকে ভোট দিস নাই। অতএব আমাদের বাঁধে জল খাইতে দেওয়া হবে না, মাঠে গরু চরাতে দেওয়া হবে না। তোদের মারপিট করে হাড় ভেঙ্গে দিব। বিগত ৩রা চৈত্র তারিখে বাঁধে জল আনিতে গেলে বিশম্ভর মাহাত তাঁর মাকে দিয়ে আমাদের মেয়েদের তিনটি কলসী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এবং নিজেরাও লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত বাঁধ রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে খনন করা হয়। আমরা যে জায়গাতে কোম্পোষ্ট খাদ করে বরাবর গোবর ফেলে আসছি সেগুলিও তুলে নেবার জন্য হুকুম দিচ্ছে এবং বলছে, তোমাদের জমিগুলিও চাষ করতে দিব নাই। এমন কি কতকগুলি জমি আমাদের কাড়িয়া লইতেছে। আমরা তাহা নিয়ে উল্লেখ করিলাম।

অতএব হুজুরের নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে, সরজমিনে তদন্ত মতে ইহার প্রতিবিধান করিতে মর্জ্জি হয়। নিবেদন ইতি—

মুক্তি প্রেসের কাজের সময়

আগামী ১১ই এপ্রিল সোমবার থেকে মুক্তি প্রেসের কাজের সময় সকাল ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্য্যন্ত করা হচ্ছে। মুক্তি ও মুক্তি প্রেসের অফিস ঐ সময়ে খোলা থাকবে।

কর্মাধ্যক্ষ

মুক্তি ও মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

স্থানীয় সংবাদ

ইউ, বি, আইয়ের বিবেকানন্দ শাখার উদ্বোধন

গত ৩০শে মার্চ, বেলা ১০॥টায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার একটি শাখা বিবেকানন্দনগরে উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও বেলুড় মঠের ট্রাষ্টি স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক শ্রীআর, কাথুমা।

পুরুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারীদের সমবেত প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। দুর্গাপুর রিজিওন্যাল ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি ডাঃ এ, কে, রায়, ডি. আর. এম ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন যে পুরুলিয়া জেলায় ইউ, বি, আইয়ের এটি ৩১তম শাখা। তিনি বলেন যে প্রতি ১০,০০০ মানুষের জন্য একটি ব্যাঙ্ক, এই নীতি বর্তমানে আছে। ইউ. বি, আই, এই জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যাঙ্ক হিসেবে আরও শাখা বিস্তার করে অধিকতর মানুষের সুযোগ-সুবিধা এনে দেবার চেষ্টা করছে ও করবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্নক্ষেত্রে ইউ, বি, আই. কিভাবে আর্থিক সুযোগ পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছে ও করছে তা তিনি বর্ণনা করেন।

পুরুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারী, স্বামী প্রভানন্দজী ব্যাঙ্কের শাখাস্থাপনে মিশনের সহযোগিতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীকাথুমা পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নে ব্যাঙ্কের অপরিহার্য্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করে এই ব্যাপারে ইউ, বি, আইয়ের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে ঋণের ব্যাপারে কিন্তু আরও দরাজ হওয়া দরকার। কারণ দেখা যাচ্ছে, এ জেলায় ব্যাঙ্ক জমা হিসেবে যে অর্থ পাচ্ছে ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের লগ্নীর পরিমাণ সে তুলনায় নগণ্য।

সভাপতির ভাষণে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও বিদ্যাপীঠ স্থাপনের পুরাতন দিনগুলির স্মৃতিচারণা করে বলেন যে বহুদিনের একটি প্রয়োজন আজ মিটল ব্যাঙ্কের শাখাস্থাপনে। তিনি স্থানীয় জনসাধারণকে ও ব্যাঙ্ককর্তৃপক্ষকে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এই অঞ্চলের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ জানান।

ব্যাঙ্কের ডি, ডি, ও শ্রীশক্তিপদ বিশ্বাস এই শাখাস্থাপনের ব্যাপারে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। মিশনকে ও সমবেত অতিথিদের তিনি ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিচারাধীন পুকুর থেকে মাছ চুরি ; ৬ জন ধৃত আসল আসামীকে ধরা হয়নি।

পুরুলিয়া শহরের নডিহা মহল্লায় অবস্থিত পূর্ণিয়া বাঁধে মহকুমা শাসকের এ্যাটেচমেণ্ট আদেশ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ঐ মামলার অন্যতম বাদী শ্রীসুধীর ধীবর প্রায় ৩০ জন সঙ্গীসাথীসহ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আদালতের আদেশ অমান্য করে ঐ বাঁধ থেকে মাছ চুরি করেন।

গত ২৮-৯ ৭৫ তারিখের আদালতের আদেশ অনুযায়ী নিযুক্ত রিসিভার মহাশয় ঐ মামলার অপর পক্ষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধীবরের অভিযোগে ঐ বাঁধে যান এবং তাদের মাছ ধরতে দেখেন। তিনি আপত্তি করলে তারা ১৫ মণের মত মাছ নিয়ে পালায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুরুলিয়া থানায় এফ-আই আর করেন। মহকুমা শাসকের নিকটেও তিনি শ্রীসুধীর ধীবর ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেন। পূর্ণিয়া বাঁধ সংক্রান্ত মামলার অন্যতম পক্ষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধীবর ঐ দিন আদালতের আদেশ অমান্য করে মাছ ধরার অপরাধে শ্রীসুধীর ধীবর, তাঁর জামাতা শ্রীবনহরি ধীবর ও তাঁদের অন্য ২৯ জন সঙ্গীর নামে মহকুমা শাসকের এজলাসে অভিযোগ করেছেন।

মহকুমা শাসকের নিকট পুলিশ যে তদন্তের রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতেও শ্রীসুধীর ধীবর ও তাঁর সঙ্গীদের নামে একই অভিযোগ হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় দেশে জরুরী অবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও এই ধরণের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে। যাইহোক, পুলিস এ যাবৎ শ্রীসুধীর ধীবরের সহযোগী বলে বর্ণিত ৬ জন ধীবরকে গ্রেপ্তার করেছেন— কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় প্রধান আসামী শ্রীসুধীর ধীবর ও শ্রীবনহরি ধীবরকে ধরা হয়নি ব'লে বাদী পক্ষ অভিযোগ করেছেন।

পুরুলিয়া নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সংস্থার অধিবেশন

পুরুলিয়া নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার—রক্ষা সংস্থার আহ্বায়ক শ্রীসনৎকুমার সরকার ষোলজন (১৬ জন) সদস্যবিশিষ্ট সমিতির সভা গত ইংরাজী ২৭।৩।৭৭ তারিখে স্থানীয় ইউনিয়ন ক্লাব প্রাঙ্গণে আহ্বান করেন। ওই সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সংস্থার কার্য্য পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সভাপতি ; শক্তিপদ সাহানি, সহ-সভাপতি, অনিলকুমার বোস, সহ-সভাপতি ; সনৎকুমার সরকার, সাধারণ সম্পাদক, নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এই সভায় উপস্থিত আমন্ত্রিত স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দে এবং সংস্থার সদস্য শ্রীমহাদেব মুখার্জী পুরুলিয়া জেলায় নির্বাচনোত্তর আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করেন এবং কংগ্রেসী হামলাবাজদের ঘুসিক জোড়া (আঁকরো) শালিকাকুমারডি, কোনাপাড়া গ্রামগুলিতে সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনার প্রতি সংস্থার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এই সংস্থা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ওই সমস্ত অগণতান্ত্রিক কার্য্যাবলি বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর।

এই সভায় আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সারা পুরুলিয়া জেলায় এই সংস্থাকে সম্প্রসারিত করা হইবে। সদস্য হইবার প্রথম পর্য্যায়ে প্রত্যেককে প্রবেশ দক্ষিণা বাবদ ১৲ (এক টাকা) এবং বাৎসরিক ১৲ (এক টাকা) চাঁদা দিলে তিনি সদস্যরূপে বহাল থাকিবেন। জেলার সর্বস্তরের মানুষকে এই সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য সমিতিতে জানাইতে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এই সভায় আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, রাজনৈতিক কারণে এবং বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিগণকে অবিলম্বে যাহাতে মুক্তি দেওয়া হয় তাহার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে। স্থানীয় জনসাধারণ এই ব্যাপারে যাহাতে সংস্থাকে সঠিক তথ্যাদি সরবরাহ করেন তাহার জন্য এক আবেদন করা হয়।

এই সংস্থার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা :—

শ্রীসনৎকুমার সরকার
সাধারণ সম্পাদক, নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সংস্থা,
আমলাপাড়া, পুরুলিয়া। অথবা
শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

—•—

SAINIK SCHOOL PURULIA
TENDER NOTICE

Principal, Sainik School, Purulia invites sealed tenders from bonafide dealers for supplies/services as noted below for the year 1977-78 (July 77 to June 78) :

1. Fresh Vegetables
2. Fruits both citrus and non-citrus
3. Meat, Mutton and Kima and Chicken
4. Fresh Egg & Fish
5. Fresh Milk
6. Bread
7. Potato & Onion
8. Tailoring (15 May 77 to 39 Jun 78)
9. Linen Washing

Tender forms can be had from Principal, Sainik School, Purulia, on payment of Rs. 5/- in cash on any working day. The last date of submission of tenders is 2 May 77.

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | সোমবার, ১১ই এপ্রিল, ১৯৭৭ ২৮শে চৈত্র, ১৩৮৩ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

কোনো তুকতাকে হয় না বন্ধ—
কোনো তুকতাকে হয় না।
মানুষ না হ'লে—কোনো কাঠামোই
বাঞ্ছিত রূপে রয় না॥
• • •
সুন্দর সবই কাঠামো অচল
অমানুষদের হাতে।
সৎ মানুষের পরম স্পর্শে
মরা কাঠামোও মাতে॥

মারুতি, নাগরওয়ালা, বংশীলাল বিষয়ে তদন্ত হবে

কেন্দ্রীয় সরকার আরো বলেছেন—যার যা অভিযোগ আছে পাঠাও

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র শ্রীসঞ্জয় গান্ধী মারুতি মোটর কারখানা স্থাপনের জন্য, শাসন শক্তির সহায়তায়, অত্যন্ত বিসদৃশভাবে দরিদ্র গ্রামবাসীদের জমি নাম মাত্র মূল্যে কিনেছেন। মারুতির নামে বহু টাকা অন্যায়ভাবে সংগ্রহ ক'রে বহুজনকে বঞ্চিত ও প্রতারিত করেছেন। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল সঞ্জয় গান্ধীকে ঐ রকম অন্যায়ভাবে মারুতি কোম্পানী গড়ার কাজে নানা রকম অবাঞ্ছিত ভাবে সহায়তা দিয়েছেন। —এই সব গুরুতর অভিযোগ দীর্ঘকাল ধরে লোকসভায় ও সংবাদপত্রে উঠছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের বিষয়টি এতদিন ইন্দিরা সরকার আমলই দেননি।

নাগরওয়ালার ব্যাপারও গুরুতর। নাগরওয়ালার ব্যাপার সমূহ—দুর্নীতিমূলকভাবে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সংগ্রহ, তাঁর জেল ও মৃত্যুর এক রহস্যজনক ব্যাপারের সঙ্গে সঞ্জয় গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীর নাম জড়িত হয়ে বহু অভিযোগ বহুদিন থেকে উঠেছিল। কিন্তু সব চাপা পড়ে যায়। ১লা এপ্রিল লোকসভায় এ সব বিষয়ে তদন্তের জোর দাবী ওঠে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঘোষণা করেন—তাঁরা সম্যক তদন্তের ব্যবস্থা করবেন।

যার যা অভিযোগ আছে জানাতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বান

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং কর্তৃক মারুতি, নাগরওয়ালা প্রভৃতি ব্যাপারে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে, ১লা এপ্রিল, প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আরো বলেন যে, আগের সরকারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ এলে, সে সবের তদন্ত কেন্দ্রীয় সরকার করবেন।

এই জেলায় কংগ্রেসের কৃত অন্যায় সমূহের তদন্ত বিষয়ে

প্রধানমন্ত্রীর এই আশ্বাস-বাণী পাওয়ার পর, এই জেলার অনেকেই আমাদের কাছে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এই জেলাতে কংগ্রেসী শাসনে দীর্ঘকাল ধ'রে বহু রকম দুর্নীতি ও বেআইনী অত্যাচার অবিচার ঘটেছে। সে সবের মধ্যে গুরুতর বিষয়গুলির ঘটনা-সংগ্রহ ও তদন্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের সুযোগ লোকে অবশ্যই নিতে পারেন ; তবে একটা জেলায় স্বভাবতই লোকের বেশী অভিযোগ রাজ্য সরকারের তথা তার কর্মচারী ও অনুচরবর্গের বিরুদ্ধে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকলে, তার বিষয়ে ব্যাপক ও বিবিধ তদন্ত ক'রে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র বাতিল করতে পারেন। এই ধরণের অভিযোগ অবশ্য এক স্বতন্ত্র ধরণের অভিযোগ।

আমাদের দিক থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আমরা তুলতে পারি—সে সবের তদন্ত বা বিচার এখনই সম্ভব হবে না— যতক্ষণ না রাজ্য শাসনকে সরানো যাচ্ছে। তবে এখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কিত বিভাগ সমূহ বিষয়ে অভিযোগ থাকলে জানাতে পারি। যেমন ডাক ও তার বিভাগ, রেল বিভাগ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্গত ঐ সব ক্ষেত্রে এই জেলায় গুরুতর অভিযোগ সমূহ আছে—আমরা জানি। ঐ সব বিষয়ে যাঁদের কাছে সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে এবং তা যাঁরা জানাতে চান তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে—স্বরাষ্ট্র বিভাগে জানাতে পারেন। এই জেলার কয়েকটি সংস্থা এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করছেন।

ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী আগত : জন্ম শত-বার্ষিকী কমিটির আবেদন

১৯৭৬ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া সহরে বহুজনের উপস্থিতিতে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ সমবেত জনমণ্ডলীর সমর্থনে যে কমিটি গঠিত হয় তাহার সদস্যগণের নাম— শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (সভাপতি), শ্রীঅশোক চৌধুরী (সেক্রেটারী), শ্রীরামলাল সরাওগী (কোষাধ্যক্ষ)। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত, ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, বীররাঘব আচারিয়ার, শ্রীগোপাল মল, যুগল কিশোর সেনগুপ্ত, নেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অনিল কুমার গুপ্ত, অরুণ চন্দ্র ঘোষ। জন্মশতবর্ষ কমিটি গত বছরের অনুষ্ঠান হিসাবে যে কর্মতালিকা রেখেছিলেন তা এই :—

(১) ১২ই বৈশাখে তিন দিনব্যাপী জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান হবে। (এই অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়েছিল।)

(২) ঋষি নিবারণচন্দ্রের একটি বড়ো জীবনী রচিত হবে। এই জীবনী রচনার ভার দেওয়া হল—শ্রীঅশোক চৌধুরী ও শ্রীনেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। জীবনীর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করবেন স্থির হল—ঋষির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচিত্রভূষণ দাশগুপ্ত। এঁদের ওপর আরো ভার দেওয়া হল—ঋষির লেখা থেকে সংকলিত ক'রে একটি বই এবং ঋষির সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা সংগৃহীত ক'রে একটি বই লেখা। ঐগুলি ছাপানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। (নানা কারণে এই কাজগুলি এখনো অগ্রসর হয়নি)।

(৩) ঐ গ্রন্থগুলি রচিত হলে সহরে একটি বড়ো অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী এবং গ্রামাঞ্চলে দিকে দিকে ভাব প্রচারে অভিযান উদ্যাপিত হবে।

(৪) স্থির হয় যে, কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে—কাঁসাই ব্রীজের নাম—নিবারণ সেতু করা।

গত বৎসর ১২ই বৈশাখ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিন দিনের কর্মসূচি উদ্যাপিত হলেও, বাকি কর্মতালিকা উদ্যাপিত হয়নি। এবারে কয়েকদিন পূর্ব্বে শতবার্ষিকী কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে, আগামী ১২ই বৈশাখ দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হবে এবং বাকি কর্মতালিকা অনুষ্ঠিত হবে প্রস্তাবিত বইগুলি প্রকাশিত হলে। ঐ কমিটি ঋষির জন্ম শতবার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপনের জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারতীয় সংবাদ

কংগ্রেসের সংবিধান সংশোধনে জনতা পার্টি

ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে পার্লামেন্ট বেআইনী ভাবে সংবিধান সংশোধন করেছিল। ৪২তম সংশোধন। যার বলে আইন সভাগুলির মেয়াদ ১ বছর বাড়ানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতির বিষয়ে বৈষম্যমূলক সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। জনতা পার্টির সরকার নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন —ঐ সংশোধনী বিধান বাতিল করবেন। সেই উদ্দেশ্যে ভারতের আইন মন্ত্রী শ্রীশান্তিভূষণ পার্লামেন্টে এক বিল উত্থাপন করেছেন- ৪৩তম সংশোধনী বিল - ৪২ এর সংশোধন।

জনতা পার্টির ঐ বিলের বিরোধীতায় কংগ্রেস

কংগ্রেস লোকসভা ও রাজ্য সভায় ও বিধান সভাগুলিতে এই বিলের বিরোধীতা করবে। লোকসভায় ঐ বিল পাশ হবে কিন্তু রাজ্যসভায় ও অধিকাংশ বিধানসভায় ঐ বিল পাশ না হবারই সম্ভাবনা। অথচ এই দুই স্তরে বিরোধ ঘটলে ঐ বিল আইনের শক্তি পাবে না। দেখা যাক জনতা পার্টি এই সংকট কীভাবে উত্তীর্ণ হন।

গুজরাট বিধানসভা ও মন্ত্রীসভা আজ জনতা পার্টির হাতে

গুজরাটে কংগ্রেস মন্ত্রী সভার পিছনে সমর্থন কমে যাওয়ায়, তার পতন ঘটল। এই সুযোগে মন্ত্রীসভা কায়েম করলেন – জনতা পার্টি।

কংগ্রেসে ওলট পালট

(১) কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবরুয়া নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীবংশীলালকে পদত্যাগ করতে (২) শ্রীবরুয়া বিহার কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শ্রীসীতারাম কেশরীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। (৩) মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচবনকে সরিয়ে নতুন মুখ্যমন্ত্রী করা হোল। ইনি অন্য চাবন। (৪) ভারতের ভূতপূর্ব আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন। (৫) ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন।

কংগ্রেস ভাঙনের মুখে

(১) কংগ্রেসের এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ কী—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে জোর ভাগাভাগী আরম্ভ হয়েছে। একে অপরকে দোষী করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। (২) ইন্দিরাজীর অনুরোধে কংগ্রেসের নেতারা মিলিত হয়ে তাঁর অনুরোধে স্থির করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা সবাই পদত্যাগ করবেন—নতুন সভাপতি নিয়োগ করা হবে। (৩) পরে শ্রীবরুয়া এবং আরো অনেকে ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেন। বলেন যে এখন পদত্যাগ করা হবে না। ১২ই তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা হবে এবং সেই আলোচনার ভিত্তিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ডাকা হবে। সেই বৈঠকে কর্মধারা স্থির হবে। (৪) পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন তা নিয়ে কংগ্রেসে বিশেষ আলোড়ন চলেছে। দলের একটা বড় অংশ শ্রীবরুয়ার বিরোধী। দলের আর একটা বড় অংশ চান না যে ইন্দিরাজী সভাপতি হোন। অন্য নেতাদের নাম উঠছে। তাতেও পারস্পরিক বিরোধ হচ্ছে। শেষে হয়তো শ্রীচাবনকে সভাপতি করে আপোষ রফা হতে পারে।

লোকসেবক সংঘের কর্ম্মীরা আজও মিসা থেকে ছাড়া পাননি

লোকসেবক সংঘের সচিব জানাচ্ছেন যে এ বিষয়ে আমাদের বিবৃতি আগেও মুক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। লোকসেবক সংঘের কর্মী, বরাবাজার থানার পলমা গ্রাম নিবাসী শ্রীরজনী মাহাত ও শ্রীহেম মাহাত স্থানীয় দারোগা বাবুর চক্রান্তে মিসায় আটক হন- জরুরী আইন জারী হবার কিছু দিন পরই। ভারত সরকার মিসায় ধৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত করার পর—অবিলম্বে রাজ্য সরকারের উচিত ছিল—এঁদের ছেড়ে দেওয়া।

এঁদের নামে হিংসাত্মক কাজের কোনো প্রমাণ সাব্যস্ত করতে দারোগা বাবু বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পারেন নি। এসব ব্যাপারের রহস্য পরে তদন্তে সব প্রকাশিত হবে। ভারত সরকার বলেছেন—যাদের ছাড়তে ভারত সরকার নির্দ্দেশ দিচ্ছেন - তাঁদের অনেককে ছাড়তে রাজ্য সরকার গুলি বিলম্ব করছেন। সেজন্য ভারত সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে এ বিষয়ে আবার জরুরী তলব দিচ্ছেন।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এখন এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে চেষ্টা করা দরকার—যাতে আটক ব্যক্তিরা অবিলম্বে ছাড়া পান। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কী চেষ্টা করছেন – আজ বহু লোকের জিজ্ঞাসা।

পরীক্ষার নামে অবাধ চুরি আজও চলছে

মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সাতজন শিক্ষক মুক্তি সম্পাদকের কাছে নিম্নলিখিত এক তথ্য দিয়েছেন। তাঁরা এখনই তাঁদের নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন। তবে এই ঘটনা কেউ অসত্য বলে দাবী করলে এবং তদন্ত হলে তাঁরা অনেকেই সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। তথ্যটি এই। পুরুলিয়া সহরে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য তিনটি স্কুলে সেন্টার হয় - ভিক্টোরিয়া স্কুল, জেলা স্কুল ও রাজস্থান বিদ্যাপীঠ। এ বৎসর অন্যবারের মত স্কুলের বাইরে ছাত্রদের সাহায্যকারীদের ভীড় দেখা যায়নি। প্রথম দুটি সেন্টারে হলের ভেতরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। কিন্তু রাজস্থান বিদ্যাপীঠে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ছাত্রেরা ঢালাওভাবে চুরির সুযোগ পেয়েছে। পরিদর্শকেরা বাধা দিতে চেষ্টা করলে, কিছু ছাত্র জোরের সঙ্গে বলে ওঠে যে, এই সেন্টার পাবার জন্য টাকা খরচ করেছি—তার সুযোগ আমরা নোব না? পরিদর্শকেরা প্রধান শিক্ষকের কাছে আপত্তি জানান। কিন্তু কোন রকম ব্যবস্থা নিতে তাঁর আগ্রহ দেখা যায়নি। অন্য স্কুলের শিক্ষকদেরও হলে গিয়ে, নিজ স্কুলের ছাত্রদের সহায়তা দিতে দেখা গেছে। অভিযোগকারী শিক্ষকেরা এই অবাঞ্ছিত ধারার অবসান চান।

সারা জেলায় আজ নিদারুণ জলকষ্ট : সরকার নীরব

এ বছরে এই জেলায় নিদারুণ খরার জন্য অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। মাঝে একটু আধটু বৃষ্টি হ'য়ে, কিছু জায়গার সাময়িক সুবিধে হয়েছে কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গা যে কষ্টে ছিল— সেই কষ্টেই রয়েছে।

ভোটে ছড়াবার জন্য বিশাল পরিমাণ গম এই জেলার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। কিছুদিন থেকে অজস্র গম আসছিল। এখনো আসছে। ভোটে জনতা হাওয়ার মুখে, বিহ্বল হয়ে প'ড়ে কংগ্রেস ঐ গম নিয়ে এবারের ভোটে তেমন সুবিধে করতে পারেননি। বহু গম জমা হয়ে রয়েছে। অবিলম্বে ঐ গম দিয়ে জলকষ্ট ও খাদ্যকষ্ট দূর করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্রুত উদ্যোগী হওয়া দরকার।

জেলায় চুরি ডাকাতির হিড়িক

চারিদিক থেকে সংবাদ, দিকে দিকে চুরি, ডাকাতি রাহাজানী চলেছে। এই অর্থকষ্টের সময়ে শাসনযন্ত্র নীরব থাকলে, এসব ব্যাপার বেড়ে যায়! শাসন কর্তৃপক্ষ এই সময়ে সক্রিয় হোন। এই অবস্থার মোকাবিলায় তাঁরা কী করছেন – আমাদের সংবাদপত্রে বক্তব্য প্রকাশিত ক'রে জেলাকে আশ্বস্ত করুন।

মুক্তি

১১ই এপ্রিল, ১৯৭৭, সোমবার

জনতা পার্টির প্রতি একটি জরুরী নিবেদন

বিগত নির্বাচনী সংগ্রামে সারা ভারতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেকগুলি দল মিলিতভাবে কাজ করেছেন সত্য। তবে মূলতঃ জনতা পার্টির হাতেই আজ দেশের কেন্দ্রীয় শক্তি ন্যস্ত হয়েছে। লোক সভায় এই দলের সদস্য সংখ্যা প্রত্যেক দলের চেয়ে অনেক বেশী। এবং ভারতের রাজনীতিতে এই পার্টি আজ যেভাবে শক্তিসংহত করেছেন এবং এই পার্টির প্রতি দেশের জনমনে যে দারুণ হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে—তাতে সঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে, ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই আবার বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টিই প্রাধান্য কায়েম করবেন এবং অন্যান্য রাজ্যে অপর শরিকদল সহ জনতা পার্টিরা যে জয়লাভ করবেন—তার মূল নেতৃত্বও প্রায় সর্ব্বত্র জনতা পার্টিরই থাকবে।

সুতরাং আজ বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের কোটি কোটি মানুষের শাসন জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের ভার এই জনতা পার্টির ওপর এসে পড়েছে। সে জন্য আমরাও আজ এই পার্টিকে কতকগুলি বিশেষ চিন্তাযোগ্য বিষয় গভীরভাবে ভেবে দেখতে বলতে চাই।

শাসন ভার হাতে নেবার আগে এই জনতা পার্টি জাতির কাছে অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং শাসনভার হাতে নিয়ে এই পার্টির প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই জাতির উদ্দেশ্যে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ে গভীর আশ্বাস বাণী দিয়েছেন। রাজঘাটে জাতির জনকের নামে শপথও নিয়েছেন।

এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে—জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নের ব্যবস্থা করা—তার পরিকল্পনা, তার রূপায়ণ প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি। দুই হচ্ছে—দেশে বর্তমানে বহুবিধ বিষয়ে যে সব বৈষম্য রয়েছে,—অবিচারমূলক ব্যবস্থা রয়েছে—তার জন্য বহু প্রকারের যে সব দুর্নীতি, গোষ্ঠী বিরোধ প্রভৃতি রয়েছে—সে সবের নির্ণয় করা এবং তার প্রতিবিধান করার প্রতিশ্রুতি। এই সব দুর্নীতি, অবিচার প্রভৃতি আবার সরকারী ও বে-সরকারী দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। দু' রকম ব্যবস্থা ধারায় সেগুলির সমাধান করতে হবে।

৩০ বছরের কংগ্রেসী কুশাসনের অবসান কামনায়,—সুশাসনের আশায়, কোটি কোটি মানুষ জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছেন। ভোট দেবার সময় এই বিশ্বাস করেছেন যে, শাসনের নামে জনতাকে প্রবঞ্চিত করার যে স্থায়ী কর্মধারা কংগ্রেস অনুসরণ করে গেছেন—এই নতুন সরকার—তা' কখনই করবেন না। সুতরাং জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীক এই নতুন সরকারকে আজ নতুন অর্থাৎ কংগ্রেসের বিপরীত কর্ম্মধারা অনুসরণ ক'রে চলতে হবে। এই নতুন কর্ম্মধারা বলতে আমরা কী মনে করছি তাই বলি।

কংগ্রেস আমলে যে কর্মধারা দেখেছি প্রথমে তার কথা বলে নিই। কংগ্রেস যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—উন্নয়নের,—বৈষম্য নিবারণের—দুর্নীতি দমনের, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার—এই সব প্রতিশ্রুতির যখন কংগ্রেস কোনো কিছু পালন করতেন না—বরং ঐ সব বিষয়ে আরো বেশী অত্যাচার, অবিচার তাঁরা করতেন—তখন জনসাধারণ আমরা কংগ্রেসকে বলতাম—তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করছ না কেন? তুমি আরো বেশী অত্যাচার অবিচার করছ কেন? এই আর্ত আবেদন কংগ্রেসের সব স্তরকেই আমরা জানাতাম।

তখন কংগ্রেস থেকে কখনো কোনো দিন একজনও কেউ কোনো সাড়া বা উত্তর দিতেন না। কংগ্রেসের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নীরব থাকতেন। তাঁদের মৌন বক্তব্য ছিল যে, এ সবের উত্তর উর্দ্ধতন নেতারা দেবেন। আর উর্দ্ধতন নেতারাও সম্পূর্ণ নীরব থাকতেন; তাঁদের নীরবতার ভেতর দিয়ে তাঁরা এই কথাই জানাতে চাইতেন যে, বিরাট দেশের কোথায় কী হচ্ছে তা আমরা অত খবর রাখি কী করে? আর আমাদের এত কাজের ভীড়ের মধ্যে তোমাদের এত সব খুচরো কথা শোনার সময়ই বা আমাদের কোথায়? এই ভাবে তাঁরা প্রতারণা করতেন।

তাহলে নির্বাচন প্রাক্কালে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কী দশা হবে? সুশাসনের দায়িত্ব নিয়ে স্বৈরাচার করলে, তার প্রতিকার বিষয়ে বোঝাপড়া কী ক'রে হবে? কংগ্রেস সরকারের জীবনে জনগণের প্রতি এই উপেক্ষা, এই প্রতারণা, এই ঔদাসীন্য ছিল ব'লেই তাকে শোচনীয় আঘাত পেয়ে সরে যেতে হল। আজ দেশের জীবনের এই অভিজ্ঞতার পটভূমিকায়, জনতা পার্টিকে জাতির প্রতি আশ্বাস দিতে হবে যে, জনতার সঙ্গে জনতা পার্টির বোঝাপড়া কী করে চলবে।

জনতা পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকেই আজ স্থির করতে হবে—জনগণের বক্তব্য বিষয়ে তাঁরা কিভাবে যোগাযোগ রাখবেন—আর তার প্রতিবিধান ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে, কী রকম কার্য্যধারা তাঁরা গ্রহণ করবেন। এই বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার তাঁরা মালিক হলেও, এ বিষয়ে আমরা মনে করি যে, জনতা পার্টির জেলা কমিটিগুলিরও এ বিষয়ে এক গভীর দায়িত্ব রয়েছে—এবং মস্ত বড় ভূমিকা নেবার রয়েছে। তা' না হলে দলের দেওয়া প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে জনগণের সঙ্গে ঐ দলের যোগসূত্র কে হবে?

জনগণের অভাব অভিযোগ শোনবার, তার জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নয়নের ব্যবস্থা কী হচ্ছে তা জনগণকে জানাবার—অথবা শাসনের বা উন্নয়নের কাজকর্ম ঠিকমতো না হলে, সে বিষয়ে জনগণের জিজ্ঞাসা থাকলে, অভিযোগ থাকলে, তাতে পার্টি ও সরকারের পক্ষ থেকে কৈফিয়ৎ দেবার মূল দায়িত্ব পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর থাকলেও, এ বিষয়ে পার্টির জেলা শাখারও সাক্ষাৎ দায়িত্ব রয়েছে।

আজ ভারতের যে কোনো জেলায় পার্টি হিসাবে জনতা পার্টি সুগঠিতই হোক, আর দুর্বলই হোক,—সারা ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে, প্রতি জেলায় আজ জনতা পার্টির রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী হয়ে দেখা দিয়েছে। জনতা পার্টির জেলা কমিটিগুলিকে তা আজ উপলব্ধি করতে হবে এবং এই দৃষ্টিতে যা যা করণীয় অবিলম্বে তাকে তা' করতে হবে।

কংগ্রেসী শাসনে একটা জেলায় যে সমস্ত গুরুতর অবিচার হয়ে আছে—সেই জেলায় এখনই যে সমস্ত অবস্থা দ্রুত হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় ব্যগ্র হয়ে রয়েছে—সেই জেলায় নিগৃহীত জনগণের জন্য দ্রুত যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করার আশু প্রয়োজন অপরিহার্য্য হয়ে দেখা দিয়েছে—জেলার জনতা পার্টিকে তা সমস্ত জানবার জন্য—সে বিষয়ে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য, এখনি দ্রুতবেগে কাজ হাতে নিতে হবে—দ্রুতবেগে এখনই সক্রিয় হতে হবে।

এ জন্য জনতা পার্টির সামনে যে যে কাজ করার আছে তা হচ্ছে—(ক) সারা জেলায় জনগণের মধ্যে কর্মরত বিভিন্ন দলকে এই আহ্বান জানানো যে, জেলার বিষয়ে যোগাযোগ করতে যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁরা এগিয়ে আসুন এবং নিজ নিজ বক্তব্য রাখুন।

(খ) নিজেরা যে ভাবে ভাল মনে করবেন সেই ভাবে একটা সাব কমিটি গঠন করে—বিভিন্ন প্রস্তাব, অভিযোগ সমূহকে শ্রেণী বদ্ধ করার কর্মধারা গ্রহণ করা।

(গ) ঐ সব বিষয়গুলি নিয়ে জনতা পার্টির রাজ্য শাখার সঙ্গে এবং সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

এখানে এই জেলার জনতা পার্টির প্রতি আমাদের বিনীত পরামর্শ এই যে, তাঁরা আজ জনগণকে এই আশ্বাস দিন যে—

(ক) তারা জনগণের অভাব অভিযোগ শুনবেন—তার জন্য বৈঠকাদি হলে তাতে পার্টির পক্ষে উত্তর তাঁরা দেবেন। সংবাদ পত্রে তাঁদের অভিমত চেয়ে আলোচনা বা প্রস্তাব রাখলে, সংবাদপত্র মারফত তার উত্তর দেবেন।

(খ) কেবল দলীয় ব্যক্তিদের সহায়তার ওপর ভরসা করেই নয়—দলের বাইরেও যাঁরা জনসেবী, যাঁরা বিশ্বাসভাজন—যাঁরা কাজের সহায়ক, তাঁদের সকলের সহযোগিতা আহ্বান করে, জেলার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম গ'ড়ে তুলবেন।

এই সব কথাগুলি নিতান্ত বন্ধুভাবেই বলেছি। যদি এই সব কথাগুলির মধ্যে কোনো কিছুর বিষয়ে কেউ যদি আলোচনা চান—তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

জনতা পার্টিকে উপলক্ষ্য করে ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনতা এবং দেশের বহু দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচনী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। এই সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল—নিগৃহীত বিপন্ন দেশকে আবার গ'ড়ে তোলা। সেই গড়বার কাজের কেন্দ্র স্বরূপ যদিও আমাদের সামনে জনতা পার্টি রয়েছেন—তবু নতুন ভারত গড়বার কাজ আজ আমাদেরও সকলের। সকলের সহযোগিতার প্রসারিত হস্ত জনতা পার্টি গ্রহণ করে নেবেন—বিজয়ী জনতা পার্টির কাছ থেকে আমরা সেই উদারতা ও মহানতাই আজ গভীর ভাবে আশা করছি।

চাষী আজ কীভাবে শোষিত হচ্ছে (ধান)

আমি দুটি প্রবন্ধে ধান বিষয়ে এবং লাক্ষা (লা) বিষয়ে এখন আলোচনা করছি। ধান ও লাক্ষার দর নির্ধারণ ও কেনার পদ্ধতি যা করা হয়েছে—তার দ্বারা চাষীরা কী সাংঘাতিক ভাবে শোষিত হচ্ছেন—তাই দেখুন।

রাজ্য সরকার এবারেও ধার্য্য করেছিলেন চাষীর কাছ থেকে কেনার জন্য বা লেভীর জন্য ধানের দর—৭৭৲ কুইন্টল। শুখ্‌তির জন্য ছাড় দেওয়ার রীতি আছে—তাতে চাষী পায় ৭৫৲। রাজ্য সরকার যখন এই দর ধার্য্য করেন, সেই সময় রাজ্য সরকারের জনৈক বড় কৃষিকর্ত্তা রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—ধানের দর কুইন্টল প্রতি ১০০৲ একশত টাকা করতে। তাঁর যুক্তি এই ছিল যে, চাষীর খরচ যা পড়েছে সেই দৃষ্টিতে ১০০৲ না করলে চাষী বঞ্চিত হবে; তার ওপর অবিচার হবে। ঐ কৃষিকর্ত্তা ভয়ে ভয়ে ঐ কথা বলেছিলেন। ধান চাষের বর্ত্তমান যা খরচ তা ধ'রলে এবং চাষীর জীবনধারণের জন্য নিতান্ত সামান্য আয়ের দিকটা ধরলে, ন্যায়সঙ্গত ভাবেই দর হয় আরো বেশী। এখন তার হিসাব দিচ্ছি না। ঐ কৃষিকর্তার বক্তব্য নস্যাৎ ক'রে রাজ্য সরকার ধানের দর রাখলেন মাত্র ৭৭৲ (অর্থাৎ ৭৫৲)।

এই নিয়ন্ত্রণ শুধু চাষীরই জন্যে। অন্যের জন্য নয়। মিলওয়ালাদের সম্পর্কে ব্যাপার দেখুন। তার জন্য কেনার দর ধার্য্য নেই—বেচবার দরও ধার্য্য নেই। যা খুশী দরে,—যত ইচ্ছে ধান তাঁরা কিনতে পারেন—নিয়ন্ত্রণ নেই। শাসনকারী দলের দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থেই ওটা একটা চোরাই পথের সুড়ঙ্গ রূপে করা হয়েছে—যা অন্যবারেও হয়।

রাজ্য সরকার একটা লোক দেখানো এই বিধান রেখেছেন যে, মিলের সংগ্রহ থেকে সরকারকে শতকরা ৫০ ভাগ দিতে হবে—সরকারের ধার্য্য করা দরে। খোলা বাজারে যে দরেই ধান চাল তাঁরা কিনুন—সরকারকে শতকরা ৫০ ভাগ দিতে হবে। তার চালের দর হবে—১২৬৲ কুইন্টল। মিল মালিকেরা খোলা বাজারে এখন ১০০৲ টাকা—১১০৲ কুইন্টল দরে ধান কিনছেন। চালের দর পড়ে যাচ্ছে—১৭০৲।১৭৫৲ টাকা কুইন্টল। সরকারকে দিচ্ছেন—১২৬৲ কুইন্টল চাল। বলুন তাহলে কী ক'রে লাভ করেন মিলওয়ালারা? শুভঙ্করের এই ফাঁকির উত্তর দিন দিকিনি।

"গাই বাছুরে ভাব থাকলে বনেও দুধ দেয়।" সরকার ও তার কর্মচারীদের সঙ্গে মিল-মালিকেরা হরিহর আত্মা। যত খরিদ হচ্ছে—তার কতটায় যে শতকরা পঞ্চাশ হয়—কারো পিতৃ পিতামহের বোঝার সাধ্য নেই। আর আপনারা ভাবছেন—সিদ্ধার্থ বাবুর সৎ সরকার মিলের আমদানীর যথাযথ চেক্ রেখে যাচ্ছেন!!

তারপর বিক্রির দিক। বহু কষ্টের পর চাষীর খামারে ধান যখন ওঠে—সমগ্র সরকারী যন্ত্র হৈ হৈ ক'রে ওঠে যে, খাদ্যের মত জিনিষ—তা নিয়ে চাষী যেন মুনাফা না করতে পায়। জোর নিয়ন্ত্রণ করো। চাষীর জন্য জোর নিয়ন্ত্রণ তাঁরা করেন কিন্তু সরকারের আপন ঘরের গোষ্ঠী ঐ মিল মালিকদের আর ডি. পি এজেন্টদের অবাধ ক্ষমতা দেন যে, তোমরা যে দরে হোক খরিদ ও বিক্রি ক'রে, নিজেরা অবাধ মুনাফা অর্জ্জন করো। আমাদেরও ভাগ দাও। এই হচ্ছে—সরকারী নিয়ন্ত্রণের আসল রূপ—এই হচ্ছে সরকারী ন্যায় বিচার। কংগ্রেস শাসিত এই রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণের নামে চাষীদের অবাধ লুঠ ক'রে, চোরাই ব্যবসায়ীদের উপহার এনে দিচ্ছেন। আর সরকারও চালের কারবারে অতি মুনাফা লুঠছেন।

ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স পারমিট প্রভৃতিও দেওয়া আছে—জেলার বাইরে ধান চাল বিক্রি করার জন্য—চালান দেবার জন্য। সহর, বাজার, চেক পোষ্টে—সর্ব্বত্র বন্দোবস্ত আছে। এক পারমিটে দশ ট্রাক মাল চলে যাচ্ছে—যাতে ওদিকের শতকরা ৫০ এর হিসাব ঠিক থাকে। আর এই সব কলা কৌশলে যাতে কংগ্রেসের গাড়ীর চাকাও অবাধে চলে। এত কলা কৌশলেও কিছু হোল না। আসল গ্রহটা জালে ধরা পড়ে গেছে—এখন উপগ্রহগুলো অর্থাৎ রাজ্য মন্ত্রীসভাগুলো জালে পড়বার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা জালে না পড়লে, কোনো কিছুর সুবিচার প্রার্থনা অরণ্যে রোদনই আজ হবে।

এখন আমাদের ঐ সব চক্রান্তের ধারাগুলোর ব্যাপার বুঝতে হবে এবং নতুন ব্যবস্থা গড়ার সুযোগের দিনে, চাষীর এবং ক্রেতার—উভয়ের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে ধানের ক্রয়, বিক্রয়, মজুত কর্ম্মধারা কী ভাবে গ'ড়ে তুললে সকলের জন্য কল্যাণকর হয় তা' এখন থেকেই ভেবে দেখতে হবে।

চাষী আজ কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছে (লাক্ষা)

সামনে বৈশাখী 'লা' কেনার সময় আসছে। অত্যন্ত দরিদ্র এই জেলার চাষীর আজও সামান্য ভরসা 'লা'। কিন্তু চাষীর লাক্ষার বাজারকে নষ্ট করার জন্য নিয়ন্ত্রণের নামে সরকারী অপকৌশল সত্যই বিস্ময়জনক। চাষীকে শোষণ করার পাশাপাশি, আর এক সরকারী অপকৌশল চালানো হয়েছে—দেশের লাক্ষা রপ্তানী কারকদের অবাধ মুনাফার সুযোগ দিতে। যে তথ্যাদি আমরা পেয়েছি—তা' এখানে রাখছি। এ বিষয়ে যাঁরা আরো ভালভাবে ওয়াকিবহাল, তাঁরা আমাদের তথ্যাদি দিলে বিশেষ সুখী হবো।

ঠিক হয়েছে—ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন লা খরিদ করবেন—৩=২৫ পয়সায় ১ কেজি (ষ্টীক ল্যাক)। নিয়োজিত সরকারী এজেন্টরা চাষীর কাছে কিনে বিক্রি করবেন সরকারকে ঐ দামে। কিন্তু চাষীর কাছ থেকে কেনার জন্য কোনো নির্দ্ধারিত দাম নেই। খরিদ ব্যবস্থার কাজে এজেন্টদের গভিমসি ও গরজের ফলে বাজার দর কমে যাচ্ছে। চাষীরা কম দরে বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

এখন চাষীরা বাজারে দর পাচ্ছেন—ঐ লা ১৲০—১৲৫০ কেজি। ইনসপেকটার সব আছেন। তাঁরা সব চোখ বন্ধ ক'রে আছেন। চাষীর জন্য দর বাড়াবার দিকে তাঁদের চেষ্টা নেই। কারণ সরকার চান—চাষী বঞ্চিত হোক—এজেন্টরা অতি মুনাফার সুযোগ পান। এজেন্টরা ১ কুইন্টল কিনতে চাষীকে দিচ্ছেন—১২৫৲ থেকে ১৫০৲। আর বিক্রি ক'রে সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন—৩২৫৲ এক কুইন্টলে। ১ কুইন্টলেই ১৭৫৲ থেকে ২০০৲ লাভ। এঁরা এক একজন হাজার হাজার কুইন্টলের কারবার করছেন। ইন্দিরাজীর চেলা সিদ্ধার্থ শঙ্করের সমাজবাদী গণতন্ত্রে কী রকম সম-বণ্টন হচ্ছে দেখুন।

আমার এই লেখা প'ড়ে দু চারজন পাঠকের মনে হতে পারে—তিনিই বা কেন এজেন্ট হবেন না। এজেন্ট হওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। এজেন্ট হ'তে গেলে বিশেষ ভাগ্যবান এবং সবিশেষ কৃতি হতে হবে—না হলে ঐ সুড়ঙ্গ পথে ঢোকাই যাবে না।

লাক্ষা রাজত্বে লুঠের এই তো প্রথম পর্য্যায়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কথা এখন বলি। 'ষ্টীক ল্যাক' খরিদকারীদের তারপর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়—আপনি অমুক অমুক ফ্যাক্টরীওয়ালাকে—ঐ 'লা' দিয়ে দিন—'সীড ল্যাক' করার জন্য। ঐ ভাগ্যবানেরা আবার প্রসেসিংএর খাতে একটা বড় রকম মুনাফা খাবার বাজার চালাচ্ছেন।

তারপর ঐ লাক্ষা চালান গেল কলকাতায়—জাহাজে পাঠাবার জন্য। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিদেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে না—কলকাতায় তা জমা হচ্ছে। কী ব্যাপার—কী বন্দোবস্ত আছে আমাদের তা বোঝা ধারণার অতীত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকার বিক্রি করতে পারছেন না কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ীরা বিদেশে অবাধে অঢেল লা রপ্তানী করছেন। তাঁরা কী ভাবে তা করছেন—তা শুনুন।

সরকারী ব্যবস্থা ধারা এই স্থির হয়েছে যে, বিদেশে রপ্তানী কারকরাও খোলাবাজারে ইচ্ছামত ভাবে, যে দরে হোক, মাল খরিদ করতে পারবেন। তবে তাঁরা যত পরিমাণ লা বিদেশে রপ্তানী করবেন—তার ৭৫ ভাগ সরকারী ষ্টক থেকে মাল কিনে যে দরে হোক বিদেশে বিক্রি করবেন। এবং

নিজেদের সংগৃহীত ৩৫ ভাগ লা তাঁরা যে দরে হোক বিদেশে বিক্রি করতে পারবেন।

একটা দেশের দরিদ্র চাষী বহু কষ্ট ক'রে লা উৎপাদন করছেন—তাদের তৈরী এই জাতীয় সম্পদের ভেতর দিয়ে চাষী আদৌ কোনো উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন না—খুবই বঞ্চিত হচ্ছেন। এ দিকে সরকার, এজেন্ট, ফ্যাক্টরীওয়ালা, রপ্তানীকারক—বিভিন্ন জনে নিজের নিজের মুনাফার শেয়ার মুঠো মুঠো তুলে নিচ্ছেন। এই লুঠের সমস্ত কাঠামো তৈরীর পাণ্ডা হচ্ছেন সরকার।

যাঁরা ভেতরের খবর রাখেন তাঁরা বলছেন—এ দেশের খুব বড়ো দু চার জন রপ্তানীকারককে সামনে খাড়া রেখে বিদেশের ব্যবসায়ীরা সরাসরি এ দেশ থেকে মাল কিনছেন—চাষীকে বঞ্চিত ক'রে। তাঁরা বর্ত্তমান ব্যবস্থাটা পছন্দ করছেন। কারণ শতকরা ৬৫ ভাগ সরকারী মাল নেওয়ার বিধানটা কিছুই নয়। এর মধ্যে আসল জিনিষটা হচ্ছে—নিয়ন্ত্রণের নামে বিভিন্ন বেসরকারী শ্রেণীকে অবাধ লুঠের সুযোগ দেওয়া। সেটা এই ব্যবস্থা ধারাতে ভালভাবেই চলছে।

এত বড় জাতীয় সম্পদ নিয়ে—বিদেশের বাজারে এমন একটা চাহিদার জিনিষ নিয়ে, নিয়ন্ত্রণের নামে খেলা চলেছে। আর এই সম্পদ সৃষ্টির কারণ যে চাষী—সে নিতান্ত অসহায়ের মত বঞ্চিত, শোষিত আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রতিবিধানের পথ ভালভাবে ভাবতে হবে।

স্থানীয় সংবাদ

পুঞ্চা থানার গুরুতর পরিস্থিতি বিষয়ে জনদাবী

বিগত ৩-৪-৭৭ তারিখে পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রামে লোকসেবক সংঘের কর্মীদের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে বিভিন্ন অঞ্চলের ৩০ জন বিশিষ্ট কর্মী যোগদান করেন। বৈঠকে শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর মাহাতর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কালিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে ভুতাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর মাহাত সভাপতি হন। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল পুঞ্চা থানার খরা পরিস্থিতি।

বৈঠকে আলোচনার পর যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তা এই।

(১) এখানে দারুণ জলাভাব, খয়রাতি সাহায্য, খাদ্যাভাব দূরীকরণ, প্রতি অঞ্চলে রিলিফের কাজ ব্যাপকভাবে সকল সময়-এর জন্য চালু রাখিতে হইবে। যাহাতে সাধারণ শ্রমিক কাজের সুযোগ সুবিধা পায়।

(২) ব্যাপকভাবে খরা পীড়িত চাষীদিগকে কৃষি ঋণ, বীজ ধান দিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ব্যক্তিদের শিল্প ঋণও দিতে হইবে। বর্ত্তমান খরা পরিস্থিতিতে খাজনা মুকুব করা এবং ঋণ আদায় বন্ধ করা হউক।

(৩) জলাভাব দূর করার জন্য অতি সত্বর নূতন কূপের খনন কার্য্য আরম্ভ করা, এবং পুরাতন কূপগুলি সংস্কার করা হউক। সত্বই পানীয় জলের জন্য কিছু কাঁচা কূয়া একান্ত প্রয়োজন।

(৪) পুরুলিয়া জেলার মাটী অনুর্ব্বর কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য উর্ব্বর জেলার মত এই জেলার কৃষি ফলন সম পরিমাণ নির্ধারণ করা ঠিক নহে। কাজেই পৃথকভাবে পুরুলিয়া জেলার লেভী, খাজনা, জমির সিলিং যাহাতে নির্ধারণ হয়—তাহার জন্য উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্বীকৃত পদ্ধতি লঙ্ঘন করে বাইরে থেকে লোক নিয়োগের চেষ্টায় ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

পুরুলিয়ার ষ্টেট ব্যাঙ্ক স্থানীয় কর্ম্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক নিয়োগকেন্দ্রে (রিজিওনাল রিক্রুটমেন্ট সেন্টারে) পরিণত হয়। ব্যাঙ্কের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ পূরণ করার কথা। কিন্তু এই স্বীকৃত পদ্ধতি লঙ্ঘন করে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ইতিপূর্বে জরুরী অবস্থার সুযোগে এই অঞ্চলের বাইরে থেকে দুজন প্রার্থীকে নিয়োগ করেন। ষ্টেট ব্যাঙ্কের স্থানীয় কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিবাদ তাঁরা গ্রাহ্য করেন নাই। সম্প্রতি বাইরে থেকে আরও দুজন প্রার্থী কাজে যোগ দিতে এসেছেন। জরুরী অবস্থা উঠে যাওয়ায় কর্মচারীরা এই পদ্ধতিবিরোধী নিয়োগের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন এবং ১৯৭৪ সালে যে সব স্থানীয় প্রার্থীরা পরীক্ষার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েও নিয়োগপত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন তাঁরাও প্রবল প্রতিবাদ তুলেছেন। সমগ্র ব্যাপারটি স্থানীয় সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। কারণ এ জেলায় কলকারখানা না থাকায় নিয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত। এর ওপর যদি এইভাবে নিয়মবিরুদ্ধ নিয়োগ চলে, তবে জেলার বেকার যুবকদের ভবিষ্যত কোথায়? জেলাশাসকের অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত বলে সকলে মনে করেন। বাইরের প্রার্থীরা যে নিয়োগকেন্দ্র থেকে পরীক্ষিত হয়ে যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন, সেই কেন্দ্রেই তাঁদের নিয়োগ করা উচিত। সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

বাইরের প্রার্থীরা যে নিয়োগকেন্দ্র থেকে পরীক্ষিত হয়ে যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন, সেই কেন্দ্রেই তাঁদের নিয়োগ করা উচিত।

গত ৯-৪-৭৭ তারিখে বেলা ১০টার সময় লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় স্থানীয় ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নিকট এই নিয়মবিরুদ্ধ নিয়োগের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদপত্র পেশ করেন। সমস্ত ব্যাপারটি উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে জানাবার প্রতিশ্রুতি দেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের মতামত না আসা পর্য্যন্ত তিনি যাতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখেন এবং বহিরাগতদের কাজে নেওয়া থেকে বিরত থাকেন, তারজন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়। এরপরই স্থানীয় যুবকদের পক্ষ থেকেও একটি স্মারকলিপি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে দেওয়া হয়।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস

গত ৭ই এপ্রিল বেলা ৫টায় সি-এম-ও-এইচ, পুরুলিয়ার উদ্যোগে বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "শিশুর রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে শিশুকে রক্ষা করুন।" অতিরিক্ত জেলাশাসকের সভাপতিত্বে মাত্র ৪ জন আমন্ত্রিত নাগরিকের উপস্থিতিতে সভা আরম্ভ হয় ও শেষ হয়। উপস্থিতির এই স্বল্পতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং অনুষ্ঠানের গুরুত্বের পক্ষে হানিকর।

সি-এম-ও-এইচ মহাশয় শিশু স্বাস্থ্যরক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষেধকের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। মুক্তির প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীকার করেন যে শিশুর পুষ্টির অভাব থাকলে এইসব প্রতিষেধক ঠিক মতো কাজ করবে না, বরং শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকর হতে পারে। সালফাশ্রেণী ওষুধের বিচারহীন প্রয়োগ সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেন। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ষ্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম, পুরুলিয়া শাখার নিজস্ব ভবন তৈরী হচ্ছে

গত ৩রা এপ্রিল ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোম, পুরুলিয়া শাখা প্রস্তুতি কমিটির দ্বিতীয় সভা শান্তময়ী গার্লস স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আহ্বায়ক অধ্যাপক শংকর ঘোষ জানান যে ঐ সভায় শ্রীসাওরলাল সিংহানীয়া হেলথ হোমের নিজস্ব ভবন তৈরী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি আরও জানান যে সভায় পরীক্ষামূলকভাবে ঠিক হয় যে আগামী ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৭ তারিখে হোম উদ্বোধন হবে।

লোকব্রতী সোসাইটির কৃষি উদ্যোগ

কৃষি প্রচার ভবনের কর্ম্মধারা সমূহ

বিগত কয়েক বৎসর ধ'রে লোকব্রতী সোসাইটি যে সমস্ত কৃষিসেবার কাজ করছেন তা সারা জেলার মানুষ জানেন। বিখ্যাত বীজ কোম্পানীর উন্নত বীজ সমূহ, ভেজালহীন সার, গাছের কীট নাশক ও রোগ নাশক বিখ্যাত ঔষধ, ইঁদুর মারার অত্যন্ত কার্য্যকরী ঔষধ, কির্লোস্কার কোম্পানীর ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাম্প, এ্যামেরিকান স্প্রিং ও প্রেসিং, কোম্পানীর স্প্রেয়ার-ডাসটার প্রভৃতি (গাছপালায় ঔষধ দেওয়ার যন্ত্র)—যা ভারতে সুবিখ্যাত, জীবাণুসার যা প্রয়োগ করলে কম খরচে, প্রচুর নাইট্রোজেন সার পাওয়া যায়, হর্মোন (গাছপালার ফসল বাড়ার বৈজ্ঞানিক ঔষধ প্রভৃতি সমস্ত জিনিষ লোকব্রতীর কেন্দ্রীয় অফিসে ও কোর্ট কেন্দ্রে পাওয়া যায়। চাষী ভাইরা সকলে যোগাযোগ ক'রে লাভবান হোন—কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যাদি জানুন এই অনুরোধ।

সম্পাদক
লোকব্রতী সোসাইটি
পুরুলিয়া

চিঠি-পত্র

(চিঠিপত্রের মতামত সমূহ লেখকদের নিজস্ব। উহা মুক্তি পত্রিকার নিজের মতামত নহে। —মুক্তি সম্পাদক।)

কংগ্রেসী এম. এল. এর অগণতান্ত্রিক আচরণ

হুড়া থানার কুলগোড়া গ্রামের অধ্যক্ষ শ্রীভূষণচন্দ্র গোপ, উপপ্রধান আবরা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ শ্রীমনমথুর গোপ, শ্রীনিবারণ মাহাত, শ্রীহেলু মন্ডল, শ্রীশশধর সর্দ্দার, শ্রীরাধানাথ কুম্ভকার প্রভৃতি ১৭ জন ব্যক্তি নিম্নলিখিত চিঠি দিয়েছেন—

হুড়া থানার অন্তর্গত কুলগোড়া গ্রামবাসীগণের সানুনয় নিবেদন এই যে গত ১৫-১১-৭৬ তারিখে এম,আর ডিলারের জন্য ভেকেন্সী ঘোষিত হওয়াতে আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে কুলগোড়া নিবাসী শ্রীঅক্রুর গোপ পিতা ৺ত্রিলোচন গোপকে ডিলারপদে মনোনীত করি এবং দরখাস্ত আমাদের স্থানীয় এম, এল, এ, ও অঞ্চল প্রধান মহাশয় রেকমেণ্ড করিয়া দেন এবং মনোনীত করেন। কিন্তু গত ১০-২-৭৭ তারিখে যখন Food Department-এর মিটিং হয় তখন ডিলার নির্ব্বাচন করিতে স্থানীয় এম. এল. এ-এর প্রয়োজন হয়। উক্ত মিটিংএ আমাদের জনসাধারণের অনুমোদিত ডিলার শ্রীঅক্রুর গোপকে বাদ দিয়া তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রীসহদেব মাহাত পিতা শ্রীচৈতু মাহাতকে ডিলার মনোনীত করেন। আমরা একজোট হইয়া তাঁহাকে আমাদের আবেদন জানান সত্বেও তিনি অগ্রাহ্য করেন। তিনি আমাদের জানান কাহারও কথা শুনিবেন না। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়া যাইবেন। আরও বলেন যে, তোমাদের কলেজের জন্য টাকা দিতে হইবে। তাহা না হইলে তোমাদের যাহা খুশী তাহাই করিতে পার। আমরা গরীব জনসাধারণ আমাদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, এতবড় একটা এম. এল. এ এর বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি। আমরা তো গণতন্ত্রী স্বাধীন ভারতের নাগরিক নয় যে, আমাদের কথা থাকিবে! এম. এল. এ. মহাশয় বুঝেন নাই ডিলার কাহাদের জন্য প্রয়োজন। গরীব জনসাধারণের জন্য না, এম. এল. এ মহাশয়ের জন্য।

অতএব মহাশয়ের নিকট করবদ্ধ প্রার্থনা যে, শ্রীসহদেব মাহাতকে বাদ দিয়া আমাদের তথা জনসাধারণের অনুমোদিত ডিলার শ্রীঅক্রুর গোপকে ডিলারের পদে নিয়োগ করিয়া জনসাধারণের আবেদন সাফল্যমণ্ডিত করিতে কামনা করি। ইতি—

সমাজ বিরোধীদের মারাত্মক কাজ

বাগমুণ্ডি থানার বুড়দা গ্রামের শ্রীঅনিলকুমার থান্না জানাচ্ছেন যে,—

"গত ২৯-৩-৭৭ রাত্রি বেলা কিছু দুর্বৃত্ত বাঘমুণ্ডি থানার কালিমাটি গ্রামের হাটের সংলগ্ন ৫।৬ টি কুঁয়োতে বিষাক্ত তৈল জাতীয় পদার্থ প্রয়োগ করে। গ্রামের লোক তৈলাক্ত জল দেখে সন্দেহ করেও সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী শ্রীমহেশ্বর কুইরীকে সংবাদ দেয়। শ্রীকুইরী ছাড়া অন্যান্য ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীগণ বাঘমুণ্ডি থানায় ও ব্লকে সংবাদ দেন। বি, ডি, ও. প্রতিটি কুঁয়োর বিষাক্ত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন। থানা থেকে পুলিশ কুঁয়ো গুলোর পাহারার ব্যবস্থা করেন যাতে কেউ কুঁয়োর জল ব্যবহার না করে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী শ্রীনিশিকান্ত মাহাথা প্রমুখ অন্যান্য কর্মীগণ পুরুলিয়াতে গিয়ে ডি, সি,; সি, এম, ও, এইচ এবং এস, পি, মহাশয়কে সংবাদ দেন। দূষিত জল পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছে।

কে বা কারা ঐ দুষ্কৃত কাজে লিপ্ত তার সন্ধান পাওয়া যায় নি সরকারী ও বেসরকারী ভাবে তদন্ত করা হচ্ছে।"

রিলিফের নামে অবাধ লুঠ

বাগমুণ্ডি থানা ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিশিকান্ত মাহাথা জানাচ্ছেন যে,—

বাগমুণ্ডি থানাতে রিলিফের নামে কংগ্রেসী এজেন্ট দর আত্মসাৎ চলেছে। এই থানাতে প্রায় ২০।২২ টি রিলিফ স্কীম চলছে তাও দৈনিক নয়, ২দিন চলার পর বন্ধ করে দিচ্ছে। আবার ব্লক থেকে ডিও ও টাকা নিচ্ছে। কাগজ কলমে প্রচুর গম ও টাকা নেওয়া হচ্ছে অথচ কার্য্যক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগও কাজ হচ্ছে না। বিভিন্ন স্কীম এ লেবারগণ কাজ করতে গেলে ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে। পে-মাষ্টার, ডিলারগণ প্রায় সমস্ত গম ও টাকা আত্মসাৎ করছে। আমি কয়েকটি স্কীম গিয়ে দেখলাম। রিলিফের নামে প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। যাতে রিলিফে ভাল করে কাজ হয় গরীব যাতে কাজ পায় তার বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবিলম্বে বাগমুণ্ডি থানার রিলিফগুলি তদন্ত করা হোক। যাতে সুষ্ঠু কাজ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

জনৈক বিপন্ন ব্যক্তির আবেদন

অদ্য ৮।৪।৭৭ বেলা ৮টার সময় কুড়ুকতোপা (থানা পুঞ্চা) গ্রামের আমরা শ্রীযদু মাহাত ও শ্রীপেলারাম মাহাত দুই সহোদরের একটি মাত্র বাসস্থান অগ্নিকাণ্ডে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বর্তমানে উভয়েই আশ্রয় হীন, খাদ্য হীন, বস্ত্রহীন, পরাশ্রয়ে পর খাদ্য সরবরাহে দিন পাত করিতেছি। এমত অবস্থায় অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য কামনা করি।

বেআইনী চোলাই মদ উদ্ধার ও আসামী ধৃত

গত ৬-৪-৭৭ তারিখে আবগারী বিভাগের প্রশংসনীয় তৎপরতায় কুমারী ও বান্দোয়ান হাটে হানা দিয়ে ৪০০ লিটার চোলাই মদ ৪৫ কেজি পচাই ও ২ কেজি বাখড় উদ্ধার করা হয়েছে। বেআইনীভাবে মদ চোলাই ও বিক্রির অভিযোগে ঐ স্থলেই ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরুলিয়া আবগারী ইন্সপেক্টর শ্রীসত্যনারায়ণ বিশ্বাস ও সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীমহাদেব মুখার্জীর পরিচালনায় এই অভিযান চালানো হয়েছিল।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আগামী ১৭-৪-৭৭ (রবিবার) বেলা ৯ [নয়] ঘটিকায় শ্রীভূতনাথ মিশ্রের বাটীতে [মুনসেফডাঙ্গা] এসোসিয়েশন-এর একটি রিকিউজিশন মিটিং ডাকা হইল। পুরুলিয়া জেলার সমস্ত শ্রেণীর কন্ট্রাক্টারগণকে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আলোচ্য বিষয় :—

১। ১৯৭৭-এর মার্চ পর্য্যন্ত হিসাব নিকাশ।
২। পুরাতন কার্য্য নির্বাহ কমিটী বাতিল এবং নূতন কার্য্য নির্বাহ কমিটি গঠন, ১৯৭৭-৭৮ এর জন্য।
৩। অন্যান্য কোন বিষয় (প্রেসিডেন্ট এর সম্মতিক্রমে)।

সভাপতি
পুরুলিয়া কনট্রাক্টরস্ এ্যাসোসিয়েশন

WANTED

Wanted one B. Sc. (Pure or Bio Sc) B. Ed. Asstt Lady teacher on a permanent vacancy for the Daldali Girls' Junior High School.

Apply to the Secretary, Daldali Girls' Junior High School, P. O. Daldali, Dist. Purulia on or before 26-4-77.

9-4-77

Sd/-Jamuna Prasad Mahato
Secretary.
Daldali Girls' Jr. High School

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | সোমবার, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৭ ৫ই বৈশাখ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

তোমারে জেনেছি মোরা—
কৃতবিদ্য, দশের নায়ক।
প্রভাব দিগন্ত-ব্যাপী—
অনন্ত কাজের সঞ্চালক।
• • •
আর পেলে যে আসন,—
সেও জানি—উচ্চ সিংহাসন।
সবই পেলে,—মিছা খোঁজো—
পেয়েছ কি মানুষের মন?

শুভ নববর্ষ

১লা বৈশাখ শুভ নববর্ষ। মানব জীবনে নিত্য, শুভ অশুভ আবর্ত্তিত। অশুভকে প্রতিহত করতে, শুভকে প্রসারিত করতে, মানুষের মন অলক্ষ্যে গভীর শক্তি সঞ্চার করতে পারে—এ আমাদের বিশ্বাস। এক একটি জাতীয় ক্ষণে আমরা সমবেত ভাবে, সকলের মনের শক্তি এক ক'রে, শুভ শক্তির বিরাট প্রবাহ যাতে আনতে পারি, তার জন্যেই এসব মঙ্গল দিবস। আজ ১লা বৈশাখের প্রভাতে আমরা সকলে শুভ জীবনের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি। আজ মুক্তির সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি আমাদের অন্তরের শুভেচ্ছা জানাই। সকলের ব্যক্তি-জীবনে, জাতির জীবনে শুভের আশীর্ব্বাদ আরো গভীরতর হোক—প্রবলতর হোক—এই প্রার্থনা। —মুক্তি সম্পাদক

১২ই বৈশাখের অনুষ্ঠান

মহান ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের জন্ম জয়ন্তী দিবস—১২ বৈশাখের অনুষ্ঠান নিম্নলিখিত মত স্থির হয়েছে—

সকাল ৮টায়—প্রভাতফেরী—শিল্পাশ্রম থেকে মর্মর মূর্তি পাদ দেশ
সকাল ৯॥ টায়—মর্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান
সন্ধ্যা ৬॥টায়—শিল্পাশ্রমে জন্ম জয়ন্তী সভা

শ্রদ্ধা নিবেদন

আজকের এই ১লা বৈশাখের মহান দিবসের সঙ্গে আমাদের এক গভীর বেদনার স্মৃতি জড়িত রয়েছে। দু বছর আগে ঠিক এইদিনে আমাদের সকলের অন্তরের শ্রদ্ধেয় কর্ণধার বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত তিরোধান করেছেন। তাঁর জীবনের অবদানের আলোকে, তিনি আমাদের স্মৃতিতে জাগরুক হ'য়ে আছেন এবং থাকবেন। আজ গণতান্ত্রিক জীবনে নতুন জয়যাত্রার পথে, তাঁর অভাব আমরা গভীরভাবে অনুভব করছি। দেশের জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিলেও, স্বাধীন জীবনের দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসে আঘাত-খাওয়া মানুষ, আজ ক্লান্ত, বিষণ্ণ, সংশয়াচ্ছন্ন। এই হতোদ্যম জীবনের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে হবে। প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, চির তারুণ্যে উজ্জল বিভূতিভূষণের জীবন থেকে আজ সেই প্রাণের প্রেরণা—প্রাণের শক্তি আহরণ করে নিতে হবে। জাতির মহান শুভদিনে,—বিভূতিভূষণের তিরোধান দিনে, তাঁর প্রতি আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করি। 'মুক্তি' ছিল তাঁর অত্যন্ত আদরের এবং সাধনার জিনিষ। মুক্তির কর্ম কক্ষে তাঁর শূণ্য আসনে আমরা প্রাণের ফুল নিবেদন করলাম।

—মুক্তি সম্পাদক

রিলিফে দারুণ দুর্নীতি ও আরো নানা অভিযোগ

অগণতান্ত্রিক রিলিফ কমিটির হাতে অবাধ ক্ষমতা : কংগ্রেসের শেষ কামড়

স্রোতের মত ট্রাকে ট্রাকে গম আসতে শুরু করেছিল—ভোটের আগে থেকে। লোকসভার ভোটে হরির লুঠ ছড়াবার জন্যে। তাতে কাজ হল না তবু কাণ্টা জারি করা রইল। কারণ কংগ্রেসের আশঙ্কা ছিল—শীঘ্রই বিধানসভার ভোট হতে পারে। এম, এল, এদের কেন্দ্র ক'রে যে সব অগণতান্ত্রিক কমিটি করা রয়েছে—তার মাধ্যমে চারিদিকে রিলিফের নামে কংগ্রেসী পোষণের জোর কাজ চলেছে। সত্যকার রিলিফ ঠিকমতো হচ্ছে না—জলকষ্ট নিবারণের দিকেও লক্ষ্য নেই বহু দুর্নীতি চলেছে—এই সারা জেলার অভিযোগ। এই জেলার কংগ্রেস বিরোধী প্রায় সমস্ত পার্টিগুলিই আমাদের কাছে এই অভিযোগ জানিয়েছেন। ডি, সি, এই জেলার জেলাধীশ হয়েও অভিযোগে প্রতিকার করতে অসমর্থ। কারণ রাজ্যশাসন চায়—তাদের এম, এল, এ, ও অনুচরেরা অবাধে লুঠের ভাগ সংগ্রহ করুক।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ

বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নানা অন্যায়ের বিষয়ে জনগণের নানা অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে। আমাদের কর্মীরাও বহু অভিযোগ আনছেন। কিন্তু সে সমস্ত অভিযোগ বিষয়ে শীঘ্র মধ্যে কিছু করা সম্ভব হবে কিনা—তাই দেখা হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থাগুলিতে অনুষ্ঠিত অন্যায় অবিচারের বিষয়ে যে সব অভিযোগ আসছে—সেগুলি সম্পর্কে শীঘ্র তদন্তের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে। জনগণ চাইলে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

ব্যাঙ্কের কতকগুলি আচরণ বিষয়ে বেশী রকম অভিযোগ

এই সমস্ত অভিযোগের মধ্যে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আসছে। লোকব্রতী সোসাইটি চাষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত ব'লে এবং ভারতবর্ষে সবচেয়ে বিখ্যাত পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প তাঁরা চাষীদের সরবরাহ করেন ব'লে, তাঁদের সূত্রে এই অভিযোগ বেশী ক'রে আসছে। চাষীদের মধ্যে ব্যাপক অভিযোগ এই যে, তাঁরা বহু জনে ব্যাঙ্কে ঋণ চাইবার সময় কির্লোস্কার পাম্প চেয়েছেন কিন্তু তাঁদের বলা হয়েছে—কির্লোস্কার পাম্প চাইলে ঋণ পাবেন না। বাধ্য হয়ে তাঁদের নিকৃষ্ট পাম্প নিতে হয়েছে। আমরা সন্ধান নিয়ে জেনেছি যে, এই ব্যাপারের তদন্তে অনেক রকম রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। সারা জেলার চাষীদের এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাঠাতে বলার জন্য লোকসেবক সংঘের দিক থেকে কর্মতালিকা নেওয়া হবে। জনগণ চাইলে এরজন্য তদন্ত ব্যবস্থা হতে পারে।

ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর জয় হোক : জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হোক

ভারতীয় সংবাদ

জয়প্রকাশজীর চিন্তাধারা : দুটি জরুরী বিষয়ে

ভারতের নতুন পট পরিবর্তনের বিরাট প্রচেষ্টাক্ষেত্রে যাঁর দান অপরিসীম সেই লোকনায়ক শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সম্প্রতি বিশেষ অসুস্থ। বোম্বের যশলোক হাসপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছেন—কিছুটা ভাল আছেন। এত অসুস্থতা সত্ত্বেও, তিনি ভারতে নতুন সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের কল্যাণ ও অধিকারের জন্য কী করা যায়—তা গভীরভাবে ভাবছেন ও বিবৃতি দিচ্ছেন। সম্প্রতি তিনি দুটি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে—সারা দেশের শাসন যন্ত্রের সঙ্গে জনগণের যোগ রাখবার জন্য ভারতের সর্বোচ্চ স্তর থেকে গ্রামস্তর পর্যান্ত প্রতি স্তরে কীভাবে গণ কমিটি গঠিত হবে—তিনি বলেছেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে—দুর্নীতি দমনের জন্য শক্তিশালী সর্বভারতীয় সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষেত্রের জন্য ব্যবস্থা। জয়প্রকাশজীর অভিমতগুলির আলোচনা মুক্তিতে প্রকাশিত হবে।

কংগ্রেসের আত্ম সমীক্ষা—ইন্দিরাজীর চেষ্টা কী ছিল

১২ই এপ্রিল থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যান্ত চারদিনব্যাপী কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠক চলে—দিল্লীতে কংগ্রেস ভবনে। পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত মত কংগ্রেস নেতারা পর্যালোচনায় বসেছিলেন যে, নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের এহেন বিপর্যায় কেন হোল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চেয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্র বংশীলাল ও এঁদের জোটভুক্ত পাণ্ডাগুলির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ যেন না করা হয়। তা' করা হলে, তিনি কংগ্রেসে থাকবেন না—এই ভয়ও দেখান। অবশেষে গতিক মন্দ দেখে তিনি বিশিষ্ট নেতাদের কাছে দরবার ও অনুনয় বিনয় করেন। শেষ পর্যান্ত পুরো ফল হোল না। শ্রীবংশীলালকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ভূতপূর্ব্ব তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লার ওপর তিরস্কার ঘোষিত হল। শ্রীসঞ্জয়কে রেহাই দেওয়া হল।

বিপর্য্যয়ের কারণ এড়াবার চেষ্টা

ওয়াকিং কমিটির বৈঠকের পূর্ব্বেই ইন্দিরাজী ঘোষণা করেন—কংগ্রেসের প্রধান হিসাবে কংগ্রেসের বিপর্যায়ের জন্য সমস্ত দায়িত্ব নিজে স্বীকার করে নিচ্ছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে তিনি ঘোষণা করলে ওয়ার্কিং কমিটিতে বিপর্যায়ের আলোচনা এড়ানো যাবে; তা হল না। শ্রীবরুয়া, কেরলের শ্রীএ্যানটনী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশ মুন্সী প্রভৃতি বক্তারা ইন্দিরাজী ও তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং বিপর্যায়ের মূল দায়িত্ব ওঁদের ঘড়ে চাপান। তবু তাঁদের মধ্যেও সবাই বিপর্যায়ের সমস্ত দিকগুলি এড়িয়ে যান। কিন্তু পর্দ্দার আড়ালে যা-ই ঘটে থাক, ওয়াকিং কমিটি তাঁদের বিবৃতিতেও আসল কারণগুলি এড়িয়ে গেছেন। তাঁরা কেবলমাত্র বলেছেন যে, জরুরী অবস্থার সময়ে কিছু বাড়াবাড়ির জন্য কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছে। তার ফলে জনগণের সঙ্গে কংগ্রেসের সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

পুরাতন কমিটির পদত্যাগ ও নতুন সভাপতি

বৈঠকে স্থির হোল পুরোণো ওয়াকিং কমিটির সদস্যেরা একযোগে পদত্যাগ করবেন নতুন সভাপতি নির্ব্বাচিত হবে। সেইমতো সদস্যেরা পদত্যাগ করেন। শ্রীবরুয়া যাতে আবার সভাপতি না হন ইন্দিরাজী বিশেষ চেষ্টা করেন। আর ইন্দিরাজী যাকে সভাপতি করতে চান—তিনি যাতে সভাপতি না হন—তারজন্য বরুয়ারা বিশেষ চেষ্টা করেন। অবশেষে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিংকে অস্থায়ী সভাপতি করা হয়। তিনি সভাপতি হয়েই শ্রীবরুয়াকে ওয়াকিং কমিটির সদস্য করে নেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক আসন্ন

স্থির হয়েছে যে মাসের মাঝামাঝি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হবে। সেখানে কংগ্রেসের বিপর্যায়ের বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা ও ভবিষ্য কর্ম্মধারা স্থির করা হবে। ওয়াকিং কমিটি আপাততঃ বিবৃতি দিয়েছেন যে, কংগ্রেস এখন থেকে যৌথ নেতৃত্বে কাজ করবে—কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে ঐক্য সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্যরূপে থাকবে। আর কর্মীরা জনসেবার উদ্দেশ্যে জনগণের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্র গড়ে তুলবে।

কাঁথিতে প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড়

গত ১৫ই এপ্রিল বিকেলে কাঁথি মহকুমায় বিস্তীর্ণ এলেকা জুড়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড় চলে। তাতে ১৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং অন পঞ্চাশ ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে সংবাদ। উদ্ধার কাজ, ব্যবস্থা কাজ প্রভৃতি চলছে।

বিশ্ব সংবাদ

সারা পাকীস্থানে দারুণ গৃহ বিবাদ

পাকিস্থানে জোর গৃহযুদ্ধ লেগেছে। সম্প্রতি কিছুদিন আগে ঐ দেশের নির্বাচনে জনাব ভুট্টোর দলের দারুণ সাফল্য দেখা যায়। বিরোধী দলগুলি বলেন—ভুট্টো ও তাঁর দল ভোটে ব্যাপক দুর্নীতি ও কারচুপি ক'রেই ঐভাবে জয়লাভ করেছেন—তার তদন্ত হোক। ভুট্টো তদন্ত করতে অস্বীকার করেন। ফলে পাকিস্থানে দিকে দিকে আন্দোলন চলে. ভুট্টো সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে দমনের চেষ্টা করেন। তাতে বিরোধীদের দিক থেকে হিংসাত্মক প্রতিরোধ চলছে। সারা দেশে দিকে দিকে সংগ্রামের—প্রতিবাদের আগুন জলছে। পাক সামরিক বাহিনীর দুই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিও ভুট্টোকে অভিযুক্ত করেছেন। পাকিস্থানের অবস্থা দারুণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে চলেছে। এই গৃহযুদ্ধে শত শত লোক মারা যাচ্ছে।

স্থানীয় সংবাদ

বিজয়ী শ্রীচিত্ত মাহাতর সম্বর্দ্ধনা সভা

ঝালদা সহরে বিগত ১৬।৪।৭৭ তারিখে, হাটতলায় বৈকালে, বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে একটি মিলিত সম্বর্দ্ধনা সভা করা হয়। সভায় বহুলোক সমাগম হয়। প্রবল বৃষ্টি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, হাজার ৩।৪ লোক সমবেত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। সভায় বিজয়ী লোকসভা সদস্যকে মালাভূষিত করা হয়। সভায় বক্তৃতা করেন—ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ, সর্বশ্রী নকুল মাহাত, অনিল কুমার বসু, জনাব মহম্মদ ইয়াকুব, রঞ্জিত সেন, নাগর মাহাতো, অরুণ ঘোষ। সভাপতি ভাষণ দান করেন।

বক্তাদের ভাষণের মধ্যে প্রতিনিধির দায়িত্ব, নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মধারা ও কর্তব্য, জেলার দুরবস্থা ও জেলার দাবী এবং কংগ্রেসী শাসনে যে অনাচার, দুর্নীতি ও রিলিফের নামে লুঠ চলেছে সে সবের বিশদ আলোচনা থাকে। বিভিন্ন বক্তা জনগণকে অন্যায় সমূহের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করতে ও আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান।

কনাপাড়ায় সম্মিলিত জনসভা

নির্ব্বাচনের পর বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে যুক্তভাবে জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য সি, পি, এম, জনতা পার্টি লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে কনাপাড়ায় এক সম্মিলিত জনসভার ডাক হয়। ঐ সভায় বক্তৃতা করেন—সর্ব্বশ্রী ডাঃ অম্বরীষ মুখার্জ্জী, নকুলচন্দ্র মাহাত, গিরিশচন্দ্র মাহাত, গোপীবল্লভ লাল সিংহ দেও, প্রভাসচন্দ্র মাহাত, বিনয়ভূষণ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন অরুণচন্দ্র ঘোষ।

কংগ্রেসের বহু উপদ্রব সত্ত্বেও, কংগ্রেস বিরোধী দলগুলিকে জনসাধারণ নির্ভিকভাবে ভোট দেওয়ায় সকল বক্তা আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরবর্ত্তী যে সব কর্ম্মধারা আসছে তার প্রতি বক্তারা জনগণকে সচেতন করেন। কনাপাড়া গ্রামে জয়যুক্ত প্রার্থীর পক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান করার কালে, দু চারজনা বিরোধী যে উপদ্রব করেন সভায় তার তীব্র নিন্দাবাদ করা হয়।

নিরুদ্দেশ

নীলকুঠীডাঙ্গা বিভূতিভূষণ দাস রোডের শ্রীশ্যামাপদ দত্ত জানাচ্ছেন যে, তাঁর পিতা শ্রীবিভূতিভূষণ দত্তকে ১৫ই এপ্রিল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সেই রাত্রেই হাসপাতালে আর তাঁকে পাওয়া যায়'নি। অন্তর্হিত হয়েছেন। ওঁর পিতার বয়স ৬৫ বৎসর। হাসপাতালে যখন ছিলেন—একটি লাল গামছা ও একটি সাদা পাঞ্জাবী পরে ছিলেন। কেউ সন্ধান পেলে, জানিয়ে সবিশেষ উপকৃত করবেন।

মুক্তি

১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৭, সোমবার

বিধানসভা বিষয়ে আজ সুস্পষ্ট নীতি চাই

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সারা দেশের অভিযোগ এই ছিল যে কংগ্রেস সমস্ত ব্যাপারে অগণতান্ত্রিক কর্মধারা নিতেন—দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এবং কংগ্রেস দল শাসনতান্ত্রিক ও নির্ব্বাচনী কর্মধারাকে কখনই মুক্ত ও স্বচ্ছ থাকতে দিতেন না ঐ একই কারণে। সেজন্য আমরা সবাই কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করেছি তীব্র ভাষায় এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচনের রায় ছিল যে সব কারণের জন্য—তার এটাও ছিল অন্যতম।

মেষ ছানা নদীর নীচের দিকে জল খাচ্ছিল। নেকড়ে বলল—তোর এঁটো জল আমার দিকে আসছে। তোর ঘাড় মটকাবো। মেষ শাবক বললে—প্রভু! তোমার দিকটা তো উঁচুদিক, আমার এঁটো জল যায় কী করে? তাতে রাগান্বিত হয়ে নেকড়ে প্রবর বললেন—তোর ঠাকুর্দ্দা আমার কাছে ধার নিয়ে শোধ দেয় নি—আয় তোর ঘাড় মটকাই। এমনি ভাবেই ইন্দিরাজী কয়েকটা অকংগ্রেসী রাজ্য মন্ত্রীসভার ঘাড় মটকে ছিলেন। রাজনৈতিক সেই ব্যাঘ্র-মাসী আজ আর নেই। তাঁর জায়গায় নতুন কোনো ব্যাঘ্র-সিংহ আজ আর আসবেন না—এই আমরা আশা করছি।

জনতা পার্টির বিশাল জয়লাভের পরে ক্যাবিনেট রাজ্যো মন্ত্রীসভা, বিধানসভায় বিরাট ওলট পালট হয়ে গেল। আরো গোটা কতক রাজ্য অপেক্ষা করছে পাশ ফেরার জন্য। যে কটার কাজ সমাধা হয়ে গেল—তার মধ্যে যে ব্যাপার স্বাপার হল সে বিষয়ে মনে কিছু জিজ্ঞাসা এবং সমালোচনা দেখা দিয়েছে তা এখানে প্রকাশ করছি। জনতা পার্টি ও তার সহযোগী দলগুলি আজ শাসন জীবনে প্রবেশ করে বহু সমস্যার সম্মুখীন। প্রথম পর্য্যায়েই সব বিষয়ে সঠিক পরিচালনা সম্ভব নয়। এখন অবস্থাগুলি অনুধাবন করতে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে তাঁদের সময় লাগবে।

আমাদের মনে হয়—আজ জনতা পার্টির দিক থেকে এই ঘোষণা করাই উচিত হবে যে, দেশের জনমত যখন তীব্রভাবে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে গেছে—তখন রাজ্য মন্ত্রীসভা ও বিধানসভাগুলোর যে রকমই ওলট পালট হোক—তার জন্য পুনর্নির্ব্বাচন তাঁরা করবেন। আইনানুগ পথেই সভা বা ব্যবস্থাগুলি অনুসরণ করতে চেষ্টা করবেন—বিলম্ব করবেন না। আরো পরিষ্কার ক'রে বলি যে, কোনো রাজ্যে ভাঙ্গনের অবস্থা ঘটলে, সেখানে সরাসরি পুনর্নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করাই নতুন সরকারের কর্ম্মধারা হবে। আমাদের মনে হয় জনতা পার্টি এবং তাঁর যে সব সহযোগী আজ গণজীবনের পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ক'রে জয়যুক্ত হয়েছেন তাঁদের আজ ঐ কর্ম্মধারাই সবচেয়ে ঋজু এবং স্থায়ী সত্য হবে। আজ জনতা পার্টি ও তার সহযোগী দলগুলির কাছ থেকে দেশের অসংখ্য মানুষ এই রকম নৈতিক পদক্ষেপই অপেক্ষা করছেন।

যখন আমরা এই প্রত্যাশা নিয়ে আছি, তখন খবর এলো, ত্রিপুরায় কংগ্রেসের এম, এল এ'দের একটা বড়ো অংশ গণতন্ত্রী কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় কংগ্রেসের মন্ত্রীসভার পেছন থেকে গরিষ্ঠতার শক্তি সরে গেছে। কংগ্রেসী মন্ত্রী সভার পতন ঘটেছে তারই সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী এই সংবাদ এলো যে, কংগ্রেসের দলত্যাগীদের নিয়ে গণতন্ত্রী কংগ্রেসের বিধানসভা দলের যে অস্তিত্ব তৈরী হল—তার সঙ্গে সি, পি, এম এর শক্তি যুক্ত ক'রে নূতন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়ে গেল।

শাসন জীবনে আজ জনতা পার্টি, গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের প্রভূত প্রভাব। কংগ্রেসের এবং তার সহযোগী কতকগুলি দলের অনেকেই এখন দলত্যাগ ক'রে এই সব দলে আসবার জন্য ছটফট করছেন। কিন্তু তাকে উৎসাহ দিয়ে, অতি কুখ্যাত সেই ভাঙ্গা গাড়ীর পচা মাল মশলা কুড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করা কোনো গণতান্ত্রিক শক্তি গোষ্ঠীর নিশ্চয়ই আজ কাম্য হতে পারে না।

কংগ্রেসী এম, এল, এদের দলত্যাগের ফলে, ত্রিপুরায় কংগ্রেসী শাসন যন্ত্রে যে সংকট দেখা দিয়ে ছিল—সেই সংকটের পটভূমিকায়, সোজাসুজি নির্ব্বাচনে ব্যবস্থা অনুসরণ না ক'রে, কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হল। আমরা সি, পি, এম এর মত দলের কাছ থেকেএটা আশা করিনি। উচিত ছিল রাজ্যপালের শাসন হওয়া। আর আজ আকস্মিকভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতির মুখে, আরেকটি যে পরিস্থিতি সহসা ঘটে গেল, তার কারণে হয়তো এ বিষয়ে জনতা পার্টির নিজস্ব কর্ম্মধারা অনুসরণ করা এত সত্বর সম্ভব হোল না। কিন্তু জনতা পার্টিকে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে সেই মতো কর্মধারা অনুসরণ করতে হবে।

গণতন্ত্রী কংগ্রেসের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে—তাঁরা দলত্যাগীদের পরিবর্ত্তিত মানুষ ব'লে গণ্য করে, দলকে স্ফীত ক'রে নেওয়ার কর্ম্মধারাকে অসঙ্গত মনে করছেন না। কিন্তু দলত্যাগীদের আশ্রয় দিয়ে, তাদের শক্তিতে ক্ষমতা দখলের কাজ আদৌ সমীচীন হবে কিনা—তা আজ গণতন্ত্রী কংগ্রেসকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। ত্রিপুরায় সি, পি, এমও একটা সুযোগ পেয়ে, তা গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কিন্তু সি, পি, এম এর ঘোষিত নীতি বলে যা আমরা জানি—তাতে তাঁদের ভেবে দেখতে হবে—ঐ পরিস্থিতিতে ঐ কাজ সঙ্গত হল কিনা।

জনতা পার্টি গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও সি, পি, এম এই সম্প্রতি কংগ্রেসের অগণতান্ত্রিক আচরণ সমূহের বিরুদ্ধেই জোর সংগ্রাম দিয়েছেন। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আদর্শকামী নেতারা সব সময়ই স্বার্থান্বেষী দলত্যাগীদের আচরণকে অবাঞ্ছিত এবং অগণতান্ত্রিক ব'লে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে দলত্যাগের যে প্রবণতা বা স্বার্থসাধনের জন্য ক্ষমতাসীন দলের দাসত্ববৃত্তি করার যে প্রবণতা আজ দীর্ঘকাল ধ'রে, দেশের রাজনৈতিক জীবনকে কলুষিত ও বিপর্য্যস্ত করে এসেছে—আজ সেই ধারার বিরুদ্ধে জনতা পার্টি, গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও সি, পি, এম এক শক্তিশালী মনোভাব নিয়ে, ভারতের গণতান্ত্রিক জীবনে এক নূতন ধারা সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হবেন—এ আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি।

আজও আবার সেই অভিযান !

কংগ্রেসের পরাজয়ে লোকে আজ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। সে কি শুধু জরুরী অবস্থার যুগ কেটে গেল বলেই? না, তার সঙ্গে আর একটা বড়ো সোয়াস্তির কারণ ঘটেছে? কংগ্রেসী শাসনের উদ্ধত রাজকীয় দম্ভের ফলে, সারা দেশে দলের ধুরন্ধরেরা—ঐ দলের মস্তানেরা নিজেদের যে ভাবে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করেছিল—তার জন্য চারিদিকে যে রকম উচ্ছৃঙ্খলা, অশান্তি, মারমুখী চড়াও, এমন কি, খুনোখুনী পর্যান্ত অবাধে ঘটছিল—আজ কংগ্রেসের কোমর ভেঙে যাওয়ার ফলে, ঐ সব উদ্দণ্ডতার আগুনে ভালো জল ঢালা হয়েছে দেখে মানুষ আজ বিশেষ খুশী।

ঐ সব মস্তানদের আবার হটাৎ গজিয়ে ওঠা শুরু হয়েছিলেন—সঞ্জয় গান্ধী। সংবিধান বহির্ভূতভাবে তাঁর আচরণ—বেআইনীভাবে তাঁর যা খুশী করার অধিকার—সারা ভারতের শাসনযন্ত্রকে যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য তাঁর ছাড়পত্র প্রভৃতি কার্যাবলী সারা ভারতকে স্তম্ভিত ও অতি বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল।

ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখেই দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল বিগত নির্বাচনে যেসব আওয়াজ তুলে ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ছিলেন—তা হচ্ছে—শৃঙ্খলার দাবী, অশান্তির নিরাকরণের দাবী—বেআইনী সুযোগ সুবিধের অবসানের দাবী—সাধারণ মানুষের ওপর কথাকথিত ভাগ্যবানদের বিবিধ রকমের লজ্জাজনক চড়াও বন্ধের দাবী এই রকম অনন্ত গণতান্ত্রিক দাবী সমূহ আজও আমাদের কানের কাছে যেন বেজে উঠছে; আকাশে যেন আজও তার প্রতিধ্বনি থেকে থেকে জেগে উঠছে।

কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে আমরা অবিরত দেখতে পাচ্ছি যে, অপর দলের যে সব আচরণ দেখে একটা দল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, রোষানলে তপ্ত হয়ে যে সব কাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়েন,—সেই সব আচরণই যখন ঐ দলের নিজেরাই বারেবারে করতে থাকেন—তখন সেই আচরণগুলো শুধু যে ঐ দলের চোখে ধরা ই পড়ে না তা নয়—ঐ সব কাজ

গুলোকে তখন মস্ত এক বীরত্বের লক্ষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ ব'লে অন্তরে উল্লাস জাগাতেও দেখা যায়।

আমরা এ সবের অনেক দৃষ্টান্তের কথা এখন স্মরণে আনতে পারি। ইদানীংকালের রাজনৈতিক জীবনে একটা ইংরিজী কথা জোর চালু হয়েছে, তা হচ্ছে—র‍্যালী। রাজনৈতিক প্রাধান্যের—রাজনৈতিক দাপটের এক অন্যতম অভ্রান্ত লক্ষণ হিসাবে র‍্যালীর প্রতিযোগিতা ও তার আয়তনের পরিমাপটার ওপর বহু রাজনৈতিক দল খুবই জোর দিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন আয়তনের র‍্যালী হলেও, সকল দলের র‍্যালীরই একটি সামঞ্জস্য পূর্ণ চরিত্র লক্ষণ রয়েছে তা আশা করি অনেকেই জানেন না। সেটা কী তা বলি।

কলকাতার শহীদ ময়দানে সমাবেশ হবে—গ্রাম থেকে দলে দলে যুবকেরা ট্রেনে ট্রেনে কলকাতা যাবে। তাতে—

যানা আনা আঠ আনা।
জুলুস দেখনা—গঙ্গা নাহানা—
(আউর) দোনো বখত খা লেনা।

আর ভাবনা কী? মাত্র আট আনা খরচ—পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা। আর রথ দেখা কলা বেচাও হবে। চলো বীরেরা দলে দলে ময়দান চলো। ট্রেনে ভাড়া লাগবে না। যে যতো আছো—জোর ক'রে ঠেলে দরজা দিয়ে হোক, জানলা দিয়ে হোক, লোকের মাথার ওপর দিয়ে হোক—আর কাঁচ খিড়কী ভেঙেই হোক—ঢুকে পড়বে। এই জাতীয় অভিযানে যা বাধা আসবে, অর্থাৎ যারা উচিত মূল্যে টিকিট কিনে নিরুপদ্রব পরিবেশে একটা ন্যায়সঙ্গত আসন পাবার জন্য কামরার ভেতরের পথে বা আসনে ভীড় করবে—তাদের ঠেলে ধাক্কা দিয়ে তাদের সিট দখল করবে—তাদের ঘাড়ের ওপর চ'ড়ে বসবে। এটা যখন একটা বিদ্রোহের অভিযান, তখন এটা বেআইনী নয়—বিশৃঙ্খলা নয়—উপদ্রব নয়—এটা হচ্ছে—অন্যায় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতির জাগৃতি জাতির আত্মবিকাশ!

সমস্ত দলেরই এই র‍্যালীর আর একটি সম-গোত্রীয় লক্ষণ আছে। তা হচ্ছে এই যে, র‍্যালীর জন্য কতকগুলো অঞ্চলে বীরের দল তৈরী রয়েছে এবং তৈরী হচ্ছে। যে কোনো দলের উদাত্ত আহ্বানে—ময়দানের পথে এগিয়ে পড়া তাদের কাজ—সেই একসেট বাহিনীর। কংগ্রেস যখন নিজের জন্য ঐ "একসেটের" অভিযানের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকেন—তখন গৌরবে আত্মহারা হন যে, আমার পক্ষে আজ কী জনজাগরণ। কংগ্রেস বিরোধী কোনো দল যখন ঠিক ঐ 'একসেটের' অভিযান দেখে বিহ্বল হন—তখন মনে করেন—আজ দেশের সব কিছু হাওয়া আমাদেরই দিকে। তাঁরাও আত্মহারা হন। সেই একসেট—যে কে সেই একসেট। তাদের মাথার ভেতর দেশ নয়—কোনো রাজনৈতিক দলের ভাবাদর্শ নয়—তাদের মাথার ভেতর ঘুরছে— জুলুস দেখনা গঙ্গা নাহানা—

যানা আনা আঠ আনা॥

এসব ভেলকীতে তো সত্যিই কাজ হয় না। এতে রাজনৈতিক শক্তি হয় না। কখন এক ঝড়ে সব উড়ে যায়। কংগ্রেসের সাম্প্রতিক ইতিহাসই তার দৃষ্টান্ত। কংগ্রেস এই র‍্যালীর জন্য কত কাণ্ডই না করেছে। নিজেদের আমন্ত্রিত বীরেরা ট্রেনে ট্রেনে কত হল্লোড়বাজী ক'রে, বিনা ভাড়ায় অভিযানে গেছে—তখন বেআইনী হয়নি, বিশৃঙ্খলা হয়নি। কিন্তু কংগ্রেসের রামরাজত্বে সি, পি, এম-এর বীরেরা যখন বিনা ভাড়ায় কলকাতা ময়দান অভিযানে নেমেছে—অমনি পুলিস খড়্গপুরে, মেদিনীপুরে দলে দলে ছেলেদের নামিয়ে দিয়েছে—কারণ তখন সেটা হয়েছে—বেআইনী—বিনা ভাড়ায় উপদ্রব—বিশৃঙ্খলার উৎপাত! রামরাজত্বে তাঁদের বীরদেরই উপদ্রব ছিল আইন সম্মত।

এখন আবার রাজনৈতিক চাকা অন্যদিকে ঘুরেছে। কংগ্রেসী মস্তানেরা আজ আর্তনাদ শুরু করেছে যে, 'ওরা' আমাদের মারছে। কিন্তু 'ওরা' এখন মারে কী করে? কারণ রাজ্যের শাসনভার তো আজও কংগ্রেসেরই হাতে। পুলিস তো আজও মস্তানদের রক্ষার জন্য নিয়োজিত। তাই মনে হয়—ঐ সব আর্তনাদ বোধহয় শুধু দোষারোপ করার জন্যই। ঐ অভিযোগ সত্য না হলেও, চাকা আজ ঘুরেছে। এবার কংগ্রেস নয়, অন্য দলের বীরেরা আজ আবার "বিদ্রোহের আগুন" ছড়াতে ঘর থেকে বেরুচ্ছে। এই অভিযানের পরিচয় এখন দিই।

আমরা সংবাদ পেলাম—অগণিত বীরের আমন্ত্রণ ছিল ৭ই এপ্রিল, কলকাতায় যুব সমাবেশে। ৬ই এপ্রিল অভিযান শুরু। পুরুলিয়া ষ্টেশনে দেখা গেল—বিনা টিকিটে গাড়ীর কামরায় কামরায় তাঁদের অভিযান এবং অন্যান্য যাত্রীদের অসহায় অবস্থা। ফিরতি গাড়ীর অবস্থা আবার ছিল—১॥ ঘণ্টা লেট। বীরেরা সংখ্যায় তিন চার শ'র মত ছিলেন। এই দল ছিলেন ষ্টুডেন্টস্ ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার—সি. পি, এম-এর ছাত্র শাখা। আজ সি. পি, এম-এর দল এই অভিযানে রয়েছে দেখা গেল—কাল দেখা যাবে—জনতার ছাত্রেরা বা অন্য পার্টির ছাত্রেরা কোনো এক অভিযানে;—পুরোভাগে পার্টির ধ্বজা নিয়ে।

সি, পি, এম বা সংশ্লিষ্ট কোনো দল এটাকে হয়তো গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। স্নেহের চক্ষে হয়তো ভাবতে পারেন—ওরা ছেলের দল—একটু এসব করেই থাকে। কিন্তু এর শেষ কোথায়? অবাধ অরাজকতা, অবাধ বেআইনীর সঙ্গে একে পৃথক ক'রে কীভাবে দেখা যেতে পারে? আইন ভাঙার পরিকল্পনা নিয়ে সত্যাগ্রহ করা আর খুশীমতো যেখানে হোক বেআইনী আচরণ করা—এর মধ্যে কি ঐকারূপ আছে?

সত্যাগ্রহ সংকল্পে একটা যুক্তি আছে। যে আইন ভাঙছি—তা শুদ্ধ আইন নয়। অথবা যার আইন ভাঙছি একটা বিশেষ সংকল্প নিয়ে, তার বিরুদ্ধে এটা যুক্তিভিত্তিক এক বিশেষ অভিযান। এই তো সত্যাগ্রহ। এর সঙ্গে সাধারণ জীবনে আইন ভাঙার—বিশৃঙ্খলা করার—কাজ চলতে থাকলে, আইনের রাজত্ব চালানো যাবে কাকে নিয়ে? কার ভরসায় সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করা যাবে বলুন?

ঐ যে আমাদের চিরন্তন 'র‍্যালীর' ধারা—তাকে যদি সমর্থন করি, তবে কাকে আমরা বিশৃঙ্খলা বলব—বেআইনী উপদ্রব বলব কাকে আমরা সংবিধান সম্মত সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার কাজ বলব বলুন? সুস্থ, সামঞ্জস্য পূর্ণ রাজনৈতিক জীবন—সহজ জিনিষ নয়। বহু কঠোরতায়, বহু সাবধানে দলের জীবনে তা আনতে হয়—তারপর জাতির জীবনে আসে।

যাঁরা আমাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে, কংগ্রেসী মস্তানদের বেআইনী উপদ্রব অশান্তিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা—যুক্তিহীন স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়েছেন তাঁরা চিন্তাশীল, সুবিবেচক মানুষ—রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন। সহজ পন্থায় 'র‍্যালী' হাসিল করার সুযোগ বন্ধ ক'রে দেওয়া কঠিন হলেও, জাতির প্রতি, আইনের প্রতি, অপর মানুষের অধিকারের প্রতি মর্য্যাদা দিতে তা তাঁরা অবশ্যই দৃঢ়তার সঙ্গে করবেন এই আশাই করছি। না হলে আমাদের আজকের অভিযানের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযানের সামঞ্জস্য থাকবে কোথায়?

✓ আমাদের কাজ ও বচিত্র বাধা

(লোকব্রতী সোসাইটি)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

এক অত্যন্ত জরুরী ও অদ্ভুত ব্যাপার আপনাদের কাছে রাখছি

সারা ভারতে এবং তার সঙ্গে আমাদের এই জেলায়, যে কংগ্রেসের স্বৈরশাসনে আমরা সুদীর্ঘকাল ধরে, বহুভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছিলাম—কেন্দ্রীয় শাসনে হঠাৎ তার অভাবিত অবসানে, আমরা অগণিত মানুষ আজ নিজেদের এক কঠিন ভার থেকে মুক্ত বোধ করছি এবং শীঘ্রই এক নতুন জীবন ধারা ঘটবে আশা করছি। সবচেয়ে বেশী বাধা এবং অত্যাচার ঘটছিল তাদেরই জীবনে—আমরা যারা শাসনের অবিচার ও অত্যাচারের বিরোধিতা করছিলাম এবং আমরা যারা দেশ ও দশের উন্নয়নমূলক কাজের চেষ্টায় রত ছিলাম। সেই অদ্ভুত উপদ্রবের কথাই এ প্রবন্ধে রাখছি।

এক জঘন্য উপদ্রব চলছিল : আজ ভারমুক্ত বোধ করছি

আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—সমস্ত কিছু কাজের ক্ষেত্রকেই নষ্ট ও লণ্ডভণ্ড করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে—ঐ জনশত্রু স্বার্থ-পঙ্কিল কংগ্রেস সরকার। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শাসন আর রাজ্য শাসন উভয়েই ছিল সমান সক্রিয়, সমান দূষিত, সমান উপদ্রবকারী। কেন্দ্র থেকে এই পাপ আজ বিদায় হয়েছে। এবার রাজ্য শাসনগুলি থেকে এই পাপ অবশ্যই বিদূরিত হবে—আজ কোটি-কোটি জনগণের অন্তরের এই

আশা। শুধু আশা নয়—অমোঘ সংকল্প—যা আগামী বিধান সভার নির্বাচনে প্রতিভাসিত হবেই।

আজ এই সব অত্যাচারের কথা তোলার সময় এসেছে

কংগ্রেসী শাসনের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে, অবিরত আমরা যেমন সংগ্রাম দিয়েছি—তেমনি আমরা তাদের কীর্ত্তি কলাপ সমূহের প্রকাশ অবিরাম ক'রে গেছি—দেশের জনমত সৃষ্টি করার জন্য। আজ ঐ সব অত্যাচারের ব্যাপার উদ্ঘাটিত করছি—তার সঙ্গে আর একটি নতুন লক্ষ্য নিয়ে। সেই লক্ষ্য সামনে আছে ব'লে, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের বিশদ বিবরণ দোব। সুতরাং সব মিলিয়ে আজকের তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্য যা সামনে রয়েছে তা' এই।

ব্যাঙ্ক প্রভৃতির ব্যাপারে তদন্তের প্রয়োজন হতে পারে

(ক) ভারতের শাসনে নতুন সরকার, দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেই ঘোষণা করেছেন যে, কংগ্রেস সরকারের আমলে, যে সব অবিচার অত্যাচার কেলেঙ্কারী সমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে—তার সম্যক তদন্ত তাঁরা করবেন। এ ছাড়াও, কেন্দ্রীয় শাসনের সহায়তায় দেশে আরো যে সব অনাচার অত্যাচার হয়েছে—তার সুস্পষ্ট অভিযোগ পেলে, সে সবেরও তাঁরা তদন্ত ও প্রতিবিধান করবেন। অধিকন্তু, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকলে, তারও তদন্ত ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে, আমাদেরও একটা কর্তব্য দেখা দিয়েছে। লোকব্রতী সোসাইটি ও অন্যান্য ব্যাপারে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন দু একটি সংস্থা ও রাজ্যসরকারের ব্যবস্থাপনায় সরকারী কয়েকটি বিভাগ ও অনুচরেরা যে সমস্ত অবিচার অত্যাচার করেছেন—প্রয়োজন হলে তার তদন্ত দাবী আমাদের করতে হবে। তারই দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটার প্রকাশ ও আলোচনা ক'রে রাখছি, এই জন্য যে, সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে অবস্থাটা বুঝতে সুবিধে হবে।

শাসনের চাপ মুক্ত কর্ম্মচারীরা যদি আজ অন্য পথ নেন

(খ) এই আলোচনা আর এক দিয়ে সুবিধের হবে। আমরা জানি যে, ইন্দিরাজীর কুশাসনকালে বহু সরকারী বিভাগের বহু অফিসারকে ও বহু জন-গোষ্ঠীকে (কন্ট্রাকটার—ব্যবসাদার প্রভৃতি বহু শ্রেণীকে) আমাদের বিরুদ্ধে অনেক অন্যায় অপকর্ম ও উপদ্রব করতে হয়েছে—নানাবিধ চাপ ও প্রলোভনে পড়ে। আজকে সেই সাংঘাতিক কেন্দ্রীয় শাসন আর নেই। সুতরাং যাঁরা কেন্দ্রীয় শাসনের চাপে ও ভয়ে বহু অন্যায় কাজ করেছেন দেশ ও দশের কল্যাণকর কাজকে বহুভাবে, অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন—তাঁরা আজ ভয়শূন্য ভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে, অনুতাপের সঙ্গে সেই সব কাজের প্রতি সমীচীন সহযোগিতা দিতে অগ্রসর হবার সুযোগ পাবেন। যদি দেখি, তাঁরা এই সুযোগ নিতে আগ্রহান্বিত তাহলে বুঝবো—তাঁরা চাপে পড়েই ঐ সব করেছিলেন। কিন্তু যদি দেখি, তাঁরা আজও সেই ধারার পরিবর্তন করতে চান না তবে বুঝবো—তাঁরা কংগ্রেসের মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরূপেই আমাদের ক্ষতি করার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই অবস্থায় আমাদের তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দ্বারস্থ হতে হবে—প্রতিকারের আশায়।

রাজ্য শাসনের উপদ্রবকারীদের প্রতি পরামর্শ

(গ) কেন্দ্রীয় শাসন থেকে কংগ্রেস বিদায় হয়েছে। এখন রাজ্যগুলি থেকে বিদায় হতে বাকি। রাজ্য কংগ্রেসের অধীনে যে সমস্ত সরকারী-বেসরকারী লোক চাপে পড়ে উপদ্রব করেছেন—আশা করি এই দারুণ পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে, তাঁরা আজ সামলাবেন এবং অনর্থক উপদ্রবের পথ নেবেন না। কারণ তাঁরা আজ উপলব্ধি করতে পারবেন যে, যাঁদের ভয়ে ও চাপে একদিন কাজ করতে হয়েছে—তাঁরা শীঘ্রই শাসনের অধিকার থেকে বহিস্কৃত হবেন। সুতরাং তাঁদের আজ সচেতন হওয়া উচিত যে, আগামী আর দিনকতকের জন্য মাত্র তাঁরা শাসনের ছত্র ছায়াতলে থেকে উপদ্রব ক'রে সরকারের রক্ষা ব্যবস্থায় থাকতে পারেন। কিন্তু এখন থেকে জনগণ সমস্ত কিছু নজরে রাখবেন—পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে প্রতিকার ব্যবস্থাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে।

একদিকে মারুতির নামে লুঠ, অন্যদিকে জনকল্যাণের কাজে আঘাত

(ঘ) এই বিবরণের ভেতর দিয়ে জনসাধারণ দেখতে পাবেন যে, ইন্দিরাজীর পুত্র শ্রীমান সঞ্জয় গান্ধীর মারুতি প্রভৃতির জন্য, ব্যাঙ্ক ও সরকারী যন্ত্রের সহায়তায়, কোটি কোটি টাকার বেআইনী লুঠের অভিযোগ আজ সারা ভারতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আর আরেকদিকে, এই জেলায় লোকব্রতী সোসাইটির অভূতপূর্ব্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাঙ্কের মাত্র কয়েক লক্ষ টাকার সাহায্যে হাজার হাজার চাষীর জন্য যে ব্যাপক কল্যাণের কাজ শুরু হয়েছিল—তাকে নষ্ট, ছিন্নভিন্ন, বিপন্ন করার জন্য সরকারী যন্ত্রের মাধ্যমে, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কী সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রসমূহ করতে ইন্দিরাজীর কংগ্রেসী শাসনে কোনো দ্বিধা হয়নি—দেখে আপনারা স্তম্ভিত হবেন।

তিন চার বছরে লোকব্রতীর অদ্ভুত কাজ : তাও নষ্ট করতে চেয়েছে

(ঙ) লোকব্রতী সোসাইটির এই বিবরণের মধ্য দিয়ে আপনারা দেখবেন যে, মাত্র তিন চার বছরে লোকব্রতী সোসাইটি যে বিরাট কাজ করেছে—এই জেলায় ব্যাপকভাবে যে বিশাল উদ্যোগ এনেছে—হাজার হাজার একর গমের যে ক্ষেত্র করিয়েছে—বহু রকম উচ্চ ফলনশীল ধান ও বহু রকম উন্নত শাকসব্জী চাষের ব্যাপক ক্ষেত্র করিয়েছে—ঐ ক'বৎসরে লক্ষ লক্ষ চাষীকে বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকার উন্নত নির্ভেজাল বীজ সরবরাহ করেছে—ভারতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পাম্প, স্প্রেয়ার প্রভৃতি বহু সংখ্যক সরবরাহ করেছে—কয়েক সহস্র চাষী ঘরে বসে বহু লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ যাতে পান তার যে ব্যবস্থা লোকব্রতী করেছে—তিন বছরে লোকব্রতী সোসাইটি যে কাজ করেছে—ত্রিশ বছরে কংগ্রেসী শাসন এই জেলায় তার সামান্যতম অংশও করতে পারেনি। এহেন একটা বিরাট জনকল্যাণের কাজকে কিভাবে শাসনের চক্রান্তে বিপন্ন করা হোল তা দেখুন।

আগামী নির্বাচনের আগে রাজ্য কংগ্রেসেরও কীর্ত্তি জানা দরকার

(চ) এই বিবরণ প্রকাশের আর একটা প্রয়োজন আছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে কংগ্রেসের রাজ্য ও স্থানীয় শাসনও, এহেন জনসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতি কত কদর্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন—তা আজ জানা দরকার—আগামী বিধান সভা নির্বাচনে এই রাজ্যের ও এই জেলার শাসন যন্ত্রকে ও কংগ্রেসীদের বিচার করার জন্য। সেজন্য শুধু লোকব্রতী সোসাইটির বিরুদ্ধেই নয়—আমাদের আরো জনসম্পর্কিত কাজের বিরুদ্ধে অবিরত এঁরা যে সব উপদ্রব করেছেন তারও তথ্য আমরা পর পর প্রকাশ করব।

আমাদের তথ্য প্রমাণ : সাক্ষী সাবুতসমূহ

(ছ) আমরা যে ঘটনা সমূহের উল্লেখ করতে যাচ্ছি—তার ভিত্তিতে প্রমাণ স্বরূপ থাকছে—সরকারী রেকর্ড ও আইন আদালতের কাগজপত্র—ব্যাঙ্কের কাগজপত্র রেকর্ডসমূহ, লোকব্রতী সোসাইটির রেকর্ডপত্র। আর এই জেলার অগণিত চাষী বাসীর সাক্ষ্য। তার সঙ্গে সামান্য কিছু আমাদের বক্তব্য। এবং আমরা আশা করব—যাঁরা আমাদের সারা জীবনের কাজ দেখেছেন এবং জীবনের বহু অধ্যায়ে বহু সরকারী বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যকে এই জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাসযোগ্যরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছে আমাদের কথার মূল্য হবে। এবং আমাদের এই সব কথা নিজেদের কথা হলেও, তার পাশে অন্যান্য ব্যাপার সমূহের প্রমাণ, আমাদের কথার সত্যতাকে আরো বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলবে। মানুষের ভুলভ্রান্তি হয়ই। আমাদের এই সব নানা আলোচনার মধ্যে কোথাও যদি ভুল বা অযৌক্তিক কিছু কেউ দেখেন তাহলে আমাদের জানালে, ভুলত্রুটি ঘটে থাকলে, তা অকপটেই স্বীকার করব। এখন আসল ঘটনার মধ্যে আসি।

দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় সরকারের অক্ষমতা : ব্যাঙ্কের শরণ

১৯৭০-৭১ সালে পুরুলিয়া জেলায় অত্যন্ত খরা হয়। তারজন্য বহুদিকে অজন্মা হয়। মাঝিহিড়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের মানুষ আমাদের কাছে সহায়তার জন্য আসেন। তাঁরা বলেন—পাম্প ভাড়ায় পেলে বা ঋণ পেয়ে পাম্প খরিদ করার সুযোগ পেলে তারা গম চাষ ক'রে বাঁচবার পথ করতে পারেন। আমরা তার বহু আগেই কৃষি প্রচার ভবন প্রতিষ্ঠিত ক'রে চাষীদের নানা ভাবে সাহায্য করছিলাম—সাগমা কৃষিকেন্দ্র বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ চলছিল। কিন্তু চাষীদের কতকগুলি পাম্প ভাড়ায় দেবার মত আয়োজন আমাদের ছিল না। অবিরত রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে থাকার ফলে, এসব আয়োজন সম্ভব হয়নি। তখন পুরুলিয়ার শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে,—কৃষি বিভাগের প্রধানের সঙ্গে দেখা ক'রে চাষীদের পাম্প ভাড়ায় দিতে বা ঋণ দিয়ে পাম্প কিনতে অনুরোধ করি। তাঁরা বললেন—

একটা ভাঙ্গা পাম্প ছাড়া সরকারী বিভাগে আর কিছুই নেই। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। কোটি কোটি টাকা কৃষি বিভাগের জন্য খরচ হয়—কিন্তু কৃষি সহায়তার আয়োজনে এমন ভিখারীর দশা। তখন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগে কাজের কথা মনে হচ্ছিল। খ্যাতনামা শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে কলকাতায় প্রায়ই দেখা হয়। তিনি আমাদের অর্থনৈতিক তথা কৃষি কর্মধারার জন্য ব্যাঙ্কের সহযোগিতা নিতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। চাষীদের পক্ষ থেকে পাম্পের দাবীর কথা শুনে বললেন—চলুন ব্যাঙ্কের এক বড় কর্তার কাছে সরাসরি যাওয়া যাক। তিনি আমাকে নিয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হেড অফিসে গেলেন।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের আন্তরিকতা : কাজ সুরু

আমরা দেখা করলাম—তদানীন্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (বর্তমানে জেনারেল ম্যানেজার) শ্রীপবিত্র কুমার সেনের সঙ্গে। সব কথা শুনে তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হ'য়ে, অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে শুধু আশ্বাসই দিলেন না—সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় কাজের কর্মতালিকা তখনই ঠিক ক'রে ফেললেন। কয়েকদিন পরেই ফার্ম ফিনান্সের সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর এস. সি. ঘোষালকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে আমাদের শিল্পাশ্রমে চলে এলেন। আমাদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন—দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল দেখলেন—সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের মধ্যে কাজ শুরু করতে ব্যবস্থা নিলেন। আমাদের অনুমোদনে চাষীদের ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এবং আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্র গড়তে এবং আমাদের 'কৃষি প্রচার ভবন' মারফত চাষীদের জন্য কৃষিসামগ্রী সরবরাহ করতে যে অর্থ দরকার তার ব্যবস্থা তাঁরা করলেন। লোকসেবক সংঘের মাধ্যমেই ঐ ব্যবস্থাগুলি চলল।

মিঃ সেনের প্রস্তাব : যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরাট কৃষি ফার্ম্ম করুন

ঐ সঙ্গে ঐ সময়ই মিঃ সেন আমাদের কাছে একটি বিশেষ প্রস্তাব রাখলেন। বললেন—"আপাততঃ এইভাবে কাজ শুরু হোক। তবে আপনারা যখন কাজে নেমেছেন—তখন একে শীঘ্রই একটা বড়ো রূপ দিন। চাষীদের জন্য সরবরাহের কাজের সঙ্গে যেটা আরো বেশী দরকার সেটা হচ্ছে—চাষীদের সামনে আদর্শ কৃষি তুলে ধরা। সেজন্য আপনাদের সাগমা ফার্মকে আপনারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরাট আকারে গড়ে তুলুন। ট্রাকটার নিন, বড়ো পাম্প ও পাইপ প্রভৃতি আনুন। যা টাকা লাগে আমরা আছি।" যদিও, আমাদের চিন্তায় এসব বৃহত্তর পরিকল্পনা অনেক দিন থেকেই ঘুরছিল কিন্তু তার সুযোগ যে কংগ্রেস রাজত্বে এত শীঘ্র হাতের কাছে আসবে—তা চিন্তার অতীত ছিল। সে জন্য মিঃ সেনের প্রস্তাব আমাদের কাছে আশাতীত রূপে দেখা দিল। তাঁর প্রস্তাব আমাদের নূতন বৃহৎ পরিকল্পনার লক্ষ্যে চিন্তামগ্ন করল। মিঃ সেনের প্রস্তাব ও আমাদের চিন্তার ফলে কী ভাবে লোকব্রতী সোসাইটির উদ্ভব হল—অতি অল্প সময়ের মধ্যে কী ভাবে সারা জেলায় বিশাল কাজের ক্ষেত্র গড়ে উঠল এবং তার অল্প দিনের মধ্যেই কী ভাবে দারুণ সরকারী চক্রান্ত, সরকারী আঘাত ও ব্যাঙ্কের আঘাত সমূহের ফলে লোকব্রতীকে নিদারুণভাবে বিপন্ন হতে হল—তার ইতিহাস আগামী সংখ্যায় শুরু করছি। (ক্রমশঃ)

চিঠি-পত্র

মাননীয় 'মুক্তি' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আমরা নিম্নলিখিত পুরুলিয়া নডিহা মহল্লার অধিবাসীবৃন্দ একটি প্রতিবাদ পত্র আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম।

গত ১লা এপ্রিল (১৮ই চৈত্র) 'পুরুলিয়া প্রভাকর' সংখ্যা পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলাম। পুরুলিয়া প্রভাকরে 'যুব মস্তান কর্তৃক নারীহরণ' নাম দিয়া একটি জঘন্য মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। মণিলাল দে ওরফে মণিশংকর দে ও জয়ন্তী দত্ত কয়েক মাস পূর্ব্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহারা কোথাও পলায়ন করে নাই। রাউরকেল্লায় জয়ন্তী দত্তর দিদি বাসন্তীর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। মণিশংকর দে অফিসে ছুটির দরখাস্তও করিয়া গিয়াছিল। এই রকম একটি বনেদী পরিবারের সন্তানের নামে জঘন্য অপপ্রচার ও মিথ্যা কলংকের অপবাদ রটাইতে কি করিয়া সাহস হইল বুঝিতে পারিলাম না। অপরকে নীতিজ্ঞান দিবার আগে নিজের নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। ইতি—

প্রনবকুমার দত্ত, সুভাষকুমার গাঙ্গুলী, সিন্ধু ব্যানার্জ্জী, নিতাই সিংহ, সন্তোষকুমার মাহাত, গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়, শোভনকুমার হাজরা, তরুণকুমার চ্যাটার্জ্জী, সুধময় মজুমদার বিশ্বনাথ ব্যানার্জ্জী, তুষারকান্তি ঘোষ, মিলনকুমার বসু, কৃষ্ণ সাহা, মৃণাল লাই, শচীনকুমার দত্ত।

প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সাফল্য

প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সম্পাদক শ্রীদুর্গাদাস রায় ১৭ই মার্চ্চ জানাচ্ছেন : ২৮শে মার্চ্চ থেকে প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে পুরুলিয়া পৌরশাখার প্রাথমিক শিক্ষকগণ, কস্তুরবা বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ সিং এর কর্মে পুনর্বহালের দাবিতে অনশন ধর্মঘটে ব্রতী ছিলেন। বিশ দিনের মাথায় আজকে ১৬ই এপ্রিল হোল সে ব্রতের উদ্‌যাপন। শ্রীযুক্ত সিং ফিরে পেলেন তাঁর পূর্ব্বপদ। অনশন ভঙ্গ করান সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাননীয় কালীপদ দে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, কস্তুরবা বিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং শিক্ষা বিভাগের (প্রাঃ) বিশেষ অফিসার শ্রীযুক্ত এ, কে, পাকড়াশী তিনি এসেছিলেন তদন্তের জন্যে। তাঁর সভাপতিত্বে ও সমিতির সম্পাদকের প্রচেষ্টায় সমস্যাটির সুষ্ঠু মীমাংসা হোল। গণেশ বাবুর পুনর্বহাল পত্রে স্বাক্ষর করেন—উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক, সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ, সাধারণ সম্পাদক, জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, স্পেশাল অফিসার এবং গণেশ বাবু। গণেশ বাবুর পরিবার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

পুরুলিয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের ইতিহাসে প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির এ এক বিরাট সাফল্য। তাঁদের আন্দোলনের গুরুত্ব অনেকখানি। প্রাথমিক শিক্ষকদের সুখদুঃখে বেদনাবোধের ওপর নির্ভর করে যে সমিতি গড়ে উঠেছে সেই প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি প্রমাণ করতে সক্ষম হোল যে, পরিচালক সমিতির স্বেচ্ছাচারীতার দিন কেটে গেছে। নির্বিবাদে সব মেনে নেবার দিন আর নেই। বন্ধন দৃঢ় হলেই মানবতার মুক্তি অনিবার্য।

WANTED

Wanted a science graduate with the subjects Mathematics, Physics and Chemistry for Ankro 3-class Junior High School, P. O. Ankro (Via Bandwan) Dist. Purulia. Special preference will be given to the trained and local candidates.

Apply to the secretary on or before 25th April, 1977.

H. C. Mahato
Secretary,
Ankro Junior High School.

WANTED

Wanted a B. Sc. strong in Mathematics teacher and a S. F./H. S. passed clerk in leave Vacancy for Tulin Tapoban Junior High School, P. O Tulin Dist. Purulia. Apply to the Administrator by 25th April, '77.

Administrator,
Tulin Tapoban Jr. High School
P.O. Tulin, Dist. Purulia

WANTED two graduate teachers trained in Physical Education and Work Education (Craft) for Koradih J. D. R. High School

Apply to the Secretary on or before 26 4-1977.

Sitaram Mahato
Secretary,
Koradih J. D. R. High School
P. O. Suklara. Dist. Purulia (W. B.)

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ১০ম সংখ্যা | সোমবার, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৭৭ ১২ই বৈশাখ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ—২০ পয়সা

একটি উজ্জ্বল দিন।
পরম স্মৃতিতে অন্তহীন।
১২ই বৈশাখ
অন্তরেতে...থাক জেগে থাক।
• • •
বৈশাখের ত্যাগ-তপে ঢাকা।
কাল বৈশাখীর ঝড় মাখা।
১২ই বৈ.শা.খ
আবর্জ্জনা...যাক উড়ে যাক।
• • •
১২ই বৈশাখ।

নয়টি বিধান সভা ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ এসেছে

পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গেরও ঐ একই ভাগ্য

ঐ নয়টি রাজ্যের কংগ্রেসীদের শাসনের নৈতিক অধিকার নেই

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়টি কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাকে বলেছেন—তাঁরা যেন রাজ্যপালদের পরামর্শ দেন অবিলম্বে বিধান সভা ভেঙ্গে দিতে। নয়টি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উড়িষ্যা হিমাচল প্রদেশ। মাত্র গুটি কয়েক আসন ছাড়া নয়টি রাজ্যে কংগ্রেস কোনো আসনই পায়নি। সেজন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই পরামর্শ দেবার পিছনে যুক্তি রয়েছে যে, যেহেতু ঐ সমস্ত রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে—সেই হেতু ঐ রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের শাসন চালাবার কোনো নৈতিক দাবী নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একথাও জানিয়েছেন যে, ভারত সরকারের এই পরামর্শ গ্রহণ না করলে, কেন্দ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

কংগ্রেস পরামর্শ মানবেন না : কেন্দ্র ব্যবস্থা নেবেন

কেন্দ্রের কাছ থেকে এই নির্দেশ পাবার পর, কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে, তাঁরা এই নির্দেশ মানবেন না। এই সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক বলছেন। কংগ্রেস বিরোধী পক্ষীয়েরা বলছেন—অকংগ্রেসী রাজ্যগুলির ব্যাপারে কংগ্রেস বরাবর অগণতান্ত্রিক তথা অবিচারমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের পতন ঘটিয়েছে। আর আজ ভারতের জনমত উপলব্ধি করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পদত্যাগ করার যে কাজ গণতান্ত্রিক ছিল—তা অনুসরণ না ক'রে, কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার সদস্যেরা লাফালাফি করছেন। তাঁরা বলছেন—রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হ'লে, তাঁরা গণ আন্দোলন করবেন।

সমস্যা সমাধানে শ্রীপালকীওয়ালার অভিমত

১৬ই এপ্রিল একটি সাময়িক পত্রে ভারতের বিখ্যাত আইনবিদ, শ্রীননী পালকীওয়ালা বলেছেন যে, স্বরাষ্ট্র বিভাগ যে পথ অবলম্বন করতে যাচ্ছেন—তা নেবার দরকার নেই। তিনি মনে করেন—তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার সংবিধানের যে ৪২তম সংশোধন ক'রে, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে যে ভাবে বিপন্ন করেছেন তাতে সুপ্রীম কোর্টে ঐ সংশোধন বিষয়ে রায় চাইলে, ঐ সংশোধন অবশ্যই বাতিল হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন—(১) ঐ সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের মর্যাদাকে লোকসভার নিচে ক'রে দেওয়া হয়েছে। (২) সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার—যার ওপর হস্তক্ষেপ করার কারো অধিকার নেই—তাতে হস্তক্ষেপ ক'রে তাকে বিপন্ন করা হয়েছে। (৩) শাসন যন্ত্রকে আইনানুগ ক'রে রাখবার জন্য বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত সাংবিধানিক অধিকারকেও বিপন্ন করা হয়েছে। (৪) সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন বা সংশোধন অবাঞ্ছিত হলেও, তা দেখবার যে অধিকার সুপ্রীম কোর্টের ছিল—তাও হরণ করা হয়েছে। মিঃ পালকীওয়ালা মনে করেন—এই সব কারণে ঐ সংশোধন সুপ্রীম কোর্টে সংবিধান বহির্ভূত ব'লে অবশ্যই ঘোষিত ও বর্জ্জিত হবে।

এ বিষয়ে কেন্দ্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সোমবারে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ১৮ই তারিখে, ঐ ৯টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁদের উত্তর এখন আশা করা হচ্ছে। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ২৪শে এপ্রিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে সংবাদে প্রকাশ।

ঋষি নিবারণচন্দ্রের পুণ্য জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

পবিত্র স্মারক স্বরূপ পঁচিশ হাজার টাকার তহবিল গঠনের পরিকল্পনা

মানভূম জেলার জাতীয় জাগরণের ঋত্বিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের এবং তাঁর স্থায়ী স্মারক রক্ষায় ঋষি নিবারণচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সমিতি এক বিশদ পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মূলতঃ ত্রিধা বিভক্ত :

১। সভা সমিতি, প্রদর্শনী ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ;

২। ঋষির পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা, ঋষির রচনাবলী সঙ্কলন ও ঋষির জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ।

৩। ঋষি নিবারণ উদ্যানে শতবার্ষিকী স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ এবং তেলকলপাড়া শ্মশানে ঋষির শ্মশান বেদীর সংস্কার।

উপরোক্ত গ্রন্থরচনা, স্মারকস্তম্ভ ও শ্মশান বেদী প্রভৃতি কার্য্যসূচী রচনায় কমপক্ষে ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা) ব্যয় হইবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই নির্ভিক ও বরেণ্য নেতার উপযুক্ত স্মারক রক্ষার উত্তর দায়িত্ব দেশবাসীর। সুতরাং এই দায়িত্ব পালনে দেশের সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি। ঋষির স্মারক তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। পুরুলিয়া, ৩-৪-৭৭

ঋষি নিবারণচন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষে—

জ্যোতির্ম্ময় দাশগুপ্ত	ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সভাপতি
ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক	অশোক চৌধুরী সম্পাদক
বীররাঘব আচারিয়ার	রামলাল সরাওগী
রেখা মল্লিক	নেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ
ডাঃ যুগলকিশোর সেনগুপ্ত	গোপাল মল
রামচন্দ্র অধিকারী	ডাঃ অনিল কুমার গুপ্ত
মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী	জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শঙ্করভূষণ সুর	কৃষ্ণচন্দ্র ধীবর
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	মুক্তি চক্রবর্তী
নন্দ সেন	
বংশী সেন	

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা ঃ সরকার ও ব্যাঙ্ক

(দ্বিতীয় স্তবক)

লোকব্রতী সোসাইটি যে কর্ম্ম বিভাগ নিয়ে কাজে নামল

কিছু দিন লোকসেবক সংঘের নামে, পরে ব্যক্তিগত নামে কাজ চলল। এখন ১৯৭২ সালে লোকব্রতী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হোল এবং ব্যাঙ্ক নতুন ভাবে টাকা দিলেন। সোসাইটির ত্রিমুখী কাজ শুরু হোল।

(১) কৃষিক্ষেত্র বিভাগ—নতুন ভাবে গড়ে উঠল। দুটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠল—সাগমা ও বঙ্গবাড়ী। ২০০ একর জমিতে ঐ দুটি কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠল।

(২) চাষীদের জন্য সরবরাহ বিভাগ—নূতন আয়োজনে গড়ে উঠল। এই বিভাগ বিকেন্দ্রীত কৃষি প্রচার ভবন রূপে ২০টি সুসংগঠিত কেন্দ্রে এবং আরো কয়েকটি সাময়িক কেন্দ্রে গড়ে উঠল। সার, বীজ, যন্ত্রাদি, ঔষধাদি, কীটনাশক প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা হোল।

(৩) চাষী সহায়ক বিভাগ—এই প্রথম প্রবর্ত্তিত হোল কেন্দ্রীয় ও বিকেন্দ্রীত ভাবে। চাষীদের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করা, চাষীদের কৃষি শিক্ষা দেওয়া, তাদের উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজকে সংগঠিত ও সম্মিলিত-ভাবে চালাবার কাজে সাহায্য দেওয়া এবং ন্যায্য দরে ট্রাক, ট্রাকটার, পাম্প প্রভৃতি ভাড়ায় দেওয়ার কাজ এই বিভাগে শুরু হোল।

ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যে টাকা নেওয়া হল

১৯৭২ এ কাজ শুরু হোল—১৯৭৩ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে যা নেওয়া তা এই (১) কৃষিক্ষেত্র বিভাগের জন্য দেড় লক্ষ টাকা নেওয়া হল। ট্রাকটার, বড় পাম্প, বহু বড় বড় পাইপ ইত্যাদির জন্য লক্ষাধিক টাকা খরচ হোল। বিশাল কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনের কাজে মাত্র ৩০হাজার টাকা নেওয়া হল।

(২) সরবরাহ বিভাগের জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা নেওয়া হল। কিন্তু ঐ টাকায় বছরে বারো তের লক্ষ টাকার মাল বিক্রি করতে হল।

(৩) কৃষি সহায়ক বিভাগের জন্য এক লক্ষের সামান্য বেশী টাকা। ২০টি কৃষি সহায়তার কেন্দ্রে ২০০ গ্রামের ৬০০০ চাষীর জন্য এই বিভাগের আয়োজন সামান্যই হোল।

সব শুদ্ধ মাত্র ৭ লক্ষ টাকা নিয়ে বিশাল এক কাজের পত্তন হোল। লোকব্রতীর সহায়তায় ব্যাঙ্কের ৪০।৫০ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই চাষীদের ঘরে ঘরে ঋণরূপে পৌঁছুলো। এই বিরাট কাজের জন্য আরো টাকা এবং ঐ সব বিভাগে আরো কতকগুলি ক'রে ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রয়োজন ছিল। ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা আশ্বাস দিয়েছিলেন—ওগুলি শীঘ্রই হবে। কিন্তু অপদেবতা হাসলেন! ব্যাঘ্র মশাই জেগে উঠলেন। ব্যাঘ্র মশাই ঘাড় মটকাবার জন্য অগ্রসর হলেন। সে ইতিহাস শুরু করার আগে আরো দু চার কথা বলে নিই।

ঘাড় মটকাবার কাহিনীর আগে আর একটু ভূমিকা দরকার

গত সংখ্যার মুক্তিতে এই প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে। কী কী কারণে এ বিষয়টি হঠাৎ এখন উত্থাপন করেছি—তার বিশদ ভূমিকা গত সংখ্যায় দিয়েছি। লোকব্রতী ভাঙ্গার ইতিহাস আরম্ভ করার আগে—আর একটু ভূমিকা এখানে রাখছি।

ব্যাঙ্ক অফিসারেরা যে সহায়তা পেয়েছিলেন : এবং তাঁরা যে উপদ্রব করেছিলেন

(১) অনেকে ভাবতে পারেন বাঙ্কে যে সব গোলমাল আরম্ভ হোল—ব্যাঙ্কের অফিসারদের সঙ্গে লোকব্রতীর কর্মীদের গোলমাল হয়েছিল কিনা। গোলমালের কোনো প্রশ্নই ছিল না। লোকব্রতীর কাজ ব্যাপক ক্ষেত্রে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজের সঙ্গে জড়িত অফিসারদের যথাসাধ্য সুবিধের ব্যবস্থা আমরা করেছি। গ্রামে গ্রামে তাদের বিনা খরচে থাকার, ভালমতো খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের কর্মীরা করেছেন—দুচার দিনের জন্যই নয়—দু এক জনের জন্যই নয়। আমাদের সোসাইটির বহু কর্মী অফিসারদের নিজে করার বহু কাজ নিজেরা দলে দলে করে দিয়েছেন। অফিসারেরা বহু ব্যাপারে বিপন্ন হয়ে সাহায্য চেয়েছেন—তা পেয়েছেন—জীপ, বাড়ীসন্ধান, মোটা অর্থ ঋণ প্রভৃতিও। বহু দরিদ্র চাষীর কাজের ক্ষেত্র দ্রুত গড়ে তোলার জন্যই লোকব্রতী এ সব করেছে। যে অফিসার বেশী সহায়তা পেয়েছেন—বেশী উপদ্রব করেছেন। তবে তাদের ওপর কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত রাগ নেই। কংগ্রেসী শাসনের একটা বৃহত্তর চক্রান্তের তারা সামিল হয়েছিলেন। আজ জনগণের কাছে সব জিনিষ ব'লে রাখছি। ঐ সব কথা অফিসারদের বিরুদ্ধে আজ অভিযোগরূপে তুলছি না। তাদের পরবর্ত্তী মনোভাবের ওপরই তা নির্ভর করবে।

ব্যাঙ্কের জন্য লোকব্রতী এত করল : তাও ব্যাঙ্কের শত্রুতা !!

(২) ব্যাঙ্কের সঙ্গে লোকব্রতীর কোনো গোলমাল হয়নি। চাষীদের সহায়তা দেব'র কাজে ব্যাপকক্ষেত্রে লোকব্রতীর অদ্ভুত সহায়তা পেয়ে, ব্যাঙ্ক অল্প সময়ে কৃষি ঋণ বিষয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাম করলেন। আমাদের মাসিক পত্র 'চাষীর আলোর' মাধ্যমে আমরা অবিরত নানাভাবে ব্যাঙ্কের নাম ও প্রচার তুলে ধরলাম। ব্যাঙ্কের সকলের সঙ্গে সকল সময় আমাদের দিক থেকে যথোচিত সম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে। সেই ব্যাঙ্ক কেন আমাদের নানাভাবে ডোবাবার চেষ্টা করলেন তা সহজেই অনুমেয়। গত সংখ্যায় আরম্ভ করা ঘটনার কথায় এখন আসি।

যাদের নামে অভিযোগ আপাততঃ করছি— তাদের নাম এখন দিচ্ছি না : সময় মতো দোব

(৩) ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার আগে একটা কথা বলে রাখা দরকার বোধ করছি। ব্যাঙ্কে উচ্চ থেকে সর্বস্তরেই এমন সব লোক আছেন—যাঁরা লোকব্রতীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন—সর্ব্বদা তাঁরা খুব সহায়তা দিয়েছেন—বিপদ আটকাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একদল বহু ক্ষতি করার চেষ্টা করেছেন। যাঁরা সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন, সরকারী চক্রান্ত এর পিছনে থাকার জন্য তাঁদের নীরবে সব দেখতে হয়েছে। মাঝে মাঝে এমন সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের দু চার জনের কাছে যখন প্রতিকারের জন্য গেছি—তাঁরা বিপন্ন বোধ করেছেন। কিছু করতেও পারবেন না অথচ নিজেরাও বিপদে পড়তে পারেন। এ সব সহানুভূতি-সম্পন্ন লোকেরাও বহু সময় এড়িয়ে গেছেন - বহু সময় বিরক্ত হয়েছেন—কেউ অভদ্রতাও করেছেন। বিরোধী অফিসারেরা তো অনেকে বহু সময়ে অশালীন ব্যবহার—ধূর্ত্ততার সঙ্গে আচরণ করেছেন। অভিযোগ যাঁদের ওপর করব—এই প্রবন্ধে এখন তাঁদের নাম দোব না। যদি প্রয়োজন হয়—তখন সব নাম প্রকাশ করব।

এই সোসাইটি আজ বহু বাধার মুখে : জেলার জন্য মস্ত বড়ো এক আশ্রয় : একে আজ বাঁচানোর পথ করতে হবে

(৪) ভাল ক'রে লোকব্রতী সোসাইটির গঠনধারা ও কর্মধারা, অনুধাবন করলে—সকলেই বুঝতে পারবেন যে, সাধারণ চাষীকে সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য দিতে এমন এক পরিকল্পনা, সংস্থা বা কাজের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো বা কোথাও বোধ হয় হয়নি। শুধু পরিকল্পনার দিক থেকেই নয়—বাস্তব কাজের দিক থেকেও। এই অত্যন্ত অনগ্রসর, অত্যন্ত দরিদ্র এবং সহায়সম্বলহীন জেলায়, এই লোকব্রতী সোসাইটি অতি অল্পদিনের মধ্যে—৩।৪ বছর মধ্যে—কৃষি কাজের যে বিশাল উন্নতি বিধান করেছে ও করিয়েছে—তাও সত্যই বিস্ময়কর। কর্মীদের বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত সোসাইটির গঠনতন্ত্রে শুধু কৃষি কাজ নয়—সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের সর্ব্বাঙ্গীন পরিকল্পনা কী হতে পারে, তার কর্মধারা রয়েছে এবং তার লক্ষ্যে প্রচেষ্টার উদ্যোগসমূহও সোসাইটির শুরু হয়েছে। নিদারুণভাবে দরিদ্র, অবহেলিত, উপেক্ষিত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য এত বড় যে কাজের আয়োজন হয়েছে—তা এতদিন কংগ্রেসী সরকারের চক্রান্তে ও চাপে এবং তার অন্যায় আদেশবাহকরূপে ব্যাঙ্কেরও উপদ্রবে এই জেলার এতবড় আশা আকাঙ্খার জিনিষ ধ্বংস হতে চলেছিল। তার প্রতিকার আজ কী আছে এবং তা আরো বড়ো ক'রে গ'ড়ে তোলার পথ কী আছে—তা দেখবার জন্যই অগ্রসর হয়েছি।

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পাতায়)

মুক্তি

২৫শে এপ্রিল, ১৯৭৭, সোমবার

১২ই বৈশাখের ডাক— মানুষ চাই

(লাবণ্যপ্রভা ঘোষ)

১২ই বৈশাখে আজ আমাদের সামনে এক দিব্য দর্শন পূত চরিত্রের উজ্জ্বল ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সমূহের মিলিত গতিধারায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলেছে। কোনো মুহূর্ত্তে যদি আমরা রাত্রে সূর্য্যকে বা দিনে চাঁদকে বা কোনো নক্ষত্রকে দেখতে না পাই,—তবু আমরা জানি—তারা ঠিকই আছে এবং তারা নিজেদের থাকার মধ্য দিয়ে আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। তারা সামনে না থাকলেও, আমাদের জীবন-শক্তিরূপে তারা রয়েছে।

কিন্তু তবু তারই মধ্যে তাদের অস্তিত্বকে আমরা অপূর্ব্বরূপে উপলব্ধি করি—অন্ধকারের মধ্যে যখন গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে প্রভাত সূর্য্য এসে আকাশ শিয়রে আশার আলো হয়ে দেখা দেয়—যখন নিবিড় নিথর অন্ধকার রাত্রে, অন্ধকারের বিরাট পট-ভূমিকায় ভুবনমোহিনী চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে, পরম দ্যুতি নিয়ে দেখা দেয়।

আমাদের স্মৃতিতে আমাদের জীবন গতিতে, আমাদের সাধন বেদীতে, আমাদের হৃদয়-মন্দিরে, ঋষি নিবারণচন্দ্র চির-জাগরূক হয়ে আছেন সত্য, তাঁর সত্তার ক্ষয়হীন যে দান, সে দান সকল সময় অতন্দ্রিত কাজ ক'রে যাবে সত্য ; কিন্তু আজ দেশের দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের জীবন পটে—ঋষির উজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি যখন, রাত্রির অন্ধকারময় জীবনে, পূর্ণচাঁদের মহিমার মতো, উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিচ্ছে—তখন মনে হচ্ছে—অন্ধকারের মধ্যেই যেন তাঁকে সার্থক ভাবে খুঁজে পাচ্ছি।

বিশাল ভারতবর্ষের বিরাট রাজনৈতিক জীবনে, অভাবিত পরিবর্ত্তনের সাম্প্রতিক আবর্ত্তনে, আমাদের জীবনে এই প্রশ্ন আলোড়িত হয়ে উঠছে যে, এত শক্তি, এত বিদ্যা, এত বৈভব, এত আয়োজন—কিন্তু তবু ত্রিশ বছর ধরে জাতির স্বাধীন জীবনে কোনো সফলতাই আনতে পারল না কেন—সব নিষ্ফল হল কেন—সব পিছিয়ে দিল, এর মূল কারণ কী?

এর মূল কারণ এই যে, বিশাল কাজের চাকা চলেছিল সত্য, কিন্তু মানুষে তা চালায় নি। মানবতার বোধ নিয়ে, মানব-জীবনের দায়িত্ব বোধ নিয়ে, যদি সেই চাকা চালাবার জন্য মানুষের দল থাকতো—তাহলে চাকার প্রত্যেকটি অনুরণনে জাতির প্রাণ-শক্তি, জাতির আত্মশক্তি সঞ্জীবিত, উদ্বেলিত হয়ে উঠতে থাকতো।

সংসারে কৃতবিদ্য মহান ব্যক্তিরা নাম রেখে যান—বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মহান কীর্ত্তির জন্য। সেক্সপীয়র অমর সাহিত্য রচনা ক'রে, চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর অমর সৃষ্টি নিয়েই মানুষ মুগ্ধ। তিনি কী ধরণের মানুষ ছিলেন, জানতে স্বতঃই মানুষের গভীর আগ্রহ থাকলেও, তাঁর ব্যক্তি জীবনের ভাল মন্দের বিষয়ে আমাদের বিচারের ওপর তাঁর সৃষ্টির মূল্য নির্ভর করে না।

বিশ্ববন্দিত চিত্রশিল্পী র‍্যাফেল—তাঁর অবিস্মরণীয় তুলি দিয়ে যা তিনি এঁকে ছিলেন—তাতেই তিনি চিরকালের জন্য কীর্ত্তিমান। তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের ভালমন্দের হিসাবে আমরা তাঁর অমর সৃষ্টিকে বিচার করতে বসি না। কারণ এখানে স্রষ্টার চেয়েও তাঁর সৃষ্টি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ আমাদের জীবনে—সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে,—জীবনের নানা সৃষ্টির ক্ষেত্রে,—মহান অবদান সমূহ না হ'লে আমাদের চলে না—তা না হলে আমাদের ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সভ্যতা অগ্রসর হতে চায় না।

কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই—ঐ সব কিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছে—এক একটি সার্থক মানুষের সাধনা—যে না হ'লে ঐ সৃষ্টিই হোত না বা হয় না। ঐ সব সার্থক মানুষেরা দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। এক দল আসেন—বিশ্বের জন্যে কিছু মহান জিনিষ গ'ড়ে দিয়ে যেতে। আর একদল আসেন নিজেদের আপন জীবনটাকেই গ'ড়ে তুলতে—তাকে মহীয়ান করতে।

যাঁরা আসেন—বিশ্বে কিছু মহান জিনিষ—অবিস্মরণীয় অবদান গ'ড়ে দিয়ে যেতে, তাঁরা ঐ সৃষ্টি-বস্তুটার দিকে সমগ্র লক্ষ্য রেখে, তাকে গড়ার জন্য সাধন-মগ্ন থাকেন। তাঁরা নিজের জীবনটাকে নিঃস্বার্থ পর করলেন কিনা, তাঁরা মানবপ্রেমে ব্যাকুল হলেন কিনা—তাঁরা হৃদয়ে, চরিত্রে মহনীয় হয়ে উঠলেন কি না—তার ওপর তাঁর ঐ মহান সৃষ্টি গ'ড়ে তোলার কাজ নির্ভর করছে না সত্য। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি-কর্মের জন্য তাঁকে যে অধ্যবসায়, যে দুঃখবরণ, যে একাগ্র মনোনিবেশ, যে সাধনা করতে হয়—তারজন্য তাঁর নিজের জীবনে এক অসাধারণ চরিত্রাবল সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়—যা না হ'লে ঐ পরম সৃষ্টি-কর্ম্ম ঐ রকম বিস্ময়কররূপে কখনই গ'ড়ে উঠতে পারতো না।

কোনো কিছু গ'ড়ে তোলার জন্য ঐ মানুষকেও বহু ত্যাগ, বহু দুঃখবরণ স্বীকার করতে হয়। নিজের ধ্যেয়-বস্তুকে অতন্দ্রিত-ভাবে গ'ড়ে তোলবার জন্য, সংসারের বহু সুখ, বহু আনন্দ তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। তাঁর নিজের জীবনকে, তাঁর পরিবার পরি-জনের জীবনকে বহু বঞ্চনার মধ্য দিয়েও যেতে হয়। তাঁর সামনে সাধনা থাকে—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। এখানেও দেখতে পাচ্ছি—এহেন সৃষ্টির জন্য সার্থক মানুষ না হ'লে, এ সব পরম সৃষ্টি সম্ভব ও সার্থক হতে পারত না।

কিন্তু এই সব গড়ার কাজের চেয়েও আরেক গড়ার কাজ, মানুষের জীবনে আসল কাজ। যা নইলে সংসার টেকে না—যা নইলে সকল সৃষ্টি-কাজের যে মূল ভিত—সেই ভিতই পায়ের নিচে থাকে না। সেই ভিত রচনার কাজ—সেই গড়ার কাজ হচ্ছে—মানুষের আপন জীবন গড়ার কাজ।

সংসারে সব মানুষই যদি আত্ম-সর্বস্ব হতে চায়,—সব মানুষই যদি কেবল নিজেকেই ভালবাসে, অপরের দিকে না তাকায়—সব মানুষই যদি সংসার বলতে নিজেকেই বোঝে—অপরের জন্য কিছু করার মূলটা না বোঝে, তবে সংসার কখনো টেকে না—সাম্রাজ্য টেকে না—শাসন টেকে না—দেশ জাতির ঐক্য কখনো টেকে না—। যা আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখলাম।

মানুষের জীবনে ভালবাসা আছে—অপরের জন্য চিন্তা আছে—অপরের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তার বোধ আছে—সমাজ সংসার ব'লে এক বৃহৎ বস্তুর সম্পর্কে তার গভীর সচেতনতা, আছে—তার সুবিচার, তার সহানুভূতি আছে বলেই সমাজ আজও টিকে আছে—দেশ আজও টিকে আছে—সভ্যতা আজও টিকে আছে। যে দেশে, যে মানব গোষ্ঠীতে মানুষের জীবনের এই দিকটা যত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—সে দেশে তাদের

জীবনের অগ্রগতি, তাদের বিকাশ তত সুন্দর, তত মহত্তর হয়ে গ'ড়ে উঠছে।'

যে দেশে কোটি কোটি মানুষের কল্যাণের দায়িত্ব - তাদের অগ্রগতির দায়িত্ব হাতে নিয়েও, মানবতার দায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, আত্ম বিস্মৃত শাসন-পরিচালকেরা আত্মঅবমাননা করেন—সে দেশে কোটি কোটি দরিদ্র, নিরন্ন, সহায়হীন মানুষ তাঁদের কাছ থেকে প্রতারিত, প্রবঞ্চিত হবেন—এ তো স্বাভাবিক কথা।

আত্মবিস্মৃত মানুষের হাতে শাসনভার পড়েছিল ব'লে, দেশের কোটি কোটি মানুষ শুধু প্রবঞ্চিতই হন নি—তাঁদের সম্মিলিত বিশাল সৃজনী শক্তিকে ৩০ বছর ধ'রে সম্পূর্ণ নীরব ক'রে রেখে তাদের অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। তাঁদের সুদূর প্রসারী ভবিষ্যত-সম্ভাবনাকে নিদারুণ ভাবে বিপন্ন ক'রে, জাতির অগ্রগতির জীবনকে বহু বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে—যেখানে আজ সারা বিশ্বে, দিকে দিকে, মানুষের জয়যাত্রার অভিযানে, বিশ্বের ইতিহাস মুখরিত।

সাম্প্রতিক কালে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে, যে পট পরিবর্ত্তন হোল—সেই পট পরিবর্ত্তনের—সেই শাসন পরিবর্ত্তনের সংগ্রামে, রাজনৈতিক মতবাদের কোনো সংঘর্ষ বা নীতি-প্রয়োগ-কলা বিষয়ে কোনো পার্থক্যের প্রশ্ন ছিল না। কোটি কোটি মানুষের কাছে আবেদন ছিল যে, তদানীন্তন শাসনকারী দল মানবতাবোধে বঞ্চিত। ন্যায় বিচারের মহান দায়িত্ব হাতে নিয়ে, সেই দায়িত্ব থেকে ভ্রষ্ট। যে-আদর্শবাদ তাঁদের জীবনে ঘোষিত, তাঁরা সেই আদর্শবাদ থেকে বিচ্যুত। তাঁরা উপদ্রকারী, তাঁরা জাতীয় আত্মার হত্যাকারী। সেজন্য তাঁদের অপসারিত করো। এখানে ঐ আবেদনে তাই 'মানুষের' প্রশ্নই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল।

কোটি কোটি জনতার সমর্থনে, ভারতের বিশাল গণতান্ত্রিক আসনে, আজ যাঁরা কর্ণধার হলেন, তাঁদের শাসন কাঠামো, তাঁদের পরিকল্পনার কলাকৌশল কী হবে তারজন্য মানুষ আজ বেশী রকম ব্যগ্র কিছু নয়। সারা দেশ আজ ব্যগ্রতা সহকারে জানতে চাইছে—এঁদের কছে থেকে মানুষ মানবতার কী মহান পরিচয় পাবে—সুবিচারের কী গৌরবময় দৃষ্টিভঙ্গী পাবে—ক্ষুধিত, লাঞ্ছিত, অনাদৃত মানুষের জন্য এঁদের অন্তরে আজ কী গভীর মানব-প্রেমের তপ্ত স্পর্শের সন্ধান পাবে'। এখানেও সেই 'মানুষ' পাবার প্রশ্ন।

তাই আজ সারা দেশ চাইছে—"মানুষ চাই।" কেন চাই? অগ্রনী আদর্শবান হৃদয়বান অদ্ভুত মানুষেরা যদি ইতিহাসে না আসেন, নিজেদের রক্তের অক্ষরে, ইতিহাসের পাতায় লিখে যেতে, যে, মানুষ তার জীবনে বড়ো হয়ে, সার্থক রূপে কী ভাবে সে বাঁচবে—তা না হলে অগণিত মানুষ—যারা দিন যাপনের গ্লানীর মধ্যে একটু মহৎ হয়ে, একটু সার্থক রূপে বাঁচতে চায়—তারা পথ পাবে কী করে?

সেই পথ দেখাতে, —মানুষের কাছে নিজের জীবনটা তুলে ধরতে, আমাদের জীবনে একজন অদ্ভুত মানুষ এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—সমাজ জীবনে, জাতির জীবনে, মানুষ যদি মানুষ হয়ে না বাঁচতে পারে—তবে অগ্রগতি ব্যর্থ হয়ে যাবে—সংস্কৃতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। তিনি জানতেন—মানুষকে মানুষ করার জন্য—পথ দেখাবার জন্য ইতিহাসের কিছু মানুষকে চিহ্নিত মানুষ হতে হবে—সমাজ জীবনে বহু মানুষকে সার্থক মানুষ—অগ্রনী মানুষ হ'তে হবে। সে কথা তিনি শুধু ব'লে যাননি তিনি অনন্য সাধারণ অপর আরো চিহ্নত মহান পুরুষদের মতো আমাদের বলে গেছেন—আমার জীবনই আমার বাণী।

ভেবে দেখুন—অন্য পথও আছে

সংবাদ এসেছে—কেন্দ্রীয় সরকার নয়টি রাজ্যের মন্ত্রীসভাকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন—বিধানসভা অবিলম্বে ভেঙ্গে দিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি এই যে, ঐ নয়টি রাজ্যে, লোকসভা নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা প্রায় সকলেই হেরেছেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ সব রাজ্যে কংগ্রেসী শাসন বিপুল সংখ্যাধিক্য মানুষের সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়েছেন। সেই হেতু ঐ সব রাজ্যের শাসন থেকে কংগ্রেস সরে যান—এটাই বাঞ্ছনীয়। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি। ঐ নয়টি রাজ্য হোল—পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উড়িষ্যা, হিমাচল প্রদেশ।

এই প্রচেষ্টাটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা পার্লামেন্টে একটি সংবিধান সংশোধনী (৪৩তম) বিল উত্থাপন ক'রে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনকে সরাতে চেয়েছিলেন। ঐ বিলটি গৃহীত হলে, রাজ্য সভাগুলির বর্দ্ধিত মেয়াদ ঐ ৬ বছর আর থাকতো না। সংবিধান সংশোধনের পূর্ব্বের অবস্থা এসে যেত—তাতে অধিকাংশ বিধানসভার ভোটের সময় হাজির হয়ে যেত।

কিন্তু ঐ বিল কার্য্যকরী হবার পথে বাধা পড়ল। বিলকে কার্য্যকরী আইনে পরিণত হবার আগে, অধিকাংশ রাজ্যের বিধান সভার সম্মতি পেতে হয়। কিন্তু আজ অধিকাংশ নির্ব্বাচিত সদস্যেরা হচ্ছেন—কংগ্রেসী। সেই কংগ্রেস শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ বিলের অনুকূলে তারা ভোট দেবেন না। সুতরাং বোঝা গেল—ঐ ধারায় কাজ সফল হবে না। তারই পরিণতি দেখে—এলো দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

কংগ্রেস তার দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এবং ৪২তম সংবিধান সংশোধনে যে নজীর এবং কীর্ত্তি সমূহ রেখে গেছেন—এবং নতুন সংবিধান যে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে ও রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছেন—তাতে শঠের সঙ্গে শাঠ্য হিসাবে কর্ম্মধারা নেওয়া নতুন সরকারের কোনো অসুবিধার কিছু ছিল না। বহু আগে সারা ভারতের সমস্ত কংগ্রেসী রাজ্যসভা ও বিধান সভাগুলি শেষ হয়ে যেতে পারতো।

কিন্তু নতুন সরকার প্রথমে সেই রাস্তার কথা ভাবেন নি। আমরাও আমাদের গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ঐ পথ না নেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে ব'লে অভিমত রেখেছি। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই বিরোধী পক্ষ হিসাবে কংগ্রেসকে লোকসভায় যথেষ্ট সম্মান দিলেন এবং আশা করছিলেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে শঠে শাঠ্যং নীতি যখন গ্রহণ করা হচ্ছে না—তখন কংগ্রেসও ভদ্রলোকের মত আচরণ করবেন। ভদ্রলোকের আচরণ যা আশা করা গেছল তা এই।

কংগ্রেস যখন জনগণের আস্থা হারিয়েছে—তখন রাজ্যশাসন থেকে কংগ্রেস নিজে থেকেই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে—যা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলি করে। সরে গিয়ে তারপর বিধানসভা নির্ব্বাচনে নিজেরা দাঁড়িয়ে জনগণের আস্থা অর্জ্জনের পথে অগ্রসর হবে। এটা যদি কংগ্রেস নাই-ই পারে—তবে তার কাছ থেকে আর যা আশা করা গেছল—তা এই।

সংবিধান সংশোধনের নামে কংগ্রেস যে অভাবিত অন্যায় অবিচার করেছে—তার জন্য কংগ্রেস আজ অনুতপ্ত হবে এবং যখন ঐ সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের সংশোধনী প্রস্তাবে আসবে, তখন কংগ্রেস ভদ্রলোকের মত তাকে সমর্থন জানিয়ে গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দেবে। এই ছিল—নিদারুণ আঘাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কংগ্রেসের কাছ থেকে আচরণ পাবার আশা। কিন্তু মনে হচ্ছে—কংগ্রেস অঙ্গার সদৃশ—শত ধোলাইএও মলিনত্ব বোধহয় যাবে না। সেই কংগ্রেস এখন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ তাঁরা মানবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারও এই দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন যে, তারাও তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। এখন একটা থমথমে ভাব। আসন্ন একটা সংগ্রামের প্রস্তুতি চলেছে—উভয় দিকেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যগ্রতার কারণ আমরা বুঝি। রাষ্ট্রপতির শূন্য আসন পূরণ করতে আগামী আগষ্ট মাসে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। তার আগে যদি বিধান সভাগুলির নির্বাচনের কাজ সমাধা না হয় এবং সেই সময় যদি কংগ্রেসের রাজ্যমন্ত্রী সভাগুলি থেকে যায়—তবে একটা শাসনতান্ত্রিক সংকটের পরিস্থিতি দেখা দেবে। সেটা হচ্ছে এই।

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে ভোটদাতা হচ্ছেন—পার্লামেন্ট সদস্যেরা ও বিধান সভা সদস্যেরা। দেশের অধিকাংশ বিধানসভা সদস্য এখনও কংগ্রেসের হাতের মুঠোয় রয়েছে—এবং এখনো একটা বড়ো সংখ্যক পার্লামেন্ট সদস্য কংগ্রেসের হাতেই আছে।

এই অবস্থায় কংগ্রেস একজন নিজেদের মনোমত রাষ্ট্রপতিকে জয়যুক্ত করিয়ে নিতে প্যারে। এবং সেই রাষ্ট্রপতি ভারত সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। তাহলে দেশের কোটি কোটি লোক নতুন সরকারকে ভোট দিয়েও, তাদের লক্ষ্য এবং আশা আকাঙ্খা ঐ চক্রান্তের ফলে বহুভাবে বিপন্ন হতে পারে।

এই কারণেই নতুন সরকার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের কথা ভেবে একটা অনুকূল পথ পাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র। কেন্দ্রে নতুন সরকার হবার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, কংগ্রেস সরকার যেভাবে রাজ্যমন্ত্রীসভা, বিধানসভার পতন ঘটিয়েছিল—আমরা সেভাবে পথ গ্রহণ করব না। আমরা যা করব তা আইন সম্মতভাবেই করব। কিন্তু আজ একটা বিচিত্র পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সরকারকে কর্ম্মধারা বদল করতে হচ্ছে দেখছি।

বর্তমানে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং নয়জন মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন—বিধানসভা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য। এবং এই পরামর্শের পিছনে যে যুক্তি আছে সে নৈতিক যুক্তি আইনের যুক্তি নয়। আইনের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে, এই বলতে হয় যে, বেআইনীভাবে সংশোধিত সংবিধানের বলেই আজ ঐ বিধানসভাগুলি তাদের জন্য সংবিধান প্রদত্ত ৫ বছরের ওপর আরো এক বছর থাকতে পারবে। তারা যে পাঁচ বছর রাজত্ব করেছে—তা তারা আইন সম্মতভাবে করেছে। কিন্তু তার ওপরে আজও যে তারা শাসনযন্ত্রে আরো এক বছর থাকতে পারছে—তা তারা সংবিধানের বেআইনী বিধানের সহায়তা ক'রে যাচ্ছে।

নতুন সরকারের সামনে সত্যিই এক সংকট দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন সামনে। সেই রাষ্ট্রপতি যদি কেন্দ্রে শাসনকারী দলের মনোমত না হন—তবে শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দিতে বাধ্য। সেই অবস্থার ফলে, জাতির নীরব বিপ্লবের ফল বহুলাংশে ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেশের নতুন গঠনের কাজ বিঘ্নিত হয়ে পড়বে।

এই সংকটে যদি অন্য কোনো পথ না থাকতো—তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে গণতন্ত্রিক ন্যায়-নীতি অনুসরণ করার জন্য—কী পরামর্শ আমরা দিতাম, এখানে এখন তা বলার দরকার নেই। কেন্দ্রের নতুন সরকার বর্ত্তমান কংগ্রেসী রাজ্য বিধান সভা গুলির যে-পথে অবসান চাইছেন—সেই পথে না গিয়েও প্রায় সমস্ত বিধান সভাগুলির আশু নির্ব্বাচন সম্ভব হ'তে পারে—সেই মর্ম্মে নতুন সরকারকে ইতিমধ্যেই লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—সেই পরামর্শমত কাজ করার জন্য প্রকাশ্য ভাবেই আবার আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।

যখন জরুরী আইনের অন্ধকার যুগের মধ্যে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের প্রস্তুতির খবর সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হোল—তখন লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে সংঘের সচিব সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া লিপির বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি সংবিধানের বিধি বিধান থেকে দেখান যে, সংবিধানের ঐ ভাবে সংশোধন একেবারে বেআইনী হচ্ছে। ঐ ভাবে সংশোধনের কোনো প্রচেষ্টা যাতে না হতে পারে—তজ্জন্য সংবিধানে সুপরিস্ফুট নির্দ্দেশ রয়েছে। ঐ সমস্ত নির্দ্দেশের কথা সংঘের সচিব ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করেন।

ঐ প্রবন্ধ লেখার পর সংঘের সচিব প্রবন্ধটি ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত সাময়িক পত্রে প্রকাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ সব সাময়িক পত্রের সম্পাদকেরা প্রবন্ধ প্রকাশে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। একটি বিখ্যাত পত্রের সম্পাদক ঐ ভাবে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করলে, সংঘের সচিব কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি খোলা খুলি বলেন যে, যদিও সংবিধানের উদ্ধৃতি সমূহই ঐ প্রবন্ধের যুক্তির ভিত্তি রূপে রয়েছে—

তবু এই আইন সম্মত প্রবন্ধ প্রকাশ করলে আমাদের খুবই বিপদে পড়তে হবে। সেজন্য আমরা অপারগ। এখন জরুরী আইন চলছে।

সম্পাদকেরা অপারগ হওয়ায়, সংঘের সচিব ঐ লেখাটি ইন্দিরাজীর অসাংবিধানিক তথা বেআইনী সংশোধনের প্রতিবাদ স্বরূপ ইন্দিরাজীর কাছেই পাঠালেন। ডাকের মাধ্যমে পাঠানো প্রাপ্তি স্বীকার রসিদটি ইন্দিরাজীর অফিসের স্বাক্ষর বহন ক'রে ফিরে এলো—বোঝা গেল তিনি পেয়েছেন। কিন্তু তিনি নীরব থাকলেন। ঐ লেখার উত্তর দেওয়ার তাঁর ক্ষমতা ছিল না। যে ক্ষমতা তাঁর ছিল—সে ক্ষমতাও প্রয়োগ তিনি পুরুলিয়া জেলায় করলেন না। জানি না কী কারণে; তবে আমাদের মনে হয়—তার আগেই জরুরী আইনের বিরোধী অভিযানে লোকসেবক সংঘের ব্যাপক আয়োজনকে খোঁচাবার সাহস সরকারের হয়নি। সেই প্রবন্ধের কপি সংঘ সচিবের কাছেই এতদিন পড়ে ছিল।

কেন্দ্রের নতুন সরকারের আইনমন্ত্রী শ্রীশান্তিভূষণ যখন পার্লামেন্টে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের অবসানকল্পে ৪৩তম সংশোধনী বিল উপস্থিত করলেন—তখন লোকসেবক সংঘের সচিব ভারতের আইন মন্ত্রীকে চিঠি দিলেন যে, "যে পথে আপনারা অগ্রসর হচ্ছেন তাতে বিধানতান্ত্রিক কতকগুলি অসুবিধের জন্যে ঐ বিল কার্য্যকরী হবে না বোঝা যাচ্ছে। তখন আপনারা সুনিশ্চিত যে-পথ তাতে অগ্রসর হোন।"

লোক সেবক সংঘের সচিব ভারতের আইনমন্ত্রীকে লেখেন যে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের নামে যা করা হয়েছে—তাকে সংশোধন-বলেই ধরা যায়না—কারণ ঐ ভাবে সংশোধনের কোনো অধিকার লোক সভাকে সংবিধান দেয়নি। এর অপ্রতিরোধ্য যুক্তি সমূহ আছে। আপনারা অবিলম্বে সুপ্রীম কোর্টের শরণ নিন। অকাট্য ঐ যুক্তি সমূহ দেখালে—সংবিধানের বিধি বিধান সমূহ—যা এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়—তা দেখালে, সুপ্রীম কোর্ট ঐ বেআইনী ভাবে কৃত ৪২তম সংশোধন অবিলম্বে বাতিল করতে বাধ্য হবেন।

ভারতের আইন মন্ত্রীকে আরো জানানো হয় যে কংগ্রেসী শাসনের কালে শাসন যন্ত্রের কাছ থেকে অন্যায় চাপ এবং কলাকৌশলের ফলে সুপ্রীম কোর্টে সেদিন যে ভাবে কাজ উদ্যাপিত হয়েছে—আজ সে অন্যায় চাপ-সৃষ্টির কাজ থাকছেনা ব'লে সুপ্রীম কোর্টে সহজভাবে সত্যকে তুলে ধরতে দেশের মানুষ সুযোগ পাবেন।

সেজন্য আমরা মনে করি সংকট সমাধানের সম্মান-জনক পথ যখন রয়েছে—তখন আমরা এমন কোনো পথ নিই কেন যার ফলে বিরোধীরা নতুন সরকারের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে সুযোগ পাবে?

ভারতের আইন মন্ত্রীকে সংঘের সচিবের পক্ষ থেকে যা জানানো হয়েছে—সেই তথ্যাদি পশ্চিম বাংলার লোকসভা সদস্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মশাইকেও জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে এঁদের কাছ থেকে এখনো কোন সংবাদ লোক সেবক সংঘের কাছে আসে নি। জনতা পার্টির পুরুলিয়া জেলার সভাপতি নিজে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। লোক সেবক সংঘের সচিবের লিখিত প্রবন্ধটি পরে তাঁকেও দেখানো হয়। তিনিও সচিবের কাছে অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রবন্ধে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নির্ব্বাচনী প্রচারের সময় সমস্ত বিরোধী দল সমস্বরে ঘোষণা করেছেন যে, সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অন্যায়, অবৈধ, সংবিধান বিরোধী। আজ ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচার প্রার্থনা ক'রে, আমাদের দেখিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য যে সংবিধানের ঐ সংশোধন কেন অন্যায়, অবৈধ ও সংবিধান বিরোধী।

সুতরাং লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে ভারতের আইন মন্ত্রীকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেই পরামর্শ যাতে গৃহীত হয় - এবং তার দ্বারা যাতে জনতা পার্টির সম্মানজনক পথে সংকটের সমাধান করা হয়—তারজন্য এই জেলার এবং রাজ্যের জনতা পার্টি চেষ্টা করবেন ব'লে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, নয়টি বিধানসভার পুনর্নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা যে পথে করার কথা ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভাবছেন, সেই পথ আপাততঃ স্থগিত রেখে—সাংবিধানিক সুযোগের নিশ্চিত পথে অগ্রসর হয়ে আর একটা ইতিহাস তৈরী করুন।

দূরদর্শিতা

অগ্রজ স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় রোগশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও গভীর আগ্রহে লোকনায়ক জয়প্রকাশজীর সর্বাত্মক আন্দোলনের প্রতি তাঁর নিজের পূর্ণ সমর্থন জানাতেন। তিনি বলতেন "আমি যদি একটু সুস্থ হই তবে জয়প্রকাশজীর পাশে গিয়ে দাঁড়াব এবং তাঁর আন্দোলনে ঝাঁপ দেব।" জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের সাফল্য বিষয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। এখানেই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়। তাঁর রোগজীর্ণ শরীর নিয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক "মুক্তি" পত্রিকায় তিনি সর্বদাই জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশে অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁর লেখা ১৯৭৪ সালের পঁচিশে নভেম্বরের মুক্তি পত্রিকায় "জয়প্রকাশের জয়যাত্রা" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শেষাংশ এই প্রসঙ্গে নীচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"আমরা জনগণের গতিপথ জানি বলেই বলছি জয়প্রকাশের বুলি ফাঁকা বুলি নয়। জয়প্রকাশ বিহারের জনসাধারণের বিক্ষোভ ও চাহিদাকে একটা সংহত ও সুস্পষ্ট রূপ দিতে চলেছেন—দিয়েছেন। এবং এটাও ঠিক যে বিহারের এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ভারতের রাজ্যে রাজ্যে এখনই আরম্ভ হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেই ভারতের রাজনীতি যে নতুন মোড় নিতে চলেছে—সে বিষয় আমরা নিশ্চিত।

"জয়প্রকাশ সমস্ত আন্দোলনের ধারাকে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন—এইখানেই জয়প্রকাশের জয়। এবং সেই জন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে জয়প্রকাশের জয়যাত্রায় জনগণের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে—তার গতিপথে যারা বাধা দিতে যাবে তারা নিজেদের উৎসাদনের রাস্তাই পরিষ্কার করবে।

"জয়প্রকাশের জয়যাত্রা—জনগণের জয়যাত্রা জয় হোক।"

স্বর্গীয় বিভূতিভূষণের উপরোক্ত ভবিষ্যতবাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। সমভাবেই তিনি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিত্বে আসীন থাকাকালীন গান্ধীজীর আদর্শে বিকেন্দ্রিত শাসনের ধারায় পঞ্চায়েত গঠন পদ্ধতি রচনা করে, গঠনমূলক ক্ষেত্রেও যে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাহাও অনস্বীকার্য। আজিকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁহার রচিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা সর্বভারতেই গণতন্ত্রের পথে জনস্বরাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তথা জয়প্রকাশজীর সর্বাত্মক বিপ্লবের বাস্তব রূপায়ণের পথে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য হবে তা দ্বিধাহীন চিত্তেই বলতে পারি। স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ আজীবন নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অম্লান বদনে বিসর্জন দিয়ে, তাঁর প্রতিটি রক্ত বিন্দুর ভেতর দিয়ে, এই সর্বাত্মক বিপ্লবের স্বপ্নকে বাস্তবরূপে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এই দৃষ্টি দিয়েই বিকেন্দ্রিত শাসনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজ রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। আজ এই অনুকূল পরিস্থিতিতে তাঁর সেই স্বপ্নের সেই সাধনার সার্থকরূপ দেবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তিনি যে কাজ শুরু করে জীর্ণদেহ নিয়ে তার শেষ সাফল্য শুধু দূরদর্শিতায় অনুভব করেছিলেন—নিজের চোখে দেখে যেতে পারেন নি—সেই অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব আমরা সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে পারলেই তাঁর স্মৃতির প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা হবে বলে মনে করি।

১লা বৈশাখ ১৩৮৪ চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
মাঝিহিড়া

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা

(২য় পাতার শেষাংশ)

কর্মীদের সম্পত্তি গ্রাস ক'রে তাদের পথে বসাবার অপচেষ্টা নিবারণ করতে হবে

(৫) এই সোসাইটিতে লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মীরা থাকলেও লোকসেবক সংঘের রাজনৈতিক কাজের থেকে এই সোসাইটি পৃথক। সম্পূর্ণ গঠন ধর্মী প্রতিষ্ঠান। এ জেলার দুর্গত মানুষকে বাঁচাবার কাজে গঠিত এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কাছ থেকে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দৃষ্টিতে কদর্য্য বেআইনী সব আক্রমণ আসবে আমরা কেউ আশা করিনি। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নানা বিপদ সৃষ্টি ক'রে লোকব্রতী গ্রাস করার চেষ্টা হল। সোসাইটির সমস্ত সম্পত্তি ব্যাঙ্কের কাছে মর্গেজ (বাঁধা) রেখে, কাজ শুরু করা হয়। এবং জনকতক বিশিষ্ট কর্মী জামিনদার হন—তাঁদের নিজ নিজ সমস্ত সম্পত্তি এর সঙ্গে জড়িত হয়। ঐ সব ছাপোষা মানুষদের এভাবে জড়িত করার পর তাঁদের সম্পত্তি বিপন্ন হবার মত চক্রান্ত হবে—তা চিন্তার অতীত ছিল। লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা ও সংঘের সচিবও জামিনদার আছেন—তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে কোনো দিন কিছু নেই তা সবাই জানেন। কাজ ঠিকমতো না চললে, লেন দেনের চুক্তি অনুসারে আর কয়েক মাসের মধ্যেই লোকব্রতীর সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করার অধিকার ব্যাঙ্কের আসবে। সেই সঙ্গে জামিনদারদের সম্পত্তি নিয়ে টানাটানি হবার বিশেষ সম্ভাবনা।

কংগ্রেসী শাসন সোসাইটি ভেঙ্গে ফেলারই মতলব করেছিল

লোকব্রতীকে বিপন্ন করে, লেন দেনের অবস্থা ছত্রভঙ্গ ক'রে, ব্যাঙ্ক যাতে লোকব্রতীকে হস্তগত করতে পারে—কংগ্রেস সরকার তারই পরিকল্পনা নিয়ে চলছিল। সাম্প্রতিক কালের সমস্ত অবস্থা দেখে তাই মনে হয়েছিল। পাঠকেরাও অবস্থার বিবরণে তা স্পষ্টই বুঝবেন। কংগ্রেস থাকলে, সেই উদ্দেশ্য হাসিল হোত। আজ যাতে তা না হয় দেখতে হবে।

(ক্রমশঃ)

চিঠি-পত্র

মুক্তিতে প্রকাশিত একটি চিঠির প্রতিবাদ

হুড়া থানার কুলগোড়া গ্রামের কিছু ব্যক্তির একটি চিঠির প্রতিবাদ ক'রে কুলগোড়া ২৬ জনের স্বাক্ষরিত যে চিঠি এসেছে সেই চিঠির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সর্বশ্রী পশুপতি মাহাত, শুকদেব মাহাত, হরিপদ মাহাত, সন্তোষকুমার মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ জানাচ্ছেন যে,

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ কুলগোড়া গ্রামবাসী। আমরা আপনার বহুল প্রচারিত মুক্তি পত্রিকার ৩৭ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ষষ্ঠ পাতার প্রথম কলমে প্রকাশিত চিঠিপত্র কলমে "কংগ্রেসী এম. এল. এর অগণতান্ত্রিক আচরণ" নামক চিঠি যাহা সর্বশ্রী ভূষণচন্দ্র গোপ (অধ্যক্ষ) মন্মথ গোপ (উপ প্রধান জবড়রা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ) নিবারণ মাহাত, হেলু মল্লিক, শশধর সর্দ্দার, রাধানাথ কুম্ভকার প্রভৃতি ১৭ জন ব্যক্তির নামে প্রকাশিত চিঠির প্রতিবাদ জানাইতেছি। চিঠিতে স্থানীয় বিধান সভা কংগ্রেসী সদস্যের অগণতান্ত্রিক আচরণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ কুলগোড়া গ্রামের নব নিযুক্ত ডিলার শ্রীসহদেব মাহাতকে আমরাই Dealership লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি এবং আমরা শ্রী মাহাতর হইয়া স্থানীয় এম, এল. এ মহোদয়কেও সানুনয় অনুরোধ করিয়াছি। তিনি আমাদের সকলের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াই সহদেব মাহাতকে Dealer করার সুপারিশ করিয়াছেন। এতবড় গ্রামের আনুমানিক ১৫০০/২০০০ লোকের পক্ষে মাত্র ভূষণ গোপ প্রমুখ সতের জন ব্যক্তিকে কে কোথায় কখন Dealer মনোনয়নের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত। সুতরাং সরজমিনে সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধান না করিয়াই কোন বিষয়ে কোন কিছু বলা যে ঠিকরূপ অগণতান্ত্রিক তাহা সহজেই অনুমেয়। বিপরীত পক্ষে অধ্যক্ষ মহাশয় নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে Dealership না দেওয়ার জন্য যে কায়েমী স্বার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহারও স্বরূপ আমাদের এই চিঠি প্রকাশিত হইলে জন সমক্ষে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইবে। তাহা ছাড়া আমাদের জন দরদী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূষণ গোপ মহাশয়ের জন দরদের কিছু নমুনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। তিনি গণতন্ত্রের সুবাদে গ্রামবাসীগণের কাহারও কোনরূপ পরামর্শ না লইয়াই শ্রীগুহিরাম গোপকে Dealership দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যিনি শ্রীযুক্ত গোপ মহাশয়ের খুল্লতাত এবং তাহার জন দরদের মূল্য হিসাবে গ্রামবাসীদের প্রাপ্য চিনি ও গমের সম্পূর্ণই পুরুলিয়া সহরেই বিক্রয় করা কালীন হাতে নাতে ধরা পড়েন এবং Dealershipটি হারান। পরবর্তী কালে শ্রীভূষণ গোপ (অধ্যক্ষ) মহাশয় তাগাদা তদ্বির করিয়া তাহার খুড়তোতো ভাই শ্রীহরিপদ গোপকে Dealership সাময়িকভাবে পাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন।

উল্লিখিত ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় কিরূপ জন দরদী এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নামে স্বজন পোষণ করেন। শুধু তাহাই নহে একাধারে তিনি অধ্যক্ষ এবং তাহার পরিবারের একজন কেরোসিন ডিলার: একজন পোষ্ট মাষ্টার আবার এম. আর. ডিলারটিও চাই। এটাই কি গণতন্ত্রের নমুনা।

অতএব মহাশয় আমাদের অনুরোধ শ্রীসহদেব মাহাতই আমাদের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি, সুতরাং তিনিই যেন উক্ত কাজে বহাল থাকেন। এ বিষয়ে পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের রদ বদলের প্রয়োজন হইলে উহার পূর্ব্বে যেন উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা হয়।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ১১ই সংখ্যা | সোমবার, ২রা মে. ১৯৭৭ ১৯শে বৈশাখ. ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯.৫০ সডাক ১০.৫০ নগদ - ২০ পয়সা

কে বলতে পারো—আমি যে এসেছি
জাতির সেবার জন্যে?
কে বলতে পারো—পদের জন্যে
আমি নই কভু হন্যে?
• • •
কে বলতে পারো—সেবা মোর কভু
রূপ নেয় নিকো পণ্যে?
কে বলতে পারো—আমি তো মানুষ
কেড়ে খাওয়া এ অরণ্যে?

৯টি রাজ্যে বিধান সভার পুনর্নির্ব্বাচন শীঘ্রই হচ্ছে

সুপ্রীম কোর্টের রায় : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার রায় : অবশেষে রাষ্ট্রপতির সই

সারা দেশের মানুষ তাকিয়েছিলেন—সুপ্রীম কোর্টের দিকে। সুপ্রীম কোর্টে ছয়টি রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ৯টি রাজ্যকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—নিজ নিজ রাজ্যপালকে বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দিতে। এই পরামর্শের মধ্যে বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার হুমকী রয়েছে—এই অভিযোগ ক'রে ঐ ছয়টি কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। এবং তাঁরা আবেদন করেন, সুপ্রীম কোর্ট যেন কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধা দেন। সুপ্রীম কোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ বসেছিল—সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাষ্টিসসহ সাতজন জজ তাতে বিচার করেন। পর পর ৫ দিন ব্যাপী বিচারের পর পঞ্চম দিনে জজেরা কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির আবেদন নাকচ করেন। এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের পথ থেকে বাধা সরিয়ে দেন।

সুপ্রীম কোর্টের রায় পাবার পরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা জরুরী বৈঠক ক'রে সিদ্ধান্ত করেন যে ঐ নয়টি রাজ্যে আপাততঃ রাষ্ট্রপতির শাসন হবে এবং অবিলম্বে ঐ রাজ্যগুলিতে বিধান সভার পুনর্নির্বাচন হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি কার্য্যকরী হওয়ার আগে, সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী বি, ডি. জাত্তি সই প্রদানে বিলম্ব করেন। বুঝে নেওয়ার জন্য সময় নেন। অবশেষে গত শনিবার রাত্রে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সই প্রদান করেন। আশা করা যাচ্ছে—আগামী জুনের প্রথম দিকে নির্বাচন হবে—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ রাজ্য প্রভৃতি।

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(তৃতীয় প্রবন্ধ)

ব্যাঙ্কের ঋণ নেওয়া হল যে সব—সম্পত্তি বন্ধক রেখে

মুক্তির গত সংখ্যায় দেখেছেন—ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে লোকব্রতীর বিভিন্ন কর্ম্ম বিভাগের জন্য সাত লক্ষ টাকা নিয়ে কাজ গড়ে তোলা হল। এবং এই টাকা নেওয়া হল—সোসাইটির জমি, বাঁধ, পুকুর, ঘর, বাড়ী, যন্ত্রাদি প্রভৃতি ৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বন্ধক রেখে। আর তার সঙ্গে লোকসেবক সংঘের ১১ জন বিশিষ্ট কর্ম্মী জামিনদার দাঁড়ালেন—তাঁদের ব্যক্তিগত জমি বাড়ী সম্পত্তি এর দ্বারা জড়িত হোল। লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা ও লোকসেবক সংঘের সচিবের ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি ছিল না। তথাপি ব্যাঙ্কের অনুরোধে এঁরাও জামিনদার হলেন। ব্যাঙ্কের বক্তব্য ছিল—সম্পত্তি না থাকলেও অন্যভাবে দায়িত্ব বহন করতে এঁদের জামিনদার হওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে সুবিধে জনক হবে।

অনাদৃত. দুর্ভিক্ষ পীড়িত জেলায় অর্থনৈতিক গঠনের এক প্রতিভূ

দুর্ভিক্ষ পীড়িত, সরকারের কাছ থেকে অবহেলিত, নিতান্ত দরিদ্র এই জেলার জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য লোকসেবক সংঘ বহুদিন থেকেই চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কাজের জন্য নানা বাধা পড়ছিল। সেজন্য সংঘের রাজনৈতিক সংশ্রব থেকে পৃথক ক'রে, সম্পূর্ণ একটি অর্থনৈতিক তথা গঠনমূলক সংস্থা গড়ে তোলার জন্য লোকব্রতী সোসাইটি করা হোল। এই প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রীকৃত হোল এবং একে কোনো দলের বা ব্যক্তির লাভ বা আয়ের উপায় হিসাবে না রেখে, সার্ব্বজনীন কল্যাণের জন্য সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়া হোল।

লোকব্রতী গঠনে লোকসেবক সংঘের অবদান

লোকসেবক সংঘ এই লোকব্রতী সোসাইটিকে ৪ লক্ষ টাকার জমি বাঁধ পুকুর ইত্যাদির সম্পত্তি দান করেন। এবং সংঘের এক দল বিশিষ্ট কর্মী এর জন্য জামিনদার হিসাবে নিজেদের সম্পত্তিকে জড়িত করেন। এবং এই অনুন্নত অবহেলিত দুর্ভীক্ষ পীড়িত আর্ত্ত জেলার অর্থ-নৈতিক গঠনের প্রতিভূস্বরূপ এই লোকব্রতী সোসাইটিকে গড়ে তোলার কাজে সংঘের অগনিত কর্মী আপ্রাণ চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। লোকব্রতী সোসাইটি ঐ সম্পত্তি দান না ক'রে, নিজে রাখলে, সংঘের একটা বড়ো আয় হোত। সংঘের রাজনৈতিক কাজের অনেক সুবিধে হত। কিন্তু সংঘ তা করলেন না—কারণ এই অবহেলিত জেলাকে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার কর্ম্ম তালিকা সংঘের সামনে সবচেয়ে বড় হোল।

লোকসেবক সংঘ এই সম্পত্তি পেলেন কোথা থেকে

লোকসেবক সংঘ বহু আগেই স্থির করেছিলেন যে, সংঘের খরচ পত্রের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করবেন না। স্বাবলম্বন পদ্ধতিতে আয়ের পথ করবেন এবং সংঘের কর্ম্মীরা অধিকাংশ চাষী ব'লে তাদের কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তার জন্য সমবেত পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং কর্মীদের নিজ সঞ্চয় প্রভৃতি থেকে এবং সংঘের আয়ের অংশ থেকে ধীরে ধীরে কয়েক বছর ধ'রে জমি কেনা হয়েছিল। রেজিষ্ট্রি অফিসের বিশেষজ্ঞদের মূল্য নির্দ্ধারণ হিসাবে জমির দাম বেশী হলেও যাঁরা বিক্রি করেছিলেন—তাঁরা লোকসেবক সংঘের কল্যাণ কর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে কম দামেই বিক্রি করেছিলেন।

লোকব্রতীর কাজ যে ভাবে অগ্রসর হোল : প্রথম বছর

লোকব্রতী হিসাবে যে কাজ হল—তার বছর দুয়ের হিসাব দিচ্ছি। কারণ ঐ কার্য্যকালটার পরেই উপদ্রব শুরু হোল। প্রথম বছরে কৃষি সরবরাহের (ব্যবসা বিভাগেরই) মোট আয় হোল প্রায় নব্বই হাজারের কাছা-

কাছি। ব্যবসা বিভাগ তথা মূল অফিসের সারা বছরের খরচ মিটিয়ে নীট লাভ রইল ৩৭ হাজার টাকা। কৃষিক্ষেত্রে বেশ ক্ষতি হোল। বোঝা গেল—বিরাট কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক কৃষির সঙ্গে তাল রেখে সেচ ব্যবস্থা ও অন্যান্য কৃষি ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক আয়োজন করতে না পারলে, এই জেলায় কৃষি লাভ জনক হবে না। তবে কৃষি ক্ষেত্রে বিবিধ ফসলে পরীক্ষার ফল সকলকে আশ্চর্যান্বিত করল যে, এই মাটিতে এহেন ফসল ফলে। অপর দিকে লোকব্রতীর কৃষি সহায় বিভাগের মারফত চাষীদের বহু লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হল।

কাজ যেভাবে চলল : দ্বিতীয় বছর

লোকব্রতীর দ্বিতীয় বছরে ব্যবসা বিভাগে মাল বিক্রি হোল ১৩ লক্ষ টাকার। কিন্তু এই বিভাগে এ বছর লাভ হোল না। খরচ-খরচা মিটিয়ে লোকসান দেখা গেল। কারণ আমাদের বহু বিক্রয়কেন্দ্রে একটা বিশেষ কারণে মাল ধারে দিয়ে টাকা আটক হয়ে যাওয়ায় ঐ সব কেন্দ্র থেকে লভ্যাংশ এলো না। গোলমাল শুরু হলো এই সময় থেকে। একটু পরেই সেই গোলমালের কথায় আসছি। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এত বড়ো কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে ভালই ঋণ দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী মহল থেকে সাংঘাতিক বিরূপতা শুরু হয়ে যাওয়ায়, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতিতে যথাযোগ্য আরো যে সব ব্যবস্থার জন্য ব্যাঙ্কের অগ্রসর হওয়া দরকার ছিল—এবং যা করতে নিজেরাও আগ্রহান্বিত ছিলেন—তা করতে ভরসা পেলেন না। কৃষি-ক্ষেত্রকে লোকসান থেকে বাঁচাবার আর উপায় না দেখে ব্যবসা বিভাগের পুঁজি থেকে ফার্মকে ধারে মাল সরবরাহ করতে এবং ফার্ম উন্নয়নের বিবিধ ব্যবস্থা করতে আমরা বাধ্য হলাম। এতে ব্যাঙ্কের দায়িত্বশীল সহানুভূতি সম্পন্ন অফিসারদের সম্মতি ছিল। তাঁরা বলেছিলেন—এখন ব্যবসা বিভাগ থেকে খরচ করুন পরে ঋণটা কৃষি ইউনিটে বদলিয়ে দেওয়া যাবে। দ্বিতীয় বছরও সোসাইটির কৃষিক্ষেত্রে প্রায় তার আগের বছরের মতই লোকসান হোল। তবে কিছুটা কম।

লোকব্রতীর নিদারুণ সাফল্য—কংগ্রেসের নিদারুণ আক্রোশ

লোকব্রতী হবার আগে থেকে যে কাজ শুরু হয়েছিল এবং লোকব্রতী গঠনের পর যে দু'বছর কাজ ভালো হল—এই কয়েক বছরে নানা দিক দিয়ে দারুণ সাফল্য হোল। লোকব্রতীর ব্যবস্থাপনায় হাজার হাজার চাষী ঘরে বসে ব্যাঙ্ক ঋণ পেল কৃষি শিক্ষা পেল, পাঁচজনে মিলে পাম্প প্রভৃতি কেনা, বাজার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজে নেতৃত্ব পেল। বহু রকম সাংগঠনিক সহায়তা পেল। সারা জেলায় প্রায় ধানের মত গমের চাষ ছড়িয়ে পড়ল। এক বছরে লোকব্রতীর বিক্রয় বিভাগেই দেড় হাজার মণ গম বীজ বিক্রি হোল! নানান উন্নত জাতের ধান বীজ, সব্জী বীজ প্রভৃতি বিক্রি হয়ে, সারা জেলায় ছড়াতে লাগল। শত শত শ্রেষ্ঠ পাম্প, স্প্রেয়ার প্রভৃতি বিক্রি হতে লাগল। লোক ভালভাবে বৈজ্ঞানিক কৃষি শিখল। 'চাষীর আলো' লোক-ব্রতীর মাসিক পত্র আলো বিতরণে অদ্ভুত কাজ করল। জেলার অর্থনৈতিক দুর্গতির জীবনে লোকব্রতীকে লোক ত্রাণকর্তার মত মনে করল। কিন্তু ত্রাণকর্তা এলে কী হবে—প্রাণ সংহার কর্তারা তো আছেন। তারা চুপ করে থাকবেন কেন?

উপদ্রব সুরু করলেন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী, বনমন্ত্রী প্রভৃতি

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, মুখ্যমন্ত্রী; শ্রীসীতারাম মাহাত, বনমন্ত্রী লোক-ব্রতীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন। স্থানীয় এম.এল.এরা আরো সব কংগ্রেস ধুরন্ধরেরা, অনুচরেরা লোকব্রতীর বিরুদ্ধে উঠে প'ড়ে লাগলেন। আর্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত জেলার অর্থনৈতিক কাজ এঁদের সহ্য হোল না—সে কেবল রাজনৈতিক মতলবে।

বিবেকহীন সপ্তরথী অভিমন্যুকে ঘিরে ধরল

দু'দিক দিয়ে কাজ চলতে লাগল। কলকাতায় ব্যাঙ্কের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং এখানে নানাভাবে উপদ্রব। এখানে কত রকমের উপদ্রব শুরু হোল—এখন তা বলে নিই। এবং এ সমস্তই একটা পরিকল্পনা করে করা হল—পিছন থেকে নেতৃত্ব দিয়ে। পরে তার বিবরণ সব দিচ্ছি—প্রমাণ পত্রের উল্লেখ করছি। একসঙ্গে যা শুরু হোল তা এই :

(১) সরকারী ক্ষেত্র থেকে লোকব্রতীর কর্মীদের ওপর মিথ্যে মামলা, মিথ্যে অভিযোগ সৃষ্টি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মাল সরবরাহ না করতে চাপ সৃষ্টি, মিথ্যে লেভী করা; টায়ার সরবরাহ বন্ধ করা ইত্যাদি।

(২) ব্যবসায়ীরা লেগে পড়লেন আমাদের বিভিন্ন ডিলারসীপ যদি কেড়ে নিতে পারেন।

(৩) কংগ্রেসী কনট্রাকটাররা এবং সরকারী লোকেরা আসতে থাকলো মিষ্টি কথায় ট্রাক নিয়ে, ট্রাকটার নিয়ে, মালপত্র ধারে নিয়ে, কেউ অর্থ ধার নিয়ে হাজার হাজার টাকার কাজ করিয়ে চুপ করে বসে গেল। এতে বহু হাজার টাকা আটকে গেল। তারা আজও পর্যান্ত চুপ করে আছে।

(৪) আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের সঙ্গে উপদ্রব শুরু করল।

(৫) এমন কি মন্ত্রীর ব্যবস্থাপনায় কংগ্রেসীদের নেতৃত্বে বহু সংখ্যক গুণ্ডা পরিচালনা ক'রে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হল। এরজন্য মামলা হ'ল, তা ভণ্ডুল করার নগ্ন চক্রান্ত হোল।

(৬) লোকব্রতীর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে যে সব চাষী তাদের মধ্যে সরকারী অফিসার, ব্যাঙ্ক অফিসাররা ঘুরে লোকব্রতীকে ঋণ শোধ না দিতে জোর প্রচার চালানো হল।

(৭) ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অফিসে যেমন চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল—এখানে তেমনি ব্যাঙ্কের নিচের স্তরের অফিসারদের হাত ক'রে এক সাংঘাতিক সংকট সৃষ্টি করার চক্রান্ত করা হোল।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অফিসে যে চাপ সৃষ্টি করা হোল

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হেড অফিসে অর্থাৎ কলকাতা অফিসের একজন বড় কর্মকর্তাকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয় ডেকে বলেছিলেন—"লোকব্রতীকে কেন আপনারা যোগান দিচ্ছেন। এতে আপনারা কংগ্রেসের খুবই ক্ষতি করছেন। যে ক'রে হোক—লোকব্রতীকে টাকা দেওয়া বন্ধ করুন।" অতঃপর সিদ্ধার্থ বাবু আর একজন খুব উচ্চ পর্য্যায়ের ঐ ব্যাঙ্কের অফিসারকে তিন তিনবার ফোন ক'রে বলেছিলেন—লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। সেই অফিসার উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন যে, লোকব্রতী সোসাইটি যখন চাষীর কল্যাণের কাজ করছে—তখন আমরা যোগাযোগ বন্ধ করি কী করে? এই অফিসার এই কথা নিজে আমাকে বলছেন। অপর ঘটনার বিষয়ে আর একজন অফিসার আমাকে বৃত্তান্ত দেন। আমি আজ বিশ্বাস করি যে, এই সম্মানিত ব্যক্তিরা নিজেরা তাদের বলা কথা আজ অস্বীকার করবেন না। সে সময় একজন অফিসার যাইই উত্তর দিন, এই চাপের ফলে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ থমকে গেলেন। তার ফল কী হোল পরে বলছি।

সিদ্ধার্থ বাবু খোলা চিঠির উত্তর দেবার সাহস করেন নি

কেউ মনে করবেন না—সিদ্ধার্থ বাবু যখন শাসন থেকে বিদায়ের মুখে—তখন বিপন্ন সিদ্ধার্থ বাবুর বিরুদ্ধে আজ একথা বলছি। তা নয়। সিদ্ধার্থ বাবুর যখন দাপটের স্বর্ণযুগ তখন আমি তাঁকে খোলা চিঠি দিয়ে জানিয়ে-ছিলাম যে আপনি লোকব্রতীকে নষ্ট করার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন—অস্বীকার করার কিছু থাকে তো করুন। সিদ্ধার্থ বাবুকে সেই চিঠি পাঠিয়েছিলাম। এবং সেই চিঠি ছাপিয়ে বিলি করেছিলাম। তাঁর ঐ অভিযোগ অস্বীকার করার সামর্থ্য হয়নি।

প্রধান মন্ত্রীও খোলা চিঠির জবাব দেবার সাহস করেন নি

এই জেলার ব্যাপারে ঐ রাজ্য সরকারের নানা ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাজীকে খোলা চিঠি দিয়ে ছিলাম—এবং তাঁকে আহ্বান করেছিলাম প্রকাশ্য তদন্ত করার জন্য। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীরও তা' করার বা জবাব দেবার সাহস হয়নি।

বনমন্ত্রী ও ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্র

লোকব্রতীকে ভাঙবার ব্যাপারে বনমন্ত্রীর আচরণও হয়েছে অত্যন্ত কদর্য। আগামী বারে তার কথা বলব। তার সঙ্গে বলব—কংগ্রেসী চক্রান্তের ফলে ব্যাঙ্কের একদল কর্মচারী কিভাবে সাংঘাতিক ক্ষতি সাধন করলেন এবং তার পরে ব্যাঙ্কের কর্ণধারা কীভাবে চলল। (ক্রমশঃ)

অরুণচন্দ্র ঘোষ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিশেষ কতকগুলি জরুরী লেখা প্রকাশের জন্য স্থানাভাবে অনেকগুলি স্থানীয় সংবাদ ও চিঠিপত্র জমা হয়ে আছে—এ সব আগামী সংখ্যায় যাবে।

—মুক্তি সম্পাদক

মুক্তি

২রা মে ১৯৭৭, সোমবার

দু'-পার্টি তত্ত্বের স্বরূপ বিচার

জলে ডোবা মানুষ যেমন যা কিছু আশ্রয় পায়—ধরতে চায়, তেমনি,—হঠাৎ যখন নির্ব্বাচনের ঘোষণা হল, তখন নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করলেন যে, এক দল অপর দলের হাত ধ'রে বৃহৎ এক শক্তির আধার না গড়লে, কারো আর বাঁচবার পথ নেই। এর বীজ লৌহ-কঠিন কারাগারের অভ্যন্তরেই উপ্ত হয়েছিল। নেতৃবৃন্দ ছাড়া পেয়েই ভারতীয় জীবনে অভাবিত এক কীর্ত্তি স্থাপন ক'রে ফেললেন। বিভিন্ন মতবাদের মানুষ রাতারাতি সর্ব্বভারতীয় একটা ঐক্যবদ্ধ বিরাট দল গড়ে ফেললেন।

সেই দলকে সামনে রেখে দেশের বিশাল জনসমষ্টিও ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করে ফেললেন। ৩০ বছর ধ'রে বহু অপকীর্ত্তি ও শোষণের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, যে কংগ্রেস নিদারুণভাবে দানবীয় শক্তি সম্পন্ন হয়েছিল, সেই কংগ্রেসকে জনজাগৃতির ঝড় ছিন্ন পালের মত কোথায় উড়িয়ে আবর্জ্জনায় ফেলে দিল। তখন উপলব্ধি হোল যে, কংগ্রেসের মোকা-বিলা করার মতো সর্ব্বভারতীয় দলের যে তীব্র চাহিদা ছিল—আজ সংকট মুহূর্ত্তে তারই অভ্যুদয় হোল।

রাজনীতিজ্ঞেরা আনন্দিত হলেন যে, অ্যামেরিকার মত, ইংলণ্ডের মত ভারতেও তাহলে দুটি বিশাল দল গ'ড়ে উঠল। এবং আনন্দবোধের মধ্য থেকে দু'চার জন রাজনীতিবিদ একথাও বলে উঠলেন যে, আমাদেরও দেশে দুটি বড় দলই থাকাই দরকার—তাই-ই থাকবে, ছোট ছোট বাড়তি দল-গুলির উচিত এর সঙ্গে মিলে যাওয়া।

একথাও উঠল যে, একটা শাসনকারী দল এবং একটা বিরোধী দল যেমন অ্যামেরিকা প্রভৃতিতে আছে, তেমনি এখানেও যখন শাসনকারী দল রূপে জনতা পার্টি এবং বিরোধী দলরূপে কংগ্রেস—এই দুটি বিরাট দলের অভ্যুদয় ঘটল পাশাপাশি—তখন অন্য দলগুলি যদি কোনোএকটার কুক্ষিতে আশ্রয় না নেয়—তবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এখন দেশের আঞ্চলিক পার্টিগুলির উচিত এই দুটির কোনো একটাতে ঢুকে পড়া।

দেখা যাচ্ছে—ভারতের রাজনৈতিক জীবনে একটা বড়ো বিচার্য্য বিষয়ের আবির্ভাব হোল। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদেরও আজ যে চিন্তা ভাবনা আসছে—তা এখনই প্রকাশ করা দরকার। তাছাড়া, এই প্রস্তাবের গুরুত্ব আমাদের জীবনে আরো বিশেষ এই জন্য যে, আমরাও অনেকে আঞ্চলিক দল,—খুচরো দলেরই অনুগামী—রাজ্য বা জেলা দল।

রাজনৈতিক বিধানতান্ত্রিক দলগঠন করার মূল উদ্দেশ্যটা কী, তাহলে দেখা যাক। প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত মানুষ বা ছোট খুচরো জন-গোষ্ঠীর প্রত্যেকে দেশ শাসনের বা সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নিজ নিজ আদর্শ-বাদ বা মতবাদ তৈরী করেন না বা করতে পারেন না। সাধারণতঃ বিশ্বে মহান চিন্তাশীলেরা এ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ মতবাদ স্থাপনা করেন। বিশ্বের দিকে দিকে মানুষ ঐসব মতবাদের কেউ এটা, কেউ ওটা অনুসরণ করেন। মাঝে মাঝে নতুন মতবাদের স্রষ্টাও আসেন। তখন বিশ্বে নতুন আলোড়ন জাগে।

বিশ্বে ধনতন্ত্রবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ চলছিল। তারপর এলো ফ্যাসীবাদ। তারপর এলো গান্ধীবাদ। এই সব মূল মতবাদগুলোর আবার রকমফের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীবাদ আবির্ভূত হয়েছে। কাউকে কারো মতবাদে ঢোকাবার জন্যে জোর করা চলে না। নিজের নিজের বিশ্বাস নিয়ে বিশ্বের সর্বত্র মানুষ দল গঠন করবে—শাসন যন্ত্র দখল করতে অগ্রসর হবে—বলার কিছু নেই।

কিন্তু ঐভাবে চললে বাস্তবক্ষেত্রে বহু অসুবিধে দেখা দেয়। শাসনযন্ত্র দখল করার মত দল যদি শক্তিশালীরূপে গ'ড়ে উঠতে না পারে—তবে নিজের নিজের বিশ্বাস ও মতবাদ নিয়ে খুচরো দলের মানুষেরা ব্যর্থ হয়ে পথে বসে থাকতে বাধ্য হন। এই অবস্থায় ঐসব মানুষের পথ থাকে দুটি।

(১) একটি হচ্ছে—মতবাদ আদর্শবাদের নিজ নিজ ভিন্ন রকম-ফের থাকলেও, সমগোত্রীয় মতবাদের অনুসরণকারীরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে একযোগে একটা বড়ো দলে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারেন। যেমন গান্ধীবাদীরূপে পরিচিত ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকেরা একটি বড়ো গোষ্ঠী রূপে যুক্ত হতে পারেন—তেমনি পারেন সাম্যবাদের সমাজতন্ত্রের অনুসরণ-কারী খুচরো বিচ্ছিন্ন দলেরা—এক একটা বৃহৎ গোষ্ঠীতে সম্মিলিত হতে।

(২) দ্বিতীয় পন্থা হোল—সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতের অনুসরণকারীরা এমনকি, সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারার বাহকেরা—বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে, একটা বৃহৎ দেশের শাসন চালাবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বোঝা-পড়া ক'রে একটা বড় দলে মিলিত হতে পারেন। তা' তাঁরা পারেন তাঁদের নিজ নিজ সুদূর প্রসারী ভাবের বাহক মতবাদগুলি আপাততঃ একধারে সরিয়ে রেখে—সাময়িক চুক্তি হিসাবে।

কিন্তু এর মধ্যে বড়ো কথা এই যে, ঐ দুটো পন্থার যে কোনো একটাই অনুসরণ করা হোক—তার মধ্যে নিজেদের ঘোষিত লক্ষ্য বা প্রতিশ্রুতি, নীতি বা কর্মলক্ষ্যটা খাঁটি হওয়া চাই। কোনো দলের প্রতিশ্রুতি, ভাবাদর্শ, কি মতবাদ যদি মাছ ধরা জালের মত সামনে পেতে রাখা থাকে আর সেই দলের আসল উদ্দেশ্যটা যদি হয়—শুধু ক্ষমতা লাভ, স্বার্থ সাধন আর ভাবের প্রতারণা—তাহলে সেটা সত্যকার রাজনৈতিক দল বলে গণ্য হতে পারে না।

দলের লোকেরা যদি আদর্শবাদী সৎ মানুষ খুঁজে দল শক্তিশালী করার চেষ্টা না করেন—কেবল দল স্ফীত করতে—নিজেদের ক্ষমতার লক্ষ্য হাসিল করতে, যত সুযোগ সন্ধানী, অসৎ, স্বার্থান্বেষী লোকদের দলে জোটাতে থাকেন—কেবল তারা বৈষয়িক দৃষ্টিতে এখুনি কাজের হতে পারেন এই জন্য; তাহলে তাকে ঠিক সেই দল বলা যাবে না—যে দলের কথা আমাদের সামনে রয়েছে। এবং খুব বড় দল হলেও এই রকম দলের কোনো দাবী থাকতে পারে না—অপর দলকে নিজের মধ্যে যুক্ত হ'তে বলতে।

বৃহৎ জীবনক্ষেত্রের জন্য বৃহৎ দল চাই-ই। তারজন্য একটা জাতিকে চেষ্টা করতেই হবে। সেই চেষ্টার মধ্য দিয়ে খুব বড়ো দল যে দু'একটি দেখা দেবে—তাদের আজ নিজেদের লক্ষ্য ও কর্মের সততা, যোগ্যতা, মহানতা প্রমাণ করতে হবে। তবেই তারা আশা করতে পারবেন—অন্য সব খুচরো বা আঞ্চলিক দলেরা তাদের পবিত্র সঙ্গমে মিলিত হবে। খুচরো দলগুলি যদি দেখে তাদের সামনে সুগঠিত, উন্নত দল—সততা যোগ্যতা-সম্পন্ন দল, আদর্শে অনুপ্রাণিত নির্ভরযোগ্য বড় দল আছে—তাহলে তারা তার সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব মিলিয়ে দিতে প্রেরণা পেতে পারে।

যে কোনো দলের সামনে এক আদর্শবাদ—মতবাদ থাকা ছাড়াও, সেই দলকে হতে হবে যোগ্যতা, সততা ও পবিত্রতা সম্পন্ন,—মানবতা, সহৃদয়তা ও উদারতা সম্পন্ন,—যার মধ্যে থাকবে সুবিচার, সুনীতি ও সুকৃতি। তাহলে সেই দল দাবী করতে পারে—খুচরো দলেরা শক্তি ক্ষয় না ক'রে, এই বৃহৎ শক্তির বটচ্ছায়ায় আসুক।

আমাদের সামনে এক বিশাল দলের অভ্যুদয় ঘটেছে—জনতা পার্টি। আজ সারা ভারতের মানুষ এই পার্টির ওপর বহু আশা আকাঙ্খা ন্যস্ত করে এগিয়েছেন। এই পার্টিও বহু প্রতিশ্রুতি ও ভরসা দিয়েছেন। খুচরো দল গুলিকে যুক্ত হবার জন্য এঁদের আহ্বানে সাড়া দেবার আগে খুচরো দল-গু'লি—যারা বিচারশীল—তারা দেখে নেবে এদের কাজকর্মের ধারা কেমন অগ্রসর হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ধারায় জনতা পার্টি ও কংগ্রেস—এই দুটো পার্টি যখন আজ ভারতে দেখা দিল—তখন সকল খুচরো দলের উচিত—এই দুটোর একটাতে ঢুকে পড়া। তাঁরা এইভাবে অনুমোদন করার সময়ে একটা জিনিষ বিচার করেন নি। কংগ্রেস আজ ভারতে এখনো একটা বৃহৎ দল হলেও—একে দানবীয় শক্তির জোট বলেই দেখা গেল। সত্যি বলতে গেলে—আজ এটা একটা রাজনৈতিক দলই নয়—যাকে দেশের এক বাস্থিত বিরোধী শক্তিরূপে গণ্য করা যায়।

অ্যামেরিকা, ইংলণ্ডে এ রকম একটা 'দল' নামধেয় "মগের বাহিনী" টিকতেই পারবে না। এ দল যদি কালে পরিশুদ্ধ হয়, জনগণের আস্থা

অর্জন করে, তবে স্বতন্ত্র কথা—তবে আবার সর্বভারতীয় দলরূপে দেখা দিতে পারবে। আজ বরং বলতে হবে যে, ইতিহাসের একটা অবাঞ্ছিত পরিণতি রূপে কংগ্রেস আজ তথাকথিত বিরোধী দলের ভূমিকায় দাঁড়িয়েছে সত্য; কিন্তু এর পরিবর্তে দেশে একটা সত্যকার সর্বভারতীয় বিরোধী রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠা দরকার। এগিয়ে এসো কেউ ঐ স্থান দখল করো। কারণ শাসনে একটা সর্ব ভারতীয় দল থাকলে আর একটা সর্বভারতীয় দল থাকা দেশের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে প্রয়োজনীয়।

কোনো রাজ্যে বা জেলায় এমন দল থাকতে পারে—আজকে তারা শাসন ক্ষমতার অংশ কিছু পাবে কি না পাবে—সে দিকে দৃষ্টি না রেখে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে—নিজেদের বিশেষ চিন্তাধারায়, আদর্শবাদে, বা মতবাদে দেশের জীবনকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য কাজ করে যেতে চায়। তাদেরও ভ্রান্ত মনে করার বা আজ খুচরো দল মনে ক'রে তাকে নস্যাৎ করার যুক্তি কিছু নেই। এহেন দল—গান্ধীবাদীও হতে পারে—সাম্যবাদীও হতে পারে—সমাজতন্ত্রীও হতে পারে—বা অন্য মতবাদের হতে পারে।

তাছাড়া ছোট দলগুলোর টিকে থাকার আর একটা বিশেষ দাবী আছে। সেটা অত্যন্ত জোরালো এবং প্রয়োজনীয় দাবী। ভারতবর্ষে আজ একটা সর্বভারতীয় দলের যে বিশাল মূল্য দেখা দিয়েছে, সে রকম থাকবে না—সত্যকার বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থার পত্তন যখন হবে—সেই ব্যবস্থা যখন উন্নততর হবে।

সর্বভারতীয় দলের দৃষ্টিতে যখন কথা হবে—তখন অত্যন্ত বড় দলের কথা উঠতে পারে। কিন্তু রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে রাজ্যস্তরের ভাল দল থাকার নিশ্চয়ই যৌক্তিকতা রয়েছে। তাছাড়া জেলাস্তরে যখন সত্যকার শাসনের ভাল অংশ ছড়িয়ে পড়বে—তখন জেলা স্তরে জনগণের আস্থাভাজন ভাল দল থাকলে—তার দাবীও সেইক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত হ'তে পারে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বড় দলের প্রয়োজন থাকলেও, সেই দলই যে, বিকেন্দ্রিত সমস্ত স্তরে ভালভাবে কাজ চালাতে পারবে—এমন কিছু কথা নেই। সবকাজ সামলানো তাদের পক্ষে সহজ নাও হ'তে পারে। হয়তো ছোট দলই ছোট ক্ষেত্রে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। শুধু শাসনের ক্ষেত্রেই নয়—দলীয় জীবনেরও বিকেন্দ্রিত ধারার কাজ গড়ে তোলার একটা প্রয়োজনীয় দিক ও দাবী রয়েছে। এ সব কথা আজ দেশের মানুষকে ভালভাবে বিচার করে দেখতে হবে।

একটা বড়ো সর্বভারতীয় দলই যদি সর্বভারতীয় স্তর, রাজ্যস্তর, জেলাস্তর সব স্তরেই খুব যোগ্যতার সঙ্গে কাজ সামলাতে পারে—খুবই ভাল কথা। কিন্তু তার অনেক অসুবিধেও আছে—এবং তার ভরসায় বহু সময় বিকেন্দ্রিত কাজ খারাপও হতে পারে। সেজন্য একমাত্র সর্বভারতীয় দলের দাবীই আজ সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দাবী বলে নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে না। খুচরো ছোট দলগুলিরও কারো কারো নিজের অস্তিত্বের বিষয়ে জোর দাবী থাকা বিচিত্র নয়।

তবে দল ছোটই হোক আর বড়ই হোক সকলেরই দাবীর ভিত্তি হবে—সেই দল সততা, যোগ্যতা কর্মকুশলতায় জনগণের আস্থাভাজন কি না—জনগণের সত্যকার সেবা করছে কি না। কংগ্রেস আজ অনেক বড়ো দল, তার দাবী কী আছে? তার চেয়ে অনেক ছোট দল হয়ে থাকলেও কোনো দল যদি আদর্শে, মতবাদে, কর্মে, সেবায়, আচরণে জনমনে স্থান করতে পারছে—তাহলে তার দাবী আজ নস্যাৎ করার কিছু নেই। রাজনৈতিক পরীক্ষার আগারে, ছোট দলের কর্ম পরীক্ষা হয়তো একদিন কোনো বড় দলকে যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় সরিয়ে নিজে বড় দলও হতে পারে। সুতরাং কোনো বিশেষ সীমারেখা টেনে ছোট ছোট দলগুলির সত্যকার জনসেবার ভূমিকাকে তুচ্ছ করা রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে কি?

ঋষি নিবারণচন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী

গত ১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণচন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসবের বিবরণ ও লেখা আগামী সংখ্যায় থাকবে।

—মুক্তি সম্পাদক

দরজা খোলা !!

গণতন্ত্রী কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ-স্বরূপ নেতা শ্রীজগজীবন রাম যখন কংগ্রেস ত্যাগ করে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রামে নামলেন—তখন তাঁর কোনো বক্তব্যে এই কথাই বোঝা গেছল যে, নবগঠিত গণতন্ত্রী কংগ্রেস দরজা খুলে অপেক্ষা করবে—একদিন হয়তো এই দলরূপী আধারটি তিন কংগ্রেসের মিলন তীর্থে বা ত্রিবেণী সঙ্গমে পরিণত হবে।

এই সংবাদে তখন আমরা এর অর্থ খুঁজছিলাম। তিন কংগ্রেস অর্থাৎ নব কংগ্রেস, সংগঠন কংগ্রেস, গণতন্ত্রী কংগ্রেস। নব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই দেবার জন্যই জগজীবন বাবু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন। সেদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাণী ছিল যে, সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বর্জনীয়। কারণ সেখানে যত সুবিধেবাদী, স্বার্থপর, সুযোগ-সন্ধানী, কায়েমী স্বার্থসম্পন্নেরা এবং ধনতান্ত্রিক লুঠের ধারক ও বাহকেরা—কংগ্রেসের প্রসাদলোভী অনুচরেরাই ভীড় করেছে। সেদিন জগজীবন বাবুর দলেরা—জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ—বামপন্থী গোষ্ঠিদের জোট এবং আরো অনেকে এবং তার সঙ্গে আমরাও সবাই উপরোক্ত ঐ ধারনার সঙ্গে আরো যে ধারনা পোষণ করেছি ও অভিমত ব্যক্ত করেছি—তা এই।

কংগ্রেসের একনায়কত্বকামী সর্বময় কর্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ স্তরের অপর ক্ষমতা লোভী নেতৃবৃন্দ সমূহ—নিজেদের ক্ষমতার আসন ও স্বার্থের লোভে সর্বপ্রকার দুর্নীতি ও অভাবিত অত্যাচার করেছেন এবং জনগণকে বঞ্চিত ক'রে অবাধ লুঠের রাজত্ব চালিয়েছেন। তাঁদের কর্মের ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ ধ্বংস সাধন করা হয়েছে—স্বৈরতন্ত্র করাল দশন নিয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে এবং তাদের রাজত্বে সংবিধান নীতি, সুবিচার, সাম্য ও মানবতা সম্পূর্ণভাবে পদদলিত ও অন্তর্হিত হয়েছে।

এর সঙ্গে ঐ সব নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেই আরো অভিযোগ এই ছিল যে, সারাদেশ জুড়ে কংগ্রেসের সমগ্র বিধানতান্ত্রিক অনুগামীরা (অর্থাৎ সারা ভারতের কংগ্রেসী এম, পি, ও এম, এল, এরা) এবং সাংগঠনিক অনুগামীরা (অর্থাৎ সারাভারতের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের লোকেরা যাঁরা নানা ভাবে কংগ্রেসের লুঠের ভাগ নেবার জন্যই কংগ্রেসের পিছনে রয়েছেন তাঁরা) কোনো আদর্শ বা সেবার কাজ অনুসরণ করতে কংগ্রেসে যাননি—গেছেন কেবল লুঠের ভাগ কুড়োতেই।

এই সব বিধানতান্ত্রিক ও সাংগঠনিক অনুচরদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-বিরোধী সমস্ত নেতাদেরই অভিযোগ এই ছিল যে, তাঁরা প্রত্যেকে লুঠের ভাগ পাবার মতলবে যেমন কংগ্রেসের সমস্ত গণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক অবিচারকে ও অত্যাচারকে একবাক্যে অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্থন ক'রে এসেছেন, তেমনি তাঁরা অনুগ্রহে পাওয়া নিজ নিজ ক্ষমতার আসন থেকে বঞ্চিত না হন তারই ভয়ে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সমস্ত অবিচার অন্যায়কে এবং তার সঙ্গে তাঁদের নিজেদেরই ওপর অনুষ্ঠিত সমস্ত অসম্মান, বৈষম্যমূলক আচরণ ও অন্যায় হুকুমকে নির্বিবাদে ভয়ে সহ্য ক'রে এসেছেন।

সুতরাং বিরোধী নেতাদের অবিরত ভর্ৎসনা এই ছিল যে, কংগ্রেসের ঐ সব বিধানতান্ত্রিক ও সাংগঠনিক অনুচরেরা হচ্ছেন ক্লীব, আত্মসম্মান বর্জ্জিত, দেশের শাসন জীবনে তথা বিধানতান্ত্রিক জীবনে থাকার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুতরাং শাসনযন্ত্রে যে সব কংগ্রেসী নেতারা আছেন—তাঁদের এবং বিধানতান্ত্রিক আসনে যে সব কংগ্রেসী অনুচরেরা আছেন—তাঁদের সকলকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে তাড়াতে হবে।

সেদিন বিরোধী নেতাদের দাবী সারা দেশের মানুষ, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে করেই, একদফা নির্বাচনে অর্থাৎ লোকসভার নির্বাচন সংগ্রামে বিপুলভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রার্থীদের, প্রায় সম্মার্জ্জনী দিয়ে ঘর সাফ করার মত, সুপরিষ্কার সাফাই ক'রে একটা দিক থেকে আবর্জ্জনা সরিয়ে, জনতা পার্টি ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের জন্য অভাবিত সুগম পথ করে দিয়েছেন।

এবং জনসাধারণ আরেকটা নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন যে, এবার সুযোগ এলেই নেতাদের দ্বারা ধিক্কৃত ঐ সব নীতিবিহীন, মনুষ্যত্ব-বিহীন বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থীদের আর এক দফা ঝাড়াই ক'রে, গণ-

তান্ত্রিক জীবনকে পুরোপুরি সাফাই ক'রে ফেলবেন। এবং আজ যাঁরা পরিশুদ্ধ, গ্লানীমুক্ত গণতান্ত্রিক জীবনের সাধনা করতে অগ্রসর হয়েছেন—তাঁদের জন্য রাজ্যগুলিতেও আবর্জ্জনা-মুক্ত সুন্দর পরিবেশ জনগণ ক'রে দেবেন।

এই রকম একটা মানসিকতার মধ্যে তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পটভূমিকার মধ্যে সম্প্রতি হঠাৎ হঠাৎ এমন কয়েকটি ব্যাপার ঘটে গেল—যা জনসাধারণকে এখন চিন্তিত ক'রে তুলল। জনসাধারণ সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় তাঁরা ব্যগ্রভাবে নেতাদের দিকে তাকিয়ে আছেন—তাঁরা এই অবস্থার কী যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ আমাদের সামনে উপস্থিত করবেন। যে সমস্ত ব্যাপারগুলির জন্য জনগণ সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছেন না, উত্তর চাইছেন—তা' এই।

জনসাধারণ শ্রীজগজীবন রামের কথা থেকে এই বুঝেছিলেন যে, তাঁরা তিন কংগ্রেসের মিলন চাইলেও তাঁদের কর্মধারা অনুসারে তার অর্থ এই হতে পারে যে, সংগঠন কংগ্রেসের আদর্শবাদী সদস্যেরা জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে আদর্শবাদী গণতন্ত্রী কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং নব কংগ্রেসে আজও যাঁরা সৎ আদর্শবাদী ব্যক্তি কোন্ঠাসা হয়ে আছেন এবং অন্য কোনো ভাল বিকল্প দল পাননি ব'লে, কংগ্রেসেই লেগে আছেন—তাদের বাছাই ক'রে, বাজিয়ে দেখে গণতন্ত্রী কংগ্রেসে নেওয়া হবে। এই হবে তিন কংগ্রেসের ত্রিবেণী সঙ্গম।

কিন্তু নির্বাচনের পর দেখা গেল—গণতন্ত্রী কংগ্রেসের দ্বার খোলা রইল—কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা সব লোককে নেবার জন্য। দেখা গেল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন পর্যান্ত, যে সমস্ত অত্যন্ত কুখ্যাত, বহুনিন্দিত, বহু কুকর্মের অংশভাগী জনশত্রু এম, এল, এ এম, পিরা, কংগ্রেসেরই পক্ষপুটে ছিলেন—তাঁরা একে একে গণতন্ত্রী কংগ্রেসে আসতে আরম্ভ করেছেন। তাঁদের সাদরে দলে এবং জাতে তুলে নেওয়া হচ্ছে।

এর সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার আমাদের অনেকেরই কাছে আশ্চর্য্যজনক ঠেকল। যখন আমরা দেখলাম—ত্রিপুরায় একমাত্র কংগ্রেসের দলত্যাগী এম, এল, এদের শক্তির ওপরই নির্ভর করে গণতন্ত্রী কংগ্রেস মন্ত্রীসভা দখল করলেন। তাঁর সঙ্গে আরো একটি যে ব্যাপার আমাদের কাছে আরো বেশী আশ্চর্যের মনে হল, তা এই যে, মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি পর্যান্ত কংগ্রেসের ঐ দলত্যাগীদের বহু প্রাধান্য পূর্ণ মন্ত্রীসভায় নিজেদের তিনজন বিধানসভা সদস্যকে যুক্ত ক'রে মন্ত্রী সভায় যোগ দিলেন।

এর চেয়েও সম্প্রতি আরো বেশী আশ্চর্য্য-জনক এক ব্যাপার ভারতীয় রাজনৈতিক গগনে দেখা দিল। ২৪শে এপ্রিলের খবর এই যে, জনতা পার্টিও তাঁর দরজা পুরোপুরি উন্মুক্ত ভাবে, নিঃসর্ত্তভাবে খুলে দিলেন—কংগ্রেসের যেখানে যত লোকসভা সদস্য ও বিধান সভা সদস্য আছেন—তাদের জন্য।

বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞের কাজ যখন তুঙ্গে উঠেছিল এবং আমাদের জেলায় যখন আমরা দেখলাম—যেখানে যত সুযোগ সন্ধানী কুখ্যাত ব্যক্তিরা ভূদান যজ্ঞের ভাণ্ডারী হবার জন্যে দলে দলে ঐ দলে ঢুকে পড়ছেন—তখন বিনোবাজীকে বলেছিলাম—আপনি এটা বন্ধ না করলে কি ক্ষতি হবে না? সব কি পণ্ড হবে না? তাতে বিনোবাজী অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে উত্তর দিয়েছিলেন যে, জানো না আমি গঙ্গার মতন। দেখো নি কি যে, গঙ্গায় যত নর্দ্দমার জল ঢোকে—সেই সব জলই পবিত্র হয়ে যায়।

জানি না, জনতা পার্টির নেতারা বা গণতন্ত্রী দলের নেতারা অথবা বামফ্রন্টের নেতারা বিনোবাজীর মত ঐ ভাবে ভাবছেন কিনা। কিন্তু আজ আমরা তাঁদের কাছ থেকে এ বিষয়ে সুচিন্তিত যুক্তিসম্মত অভিমত জানতে চাইছি। কারণ অত্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধ'রে—নিরবচ্ছিন্ন হতাশা, লাঞ্ছনা অন্ধকারের মধ্যে আজ এই এক আশার আলো আমরা জনগণ পেয়েছি। সারা দেশের জনগণ এবং আমরা রাজনৈতিক ছোট ছোট দলেরা নির্বাচনে অকুণ্ঠিত ভাবে এঁদের সহযোগিতা দিয়েছি—একটা গভীর আশায়। দেশের ভেতরে নতুন সমাজ গড়ে তোলার বহু কাজ আজ সামনে রয়েছে—ও এঁদেরই শক্তিতে পূর্ণ করার কথা আমরা ভাবছি। তার জন্য এঁদের প্রতি আরো বহু সহযোগিতা দেবার জন্য আমরা আজ আরো ভাল ভাবে তৈরী হচ্ছি—শক্তি সঞ্চয় করছি।

সেজন্য আজ আমরা ঐ পার্টিগুলির অবাধ দরজা খোলার সিদ্ধান্তে ভয়ানক চিন্তিত হয়েছি। কেন হয়েছি তা তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এবং নিতান্ত বন্ধু ভাবেই তাঁদের পরামর্শ দিচ্ছি গভীর ভাবে ভেবে দেখতে যে, এই সিদ্ধান্ত তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ হচ্ছে কিনা।

লোকসভা নির্বাচনের দিন কয়েক আগে, কলকাতা ময়দানে যখন শ্রীমোরারজী দেশাই প্রথম জনসভা করলেন—সেই জনসভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম। সেই জনসভায় জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন ভাষণ দিলেন যে, কংগ্রেস অসৎ প্রতিনিধিতে ভরে গেছে। জনতা পার্টি আজ চায়—শাসনে সৎ প্রতিনিধি পাঠাবে। লোকসভায় জনতা পার্টি গণতন্ত্রী কংগ্রেস বা বামপন্থী জোট যে সব প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন—তাঁরা সৎ নন একথা তুলছি না। এবং শ্রীসেনের ঐ কথার অর্থও এই নয় যে তাঁরা কেবল লোকসভা নির্বাচনেই সৎ প্রতিনিধি দেবেন—পরে দেবেন না। সুতরাং এর থেকে একটি বড়ো প্রশ্ন আমাদের মনে—দেশের আরো বহু জনের মনে দেখা দিচ্ছে।

জনতা পার্টি যদি বলেন যে, দলে কংগ্রেসের কুখ্যাত লোকদের ঢোকাচ্ছি—তাদের কোন আসন দেবার সর্তে নয়—আমাদের দলে তারা সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে থাকবে—তাহলেও কিন্তু তারপরে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যে, তাদের আজ আসন না দিলেও, এই সব মাল মশলা যদি অবাধে ঢোকবার পথ পেয়ে অনেক বেশী ক'রে ঢোকে—এখন তাদের কি দলের গঠনতান্ত্রিক—গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে? প্রশ্ন এই উঠছে যে, তারা দলে ভারি হ'লেও, তারা অসৎ লোককে মনোনীত করবেন না? গোষ্ঠী চক্রান্তে তারাই আবার আসনলাভ করবেন না—এর কি নিশ্চয়তা তাঁরা দিতে পারেন? নিশ্চিতরূপে অবাধ দরজা খুলে দেবার সময় নেতারা কি একথা নিশ্চিত ক'রে বলতে পারেন যে অচিরেই ঐসব সুযোগ সন্ধানীরা আবার এই সব দলের সৎ লোককে বিতাড়িত করবেন না?

তাছাড়া আর একটি বড়ো প্রশ্ন এর মধ্যে আসছে। ঐ সব কংগ্রেসী সদস্যেরা একটা দলের পক্ষ হয়ে জনতার কাছে ভোট চেয়েছিলেন। সেই দলের পক্ষ ছাড়বার সময় সংশ্লিষ্ট সদস্য পদ যদি তাঁরা না ছাড়েন—তবে কি তাঁদের জনগণের কাছে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করা হবে না? আসন ত্যাগ না ক'রে অন্য দলে ঢোকার বিরুদ্ধে বরাবর গভীর নিন্দাবাদ করে এসেছেন ভারতের সমস্ত দলই। আজ সেই বিশ্বাসভঙ্গকারীদের দলে ঢোকাবার সময় জনতার কাছে নেতাদের কী জবাবদিহী করার রয়েছে দয়া ক'রে বলবেন কি? ভোটের সময় জনতার কাছে ঐ সব দলের হ'য়ে আমরাও ভোট চেয়েছি। সুতরাং জনতার কাছে আমাদেরও আজ জবাবদিহী করার আছে। আমরা আজ তাহলে বলব কী?

দল ভাঙ্গানোর কাজকেও আমরা সকলে বরাবর ঘৃণিত কাজ ব'লে ধিক্কার দিয়ে এসেছি। "তোমরা দল ছেড়ে এসো—আমাদের দলে স্থান পাবে"—এই কথা ঘোষণার মধ্য দিয়ে ঘোষণাকারীরা কি দল ভাঙ্গানোর দায়িত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন না? এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিতে যদি কোনো ভুল থাকে—সাসনে আসীন নেতৃবৃন্দরা দয়া করে আমাদের তা' বলুন।

এতদিন ধ'রে আমরা শুধু কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্বকেই অভিযুক্ত করি নি—গোটা কংগ্রেসটা দূষিত, পঙ্কিল, বিপথগামী হয়ে গেছে নেতারা সবাই বলেছেন। নেতারা এবং আমরা বলেছি—কংগ্রেসের সমস্ত স্তরের সদস্যেরা দানবীয় শাসনের যোগ্য সঙ্গীরূপে কাজ ক'রে আজ বর্জ্জনীয়, শাস্তির যোগ্য হয়েছেন। শ্রীজগজীবন রাম ও তাঁর মতন যে সব নেতৃবৃন্দের কথা আগেই শোনা যাচ্ছিল যে, তাঁরা ইন্দিরাজীর অন্যায় সমর্থন করছেন না বলে তাঁরা কেউ নজরবন্দী অবস্থায় রয়েছেন—কেউ বিতাড়িত হবার অবস্থায় আছেন—কেউ বিতাড়িত হয়েছেন। ঐ সব ব্যক্তিদের, একটা সংগ্রামী দলের সহযোগী করার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কাল পর্যান্ত যাঁরা কংগ্রেসে ঝুলে থেকে আমাদের কাছে অপাংক্তেয় রূপে হেয় রূপে ছিলেন—আজ আমাদের ছত্রতলে এসে গেলেই কি তাঁরা জনগণের কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়ে গেলেন?

জনগণের কাছে আজ একটা মস্ত সংকট দেখা দিয়েছে। সংবাদ থেকে জানছি যে, কংগ্রেসের এমন সব এম, পি, এম, এল, এ ঢুকছেন যে, কাল পর্যান্ত যাঁরা জনশত্রুরূপে, বহু জঘন্য কাজ ক'রে, জনগণের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কারের বস্তু হয়েছিলেন; জনগণের বহু লুঠের ভাগের জন্য এবং বহু অবিচার অনাচারের জন্য আসামীরূপে জনগণের পয়লা নম্বর শত্রু হয়ে-

ছিলেন। এই সব দূষিত পূতিগন্ধময় মালমশলাও আজ জনগণের আশা আকাঙ্খার বস্তু নতুন আবির্ভূত পার্টি গুলিতে অবাধে ঢুকবেন—তারজন্য কোনো সর্ত সাক্ষেপে ঢোকবার বাধাও থাকছে না—এর ফলাফলটা কি ঐ সব পার্টির জীবনে বিষময় হবে না—কেউ বলতে পারেন?

এখন আর একটা বড়ো প্রশ্ন এই যে, কাল পর্যান্ত যাঁদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন মরণের লড়াই দিতে হয়েছে—যাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হ'লে সমাজিক ভদ্রতা বিনিময়ের পরিবেশ দূরে থাক—তাঁদের মুখ দেখা পর্য্যান্ত সম্ভব ছিল না—সেই সব জনশত্রু শ্রেণীর ব্যক্তিরা যখন গণতন্ত্রী কংগ্রেসে, জনতা পার্টিতে ঢুকে আগামী নির্ব্বাচনের কাজে বা জন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে দায়িত্বশীলের মত এগিয়ে আসবেন—তখন তাঁদের সঙ্গে আদর্শবাদী সংগ্রামীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজের ক্ষেত্রে কি ক'রে, কোন মুখে নামতে পারবেন—সে কথাই আজ ভাবছি। এর সামঞ্জস্যের পথ কোথায় নেতৃবৃন্দ বলবেন কি?

শুদ্ধ পরিস্কার, আদর্শপূত রাজনীতির প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাঁরা নির্ব্বাচনে নেমেছেন—যাঁরা রাজঘাটে গান্ধীজীর মহান আদর্শবাদের প্রতি শপথ নিয়ে, পবিত্র রাজনীতির মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে, জয়যাত্রা সুরু করেছেন—যাঁরা জনগণের শোষণকারী অত্যাচারী নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে সততাপূর্ণ সংগ্রাম দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাতিকে—তাঁদের জীবনে আজ কংগ্রেসী আমলের সর্ব্বক্ষণের সর্ব্বসময়ের অত্যাচারী, অবিচারী, ঘৃণিত, দূষিত জনশত্রুদের জন্য "দ্বার উন্মোচন" ক'রে রাখার পন্থা কতদূর সামঞ্জস্য পূর্ণ হোল—আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ঐ সব প্রখ্যাত স্বনামধন্য জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ কি আমাদের তা' অনুগ্রহ ক'রে যুক্তি সহ বুঝিয়ে বলবেন? আমরা তাহলে কৃতজ্ঞ হবো এবং যুক্তিসঙ্গত সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তর পেলে জনতার কাছে দাঁড়াবার পথ পাবো।

বিবিধ প্রসঙ্গ

একটি সাময়িক পত্রের কদর্য্য অপপ্রচার

সহরে একটি সময়িক পত্র আছে—মাঝে মাঝে বেরয়। তার নাম পুরুলিয়া প্রভাকর। তার বিগত ১লা এপ্রিলের সংখ্যায়—'যুব মস্তান কর্তৃক "কুমারী কন্যা অপহরণ" শীর্ষক একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিশেষ উদ্দেশ্যে জনমনে মিথ্যা আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য সম্পাদক দায়ী হয়েছেন।

উপরোক্ত ঐ লেখাটির বিরুদ্ধে নডিহা মহল্লা থেকে কয়েকজন প্রতিবাদ জানিয়ে মুক্তিতে একটি চিঠি পাঠান। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতি অযথা একটি জঘন্য দোষারোপ করে অভিযুক্ত করায়—ঐ পরিবারটিকে অপপ্রচার থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা ঐ পত্র দেন। এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে আমরা চিঠিটি প্রকাশ করেছি। আমরা নিজেরাও তদন্ত করেছি। এবং দেখেছি যে প্রভাকরের প্রচারিত সংবাদটি নিতান্তই অসত্য। সংশ্লিষ্ট ছেলেটি ও মেয়েটি বিয়ে করেই অন্যত্র বেড়াতে গেছল—তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রভাকরের সম্পাদক বরাবর যা করেন—এবারেও তাই করেছেন। তিনি এই সুযোগে অযথা একটা রাজনৈতিক অপপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, "সহরের পাড়া মহল্লায় বিবিধ স্থানে সকলে বলাবলি সুরু করেছেন—কেন্দ্রে জনপ্রিয় জনতা সরকার গঠিত হওয়ার পর মুহূর্ত্তেই স্থানীয় যুব মস্তানেরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে।" সম্পাদকের ঐ লেখাটা লেখার সময় এটা খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে, জনতা সরকার কেন্দ্রে গঠিত হলেও, রাজ্য সরকার যখন কংগ্রেসের হাতে, তখন এই গল্প বানালে লোকে বলবেন যে, এটা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বশংবদ প্রচারকারীর দ্বারা জনতা পার্টির নামে অযথা মানীজনক দোষারোপ; কিম্বা অসত্য প্রচারকারীর বিচার ক্ষমতার অভাব। সম্পাদক মস্তানদের দৌরাত্ম্যের বিষয়ে অনেক নীতিকথা ঝেড়েছেন। কিন্তু একটা কাগজের সম্পাদক হয়ে নিজে যে দৌরাত্ম্য করেছেন—সেটা যেন তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করেন।

এই ব্যাপারে ওদিকে আবার পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট যে আচরণ করেছেন তাও আদৌ বাঞ্ছনীয় হয় নি। উড়ো সংবাদ পেয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট ছেলে মেয়ের ঘরে সংবাদ না নিয়েই, ছেলেকে ধরে আনতে পুলিস পাঠিয়ে ঐ সম্ভ্রান্ত পরিবারে হানা দেন। একজন দায়িত্বশীল-পদে আসীন অফিসারের কাছ থেকে আমরা সুবিবেচনা আশা করি। এ দিক দিয়েই তাঁর দিক থেকে ত্রুটি ঘটেছে মনে করছি। না হলে মনে করতে পারতাম যে, কংগ্রেসী শাসনের একজন অধীন অফিসার হিসাবে তিনি জনতা পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার কারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন।

স্থানীয় সংবাদ

শিক্ষিত বেকার যুবকদের সমিতি গঠন

গত ১৭-৪-৭৭ তারিখে আড়ষা থানার হেঁসলা গ্রামে থানার বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মহীন শিক্ষিত যুবকদের এক সমাবেশে শিক্ষিত বেকার যুবকদের সমিতি (Educated Unemployed Association) গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসন্তোষকুমার গরাই এবং প্রধান অতিথিরূপে যোগ দেন শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রধান অতিথি তাঁর আলোচনায় সরকারী চাকুরী ও সুযোগ সুবিধাগুলিকে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার যে তাঁদের দলের ও দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অর্থাগমের মাধ্যমে রূপান্তরিত করেছিলেন, তার তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, যে দলই রাজত্ব করুন, সরকারী সুযোগসুবিধায় ও ব্যবস্থাপনায় সকলের সমান অধিকার। এই অধিকারবোধ নিয়েই যুবকদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এম. এল. এ.এম. পি. র পেছনে ঘুরে তাঁদের কায়েমীস্বার্থকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। জেলার মৃতপ্রায় কুটির শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন ও প্রসার ঘটিয়ে এবং নূতন নূতন কুটীরশিল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। কারণ কেবলমাত্র সরকারী বিভাগগুলি জেলার কর্মহীন যুবকদের আশানুরূপ কর্মের যোগান দিতে সক্ষম হবে না।

সভাপতি তাঁর ভাষণে শিল্পবলয়ের মাঝে অবস্থিত পুরুলিয়ার শিল্পসম্ভাবনার আলোচনা করেন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে সরকারী কর্মে নিয়োগ সম্পর্কে কংগ্রেসী এম. এল. এ-দের কার্য্যকলাপের তদন্ত দাবী করা হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও তসর, লাক্ষা, কাটিলারী প্রভৃতি কুটীরশিল্প ও শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সমবায়করণের দ্বারা একচেটিয়া পুঁজির কায়েমী স্বার্থের অবসান দাবী করা হয়। শিক্ষান্তে জীবিকার অভাবে যাতে হতাশ হতে না হয়, তার জন্য কর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দাবী করা হয়। জেলার বিভিন্ন সরকারী বিভাগে ও ব্যাঙ্কে জেলার শিক্ষিত বেকারদের নিয়োগের দাবী গৃহীত হয়।

স্থির হয় যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা যাঁরা তাঁরাই কেবল সদস্য হতে পারবেন এবং এর জন্য বার্ষিক চাঁদা ৩৲ টাকা ধার্য্য হয়। নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুলফাইনাল বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ।

শ্রীসুনীল চ্যাটার্জী (সভাপতি), শ্রীফাল্গুনী কুইরী (সহসভাপতি), শ্রীগঙ্গাধর গরাই (সম্পাদক) ও শ্রীঅনন্ত গরাই (সহসম্পাদক) সর্বসম্মতিক্রমে থানা কমিটিতে নির্বাচিত হন।

প্রতি থানায় কমিটি গঠন করে সুষ্ঠু ভাবে দ্রুত জেলাকমিটি গঠনের জন্য জেলার সমস্ত শিক্ষিত বেকারদের নিকট আবেদন জানান হয়। এই বিষয়ে যোগাযোগের ঠিকানা, শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়, পুরুলিয়া ও শ্রীগঙ্গাধর গরাই বেলডি।

WANTED

Wanted a graduate with sanskrit for Dhagara Adibasi Jr. High School (Proposed Section) P. O. Jorberia, Dist. Purulia. Apply to the Secretary within 12-5-77 and apprear at interview on 15-5-77 at 8 A. M. No. T. A. will be entertained.

Secretary.

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ১২শ সংখ্যা | সোমবার, ৯ই মে, ১৯৭৭ ২৬শে বৈশাখ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

পঁচিশে বৈশাখে
নাও
তাঁরি পুণ্য নাম।
• • •
মহান কবিরে
দাও
প্রাণের প্রণাম॥

ভারতীয় সংবাদ : পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ : নির্বাচন সংবাদ

ভারতীয় সংবাদ : কেন্দ্রীয় শাসন

(১) কেন্দ্রীয় শাসকদল জানিয়েছেন—সারাভারতের কৃষি উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হবে। তার পরেই কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

(২) জনজীবনে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক যে সব কাজের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার করছেন—তার মূল সাফল্য নির্ভর করবে রাজ্য সরকার গুলি থেকে কংগ্রেসকে অপসারণের ওপর। অধিকাংশ রাজ্যে আপাততঃ রাজ্য পালের শাসন চলছে। আগামী নির্ব্বাচনের মাধ্যমে রাজ্য গুলি থেকে কংগ্রেসের ৩০ বৎসরের শাসন অপসারিত করতে পারলে নূতন জনপ্রিয় জনতা পার্টির পক্ষে তাঁদের দেশগঠনের কর্মলক্ষ্য সমূহ সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য মণ্ডিত করে তোলা সম্ভব হবে। সেজন্য জনতা পার্টি রাজ্য বিধানসভার নির্ব্বাচনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করছেন।

(৩) ইন্দিরাজীর পুত্র শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ও তাঁর বহুবিধ কুকর্ম্মের অন্যান্য সঙ্গীদের নানা রকম কুকীর্ত্তির সব বিস্ময়কর তথ্যাদি একে একে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় গুলিই কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিশনের বিচারাধীন করা হচ্ছে।

কংগ্রেস সংবাদ

দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ভোটাভুটিতে শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় হেরে গেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ

সি, পি, এম প্রস্তাব রেখেছিলেন—লোক সভার নির্ব্বাচনের মত রাজ্য বিধানসভা নির্ব্বাচনে পশ্চিম বাংলায় জনতা পার্টির সঙ্গে সি, পি, এমের আসন ভাগাভাগী হোক; এবং ন্যূনতম কর্ম্ম সূচির ভিত্তিতে উভয়ের দ্বারা রাজ্য মন্ত্রীসভা পরিচালনার কর্ম্মতালিকা নেওয়া হোক। জনতা পার্টির আপাততঃ অভিমত এইযে তাঁরা একাই মন্ত্রীসভা গঠন করবেন এবং নির্ব্বাচনে আসন ভাগ হিসাবে ২৯৫ আসনের মধ্যে সি, পি, এমকে ৮০টি আসন দিতে রাজী।

নির্ব্বাচনী সংবাদ

আশা করা যাচ্ছে—আগামী ১০ই ১২ই মে তারিখের মধ্যে বিধানসভা গুলির ভোট হবে।

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(চতুর্থ স্তবক)

কী বিশাল ও কাজের জিনিষকে আঘাত দেওয়া হল

গত সংখ্যার মুক্তি থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, (ক) লোকব্রতী সোসাইটির ভেতর দিয়ে জেলার কী বিশাল কৃষি উন্নয়নের পথ হচ্ছিল, যা সরকারেরও করার সাধ্য ছিল না। (খ) এই জেলার দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ ঘোচাবার পথে এক বড় পদক্ষেপ হয়েছে। (গ) ব্যাঙ্কের দুঃখজনক কৃপণতা ও বহু প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও, অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সোসাইটির আর্থিক সম্ভাবনার উজ্জ্বল ছবি পাওয়া গেল। (ঘ) আর একটা অত্যন্ত বড়ো জিনিষ বোঝা গেল যে, ব্যাঙ্ক এবং সরকারী সুযোগ সুবিধে সমূহ জনগণের জন্যে পেতে হলে, তার মাঝখানে এই রকম সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কী দারুণ প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা রয়েছে।

যে কাজ লোকব্রতী নিয়েছিল—

তা সরকার ও ব্যাঙ্কেরই কাজ ছিল

যেমন তেমন ভাবে কিছু টাকা ঋণ হিসাবে গ্রামে ঘরে চাষীর হাতে ছড়িয়ে দিলেই ব্যাঙ্কের কাজ হয় না। উৎপাদনের কাজে চাষী ঠিকমতো লাগাচ্ছে কিনা—তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সে পাচ্ছে কিনা ইত্যাদি—সমস্ত দিক দেখে দেশের উৎপাদন যেন বাড়ে এবং চাষীর যেন সত্যকার উন্নতি হয়—তার ব্যবস্থা করা ব্যাঙ্ক ও সরকারের নিজের কাজ। সেই কাজ এ পর্য্যন্ত তাঁরা কিছুই করেন নি। তাঁদের নিজের কাজ লোকব্রতী সোসাইটি তুলে নিল—একেবারে সেবার মনোভাবে এবং বহু অসুবিধের মধ্যে। সারা জেলার লোক জানেন এর মধ্যে কোনো রাজনীতি বিন্দুমাত্র ছিল না—কোনো রাজনৈতিক দলের লোকের প্রতি বিন্দুমাত্র বৈষম্যমূলক আচরণের একটা দৃষ্টান্ত দেখাবার কারো সাধ্য নেই।

তদন্ত হ'লে কিছু অফিসারের ভালমতো শাস্তি নিশ্চয়ই হবে

এই কাজের মধ্যে যে অসুবিধেগুলো ছিল—সেগুলো দূর করার কোনো রকম চেষ্টা ব্যাঙ্ক ও সরকার তো করলেনই না—উপরন্তু সরকার নানা চক্রান্ত এবং জঘন্য আঘাত সমূহ এনে, এতবড়ো কাজকে বিপন্ন করলেন। আর সরকারের চাপে ও প্রলোভনে ব্যাঙ্কের একদল অফিসার লোকব্রতীর বিরুদ্ধে ঐ চক্রান্তে ও ক্ষতি সাধনে যুক্ত হয়ে ব্যাঙ্কের গায়ে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করলেন। যদি আমাদের শেষ পর্য্যান্ত কেন্দ্রীয় তদন্তের মধ্যে যেতেই হয়—তাহলে আমি জানি যে, ব্যাঙ্ক ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগের বহু অফিসারকে ভালমতো শাস্তি পেতে হবে। এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলির গভীর বদনাম হবে।

ব্যাঙ্কের দিক থেকে প্রথম তথা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র

আগে ছিল বি. ডি, ও, অনুমোদন করলে চাষীরা ব্যাঙ্ক ঋণ পেতেন। লোকব্রতীর সঙ্গে যখন ব্যাঙ্কের কাজে পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি হোল—তখন স্থির হল বি, ডি, ওর দ্বারস্থ হতে হবে না—লোকব্রতীর অনুমোদনেই চাষীরা ব্যাঙ্ক ঋণ পাবে। তদানীন্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (বর্তমান

জেনারেল ম্যানেজার) শ্রীপি. কে, সেনই অন্যান্য অফিসারদের আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে লোকব্রতীর এই দাবী মেনে নিলেন। কাজ শুরু হোল। কাজটা চলছিল একটা অলিখিত চুক্তি অনুসারে। সেই চুক্তি এই।

যে অলিখিত এক চুক্তি হল

হাজার হাজার চাষীর নামে ব্যাঙ্কের দিক থেকে ঋণ অ্যাডভান্স এ্যাকাউন্ট ক'রে দেওয়া সময় সাপেক্ষ। এসব করতে দেরী হলে, চাষীর চাষ পিছিয়ে যায়। তাই ঠিক হল যে, লোকব্রতী যে-চাষীদের অনুমোদন করবেন—তাদের ব্যাঙ্ক এ্যাডভান্স এ্যাকাউন্ট করার আগেই আংশিক মাল দিয়ে দেবেন। তারপর চাষীদের নামে ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট হবে। তখন পুরো মাল দিয়ে বিল দাখিল ক'রে, লোকব্রতী টাকাটা তুলে নেবেন। এই ভাবে কয়েকটা মরশুমে ভাল কাজ চলল এবং ঋণ আদায়ে লোকব্রতী ব্যাঙ্ককে চমৎকার সাহায্য করল। ব্যাঙ্ক রেকর্ড থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এ্যাডভান্স না করার পূর্ব্বপরিকল্পনা : আরো লোনী বাড়াও

কিন্তু ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে কংগ্রেস সরকারের ঘুম ভাঙল। লোকব্রতীকে ডোবানো চাই। যত রকম আছে—সবদিকে ষড়যন্ত্র শুরু হল—আগেই বলেছি। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কেও একটা দারুণ ষড়যন্ত্রের ভূমিকা তৈরী হল—আমরা কিছুই টের পেলাম না। ওঁরা স্থির করলেন—লোকব্রতী যে সব চাষীদের কয়েক লাখ টাকার মাল আংশিক অগ্রিম দিয়ে বসে থাকবেন—এবারে সে সব চাষীর নামে এ্যাডভান্স করা হবে না। টাকা আটকে যাবে। আর তার সঙ্গে ব্যাঙ্কের তদানীন্তন অফিসারেরা বললেন—অনেক চাষী বাড়ান—আদায়ের দায়িত্ব ব্যাঙ্কের। আমরা দ্বিধা করছিলাম। যে চাষীদের জানি না—সংগঠিত করা হয়নি—নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো কিনা ঠিক নেই, তাঁদের এখন না দেওয়া ভাল। কিন্তু তাঁরা জোর উৎসাহ দিয়ে অনেক ঋণ গ্রহীতা বাড়ালেন। এর সাক্ষী কৃষিবিভাগের একজন বড়ো অফিসার আছেন। তখন বুঝিনি যে, ঐ ব্যাপারের মধ্যে মতলবটা কী আছে। আমরা ৩।৪ লাখ টাকার মাল চাষীদের আংশিক অগ্রিম দিলাম।

ব্যাঙ্ক অফিসারদের দুর্ব্যবহার : মরশুমের সময় পার

তারপর দেখি ব্যাঙ্কের ফিল্ড অফিসারেরা আমাদের ২০টা গ্রামের কেন্দ্রে আমাদের দায়িত্বশীল কর্ম্মীদের সঙ্গে অকারণ অত্যন্ত অসম্মান জনক ব্যবহার শুরু করলেন। একটা কলহের পরিস্থিতি তৈরী করলেন। এমন কি সেক্রেটারী আমি—আমার সঙ্গেও কদর্য্য অসম্মানজনক ব্যবহার শুরু হল। এ সবের বহু সাক্ষী আছে। আমাদের দিক থেকে ব্যাঙ্ককে লেখা চিঠিপত্রও আছে। সে সবের উত্তর ব্যাঙ্ক দিতে পারেন নি। এক একটা মরশুমে ব্যাঙ্কের সময় নির্দ্ধারিত থাকে—তার পর আর সেই মরশুমে ঋণ দেওয়া যায় না। ঐ রকম ঝগড়া ক'রে ব্যাঙ্কের ফিল্ড অফিসারেরা মরশুমের ঐ সময়-কালটা পার করে দিলেন !!

ফিল্ড অফিসারদের বিষয়ে তদন্ত : সকলের বদলী

আমি ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কলকাতায় অভিযোগ দায়ের করলাম। উচ্চপদস্থ অফিসার তদন্ত করতে এলেন। ফিল্ড অফিসারদের উপদ্রব প্রমাণিত হোল। উচ্চপদস্থ অফিসার বললেন—এরা ছেলে মানুষ—এখন শাস্তি দিলে এদের ভবিষ্যৎ যাবে। এরা ক্ষমা চাইছে। ওরা জোড় হাতে সবাই ক্ষমা চাইল। আমি ক্ষমা করলাম। তবে বললাম—এদের সমস্ত দলটাকে বদলী ক'রে দিন। ৬।৭ জন ফিল্ড অফিসার ছিল—সবাইকে একসঙ্গে বদলীর অর্ডার দেওয়া হল।

ব্যাঙ্কের চাপ—টাকা ফেরৎ দাও : তালিকা দাখিল

এই তদন্তের আগে পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ থেকে অতি উৎসাহের সঙ্গে আর একটা চাপ লোকব্রতীর ওপর দেওয়া হচ্ছিল। চাষীদের যে ৩।৪ লাখ টাকার মাল দেওয়া হয়েছে—তার বেশীর ভাগ টাকা ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ নিয়ে মাল কেনা হয়েছিল। ব্যাঙ্ক চেপে ধরল—লোকব্রতীর গোদামেও মাল নেই আর টাকাও ব্যাঙ্কে জমা পড়েনি। এ চলবে না—বিক্রির টাকা জমা দিন। আমরা হাঁকিয়ে দিলাম। এসব আপনাদের কীর্ত্তির জন্য ঘটেছে। আমি তদনীন্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সেনকে এ বিষয়টাও জানালাম। তিনি বললেন—যে-চাষীদের মাল দিয়েছেন—তাদের তালিকা ব্যাঙ্ককে দিয়ে দিন। পরে মিলিত ভাবে আদায় করে নেওয়া যাবে। তিনি বললেন—বুঝতে পেরেছি—ব্যাঙ্কের ঐ সব অফিসারদের জন্য আপনাদের বিপদ হয়েছে।

আবার নগ্ন আক্রমন : বদলী রদ : ঋণ শোধ না করতে প্ররোচনা

কংগ্রেস সরকারের যে ওপর মহল থেকে ঐ সব ষড়যন্ত্র হচ্ছিল—তাঁরা ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সেনের ওপরের স্তরে বা তাঁকে বাদ দিয়ে অপর বিভাগের মাধ্যমে নিজেদের কাজ হাসিল করার শক্তি রাখেন। তাঁরা আবার কাজ শুরু করলেন। সমস্ত ফিল্ড অফিসারের বদলীর আদেশ রদ হয়ে গেল। ব্যাঙ্ক থেকে জোর চাপ সৃষ্টি হোল টাকা দাও—টাকা দাও—মালের টাকা দাও। সরকারী অফিসারদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের অফিসারেরা ঋণ নেওয়া চাষীদের মধ্যে ঘুরে জোর প্রচার চালাতে লাগলেন যে, লোকব্রতীকে ঋণের টাকা ফেরৎ দিতে হবে না—ও টাকা ব্যাঙ্কেরই টাকা ব্যাঙ্ক মকুব করে দিয়েছে। এই অপপ্রচারে আমাদের টাকা আদায় করা ভীষণ মুস্কিল হোল। বিশেষতঃ যেসব লোকের ওপর আমাদের কোনো প্রভাব ছিল না—অথচ ব্যাঙ্কের পাল্লায় প'ড়ে লোনী বাড়িয়ে ঐ সব লোককে লোনী করতে হয়েছিল—তাঁরা চুপ ক'রে থাকতে খুবই সুযোগ পেলেন।

লোকব্রতী দারুণ সংকটের মধ্যে চলল : মিঃ সেনের বিপদ

ব্যাঙ্কের দিক থেকে নানা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আমাদের সমস্ত কাজকে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ করতে ব্যাঙ্ক থেকে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হল। লোকব্রতীর কৃষি ক্ষেত্র, লোকব্রতীর ব্যবসা ইউনেট প্রভৃতি সমস্তই দারুণ লোকসানের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো। ব্যাঙ্কের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ যখন পূর্ণ সদিচ্ছার সঙ্গে সহযোগিতা দিচ্ছিলেন—তখনই উপলব্ধি করা গেছল যে, লোকব্রতীর সমস্ত বিভাগে আরো উপযুক্ত ব্যবস্থা না করলে, লোকব্রতী সব দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজ্য সরকারের চাপে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ তো ঐসব ব্যবস্থা নিতে অগ্রসর হতেই পারলেন না। বরং যা চলছিল তাতেও ভাঁটা পড়ে গেল। এমন কি, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সেনকে যখন জেনারেল ম্যানেজার করার প্রস্তাব উঠল—তখন লোকব্রতীর প্রতি তাঁর সহানুভূতির ওপর রাজনৈতিক ব্যাপার আরোপ ক'রে তাঁর পদোন্নতিকে ব্যাহত করার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল—আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানি।

মামলার হুঙ্কার : আমাদের জবাব : পরের দু' পর্য্যায়

এই ভাবে মাঝে কয়েক মাস স্থিতাবস্থা গেল ও নানা ঘোঁট পাকাবার ও বেশী অসুবিধায় ফেলবার পর্য্যায় গেল। তার পর হঠাৎ নোটিশ হল ১৯।১০।৭৭ তারিখে—১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত টাকা (৮ লক্ষ) ফেরৎ দাও—না হলে মামলা হচ্ছে। আমরা চিঠি দিলাম যে, যান মামলা করুন—কোর্টে দেখা যাবে। এই উত্তর পেয়ে ব্যাঙ্ক একেবারে চুপ থাকলেন। এই পর্যায়ে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকলো। মাঝে সমস্ত ব্যাপার উদঘাটিত ক'রে প্রচারপত্র প্রকাশ করলাম। তার জবাব দেবার ক্ষমতাও ব্যাঙ্কের হল না। মাস কতক পরে ব্যাঙ্ক থেকে মিটমাটের প্রস্তাব এলো। তাঁদের আন্তরিকতা প্রকাশ পেল। এক চুক্তিও হোল। ভাবলাম এ চুক্তির মধ্যে ফাঁদে ফেলার কোনো মতলব নেই। কিন্তু সেই চুক্তিকেও কী ভাবে লোকব্রতীর সর্ব্বনাশের ফাঁদ ক'রে তোলা হল আগামী বারে তার কথাই বলছি।

(ক্রমশঃ)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

"১লা শ্রাবণের অশ্রুধারা"

বিগত ১লা শ্রাবণে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুক্তিতে ঐ লেখা লিখে, লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা, মুক্তির সম্পাদক ও প্রকাশক ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। তারপরই ঐ প্রবন্ধটির অত্যন্ত চাহিদা হয়। সেই প্রবন্ধটি আবার আগামী ১লা শ্রাবণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে।

—মুক্তি সম্পাদক

মুক্তি

৯ই মে ১৯৭৭, সোমবার

আরেকটি নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি ও প্রতিশ্রুতি

নয়টি রাজ্যের পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ ঘোষিত হয়ে গেছে। ঐ নয়টি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ তাঁর পক্ষে রাজ্যপালদের শাসন আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন নির্ব্বাচন অতি সামনে। জুন মাসে। মাত্র ১ মাস বাকি। এই পরিস্থিতিতে অতি দ্রুত কর্ম্ম ব্যবস্থা সমূহ করতে হবে। কর্ম্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে—সরকারকে, সংশ্লিষ্ট দলগুলিকে আর জনসাধারণকে। কার দিক থেকে কী ব্যবস্থা করতে হবে দেখা যাক।

কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতীয় নির্ব্বাচনী কমিশনের মাধ্যমে সুষ্ঠু শৃঙ্খলাপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, বৈষম্যমূলক আচরণ বিহীন নির্ব্বাচন সুসম্পন্ন করতে হবে—অতি দ্রুত বেগে। দ্রুততার সঙ্গে তাঁদের সততার প্রকাশ এক সঙ্গে প্রতিভাত হ'তে থাকুক। রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের অনুগামী হিসাবে তার যোগ্য হতে হবে। আমরা নিশ্চয়ই আজ বিশ্বাস করতে পারি যে রাজ্যগুলি থেকে বিষাক্ত কংগ্রেসী ঘাগুলি যখন পরিষ্কার হয়ে গেছে—তখন নির্ব্বাচনী জীবন এবারে কোনো কদর্য্য অভদ্র রূপ গ্রহণ করবে না।

এরপর দলগুলির দিক থেকে কর্ম্ম ব্যবস্থা গ্রহণের কথা। কংগ্রেস বিরোধিতায় নামবে সত্য; কিন্তু ঐ রাজ্যগুলির প্রত্যেকটিতেই কংগ্রেসের যে আজ শোচনীয় অবস্থা তাতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রত্যেক রাজ্যে ক'টা আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারবেন—সেটা প্রশ্ন। অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রে বা রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করতে পারবে না—এ আজ দিনের আলোর মত সত্য। সুতরাং অসাধু ধনী ব্যবসায়ীরা এখন কংগ্রেসকে সাহায্যে এগিয়ে আসবে না।

দলগত ভাবে কংগ্রেসের মোটা তহবিল আছে বলেও মনে হয় না। যে কংগ্রেসের নির্ব্বাচন কেবল টাকা, জীপ আর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে—সে কংগ্রেসের ঐ তিনটির অবস্থা আজ কি তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ঐ বিরোধী শক্তি আজ অর্দ্ধমৃত হয়ে থাকলেও—সংগ্রামের দৃষ্টিতে তাকে দুর্বল ভেবে সেভাবে অগ্রসর হলে চলবে না। সুসংবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত শক্তির সঙ্গে তার বিরুদ্ধে এই নির্ব্বাচনে সংগ্রাম দিতে হবে।

কংগ্রেসের সদস্যদের শুধু হারাবার লক্ষ্যই দেশের দলগুলির তথা জনগণের থাকবে না—কংগ্রেস যেভাবে দূষিত, প্রতিক্রিয়া-পূর্ণ, জন-বিরোধী ভাবধারার ও কর্ম্মধারার প্রতীক ছিল—তার বিরুদ্ধে নৈতিকতার আদর্শবাদিতার, জন-মুখীনতার এক উজ্জ্বল পরিবেশ দিতে হবে—এই নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়ে।

তার জন্য দলগুলির কাছে সর্ব্বপ্রথম সব চেয়ে বড় কাজ হবে—সব আসনে সৎ প্রার্থী দাঁড় করানো। সৎ প্রার্থীদের মধ্যে যতজন কাজের দিক দিয়ে যত যোগ্য হন—ততই ভাল। কিন্তু আসল জিনিষ যেটা সেটা এই যে, প্রার্থীরা সদস্য হয়ে নিয়মসঙ্গত ভাবে যা প্রাপ্য তাতেই সন্তুষ্ট থাকবেন—নিজের বাড়তি স্বার্থের জন্য চেষ্টিত হয়ে নিজের এবং দলের সুনাম নষ্ট করবেন না। যারা বঞ্চিত যারা এতদিন অনাদৃত তাদের জন্যই এহেন সদস্যেরা প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

এখনও যাঁরা ধনী হয়েই থাকবেন সেই ধনী ব্যক্তিদের ওপর অবিচার হলে বা, তাঁরা ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে, তাঁদের জন্যও অবশ্য সদস্যেরা চেষ্টা করবেন। কিন্তু অর্থগৃধ্নু, ধনীদের চক্রান্ত জালের সঙ্গে জড়িত হবার প্রবণতাসম্পন্ন লোকদের সদস্য করা আজ গণতন্ত্রের সম্মান রক্ষার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন—সেই রকম দলের পক্ষে উচিত হবে না।

এমন সদস্যেরাই আজ যেন আইন সভায় যান, যাঁরা ক্ষমতার আসনে বসে কেবল দলের প্রসার এবং দলীয় স্বার্থের জন্যই পাগলের মত অস্থির হবে না। সকল দল, সকল মানুষের যে গণতান্ত্রিক ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে—তা যেন নির্ব্বিঘ্নে তাঁরা সবাই পান—এই উদারতা পূর্ণ—এই মানবতা পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষেরাই যেন আজ আমাদের নির্ব্বাচিত সদস্যের আসন আলোকিত করেন। ইন্দিরা যুগের বিভীষিকাময় জীবনের প্রতিক্রিয়া থেকে উত্থিত গণতান্ত্রিক জোটগুলি আজ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থাকবেন—গভীর ভাবে আশা করতে পারি।

লোকসভা নির্ব্বাচনে জনতা পার্টি মহান প্রতিশ্রুতি সমূহ দিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতি সমূহ কার্য্যে রূপান্তরিত করার জন্য জনতা পার্টি ধীরে ধীরে কয়েকটা যে পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নিয়েছেন, তা খুবই প্রশংসনীয় হয়েছে। সমস্ত সকল জাতির জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে জনতা পার্টি আরো কয়েকটি বিষয়ে যে চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন—তাও আমাদের মনে গভীর আশার সঞ্চার করেছে, আজও তাঁদের সেই প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই বিধান সভা নির্ব্বাচনে ঘোষিত হবে।

যুক্ত বামফ্রন্টও তাঁদের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে গণতান্ত্রিক জীবনের পুনঃসংগঠনের আশ্বাস দিয়েছেন। অগণতান্ত্রিক শাসনের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি তাঁদের নির্ব্বাচনী ইস্তাহার ও বিভিন্ন ভাষণে প্রকাশিত হয়েছে। জনতা বামফ্রন্ট জোট গঠিত হলে উভয়েই রাজ্যগুলির উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করবেন—তা সহজেই অনুমেয়।

তাঁদের ঐ সব প্রতিশ্রুতির পটভূমিকা থেকে আর একটি যে প্রতিশ্রুতির দাবী ন্যায়সঙ্গত ভাবেই দেখা দিচ্ছে—তার কথা বলছি। পশ্চিম বাংলার রাজ্য শাসনের অধীনে গভীর ভাবে দেখা উচিত হবে—রাজ্য শাসনের কাছ থেকে পুরুলিয়া জেলার বিশেষ দাবী কী আছে। অনুরূপ অন্য জেলারও সেই দাবী থাকতে পারে—সেই জেলার জনগণ নিশ্চয়ই যথা সময়ে উত্থাপন করবেন। তবে পুরুলিয়ার এই দাবী তোলার অধিকার আজ সকলের ওপরে।

পুরুলিয়া জেলা ভাষার ভিত্তিতে প্রশ্নে খণ্ডিত, বিপর্য্যস্ত। বিহার আমলে সব রকমভাবে লাঞ্ছিত, উপদ্রুত, শোষিত, এবং চরম ভাবে উপেক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হ'য়েও বরাবর গুরুতর ভাবে উপেক্ষিত, অনাদৃত, শোষিত। সারা ভারতের সমস্ত জেলার মধ্যে এই জেলা সবচেয়ে দরিদ্র। স্বাধীনতার ৩০ বছরে এই জেলার জন্য কোনো কিছু করা হয়নি। এই জেলার নিত্য সঙ্গী হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মৃত্যু, ব্যাপক হারে নিদারুন অন্নকষ্ট।

শাসনে আসীন দেশের নেতারা জাতির কাছে আশ্বাস দিয়েছেন—তাঁরা বৈষম্য দূর করবেন পিছিয়ে পড়া মানুষদের দাবীকে অগ্রাধিকার দেবেন—দারিদ্র দূর করবেন। সেজন্য আজ সুবিচারের দৃষ্টিতে,—মানবতার দৃষ্টিতে তাঁরা পুরুলিয়া জেলার দুর্গত মানুষের উন্নয়নের কাজকে অগ্রাধিকার দেবেন। এই জেলায় যাঁরা নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হবেন—তাঁরা তাঁদের নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে জেলার এই বিশেষ দাবীর প্রতি তাঁদের বিশেষ প্রতিশ্রুতি জানাতে নিশ্চয়ই ত্রুটি করবেন না—একথা আমরা গভীর ভাবেই তাঁদের কাছ থেকে আশা করব।

সবশেষে আর একটি কথা। দেশের নেতারা কংগ্রেসকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলেছেন। সেটা কেবল ইন্দিরাজী বা দু চারজন প্রধানতম নেতাদের দিকে চেয়েই সে কথা বলেন নি। তাঁরা একথাও বার বার উচ্চকণ্ঠে বলেছেন যে কংগ্রেসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যত সুযোগ সন্ধানী, দুর্নীতি পরায়ণ, অত্যাচারী, লুণ্ঠনরাজকারীর দল আজ ঢুকে বসে আছে।

ঐ সব লোক যদি দলে দলে এসে ঢুকে পড়ে তাঁদেরই দলে—যাঁরা পবিত্র গণতান্ত্রিক জীবন পরিবেশ গড়ার জন্য আজ সংকল্প বদ্ধ—তাহলে কথা ও কাজে সামঞ্জস্য থাকতে পারবে কি? আজ নির্ব্বাচন প্রাক্কালে ঐসব লোক যদি দলে দলে কংগ্রেস বিরোধী সংগ্রাম শিবিরে এসে ভীড় জমায়—এবং ভোট যুদ্ধের কাজে আবার গণতন্ত্র রক্ষার দোহাই দিয়ে নেমে পড়তে চায়—তাহলে তাদের সঙ্গে নিয়ে, জনতার দরবারে হাজির হওয়া আমাদের মত কংগ্রেস বিরোধী লোকদের পক্ষে কি আজ সংকট জনক অবস্থা হবে না? সেজন্য আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—আমাদের এই সম্ভাব্য সংকট থেকে রক্ষা করুন ও নির্ব্বাচনের পরিবেশকে পবিত্র গণতান্ত্রিক জীবনের পক্ষে অনুকূল রাখুন এবং জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হোন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এবছরের কার্য্যধারা

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ঋণ আদায়ের কার্য্যধারা চলেছে। গত দু বছরের তুলনায় চাষীদের কাছ থেকে এ বছরের ঋণ আদায়ের কর্ম তালিকা শোচনীয় ভাবে অকার্য্যকরী হয়েছে। গত দু বছরের হিসাব এই। ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রদত্ত ঋণের শতকরা সত্তরভাগ আদায় হয়। ১৯৭৫-৭৬ সালে শতকরা ৬৬ ভাগ আদায় হয়। এ বছরে মাত্র ৩১ ভাগ বহু কষ্টে আদায় হয়েছে। এবছর স্বয়ং জেলাধীশ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান থাকার জন্য তিনি তাঁর শাসন ক্ষমতা বলে এবারে ঋণ আদায়ে স্বয়ং ব্লক হাকিমদের (বি, ডি ওদের) পর্য্যন্ত অদায়ে লাগিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও আদায়ের এই শোচনীয় পরিণতি। এর জবাবদিহী আজ করতে হবে। অন্য বছর বে-সরকারী প্রচেষ্টা থাকে তাও ভাল সংগ্রহ হয়—এবছর আদায়ের পিছনে বড় কড়া সরকারী চাবুক থাকা সত্বেও এই অযোগ্যতার পরিচয় কেন কেউ বলতে পারবেন কি?

এখন যদি শোচনীয় ব্যর্থতার অজুহাত হিসাবে—জেলার অজন্মার কথা ডেপুটি কমিশনার তোলেন তাহলে সারা জেলার লোক এক বাক্যে ডেপুটি কমিশনার সহ রাজ্য সরকারকে দারুণ ভাবে অভিযুক্ত করবে যে, জেলায় এত অজন্মা হওয়া সত্বেও, খরা অঞ্চল ঘোষণা করা হোল না কেন এবং ঋণ মকুব করা হোলনা কেন এবং নিরন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পিছনে বি. ডি, ওদের লাগিয়ে দিয়ে, চাবুক দিয়ে ঋণ আদায় করা হোল কেন—জবাব দিন। কোন্ বিষয়টা আজ বিচার্য্য হবে—ঋণ আদায়ে শোচনীয় ব্যর্থতা, না, নিরন্ন মানুষের মুখের অন্ন কাড়বার অমানবতা? ডেপুটি কমিশনার কি এটা বলবেন?

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পুণ্য জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

পুরুলিয়ার অনুষ্ঠান

মর্ম্মর মূর্ত্তির পাদদেশে অনুষ্ঠান

সকাল ৯ টায় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির পাদদেশে ঋষির অনুরাগীরা সমবেত হন। জাতীয় সঙ্গীত ; বেদমন্ত্রে প্রার্থনা ও ঋষির মহান জীবন আদর্শের প্রতি জয়ধ্বনি সহকারে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তির কণ্ঠে মাল্যদান করেন—ঋষি নিবারণ চন্দ্র শত বার্ষিকী কমিটির পক্ষে সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী। তারপর শিল্পাশ্রমের পক্ষ থেকে শ্রীমাংশু লোহার ও নিমডি লোক সেবায়তনের পক্ষ থেকে শ্রীমতী মমতা সেন মাল্য অর্পণ করেন। ধ্বনি পরিচালনা করেন শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী ও শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত।

শিল্পাশ্রমে জয়ন্তী সভা অনুষ্ঠান

শিল্পাশ্রমে ঋষির সুসজ্জিত প্রতিকৃতি স্থাপিত বেদীতলে অনুষ্ঠান অরম্ভ হয়। প্রথমে প্রার্থনা সঙ্গীত পরিচালনা করেন নিমডি লোকসেবায়তনের শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ। তিনজন বক্তা শ্রীঅশোক চৌধুরী, শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষ কুমার রায় মনোজ্ঞ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ঋষির জীবনের বিভিন্ন দিক সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। সঙ্গীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন—ডাঃ অমর শঙ্কর দের পরিচালনায় কয়েকজন সুরশিল্পী। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন—ডাঃ দে, শ্রীমতী দুর্গা ঘোষ, শ্রীমতী ভাস্বতী দে, শ্রীমতী সংঘমিত্রা সেন। সঙ্গত করেন শ্রীহরি মাহালী।

শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেন যে, শত-বার্ষিকীর এই বৎসরের মধ্যে ঋষির জীবন কথা ও রচনা সংগ্রহের যে কর্ম্ম-তালিকা ছিল—তা পুরণ করা সম্ভব হয় নি। সেই অসম্পূর্ণ কাজ শীঘ্র মধ্যে উদ্যাপন করার জন্য যাঁদের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে---তাঁরা তা সম্পন্ন করবেন। সঙ্গীতাঞ্জলির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বুড়দায় অনুষ্ঠান

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র থান্না জানাচ্ছেন যে—গত '১২ই বৈশাখ' ৮৪ সোমবার বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত বুড়দা গ্রামে ৺ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হয়।

প্রভাত ফেরী :—

সকাল ৭ ঘটিকায় থানার বিশিষ্ট গান্ধীবাদীগণ ও বুড়দা কিশোর সংঘের সদস্যগণ রামধুন সঙ্গীত গান করতে করতে সারা গ্রাম পরিক্রমা করেন, এই অনুষ্ঠানে বুড়দা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ ও প্রধান শিক্ষক মহাশয় যোগদান করেন। গান্ধী ময়দানে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বিচিত্রানুষ্ঠান ও আলোচনাসভা :—

বৈকালে বুড়দা গান্ধীময়দানে লোকসেবক সংঘের প্রধান কর্মী শ্রীযুক্ত বৈষ্ণব চরণ গরাঞ্জ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বিচিত্রাণুষ্ঠান ও ঋষির জীবন চরিত্র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে ঋষির প্রতিমূর্ত্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সভা আরম্ভের পূর্বে ঋষি-রচিত 'সব সমানের দেশ' গানটি শ্রীঅনিল কুমার থান্না উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে পরিবেশন করেন।

ঋষির জীবন চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন লোকসেবক সংঘের কর্ম্মী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র থান্না ও শ্রী অনিল কুমার থান্না। বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসুধীন দাস গোস্বামী ও শ্রীগোপাল দাস গোস্বামী।

বুড়দা তরুণ সংঘ লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান শ্রীরঙ্গলাল মাহাত ও লোকসেবক সংঘের কর্মী তথা বুড়দা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিল কুমার থান্নার রচিত কবিতাদ্বয় অনুষ্ঠানে পাঠ করা হয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত গরাঞ্জ সভাপতির ভাষণে ঋষির সরকারী কর্ম জীবনে আদর্শ চরিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান মনোগ্রাহী হয়েছিল। পরিশেষে প্রসাদ বিতরণ ও ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

নিবারণ স্মরণে

তোমার সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া আজি
ভাবিতেছি মহানুভব! তোমার মহিমা,
বহুদিন অতীতের তমসা ভেদিয়া
লক্ষ হৃদে জাগে তব গৌরব গরিমা।
জীবনের—যৌবনের বিলাস লালসা,
আত্মসুখ, ঐশ্বর্য সব দলাইয়া
জেলাতে কে কোথা বল তোমার মতন
জেলাতরে—মহাব্রতে সব দেয় ঢালি?
যুগ যুগান্তর ঘন আঁধার ভেদিয়া
চিরতরে জাগি রবে আদর্শ তোমার
কত নরনারী এ জেলায় আসিয়া
শিখে লবে তোমার অপার মহিমা।
তোমার সমাধি পাশে নোয়াইয়া শির
পুরুলিয়া টেক্সি স্ট্যাণ্ডে চলে না চরণ।
আদেশে তোমারি, তব সমাধি, যতনে
হয় নাই সুসজ্জিত ফুল আভরণে।
সেবা তোমার ধর্ম্ম মহান্
ধৈর্য্য তোমার বক্ষ-ভরা
যত্ন কেবল পরের লাগি আপনারে তুচ্ছ করা
জেলার মাঝে মহৎ তুমি আপন গুণে
আজ তুমি লহ প্রণাম, জন্ম শতবার্ষিকীর পুণ্য অনুষ্ঠানে।

শ্রীরঙ্গলাল মাহাত
লাইব্রেরীয়ান
বুড়দা তরুণ সংঘ লাইব্রেরী।

—ঃ ঋষি ৺নিবারণচন্দ্র স্মরণে ঃ—

ঋষি হে তুমি, ঋত্বিক হয়ে, জাগাইলে নব আশা,
নির্ভয় বাণী মানভূমে দানি মূক মুখে দিলে ভাষা।
বাসনারে ত্যজি হলে সন্ন্যাসী, দানিতে জাতির মুক্তি,
রসামৃতে ভাষি' গীতারে প্রকাশি দুর্বলে দিলে শক্তি।
শত-শত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসি মানভূমিতে,
চরিত তোমার জ্ঞানের প্রতীক প্রতিভাত হল ভারতে।
নভোমণ্ডলে উজ্জল তারা তোমার প্রকাশে দীপ্তিমান,
স্রষ্টা তুমি ত্যাগের শরণী সৃষ্ট তোমার সাম্যজ্ঞান।
দামামা নাদিল অসহযোগের বাপুজীর আহ্বান,
সমুখ সমরে, শৌর্যে 'অতুল' ছিলে তুমি প্রাণবান।
শুক্রে আজো তোমার বাণী, লাঞ্ছিত হতে মৃত্যু শ্রেয়
পতাকা তোমার উড়িছে গগনে প্রচারিছে তোরা নও তো হেয়।
তমস হৃদয়ে উন্মেষে আশা সংগ্রামে হই আগুয়ান,
জগতের মাঝে জেলেছ যে দীপ জলিছে আজো দীপ্যমান।
নত শিরে স্মরি' তোমার গরিমা জাগিছে হৃদয়ে আত্মবল,
মন্থর প্রাণে স্পন্দন আনে ডাকিছে সদাই চল রে চল।
শম্পা চমকে উর্দ্ধ গগনে হানিছে তোমার বাণী
তমসারে ভেদি আলোর প্রকাশ দূরে সরে যত মিথ্যা গ্লানি।
বন্দন তব করেছি তুচ্ছ তোমার গানের মূর্চ্ছনায়,
ধ্বনিত হোক সবার ঘরে সুরের ছন্দ গরিমায়।
স্মরধা বাগে ঝঙ্কারে আজ শত বার্ষিকী জন্মতিথি,
উন্মুখ প্রাণে তোমার ঋষি জাগাই প্রাণের প্রণতি।
পরিচয়ে কবি সহচর তব গাইলে 'সব সমানের দেশ'
লজ্জাহীনেরে লজ্জা টানি মুক্ত করেছ ভীতির লেশ।
ক্ষেত্র তোমার উষর ভূমি দগ্ধ নিদাঘ রুক্ষ মাঠ
রচিলে সেথায় সবুজ শ্যামল ঘুচালে আচার তামার ঠাট।
'চিত্ত' তোমার স্নেহাপ্লুত 'বিভূতি' তোমার ত্যাগের বীজ
তব পদে আজি দানি হে অর্ঘ শ্রদ্ধা স্বর্ণ-সরসিজ।

১২ই বৈশাখ, ১৩৮৪। —অনিল কুমার থান্না
বুড়দা।

ঋষি স্মরণে

জয় জয় হে, জয় জয় ঋষি নিবারণ।
তিনি সর্বত্যাগী, হলেন যোগী মানভূমেরি জগজ্জন।
(১) মানভূমেতে এলেন যখন, মানভূমবাসী ছিল
তখন ঘোর ঘুমে অচেতন,
তিনি জাগাইলেন, চেতন দিলেন কর্ম্মে দিলেন
নির্দেশন। জয়…
(২) অহিংসা প্রেম সত্যময়, তিনি করিলেন
সাধন যত্ন,
মহাত্মাজীর মর্ম্মবাণী করিলেন পালন,
তাইতে ভারতমাতা মুক্তি পেল ঘুচিল
তব বন্ধন। জয়…
(৩) অবিচারে অনাচারে দেশ যেতেছে এখন,
ভারত ভূমির পাপের ভার কর নিবারণ
ওহে নিবারণ
অভিরাম কর বীরাত্মাদের করিলাম
আমি স্মরণ। জয়…

শ্রীঅভিরাম মাহাত
গ্রাম—জাওড়া, পোঃ দিঘী, পুরুলিয়া।

"প্রণমি ঋষি"

(১) (গীত)

সে দিনের কোন কুহেলি রাত্রি
ঘন কালো মেঘে ঢাকা।
ডেকেছিল তোমা চুপিসারে আসি
কে শুনেছে সেই ডাকা।
ব্যথিত পীড়িত মানুষের ডাকে
তোমারি অভ্যুদয়।
মানবের ঘরে এনেছ মহান
মানুষের পরিচয়।
সে শুভ লগনে মঙ্গল ধ্বনি
দিয়েছিল দেব বালা।
দেবদূত বুঝি ছিল গো দাঁড়ায়ে
লইয়ে বরণ ডালা।
তারি মাঝে অজ্ঞান শিশু
এলে ধরিত্রী কোলে।
ধরণীর ধূলি বরিল তোমারে
মাভৈঃ মন্ত্র বলে।
সেদিন কেউকি ভেবেছিল তব
জীবনের ইতিহাস।
মানব জীবনে রেখে যাবে তারি
অক্ষয় মহাভাগ।
আজি বৈশাখের দ্বাদশ দিবসে
স্মরণের বেদী মূলে।
প্রণমি তোমারে ঋষি নিবারণ
যেও না মোদের ভুলে।

(২) (স্মরণে)

যুগ বিপ্লবী ঋষি নিবারণ
তোমারে নমস্কার।
চিরদিন তুমি মানুষের মাঝে
হইলে বন্দনার।
সরকারী পদ অম্লান বদনে
করিয়াছ পরিহার।
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার তলে
সাথী হলে মহাত্মার।
দেশ মাতৃকার যুপ কাষ্ঠে
পরিজন সহ করি বলিদান
মানভূমের জাতীয় ইতিহাস
রক্তাক্ষরে রাখিয়াছ নাম।
উষর মানভূমে প্রেমের বীজ
স্ব হস্তে করিয়া বপন।
সেই বীজ বিশাল বৃক্ষে
পরিণত আজ এখন।
আন্দোলনের মন্দাকিনী
মুক্তির প্রতিষ্ঠাতা।
সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলিয়া
মেটালে দেশের আশা।
দেশ সেবার পুরস্কারে
করিলে বহু কারাবাস
পীড়িত দলিত বঞ্চিত মুখে
ফোটালে ভয় হীন ভাষ।
মানুষের মাঝে এনেছিলে তুমি
নববল ভরসার।
নতুন যুগের সাম্যের ঋষি
তোমারে নমস্কার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত, ভূতাম

শুকুরহুটু গ্রামে অনুষ্ঠান

বরাবাজার থানার শুকুরহুটু গ্রামের শ্রীবিমলচন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন যে, ঐ থানার লোকসেবক সংঘের কর্মীবৃন্দ আয়োজিত ১২ই বৈশাখ মহান তপস্বী ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী অনাড়ম্বর ভাব গম্ভীর পরিবেশে বরাবাজার থানার শুকুরহুটু গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। সভামণ্ডপে স্থাপিত বেদী-মূলে ৺ঋষি নিবারণচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্য দিয়া সুশোভিত মঞ্চে স্থাপন করা হয়। এর পর শুকুরহুটু গ্রামের কর্মীবৃন্দ গায়ক—শ্রীকিশোরীমোহন মাহাত এবং খোল বাদকদ্বয় শ্রীগদাধর মাহাত ও শ্রীনিবারণচন্দ্র মাহাত, সহগায়ক সর্বশ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র মাহাত, ফুটুলাল মাহাত, শম্ভু মাহাত, বৃন্দাবন মাহাত, প্রভাকর মাহাত, দিবাকর মাহাত এবং আরো অনেকে সুললিত কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্ত্তন পরিবেশন করেন। এর পর স্থানীয় প্রবীণ কর্মী শ্রীকুড়ানচন্দ্র মাহাতর সভাপতিত্বে কার্য্যারম্ভ হয়। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও লোকসেবক সংঘের বরাবাজার থানা ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত পদকচন্দ্র মাহাত মহাশয় ঋষির আদর্শময় জীবনী ও তাঁহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, মানব সেবার মহান জীবন কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পরিবার বর্গের দেশ ও দশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গের বিস্তৃত কাহিনী উপস্থিত কর্মীবৃন্দের সামনে আলোচনা করেন। মহান ঋষির ভাবময় মানবদরদী জীবনের বিভিন্ন দিকও আলোচনা করেন। পরিশেষে তাঁহার বিখ্যাত নির্ভিক বাণী "লাঞ্ছিত জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়" উচ্চারণ করিয়া, মানভূমের প্রথম রাজনৈতিক দ্রষ্টা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা, দেশব্রতে নিবেদিত প্রাণ ৺ঋষি নিবারণচন্দ্রের ত্যাগময় জীবনের দিক আলোচনা করিয়া বক্তা সকলের অন্তরে আবেগের সৃষ্টি করেন। ঋষির আদর্শময় জীবনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যেন চলিতে পারি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেন। এর পর বিশিষ্ট কর্মী শ্রীরামচন্দ্র মাহাত মহাশয় ৺ঋষি নিবারণচন্দ্রের আদর্শময় জীবন এবং তাঁহার পরিবারের সুযোগ্য পুত্র কন্যাগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও দেশের কল্যাণে মানব সেবায় আত্মোৎসর্গের উজ্জল কাহিনীর কথা বলেন। এবং বলেন যে, প্রাক্ স্বাধীনতা কালে তৎকালীন মানভূম জেলার ও স্বাধীনোত্তরকালে

পুরুলিয়া জেলার ইতিহাসে তাঁহাদের গৌরবময় অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। ৺ঋষি নিবারণচন্দ্রের আদর্শময় জীবন আমাদের সকলের চিরকালের চলার পথে স্মরণ রাখিয়া চলিবার অনুপ্রেরণা যোগাইবে এই বলিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ভুতাম ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব

গত ১২ই বৈশাখ ১৩৮৪ ইং ২৫।৪।৭৭ তাং ভুতাম নিবারণচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব প্রতিপালিত হয়। সকাল ৫-৩০ মিঃ এর সময় স্থানীয় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সাহায্যে সমগ্র ভুতাম গ্রাম পরিক্রমা করিয়া প্রভাতফেরী অনুষ্ঠান করা হয়। সকাল ৭টার সময় স্থানীয় বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযুক্ত রামকিংকর মাহাত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। সকাল ৮-৩০ মিঃ এর সময় বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত মনোহর মাহাতর সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মাহাত ঋষি নিবারণচন্দ্রের জীবনী ও নিরলস কর্মযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ঋষির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত ঋষির জীবনী অবলম্বনে রচিত কবিতা পাঠ করেন। প্রধান অতিথির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় গীতার উদ্ধৃতি সহযোগে ঋষির কর্মযোগের ব্যাখ্যা করেন।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় দুপুরে বালক ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

সমগ্র দিবসব্যাপী অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যে বিকাল ২টার সময় বিদ্যালয় সংলগ্ন নিবারণ আশ্রম প্রাঙ্গণে এক কর্মী সমাবেশ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়। সমাবেশে ভাষণের সময় বিশিষ্ট সমাজসেবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযুক্ত গিরিশ মাহাত মহাশয় ঋষি নিবারণচন্দ্রের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের কথা স্মরণ করিয়া ঋষি প্রদর্শিত কর্মধারার সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া সংগঠন দৃঢ় করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীযুক্ত রামকিংকর মাহাত ভুতামের বীর কর্মীদের কথা স্মরণ করিয়া নির্ভীকভাবে দেশীয় শোষকদের বিরুদ্ধে জেলাবাসীকে সচেতন করিয়া তোলার প্রতিজ্ঞার উপর জোর দেন। সভায় সর্বশ্রী অতুলচন্দ্র মাহাত, অজিত কুমার মাহাত, ভুবন সিংদর্দ্দার প্রভৃতি বক্তা কর্মক্ষেত্রে ঋষির প্রদর্শিত আদর্শকে যথাযথ রূপায়ণের জন্য সমবেত সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংকল্প গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

চিঠি-পত্র

সম্পাদকের নিবেদন

১। পুরুলিয়া ১নং ব্লকের জনৈক দায়িত্বশীল ক্লার্কের বিরুদ্ধে কয়েকজন পেমাষ্টার গুরুতর অভিযোগ করেছেন। ঐ পেমাষ্টারদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা নিজ নিজ স্বাক্ষরসহ পুনরায় চিঠি আমাদের কাছে পাঠান। এবং একজন আমাদের সঙ্গে দেখা করুন। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি মুক্তির বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করলে, আমরা সাক্ষীই বা কোথায় পাবো আর মামলাটির সত্যতাই বা কী ভাবে প্রমাণ করতে পারবো?

২। পুরুলিয়া ২নং ব্লকের বরাডী গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাহাতর একটি অভিযোগ পত্র এসেছে গুরুতর অভিযোগ। মহেন্দ্রবাবুর প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি সমস্ত ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর সহ চিঠিটি পাঠান। তাতে আশপাশের গ্রামের লোকজনেরও স্বাক্ষর থাকলে ভাল।

৩। পিঠাজোড় গ্রামের (পোঃ নিপানিয়ার অধীন) শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র মাহাত অভিযোগ করেছেন—সরকারী কাজে দখল করা জমির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ বা গৃহহীনদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। যারা এই ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন—তাঁদের সকলের স্বাক্ষরসহ চিঠি পাঠান।

আনন্দমার্গের প্রতিবাদ মিছিল

আনন্দ মার্গ প্রচারক সংঘ নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছেন—"গত ২২শে মার্চ, ১৯৭৭ পুরুলিয়া জেলা কারাগার হইতে আনন্দমার্গী ও আনন্দ মার্গের সকল কর্মীগণ ছাড়া পাইয়াছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি পুরুলিয়া জেলায় বিশেষ করিয়া আনন্দনগরে যেখানে আনন্দ মার্গের নিজস্ব আশ্রম, হাই স্কুল, ডিগ্রী কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল, কৃষিকেন্দ্র, কুষ্ঠাশ্রম, শিশুসদন প্রেস ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কোন কিছুই ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইতিমধ্যে বহুবার পুরুলিয়া জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের সহিত সাক্ষাৎ করা হইয়াছে ও আশ্রমের সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহারা কবে দিবেন বা আদৌ দিবেন কিনা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না। একজন অপরজনের কাছে পাঠাইয়া মূল বিষয় ও সমস্যাকে এড়াইয়া আসিয়াছেন ও টালবাহানা করিয়া কেবল সময় কাটাইতেছেন। বাস্তবিক তাঁহারা কি ফিরাইয়া দিবেন? সমস্তই তো তাঁহারা ধ্বংস করিয়াছেন অথবা আত্মসাৎ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমরা নীরবে একটি পূর্ণ মাস অপেক্ষা করিয়াছি। কিন্তু যখন দেখিলাম যে সরকারী নির্দেশ সত্বেও আমাদের আশ্রমের ঘর বাড়ী জায়গা-জমি ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে গড়িমসি করিতেছেন তখন অনন্যোপায় হইয়া আমরা জনসাধারণের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই অবিচার, অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমরা আজ আওয়াজ তুলিয়াছি।

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পবিত্র আশ্রমের উপর এই ধরণের নগ্ন আক্রমণ ও অত্যাচারের ইতিহাস তৈমুরলঙ্ ও চেঙ্গিশ খাঁর স্বৈরাচারীতার ইতিহাসকেও হার মানায়। এই অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকার কল্পে আমরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রতিদিন সকাল বেলা ২৭শে এপ্রিল থেকে সত্যাগ্রহীদের এই বিক্ষোভ মিছিল চালাইয়া যাইব। যতদিন আমরা আমাদের আশ্রমের পূর্ণ অধিকার সন্তোষজনক ভাবে ফিরাইয়া না পাইব ততদিন পর্যন্ত তাহা চলিতে থাকিবে। এমন কি পুরুলিয়া জেলার প্রশাসকগণ যদি দুর্নীতি যুক্ত হন এবং নানা ধরণের অন্য মনোভাবের পরিচয় দিতে থাকেন তবে আমরা আরও বৃহত্তর ও ব্যাপক আন্দোলনে ব্রতী হইতে বাধ্য থাকিব।

আনন্দ মার্গের আচার্য্য মোহনানন্দ অবধুত শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, ধার্মিক, ছাত্রি-যুবক তথা প্রতিটি নীতিবাদী মানুষের প্রতি আহ্বান দিয়াছেন অন্যায় ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে সমবেত হইয়া সোচ্চার প্রতিবাদ জানাইতেও তাহাদের গণ মিছিলে যোগদান করিয়া তাঁহাদিগকে সহায়তা দান করিতে।"

Advertisement for the post of teachers

Wanted two graduate teachers one in Physical Education and one in work Education with degree/deploma/certificate in Physical Education and in work Education as per government circular. Pay as per G. A. Rules. Apply by 28.5.77 /to the Secretary, Sirkabad High School, P. O. Sirkabad, Dist. Purulia.

WANTED

Wanted a IV-Class staff for Boro High School P. O. Boro, Dist. Purulia. App'y to the Secretary by 21.5.77.

Secretary

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ, ১৩ই সংখ্যা | সোমবার, ১৬ই মে, ১৯৭৭, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০, নগদ ২০ পয়সা

ঐ চেয়ে দেখ ফিরিছেন বনে
ক্ষুধিত সে নারায়ণ।
তাঁরে বাদ দিয়ে হবে আজি কোন্
রাজ্যের রূপায়ন?
রাজাসন হ'তে বনবাসে রাম
করেছেন পলায়ন।
বনবাস হ'তে তাঁরে এনে হোক
আসল সে রামায়ন॥

সামনে ভোট : ১১ই ও ১৪ই জুন : পুরুলিয়ায় ১৪ই

পশ্চিমবঙ্গে এবার দুদিন ভোট

আগামী ১১ই ও ১৪ই জুন পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভার ভোট হবে। তার মধ্যে পুরুলিয়া জেলার ভোট গ্রহণ হবে—১৪ই জুন। ১১ই জুন অর্থাৎ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার এবং ১৪ই জুন অর্থাৎ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ভোট হচ্ছে। প্রথম দিন ভোট হবার পর দু দিন বন্ধ থাকবে। ভোট সংক্রান্ত যে সব কর্মসূচি হয়েছে—তা এই

১। নির্ব্বাচনের গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে—১১ই মে

২। মনোনয়ন পত্র জমা দেবার শেষ দিন—১৮ই মে

৩। মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করা হবে—১৯শে মে

৪। নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন—১১ই মে

৫। ভোট গ্রহণ—১১ই ও ১৪ই জুন

৬। ভোট গণনা শুরু হচ্ছে—১৪ই জুন

রাজ্যের ১৬টি জেলার মধ্যে ১১ই জুন ভোট হবে সাতটি জেলায়। আর ১৪ই জুন তারিখে নয়টি জেলায়।

১১ই ভোট হচ্ছে—কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, মালদহ, কোচবিহার, দারজিলিং।

১৪ই জুন ভোট হচ্ছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলী, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি।

জনতা পার্টির নির্ব্বাচনী প্রস্তুতি

জনতা পার্টিতে যাঁরা প্রার্থী হতে চেয়েছেন তাদের আবেদনপত্রের সঙ্গে ২০০৲ টাকা জমা দেবার নিয়ম হয়েছিল। সংরক্ষিত আসনের জন্য ১০০৲। হাজার হাজার আবেদপত্র পড়েছে। রাজ্যে রাজ্যে একটি ক'রে, জনতা পার্টির নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়েছে। তাঁরা নিজ নিজ রাজ্যের প্রার্থী ঠিক করবেন।

কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী আয়োজনের অবস্থা

সংবাদপত্রে প্রকাশ কংগ্রেসে প্রার্থী হবার জন্য পশ্চিমবাংলায় আবেদন পত্র কমই পড়ছে। প্রার্থী খুঁজে পাওয়া ভার হচ্ছে। অনুমান করা সহজ যে সমস্ত ভারতেই ঐ এক অবস্থা। তবে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে কংগ্রেস সমস্ত আসনে প্রার্থী দেবে। না হলে সম্মান থাকে না।

কংগ্রেস আবার ইন্দিরাজীর হাতের মুঠোয় : তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কোনো ভবিষ্যৎ নেই

বিগত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নানা সমালোচনার সম্মুখীন হ'লেও, এবং করুণাজনকভাবে কোণঠাসা হ'লেও, তার পরবর্ত্তী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে দেখা গেল অন্য চিত্র। সভাপতি নির্বাচনে জোর লড়াই হোল। তাতে ইন্দিরাজীর হাতের লোক ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী জয়ী হলেন। দেখা গেল - নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ রয়েছেন ইন্দিরাজীর পক্ষে। যাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও দেশকে ধ্বংসের মুখে এনেছে—তাঁর পরিচালনাধীনে কংগ্রেসের সামনের ভবিষ্যৎ যে আরো বিপর্যায়পূর্ণ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

ইন্দিরাজীর জয়লাভের ফল

বিগত লোকসভা নির্ব্বাচনে কংগ্রেস তো সাংঘাতিকভাবে বিপর্যাস্ত হয়েছিল এবং ভেঙ্গে চুরে প্রায় শেষ হয়েছিল। তবু যাঁরা টিকেছিলেন—তাঁরা ভেবেছিলেন যে, নতুন নানা ছলনা দিয়েও যদি দেশে আবার কিছু স্থান করা যায়। ইন্দিরাজীর নেতৃত্ব পুনরায় কায়েম হওয়ায়, আরো বহু অনুগামী কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছেন।

কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচনে পরাজিত প্রার্থীর প্রতিক্রিয়া

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সভাপতির নির্ব্বাচনে চারজন ব্যক্তি প্রার্থী হন। তার মধ্যে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও প্রার্থী ছিলেন। তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শ্রীরেড্ডী সভাপতি হয়ে করুণাবশতঃ সিদ্ধার্থবাবুকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করতে চেয়েছিলেন। সিদ্ধার্থ বাবু তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং ঐ প্রত্যাখ্যান পত্রে কংগ্রেসের শোচনীয় বিপর্যায়ের জন্য অপর নেতৃবৃন্দের ওপর দোষ চাপিয়েছেন। যে-সব অপরাধের জন্য সিদ্ধার্থ বাবু নিজেই গুরুতরভাবে দায়ী—সেই সব অপরাধ অন্যের ঘাড়েই আজ তিনি চাপাচ্ছেন। ঐ প্রত্যাখ্যান পত্রে সিদ্ধার্থবাবু জানিয়েছেন যে, তিনি সামনের বিধানসভা নির্ব্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না।

পশ্চিমবাংলায় ইন্দিরা-বিরোধী গোষ্ঠী নির্বাচনী কমিটি গঠিত করেছিলেন। সভাপতি শ্রীরেড্ডী তা বাতিল করতে চেয়েছিলেন।

লোকব্রতী সোসাইটিও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(পঞ্চম স্তবক)

অফিসারদের উপদ্রব : প্রচণ্ড ক্ষতি : শেষে মামলার হুমকী

মুক্তির গত সংখ্যায় জানিয়েছি যে ব্যাঙ্ক অফিসারদের পক্ষ থেকে নানা উপদ্রব ও লোকব্রতীর বিরাট আর্থিক ক্ষতি সাধনের পর, অবশেষে একদিন উল্টো আমাদেরই ওপর হুমকী এলো—১৫ দিনের মধ্যে সব টাকা দাও না হলে মামলা হবে। আমরাও বলে দিলাম—মামলা করুন, কোর্টে দেখা যাবে। আমরা স্থির করেছিলাম কংগ্রেস রাজত্বের কোর্ট হলেও, সব ভেতরের তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। ভেবেছিলাম—যে কংগ্রেস রাজত্ব চলছে—তাতে হয়তো লোকব্রতীর জমি জমা স্থাবর অস্থাবর সব যাবে—কর্ম্মীরা যাঁরা জামিনদার তাঁদের সম্পত্তিও বিপন্ন হবে। পথ কিছু ছিল না। তবু এই ব্যাপার নিয়ে আমরা কোর্টে লড়াই এবং ব্যাপক জনমত তৈরী ক'রে শেষ পর্যন্ত অবিচার, অপকৌশলের বিরুদ্ধে জোর লড়াই দেব—তার জন্য প্রস্তুত হলাম প্রচারপত্রে তার কাজও শুরু করলাম। (পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

মামলার হুমকী : ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ : আর্থিক সংকট

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের দিক থেকে ১৯৭৪ সালের শেষ ভাগে প্রদত্ত মামলার ঐ হুমকী কার্য্যে পরিণত করা হোল না। তাঁরা চুপ ক'রে রইলেন। মাসের পর মাস এই চলল। ফলে, লোকব্রতীর কৃষিক্ষেত্র বিভাগ, ব্যবসা বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, লোকব্রতীকে টিকিয়ে রাখতে বহু কষ্ট স্বীকার, বহু কর্ম্মীর ত্যাগ, কর্ম্মীদের, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে অবিরত ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি চলতে লাগল। সব ভেঙ্গে গেলে, এতবড়ো কাজও যেতো—ব্যাঙ্কেরও ক্ষতি হোত। ১ বছর এই ভাবে চলল। আমরা আর ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করলাম না।

শেষে ব্যাঙ্কের দিক থেকে আপোষ প্রস্তাব

পরে অবশেষে ১৯৭৫ সালের শেষার্দ্ধে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হেড অফিস কলকাতা থেকে জনৈক অফিসার এসে একটা মিটমাটের জন্য অনুরোধ করলেন। তারপরই ব্যাঙ্কের জনৈক ডিরেক্টার আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল। সব বললাম। তিনি আমাদের অভিযোগ সঙ্গত মনে করলেন এবং ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার প্রভৃতিকে মিটমাটের জন্য অনুরোধ করলেন। শেষে আমার সঙ্গে কথা হোল।

ব্যাঙ্কের দিক থেকে মিটমাটের যে সর্ত্তগুলি এলো তা' হল এই।

মিটমাটের যে সর্ত্ত ব্যাঙ্কের দিক থেকে এল

(১) কৃষি বিভাগের জন্য এবং ব্যবসা বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়া হবে।

(২) এমনভাবে ঋণ ব্যবস্থা করা হবে যাতে বিভাগগুলির কাজ ঠিক মতো চ'লে, সাময়িক ঋণ পরিশোধ ক'রেও, বছরে লভ্যাংশ থেকে দেড় লক্ষ টাকার মত পুরোণো ঋণ শোধ হবে। এইভাবে পুরোণো ঋণ শোধে যত বছর লাগবে—চলবে।

(৩) ব্যাঙ্কের কৃষি বিশেষজ্ঞরা কর্ম্মতালিকা তৈরী করলেন বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে—এই আমাদের বলা হোল। কৃষি বিশেষজ্ঞরা বললেন—আমাদের কৃষিক্ষেত্র যান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে যে আকারে করা হয়েছে—তার জন্য যে সমস্ত আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা (Infra-structure) কর দরকার—তা খুবই অনুপযুক্ত হয়েছে। সেজন্য তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিলেন। আমরা কৃষিক্ষেত্র পত্তনের সময় থেকেই ব্যাঙ্ককে বরাবর ব'লে আসছি যে, আপনারা সব দিক বিবেচনা ক'রে টাকা দিন। নদীতে কুয়া, বীজ ঘর, কর্ম্মশালা, বেড়া, জমি উন্নয়ন, ট্রাকটারের ট্রেলার, কর্ম্মীদের উপযুক্ত বাসস্থান, বাঁধ সংস্কার প্রভৃতির জন্য অবিরত আমরা বলেছি। এসব না হওয়ায় কৃষিক্ষেত্র অবিরত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওঁরা জেনেও কিছু করতে পারেন নি। এবারে বলায় কতকগুলি ব্যবস্থা করবেন ঠিক হোল।

(৪) ওঁদের আরেকটি প্রস্তাব এল। আপোষে একটা মামলা হবে। তাতে আমরা যত টাকা ঋণ নিয়েছি—তা স্বীকার করব—পুরোনো ঋণ-শোধের উপরোক্ত ব্যবস্থা মেনে নোব। এবং ঐ কর্ম্মধারা অনুসারে কাজ দু বছর না চললে—ব্যাঙ্ক সম্পত্তি নিয়ে নেবেন। তার দামে ঋণ পরিশোধ না হ'লে, কর্ম্মীদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা হবে।

(৫) আরো এক চুক্তি হোল যে, ব্যাঙ্কের নতুন ঋণ নেওয়ার আগে ৪২ হাজার টাকা ব্যাঙ্ককে দিতে হবে। আমি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে বললাম যে, যে-ঋণগ্রহীতা বিপন্ন হয়—তাকে তোলার নতুন ব্যবস্থা করার সময় এই সর্ত্ত খুবই অন্যায় হয়। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এই হল যে, ওঁদের মধ্যে ২/১ জন বিশেষ জেদ ধরেছেন যে এই টাকাটা না দিলে যোগাযোগ করাই মুস্কিল। ওঁরা বললেন এতবড়ো একটা আপোষ হয়ে যাচ্ছে—এটার জন্য কেন আটকায়। আমি শেষে রাজী হলাম চুক্তি হয়ে গেল। (কিন্তু এই টাকাটা জোগাড় করতেও অনেক দেরী হল। কারণ প্রথমে চেষ্টা করলাম—কর্ম্মীদের কাছে। সাধারণ অবস্থার সব কর্ম্মী আগেও বার বার দিয়েছেন। সেজন্য তাঁদের সাধ্য হোল না। মহাজনও পেলাম না—সুদ দিতে চেয়েও। শেষে আমার খুব নিকট আত্মীয় দুজনের কাছ থেকে ঝেড়ে ঝুড়ে ৫ হাজার ক'রে নিলাম—ওদের যা সঞ্চয় ছিল। আর কলকাতার এক বন্ধুর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা। আর একটা কোম্পানীর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকার মাল ধারে নিয়ে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে টাকা নিলাম। আরো কিছু জোগাড় ক'রে ৪২ হাজার পূর্ণ ক'রে এই সর্ত্ত পালন করলাম।)

সম্মানিত লোকদের আশ্বাস ও পরবর্ত্তী কাণ্ড কারখানা

এই প্রস্তাবগুলি দিয়ে ওঁরা বললেন—এবারে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে সব কাজে সাহায্য করব—এবং তাতে কাজ ঠিক সর্ত্ত অনুসারে চলবে—ফলে, সম্পত্তি নেওয়ার প্রশ্নই উঠবে না। জেনারেল ম্যানেজার, এ্যাসিট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার এবং একজন ডিরেক্টার এই তিনজন সম্মানিত লোক আশ্বাস দেওয়ায়—কিছুটা দ্বিধা থাকলেও, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এবং একটা আপোষ যখন সহজভাবে আসছে—তাকে গ্রহণ করলাম আরো এই আগ্রহের জন্য যে, এর ফলে কর্ম্মীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার একটা রাস্তা হোল। কিন্তু তখন ধারণা করতে পারিনি যে, এই আপোষ নামা হয়ে যাবার পর থেকেই ব্যাঙ্কের নিচের স্তরে নানা কাণ্ড সুরু হয়ে যাবে—আমাদের সর্ব্বনাশের পথ করার জন্য। যে সব ব্যাপার হোল—তাই বলছি।

আপোষের পর ব্যাঙ্কের যে সাংঘাতিক রূপ দেখা গেল

(১) আপোষে মামলা করানোর কাগজ তৈরী করতে ব্যাঙ্কের থেকে যে সময় নেওয়া হল—তা আশ্চর্য্যজনক। সন্দেহ হল—অন্য স্তরে কাজ বিলম্বিত করার জন্য কোনো সক্রিয় চেষ্টা বোধ হয় হল।

(২) ফসল ঋণ প্রভৃতি দেওয়ার কাজ শুরু হোল। অনেক বিলম্বে বিলম্বে দেওয়া হতে লাগল। ফলে, কৃষি উৎপাদনে আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলাম। এসব রেকর্ডেই বোঝা যাবে।

(৩) ব্যবসার জন্য টাকা দেওয়ার সর্ত্ত হোল মাল কিনে এনে জমা দিলে, তবে ব্যাঙ্ক ঋণ দেবেন। যে সোসাইটির হাতে টাকা নেই—তাকে এই সর্ত্তে বেঁধে দেওয়া মানে—সেই ঋণের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা। শৃগালকে কুঁজোর ভেতর থেকে ঝোল খেতে দেওয়ার সেই কথামালার গল্প মনে করুন। এতে ব্যবসা অকেজো হ'য়ে গেল। এই অবস্থা হচ্ছিল ব'লে আমি ব্যাঙ্ককে বহুবার বললাম—হাইপোথিকেশন ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তাঁরা তা করলেন না। শেষে রিজিওন্যাল ম্যানেজার কোম্পানীদের নামে ড্রাফট্ ক'রে টাকা দেবার সিদ্ধান্ত করলেন। এটাও অত্যন্ত অসুবিধের হল। কারণ কারো নামে ড্রাফট্ নিয়ে গিয়ে দেখা গেল অনেক মাল নেই। এবং ড্রাফটের সুযোগে—তাঁরা বাজে মাল দিতে লাগলেন।

(৪) যে সমস্ত আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার—তার মধ্যে খানিকটা করার কথা হোল। নদীতে কুয়া, ট্রাকটারের ট্রেলার, বাঁধে মাছের চাষ প্রভৃতি যে সব ব্যবস্থা অবিলম্বে নেওয়ার জন্য ৬।৭ মাস আগে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা হোল—এবং আমাদের দিক থেকে যে সব প্রস্তাব দেওয়ার ছিল তখনই দেওয়া হল। কিন্তু আজও এ সবের কিছুই করা হল না। একেবারে সব চুপ। অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

(৫) এই সব নানা ব্যাপার করে লোকব্রতীকে নানাভাবে বিপন্ন ক'রে শেষে এর কাজ একেবারে অচল করার জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হল তা এই : যথা সময়ে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য গরমের আবাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তাব দেওয়া হল। সেটা বোধ হয় ছেড়া কাগজের বাক্সে ফেলে দেওয়া হল। গরমের আবাদের জন্য খানিক কাজ সুরু করে বিপন্ন হতে হল। এই সময়টা কাজ প্রায় কিছুই হল না। অনেক ক্ষতি হোল। তার সঙ্গে আরো যে সব উপদ্রব হল—তা যে কত বড় নগ্ন অবিচার ও অত্যাচার হল তা' পরের সংখ্যায় লিখছি। (ক্রমশঃ)

অরুণচন্দ্র ঘোষ

চরিত্রগঠন আন্দোলন প্রসারকল্পে অখণ্ড মণ্ডলীর কার্য্যক্রম

তারিখ ২৬ ও ২৭শে মে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৈকাল ৪টায় জনসভা স্থান ইউনিয়ান ক্লাব প্রাঙ্গণ পুরুলিয়া। সভাপতি শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। বক্তা : ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী (বারাণসী) এবং আগরতলা আলিপুর দুয়ার, গৌহাটী, বাঁকুড়া ও দুর্গাপুর হইতে আগত বক্তাগণ। সঙ্গীতে : সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুখময় গাঙ্গুলী (কলিকাতা) এবং আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীবৃন্দ।

—)০(—

মুক্তি

১৬ই মে ১৯৭৭, সোমবার

পঁচিশে বৈশাখ

এই দিনটির কথা মনে পড়লেই মনে হয়, এই দিনটি যেন অপূর্ব্ব উজ্জ্বল এক পূজাবেদী--সুন্দরের এক অদ্ভুত তপস্যার জন্য! যাঁর জন্মদিনের বেদীকে আশ্রয় ক'রে, সুন্দরের বিস্ময়কর তপস্যা ঘটেছে—তিনি মাধুর্য্যের পরম প্রকাশ। তিনি রবীন্দ্রনাথ।

আমরা প্রতিদিন যে মানবজীবনকে দেখি—তাকে দেখে আমরা নিজেদের মানবজীবন বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়ি। গ্লানী অনুভব করি। তার পাশে যখন এই মহীয়ান বিশাল চরিত্রের মানুষদের মিছিল দেখতে পাই—আমাদের অন্তর আশায়, বিস্ময়ে, আনন্দে আবার পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঐ মিছিলের মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথ। মানবজীবনকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টির কী অপূর্ব্ব অবদান। ঐ অবদান ছড়িয়ে পড়েছে—উপচে পড়েছে—অফুরন্ত বিচিত্র সম্পদের স্রোতধারায়। এই ক্ষুদ্র এক বিন্দু মানবজীবনের ভেতরেও যে এত শক্তির, এত সৃষ্টির, এত ঐশ্বর্য্যের স্রোত লুকিয়ে থাকে—তা অভাবিত।

আমরা আবার কখনো নিরাশ হয়ে ভাবি—মানব-মহিমার এ সম্মান তো সকলের জন্য নয়। ওঁরা—ঐ প্রতিভাধরেরা—আসেন মহান শক্তি নিয়েই। ওঁরা না চাইলেও, ঐ সম্পদের স্রোত ওঁদের মধ্যে দিয়ে আসবেই। সংসারে আমরা আর সবাই এসেছি—বঞ্চিত, রিক্ত, প্রতিভাহীন হয়ে। আমাদের জীবন-ভূমিকা নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন, সম্ভাবনাহীন, সম্পদ-হীন। কারণ আমরা জন্ম-ক্ষুদ্র, জন্ম-অসম্মানিত, জন্ম-দরিদ্র!

এযে মানুষের জীবনে কত ভ্রান্ত ধারণা, কত মিথ্যে হতাশা, তা দেখিয়ে দিয়েছেন—ঐ প্রতিভাধরেরাই। সংসার যাত্রায় তাঁদের বহু জনের প্রথম পরিচয় ছিল—তোমার আমার মতো, সাধারণ মানুষের পরিচয়। কিন্তু অদ্ভুত এক ডাক এসেছিল—তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে। সেই ডাক হচ্ছে—কিছু করতে হবে—জীবনটাকে বড়ো করতে হবে। তারপর সুরু হল তাঁদের জীবনে কিছু করার চেষ্টা। চেষ্টার ওপর মহান চেষ্টা।

সে অদ্ভুত চেষ্টা। অদম্য অধ্যবসায়। অপরাজেয় সংগ্রাম। হঠাৎ তাঁদের জীবনে প্রকাশিত হল এই সত্য যে, তোমার আমার সকলের মধ্যে যেমন—তাঁদেরও জীবনে সুপ্ত ছিল প্রাণের স্রোত—অবরুদ্ধ ছিল গুহার আঁধারে। উৎসারিত হল—প্রবাহিত হল সম্পদধারা। তাঁরা চিহ্নিত হলেন প্রতিভাধর ব'লে।

যাঁকে আমরা বিস্ময়কর প্রতিভাধর ব'লে জানি—সেই রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনের তপস্যার দিকে যখন তাকাই—তখন আরেক বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হই। সে হচ্ছে—তাঁর চেষ্টার সাধনা—তাঁর সে অদ্ভুত সাধনা। তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি যখন আমরা দেখি—তখন দেখতে পাই—রেখার মধ্যে—লেখার মধ্যে অসংখ্য কাটাকুটির মধ্যে—ভাবপ্রকাশের কী অদম্য সাধনার জলন্ত পরিচয় রয়েছে সেখানে।

যিনি হলেন একদিন মহান প্রতিভাধররূপে মহাখ্যাত—তাঁর প্রথম পরিচয় ছিল—অনাদৃত অখ্যাত পরিবেশের মধ্যে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায়, প্রাণের প্রচণ্ড সাধনার এক প্রতীক। আমরা যারা আজ অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত—তাদের জন্য সন্দেহাতীত রূপে রয়েছে—ঐ আশার মন্ত্র—সম্ভাবনার ভরসা ঐ সব সার্থক মানুষদের প্রথম জীবনের সাধনা।

সেজন্য তাঁরা সাধারণ মানব জীবন-স্তরের অনেক উর্দ্ধের মানুষ হ'লেও,—তাঁরা আমাদের জীবনের আদর্শ, আমাদের সার্থকতার আশা, অভ্রান্তরূপে আমাদের অনুকরণীয়। পরিচয়-হীনের মধ্যে পরিচয় সৃষ্টি করার সেই হল বেদমন্ত্র।

সংসারে এমন বহু প্রতিভাধর মানুষের দৃষ্টান্ত রয়েছে—যাঁরা প্রথম জীবনে চমকপ্রদ সম্ভাবনার উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গরূপে দেখা দিয়েও, অকালে ব্যর্থতার স্তূপে কখন ঝরে প'ড়ে, চিহ্নহীন হয়ে গেছেন। কারণ তাঁদের প্রতিভা থেকেও, তাঁদের জীবনে দুরন্ত সাধনার পরিচয় কোনো ছিল না।

বহু মনীষী আজ দুঃখ করেন একদিন বাংলার যে ইতিহাস অগণিত বিশ্বজয়ী মানুষের জন্ম দিয়েছিল—বাঙ্গালীর সে ইতিহাস আজ নীরব। সে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বিদ্যাসাগর—সে জগদীশচন্দ্র, সে রবীন্দ্রনাথ আজ নেই। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন—বাঙ্গালীর জীবনের উপাদানের মান কি তবে আজ অবনত হয়ে গেল?

না, অবনত হয়নি—জাতি নিঃস্ব হয়নি। সে উপাদানই আছে। মাটির উপাদান যে-যাদুর স্পর্শে অপূর্ব্ব ফসলের অবদান ফলায়—সে বীজ-মন্ত্র আজ সে হারিয়েছে। তা খুঁজে নিতে হবে—ঐ মহা-সাধকদের সাধনার মধ্যে।

ঐ রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে হাসছেন। বলছেন—ভয় কী। আমার অনুপম মাধুর্য্য, অফুরন্ত সম্পদ, আমার বর্ষার মতো অজস্র ফসল এসেছিল—আমার ঐ নিদাঘ-তপ্ত বৈশাখের রুদ্র তপস্যার দারুণ দ্বিপ্রহরে তা তোমরা নিশ্চয়ই মনে রেখো।

নতুন মুখোসে পুরাণো দল

৩০ বৎসরের এক দল। সুদীর্ঘকাল ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন অবিচার ও শোষণের কাজ চালিয়ে, এই দল আজ সর্ব্বভারতীয় শাসন থেকে বিতাড়িত। সামনে আবার রাজ্যগুলিতে ভোট অতি আসন্ন। ভারতের জনগণের কাছ থেকে হেয়, বর্জ্জিত, অপমানিত হয়ে, এই দল আজ আবার উঠে দাঁড়াতে চাইছেন। তাই আজ নতুন আশ্বাস-বাণী নিয়ে—জনগণের দরবারে আবার ভোট ভিক্ষা করতে এঁরা অগ্রসর হচ্ছেন। এই দলটি যে কোন্ দল তা সকলেই বুঝতে পারছেন।

এই দলটি হচ্ছে—কংগ্রেস। একদা যে দল ছিল এক বিশাল শক্তি-সম্পন্ন দল—যার ভয়ে সারা দেশ ছিল প্রকম্পিত, সে দল আজ ভগ্ন, দলিত, উপহসিত,—খণ্ড, বিচ্ছিন্ন,—আত্মক্ষয়ে জরাজীর্ণ। এহেন দল একটা নির্ব্বাচনের পর কী ভাবে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন এবং কী ভাবে কোন্ মুখোস প'রে আজ আবার জনদরবারে দাঁড়াবার বাসনা করলেন—তারই ইতিহাস এখন বলছি।

বিগত লোকসভার ভোটে যখন কংগ্রেসের অভাবিত বিপর্য্যয় ঘটল—তখন শুধু কংগ্রেস দল বা ভারতবর্ষ কেন, সারা বিশ্ব হতবাক হোল। সারা বিশ্ব হতবাক হোল এই জন্য যে, যার পায়ের তলা থেকে দেশের সমস্ত মাটি সরে গেছে—যে দলের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী কোন্ দম্ভে এত অত্যাচার—এত উপদ্রব করেছেন যা ইতিহাসের কোনো দুর্দ্ধর্ষ স্বৈরাচারী ডিক্টেটারও করতে সাহস করেন নি।

বিপর্য্যয়ের গ্লানী বহন ক'রে, দলের মধ্যে দারুণ ফাটল হোল। যাঁরা এতদিন সর্ব্বময়ী কর্ত্রীর নির্লজ্জ স্তাবক ছিলেন—তাঁদের এক দল—অবস্থা ঘুরেছে দেখেই,—সর্ব্বময়ী কর্ত্রীকে প্রকাশ্যে আঘাত হানতে সুরু করলেন। কিন্তু দলের অধিকাংশ অনুচর অনুগ্রহের নিমক অস্বীকার করলেন না।

ফলে, বিপর্যায়ের কারণ অনুসন্ধানে যখন কংগ্রেসের বৈঠক বসল—তখন বিপর্যায়ের মূল কারণগুলি সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে যাওয়া হোল।

কংগ্রেসের সামনে তখন যে-সব কর্ত্তব্য ছিল তা' এই।

(ক) বিপর্যায়ের মূল কারণ নির্ণয় করা।

(খ) কংগ্রেসের ভেতরের মূল দুর্নীতি-চক্রকে অপসারিত করা।

(গ) সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নতুন নেতৃত্ব নির্দ্ধারিত করা।

এই তিনটির কোনোটাই কংগ্রেস করতে পারলেন না। বিপর্য্যয়ের মূল কারণ সমূহ উদ্ঘাটিত না ক'রে, কংগ্রেস যা করলেন তা এই।

(ক) কংগ্রেস বললেন—জরুরী আইন দেশের সংকট কালে প্রয়োজনীয় ছিল। তবে, কতকগুলি অত্যুৎসাহী ব্যক্তির পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির ফলে দেশের লোক বিক্ষুব্ধ হন। ৩০ বছর ধ'রে কংগ্রেস দেশের যে অগ্রগতি ঘটিয়েছেন তা লোকে বিস্মৃত হন নি—ইত্যাদি।

(খ) দুর্নীতি চক্রের অপসারণের নামে, বিচার সভা বসিয়ে, যথার্থ পরিস্থিতিকে এড়ানো হোল একমাত্র বংশীলালকে ভেড়া বানিয়ে। বিচারে দাঁড়ালো—আর সবাই পরিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। এমন কি সঞ্জয় পর্য্যন্ত।

(গ) সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নতুন নেতৃত্বের অভ্যুদয় হোল না। বহু টানা হেঁচড়া ও দলাদলির পর ভোটাভুটিতে ইন্দিরাজীর হাতের পুতুল বহু ভোটাধিক্যে সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। ইন্দিরা-বিরোধীরা প্রমাদ গণলেন। এখন অনেকে দলে দলে কংগ্রেস থেকে স'রে পড়ছেন—অনেকে স'রে পড়ার তালে আছেন।

মূল যিনি সকল নাটের গুরু—সকল নষ্টের গোড়া—তিনিই আবার কংগ্রেসের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী রূপে সম্মানিতা হলেন। যাঁর সর্ব্বনাশা নেতৃত্বের কারণেই দেশের মানুষ কংগ্রেসকে আবর্জ্জনার স্তূপে বিসর্জ্জন দিলেন—তিনিই আবার কংগ্রেসের কর্ণধার রূপে দেখা দিলেন। ভগ্ন জরাজীর্ণ কংগ্রেসের তলানী-স্বরূপ জন-গোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দিরাজী আবার গোষ্ঠী কোঁদলের সূত্রপাত করলেন। ইন্দিরাজীর নেতৃত্ব এবং কংগ্রেসে আর যাঁরা আজ নেতৃত্ব দেবার মত রয়েছেন— তাঁদের নেতৃত্ব— আজ সর্ব্বতোভাবে কেন বর্জ্জন করতে হবে—এ কথা নির্ব্বাচন প্রাক্কালে দেশবাসীকে গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে।

কংগ্রেসের বিপর্য্যয়ের কারণগুলি কী, এখানে তা আলোচনা করছি।

(ক) কংগ্রেসীরা এখন দেশকে বোঝাতে চান যে, জরুরী আইনের কার্য্য কালে—ঐ ১৯ মাসেই—যা কিছু ভুল ভ্রান্তি তা' ঘটেছে। কিন্তু কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনে দেশের অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে। কংগ্রেসের আজও এই দাবী! একথা রাত্রির অন্ধকারকে দিন ব'লে বোঝাবার মত নগ্ন অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। কয়েকটা বড় কলকারখানা কয়েকটা বড় ড্যাম করলেই জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়ন হয় না। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান যদি উন্নত হয়—দেশে যদি অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান হয়—যদি কেউ কর্ম্মহীন হয়ে না থাকে—তবেই জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়ন হয়েছে বলা যেতে পারে। কংগ্রেসের ত্রিশ বছরের শাসনে এর কোনোটাতেই আদৌ কিছু তো হয়ই নি বরং দেশের সাধারণ মানুষ আরো ভয়াবহভাবে দরিদ্র ও বিপন্ন হয়েছেন। মুষ্টিমেয় কতক গুলি শ্রেণীকে অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে—তাঁদের অবাধ লুঠ করতে এবং জনগণের ওপর অবাধ অত্যাচার করতে। এবং তা' করা হয়েছে কংগ্রেসী শাসনের সক্রিয় নেতৃত্বের অধীনেই। এবং তা হয়েছে—এই ৩০ বছর ধ'রে বিরামহীন ভাবে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক জীবন আজ সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ।

(খ) কংগ্রেসের যাঁরা শাসন দখল করেছিলেন বহু অপকৌশলে—তাঁরা তাঁদের লুঠের রাজত্ব বজায় রাখার জন্য সারা ভারতে তাঁদের উপযুক্ত সহায়ক সৃষ্টি করেছিলেন—বিধান সভার সুযোগ-সন্ধানী সদস্যদের জুটিয়ে, চোরা কারবারীদের জুটিয়ে, কায়েমী স্বার্থ বাদীদের জুটিয়ে আর দেশ জুড়ে বিবেকহীন দালাল শ্রেণীদের জুটিয়ে। এরা সব সময় ভাগের লোভে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের বশংবদ সহায়ক রূপে বরাবর কাজ করে এসেছে।

(গ) তারপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এলেন। ১১ বছর ধ'রে ক্ষমতায় রইলেন। তিনি দেশের প্রধান মন্ত্রী হবার অপরিসীম ক্ষমতা পেয়ে, সেই ক্ষমতাকে তিনি একনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হবার যন্ত্র রূপে ব্যবহার করলেন। কংগ্রেসের চিরাচরিত অবিচার, অত্যাচার, শোষণের সঙ্গে এই আর এক অপকৌশল সুরু হোল। ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে, দলের দায়িত্বপদ গুলিতে ও শাসন ক্ষমতার আসন গুলিতে একবারে নিজের অনুগত, বিবেক হীন, মর্য্যাদাহীন লোকদের প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন। এবং যাঁরা প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছার সামনে স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন—তাঁদের ওপর সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ স্তরের কড়া দাওয়াই-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইন্দিরাজী কসুর করেন নি। আসন ও সুযোগ যাবার ভয়ে, দলের প্রায় প্রত্যেকে সব নির্দ্দেশ নতমস্তকে পালন করেছেন এবং সব রকম অসম্মান, অত্যাচার, অবিচার মাথা পেতে নিয়ে ক্ষমতার পিছনে থেকেছেন।

(ঘ) দলের মধ্যে একনায়কত্বের আস্বাদ পেয়ে, ইন্দিরাজী অহমিকায় বিচার বুদ্ধিহীন হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে অতিষ্ঠ মানুষদের আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে ফেলার স্পর্দ্ধায় মত্ত হয়ে উঠলেন। দেখা দিল কদর্য্য জরুরী আইন। এই কুখ্যাত জরুরী আইনে যে-দমন, যে অত্যাচার ও অবিচার হোল—তাতে শুধু সারা দেশ নয়—সারা বিশ্ব স্তম্ভিত ও আশঙ্কিত হল। মানুষের লেখা ও বলার অধিকারকে নিদারুণ ভাবে রুদ্ধ করা হল। এ আচরণ বিশ্বের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে বিরল। নিরপরাধ শান্তি প্রিয় প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে পুরে রাখলেন—এহেন ঘটনাও ভারতের ইতিহাসে বিরল। এই জরুরী আইনের হাতিয়ার নিয়ে, ইন্দিরাজী কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠীকে ছিন্ন ভিন্ন করার কর্ম্মপন্থা নিলেন। তাঁর ইঙ্গিতে ঐ ক' মাসের মধ্যে কত যে খুন, কত যে ধ্বংসকাজ হোল—তার ইতিহাস যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তা' কলঙ্কপূর্ণ।

(ঙ) ঐ একনায়কত্বের মত্তহস্তির অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রের প্রয়োজনে সংবিধানকে সংশোধনের যে অপকীর্ত্তি ইন্দিরাজী করলেন—তাও যেমন নগ্নভাবে লজ্জাকর, তেমনি তা আইন-বিরোধী, সংবিধান বিরোধী ও গণতন্ত্র বিরোধী। লজ্জাকর এই জন্য যে, নিজের যে সব অপরাধ, ন্যায়ের আদালতে সত্য ব'লে সাব্যস্ত হয়েছিল—তাকে আইনের উর্দ্ধে রাখবার জন্য সংবিধান ও নির্ব্বাচনী আইন কদর্য্য ভাবে, বিস্ময়কর ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। একজন জবরদস্ত একনায়কের অবাধ খেয়াল খুসীকে, সংবিধানের আইন ক'রে তোলবার জন্যে, সংবিধানের অধিকার ও মর্য্যাদাকে ধুলায় লুটিয়ে দেওয়া হল। দেশের গণ-মতকে দু পায়ে দলিত মথিত করে দেওয়া হল।

(চ) সকলেই জানেন যে, এহেন স্বৈরশাসনে স্বজন পোষণ ও অনুগ্রহ-ভাজন-পোষণ শাসনের একটা সহজাত ধর্ম্ম। কিন্তু ইন্দিরাজীর শাসন-কালে তাঁরই যোগ্য কুপুত্র যে ভাবে শাসন জীবনে অবাধে বছরের পর বছর স্বেচ্ছাচারিতা ও লুঠ করেছে—পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এহেন নজীর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। স্বেচ্ছাচারিতা ও লুঠের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঐ সন্তান যে নির্মম অত্যাচারের অজস্র পাশবিকতার নিদর্শন তৈরী ক'রে গেছে—তাও রোমাঞ্চকর। প্রধান মন্ত্রীর প্রকাশ্য যোগাযোগেই শাসন জীবনে এই বিস্ময়কর পুত্র-তোষণের কলঙ্কজনক ইতিহাস রচিত হয়েছে। একনায়কত্বের মধ্য দিয়ে ইচ্ছে ছিল—গণতন্ত্রের মুখোস পরা এক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা! ভারতের সৌভাগ্য যে তার অবসান ঘটল।

(ছ) ভারতের মহান গণতন্ত্রের এই সর্ব্বাত্মক ধ্বংস-সাধনের মূল দায়িত্ব ইন্দিরাজীর হলেও—তাঁর অনুগামী নেতৃবৃন্দের অপরাধও কম নয়। ইন্দিরাজীর অনুগ্রহ লাভের জন্য এই নেতৃকুলও যে-কোনো জঘন্য স্তরে অবনত হয়ে সব অপকর্ম্মে জড়িত হয়ে, ইন্দিরাজীর সমস্ত অপরাধের সম-অংশভাগী হয়েছেন। আজ এঁদের একদল সহসা গণতন্ত্রের পূজারী সেজে, ইন্দিরাজীর প্রতি আঙ্গুল দেখিয়ে বলতে চাইছেন—উনিই হচ্ছেন যত নষ্টের গোড়া। দেশের মানুষ এসব চালাকির অর্থ ভাল মতোই জানেন। গোড়ার সঙ্গে গোড়ার শেকড়গুলোও কম অপরাধী নয়।

অপরাধীরা যখন বিচারকের আসনে বসে—তখন কোন্ অপরাধী কার বিচার করবে? সেজন্য কংগ্রেসের বিপর্য্যয়ের কারণ সন্ধানের চেষ্টা যে একটি ধোঁয়ার বস্তু হ'য়ে থাকবে—তা স্বতঃসিদ্ধ। তাঁরা ত্রিশ বছরের নিরঙ্কুশ স্বৈরশাসনের অবাধ তাণ্ডবের পর—দেশের লোককে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁদের শাসন বেশ ভালই ছিল—তবে ১৯ মাসের কার্য্যকালে কিছু

ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে। আর তা হবে না। এবার তাঁরা জনগণের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করবেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরে তাঁদের সুখ দুঃখে সমব্যাথী হবেন—তাদের জন্য সেবার বাণী নিয়ে জীবনপাত করবেন!

ত্রিশ বছরের হিংস্র ভয়াবহ বাঘকে শিকারীর দল বল্লমের খোঁচায় কাবু ক'রে খাঁচার ভেতর আবদ্ধ করেছেন। বাঘ বলছে—এবার আমার ভুল বুঝতে পেরেছি—আমায় ছেড়ে দাও—এবার আর হাড় চিবিয়ে নর-মাংসের আস্বাদ নোব না। জীবহত্যা আর নয়—জীব সেবাই আজ থেকে আমার ধর্ম্ম। এই দেখ আমি কমণ্ডলু হাতে ভোট ভিক্ষায় জনপদে ঘুরতে চাই। আমায় বিশ্বাস করো—আমায় আবার ভোট দাও।

আগামী নির্বাচনের ভোটদাতাদের কাছে আমরা জানতে চাই—তাঁদের মধ্যে কে আছেন যিনি এই পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের জন্য খাঁচার কপাট খুলে দিয়ে, তাকে আবার নরম নরমাংসের মধুর আস্বাদ দিতে চান?

বিবিধ প্রসঙ্গ

কে দায়ী আর কে প্রায়শ্চিত্ত করবেন

কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন—জরুরী আইনের সময়ে মিসায় ধৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়ার তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চোরা কারবারীদের কথা স্বতন্ত্র এমন কি নক্সালদের ছেড়ে দেবার জন্যেও আন্দোলন উঠেছে। বহু লোক ইতিমধ্যে ছাড়া পেয়েছেন। কিন্তু এখানের নিরপরাধ মিসা-ধৃতদের জন্য ভাববার কেউ নেই।

পুরুলিয়ার আইন ও ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। সারা ভারতের মধ্যে স্বতন্ত্র এ দেশ। পাণ্ডব বর্জ্জিত। ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসন-জীবনে সব জায়গার মানুষ ছিঁটেফোঁটাও বা যা কিছু পেয়েছে—এদেশে কিছুই পায় নি। কারণ এখানের জনগণের জন্য মা বাপ কেউ নেই।

এই পাণ্ডববর্জ্জিত জেলায় অদ্ভুত ভাবে লোকসেবক সংঘের দুজন কর্ম্মী মিসায় ধরা পড়েন। যে ঘটনার জন্য তাদের দায়ী ক'রে মিসায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে—সেই ঘটনারই ভিত্তি কোথাও নেই। নিতান্ত মিথ্যাচারের ভিত্তিতে, চক্রান্ত ক'রে দুজন নিরপরাধ ব্যক্তিদের মিসার মত সাংঘাতিক আইনে চালান ক'রে দিয়ে, সুদীর্ঘকাল ধ'রে আটক ক'রে রাখা হয়েছে। উপযুক্ত তদন্ত হলে, প্রমাণিত হবে যে, এখানের শাসন কর্ত্তৃপক্ষই নিরপরাধদের স্বাধীনতা হরণ ও অযথা এই অদ্ভুত পীড়নের জন্য অপরাধী।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার পর আজ সুদীর্ঘ কাল হয়ে গেল—তবু ঐ নিরপরাধ কর্ম্মীদের মুক্তি দেবার ব্যবস্থা হোল না। এঁদের নাম ধাম দিয়ে বহু আবেদন করা হোল কিন্তু কিছুই হল না। বরাবাজার থানার পসমা গ্রামের সংঘকর্ম্মী শ্রীরঞ্জনী মাহাত ও শ্রীহেম মাহাতর বিষয়টি এই জেলার "নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটির" কাছেও বহুদিন হোল দেওয়া হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান স্বয়ং জনতা পার্টির চেয়ারম্যান। এই কমিটিও নিশ্চয়ই চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখনো ঐ কর্ম্মীরা বন্দী। এখানের জেলা কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনাতেই ঐ কর্ম্মীরা ধৃত ও জেলে প্রেরিত হয়েছিলেন। নিরপরাধ মানুষদের অযথা পীড়ন করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁরা ঐ বন্দীদের মুক্তির জন্য কী চেষ্টা করছেন জানি না। বন্দীদের মুক্তির যত বিলম্ব হচ্ছে—ততই তাঁদের অপরাধ বাড়ছে। সেকথা স্মরণে রেখে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ সমুচিত ব্যবস্থার জন্য চেষ্টিত হবেন—এই আমাদের আশা।

জেলার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি জানতে রাজ্যপালের আগমন!

বিগত ১০ই মে তারিখে রাজ্যপাল এসেছিলেন জেলা সফরে। তাঁর বক্তব্য এই সংখ্যা মুক্তিতে অন্যত্র প্রকাশিত হচ্ছে। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি দেখতেই তিনি পুরুলিয়া এসেছেন। তাঁর কর্ম্মসূচি দেখে মনে হল—তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

সংবাদে জানা গেল—তিনি কলকাতায় প্রাতরাশ সেরে (সকাল ৭টা-৮টা হবে—সেই সময়) কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারযোগে যাত্রা করেন। পুরুলিয়া বাঁকুড়ার সফর সেরে কলকাতায় গিয়ে দুপুরে (বেলা ১॥ হবে—সেই সময়) কলকাতা ফিরে যান। অর্থাৎ মাত্র ৫।০ ঘন্টায় দুটি জেলার সফর সারেন। পুরুলিয়ায় এসে 'সমবায়িকা' ভবন উদ্বোধন করেন এবং সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের নতুন গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তারপর সার্কিট হাউসে গিয়ে ৪৫ মিনিটের সাক্ষাৎকার সেরেই বাঁকুড়া চলে যান। পুরুলিয়ার সফর ১॥ ঘন্টায় শেষ হয়ে যায়!

৪৫ মিনিট সাক্ষাৎকারের বিবরণে আমরা দেখছি—ঐ সময় মধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় দেন। এবং ঐ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জেলার বহুবিধ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন। এবং যা সংবাদ পেয়েছি—তাতে মনে হয়েছে—ঐ সব আলোচনায়, জেলার দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কমই হয়েছে।

রাজ্যপাল জেলায় এসে তাঁর সামান্য সময়টুকু সহরেই কাটালেন। গ্রামাঞ্চলে যেখানে গেলে দুর্ভিক্ষের অবস্থাটা দেখতে ও জানতে পারতেন—তা তিনি গেলেন না। লোকে বলছেন—তাহলে তো রাজ্যপাল কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককলেই কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করতে পারতেন—তাতে এই সামান্য সফরের জন্যে, গরীব জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া রাজস্ব ভাণ্ডারের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হোত না।

রাজ্যপাল জেলার রাজনৈতিক দলগুলির বা অর্থনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি বিষয়ে দেখা করতে আমন্ত্রণ করে ছিলেন কিনা জানি না। মনে হয় করেন নি। কারণ লোকসেবক সংঘকে ডাকেন নি। তাঁর জানা উচিত ছিল বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেনে নেওয়া উচিত ছিল যে, জেলার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির প্রতিকার বিষয়ে জেলায় কোন্ দল সার্থকভাবে ও সক্রিয়ভাবে বরাবর কাজ করে যাচ্ছেন। সে খবর নিলে এবং দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার যথার্থ চেষ্টা বা আগ্রহ থাকলে,—আমরা মনে করি, তিনি লোকসেবক সংঘকেও আমন্ত্রণ করতেন।

এই জেলার লোকব্রতী সোসাইটিও গত কয়েক বছর জেলার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির অবসানে ব্যাপকভাবে বহু কাজ করেছে। জেলার লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে একথা জানেন—জেলা কর্ত্তৃপক্ষেরও তা' জানা উচিত। জেনে থাকলেও, লোকব্রতী সোসাইটিকে ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তার জন্য ডাকা হয়নি। এ সবের ভেতর দিয়ে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার নামে রাজ্যপালের সফর ছেলেখেলারই সামিল হোল। মুক্তি পত্রিকাকে রাজ্যপালের সফর সূচি পাঠিয়ে, রিপোর্টার চাওয়া হয়েছিল—রাজ্যপালের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে।

আজ এই জেলায় দুর্ভিক্ষের ভয়াবহরূপ কী এবং যেটুকু রিলিফ ব্যবস্থা চলেছে—সে রিলিফের নামে অবাধ লুঠ কীভাবে চলেছে—তা' নিরন্ন ভুক্তভোগী অসংখ্য জনগণের কাছ থেকে, অবস্থা জানা ও তাদের অবস্থা দেখা রাজ্যপালের উচিত ছিল। আমরা মনে করব না যে, কংগ্রেসী আমলের রাজ্যপাল এখনো সেই কংগ্রেসী শাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে কাজ ক'রে চলেছেন। তাঁর কাছ থেকে আজ আমরা তাঁর যোগ্য কাজ আশা করছি।

জনতা পার্টি ও বামজোটে নির্ব্বাচনী সমঝোতা হলনা

গত লোকসভা নির্ব্বাচনে পশ্চিম বাংলায় জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট মিলিত ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সি পি, এমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট চাইছিলেন যে এবারে বিধানসভা নির্বাচনে উভয়ের মধ্যে আসন ভাগ হোক এবং মিলিত ভাবে রাজ্যমন্ত্রী-সভা চালানো হোক। জনতা পার্টির বক্তব্য ছিল—আসন ভাগ করা যেতে পারে; তবে জনতা পার্টি মন্ত্রীসভা একলাই চালাবেন। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয় যে, আপাততঃ মন্ত্রীসভার কথা উঠছেনা—এখন আসন ভাগ নিয়ে কথা হোক।

আসন ভাগ বিষয়ে কয়েক দিন ব্যাপী বৈঠকে বসেন—জনতা পার্টি ও সি, পি, এমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট। সি, পি এমের প্রস্তাব ছিল—২৯৪ আসনের মধ্যে সি, পি, এম, পাবেন—১৪১ আসন আর জনতা পার্টি পাবেন ১৫৩ আসন। অর্থাৎ সি, পি, এম শতকরা ৪৮ আসন আর জনতা পার্টি শতকরা ৫২টি আসন। জনতা পার্টির শেষ প্রস্তাব ছিল—তাঁরা ১১৪টি আসন বামফ্রন্টকে দেবে। অনেক আলোচনার পর উভয়ের দিক থেকে শেষ প্রস্তাব দু'রকম হওয়ায় সমঝোতার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়!

এখন শোনা যাচ্ছে জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট উভয়ে প্রত্যেকেই সমস্ত আসনে অর্থাৎ ২৯৪ আসনে দাঁড়াচ্ছে। কংগ্রেসও ২৯৪ আসনে দাঁড়াচ্ছে। ফলে মূল নির্বাচনী সংগ্রাম ত্রিমুখী হবে। আর এর সঙ্গে আবার নির্দ্দলীয় ব্যক্তিরা বা অন্যান্য দলের প্রার্থীরা দাঁড়াচ্ছেন। তবে, অনেক মনে করছেন এর পরেও হয় তো শেষ মুহূর্ত্তে সমঝোতা হতে পারে।

রাজ্যপালের পুরুলিয়া আগমন

গত ১০ই মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীএ, এল, ডায়াস পুরুলিয়া আসেন। নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পরে পৌঁছানোর জন্য সমস্ত কর্মসূচিই বিলম্বিত হয়। পুরুলিয়া পৌঁছেই তিনি সমবায়িকা ভবন ও সমবায় ব্যাঙ্কের নূতন কার্য্যালয় উদ্বোধন করেন। পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখানে মোটেই সন্তোষজনক ছিল না এবং তা জনসাধারণের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে। রাজ্যপালের গাড়ী ও পাইলট ভ্যানের জন্য কোথায় কতখানি জায়গা খালি রাখা দরকার এবং জনসাধারণ কোথায় দাঁড়াবেন, এ বিষয়ে কোন ধারণা পুলিশ কর্তৃপক্ষের ছিল বলে মনে হয় না। কারণ তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত জনসাধারণকে এদিক থেকে ওদিক, আবার ওদিক থেকে এদিক সরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন এবং এইভাবে মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করেছেন।

রাজ্যপাল ব্যাঙ্ক ভবনের ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গেট ছেড়ে দেন। ফলে চেয়ার ও আশেপাশের জায়গা ভর্তি হয়ে যায় মুহূর্তে। এরপরই পুলিশ গেট আটকে দেন। ফলে কৌতুহলী মানুষের ভিড়েই জায়গা ভর্তি হয়ে যায়, যাঁরা কিছু জানবার জন্য গিয়েছিলেন আমন্ত্রিত হয়ে, তাঁরা অধিকাংশই জায়গা পান নি। সাংবাদিকদেরও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বল্প আলোয় অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে নোট নিতে হয়।

রাজ্যপাল বলেন যে তিনি গত জানুয়ারীতে পুরুলিয়া এসেছিলেন এবং এখানকার অবস্থা সম্পর্কে ও প্রতিকার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর জেলায় কিছু কিছু কাজ হয়েছে। এবার খরা দেখতে এসে এই সমবায়িকা ভবন ও সমবায় ব্যাঙ্ক ভবন দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। তিনি আশা করেন যে সমবায় সমিতিগুলি ও সমবায় ব্যাঙ্ক এখানকার গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রতি জেলায় সমবায় বিপণীগুলি মানুষের নিত্য প্রয়োজনের জিনিসগুলি সুলভমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করলে মানুষ উপকৃত হবে এবং মজুতদারেরা খুশীমতো দাম বাড়াতে পারবে না। সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়ন প্রত্যেক সমবায়ের অবশ্য কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন। জেলার চাষীদের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ এবং ছোট চাষীদেরও প্রয়োজনীয় ঋণের চাহিদা এই সমবায় ব্যাঙ্ক মেটাতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সার্কিট হাউসে সাক্ষাৎকার :

সাক্ষাৎকারের সময় নির্দ্ধারিত ছিল মাত্র ৪৫ মিনিট। জেলা ও সহরের বিভিন্ন সংস্থার চাহিদার তুলনায় এই সময় এত হাস্যকর যে সে কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশন, মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশন, পুরুলিয়া প্রেস ক্লাব, হেড মাষ্টার্স এসোসিয়েশন, টাউন কংগ্রেস, মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি, লেপ্রসী মিশন, নবকুষ্ঠ নিবাস, রেডক্রশ সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থা সাক্ষাৎকার করেছেন।

পুরুলিয়া প্রেস ক্লাব জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন ও জে. কে, কলেজ সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন এবং নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই কাজগুলি আরম্ভ করার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে আরম্ভ হয়ে গেলে কোন সরকারই আর কাজগুলি ফেলে রাখতে পারবেন না। প্রেস ক্লাব জে. কে, কলেজ সম্পর্কে অবিলম্বে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবী করেন এবং রাজ্যপাল সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটি ডিভিসনাল কমিশনারকে লিখে রাখতে বলেন।

প্রেস ক্লাবের সদস্যদের রাজ্যপাল জানান যে জেলার পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য ৬টি রিগ মেশিন নিয়ে একটি রিগ ডিভিসন এখানে রাখা হয়েছে এবং ৮০টি নলকূপ ইতিমধ্যেই হয়েছে। প্রতি ব্লকে ২০টি করে ৪০০টি নলকূপ বসানোর লক্ষ্যমাত্রা আছে। তিনি আরও জানান যে ত্রাণকার্য্যে নগদ আড়াই কোটি টাকা ও ৯০০০ মেট্রিক টন শস্য দেওয়া হয়েছে এবং ৫০,০০০ দুর্গত মানুষকে দৈনিক কাজ দেওয়া হচ্ছে।

"১লা শ্রাবণের অশ্রুধারা"

বিগত ১লা শ্রাবণে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুক্তিতে ঐ লেখা লিখে, লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা, মুক্তির সম্পাদক ও প্রকাশক ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। তারপরই ঐ প্রবন্ধটির অত্যন্ত চাহিদা হয়। সেই প্রবন্ধটি আবার আগামী ১লা শ্রাবণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে।

—মুক্তি সম্পাদক

চিঠি-পত্র

বেআইনী উপদ্রব সমূহের বিরুদ্ধে জনতা পার্টীর বক্তব্য

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয়,

লোকসভার নির্ব্বাচনের ফলে যে সরকার আজ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাহার নিকট জাতিকে সর্ব্বাত্মক কল্যাণের পথে অগ্রসর করার এবং আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেশ থেকে দারিদ্র্য যথা সম্ভব দূর করবার যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে তাহাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে সর্ব্বাগ্রে দেশ থেকে শৃঙ্খলাবোধের অভাব এবং আইন অমান্য করার প্রবণতা সম্পূর্ণ দূর করতে হবে।

নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের যে মৌলিক অধিকারগুলি কংগ্রেস সরকার হরণ করে নিয়েছিলেন তাহা—জাতিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল তাহাদের জনসমর্থন প্রমাণ করার জন্য কলকাতায় বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন দলের কর্ম্মী সমাবেশের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হতে তাহাদের কর্ম্মীদিগকে বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াতে উৎসাহ দিয়ে তাঁরা শুধু যে আইনভঙ্গে উৎসাহ দিচ্ছেন তাই নয় স্বাধীন জাতির নিকট যে আচরণ আশা করা যায় তার বিপরীত আচরণ করতে জনগণকে উৎসাহিত করছেন। এর দ্বারা তাঁরা পুনরায় এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করছেন।

রেল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন দুনিয়ার কোন দেশে বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াত করতে কোন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল উৎসাহ দেন বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া যারা ন্যায্য ভাড়া দিয়ে ট্রেনে তাঁদের গন্তব্য স্থানে যেতে চান তাঁদের অসুবিধা সৃষ্টি করা কি কোন যুক্তিবাদী দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের উচিত? ভাড়া না দিয়ে জবরদস্তি এবং স্থান বিশেষে কোন কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে ট্রেনে চড়ার এবং কোন বিশিষ্ট স্থানে রাজনৈতিক সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার অধিকার কোন্ আইনে তাঁদের দেওয়া হয়েছে? জনগণকে এই সব অন্যায় কার্যে বিরত করাই আমরা মনে করি দেশের কল্যাণকামী রাজনৈতিক দলগুলির কর্তব্য।

দেশে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল ভোটের মাধ্যমে। জাতির লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। এই অবস্থায় পুনরায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে কি জাতির অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করা কোন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের উচিত?

যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল লোকে তাহা বিস্মৃত হয় নাই। পুনরায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা এবং জাতির উপরে পার্টির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা থেকে আমাদের নেতৃবর্গ বিরত হোন এই কামনা করি।

সম্পাদক,
জনতা পার্টি, পুরুলিয়া।

Advertisement

NOTICE

The United Bank of India, Purulia Branch, shall hold auction on 27.5.77 at 2 p.m. in the Bank premises for selling a chassis being no. 34405C67 17473 Model 1210D purchased by late Nabin Krishna Sen S/o Sri Jogendra Nath Sen of Cook's Compound Purulia, on Bank loan. The minimum price has been fixed at Rs. 106 660-52. Intending bidders are requested to be present at the appointed time and place. The acceptance and/or non-acceptance of the bid will entirely be at the option of the Bank authorities. The Bidder, whose bid will be accepted shall be required to deposit 1/4th of the bid money on the date of auction and the residue amount shall be deposited within 7 days from the date of auction failing which the bid will be cancelled. The chassis shall be delivered to the bidder whose bid shall be accepted only after payment of the bid money.

Agent,
United Bank of India,
Purulia Branch

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

আমরা রয়েছি এ ভারত জুড়ে
যাট কোটি নরনারী।
সকলেরে যদি 'আসন' না দাও
মাথা ভেঙ্গে দিতে পারি॥

• • •

ত্যাগেরই মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা;
—ক্ষমতার পদ চাই।
পদ নাহি পেলে প্রাণ দিতে পারি
ও ছাড়া জীবন ছাই॥

৩৭ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

সোমবার, ২৩শে মে, ১৯৭৭
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ ২০ পয়সা

এই বিধানসভা নির্ব্বাচনে লোকসেবক সংঘের সিদ্ধান্ত

লোকসেবক সংঘের সচিব এক বিবৃতি সহকারে আসন্ন বিধান সভা নির্ব্বাচনে সংঘের কর্মধারা কী হবে তা জানাতে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি এই।

"লোকসেবক সংঘ প্রথমে স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, আসন্ন বিধান সভা নির্ব্বাচনে পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত লড়াই দেবার প্রয়োজনে জনতা-পার্টি ও বামফ্রন্টের মধ্যে আপোষ হয়ে যাবে। সেজন্য তাঁরা প্রথমে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তাঁরা জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টকে তাদের নিজ নিজ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে আন্তরিক সমর্থন করবেন।

"কিন্তু ঐ ঐক্য না হওয়ায় লোকসেবক সংঘ অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। যে-সময়ে ঐ দুই পক্ষের মধ্যে ঐক্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল—সেই সময়ে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে নির্ব্বাচনী লড়াই সৃষ্টি ক'রে দেশের জনসাধারণের মধ্যে এক গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তুলবেন দেখা যাচ্ছে। তবু এই পরিস্থিতির মধ্যেই কংগ্রেসকে হারাবার কাজ কী ভাবে সংগঠিত করা যায় তা' দেখা হ'বে।

"এই অবস্থা সত্ত্বেও, লোকসেবক সংঘ জনতা পার্টিকে এই বিধানসভা নির্ব্বাচনে সমগ্র সমর্থন দেবেন ভেবেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি এই ছিল যে, জনতা পার্টির শক্তিতেই ভারতের শাসন থেকে এতবড় শক্তিশালী কংগ্রেসকে বহিষ্কৃত করা সম্ভব হয়েছে এবং আগামী বিধানসভা নির্ব্বাচনে ভারতের বহু রাজ্যেই কংগ্রেসকে বিতাড়িত ক'রে জনতা পার্টিই অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন করার শক্তি রাখেন। সেই কারণেই জনতা পার্টিকে সর্বাগ্রে দেশের শাসন জীবনের ভবিষ্যত গড়ার সুযোগ ও সমর্থন দেওয়া লোকসেবক সংঘ যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলেন। তবে তখনও সংঘের পক্ষ থেকে জনতা পার্টিকে জানানো হয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রার্থী দিলে তাদের সমর্থন করা মুস্কিল হবে।

"আপোষ ব্যর্থ হবার পূর্ব্বে জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকেই লোকসেবক সংঘের সঙ্গে আসন ভাগের এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই আমন্ত্রণ এলে, তা গ্রহণ করা হবে—সংঘের বৈঠকে তা' স্থির হয়। তখন এই ধারণা ছিল যে জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের মধ্যে আসন ভাগের পর জনতা পার্টির সঙ্গে সংঘের আসন ভাগের প্রশ্ন আসবে এবং সেটা এই জেলায় সকলের মিলিত এবং বাঞ্ছনীয় নির্ব্বাচনী সংগ্রাম হবে।

"ইতিমধ্যে জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের সমঝোতা সম্ভব হোল না। এবং আমাদের কাছে আসনভাগের কোনো আমন্ত্রণ এলো না—জনতা পার্টির কাছ থেকে। বামফ্রন্টও এ বিষয়ে যোগাযোগ করেন নি। তা সত্ত্বেও আমরা জনতা পার্টিকে সমগ্র সমর্থন দেবার সিদ্ধান্ত করি এবং কী যুক্তিতে তা করি—তা' আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু পরে প্রার্থীদের নাম তালিকা প্রকাশ হলে দেখা গেল যে, জনতা পার্টির পক্ষ থেকেও কতকগুলি ক্ষেত্রে এমন প্রার্থী দেওয়া হয়েছে—যা তাঁদের প্রতিশ্রুতিমত নয়। এই অবস্থায় আমরা পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হই এই ভাবে যে, কংগ্রেস প্রার্থীকে হারাবার দৃষ্টিতে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝে জয়ী হবার সম্ভাবনা-পূর্ণ প্রার্থীকে সমর্থন করা হবে। কংগ্রেসকে হারাবার লক্ষ্যটা মুখ্য হবে। সংঘের কর্ম্মী বা সমর্থকরা যে প্রার্থীকে বাঞ্ছিত মনে করবেন না—তাকে ভোট দানে বিরত থাকবেন। বাঞ্ছিত ও জয় লাভের সম্ভাবনা পূর্ণ প্রার্থী কে হতে পারেন ত স্থির করা সংঘের কর্ম্মী ও সমর্থকদের ব্যক্তিগত বিচারের ওপর নির্ভর করবে—নিজ নিজ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝে। কর্মীরা মিলিতভাবেও এ বিষয়ে স্থির করে নিতে পারবেন।

"মনোনয়ন পত্র দাখিলের আগের দিন সংঘের জনকয়েক বিশিষ্ট কর্ম্মী এসে বলেন যে, কয়েকটি নির্ব্বাচনক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সব প্রার্থী দেওয়া হয়েছে—তাদের পরিবর্তে সংঘের প্রার্থী অনেক যোগ্যতর হবে এবং সংঘের প্রার্থীরা নিশ্চিত জয়ী হবেন। সেজন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সংঘের প্রার্থীর নাম দাখিল ক'রে, ঐ আসনগুলির জন্য জনতা পার্টির সঙ্গে নির্বাচনী আপোষের কথা করা হোক। এবং আপোষ না হ'লে কী করা হবে স্থির করা হোক।

"বিভিন্ন কারণে এই নির্ব্বাচনে সংঘের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচনী দ্বন্দ্বে যাওয়া উচিত হবে না ব'লে সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মীদের অনেকেই মনে করছিলেন। এই নূতন প্রশ্ন উদ্ভূত হওয়ায় স্থির হয় যে আপাততঃ মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হোক এবং কয়েকদিন সময় পাওয়া যাবে—তার মধ্যে সমস্ত বিষয়টা বিচার ক'রে দেখা যাক।

"বিচার করে স্থির হয়েছে যে, লোকসেবক সংঘ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। আজ কংগ্রেস দুর্ব্বল হ'লেও, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই দেওয়াই উচিত ছিল। অন্যেরা সে উপলব্ধি করতে পারেন নি। লোকসেবক সংঘ নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে, কংগ্রেস বিরোধী ভোট আর বেশী ভাগ করতে চান না। এবং যাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক সংঘ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁদের সঙ্গে তিক্ততার পরিস্থিতিও এড়ানো যাবে।

"এই জেলায় নির্বাচনী পরিস্থিতি অত্যন্ত গোলমেলে রূপ পরিগ্রহ করায়, সংঘকে তার উপযুক্ত কর্মধারা নিতে হচ্ছে।

"সেজন্য লোকসেবক সংঘ স্থির করেছেন যে, যাঁরা আজ কংগ্রেস বিরোধী ভোটকে ভাগ করতে নির্ব্বাচনে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন—তাদের কারো জন্যই লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচনী প্রচারে বা ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করতে পারা যাচ্ছে না। তবে সংঘের কর্ম্মীরা অনুগামীরা ভোট প্রয়োগ করবেন। এবং এই ভোট প্রয়োগ করবেন—পরিস্থিতি বিচার ক'রে। কোনো নির্বাচন ক্ষেত্রে, কংগ্রেসকে হারাবার পক্ষে যে প্রার্থীর সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা দেখা যাবে এবং সেই প্রার্থী যদি কর্ম্মী বা অনুগামীদের বিচারে বাঞ্ছিত ও উপযুক্ত হন তবে তাঁরা সেই প্রার্থীকে ভোট দেবেন।

সংঘের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচনে না দাঁড়াবার সিদ্ধান্তের মধ্যে আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে যেখানে আসন পাবার জন্য অভাবিত ব্যাকুলতা দেখা দিচ্ছে—এর জন্য যখন সমস্ত শৃঙ্খলা, ভদ্রতা,

(শেষাংশ ৮ম পাতায়)

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(ষষ্ঠ স্তবক)

গত সংখ্যার মুক্তিতে আরম্ভ করেছিলাম—সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের দিক থেকে আরো যে সব আচরণ করে, কাজের অত্যন্ত ক্ষতি করা হোল—তারই ইতিহাস। সেই ইতিহাসের আরম্ভে বলেছি—ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক আমাদের কৃষি কাজের জন্য গরমের আবাদের একটা বড়ো পরিকল্পনার জন্য টাকা দেওয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন। আমাদের দাবী নস্যাৎ করে দিলেন—তারজন্য কোনো কারণ দেখালেন না। কোনো উত্তর দিলেন না। প্রথমে দেখাচ্ছি—কৃষিক্ষেত্র বিষয়ে আমাদের কাজকে শুধু অবহেলাই তাঁরা করেননি—তাঁরা আমাদের বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রে, ধরে পাকড়ে নতুন কয়েকটি কৃষি উদ্যোগ করিয়ে, বহু হাজার টাকা খরচ করিয়ে তারপর ঐ বিষয়গুলির জন্য মধ্য পথে টাকা বন্ধ ক'রে দিয়ে অশেষ ক্ষতির চেষ্টা করলেন! ব্যাঙ্কের উচ্চ পর্য্যায়ের অফিসারেরা আমাদের দিয়ে ঐ কৃষিকাজ করিয়ে, অপর অফিসারদের দিয়ে ঐ কাজ বাতিল করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্যাঙ্কের দায়িত্বশীল অফিসারেরা এহেন খেলা পর্য্যন্ত করেছেন—ব্যাঙ্কের রেকর্ড পত্রই তার সাক্ষী দেবে।

রেশম চাষের অদ্ভুত ইতিহাস : আরম্ভ পর্য্যায়

আমি কলকাতায় ব্যাঙ্কের হেড অফিসে গেছি। একজন বড়ো অফিসারের সঙ্গে কথা বলছি। তিনি বললেন—আপনি খানিকক্ষণ বসুন. রাজ্য সরকারের রেশম বিভাগের জয়েন্ট ডিরেকটার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে এখুনি আসতে বলছি। আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনাদের বঙ্গবাড়ী ফার্মে রেশম চাষের ব্যবস্থা করুন। জয়েন্ট ডিরেক্টার এসে আপনাকে সেই অনুরোধই করবেন এবং কর্মতালিকা এখানেই ঠিক হয়ে যাবে। ঐ চাষের জন্য আমরা ব্যাঙ্ক থেকে যা প্রয়োজনীয় ঋণ তা দোব।

জয়েন্ট ডিরেক্টার ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে এলেন। তিনিও ঐ অনুরোধ করলেন। পুরুলিয়া জেলায় নতুন এক জিনিষের প্রবর্ত্তন হবে এই আগ্রহে রাজী হলাম। কর্মতালিকা হোল—তুঁতে চাষ হবে—রেশমের গুটি তৈরী হবে। তারজন্য কৃষি খরচ, গুটি তৈরীর ঘর, কর্মী শিক্ষা-শিল্পী খরচ প্রভৃতি যাবতীয় খরচ ব্যাঙ্ক দেবেন বলে ব্যাঙ্কের অফিসার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তুঁতে চাষ ও রেশমগুটির কাজ নষ্ট করতে ব্যাঙ্কের কর্ম্মধারা

ঐ সব কথাবার্তা ক'রে. রেশম শিল্পের লক্ষ্যে তুঁতে চাষ আরম্ভ হল—আমাদের বঙ্গবাড়ী কৃষিকেন্দ্রে। সরকারী রেশম বিভাগ থেকে অফিসারেরা এসে বঙ্গবাড়ীতে তুঁতে চাষের পদ্ধতি সমূহ দেখিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁরা তৎপর হওয়ায় কাজ আরম্ভ করতে হল। কাজ আরম্ভ ক'রে ঐ বিষয়ে ঋণের কথা বলায়—ব্যাঙ্কের ঐ উচ্চপদস্থ অফিসার বললেন—অন্য বাবতে দেওয়া ঋণ থেকে এখন কাজ চালান। পরে টাকা দিচ্ছি। বহু কষ্টে তুঁতে চাষের জন্য একদফা টাকা পাওয়া গেল মাত্র। ভীষণ ডাঙ্গায় চাষ সুরু হয়েছিল—জলের ব্যবস্থা—বড় কূয়ার ব্যবস্থা—করার কথা ছিল। তার খরচ, পরবর্ত্তী চাষের খরচ—ঘর তৈরীর খরচ—গাছপালা পরিচর্য্যা ইত্যাদির খরচ পত্র—যা দেওয়ার কথা ছিল—কিছুই দেওয়া হল না।

মধ্য পথে সব বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। তুঁতে বাগান মরবার উপক্রম হল। বহু কষ্টে বাঁচালাম। ব্যাঙ্ককে এ সব বিষয়ে বারবার বললাম। একজন বড় অফিসার এসে বললেন—তুঁতে চাষে—গুটি তৈরীতে কোনো লাভ নেই---যা কয়েক হাজার খরচ হয়েছে—যেতে দিন। এখন এই কর্ম-তালিকা ছেড়ে দিন। আমি ব্যাঙ্ককে চিঠি দিলাম যে, আমাদের এইভাবে খরচ করিয়ে এখন আবার বন্ধ করতে বলছেন কেন? অত কয়েক মাস হোল এর উত্তর নেই। বহু কষ্টে ব্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়াই গাছ বাঁচাচ্ছি।

কলা চাষের আর এক অদ্ভুত কাহিনী : পরিকল্পনা পর্য্যায়

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হেড অফিসের এক বড়ো অফিসারের সঙ্গে বছর খানেক আগে দেখা হয়। তিনি প্রস্তাব দেন—সাগমা বঙ্গবাড়ী কৃষিকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে কলা চাষ করতে। পুরুলিয়ার মাটি, জলবায়ু সব তিনি জানেন। তা সত্বেও বললেন—পুরুলিয়াতেও কলা চাষ লাভজনক হবে। ব্যাঙ্কের ফার্ম ফিনান্স বিভাগ ও ব্যাঙ্কের কৃষি বিশেষজ্ঞরা কর্মতালিকা ক'রে দেন এবং ব্যাঙ্কের অফিসারেরা কলার চারা সংগ্রহের ব্যবস্থা করে দেন।

কলা চাষের সর্ব্বনাশ করার বিষয়ে ব্যাঙ্কের কর্মধারা

বঙ্গবাড়ীতে তিন হাজারের ওপর কলা চারা লাগানো হল। কলা চারা কিনিয়ে. কয়েক হাজার টাকা খরচ করিয়ে, মধ্য পথে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন। গরমে ঐ অত সব গাছ বাঁচাতে খুবই মুস্কিলে পড়লাম। কোনো রকমে গাছ বাঁচানো হল। গরমে গাছ বাঁচানোর জন্যে কূয়ার টাকা দেবার কথা ছিল—অন্যান্য খরচও দেবার কথা ছিল—এ সব বিষয়ে ব্যাঙ্ক একেবারে নীরব। কিছু কলা গাছ মরেও গেল। এই ভাবে ব্যাঙ্ক বিবিধ শত্রুতা করেছেন।

বঙ্গবাড়ী ফার্ম্মের আরো যে অসুবিধে করা হল

কৃষি কাজের জন্য কৃষিক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি এই আছে যে, কাজের জন্য খানিক খানিক কৃষিঋণ দেওয়া হবে—সপ্তাহে সপ্তাহে ব্যাঙ্কের ফিল্ড অফিসার গিয়ে কাজ দেখবেন—পরবর্ত্তী কাজের জন্য টাকা পাওয়া যাবে। তিনি না গেলে খুবই অসুবিধে হয়। আজ ৪।৫ মাস ধ'রে ব্যাঙ্কের ফিল্ড অফিসার বঙ্গবাড়ী ফার্মে বলতে গেলে একেবারেই পদার্পণ করেন নি --তার মধ্যে আগের দিকটায় এক আধবার দয়া ক'রে দেখা দিয়েছেন। ফলে কৃষিক্ষেত্রের নিদারুণ অসুবিধে ও ক্ষতি হয়েছে।

সাগমা ফার্ম্মের কাহিনী

সাগমা ফার্মে কাজ চালাবার জন্যে ২০।২৫ জন কর্মী আছেন। সাগমা ফার্মের চাষ আবাদের জন্য যেমন কৃষি ঋণ ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া হয় তেমনি পৃথক ভাবে কর্মী খরচ ঋণ নেওয়া হয়। নির্ব্বাচনের কার্য্যকালের একটা সুদীর্ঘ কাল সময় ব্যাপী ফিল্ড অফিসারের ফার্মে আসা বন্ধ রইল। তিনি ছুটিতে যদি ছিলেন—কোনো বিকল্প ব্যবস্থাও করা হোল না। ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চকে টাকাকড়ির কথা বলতে গেলে ওঁরা উত্তর দিয়েছেন ফিল্ড অফিসার না বললে হবে না। ঐ সঙ্গে কর্মী খরচের ঋণও বন্ধ হয়ে গেল। সকলে বুঝতে পারেন যে, যে-কৃষিক্ষেত্রকে সংকট থেকে বাঁচাবার নতুন (তথা কথিত) চেষ্টা হচ্ছিল—সেই কৃষিক্ষেত্রের জন্য এই ব্যবস্থা করলে—কী গুরুতর অবস্থা দাঁড়ায়।

সাগমা ফার্ম্মে কৃষি বিশেষজ্ঞের অবদান !!

ব্যাঙ্কের দিক থেকে মামলার হুমকীর পর, যখন আপোষ হল, তখন ব্যাঙ্কের দিক থেকে ব্যবস্থা করা হোল যে, আমাদের কৃষিকাজটা যাতে লাভজনক হয়—তার জন্য একজন বিশেষ কৃষি বিশেষজ্ঞ সর্ব্বদা সাহায্য করবেন এবং তদারক করবেন। আমরা রাজী হলাম। কৃষি বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর ক'রে কাজকর্ম চলতে লাগল। তাঁর অনেক কৃষি নির্দ্দেশ আমাদের মনঃপুত হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞ ব'লে তাঁর ব্যবস্থা মেনে গেছি। কিন্তু পরে পরে দেখা গেল—কতকগুলি ব্যাপারে বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। আমি পরে এই জেলার অন্যান্য কৃষিবিদদের কাছে বিবরণ দিয়েছি। তাঁরা বলেছেন—কতকগুলি ব্যাপার ভুল হয়েছে। ব্যাঙ্কের দিক থেকে লোকব্রতীর ক্ষতি করার সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টার ভূমিকা রয়েছে ব'লে মনে প্রশ্ন উঠেছে—ঐ সব ভুল কৃষিবিদদের জ্ঞানের অভাব, না স্বেচ্ছাকৃত।

লোকব্রতীর ব্যবসা বিভাগ বিষয়ে ব্যাঙ্কের ব্যাপার

ব্যাঙ্কের নানা নিয়মের মধ্যে বহু কষ্টে লোকব্রতীর ব্যবসা বিভাগ যাও চলছিল—তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ব্যাঙ্কের অফিসারেরা নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। রেকর্ডেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, ব্যবসা ঋণ আমরা চাইলাম—একটা অজুহাত তুলে তা বন্ধ করলেন। মাল আনানো গেল না কাজের ক্ষতি হতে লাগল। দিনকতক পরে ব্যাঙ্কের দিক থেকে যখন আমাদের মারফত মাল আনানো এবং তার মূল্য দেবার দরকার বুঝলেন—তখন আমাদের ব্যবসার এ্যাকাউন্টের অবস্থা আগের মত থাকা সত্বেও—

(শেষাংশ ৭ম পাতায়)

মুক্তি

২৩শে মে. ১৯৭৭, সোমবার

একটি দুঃখজনক রাজনৈতিক ঘটনা

বিগত লোকসভা নির্ব্বাচনে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী লড়াই দেবার জন্য জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট যুক্তভাবে নির্ব্বাচনী সংগ্রাম দিয়েছিলেন। নিজের নিজের রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্ম্মধারার পার্থক্য বজায় রেখেও তা' সম্ভব হয়েছিল। এবং দেশের গণতান্ত্রিক জীবন রক্ষার প্রয়োজনেই এই যুক্ত সংগ্রাম প্রয়োজন হয়েছিল।

এই যুক্ত সংগ্রামের ফলে পশ্চিম বাংলাতেও কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল। সংগ্রামকালে দেখা গেল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোর আঘাতের পরিবেশটা মূলতঃ দেখা দিল—জনতা পার্টির পক্ষে জোর হাওয়া বইল ব'লে। জনতা পার্টির পক্ষে রাজনৈতিক প্রভাবের প্রাধান্য এই নির্ব্বাচনে অবশ্যই দেখা দিল।

অনেকে ভাবলেন—বিধানসভা নির্ব্বাচনে পশ্চিম বাংলায় এবার জনতা পার্টি একাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামের শক্তি রাখে। প্রাধান্য বিষয়ে জনতা পার্টির মনে একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় বিধানসভা নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই দেবার প্রয়োজনে জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের যুক্ত শক্তিতে মিলিত সংগ্রাম দেবার প্রয়োজন এখনো ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা সম্ভব হোল না।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জীবনে জনতা পার্টির আজ বিশেষ দাবী তোলবার কয়েকটি কারণ অবশ্যই আছে। সাংঘাতিক, দুর্দ্ধর্ষ কংগ্রেসকে সারা ভারত থেকে গদীচ্যুত করবার গৌরব জনতা পার্টিরই আছে। এর শক্তি না হলে আজ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিত্রের পরিবর্ত্তন আজ হোত না। কংগ্রেসের সাংঘাতিক একনায়কত্বের রুদ্র তাণ্ডবের পদতলে সারা ভারতকে দলিত মথিতই হ'তে হোত।

এমন আকস্মিক ও নিদারুণভাবে কংগ্রেসের পতন হতে পারবে—জনতা পার্টি তা ধারণা করতে পারেন নি। সারা বিশ্বই আজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। জনতা পার্টি আজ উপলক্ষ্য হবার গৌরব অবশ্যই করতে পারেন। কারণ ভারতবর্ষে অভাবিত ভাবে যে বিশাল গণ উত্থান এই নীরব মহান বিপ্লবকে সম্ভব করে তুলল—তার সামনে জনতা পার্টির মত এক অবলম্বন ছিল ব'লেই তা সম্ভব হোল। সেজন্য আজ গৌরবের মূল কৃতিত্বটা জনগণের হ'লেও, তার বিপ্লবকে সার্থক ক'রে তুলতে এক উপলক্ষ্য হবার মূল গৌরব আজ জনতা পার্টির অবশ্যই আছে।

কিন্তু আরেকটা মস্ত বড়ো দিকও আজ ভাববার আছে। এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে বাঁচবার প্রয়োজনে আকস্মিকভাবে জনতা পার্টির অভ্যুদয় ঘটেছে। কিন্তু যে বিশাল কাজ এর ঘাড়ে এসে পড়ছে—সে তুলনায় এই পার্টির সাংগঠনিক শক্তি এখনো তেমন গড়ে ওঠেনি। সেজন্য কংগ্রেসকে পরাভূত করার আরো যে কাজ বাকি আছে—তাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জনতা পার্টির দিক থেকে এখনো সেই সব রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা নেবার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা উচিত—যারা জনতা পার্টির সঙ্গে আজ সহযোগিতার বন্ধনে যুক্ত হতে চায়।

পশ্চিম বাংলায় আসন্ন বিধান সভা নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই দেবার জন্য বামফ্রন্ট জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। জনতা পার্টিও এ বিষয়ে একটা আপোষ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু বৈঠক ও আলাপ আলোচনা সত্বেও আপোষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

এই ব্যর্থতার জন্য দু'দলই একে অপরকে দায়ী করতে চেয়েছেন। এঁদের মধ্যে কে দায়ী তা আমরা নির্ণয় করতে যাচ্ছি না। আপোষ ক'রে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়ে থাকলে, কোনো এক দলের দিক থেকে অপর দলের দাবী মেনে নেওয়া চলত। এদিক থেকে দেখলে দু'দলই আজ ব্যর্থতার জন্য দায়ী হয়েছেন।

আপোষের মধ্যে প্রশ্ন ছিল—আপোষটা কী ধরণের হবে শুধু আসন ভাগ হবে, না, মন্ত্রীসভা গঠনে যুক্ত সম্পর্ক থাকবে। জনতা পার্টি বলেছিলেন—যুক্তভাবে মন্ত্রীসভা গঠনের অনেক অসুবিধে আছে। সেজন্য আসন ভাগ বিষয়ে তাঁদের আপত্তি না থাকলেও, যুক্তভাবে মন্ত্রীসভা গঠনে তাঁরা রাজী নন। এবং পশ্চিম বাংলায় মন্ত্রীসভা জনতা পার্টিই গঠন করবেন—সেজন্য আসন তাঁদের বেশী চাই।

এই দাবীর যৌক্তিকতা বামফ্রন্টও মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা যুক্ত মন্ত্রীসভার দাবী ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবং তাঁরা জনতা পার্টির পক্ষে আসন বেশী থাকবে—তাও মেনেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত সমস্যাটা এসে দাঁড়লো জনতা পার্টির পক্ষে কতটা বেশী আসন থাকবে। বামফ্রন্ট বললেন—২৯৪ আসনের মধ্যে বামফ্রন্টের থাকবে—১৪০ আসন আর জনতা পার্টির থাকবে—১৫৪ আসন। জনতা পার্টি বললেন—জনতা পার্টির থাকবে—১৯০ আসন আর বামফ্রন্টের থাকবে—১০৪। বামফ্রন্টের প্রস্তাব জনতা পার্টি মানলেন না। জনতা পার্টির প্রস্তাব বামফ্রন্ট মানলেন না। এই নিয়ে কদিন ধ'রে বহু আলোচনা হল অবশেষে আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হোল।

মনে হয়—আপোষের রাস্তা বের করা যেত। জনতা পার্টি যদি বামফ্রন্টকে আরো কিছু বেশী আসন দিয়ে, তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিতেন যে. বিধান সভায় জনতা পার্টির প্রতি আস্থার সমস্ত প্রশ্নে অর্থাৎ তার মন্ত্রীসভা টিকিয়ে রাখার জন্য বামফ্রন্ট সব সময় জনতা পার্টিকে সমর্থন জানাবে—এটাও একটা সমঝোতার পথ হতে পারতো।

অথবা এই সময়, সমঝোতার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে, বামফ্রন্টও কম আসনেই যদি সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন। আপাততঃ তাঁদের রাজনৈতিক কর্ম্মধারা একটা সীমাবদ্ধ অবস্থাতেই থাকতো নাহয়। বামফ্রন্টকে তো ভারতীয় রাজনীতিতে স্বতন্ত্র ধারায় চলতেই হবে। কারণ জনতা পার্টি প্রভৃতির যেমন নিজস্ব মতবাদ ও কর্ম্মধারা আছে—তেমনি বামফ্রন্টেরও নিজস্ব মতাবাদ ও কর্ম্মধারা আছে যা অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদৌ নয়।

কিন্তু গত লোকসভা নির্ব্বাচনে যে কারণে বিভিন্ন মতবাদের মানুষেরা এক যোগে নির্ব্বাচনী সংগ্রাম দিয়েছিলেন—সেই কারণের আহ্বান আজও রয়েছে—যদিও সে রকম তীব্রতার সঙ্গে নয়। সেজন্য জনতা পার্টি বামফ্রন্টের আপোষ-চেষ্টা সফল না হওয়া দুঃখের কারণ হয়েছে।

এই অবস্থার ফলে, জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের সাংগঠনিক ব্যবস্থা খুব শক্তিশালী হবে না। কারণ স্পষ্টই রয়েছে। জনতা পার্টি নতুন দল। ভালভাবে সংগঠিত হয় নি। সব নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে ভাল সৎপ্রার্থী দেওয়া জনতা পার্টির পক্ষে সম্ভব হবে না। অপর পক্ষে বামফ্রন্ট একক কোনো সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভার আসন বিষয়ে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হতে পারেন নি। এর থেকেই বোঝা যায় যে এঁদেরও সব নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে শক্তিশালী সংগঠন নেই। সেজন্য এঁরা উভয়ে মিলিত ভাবে আসন ভাগ করলে—কার কোথায় প্রভাবের ক্ষেত্র ও সুবিধে এসব বিচার ক'রে আপোষ করলে, সাংগঠনিক শক্তি বহুলাংশে নির্ভরযোগ্য হত। দুঃখের বিষয় তা হোল না।

আপোষের কাজে নিযুক্ত নেতৃবৃন্দের দু' একজন বলেছেন যে, মনোনয়ন পত্র তুলে নেবার দিন পর্য্যন্ত এই চেষ্টা চলবে। হয়তো আপোষ হতেও পারে হ'লে ভালই। তবে এরকম অঘটন ঘটার পরিস্থিতি আর আছে ব'লে মনে হয়না।

যা হয়েছে—তারজন্য দুঃখ হলেও, আর কোনো উপায় নেই। এখন যা ঘটবে তারজন্য অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। আজ আমাদের সামনে যে কর্ত্তব্য রয়েছে তা এই। জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট কে কটা আসনে আসনে জয়লাভ করবেন—তার দুশ্চিন্তা দু পক্ষের সমর্থকদের ভেতর থাকলেও--সব পক্ষের সমর্থকরা যেন এই বিষয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেন যেন কংগ্রেস আর কোন রকম শক্তির প্রকাশ না করতে পারে।

—•—

আসন্ন নির্ব্বাচন ও লোকসেবক সংঘ

(অরুণচন্দ্র ঘোষ, সচিব লোকসেবক সংঘ)

বিধান সভা নির্বাচন হবে দিনকতক হোল ঘোষিত হয়েছে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রাজনৈতিক তৎপরতা সুরু হয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিম বাংলায় জনতা-বামজোট সমঝোতা গুরুত্ব লাভ করে। কারণ লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস দুর্ব্বল হলেও, বিধান সভা নির্বাচনেও তাকে সর্ব্বতোভাবে আজ পর্যুদস্ত করার কাজ বাকি রয়েছে।

এই বিধান সভার নির্বাচনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের জেলাতেও বহু লোক প্রশ্ন করেছেন যে, লোকসেবক সংঘের দিক থেকে এই নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে কিনা। বহু জনে আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন জনতা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যেসব নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে লোকসেবক সংঘের বিশেষ প্রভাব রয়েছে—সেসব ক্ষেত্রে লোকসেবক সংঘের প্রার্থী দাঁড় করাবার জন্য তাঁদের সঙ্গে একটা আপোষ ক'রে নিতে।

এই পরামর্শ যাঁরা দিয়েছেন – তাঁদের যুক্তি ছিল যে, এই জেলায় আগে অধিকাংশ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে লোকসেবক সংঘের প্রভাব সকলের চেয়ে বেশী ছিল ব'লে, জেলার অধিকাংশ আসন লোকসেবক সংঘ পেয়ে আস ছিল। তারপর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লোকসেবক সংঘের নির্বাচনী সংগ্রাম দুর্বল হ'তে লাগল—অন্যান্যদল নির্বাচনে নেমে কংগ্রেস বিরোধী ভোট ভাগ করলেন। ঐ সব দলও বিশেষ কিছুই করতে পারলেন না। কখনো একটা আধটা আসন পেলেন। কংগ্রেসেরই সুবিধে হল। ঐ সব পরামর্শদাতাদের অভিমত এই ছিল যে, এই যখন এই জেলায় কংগ্রেস বিরোধী ক্ষেত্রের অবস্থা, তখন জনতা পার্টি বা বামপন্থী পার্টিদের উচিত লোকসেবক সংঘকে আসন ছেড়ে দেওয়া।

জেলার জনমত উপলব্ধি ক'রে, লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে এই ধারণা করা স্বাভাবিক ছিল যে, জেলার নির্ব্বাচনী সংগ্রামের গুরুত্ব অনুভব ক'রে, ঐ পার্টিগুলি লোকসেবক সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আরো এই ধারণা করার বিশেষ কারণ ছিল যে, সব নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে উপযুক্ত এবং বহু-জন-পরিচিত প্রার্থী যখন জনতা পার্টি বা বামফ্রন্টের নেই—তখন তাঁরা এ বিষয়ে লোকসেবক সংঘের সহযোগিতা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী ক'রে তুলবেন।

অবশেষে জনতা পার্টির জেলা সভাপতির কাছ থেকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ এলো। আমি দেখা করলাম। তিনি বললেন যে, কয়েকটি নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে তেমন ভাল প্রার্থী না পেলে, লোকসেবক সংঘের কর্ম্মীদের মধ্যে যাঁরা ঐ সব নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে ভাল প্রার্থী হতে পারেন—সে সব কর্ম্মীকে সংঘ জনতা পার্টিতে যুক্ত হবার জন্য ছেড়ে দিতে পারে কিনা। তাহলে তাঁদের জনতার প্রার্থী করা যেতে পারে।

তার উত্তরে আমি তাঁকে বললাম যে, আমাদের পার্টির কর্মীরা অন্য দলের টিকিট পাবার জন্য দল ছাড়বেন—এই প্রস্তাবে কেউ রাজী হবেন না। তাতে জনতা পার্টির জেলা সম্পাদক বললেন যে, ঐ প্রস্তাব করা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে ব্যবস্থা করার হাত আমাদের নেই।

যখন বুঝলাম যে, কতকগুলি আসনে উপযুক্ত প্রার্থী এখন পাচ্ছেন না--(পরে পেলেও পেতে পারেন কিন্তু আপাততঃ যখন পাচ্ছেন না); এবং যখন এ বিষয়ে অন্য দলের সঙ্গে আসন ভাগের কথাও হচ্ছে না—তখন কোনো কোনো নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রার্থী যদি দেওয়া হয় –আমাদের দিক থেকে তাহলে কী মনোভাব নেওয়া হবে—সে কথাও এখন থেকে ব'লে রাখাই ভাল মনে করলাম। সেজন্য তাঁকে বললাম যে, জনতা পার্টিকে সমর্থন দিয়ে চলবার সিদ্ধান্ত আমাদের থাকলেও, কোনো কোনো নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে জনতাপার্টি যদি অবাঞ্ছিত প্রার্থী দেন—তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা জনতা পার্টিকে সমর্থন দিতে পারবো না।

ঐ দিনই সন্ধ্যের গাড়ীতে কলকাতা যাবার প্রয়োজন পড়ে। কলকাতা গিয়ে শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে ফোন করি। ফোন করি এই কথা বলবার জন্য যে, কোনো নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রার্থী দিলে আমরা সমর্থন করতে পারবো না। ফোনে কথাবার্ত্তা হতেই তিনি বলেন—দেখা ক'রে একবার কথাবার্ত্তা করতে। আমি ওঁদের অফিসে গিয়ে দেখা করলাম।

শ্রীসেন মশাই আমার বক্তব্য শুনে বললেন—লোকসেবক সংঘকে জনতা পার্টিতে মিলিয়ে দেবার কথাটা কি বিবেচনা ক'রে দেখেছ? তাতে বললাম আমাদের বহু পুরোনো দল—কোনো পার্টির সঙ্গে মিলিয়ে দেবার কথা ওঠার আগে, আমাদের দল সেই পার্টির গঠনধারা ও কর্ম্মধারা কী দাঁড়ায়—তা তো সব দেখে নেবার কথা ভাববে।

তাতে শ্রীসেন বললেন—তাহলে তোমাদের সঙ্গে যদি কয়েকটা আসন ভাগের কথা হয়—তোমরা তৈরী আছ তো? আমরা জানালাম কংগ্রেসের সঙ্গে উপযুক্ত সংগ্রাম দেবার প্রয়োজনে যদি কয়েকটা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে—যেখানে আমাদের প্রভাব খুব বেশী সেখানে আমাদের দাঁড়ানো প্রয়োজন বোধ হয় তবে আমরা দাঁড়াবো। তাতে প্রফুল্ল বাবু বললেন যে, তিনি ওঁদের জেলা কমিটির সঙ্গে কথা বলছেন—শীঘ্র আমাদের সঙ্গে কথা বলতে।

নির্ব্বাচন সম্পর্কে কথাবার্ত্তা করার জন্য আমরা ৮ই মে আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠক ডেকেছিলাম। ৬ই মে কলকাতায় শ্রীসেন মশাইয়ের সঙ্গে ঐ কথাবার্ত্তা হোল। ৮ই মে-র বৈঠকে স্থির হোল—আপোষের কথা হঠাৎ এলে আমাদের দিক থেকে কী কী বলা হবে এবং কী রকমভাবে কার্য্যধারা নেওয়া হবে।

আমরা অপেক্ষা ক'রে থাকলাম কিন্তু আসন ভাগের জন্য কোনো ডাক এলো না। এদিকে জনতা পার্টির পুরুলিয়া জেলার প্রার্থীদের নাম তালিকা প্রকাশিত হয়ে গেল। তখন কিছু নাম দেখে আমাদের ঐসব ক্ষেত্রের কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হলেন। ঐ সব জায়গা থেকে আমাদের বিশিষ্ট কর্মীরা এসে বললেন—আমরা যাঁদের প্রতি সমর্থন দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম—তাঁরা আমাদের সমস্যার সম্মুখীন করেছেন। এই অবস্থায় আমাদের দিক থেকে একটা কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করুন।

ঐ সময় আমাদের শ্রীচন্দ্রভূষণ দাশগুপ্ত কলকাতা গেছলেন। প্রফুল্ল বাবুকে উনি বলেন যে, কয়েকটা ক্ষেত্রে লোকসেবক সংঘের প্রার্থী না থাকলে কংগ্রেসের সুবিধে হতে পারে। তাতে উনি বলেন যে, তোমরা ওখানে বুঝে শুনে যা করতে পারো করো—আমার আপত্তি নেই।

কর্ম্মীরা এলেন এবং কলকাতার খবর পাওয়া গেলো—ঠিক যেদিন মনোনয়ন পত্র দাখিল করার শেষ দিন—সেই তারিখে। তখন আমাদের স্থির হোল যে, আমরা কয়েকটা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে মনোনয়ন পত্র দাখিল ক'রে রাখি,—তারপর দেখা যাক জনতা পার্টির সঙ্গে আপোষের পথ যদি স্থির হয়। মনোনয়ন পত্র দাখিল করার পরদিন আমরা জনতার জেলা সভাপতির সঙ্গে দেখা ক'রে কথাবার্ত্তা করি। আমরা জানাই যে, আমরা যে কটা আসনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছি সেই কটা আসনে আমাদের পক্ষথেকে দাঁড়ালে—সকলের যে উদ্দেশ্য—কংগ্রেসকে হারানো—তা' নিশ্চিত ভাবেই হবে। তাতে তিনি বলেন যে, উনি যদি নিজে এখন ও কথা সঠিক মনে করেনও, তবুও ঐ আসনগুলি থেকে ওদের প্রার্থী সরিয়ে নেবার কোনো উপায় ওঁর হাতে নেই।

আমাদের সঙ্গে বামফ্রন্টও কোনো যোগাযোগ করেন নি। আমরাও যোগাযোগ করিনি। কলকাতায় যখন জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের মধ্যে আসন ভাগের কথা চলছিল—তখন অনিশ্চিত ছিল কে কোথায় আসন পাচ্ছেন। আমরা ভেবেছিলাম—দু পক্ষ সমস্ত আসন ভাগ ক'রে নেবেন এবং দু পক্ষ পরামর্শ ক'রে উপযুক্ত প্রার্থী দেবেন। সুতরাং লোকসেবক সংঘের দিক থেকে আসন নেবার কোনো দরকার বোধ তখন হয় নি। লোকসেবক সংঘ তৈরী হচ্ছিলেন—এই মিলিত জোটকে সর্ব্বান্ত করণে সমর্থন দেবেন। তারপর পরিস্থিতি সব বদলে গেল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভীষণ ডাকাতির হিড়িক : স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কী করছেন লোকে জানতে চান

চারিদিকে ভয়াবহ ডাকাতি আরম্ভ হয়েছে। ডাকাতের হাতে ভীষণভাবে গৃহস্থেরা জখম হচ্ছেন বহু ধন সম্পত্তির সঙ্গে বন্দুকও লুঠ হয়ে যাচ্ছে। এখন কংগ্রেস নেই রাজ্যপালের ও জেলা শাসকদের শাসন। এঁরা এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কী করছেন? বহু লোকের ধারণা ডাকাতদের সঙ্গে অনেক থানার পুলিস কর্তৃপক্ষর যোগাযোগে আছেন—তাই এই অবাধ অত্যাচার। এই ধারণা বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত প্রয়োজন।

এই জেলায় বিধানসভা নির্ব্বাচনে প্রার্থীদের নাম

পুরুলিয়া জেলায় ১১টি বিধান সভা আসন থেকে ২৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এখন মাত্র ৭৩ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। জনতা দল ও কংগ্রেস উভয়েই ১১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। বামফ্রন্টও ১১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন (ওঁদের মধ্যে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ৮টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ৩টি)। এবং জোট বহির্ভূত এস-ইউ-সি ৪টি, সি-পি-আই ১টি ও হিন্দু মহাসভা ১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। কংগ্রেস বিরোধী ভোটের আরো ভাগ এড়াবার জন্য লোক সেবক সঙ্ঘ ৫ জন প্রার্থীকেই প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

পুরুলিয়া ও পাড়া কেন্দ্রে একজন করে মহিলা প্রার্থী আছেন এবং ১১ জন প্রাক্তন এম-এল-এ বিভিন্ন ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ঝালদা কেন্দ্রে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক ৯ জন প্রার্থী রয়েছেন। মোট ৩৬ জন নির্দ্দলীয় প্রার্থী বর্তমান নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ছন।

মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর প্রার্থীদের প্রতীক চিহ্ন বণ্টন করা হয়। জনতা পার্টির প্রতীক—লাঙ্গল কাঁধে চাষী, মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতীক—কাস্তে-হাতুড়ি-তারা, ফরোয়ার্ড ব্লকের সিংহ, কংগ্রেসের গাই বাছুর। এস, ইউ, সির -বাইসিকেল। সি, পি, আই, এর--কাস্তে ও ধানের শীষ। হিন্দু মহাসভার--ঘোড়সওয়ার। নির্দলীয়দের বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন প্রতীক দেওয়া হয়েছে।

নিচে নাম তালিকা দেওয়া হচ্ছে। তাতে দলগুলির পরিচয় সংক্ষেপিত অক্ষরে থাকছে।

জনতা পার্টির—জ। মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি—মা। ফরোয়ার্ড ব্লক—ফ। কংগ্রেস—ক। এস, ইউ, সি—এ। সি, পি, আইয়ের -সি। হিন্দু মহাসভা—হি। নির্দ্দলীয়—নি। এই ভাবে সংক্ষিপ্ত ভাবে নাম লেখা হচ্ছে।

প্রার্থীর নাম— দলের নাম—

২৩৯—পুরুলিয়া :

১। ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	জ
২। শ্রীমতী কল্পনা খাঁ	ক
৩। মহাদেব মুখার্জ্জী	মা
৪। ডাঃ দেবকুমার চক্রবর্ত্তী	নি
৫। সনৎকুমার-মুখার্জ্জী	নি
৬। শ্যাম মাহাত	নি

২৩৮-জয়পুর :

১। রামকৃষ্ণ মাহাত	ক
২। চক্রধর মাহাত	জ
৩। সুরেশ্বর সাউ	ফ
৪। উমেশ মাহাত	নি
৫। পদ্মলোচন মাহাত	নি
৬। সুদর্শন মাহাত	নি
৭। জগদীশচন্দ্র কালীরঞ্জন মাহাত	নি

২৪১—রঘুনাথপুর (সংরক্ষিত—তপশিলী সম্প্রদায়)

১। দুর্গাদাস বাউরী	ক
২। নেপাল বাউরী	জ
৩। প্রহ্লাদ বাউরী	মা
৪। বিজয় বাউরী	এ

২৪০—পাড়া (তপশিলী সম্প্রদায়—সংরক্ষিত)

১। শরৎচন্দ্র দাস	ক
২। শ্রীমতী তারা বাউরী	জ
৩। গোবিন্দ বাউরী	মা
৪। শৈলেন্দ্র বাউরী	এ
৫। কালিপদ বাজোয়াড়	নি
৬। সহদেব বাউরী	নি
৭। বিশ্বেশ্বর বাউরী	নি
৮। গোপালচন্দ্র ডোম	নি

২৪২—কাশীপুর (সংরক্ষিত- তপশিলী উপজাতি)

১। রামপদ মাঝি	জ
২। রাজেন মাঝি	ক
৩। সুরেন্দ্র মাঝি	মা
৪। শ্যামাপদ মাঝি	এ
৫। রবিলোচন মাঝি	সি
৬। বুধন মাঝি	নি
৭। ভুবন মাঝি	নি
৮। শ্রাবণকুমার টুডু	নি

২৪৩ হুড়া :

১। রাজ রাজেশ্বরীপ্রসাদ সিংহ দেও	জ
২। শতদল মাহাত	ক
৩। অম্বরীশ মুখার্জ্জী	মা
৪। দুলালচন্দ্র হেমব্রম	এ
৫। বাণেশ্বর মাহাত	নি
৬। শক্তিপদ মুখার্জ্জী	নি
৭। শঙ্কর হালদার	নি
৮। করালীপদ পতি	নি

২৩৩—বান্দোয়ান : (সংরক্ষিত তপশিলী উপজাতি)

১। মহাদেব হাঁসদা	জ
২। বুদ্ধেশ্বর মাঝি	ক
৩। সুধাংশু শেখর মাঝি	মা
৪। জাগরণ সোরেন	নি
৫। চিত্তরঞ্জন সিং	নি

২৩৪—মানবাজার :

১। সীতারাম মাহাত	ক
২। সত্যকিঙ্কর সেন	জ
৩। নকুলচন্দ্র মাহাত	মা
৪। ভুবন সিংসর্দ্দার	নি

২৩৫—বলরামপুর : (সংরক্ষিত তপশিলী উপজাতি)

১। রূপসিং মাঝি	ক
২। বিক্রম টুডু	মা
৩। হীরু সিংসর্দ্দার	জ
৪। অজয়-মাঝি	নি

২৩৬—আড়ষা :

১। তোমন চন্দ্র কুইরী — জ
২। নিতাই দেশমুখ — ক
৩। মতিলাল মাঝি — জ
৪। সবিৎ কুমার চক্রবর্তী — ছি
৫। অরুণ বিকাশ দে — নি
৬। হরিপদ মাহাত — নি
৭। হরেকৃষ্ণ মাহাত — নি

২৩৭—কালদা :

১। বিজয়কৃষ্ণ মাহাত — জ
২। সত্যরঞ্জন মাহাত — ক
৩। কষ্টীরাম মাহাত — নি
৪। দেবীলাল মাহাত — নি
৫। বংশীধর মাহাত — নি
৬। রামেশ্বর মাহাত — নি
৭। শ্রীধর মাহাত — নি
৮। সুনীল কুমার — নি
৯। সুভাষ মাহাত — ক

বিবিধ নির্ব্বাচনী সংবাদ

লোকসেবক সংঘের প্রার্থীরা নাম প্রত্যাহার করলেন

কতকগুলি নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে হারাবার জন্য লোকসেবক সংঘের প্রার্থী দিলে সবচেয়ে ভাল হবে—এই দেখা গেছল। এ বিষয়ে আসন ভাগের একটা সম্ভাবনাও দেখা গেছল—সেজন্য লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে কয়েকটি নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত আপোষের সম্ভাবনা না হওয়ায়,—কংগ্রেস বিরোধী ভোট আরো ভাগ করা উচিত হবে না বিবেচিত হওয়ায়, সংঘের প্রার্থীদের নাম তুলে নেওয়া হয়। যাঁরা মনোনয়ন পত্র দিয়েছিলেন—তাঁদের নাম—

(১) বান্দোয়ান—শ্রীকাঁদরু মাঝি
(২) বলরামপুর—শ্রীগোবর্দ্ধন মাঝি
(৩) মানবাজার—শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত
শ্রীভজহরি মাহাত।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাতর আসতে দেরী হওয়ায়—বিকল্প প্রার্থী হিসাবে শ্রীভজহরি মাহাতর নাম দাখিল ক'রে রাখা হয়।)

(৪) হুড়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ওঝা
(শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ওঝার নাম দাখিল করতে না পারায় এঁর মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়।)

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সমাজসেবীদের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধীবর কর্তৃক মনোনয়ন প্রত্যাহার

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধীবর তার অবহেলিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ব্যাপক সমর্থনে পুরুলিয়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে নির্দল প্রার্থীরূপে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। বহু মনোনয়ন পত্র দাখিল হওয়ায় এবং ভোট ভাগাভাগির ফাঁকে কংগ্রেসের জয়ের আশংকা দেখা দেওয়ায় সহরের বিশিষ্ট সম্মানিত চিকিৎসক, সমাজসেবী, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ ও শ্রীধীবরের ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন ও পরামর্শ দেন। সমস্ত পরিস্থিতি অনুধাবন করে তিনি মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেছেন। এ সিদ্ধান্তে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় সংবাদ

সমস্ত নকশাল রাজবন্দীদের ছেড়ে দেবার নির্দ্দেশ

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন—সমস্ত নক্সাল রাজবন্দীদের (ডেটিনিউদের) ছেড়ে দিতে। আশা করা যাচ্ছে—এক সপ্তাহের মধ্যে নকশাল পন্থীদের মুক্তি সম্পূর্ণ হবে।

কেরালার রাজনের মৃত্যুর তদন্তে পুলিশী অত্যাচার উদঘাটিত

কেরালা রাজ্যে জরুরী আইনের সময়ে নকশাল সন্দেহে একটি কলেজের ছাত্রকে (শ্রীরাজনকে) গ্রেপ্তার ক'রে পুলিশ হেফাজতে রেখে হত্যা করা হয়েছে এই অভিযোগ করা হয়। এই নিয়ে জোর জনমত দেখা দেয়। এ নিয়ে শ্রীরাজেনের পিতা এক মামলা করেন। সেই মামলায় কেরালার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণাকরণ কোর্টে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, রাজনকে আদৌ গ্রেপ্তার করা হয়নি। শেষে প্রমাণিত হয়—গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর এই মিথ্যাভাষণের বিরুদ্ধে কোর্ট তীব্র মন্তব্য করলে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণা করণকে সম্প্রতি পদত্যাগ করতে হয়েছে। তারপর শ্রীরাজেনের ব্যাপারে তদন্ত চলছে। এই তদন্তে উদঘাটিত হয়েছে যে, পুলিশ রাজেনকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। লোহার রড ও কাঠের রোলার দিয়ে অবিরাম মারের ফলে রাজন ১৯৭৬ সালের ২রা মার্চ্চ মারা যান।

জরুরী আইনের সময়ে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পরিচালনায় যে রাজনৈতিক অত্যাচার চলেছিল—তার নানা তথ্য উদঘাটনে, এখন বোঝা যাচ্ছে যে, এখানেও অগণিত রাজেনের ইতিহাস ঘটেছে।

শ্রীধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর যোগাশ্রম সরকারের হাতে যাচ্ছে

কংগ্রেস সরকারের পতনের পর একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়। শ্রীধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ও শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। সরকারী অর্থানুকূল্যে ও নানা সাহায্যে তিনি এরোপ্লেন পান এবং অনেক জায়গা জমি ও নানা সুযোগ সুবিধে পান। এবং তার দ্বারা অনেকগুলি যোগাশ্রম নামক ঘাঁটি তৈরী করেন। ইনি শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর নানা অপকর্ম্মের সহায়ক হন। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যে এরোপ্লেন নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সম্প্রতি তাঁর যোগাশ্রমগুলিও সরকারের হাতে নিয়ে নেওয়া হল। শ্রীসঞ্জয়ের সঙ্গে তাঁর কৃত নানা অপকর্ম্মের সম্যক তদন্ত করা হচ্ছে।

মূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন

দেশে জিনিষপত্রের যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, তা রোধ করতে সরকার একটি দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। একথা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া বলেন।

লোকব্রতী সোসাইটির ট্রাকটার ভাড়ায় পাওয়া যাবে

আগে থেকে জানিয়ে রাখলে, তারিখ ক'রে দেওয়া যাবে ঘণ্টায় ৩৫ হিসাবে চার্জ্জ। রাস্তা খরচ—যাতায়াতে ১ মাইলে ১৷৹ মাটি ভিজে থাকলে ডাঙ্গা জমিতে ঘণ্টায় ৭ বিঘা মাটি চষা যাবে। ক্ষেত ছোট ছোট হলে ট্রাকটার ঘোরাতে অসুবিধে হয়—সেজন্য ডাঙ্গা জমির মত বা বন্ধ জমির মত অত কাজ হবে না। জমি সমতল করার জন্য যান্ত্রিক কুরলের ব্যবস্থা আছে লোকব্রতী অফিসে যোগাযোগ করুন। দূরে যেতে গেলে, কয়েকজন চাষীর এক সঙ্গে কাজ না পেলে, পাঠানো সুবিধে হবে না। সময় থাকলে এবং সুবিধে হলে, ট্রাকটার পাবেন। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিচে, আগের এস. আই. সি অফিসের বেড়ের মধ্যে লোকব্রতী অফিসে।

WANTED

Wanted three graduate teachers for Balakdih K. B. M. High School, P.O. Balakdih, Dist Purulia (a) with the combination of Elective English, preferably trained. (b) Diploma in work-Edn (Preference will be given to the Scheduled Caste) (c) Diploma in physical Education. Apply within ten days.

Sd/Illigible
Secretary.

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(২য় পাতার পর)

তখন আবার ঐ খাতেই টাকা দিলেন। নিয়মে আটকালো না। আবার এমন হয়েছে, ব্যাঙ্ক আমাদের মারফত মাল আনিয়ে; সেই মাল তাঁরা নিলেন না—ক্ষতি করলেন। কিছু নিয়ে দাম আজও দিলেন না।

একটি পাম্প সরবরাহের আজগুবি ব্যাপার

একটা পাম্প সরবরাহে কেমন আজগুবি কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা' শুনুন। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এক কোম্পানীর কাছে নিজেরা সরাসরি পাম্পের অর্ডার দিলেন। আমাদের মারফত না আনালে কোম্পানী দেবেনা। তাই আমাদের মারফত এলো। সেটা আজ মাস পাঁচ ছ' আগের কথা। ঐ পাম্পটা রঘুনাথপুর ব্রাঞ্চের কোটালডি কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে দেবার জন্য আমাদের কাছে ব্যাঙ্ক অর্ডার দিলেন। আমরা সাত ঘোড়া পাম্প দিলাম—হাজার ছয় সাত টাকার ব্যাপার।

পাঁচ মাস ধ'রে একটা সই নেবার চেষ্টার কাহিনী

কোঅপারেটিভের কর্ম্মকর্ত্তারা আমাদের চালানে সই দিয়ে পাম্প নিয়ে গেলেন। আমাদের মেকানিক বার বার কোটালডি গিয়ে পাম্প চালিয়ে দেখিয়ে এলেন। আমাদের কর্ম্মীরা ব্যাঙ্কের ডি, ও নিয়ে তার ওপর কোঅপারেটিভের কর্মকর্তাদের সই নিতে বার বার কোটালডি গেলেন। তাঁরা সই দিলেন না। আমরা বার বার রঘুনাথপুর ব্রাঞ্চে কর্ম্মী পাঠিয়ে এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য চাইলাম। তাঁরাও কিছু করলেন না। অবশেষে আমরা শেষ চিঠি দিলাম ১১।৫।৭৭ তারিখে। তার উত্তরে এজেন্ট জানালেন যে, তাঁরা কোটালডি কোঅপারেটিভকে বার বার ডি, ওতে সই দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন—কিন্তু কিছু হয় নি। এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য তাঁরা বি, ডি ও, এ, ই ও, সি, আইদের বার বার অনুরোধ করেছেন কিন্তু কিছু হয় নি!! এটা অদ্ভুত কথা। কারণ যে কো-অপারেটিভকে ব্যাঙ্ক টাকা নিয়ে উপকৃত করেছেন—সেই কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের কথা শুনবেন না—আশ্চর্য্যের কথা। ডি. ওতে ক্রেতার সই না থাকলে ব্যাঙ্কের টাকা পাওয়া যায় না।

ব্যাঙ্কের জন্য কোম্পানীদের বিরাগ ও বিপদ

যে কোম্পানী পাম্প সরবরাহ করেছিলেন—তাঁরা টাকা না পাওয়ায় বার বার চিঠি দিচ্ছেন। ব্যাঙ্ক মাল কিনবার টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়ায়, কোম্পানীদের কাছে কিছু কিছু মাল ধারে নিয়ে কাজ চালাচ্ছি। ঐ ব্যাপারে পাঁচ ছয় মাস হয়ে গেল—তবু ঐ ১১।১২ হাজার টাকা না পাওয়ায় কোম্পানী ধারে মাল দেওয়া বন্ধ করেছেন। ঐ সাত ঘোড়ার দাম ৬।৭ হাজার টাকা। আর ব্যাঙ্ক ত'ছাড়া একটা ৫ হাজার টাকার পাম্প আমাদের দিয়ে ঐ কোম্পানীর থেকে ধারে আনিয়ে—সেই পাম্পও নিচ্ছেন না। এর মধ্যে ব্যাঙ্কের যা উদ্দেশ্য ছিল—সফল হয়েছে। নিজেরাও ব্যবসার জন্য টাকা দেবেন না। বাজারেও য'তে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়—তার ব্যবস্থা করেছেন। এর মধ্যে আবার নূতন এক অদ্ভুত অযৌক্তিক কৌশল দেখা দিয়েছে।

পাঁচ মাস পরে আবদার—পাম্প বদল করে দাও!!

রঘুনাথপুরের ব্রাঞ্চের এজেন্ট ঐ চিঠিতে আরো জানিয়েছেন যে, কোটালডি কোঅপারেটিভ এখন (পাঁচ ছ' মাস পরে) বলছেন, ঐ সাত ঘোড়া পাম্পটা খারাপ—ওটা বদলে দিতে হবে। পাঁচ ছ' মাস ব্যবহার করে এখন বদলাতে চান—এই আব্দার। পৃথিবীর কোনো কোম্পানী এরকম অভিযোগে মাল বদলে দেয়—কোনো নজীর আছে? এজেন্ট বলেছেন যে, যে-দিন পাম্পটা কোঅপারেটিভ নিয়েছিলেন—সেইদিন, বলেছিলেন পাম্পটা ঠিক চলছে না। আমরাও স্বীকার করছি—বলেছিলেন, সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে আবার মেকানিক পাঠিয়ে ঠিক ক'রে দেওয়া হয়। তারপর থেকে এই পাঁচ ছ' মাসের মধ্যে ঐ কোঅপারেটিভ এবং ব্যাঙ্ক এ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করেন নি। আজ টাকা চাইবার সময় হঠাৎ এই অভিযোগ করছেন। এজেন্ট আরো বলেছেন যে, ঐ কোঅপারেটিভ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডিস্ট্রিক্ট ডেভালাপমেন্ট অফিসারকে বলেছিলেন—ঐ পাম্প খারাপ—সেজন্য ঐ পাম্প বদলে দিতে হবে। তা যদি তাঁরা ঐ অফিসারকে বলেছিলেন তবে সেই অফিসার লোকব্রতীকে কোনো কথা বলেন নি কেন? আজ পাঁচ মাস পরে সেই ব্যাঙ্কেরই আর এক অফিসার কো-অপারেটিভের পক্ষে ওকালতি করছেন! এই ঘটনাটির থেকেও সকলে বুঝতে পারবেন যে, চাষীদের সরবরাহের জন্য লোকব্রতীর ব্যবসা বিভাগ চলছে যে, তাকে পঙ্গু করার জন্য ব্যাঙ্ক কিভাবে শত্রুতা করছেন।

বিভিন্ন উপদ্রবের আরো ব্যাপার

(ক) লোকব্রতীর কৃষিক্ষেত্রের আয় বাড়াবার জন্য ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকেই জেলা কৃষি আধিকারিককে সাগরা কার্ম্মে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি বললেন—সাগরার মাটি মাছ চাষের খুব উপযোগী। ব্যাঙ্কের পরামর্শেই তিনি এক বড়ো পরিকল্পনা দিলেন—মাস ৬।৭ আগে। মাছ চাষ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সময় যেতে বসেছে—ব্যাঙ্ক নীরব।

(খ) ব্যাঙ্কের কথায় ট্রাকটার সারানো হল। যে দুটি কোম্পানী দুটি ট্রাকটার সেরেছেন—তাদের কয়েক হাজার টাকা ক'রে আজও বাকি। ব্যাঙ্ক সবটা দিলেন না। ঐ কোম্পানীরা আমাদের ধরছেন। আমরা যে কী বিব্রত সবাই বুঝতে পারেন। ব্যাঙ্ক আজও চুপ।

(গ) আমরা ব্যাঙ্ককে গোড়ায় বলেছিলা'ম যে, ট্রাকটার এ জেলায় নতুন আসছে—সারাবার ওয়ার্কশপ না খুললে অনেক মুস্কিল হবে। ব্যাঙ্ক শুনলেন না। ট্রাকটার বিষয়ে অনভিজ্ঞ মেকানিকদের দিয়ে সারাতে গিয়ে বার বার দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হল।

(ঘ) লোকব্রতীর সঙ্গে শত্রুতা করতে গিয়ে, লোকব্রতীর অনুমোদিত বহু চাষীকে খানিক ঋণ দিয়ে, মধ্যপথে বন্ধ ক'রে বহু সংখ্যক চাষীর বহু ক্ষতি করা হয়েছে। এ সবের তদন্ত হলে ব্যাঙ্কের অপরাধের স্বরূপ বোঝা যাবে।

মুক্তির লেখা ও ভারতরক্ষা আইন আসামীদের মুক্তিলাভ

বিগত বৎসরে শ্রাবণ মাসে "১লা শ্রাবণের অশ্রুধারা" নামে প্রবন্ধ লেখার জন্য লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষকে ও ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্তকে ও প্রকাশক শ্রীরামচন্দ্র অধিকারীকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। সংঘের পরিচালিকাকে ও প্রকাশককে দিন কতক কারাবাসে থাকতে হয়। তিনজনই জামিন লাভ করেন এবং মামলা চলতে থাকে। সুদীর্ঘকাল ধ'রে মামলা চলার পর বিগত ৪ঠা মে তিনজনকেই মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণে জরুরী আইন প্রত্যাহার করার ফলে, এই মামলাও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনী সংবাদ সারা ভারতে তোড়জোড়

সারা ভারতে তোড়জোড়

এবারে সারা ভারতবর্ষে মনোনয়ন পত্র দাখিলের ভিড়ও আগের সব রেকর্ডকে পরাভূত করেছে। জনতা পার্টির পক্ষে প্রার্থী হবার জন্য প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে বেশী ছিল। আসন পাবার জন্য বিভিন্ন দলে নানা কলহ ও কারচুপি ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী বাহিনী

নাম প্রত্যাহারের পরও দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিম বাংলায় ২২৪টি আসনের জন্য লড়াইয়ে নামলেন দেড় হাজার প্রার্থী।

নির্ব্বাচনে বিদ্রোহী বাহিনী

এই নির্ব্বাচনে সব দলেরই বিদ্রোহী বাহিনী দেখা দিয়েছে। যাঁরা টিকিট পাননি—তাদের মধ্যে অনেকে দলে দলে বিদ্রোহী দল গঠন করেছেন—সেই সব দলের নামের গোড়ায় বিদ্রোহী তকমা লাগিয়ে।

প্রার্থীদের নাম রদবদল

কয়েকটি দলের প্রার্থীদের নাম তালিকায় বেশ কিছু রদ বদলের তৎপরতা দেখা যায়। নাম দাখিলের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত এই রদ বদল চলতে থাকে। এমনকি নাম দাখিলের পরও—প্রার্থী বদলের ব্যাপার চলে—বিকল্পদের বা নির্দ্দলীয়দের পার্টি-টিকিট দিয়ে।

এই বিধানসভা নির্ব্বাচনে লোকসেবক সংঘের সিদ্ধান্ত

(১ম পাতার পর)

বিবেচনা ধূলায় মিশিয়ে অযোগ্যদের অশালীন অভিযান আরম্ভ হয়েছে—সেখানে যদি দেশের একটা দলও এই প্রতিযোগিতা থেকে এখন সরে থাকতে পারে—তবে তা আজকের দিনে একটা বাঞ্ছনীয় শিক্ষাই হবে—সংঘের অনেক বিশিষ্ট কর্মী সর্বান্তঃকরণেই তা মনে করছেন।

পুরুলিয়া
২১।৫।৭৭

অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোকসেবক সংঘ।

স্থানীয় সংবাদ

কলাবনী গ্রামে ভীষণ ডাকাতি

হুড়া থানার কলাবনী অঞ্চলে হীড় গ্রামে শ্রীবৈদ্যনাথ গরাঁইএর ঘরে ৩০শে বৈশাখ সন্ধ্যা আন্দাজ ৬ ঘটিকার সময় দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়। বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁহার বাটীতে আত্মীয় স্বজনেরা অনেকে সমবেত হন। মেয়েরা অলঙ্কারাদি পরিয়া নিকটবর্ত্তী পুকুরে জল লইতে গিয়াছিল। ডাকাতরা মেয়েদের মাঝে বোমা ফাটাইয়া অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয়। পরে ডাকাত দল ঘরে ঢোকে এবং বোমায় ফাটায়। একজন রন্ধনকারী তাহার হাতের লোহার খুন্তি দ্বারা একজন ডাকাতকে মাথায় আঘাত করায় মাথা ফাটিয়া যায়। সেই ডাকাত অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ডাকাতরা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ৩/৪ জনকে গুরুতর আঘাত করে। পুরুষ মানুষদের কাছ হইতে হাতের ঘড়ি ও স্ত্রীলোকদের কাছ হইতে অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয়। বাড়ীর বহু বাসন-পত্রাদি লইয়া যায়। আহত ডাকাতকে লইয়া তাহারা পলায়ন করে। বোমার ভয়ে গ্রামবাসীগণ কেহ আসিতে পারেন না।

জোজোড়ি গ্রামে ডাকাতি

ইতিপূর্বে হুড়া থানার জোজোড়ি গ্রামে ৪ঠা চৈত্র অনুরূপ এক ডাকাতি হয়। সেখানে অতর্কিতভাবে শ্রীঅন্নদা সুপকারের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং বোমা ফাটাইয়া জখম করে ও বন্দুক দুটী লইয়া বেপরোয়াভাবে বাড়ীর যাহা কিছু লইয়া যায়। পরে সমস্ত জনসাধারণ ডাকাত দলের পিছনে ধাওয়া করে। পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে শ্রীঅন্নদা সুপকারের হাতে লাঠীর বহু দাগ। আরও অনেককে মারামারি করিয়া ছিল। সুপকার মহাশয় ভয়ে পুরুলিয়াতে আশ্রয় লইয়াছেন।

পৌর সভার স্কুলের শিক্ষকদের অনশন

পৌরসভার প্রাথমিক স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা শঙ্কর সরকার মহাদেব মণ্ডল, গোবর্দ্ধন পাণ্ডে, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহময়ী চৌধুরী, চারুলতা সুবর্ণ, সদানন্দ চক্রবর্ত্তী পুরুলিয়া পৌর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির–শাখা বঙ্গীয় প্রাঃ শিঃ সমিতির মাননীয় সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের কাছে নিজেদের দাবী নিয়ে অনশনের কার্যাক্রমের জন্য অনুমতি চান। তাঁদের বক্তব্য এই ছিল।

"নিম্ন স্বাক্ষরকারী পৌর প্রাথমিক শিক্ষকগণের বিনীত নিবেদন এই যে আমাদের চাকরীর এক্সটেশন (extension) ব্যাপারে দীর্ঘ সাত মাস যাবত বিনা বেতনে এবং পরে ১১-৪-৭৭ তাং হইতে আমাদের কর্মচ্যুতির নোটীশে দিশেহারা হইয়া সপরিবারে অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করিতেছি।

আমাদের সংসার প্রতিপালনের সমস্ত আশা, সন্তান-সন্ততিগণের ভবিষ্যত সব কিছু বিপর্যাস্ত হইতে চলিয়াছে। কারণ আমাদের পেনসন, গ্রাচুয়িটির কোন ব্যবস্থা নাই এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে যে সামান্য অর্থ ছিল তাহা এই দীর্ঘ সাত মাসে নিঃশেষিত হইয়াছে।

এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের এই অসহনীয় অবস্থার নিরসন কল্পে এক্সটেনশন্ মঞ্জুরীর দাবীতে আগামী ২৩-৫-৭৭ তাং হইতে পৌর প্রশাসক মহাশয়ের অফিসে অনশন সত্যাগ্রহ করিব।

মাননীয় মহাশয় আমাদের এই সত্যাগ্রহ অনুমোদন করিয়া যথাযথ সহায়তা প্রদানে বাধিত করিবেন ইহাই একান্ত প্রার্থনা।"

সমিতি ঐ শিক্ষক শিক্ষিকাকে সত্যাগ্রহের অনুমতি দিয়েছেন।

Advertisement

NOTICE

The United Bank of India, Purulia Branch, shall hold auction on 27.5.77 at 2 p.m. in the Bank premises for selling a chassis being no. 34405067 17473 Model 1210D purchased by late Nabin Krishna Sen S/o Sri Jogendra Nath Sen of Cook's Compound Purulia, on Bank loan. The minimum price has been fixed at Rs. 106 660-52. Intending bidders are requested to be present at the appointed time and place. The acceptance and/or non-acceptance of the bid will entirely be at the option of the Bank authorities. The Bidder, whose bid will be accepted shall be required to deposit 1/4th of the bid money on the date of auction and the residue amount shall be deposited within 7 days from the date of auction failing which the bid will be cancelled. The chassis shall be delivered to the bidder whose bid shall be accepted only after payment of the bid money.

Agent,
United Bank of India,
Purulia Branch.

WANTED

Applications are invited for the following temporary posts for the Sri Ram Krishna Tarak Math High School, P. O. Ketika, Dist. Purulia.

1. Teacher for Life Science :
   Qualifications :– B. Sc. Bio-Science, preferably trained.
2. Teacher for Work Education :
   Qualification :—B. A. or B. Sc. Certification (one year) in any trade suitable for Work Education.
3. Teacher for Physical Education :–
   Qualifications :– Graduate, Diploma in Physical Education.
   Scale of pay :– As per Grant-in-aid Rules.

Applications should reach the undersigned within 10 (ten days from the date of publication of this advertisement.

Sd/- Swami Mayeshananda
Secretary,
Sri Ram Krishna Tarak Math High School.
P. O. Ketika, District Purulia.

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা | সোমবার, ৩০শে মে ১৯৭৭ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

পার্টি ই যদি করতে হবে
পার্টির মতোই পার্টি করো।
লোকে যেন দেয় না কাদা
কাজটা করো এমন তরো।

• • •

পার্টিতে চাই মানুষ খাঁটি
দশের থেকে যোগ্যতর।
পার্টির নীতি সবল রেখে—
আদর্শকে তুলে ধরো॥

আসন্ন বিধানসভা নির্ব্বাচনে ঘরে বাইরের খবরাখবর

সারা ভারতে নির্ব্বাচনী তোড়জোড়

লোকসভা নির্বাচনে যে উদ্দীপনার ঝড় সারা ভারতব্যাপী উঠেছিল—এবারের নির্বাচনে সে উদ্দীপনার লক্ষণ নেই। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রামে যে দৃঢ়তা জেগে ওঠে—কংগ্রেসের ভগ্নদশার ফলে সে সংগ্রামের ডাক আজ নেই। তবে বন্ধুপক্ষীয়েরা নিজেদের মধ্যে লড়ছেন সেজন্য উত্তাপ এখনো জাগেনি। এবারে সারা ভারতব্যাপী অসংখ্য নির্দ্দলীয় ব্যক্তি দাঁড়ানোর বহর সকলকে বিস্মিত করেছে। তবে নির্দ্দলীয়দের ওপর গুরুত্ব কেউ দিচ্ছেন না।

বড় বড় সংবাদ পত্রগুলির বিশেষ সংবাদদাতারা বলছেন—পশ্চিম বাংলায় কোনো দলই একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবেন না। কোনো দলের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না হ'লে—মন্ত্রীসভা হবে না—জোট না হলে। এ বিষয়ে কী হয় দেখা যাক।

নির্বাচনী কারচুপি রোধে ব্যাপক ব্যবস্থা

নির্ব্বাচনে যাতে কোনো রকম কারচুপি হতে না পারে—তার জন্য নির্ব্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বুথগুলিতে সশস্ত্র পুলিস বসানো হবে। পুলিসের ব্যাপক টহলদারীরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ রাজ্যে প্রায় একলক্ষ পুলিস কর্ম্মচারী আছেন। তার ওপর বাইরে থেকে বারো ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র পুলিস আনা হচ্ছে। হোমগার্ড প্রভৃতিকে আর পোলিং বুথে নিয়োগ করা হবে না। যে সব জায়গায় কারচুপি অত্যন্ত বেশী হয়—সে সব জায়গায় পুলিসী ব্যবস্থা বিশেষ জোরদার করা হবে।

• • • • • •

নির্ব্বাচনে প্রচারের উদ্দেশ্যে দেওয়ালে লেখা আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়েছে। এজন্য কিছু ধরপাকড়ও হয়েছে।

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(সপ্তম স্তবক)

ব্যাঙ্ক আমাদের কোনো অভিযোগের উত্তর দিতে পারেন নি

লোকব্রতী সোসাইটির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নানা কার্য্য কলাপের কথা মুক্তির বিগত কয়েক সংখ্যায় বলেছি। কয়েক বছর ধ'রে ব্যাঙ্কের এই সব যে ব্যাপার চলেছে—আমরা তার কথা বারবার মুক্তিতে লিখেছি—প্রচার পত্রে বলেছি—চিঠিপত্রে লিখেছি। ব্যাঙ্ক এ পর্য্যন্ত ঐ সবের একটা অভিযোগেরও জবাব দিতে পারেন নি।

ব্যাঙ্ক কীভাবে আমাদের উৎপাদনের টাকা—পুঁজির টাকা ভাঙতে বাধ্য করেছেন

তাঁদের নানা কলাকৌশলের ফলে লোকব্রতী সোসাইটিকে গুরুতর আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে উৎপাদনের টাকা ভেঙে কাজ চালাতে হয়েছে—নতুবা চালু করা কাজ নষ্ট হয়—অথবা প্রতিষ্ঠানই ভেঙ্গে পড়ে। অর্দ্ধেক কাজের জন্য টাকা দিয়ে পরবর্ত্তী কাজ বিপন্ন হ'লে, টাকা দেওয়া বন্ধ রেখে নিজেরাই বলেছেন—হাতে যে টাকা আছে—আপাততঃ ভেঙে কাজ চালান পরে দেখা যাচ্ছে। যে সব কাজের জন্য অর্দ্ধেক টাকা দিয়েছেন তা' না দিয়ে, পরে অভিযোগ করেছেন—অমুক উৎপাদনের টাকা জমা পড়েনি কেন জানান। কিন্তু আমাদের দিক থেকে উত্থাপিত কোনো অভিযোগের কোনো একটারও উত্তর তাঁরা দেন নি; দিতে পারেন নি।

ভূতপূর্ব্ব বনমন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাতর পক্ষ থেকে সাংঘাতিক এক জঘন্য আক্রমণের চক্রান্ত

লোকব্রতীর ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কাণ্ডকারখানার অনেক কিছু বলা হোল। এবারে বলছি—সরকারী পর্য্যায়ে লোকব্রতীকে নষ্ট করার চক্রান্তের কথা। এর মধ্যে কংগ্রেসের ভূতপূর্ব বনমন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাতর কীর্ত্তি সবার ওপরে। জেলার নিত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য লোকব্রতীর বিরাট কাজকে হেয় করার জন্য পুরুলিয়া সহরের ভূতপূর্ব্ব এম, এল, এ শ্রীসনৎ মুখার্জ্জী প্রভৃতির আক্রমণও নিতান্ত গ্লানীজনক ছিল—সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীসীতারাম মাহাতর কাজকর্ম এবং চক্রান্ত হোল—একেবারে সাংঘাতিক পর্য্যায়ে। এর উপযুক্ত তদন্ত অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছিলাম যে সীতারাম বাবু কলকাতার সিদ্ধার্থ বাবুকে ধ'রে—ব্যাঙ্ককে চাপ দেবার ব্যবস্থা করেন লোকব্রতীকে ডোবাবার জন্য। এখানে সার্কিট হাউসে ঐ বিষয়ে চক্রান্ত করেন এবং তাঁর সামনে ব্যাঙ্কের অফিসারদের প্রতি ধমকেরও ব্যবস্থা হয়। একদিকে লোকব্রতী ঘোচাবার তিনি চেষ্টা করেন—অন্যদিকে তিনি তাঁর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে লোকব্রতীর মত পাল্টা প্রতিষ্ঠান ও কাজকর্ম করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সীতারাম বাবুর এই জঘন্য আক্রমণের চক্রান্তের কাহিনী এবার বলি।

লোকব্রতীর সে কৃষিক্ষেত্র সীতারাম বাবুর চক্রান্তের শিকার হল

পুঞ্চা থানার বানসা গ্রামের এক টোলা—ভরিয়া টাঁড়। ঐ টোলার এক প্রান্তে কয়েক শ বিঘা জমি একেবারে পতিত ছিল। টোলাটি গোপাল নগর গ্রামের কাছেই। আদিবাসী টোলা। শ্রীসীতারাম মাহাত যে নির্ব্বাচনক্ষেত্র থেকে দাঁড়িয়েছিলেন বা এখনো দাঁড়িয়েছেন সেই নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যে। ঐ আদিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র। লোকব্রতীর কর্ম লক্ষ্যের

অন্যতম লক্ষ্য হল—এই সব মানুষের জন্য জীবিকা ব্যবস্থা। সুতরাং চিন্তা করা গেল যে, ঐ বড় জমিটা খরিদ ক'রে বড় কৃষিক্ষেত্র করলে—আদিবাসীদের সারা বছর কাজ দেওয়া যাবে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের অফিসারেরাও সেই জমি দেখে এলেন। তারা ঋণ দেবেন কথা দিলেন। তবে আমরা এটা দিয়ে সমবায়ের পরীক্ষা করতে অগ্রসর হলাম। ২৫।৩০ হাজার টাকা দিয়ে জমি কেনা হল। আইনতঃ দলিলপত্র করা হোল। শতখানেক বিঘা জমিতে কৃষি কাজের পরিকল্পনা হল। ওখানে ঘর তৈরী হল। কর্মীরা কৃষি কাজ শুরু করল—অনেক আবাদ করা হোল। ঐ দরিদ্র আদিবাসীরা পোড়ো জমির জন্য অনেক টাকাও পেলেন—কৃষিকাজ পেলেন।

ঐ বানসা কৃষিক্ষেত্রের জন্য সমবায়ের আবেদন করা হোল :
এবং তাতে যে কাণ্ড ঘটল

ঐবানসা কৃষিক্ষেত্রের (অর্থাৎ জাটিগাঁড়ের কৃষিক্ষেত্রের) জন্য সমবায়ের রেজিষ্ট্রেশন পাবার দরখাস্ত করা হোল। সমবায়ের ইনস্‌পেক্টার তদন্ত করলেন। তিনি রিপোর্টে লিখলেন—কৃষিক্ষেত্র সুন্দর গড়ে উঠেছে ; এবং যাঁরা কাজের ভার নিয়েছেন—তাঁদের তত্বাবধানে ঐ জায়গায় ভাল সমবায় হবে। এবারে সমবায়ের এ্যাসিষ্টান্ট রেজিষ্টারের পক্ষ থেকে রেজিষ্ট্রেশন দেবার পালা। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক আমাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার আরো অন্য প্রমাণ আছে। সুতরাং মন্ত্রী সীতারাম বাবু সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে গেলেন। তাঁর দিক থেকে নানা অপকৌশল শুরু হয়ে গেল।

সমবায় বানচাল করার ও গ্রামবাসীকে হাত করার
যে চক্রান্ত সীতারাম বাবু করলেন

সীতারাম বাবুর নির্দ্দেশে ঐ সমবায় বিষয়ে একের পর এক সরকারী তদন্ত হতে লাগল। সরকারী রেকর্ডেই তা পাওয়া যবে। এবং রেজিষ্ট্রেশন যাতে দেওয়া না হয়—তার প্রমাণপত্র তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু রেজিষ্ট্রেশন না দিলেও তো ঐ কৃষিক্ষেত্র সীতারাম বাবুর নির্ব্বাচনক্ষেত্রেই গ'ড়ে উঠবে। এটা অসহনীয়। সুতরাং সীতারাম বাবুর কুখ্যাত বা সুবিদিত অনুচরেরা ঐ মাঝি টোলায়—জটিয়াটাঁড়ে আনাগোনা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—বহু সংখ্যক মাঝি ভাইরা প্রচুর মদের জোগান পাচ্ছেন। খবর শোনা গেল—তারা কৃষিক্ষেত্র আক্রমণ করবে। খবর শুনে জটিয়াটাঁড় গ্রামে গোপালনগরসহ চারিদিকের গ্রামগুলির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক সভা করলাম। ঐ দিন সীতারাম বাবুর অনুচরেরা ঐখানে হাজির হয়ে আদিবাসী ভাইদের প্রচুর মদ খাওয়ালেন। বহু চেষ্টা ক'রে আদিবাসীদের ঐ সভায় ডেকে আনা হোল। সমস্ত গ্রামবাসীদের সামনেই আদিবাসী ভাইদের বললাম যে, সীতারাম বাবুর চক্রান্তে প'ড়ে কেন আপনারা আপনাদের এক বড়ো ভবিষ্যৎ—ঐ সমবায়ের ক্ষতি করছেন কেন ? আদিবাসী ভাইরা বললেন যে, তোমরা আমাদের অনেক উপকার করেছ—আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যাবো না।

সীতারাম বাবুর অনুচরদের পরিচালনায় বর্ব্বরযুগীয়
আক্রমণের যে ইতিহাস তৈরী হোল

কিন্তু একদিন এক অত্যন্ত দুঃসংবাদ এলো—ঐ গ্রামের আদিবাসী ভাইরা দলে দলে মত্ত অবস্থায় কৃষিক্ষেত্র চড়াও করেছে। সমস্ত ফসলের জমি তছনছ করল। এবং বহু ফসল কেটে লুঠ ক'রে নিল। আর যে কজন কৃষিকর্মী ছিল—তাদের মারধোর ক'রে তাড়িয়ে দিল। মাঠের মাঝখানে—যেখানে কাছাকাছি লোকজন নেই—সেখানে কৃষিকাজের জন্য পুনরায় খরচপত্র ক'রে আবার লোকদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হোল না। এতবড় কাজ ঐখানে থেমে রইল।

আমরা মামলা করলাম : তাতেও নানা কারসাজী

মামলা করা হোল—দুটো। প্রথম মামলা কিছু লোকের নামে। পরে আবার কিছু লোকের নামে। যাঁর কোর্টে মামলা এলো—সেই বিচারক তখন সবে দু'একদিন হোল বদলী হয়ে এসেছেন। তাঁর কোর্টে প্রথমমামলাটা এলো। তিনি প্রাথমিক প্রমাণে সন্তুষ্ট হ'য়ে মামলা চলবার হুকুম দিলেন। দ্বিতীয় মামলাটি দিন কতক প'রে তাঁর কোর্টেই এল। কিন্তু তখন উনি বললেন—বি, ডি, ও তদন্ত ক'রে জানান মামলা চলতে পারে কিনা! বি, ডি, ও, বহুদিন সময় নিয়ে পরে লিখলেন—জমিতে ফসলই ছিল না—মামলা হতে পারে না !! বি, ডি, ও, তদন্তের নামে নানা বেআইনী কারসাজী করলেন। তবু তারই ভিত্তিতে মামলা বাতিল হয়ে গেল। প্রতিকারের জন্য হাইকোর্টে আমরা মামলা করলাম। হাইকোর্ট অর্ডার দিলেন—এ ব্যাপারে আইন বহির্ভূত কাজ হয়েছে—পুণর্বিচার হোক।

অবশেষে আদিবাসীরা মামলা মেটাতে ধ'রে পড়ল

জটিয়াটাঁড়ের আদিবাসীরা মামলায় জড়িত হয়ে প্রথম দিকে খানিকটা বোধ হয় সাহায্য পাচ্ছিল। পরে মুশকে পড়ছিল। তারপর লোকসভা নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাদের ধরাধরি শুরু করল। প্ররোচনা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য যা হয়ে গেছল—তারজন্য বার বার ক্ষমা চাইল এবং মামলা তুলে নিতে ও মিটমাট করতে ধ'রে বসল। মিটমাট হয়েও গেল। সীতারাম বাবু ক্ষমতায় থাকলে আরো কত উপদ্রব করতেন। কিন্তু ক্ষমতা থেকে যাবার আগে অন্যায়ভাবে আমাদের যে কত ক্ষতি ক'রে দিয়ে গেলেন—তা সকলে বুঝুন। কৃষি কাজে ক্ষতি, মামলায় ক্ষতি,—এত টাকা দিয়ে জমি কিনে, দীর্ঘকাল তা বন্ধ রেখে ক্ষতি—ইত্যাদি বহু ক্ষতি করার ব্যবস্থা তাঁরা করলেন—কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

সরকারী আক্রমণ সমূহ : জেলার সম্মানিত কর্ম্মীরা
"জালিয়াতির" মিথ্যে মামলার দায়ে অভিযুক্ত

কংগ্রেস সরকার ব্যাঙ্ককে যেমন আমাদের সর্ব্বনাশ করতে লাগিয়ে দিলেন—তেমনি নিজে উদ্যোগী হয়ে আমাদের ওপর একের পর এক আইনের নামে হামলা শুরু করলেন। তখন কংগ্রেস সরকার এমন ক্ষমতামত্ত যে, তাঁদের কার্য্যাব্যবস্থা যে কংগ্রেসী চক্রান্তের পরিণাম—তা গোপন করারও দরকার বোধ করলেন না। জনৈক সরকারী অফিসার এক মামলা দায়ের ক'রে লিখলেন যে, স্থানীয় সাময়িক পত্র "জন অভ্যুত্থান" (কংগ্রেসের পত্রিকা) লিখেছে যে, লোকসেবক সংঘের সদস্যেরা লোকব্রতীকে জমি হস্তান্তর ব্যাপারে এক "জালিয়াতির" আশ্রয় নিয়েছেন। এহেন জনপ্রিয় পত্রে এই চাঞ্চল্যকর ব্যাপার প্রকাশিত হওয়ায় তিনি মামলা করতে বাধ্য হয়েছেন!

আইন হাতে নিয়ে অফিসারেরা কী ছেলেখেলা করেছেন দেখুন

এহেন "জালিয়াতি" ব্যাপারে তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধীর মত কোর্টে আসামীরূপে হাজির করালেন লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও জননেতা স্বর্গত বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত এবং সংঘের সচিব ও সংঘের যত বিশিষ্ট কর্মী—ভূতপূর্ব্ব লোকসভা সদস্য, বিধান সভা সদস্য প্রভৃতিকে। একদিকে কোর্টে মামলা শুরু আর অপর দিকে কংগ্রেসী এম, এল, এরা তারস্বরে সহরে বাজারে প্রচার করছেন—লোকসেবক সংঘের জালিয়াতি কিভাবে হয়েছে। আসামীরা কোর্টে হাজির হলেন। বিচারক সঙ্গে সঙ্গে মামলা খারিজ ক'রে দেখিয়ে দিলেন মামলাকারী হাকিমের নির্বুদ্ধিতা কী রকম প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আর হাকিমের মতলব ও চক্রান্তের কথাটা বলতে পারেন নি। আসামীরা খালাস হলেন। মানুষের মান মর্য্যাদা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে এরা কীভাবে ছেলেখেলা করেছেন। ভেবে দেখার কিছু নেই বিচার করার কিছু নেই—রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করতে হবে—অমনি যা খুসী বেআইনী অজুহাতে তুলে মামলা ক'রে হায়রান করা হল—এবং করা হল এই জেলার বহু সম্মানিত জনসেবীদের। কারণ লোকব্রতীকে—লোকসেবক সংঘকে বিপন্ন করতে হবে।

দোকান আইনের মিথ্যে মামলা

চারিদিক থেকে আঘাত করার এই লক্ষ্য নিয়ে কংগ্রেস সরকার লোকব্রতীর ওপর একটার পর একটা আরো নানান মামলা সব শুরু করলেন। দোকান আইনে এক মামলা দায়ের করলেন। মামলা চলতে লাগল। বিচারক সব দেখে—মামলা বাতিল করে দিলেন অযথা এই মামলা করা হয়েছে।

সারে ভেজালের মিথ্যে মামলা

অভিযোগ হল নির্দ্ধারিত মানের চেয়ে নিম্নমানের সার লোকব্রতী বিক্রি করেছে। কেন দণ্ডনীয় হবে না ? আমরা প্রমাণ করলাম—সার উৎপাদনকারী সংস্থা—যে হচ্ছে সরকারী সংস্থা সেই ঐ নিম্নমানের সার দেওয়ার জন্য দায়ী। প্রমাণিত হোল। তখন বাধ্য হয়ে অভিযোগকারী

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পাতায়)

মুক্তি

৩০শে মে, ১৯৭৭, সোমবার

নির্ব্বাচনে না দাঁড়ালে কি দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় ?

এবারে বিধান সভা নির্বাচনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সহরের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি বলা কওয়া করছিলেন যে,—লোক সেবক সংঘ অনেক দিন নির্ব্বাচনী পথ থেকে সরে আছে। তাতে সংঘের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হতে যাচ্ছে। এবারে সংঘ কতকগুলো আসনে প্রার্থী দিক। আগে তো লোকসেবক সংঘ এই জেলায় নির্ব্বাচনী রাজনীতিতে খুবই শক্তিশালী ছিল। সংঘ আবার ঐ পথ আরম্ভ করুক।

এই নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন কয়েক আগেও সংঘের কিছু কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলছিলেন যে, এই নির্বাচনে লোকসেবক সংঘের দাঁড়ানো অবশ্যই উচিত। দাঁড়ালে কয়েকটা আসনে জয়লাভ নিশ্চয়ই হবে। তাছাড়া, জয়লাভ হোক বা না হোক, রাজনৈতিক কর্মধারার যে বড় অঙ্গ—নির্বাচনী সংগ্রাম—তাতে সংঘের যুক্ত থাকা দরকার। তা না হলে সংঘের অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যাবে।

লোকসেবক সংঘকে উদ্দেশ্য ক'রে যে কথা বলা হচ্ছে—তার থেকে একটি বিশেষ প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। তা হচ্ছে যে—নির্বাচনে না দাঁড়ালে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় কিনা। এই কথার আলোচনায় প্রথমে দেখা যাক—নির্বাচনী কাজটা কী।

নির্বাচনী পথের—বিধানতান্ত্রিক পথের লক্ষ্য—শাসন দখল ক'রে জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ; লক্ষ্য—বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'য়ে জনগণের কল্যাণজনক আইন প্রণয়ন করা। নির্বাচনী পথে বছরের পর বছর যুক্ত হ'য়ে—অত্যন্ত সফলতা লাভ ক'রেও—একটা দলের অস্তিত্ব যে নষ্ট হতে পারে—তা আমরা চোখের সামনেই দেখলাম। কংগ্রেসের সাম্প্রতিক ইতিহাস আমরা দেখলাম।

এখানে একটা কথা উঠতে পারে—তা এই যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা দুর্নীতি পরায়ণ ছিলেন—তাই তার অস্তিত্ব বিপন্ন হোল। প্রতিনিধিরা দুর্নীতিপরায়ণ হোলেন কেন ? তার কারণ, একটা দলের নির্বাচনী কাজের চেয়েও শতগুণে যে কাজটা বড়ো ছিল—সেটা হচ্ছে—দলকে ভালভাবে তৈরী করা কিন্তু দলের লোকেরা ভাল ছিল না ব'লেই, অবাঞ্ছিত প্রতিনিধিরা তাদের হাত করতে পেরেছিলেন। সমাজ-সেবী তথা জনগণের অধিকার নিয়ে লড়াই করবার মত মানুষ যদি দলে অধিক সংখ্যক থাকতেন তাহলে নির্ব্বাচনের পথে না গিয়েও দলের সম্মান ও অস্তিত্ব বজায় থাকতো।

দ্বিতীয় কথা হল এই যে, দলকে খারাপ সব প্রতিনিধি দিতে হয়েছিল আরেক কারণে। দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের ভোট পেতে হ'লে—হয় তাদের সেবা দিয়ে, প্রেমদিয়ে, চেতনা দিয়ে জয় করতে হবে—নয়, তাদের মধ্যে অর্থ ছড়িয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, নানাভাবে তাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট ক'রে ভোট পেতে হবে। সেবা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, চেতনা দিয়ে জনগণকে তৈরী করার কাজ বিধানতান্ত্রিক কাজের চেয়ে অনেক বড়ো। এবং এই কাজ করা থাকলে, নির্ব্বাচনে না দাঁড়ালেও, ঐ দলের জন্য জনগণের অন্তরের আসন টলতে পারে না।

জনগণের মধ্যে এই কাজ না ক'রে নির্বাচনে দাঁড়াতে গেলেই দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে দুভাবে। এক, যদি সেবা ও কর্ম্মের ভেতর দিয়ে জনগণের মধ্যে ক্ষেত্র গড়া না থাকে—তবে হারতে হবে। তাতে দলের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আর যদি সেবার ক্ষেত্র না ক'রেও নির্বাচনে জিততে হয়—তবে বহু দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হবে—ধনীদের টাকা নিতে হবে—তার বিনিময়ে তারা কি পাবে তাদের সঙ্গে তার গোপন ষড়যন্ত্র করতে হবে। তাতে আপাত দৃষ্টিতে সাময়িক জয়লাভ হলেও, শেষে ঐজন্যই দলের অস্তিত্ব নষ্ট হবে। তাছাড়া, কায়েমী স্বার্থের টাকায় একটা অসাধু দল বহুদিন টিকে থাকলেও, সেই অবস্থাকে সেই দলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বলা যেতে পারে না।

লোকসেবক সংঘের মত একটা স্থানীয় দল বা সংস্থায় একটা ছোট দল কোনো জায়গায় একলা শাসনযন্ত্র দখল করতে বা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে না। বিধানতান্ত্রিক কর্মধারা নিলে, তাকে কারো সঙ্গে আপোষে কাজ করতে হবে। অথবা বিধানসভায় এককভাবে বক্তব্য রেখে যেতে হবে। তাতে যদি শাসনে-আসীন দলেরা কোনো কথা না শোনে—এবং ঐ সব বক্তব্যের ফলেও, যদি জেলায় কার্য্যকরী কিছু প্রতিকার না দেখা দেয়—তবে জন সাধারণ এই প্রতিনিধিদের মূল্য উপলব্ধি করতে নাও পারেন। তাতে এহেন দলের বিরুদ্ধে জনমনে খুবই প্রতিক্রিয়াও ঘটতে পারে। তাতে কি দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না ?

একটা রাজনৈতিক দলের করার বহু কাজ আছে। বিধানতান্ত্রিক কাজ একটা অঙ্গ মাত্র। একটা রাজনৈতিক দলের সামনে রয়েছে—বিশাল দেশের জনগণের মধ্যে চেতনা ও সংগঠনের কাজ। কাজ রয়েছে—জনগণের জীবনে যে সব আঘাত অবিচার আসছে—সে সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা—জনমত তৈরী করা, সংগ্রাম করা। এও এক বিশাল কাজ। যদি কোনো দল নির্বাচনী পথে না গিয়ে এই সব কাজেই মানুষের সঙ্গে থাকে—তবে কি সেটা দলের পক্ষে একটা মহত্তর কাজ হবে না ? আইন সভায় দাবী দাওয়া ছাড়াও, সরকারের কাছে প্রতিকার চাওয়া যেতে পারে। এবং সেই সব দাবীর পিছনে যদি বিশাল জনমত থাকে তবে কি সে সব দাবীর শক্তি অত্যন্ত প্রবল হবে না ?

নির্বাচনী কাজে একটা বড়ো বিপদ আছে। দলের অগণিত লোকের মধ্যে রোগ দেখা দেয়—সবাই আসন নেবে। সেজন্য দেখা যাচ্ছে দলকে আদর্শবাদী দলে—শৃঙ্খলা পূর্ণ দলে গঠিত করার কাজটা অত্যন্ত গুরুতর। সেজন্য ঐ রোগ দেখে, গান্ধীজী কংগ্রেসকে ভেঙ্গে দিতে বলেছিলেন। এবং লোকসেবক সংঘে পরিণত করতে বলেছিলেন।

তাঁর বক্তব্য ছিল যে, একটা দলে যাঁরা প্রধান ব্যক্তি ও নেতৃত্ব দেবার মত, তাঁরা সবাই শাসন যন্ত্রে ও প্রতিনিধিত্বে ঢুকে গেলে, দল গড়বে কে বা জনসাধারণকে গড়বে কে। দলকে ক্ষমতা লোভীদের একাধিপত্যের স্থান না ক'রে—দলের নেতারা ক্ষমতার পদ থেকে বিরত থেকে দেশের জ্ঞানী গুণীদের সংগ্রহ ক'রে দেশের শাসন জীবন চালান। এই ছিল গান্ধীজীর মত। গান্ধীজী মনে করেছিলেন—দলের গঠন কর্মের দিকটা ক্ষমতা-গ্রহণের দিকের চেয়েও অনেক বড়ো। তাঁর মত ছিল—দল ক্ষমতা-গ্রহণ থেকে বিরত থাকলেও ক্ষতি নেই। ক্ষমতার পথকে দলের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ ব'লে মনে করাকেই তিনি ভ্রান্ত ধারণা মনে করেছিলেন।

পুরুলিয়া জেলার লোকসেবক সংঘের অভ্যুদয়ের প্রথম দিন থেকেই সংঘ যে গভীর জন-সম্মান ও জনসমর্থন পেয়েছিল এবং যে বিশাল সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরী করেছিল—তা তার কোনো বড়ো নির্ব্বাচনী ইতিহাসের পরিচয়ে নয়। যে বিরাট বাহিনী একদিনে লোকসেবক সংঘের পতাকা তলে সমবেত হল,—সেই বিরাট বাহিনীর প্রায় সবাই ছিলেন—স্বাধীনতা সংগ্রামের মশালবাহী। তাঁরা ছিলেন ঋষি নিবারণচন্দ্র ও তাঁর যোগ্য সংকর্মীদের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত সেনাবাহিনী। যাঁদের অবিসম্বাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই জেলায়—ত্যাগে, সেবায়, মানবপ্রেমে ও নিরলস কর্মে। তাঁদের এই নেতৃত্বের আসন কোনো শাসন ক্ষমতার প্রভাবের ভেতর দিয়ে আসেনি। যে শক্তির বলে এসেছিল শুধু সেই শক্তির বলেই একটা দলের মহান অস্তিত্ব অনায়াসে ধারাবহন করে যেতে পারে। আশা করি লোকসেবক সংঘের আবির্ভাবের পূর্ব ইতিহাসই তার পরিচয়।

বিধানতান্ত্রিক কাজও একটা বড়ো রাজনৈতিক কাজ। দেশের মানুষের কাছে এই কাজ অপরিহার্য্য। তবে সব রাজনৈতিক দলের কাছেই এটা অপরিহার্য্য হবে এমন কথা নয়। একটা দল ঐ পথ অন্য দলের জন্য ছেড়ে দিয়ে, নিজে অন্যান্য রাজনৈতিক কাজ নিয়েও থাকতে পারে। এবং তাদের সেই কাজের ভেতর দিয়েই সে দল দেশের জনজীবন, দেশের অর্থনৈতিক জীবন, দেশের বিধানতান্ত্রিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এবং সেই সমস্ত কাজের ভেতর দিয়েই তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। বিধানতান্ত্রিক কাজ ছাড়াও আরো অন্যান্য যে সমস্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ একটা দলের সামনে আছে সে বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করা যেতে পারে।

(৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

লোকসেবক সংঘের দিক থেকে বিধানতান্ত্রিক কাজ গ্রহণ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে—যাঁরা মনে করেন—তাঁদের ভ্রান্ত মনে করি না। তাঁদের যুক্তি নিশ্চয়ই আছে। তবে পরিস্থিতি উপলব্ধি ক'রে, লোকসেবক সংঘ যদি সাময়িকভাবে নির্বাচনী পথ অনুসরণ না করে—তবে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে—একথা যাঁরা বলেন—তাঁরা সব জিনিষটা তলিয়ে দেখতে পারেন নি।

লোকসেবক সংঘ কয়েক বছর আগে যখন ভোট বয়কট করে, তখন অনেকে এই কাজকে অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিজনক মনে করেছিলেন। সেই সময়েই নির্বাচন শেষে কংগ্রেস বিরোধী প্রখ্যাত দলেরা স্বীকার করেছিলেন যে, ঐ ভোট বয়কট করাই যুক্তিসঙ্গত ছিল।

দু চার জন সম্প্রতি এহেন মন্তব্যও করছিলেন যে, গত কয়েক বছর নির্বাচনের পথ ত্যাগ ক'রে লোকসেবক সংঘের রাজনৈতিক অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। কথাটা যে তাঁরা বিচার ক'রে বলেন নি—তার প্রমাণই হচ্ছে—লোকসেবক সংঘের সাম্প্রতিক ইতিহাস। জরুরী আইনের রাজত্বকালে, মিসা ও ভারতরক্ষা আইনের জুলুমের মুখে, সারা ভারতব্যাপী জনজীবন যখন ভয়ভীত,—তখন এই জেলায় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, একটা ক্ষুদ্র দল—মিসা ও ভারতরক্ষা আইনের সা ঘাতিক রক্তচক্ষুর সামনে—তার সাত শত নরনারী কর্মীকে দলবদ্ধভাবে আইন অমান্যে পাঠিয়েছিল। সেদিন তখন মাঠে মাঠে চাষীর ধান খোড় নেবার মুখে। তবু শত শত চাষীর ছেলে মেয়ে—সংঘের সেনারা—সেদিন মাঠে মাঠে ধান ফেলে জেলে যেতে, মারের মুখে এগিয়ে যেতে পিছপাও হয়নি। সেদিন তাদের সংকল্প ছিল—মিসার আইনে কত বছর ধ'রে তাদের আটকে রাখতে পারে—তারা দেখতে চায়। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে হলেও, এই ভাবে তারা দেশের জনশক্তির সম্মান রেখেছিল। সরকারের দারুণ দাপট সেদিন যে সরকারের ছিল—তারা সেদিন লোকসেবক সংঘের এই বাহিনীকে ধরতে সাহস করেনি। কারণ এও হতে পারে যে, সংঘের সংগ্রাম শক্তি বিষয়ে তাদের অজানা কিছু ছিলনা।

সেদিন সেই লোকসেবক সংঘের সংগ্রামী বাহিনীর সংকল্প ছিল—ধান কাটার আগে সাত শো—ধান কাটার পরে হাজার হাজার। এইঘটনা ঘটেছিল—সংঘের নির্বাচন বর্জন করার কয়েকটা বছর পরই। সংগ্রামের মুখে দাঁড়িয়ে সংঘ সেদিন পরিচয় দিল যে, নির্বাচনী রাজনীতি বর্জন ক'রে—সংঘের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় নি। এবং যে শক্তির প্রকাশ সেদিন সংঘের কর্মীদের মধ্য দিয়ে হল—সংগ্রামের এহেন শক্তির প্রকাশ সংঘের কর্মীদের মধ্যে বোধ হয় এর আগে কখনো হয় নি—অনেকের এই অভিমত।

ভারতবর্ষে বহু বড় বড় দল আছে—যাঁদের কর্মের প্রধান অঙ্গই হল—বিধানতান্ত্রিক কাজ। জরুরী আইনের সেই সংকটের দিনে জানিনা এহেন বৃহৎ দলগুলির কোন্ দল সেদিন এইভাবে সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। আমরা দেখতে পেয়েছি—লোকসেবক সংঘ সেদিন তার সেই ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তার আপন অস্তিত্বের মূল্য এব রূপের পরিচয় দিয়েছিল।

এর পরও কি লোকে সন্দেহ করবেন যে, দীর্ঘকাল নির্বাচনী সম্পর্ক বর্জিত হ'য়ে, লোকসেবক সংঘের অস্তিত্ব লুপ্ত হতে চলেছে? এবং এখনও কি কেউ মনে করবেন যে নির্বাচনী পথ ছাড়া একটা দলের অস্তিত্ব থাকে না ও থাকতে পারে না?

বাঁকুড়া জেলায় ঘরে আগুন দিয়ে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা

বিগত ২০শে মে বাঁকুড়া জেলার রায়পুর ব্লকের অধীন পাথরবন্দী গ্রামে এক ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এই ঘটনায় সারা দেশে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই।

এক দল দুর্বৃত্ত রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় শ্রীমথুরানাথ ত্রিপাঠীর বাড়ীর সমস্ত দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দেয়। তারপর কেরাসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই আগুনে সারা বাড়ীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হতে থাকে।

সেই জলন্ত গৃহ থেকে একটি বালক ও একটি বালিকা কোনো মতে বেরিয়ে আসতে পারে। দুর্বৃত্তগণ বালকটিকে ধরে আবার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। বালিকাটি কোনোক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় একই পরিবারের শিশু ও মহিলাসহ ১১ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে আছেন ৪ জন পুরুষ, ৩ জন স্ত্রীলোক এবং ৪টি ছেলেমেয়ে। যে মেয়েটি পালিয়ে যায়—সে ছাড়া ঐ পরিবারের সকলেই মারা গেছেন।

এই পরিবারটি গত ৪ শত বছর ধ'রে এই গ্রামে বসবাস করছেন। দুর্বৃত্তেরা ঐ বাড়ীতে হানা দিয়ে ঐ বাড়ীর কোনো সম্পত্তি নেবার চেষ্টা করেনি। অনুমান করা হয়েছে যে, কোনো আক্রোশের কারণেই এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকটি রাজনৈতিক দল অভিযোগ করেছেন—এর পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দলই এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত চেয়েছেন।

খবর পেয়েই জেলা শাসক ও পুলিস সুপার ঘটনাস্থল যান। এ পর্যন্ত ১১ জন এই ঘটনার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১০টি মৃত দেহ উদ্ধার করা গেছে। এহেন নৃশংসতার তুলনা মেলা ভার।

যে মেয়েটি পালিয়ে গেছল—তার নাম মাধুরী ওরফে স্বর্ণা। মাধুরী ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমার বাবা, মা, বোন, দুবছরের ভাইটাকে পর্যন্ত ওরা পুড়িয়ে মারল। এদের কি বিচার হবে না?

মাধুরী আরো বলে যে, মাঝ রাতে পনের ষোল জন লোক দল বেঁধে আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে। চিৎকার চেঁচামেচি সুরু হয়ে যায়। আগুন লাগে। বাঁচাও, বাঁচাও বলে চিৎকার শুনেও গ্রামের কেউ এগিয়ে আসেন নি। এমন কি খুব কাছে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে বন্দুক থাকতেও তিনি তা ব্যবহার করেন নি।

নিহত মথুরানাথ ত্রিপাঠীর তৃতীয় পুত্র অহিভূষণ—যিনি ঐ ঘটনার সময় অন্য গ্রামে থাকায় বেঁচে গেছেন—তিনি বলেন—এটা নিছক লাভালাভের ব্যাপার নয়। এর পিছনে রাজনীতি আছে। স্থানীয় পুলিসও এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধির কথা উড়িয়ে দেন নি। এগার বছরের ঐ মেয়ে—মাধুরী যাদের চিনতে পেরেছিল—তাদের নাম বলেছে। দুর্বৃত্তদের যে ক'জনকে ধরা যায় নি—আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, তারা কাছাকাছি জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে আছে। তারা চেষ্টায় রয়েছে—মাধুরীকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবে। ঘটনার একমাত্র সাক্ষী সেই। সেজন্য মাধুরীকে ঐ গ্রামে রাখা সম্ভব হয়নি। অন্যত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিস-কুকুরের সাহায্যে কয়েক জনকে ধরা সম্ভব হয়নি—কারণ তারা পালিয়ে জঙ্গলে রয়েছে।

প্রথমে এই ঘটনার সংবাদ যখন কাগজে প্রকাশিত হয়—তখন বলা হয় যে, পাথরবন্দী গ্রামটি সি, পি, এম প্রভাবিত গ্রাম। এবং ঐ গ্রামের অঞ্চল প্রধান শ্রীদীনবন্ধু মহান্তি সি, পি, এমের একজন অনুগামী। পেশায় শিক্ষক এবং ১৯৬৭ সালে সি, পি, এম সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়ান।

সংবাদ পত্রের রিপোর্ট অনুসারে বিভিন্ন ঘটনার সংবাদে দেখা যায় যে, ঐ অঞ্চল প্রধানরা ত্রিপাঠীদের বিরুদ্ধে বহুকাল ধরে কাজ করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তদন্তে যান। জনতা পার্টির নেতা শ্রীবিজয়সিং নাহার প্রকাশ্য জনসভায় এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে সি, পি, এমের চক্রান্ত আছে ব'লে ঘোষণা করেন।

কংগ্রেসের শ্রীসৌগত রায়ও ঐ ঘটনার জন্য সি, পি, এমকে দায়ী করেন। এজন্য সি, পি, এমের পক্ষ থেকে শ্রীবিজয়সিং নাহারের বিরুদ্ধে, শ্রীসৌগত রায়ের বিরুদ্ধে এবং শ্রীনাহারের বক্তৃতা প্রকাশ করার জন্য যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুকোমল কান্তি ঘোষের নামে ও তার প্রকাশক শ্রীঅমলদেবের নামে কলকাতা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে মানহানীর মামলা দায়ের করেছেন।

পাথরবন্দী গ্রামের বেশীর ভাগ বাসিন্দা লোহার। তাদের সঙ্গে ত্রিপাঠী পরিবারের বনিবনা ছিল না। এই ঘটনার পর লোহাররা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পাথরবন্দী গ্রাম এখন পুলিসের পুরো নজরবন্দীরূপে রয়েছে। জোর গোয়ান্দা তদন্ত চলেছে। বাঁকুড়ার শাসক বলছেন—এটা সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয় এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে।

এই বিধানসভা নির্ব্বাচনে লোকসেবক সংঘের সিদ্ধান্ত

লোকসেবক সংঘের সচিব এক বিবৃতি সহকারে আসন্ন বিধানসভা নির্ব্বাচনে সংঘের কর্মধারা কী হবে তা জানাতে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি এই।

"লোকসেবক সংঘ প্রথমে স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, আসন্ন বিধানসভা নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত লড়াই দেবার প্রয়োজনে জনতা-পার্টি ও বামফ্রন্টের মধ্যে আপোষ হয়ে যাবে। সেজন্য তাঁরা প্রথমে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তাঁরা জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টকে তাদের নিজ নিজ নির্ব্বাচনক্ষেত্রে আন্তরিক সমর্থন করবেন।

"কিন্তু ঐ ঐক্য না হওয়ায় লোকসেবক সংঘ অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। যে-সময়ে ঐ দুই পক্ষের মধ্যে ঐক্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল—সেই সময়ে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে নির্ব্বাচনী লড়াই সৃষ্টি ক'রে দেশের জনসাধারণের মধ্যে এক গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তুলবেন দেখা যাচ্ছে। তবু এই পরিস্থিতির মধ্যেই কংগ্রেসকে হারাবার কাজ কীভাবে সংগঠিত করা যায় তা' দেখতে হবে।

"এই অবস্থা সত্ত্বেও, লোকসেবক সংঘ জনতা পার্টিকে এই বিধানসভা নির্বাচনে সমগ্র সমর্থন দেবেন ভেবেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি এই ছিল যে, জনতা পার্টির শক্তিতেই ভারতের শাসন থেকে এতবড় শক্তিশালী কংগ্রেসকে বহিষ্কৃত করা সম্ভব হয়েছে এবং আগামী বিধানসভা নির্ব্বাচনে ভারতের বহু রাজ্যেই কংগ্রেসকে বিতাড়িত ক'রে জনতা পার্টিই অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন করার শক্তি রাখেন। সেই কারণেই জনতা পার্টিকে সর্ব্বাগ্রে দেশের শাসন জীবনের ভবিষ্যত গড়ার সুযোগ ও সমর্থন দেওয়া লোকসেবক সংঘ যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলেন। তবে তখনও সংঘের পক্ষ থেকে জনতা পার্টিকে জানানো হয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রার্থী দিলে তাদের সমর্থন করা মুস্কিল হবে।

"আপোষ ব্যর্থ হবার পূর্বে জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকেই লোকসেবক সংঘের সঙ্গে আসন ভাগের এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই আমন্ত্রণ এলে, তা গ্রহণ করা হবে—সংঘের বৈঠকে তা' স্থির হয়। তখন এই ধারণা ছিল যে জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের মধ্যে আসন ভাগের পর জনতা পার্টির সঙ্গে সংঘের আসন ভাগের প্রশ্ন আসবে এবং সেটা এই জেলায় সকলের মিলিত এবং বাঞ্ছনীয় নির্বাচনী সংগ্রাম হবে।

"ইতিমধ্যে জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের সমঝোতা সম্ভব হোল না। এবং আমাদের কাছে আসন ভাগেরও কোনো আমন্ত্রণ এলো না—জনতা পার্টির কাছ থেকে বামফ্রন্টও এ বিষয়ে যোগাযোগ করেন নি। তা সত্ত্বেও আমরা জনতা পার্টিকে সমগ্র সমর্থন দেবার সিদ্ধান্ত করি এবং কী যুক্তিতে তা করি—তা' আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু পরে প্রার্থীদের নাম তালিকা প্রকাশ হলে দেখা গেল যে, জনতা পার্টির পক্ষ থেকেও কতকগুলি ক্ষেত্রে এমন প্রার্থী দেওয়া হয়েছে—যা তাঁদের প্রতিশ্রুতিমত নয়। এই অবস্থায় আমরা পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হই এই ভাবে যে, কংগ্রেস প্রার্থীকে হারাবার দৃষ্টিতে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝে জয়ী হবার সম্ভাবনা-পূর্ণ প্রার্থীকে সমর্থন করা হবে। কংগ্রেসকে হারাবার লক্ষ্যটা মুখ্য হবে। সংঘের কর্মী বা সমর্থকরা যে প্রার্থীকে বাঞ্ছিত মনে করবেন না—তাকে ভোটদানে বিরত থাকবেন। বাঞ্ছিত ও জয়লাভের সম্ভাবনা-পূর্ণ প্রার্থী কে হতে পারেন তা স্থির করা সংঘের কর্মী ও সমর্থকদের ব্যক্তিগত বিচারের ওপর নির্ভর করবে—নিজ নিজ নির্ব্বাচনক্ষেত্রের অবস্থা বুঝে। কর্মীরা মিলিতভাবেও এ বিষয়ে স্থির করে নিতে পারবেন।

"মনোনয়ন পত্র দাখিলের আগের দিন সংঘের জনকয়েক বিশিষ্ট কর্মী এসে বলেন যে, কয়েকটি নির্বাচনক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সব প্রার্থী দেওয়া হয়েছে—তাদের পরিবর্তে সংঘের প্রার্থী অনেক যোগ্যতর হবে এবং সংঘের প্রার্থীরা নিশ্চিত জয়ী হবেন। সেজন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সংঘের প্রার্থীর নাম দাখিল ক'রে ঐ আসনগুলির জন্য জনতা পার্টির সঙ্গে নির্ব্বাচনী আপোষের কথা করা হোক। এবং আপোষ না হ'লে কী করা হবে স্থির করা হোক।

"বিভিন্ন কারণে এই নির্ব্বাচনে সংঘের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচনী দ্বন্দ্বে যাওয়া উচিত হবে না ব'লে সংঘের বিশিষ্ট কর্মীদের অনেকেই মনে করছিলেন। এই নূতন প্রশ্ন উদ্ভূত হওয়ায় স্থির হয় যে আপাততঃ মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হোক এবং কয়েক দিন সময় পাওয়া যাবে তার মধ্যে সমস্ত বিষয়টা বিচার ক'রে দেখা যাবে।

"বিচার করে স্থির হয়েছে যে, লোকসেবক সংঘ নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। আজ কংগ্রেস দুর্ব্বল হ'লেও, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই দেওয়াই উচিত ছিল। অন্যেরা সে উপলব্ধি করতে পারেননি। লোকসেবক সংঘ নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে, কংগ্রেস বিরোধী ভোট আর বেশী ভাগ করতে চান না। এবং যাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক সংঘ স্থাপন করতে চেয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁদের সঙ্গে তিক্ততার পরিস্থিতিও এড়ানো যাবে।

"এই জেলায় নির্ব্বাচনী পরিস্থিতি অত্যন্ত গোলমেলে রূপ পরিগ্রহ করায় সংঘকে তার উপযুক্ত কর্মধারা নিতে হচ্ছে।

"সেজন্য লোকসেবক সংঘ স্থির করেছেন যে যাঁরা আজ কংগ্রেস বিরোধী ভোটকে ভাগ করতে নির্ব্বাচনে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন—তাঁদের কারো জন্যই লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারে বা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারা যাচ্ছে না। তবে সংঘের কর্মীরা অনুগামীরা ভোট প্রয়োগ করবেন। এবং এই ভোট প্রয়োগ করবেন পরিস্থিতি বিচার ক'রে। কোনো নির্বাচনক্ষেত্রে কংগ্রেসকে হারাবার পক্ষে যে প্রার্থীর সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা দেখা যাবে এবং সেই প্রার্থী যদি কর্মী বা অনুগামীদের বিচারে বাঞ্ছিত ও উপযুক্ত হন তবে তাঁরা সেই প্রার্থীকে ভোট দেবেন।

সংঘের পক্ষ থেকে নির্বাচনে না দাঁড়াবার সিদ্ধান্তের মধ্যে আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে যেখানে আসন পাবার জন্য অভাবিত ব্যাকুলতা দেখা দিচ্ছে—এর জন্য যখন শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, বিবেচনা ধুলায় মিশিয়ে অযোগ্যদের অশালীন অভিযান আরম্ভ হয়েছে সেখানে যদি দেশের একটা দলও এই প্রতিযোগিতা থেকে এখন সরে থাকতে পারে—তবে তা যুগের দিনে একটা বাঞ্ছনীয় শিক্ষাই হবে সংঘের অনেক বিশিষ্ট কর্মী সর্বান্তঃকরণেই তা মনে করছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোকসেবক সংঘ

পুরুলিয়া
১৫।৫।৭৭

WANTED

Wanted a Science graduate (pref. trained) for Dorodih H. G. K. Vidyapith in a permanent vacancy. Apply to the Secretary on or before 10-6-77.

Secretary
Dorodih H. G. K.
Vidyapith Jr. High Schoo
P. O. Dorodih
Dist. Purulia (W. B.)

WANTED

One B. A. B. T. for a permanent vacancy and one B. Sc. (Bio) B. T. for a temporary vacancy for Saltore Junior High School. Apply to the administrator, office of S. I / Schools, Neturia Circle P. O, Ramkanali, Purulia before 15 6-77.

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির বিগত সংখ্যায় পৌরসভার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্য যে কয়েক জন শিক্ষক তাঁদের দাবী দাওয়া নিয়ে অনশন করেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীবৈদ্যনাথ সরকার। তাঁর নাম ভুলক্রমে শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় লেখা হয়।

—মুক্তি সম্পাদক

ধান বীজ

লোকব্রতী সোসাইটির অফিসে এখন ভাল ধান বীজ এসেছে। পুষা (২-২২), আই, আর (২০) এবং মাশুরি ধান বীজ পাওয়া যাবে। পুষা ডাঙ্গা ও বাইদ জমির ধান ৯০ দিনে পাকে। আই, আর (২০) কানালীর ধান। মাশুরি প্রায়-বহাল জমির ধান। মাশুরি ধান পুষা, আই, আর (২০) প্রভৃতির মতন উচ্চ ফলনশীল ধান। মাশুরি আমাদের কাছে নূতন ধান। পরীক্ষায় দেখা গেল—মাশুরি খুবই ভাল ফলন দেয়। খড় বেশ লম্বা।

৩৭/১৫ ৩০.৫.৭৭

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(২য় পাতার পর)

সরকারী বিভাগকে নত মস্তকে সরে পড়তে হল। কিন্তু ভেজালকারী সরকারী উৎপাদকের ওপর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না! পুরোনো রেকর্ড-পত্র দেখে, আজ ঐ ভেজালকারীর বিচার হওয়া উচিত।

মুনাফা করার মিথ্যে মামলা

পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর এলেন অভিযোগ নিয়ে, লোকব্রতী সারের নির্দ্ধারিত দরের ওপর বেশী দর নিয়েছে। লোকব্রতীকে তিনি লিখিত অভিযোগ দিয়ে অভিযোগ করার কারণ বললেন যে, কংগ্রেসী এম, এল, এরা অভিযোগ করেছেন—লোকব্রতীর ক্যাশমেমোতে নির্দ্ধারিত দরের বেশী দর পাওয়া গেছে। সেজন্য এই মামলা। আমরা লিখিত জবাব দিলাম যে, চোরাকারবারীরা ক্যাশমেমোতে নির্দ্ধারিত দর ঠিক রাখে—কিন্তু হাতে দর বেশী নেয়। কিন্তু আমরা নির্দ্ধারিত দরের সামান্যই বাড়িয়েছি—এবং তা জেনে বুঝেই ক্যাশমেমোতে লিখেছি। সরকারের ওয়াগন দেবার ক্ষমতা নেই। ট্রাকে আনতে দর বেশী পড়েছে। আমরা সেজন্য বেশী নিয়েছি এবং নিতে হবে। সরকারের যা ইচ্ছে করুন। তারপর ঐ বিষয়ে একেবারে চুপ। (চলবে অরুণচন্দ্র ঘোষ

নির্ব্বাচন ও লোকসেবক সংঘ

সংঘের কেউ দল ছাড়েন নি বা বিদ্রোহী হন নি

লোকসেবক সংঘের সচিব জানিয়েছেন যে, পুরুলিয়ায় প্রচারিত হয়েছিল—শ্রীঅশোক চৌধুরী বিদ্রোহী লোকসেবক সংঘের প্রার্থীরূপে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে উদ্যত হয়েছেন। লোকসেবক সংঘের বিদ্রোহীরূপে মনোনয়ন পত্র দাখিল করা দূরে থাক, অশোক বাবু নির্ব্বাচনে আদৌ দাঁড়াবার কথা ভাবেন নি। অযথা অপপ্রচার রটনা করা হয়েছে।

সংঘের কেউ জনতা পার্টিতে বা অন্য দলে আবেদন করেন নি

অশোক বাবু সম্পর্কে আর একটি ভিত্তিহীন প্রচার করা হচ্ছে। জয়পুর নির্বাচনক্ষেত্রে প্রচার করা হচ্ছে যে, "অশোক বাবু জনতা পার্টির প্রার্থীরূপে দাঁড়াবার জন্য জনতা পার্টিতে আবেদন করেছিলেন এবং অশোক বাবুকে জনতা পার্টি নেন নি। অন্য লোককে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে" এই প্রচারও একেবারে অসত্য। কারণ অশোক বাবু জনতা পার্টিতে কোনো সময়ই প্রার্থী হবার জন্য আবেদন করেন নি। তাছাড়া আর অন্য কোনো সংঘ কর্মীও অন্য কোনো দলে যুক্ত হবার চেষ্টা বা উদ্যোগ করেন নি।

আর একটি অসত্য প্রচারের কাহিনী

লোকসেবক সংঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষ জানাচ্ছেন যে, আনাইজামবাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংঘের কর্মীরা এসে জানিয়েছেন—ঐ অঞ্চলে প্রচার করা হচ্ছে,—পুরুলিয়া নির্বাচনক্ষেত্রের নির্দ্দলীয় প্রার্থী শ্রীসনৎ মুখার্জ্জীর জন্য ভোটে প্রচার করতে অরুণ বাবু কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রচার অসত্য। সনৎ বাবুর জন্য প্রচার করতে অরুণ বাবু কোনো কর্মীকে নির্দ্দেশ দেন নি। অরুণ বাবু জানিয়েছেন যে, সনৎ বাবুর জন্য কাজ করতে তিনি কর্মীদের কখনই বলতে পারেন না।

বাঞ্ছিত প্রার্থী কাকে বলা হবে

জনৈক প্রার্থী লোকসেবক সংঘের কর্মীদের কাছে বলেছেন যে, "বাঞ্ছিত প্রার্থী বলতে কী বোঝাবে? ঐ কথার কোনো অর্থ হয় না।" এ বিষয়ে সংঘের সচিবকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, বাঞ্ছিত প্রার্থী বলতে সংঘের দৃষ্টিতে যিনি নিতান্ত সৎ জনসেবী রূপে সুপরিচিত, সর্ব্বদা সংগ্রাম জীবনে যুক্ত, সে রকম বাঞ্ছিত প্রার্থীর কথা এখানে বলা হচ্ছে না। নিতান্ত চোর চণ্ডাল হলে এবং জনগণের দ্বারা ধিকৃত প্রার্থী হলে স্বতন্ত্র কথা। তা যদি না হন—সাধারণভাবে মেনে নেওয়ার মত যদি প্রার্থীরা হন—তাহলে তাদের মধ্য থেকে যাঁকে তারই মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য মনে হবে—তাঁকেই এক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ব'লে মনে করা যাবে। তাছাড়া, বাঞ্ছিত নির্ণয় করবার আর একটি মাপকাঠী এখানে ব্যবহার করতে হবে। সাধারণভাবে গ্রহণ করা চলতে পারে—এমন প্রার্থীদের মধ্যে যাঁর দ্বারা কংগ্রেসকে হারাবার সম্ভাবনা বেশী বোঝা যাবে—তাঁকে ঐ দৃষ্টিতে বেশী বাঞ্ছিত মনে করা হবে। সংঘের কর্মীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে পরামর্শ ক'রে কর্ম্মপন্থা ঠিক করছেন—তাতে সন্দেহ নেই।

শোক ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

বিশ্ব বিখ্যাত ভাষাবিদ জ্ঞান তপস্বী আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

বিগত ২৯শে মে কলকাতায় ভারতের মনীষী আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সাতাশী বৎসর বয়সে তিন ঘন্টার অসুস্থতায় পরলোক গমন করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সুনীতি কুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন—"সুনীতি কুমারের মৃত্যুতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম বিবর্ত্তনের ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেন। ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ক্ষুরধার জ্ঞান সর্ব্বজন-স্বীকৃত। ভাষাতাত্ত্বিক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হিসাবে তিনি অমর হ'য়ে থাকবেন। বাংলা ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা একটা সম্পদ। তাঁর জগৎ জোড়া খ্যাতি ও পাণ্ডিত্য ও তাঁর অমায়িক ব্যবহার সকলকে বিস্মিত করেছিল।"

সুনীতি কুমার বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন এক শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। তাঁর তিরোধানে সারা ভারতের মানুষের সঙ্গে আমরাও তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বিবিধ সংবাদ

কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর নির্ব্বাচনী সফর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই নির্বাচনী সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। প্রধানমন্ত্রী হবার পর এই তাঁর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম আগমন। তাঁর এই সফরে সর্বত্র যেমন বিপুল ভীড় হয়েছে তেমনি তিনি সর্ব্বত্র বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছেন। বিমানবন্দরে রাজপথে, জনসভায় যেখানে গেছেন সর্ব্বত্রই লোকে লোকারণ্য হয়েছে—৩০শে মে।

শ্রীমোরারজী দেশাই পশ্চিমবঙ্গ সফরে কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড ও নৈহাটি দুটি মহতী জনসভায় ভাষণ দান করেন। শ্রীদেশাই তাঁর ভাষণে বলেন যে, তাঁরা দেশের অবহেলিত মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করার কাজে হাত দিয়েছেন। তাঁরা আশা করছেন পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন। তিনি বলেন—জনতা পার্টি নির্বাচনে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পালন করা হবেই। জনতা সরকার দুর্নীতি নিরোধ করতে এবং মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে দৃঢ় সংকল্প। ভাষণ প্রদানকালে তিনি আরো বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত-মন্ত্রী সভার প্রয়োজন হবে না—তাঁর বিশ্বাস জনতা পার্টি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করবে।

সারা দেশের পুলিস সম্পর্কে তদন্ত কমিশন

দেশের পুলিস বাহিনী সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের জন্য ভারত সরকার একটি উচ্চ পর্য্যায়ের কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করেছেন। এই কমিশন পুলিস বাহিনীর সমস্ত কার্য্যকলাপ তাদের সমস্যাদিও তদন্ত করবেন। জরুরী অবস্থাকালে পুলিসের মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচারের ঘটনা বিষয়ে অভিযোগ সমূহেরও তদন্ত হবে।

ভূতপূর্ব্ব রেলমন্ত্রী স্বর্গত ললিতনারায়ণ মিশ্রের হত্যাকাণ্ড

স্বর্গত ললিতনারায়ণ মিশ্রের পত্নী শ্রীমতী কামেশ্বরী দেবী বলেছেন—তাঁর স্বামীর হত্যাকাণ্ডের জন্য যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে—সেই আনন্দমার্গীরা হত্যাকারী নন। তিনি বলেন—তাঁর স্বামীকে কোনো রাজনৈতিক দল হত্যা করেছে। তাঁর এই উক্তিতে হত্যাকাণ্ডের বিচারে নূতন অধ্যায় সুরু হয়।

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির গত সংখ্যায় যে সমস্ত প্রার্থীদের নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্য থেকে নাম বাদ পড়েছে—শ্রী কষ্ট চৌধুরীর। ইনি ঝালদা নির্ব্বাচন ক্ষেত্র থেকে দাঁড়িয়েছেন। বাড়ী ঝালদা থানার নোয়াহাতু গ্রামে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ১২শ সংখ্যা | সোমবার, ৬ই জুন ১৯৭৭ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

নেতা হবার শখ হয়েছে?
—শখটা কিছু মন্দ নয়।
ঈর্ষাভরা, স্বার্থভরা
নেতার কী বা পরিচয়!!

• • •

নেতৃপদের সহজ আসন—
নিষ্ঠা, সেবার বিনিময়।
নেতার মতো নেতার মাঝেই
মানবতার অভ্যুদয়॥

পুরুলিয়া জেলায় ভোট যুদ্ধে প্রস্তুতির খবরাখবর

পুরুলিয়া জেলায় ধীরে ধীরে এখন নির্ব্বাচনী তৎপরতা বাড়ছে। কম বেশী হলেও, সব দলের কাজের তোড়জোড় ক্রমশঃই শক্তিশালী হচ্ছে। নির্দ্দলীয়দের তৎপরতাও বেশ অনুভূত হচ্ছে। তবে দেওয়ালের লেখার ঘটা থেকে বা প্রচারকারীদের দৌড়োদৌড়ির বহর দেখে—কার পক্ষে কী জনমত তৈরী হয়েছে তা অনুমান করা শক্ত। পার্টিগুলি বা প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে গেলে তাঁরা সকলকেই খুশী করছেন। কারণ কোন্ দলের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ে তার তো ঠিক নেই। সেজন্য পার্টিগুলির বা প্রার্থীদের সকলেরই ধারণা হচ্ছে যে ভোট সব তাঁদেরই পক্ষে পড়বে। তবে কংগ্রেসের বিষয়ে ব্যাপার অন্য রকম ঘটছে। কংগ্রেসের প্রার্থীরা সর্ব্বত্র লোকের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ছেন।

তাছাড়া দেখা যাচ্ছে—নির্বাচনক্ষেত্রগুলিতে হাওয়া বদলও হচ্ছে। কোনো এক নির্বাচনক্ষেত্র থেকে দিন কয়েক আগে খবর পাচ্ছিলাম,—অমুক প্রার্থীর পক্ষে জোর হাওয়া চলেছে। কাল খবর পেলাম—ওখানে হাওয়া উল্টে গেছে। আরেক প্রার্থীর অনুকূলে এখন হাওয়া ঘুরছে। সেজন্য বলা যাচ্ছে না—১৪ই জুনের আগে কে কি রকম হাওয়া করতে পারেন। দলগুলির বিষয়েই হাওয়ার কথা হচ্ছে। নির্দ্দলীয়রা এ জেলায় বিশেষ হাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন নি।

কলকাতার দু'একটি সংবাদ পত্রে পুরুলিয়ার নির্ব্বাচনী প্রসঙ্গে লোকসেবক সংঘের অভিমতের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাতে সংঘের বক্তব্য যথাযথ দেওয়া হয়নি। কারণ সংঘ থেকে একথাই তাঁদের তখন বলা হয়েছে যে, সংঘ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখছে। কংগ্রেসকে হারাবার জন্য যে নির্বাচনক্ষেত্রে যে প্রার্থীর শক্তি দেখা যাবে—সেখানে তাকেই সমর্থন করা হবে।

কমিউনিষ্ট পার্টির জনৈক কর্মী বলেছেন—লোকসেবক সংঘের এবারের নির্বাচনী সিদ্ধান্ত স্ববিরোধী। উত্তরে সংঘের সচিব বলেছেন—কর্ম্মীটির তলিয়ে বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। যেখানে যাকে সাহায্য করলে কংগ্রেস হারবে—তাকে সেখানে সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত সংঘ করেছে। সংঘের নিজের এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা সংঘ এখনো করেনি। তবে স্ববিরোধী হল কিসে—সচিব জানতে চেয়েছেন।

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(অষ্টম স্তবক)

লোকব্রতীকে হেয় করতে গিয়ে ব্যাঙ্কের অদ্ভুত জন পীড়ন

এই বিষয়ে লেখার মধ্যে আগে এক জায়গায় আমি দেখিয়েছি যে, লোকব্রতীর ক্ষতি করার সঙ্গে সঙ্গে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এই জেলার দরিদ্র চাষীদেরও অনেক ক্ষতি করেছেন। এ বিষয়টা আরো ভাল ক'রে বলার দরকার বোধ করছি। এই জন্য যে, কংগ্রেসের আজ্ঞাবাহীরূপে লোকব্রতীর ক্ষতি করার প্রয়োজনে, ব্যাঙ্কের দিক থেকে লোকব্রতী কর্তৃক অনুমোদিত অগণিত চাষীর—শুধু কিছু ক্ষতি নয়—অত্যন্ত ক্ষতি করা হল—তাদের প্রতি গভীর অবিচার ও অত্যাচার করা হল।

**এক হাজার অর্দ্ধমৃত দরিদ্র চাষীকে
ব্যাঙ্ক নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন**

এই রকম চাষীর সংখ্যা কম করেও প্রায় এক হাজার হবে। এই অত্যন্ত দুর্গত জেলার অত্যন্ত দরিদ্র অসহায় চাষীরা যাতে বাঁচতে পারেন—তারজন্য লোকব্রতী সোসাইটি ব্যাঙ্ককে ধরেছিলেন—তাদের সেচের জন্য কুয়া দিতে—আর খুব ছোট ছোট ডোবা (জলাশয়) করে দিতে যাতে মাছ চাষ ও সেচের ব্যবস্থা হ'তে পারে। ঐ হাজার খানেক চাষীকে কুয়া বা ডোবার জন্য আংশিক ঋণ দেওয়া হল। কারো কুয়া বাঁধানো দূরে থাক—কুয়ার মাটি কাটানোও বহুজনের পুরো হল না—ডোবা অর্দ্ধেক হয়ে রইল। ব্যাঙ্ক আর ঐ সব কাজের জন্য পুরো টাকা দিলেন না। লোকব্রতীর বিরুদ্ধে বিরূপতার কারণে। মাঝ পথে বিনা কারণে বাকি ঋণ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মঞ্জুরীর পত্রগুলি থেকেও এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

**আংশিক ঋণ দিয়ে, কাজ না হতেই,
কীভাবে চাবুকের ডগায় ব্যাঙ্ক ঋণ আদায় করলেন**

দরিদ্র অর্দ্ধমৃত ক্ষুধিত চাষীদের ঐ ঋণ নিয়ে তো কোনো লাভই হল না। বরং অযথা অনেকগুলো ক'রে টাকা ঋণ হয়ে গেল এবং সেই ঋণ শোধ করতে হোলো—সার্টিফিকেটের চাবুকের মুখে। ব্যাঙ্ক থেকে এই অদ্ভুত, অত্যাচার মূলক ব্যাপার করা হল—কংগ্রেস সরকারের মন রাখতে—লোকব্রতীর অনুমোদিত চাষীদের বিপন্ন করে,—লোকব্রতীকে চাষীদের কাছে হেয় করতে। ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন যে, লোকব্রতী ব্যাঙ্কের কতো সম্মানের ক্ষেত্র করছিলেন—কিন্তু ব্যাঙ্কের উপায় ছিল না কিন্তু এই অত্যন্ত আপত্তিজনক কাজের দ্বারা ব্যাঙ্ক জনচক্ষে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললেন। এই দরিদ্র দুর্গত জেলার অত্যন্ত নিগৃহীত মানুষদের ওপর ব্যাঙ্কের এই অত্যাচারমূলক আচরণে জেলায় তীব্র জনমত সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাঙ্ক বা সরকার যিনিই তদন্ত করুন—শত শত সাক্ষী এর সত্যতা প্রমাণিত করবেন।

লোকব্রতীকে ঋণ দিতে এগিয়ে দিয়ে চাষীর ক্ষতি সাধন

আগেই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি যে, ব্যাঙ্কের কথায় লোকব্রতী কিভাবে বিরাট সংখ্যক চাষীকে আংশিক ঋণ দিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক ঐ চাষীদের নামে ঋণ মঞ্জুর করলেন না। ফলে চাষীরা আংশিক সাহায্য পেয়ে ভালভাবে চাষ করতে পারলেন না—তাঁদের অনেক ক্ষতি হল। এইভাবেও ব্যাঙ্ক চাষীদের বিশেষ ক্ষতি করলেন।

আমাদের সরবরাহ বিভাগের আরো যে ক্ষতি করা হল

আমি আগে প্রদত্ত বিবরণে দেখিয়েছি—সাগমা ও বঙ্গবাড়ী দু' কৃষিকেন্দ্রের জন্য মাঝপথে টাকাকড়ি বন্ধ ক'রে—পুরো সব ব্যবস্থা না ক'রে—ব্যাঙ্ক আমাদের কতো ক্ষতি করেছেন। আমরা বলেছি—আমাদের সরবরাহ বিভাগের কাজও তাঁরা পিছনের দরজা দিয়ে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। এখন বলছি সাক্ষাৎভাবেও বিসদৃশ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে, তাঁরা আমাদের সরবরাহ বিভাগের কাজকে মাসের পর মাস আটকে রেখে ...এখনো পর্য্যন্ত সাংঘাতিক ক্ষতি করে চলেছেন। আমাদের কাছ থেকে মাল কিনে, তার টাকা আজও পর্য্যন্ত না দিয়ে, ঘাটতি দেখিয়ে, মাল কেনার জন্য টাকা ছাড়ছেন না। এঁরা হয়তো ভাবছেন---কতকগুলো কৌশলপূর্ণ অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের রাস্তা পরিষ্কার করে নেবেন।

এবারে অন্যদিক : কংগ্রেসী আমলের সুযোগে

এক দারোগা বাবুর অদ্ভুত কীর্ত্তি

এবারে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি যে, কংগ্রেসের সর্বাত্মক আক্রমণের অঙ্গ হিসাবে কিছু কংগ্রেসী লোকেরা পরিকল্পনা ক'রেই লোকব্রতীর দ্বারস্থ হলেন—এই মতলবে যে, সুবিধে আদায় করাও হবে আর লোকব্রতীর বেশ ক্ষতি করাও হবে। বছর পাঁচেক আগে—লোকব্রতীর সহর অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী একটি ছেলেকে নিয়ে এলেন যে, সে কাজ খুঁজছে—ওকে অফিসে রাখলে ওর সুবিধে হয়। আমি ভাবলাম অভাবী ছেলে—কাজ দিলাম। তখন জানতাম না যে, সে এক দারোগা বাবুর ছেলে। এবং তখন জানতাম না যে এই অনুকম্পার বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে অভাবিত প্রতারণা পাবো।

নাছোড়বান্দা দারোগা বাবু ও তাঁর স্ত্রী

৪০০০৲ টাকা ধার আদায় করলেন

ছেলেটিকিছুদিন কাজ করার পর, আমাদের ঐ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী এবং তাঁর বন্ধুরা একদিন ঐ ছেলেটির মাকে (এক দারোগা বাবুর স্ত্রীকে) নিয়ে অফিসে এলেন। ভদ্র মহিলা ভীষণ ধরে পড়লেন যে, একটা বাড়ী কিনবার জন্য আংশিক টাকা তাঁরা একজনকে দিয়েছেন—বাকি টাকাটা নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে না দিলে—আংশিক টাকাটা যাবে এই চুক্তি আছে। সেজন্য চার হাজার টাকা দিতেই হবে। ওঁদের একটা জমি খুব শীঘ্র বিক্রি হবে—হলেই টাকা ফেরৎ দেবেন—বড় জোর মাস দু' সময়। বললাম—আমাদের পুঁজি আটকানো মুস্কিল ভেবে দেখবো। তারপর দিনকতক ধ'রে দারোগা বাবু ও তাঁর স্ত্রী অফিসে এসে ধর্ণা দিতে লাগলেন যে, না দিলে ভীষণ বিপদে পড়ছেন—বহু ক্ষতি হচ্ছে। তাঁরা হলফ করে বললেন নিশ্চয়ই শীঘ্র ফিরিয়ে দেবেন। যারা দারোগাবাবুকে ও তাঁর স্ত্রীকে আমার কাছে এনেছিলেন—তাঁরা ভরসা দিলেন—দেওয়া চলতে পারে। তখন ভাবলাম—পুলিস বিভাগের এক সম্মানিত চাকুরে—তিনি কি আর গোলমাল করবেন? তাছাড়া তাঁর হিতৈষীরা ভরসা দিচ্ছেন। আমি ৪০০০৲ টাকা দিয়ে দিলাম। আপাততঃ দারোগা বাবুর নাম দিচ্ছি না। পরে নাম প্রকাশ করব। অন্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করব।

একজন দারোগা কংগ্রেসী শাসনের জোরে

বেমালুম টাকা হজম করলেন!!

তারপর দু মাস গেল—তিন মাস গেল—ওঁদের জমি আর বিক্রি হয় না। ওঁদের বাড়ী আনাগোনা আরম্ভ করলাম। ওঁরা তখন বলেন—থামুন—জমি বিক্রি হোক। জমি বিক্রির দায় তখন আমার। বহু ধরাধরির ফলে মাত্র কয়েক দফায় শ পাঁচেক টাকা আদায় হোল। তারপর মাসের পর মাস যেতে লাগল একেবারে চুপ। বলেন হাতে টাকা নেই। অথচ বাড়ী কেনার পর ওঁদের বাড়ী ভালভাবে মেরামত করা হল—তারপর এ্যাম্বাসাডার গাড়ী কেনা হল। কিন্তু আমাদের দরিদ্র সাধারণ মানুষের কাজের জন্য আটকানো পুঁজি ফেরৎ দেবার জন্য ওঁর টাকা নেই। চোর-ডাকাত, প্রতারক, জালিয়াত ধরবার জন্য দারোগা বাবুদের পদ। সেই দারোগা বাবুই নিজে বিপদের সময় টাকা নিয়ে অকৃতজ্ঞের মতন বেমালুম টাকাটা হজম ক'রে দেবার সাহস প্রকাশ করলেন। ওঁর জোর ছিল যে, দেশে চলছে কংগ্রেস শাসন।

শেষে আই. জিকে ব'লেও কোনো প্রতিকার হল না

দারোগাবাবুর কাছ থেকে টাকা আদায় হবে না বুঝে, পুলিসের আই, জিকে কলকাতায় বারবার বললাম। উনি আশ্বাস দেন আর বলেন আপনার দেওয়া বিবরণ হারিয়ে ফেলেছি আবার দিন। আই, জিকে আমি যে, বারবার চিঠি দিয়েছি তার প্রমাণ আছে। কিন্তু বুঝলাম উনি কিছু করবেন না। দারোগা বাবুর এই সমস্ত কীর্ত্তি কলাপের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ পত্র সবই আছে। কংগ্রেসী আমলের এই সব পুলিস প্রভৃতির বিবেকহীন অত্যাচার বিষয়ে নতুন অকংগ্রেসী রাজ্য শাসনে প্রতিকার লাভের পথ কী হবে তাও প্রয়োজন হ'লে দেখতে হবে।

আর একটি কংগ্রেসী মস্তানের (কনট্রাকটারের)

অদ্ভুত জালিয়াতীর কীর্ত্তি

এর নামও এখন এখানে দিচ্ছি না। সরকারের অনুগ্রহভাজন একটি কনট্রাকটার পরিবারের ইনি তরুণ যুবক। কংগ্রেসী মস্তান। ব্রাহ্মণ সন্তান। আমাদের এক স্বর্গত বিশিষ্ট কর্ম্মীর নাতির সুবাদে আমাদের সঙ্গে পরম ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে আমাদের নাতি হয়ে পড়লেন। নদীতে পুল বাঁধার কাজ নিয়েছেন এঁরা। লোকব্রতীর ট্রাক, ট্রাকটার, জীপ, পাম্প প্রভৃতি ভাড়ায় নিতে লাগলেন। প্রথম প্রথম কিছু ক'রে টাকা দিতে লাগলেন, বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য। এদের নামে হাজার হাজার টাকার বিল হ'তে লাগল। এ হেন সময়ে ঐ ছোকরাটি এক দারুণ কাণ্ড করে বসল যাতে লোকব্রতীর বহু হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে গেল।

তখন গ্রীষ্মকাল। কলকাতার এক বীজ বিক্রেতা ব্যবসায়ীর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট ক'রে, সাগমা কৃষিকেন্দ্রের ৫০ বিঘা জমিতে সব্জী চাষ করা হল—বীজ উৎপাদনের জন্য। তাছাড়া আরো বহু জমিতে বোরো ধানের ও অন্যান্য গরমের আবাদের জন্য প্রস্তুতি হচ্ছিল। ঐখানে ২৩ ঘোড়া শক্তির একটা বৃহৎ পাম্পে নদী থেকে অবিরত জল তুলে জমিগুলিতে দেওয়া হচ্ছিল। প্রতিদিন পালা ক'রে এক এক একটা দিক পাটানো হচ্ছিল। এহেন সময়ে ঐ মস্তানটি ধ'রে বসল যে, ২৩ ঘোড়া পাম্পটি তিনদিনের জন্য ওকে দিতেই হবে। না হলে ওর পুল তৈরীর কাজে সমূহ ক্ষতি হবে। আমাদের তখন সেচের কাজের ভীষণ চাপ। একদিনও পাম্প ছাড়া মুস্কিল। বহু ধরাধরি করায় দিন রাত্রি ভালভাবে নিজেদের সেচের কাজ ক'রে—মাত্র তিন দিনের জন্য ওকে পাম্প দিলাম। এবং বিশেষ ক'রে বললাম যে, তিন দিনের এক ঘণ্টার যেন দেরী না হয়—তাহলে অনেক আবাদ মারা যাবে

বিরাট পাম্পটা নিয়ে গেল। তিন দিন গেল, চার দিন গেল, পাঁচ দিন, ছয় দিন, ওর দেখা নেই। লোক ছুটল—বলল ওকেও পাওয়া যাচ্ছে না আর ওর পুল বাঁধার জায়গাতেও পাম্পটা নেই। বহু খোঁজাখুজি চলতে লাগল মাস দেড় কিছুই হদিস মিলল না। না মস্তানের, না পাম্পের। পরে খবর পাওয়া গেল আমাদের পাম্প আরেক কনট্রাক্টারকে সে ভাড়া দিয়ে নিজেগা ঢাকা দিয়েছে। সেই কনট্রাক্টারের লোকরা বল্লেন—তোমাদের কাছে পাম্প পাইনি। দু মাস যখন হল মস্তানকে রাস্তায় দেখা গেল। ধরলাম ওকে এবং ওকে নিয়ে গিয়ে পাম্পটা উদ্ধার করলাম। এই অভাবিত বাটপাড়ির ফলে, আমাদের ৫০ বিঘা সব্জী চাষের ক্ষেত সব শুকিয়ে গেল। অন্যান্য আবাদের প্রস্তুতিও মধ্য পথে মারা গেল। লোকব্রতীর কৃষি ফার্মের হাজার পঞ্চাশ টাকার ক্ষতি হোল! তাছাড়াও ঐ মস্তানের কাছে অন্যান্য বিল বাবত ৬। ৭ হাজার টাকা প্রাপ্য আছে। সে একবার এসে বলেছিল—ক্ষতিপূরণ হিসাবে দশ হাজার টাকা ও অন্য টাকা দেবে। কিন্তু সে আজও বেপরোয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে জানতো যে সে কংগ্রেসী মস্তান। তবে আজ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।—দেখি কতদূর কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

এক জমিদার তনয় ও এক ব্লক কর্ম্মীর (যুব কংগ্রেস সদস্যের) কীর্ত্তি

ঐ জমিদার তনয়টি ও তাদের পরিবারটি লোকসেবক সংঘের সাংঘাতিক বিরোধীরূপে পরিচিত। পুরুলিয়ার কাছাকাছি এক গ্রামের জমিদার। অরূটি যুব কংগ্রেসের হলেও আমাদের একটু শ্রদ্ধা করে। এরা দুজনে এসে বহু অনুনয় বিনয় ক'রে ধরল—ওরা যুক্তভাবে কৃষি কাজ করবে—কিছু কিছু জিনিষ ধারে নিয়ে যাবে। আমি শেষে রাজী হলাম। আমাদের অফিসকে কিছু মাল ধারে দিতে বললাম। পরে জানলাম—আমাদের বিক্রয় বিভাগের ছেলেদের সঙ্গে ভাব করে ওরা কয়েক হাজার টাকার মাল ধারে নিয়েছে। আর দেবার নাম নেই। বহু চেষ্টায় কিছু আদায় করলাম। কিন্তু এখনো অনাদায় রয়েছে—কয়েক হাজার টাকা। কয়েক বছর হয়ে গেল—ওরা বেপরোয়াই রয়েছে। এদের নামও এখন প্রকাশ করছি না। প্রয়োজন হ'লে পরে প্রকাশ করব।

(ক্রমশঃ)

অরুণচন্দ্র ঘোষ

মুক্তি

৬ই জুন, ১৯৭৭, সোমবার

জেলার শিক্ষিত সচেতন মানুষের প্রতি আবেদন

যাঁদের কাছে এই প্রবন্ধে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি—তাঁদের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন। এক শ্রেণী হচ্ছেন—জেলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। আর এক শ্রেণী হচ্ছেন—শিক্ষা দীক্ষায় উপাধিধারী না হলেও, সমাজ জীবনে সচেতন, অগ্রণী, কর্ম্মকুশল। অন্য আরেকটি শ্রেণী হচ্ছেন—জেলার বি ভিন্ন দল—রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

এঁদের সকলকে আমরা ধরতে পারি সমাজ-সচেতন মানুষ ব'লে—জনগণের মধ্যে অগ্রণী মানুষ বলে। এবং আমরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারি যে, এঁরা সকলেই সমাজ জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে নানা চিন্তা ভাবনা করছেন।

যাঁরা দেশ জীবনের নানা বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন—তাঁদের মধ্যে দুশ্রেণীর লোক আছেন। একদল হচ্ছেন—নীরব। অন্যেরা হচ্ছেন—সক্রিয়,—যাঁরা নিজেদের চিন্তা ভাবনাকে প্রকাশিত করতে, আলোড়ন সৃষ্টি করতে সর্ব্বদাই উদ্যোগী এবং তৎপর। মানব জীবনে সমস্ত কাজের, সমস্ত পরিবর্ত্তনের, সব বিপ্লবেরই মূল হল—চিন্তা। মানুষের অন্তর গুহা থেকে উত্থিত এই চিন্তা যখন বাইরে প্রকাশের তরঙ্গে বেগ সৃষ্টি করতে থাকে—তখনই রূপ দিতে পারে—কাজের, পরিবর্ত্তনের, বিপ্লবের।

পৃথিবীর সমস্ত দেশে দেশে—দেশের সমস্ত রাজ্যে রাজ্যে—রাজ্যের সমস্ত জেলায় জেলায়—যেখানে মানুষ তাদের চিন্তাকে—তাদের দাবী দাওয়াকে—তাদের অভিযোগকে—তাদের পরিকল্পনাকে যে রকম সবলভাবে, তীব্রভাবে সমাজের সামনে আলোড়িত করতে পেরেছেন—সেখানে সেই গতিতে তাঁদের অগ্রগতি সার্থক হয়েছে—তাঁদের দাবী স্বীকৃত হয়েছে—ইতিহাসই তা' বলে।

আমাদের এই জেলা অত্যন্ত দরিদ্র ; অত্যন্ত উপেক্ষিত, অভাবিতভাবে বঞ্চিত। এই জেলার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যেমন দেশের শাসনের কাছ থেকে আমরা সহায়তা ও সহানুভূতি চাই—তেমনি এই জেলার মানুষের নিজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য জেলার মানুষের দিক থেকেও যেন আত্মশক্তি স্বাবলম্বন শক্তি জেগে ওঠে—এও আমাদের দেখা চাই।

একটা কথা এখানে খোলাখুলিই বলব। আশা করি জেলার শিক্ষিত, অগ্রণী, সচেতন মানুষেরা মার্জ্জনাই করবেন। এবং ভুল কিছু বলে থাকলে প্রতিবাদ জানাবেন। অত্যন্ত দারিদ্র্য এবং প্রবঞ্চিত উপেক্ষিত অবস্থার জন্য দেশের শাসন জীবন যে অত্যন্ত দায়ী—সন্দেহ নেই। এই অবস্থার জন্য জেলার পরগাছা গোষ্ঠীও যে অত্যন্ত দায়ী—তাও সন্দেহ নেই। কিন্তু এর জন্য কি আমরা এই জেলার অগ্রণী, শিক্ষিত, সচেতন মানুষরাও দায়ী নই?

এই জেলার প্রতি শাসন বিভাগের সর্বাত্মক উপেক্ষা ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে—বা তাঁদের কাছে আমাদের দাবী দাওয়া তুলে ধরার প্রয়োজনে—এই জেলার অগ্রণী মানুষদের পক্ষ থেকে যে-তীব্র এবং ক্রমান্বিত,—সম্মিলিত এবং সংঘবদ্ধতাপূর্ণ দাবী দাওয়া তোলার প্রয়োজন ছিল—সেই দায়িত্ব আজও আমরা পালন করতে পারিনি—একথা বললে কি অপরাধ হবে?

সার্থক জনমত প্রকাশের একটা বড়ো বাহন হোল—সংঘবদ্ধতা। আমাদের জীবনে মত ও পথ প্রভৃতির কারণে আমরা ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন ধারায় দল গঠন ক'রে কাজ করে থাকি—তা' স্বাভাবিক। তবু আমরা কৃষ্ণ ভক্ত বা হরিভক্তরূপে নিজ নিজ রুচি অনুসারে ইচ্ছামত ধর্ম্মমত যখন অনুসরণ করি তখন গ্রামে আক্রমণকারী এলে, একযোগে তাদের বাধা দিতে আমরা সব মতের পূজারীরা অগ্রসর হতে বাধা দেখি না। বরং দরকারই বোধ করি। দলগুলির পার্থক্য রেখেও, এখানেও আমরা এই জেলার দাবী দাওয়া নিয়ে, সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে অনায়াসে পারি। তাতে আমাদের প্রত্যেক দলেরই মহানুভবতা ও মর্য্যাদার পরিচয়ই হবে। তবে এখানে সেই সব দলেরই কথা বলা হচ্ছে—যারা দেশের সামনে জনশত্রুরূপে চিহ্নিত হয়নি।

কেন্দ্রে আজ জনতা পার্টির শাসন প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এই রাজ্যে এবার যে কোনো এক দল শাসনে আসবেন আমরা আশা করতে পারি। যে দলই শাসনে আসুন—আমাদের এই অত্যন্ত দুর্গত জেলার বঞ্চিত জীবনের দাবী দাওয়া নিয়ে, আমরা যদি যোগ্যতার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে সুপরিকল্পিত কর্ম্মতালিকার সঙ্গে, সম্মিলিত চেষ্টার সঙ্গে তাঁদের ওপর অবিরত চাপ সৃষ্টি করতে পারি—তবে নিশ্চয়ই আশাজনক কার্য্যকরী ফল শীঘ্রই দেখা দেবে—আমরা আশা করতে পারি।

লোকসভা নির্বাচনের প্রারম্ভ কাল থেকেই, মুক্তির পক্ষ থেকে,—লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে এই জেলার অগ্রণী মানুষদের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে—এই জেলার দাবী দাওয়া বিষয়ে সম্মিলিত পরিকল্পনা সমূহ রচনা করার জন্য। এবং তার সঙ্গে এ বিষয়ে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করার জন্য। সে সবের প্রকাশ দানের জন্য মুক্তি পত্রিকা যে সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে—তা যেমন আমাদের দিক থেকে জানানো হয়েছে—তেমনি তা' সকলের আজ জানাও আছে।

গত ৩০ বছর ধ'রে কংগ্রেসী শাসনে অবিরত অত্যাচার, অবিচারের প্রতিকারের জন্য দেশে যথার্থ গণচেতনা জেগে উঠতে পারেনি। জরুরী আইনের ১৯ মাসে গণতান্ত্রিক জীবনের ওপর যে চরম অত্যাচার ও অভাবিত পাশবিকতা অনুষ্ঠিত হয়—তাতে দেশের জনমন তীব্রভাবে ন'ড়ে ওঠে। অসহনীয় শাসনের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য মানুষের মনের ভেতর যে ব্যগ্রতা চিন্তার রূপ নেয়—সেই চিন্তাই লোকসভা নির্বাচনের ভেতর দিয়ে নীরব বিপ্লবের প্রকাশ দান করেছে। তাতে সমস্ত বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

নীরব বিপ্লবের এই গণ চেতনা ছিল—নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। চেতনাহীন গণজীবনের চেয়ে এই প্রকাশ অভাবিত অগ্রগতির পরিচয়। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঐ নীরব বিপ্লব সক্রিয় জাগরণের প্রকাশ রূপে দেখা দেয়নি। দেশের জনগণের ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রকাশের ভেতর দিয়ে নীরব বিপ্লবের রূপে, যে-মৌন গণচেতনা দেশের জীবনে আজ রূপ পেয়েছে তাকে আজ সক্রিয়, সংহত, সংঘবদ্ধরূপে বেগবান ক'রে তুলতে হবে—আমাদের কাছে এই বিরাট কাজের আহ্বান রয়েছে।

সারা ভারতের জনগণের সঙ্গে আমাদের এই জেলার মানুষও বিগত নির্বাচনের মাধ্যমে নীরবে কংগ্রেস শাসনকে অদ্ভুতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা কংগ্রেসকে চায় না একথা ভোটের মাধ্যমে নীরবভাবেই জানিয়েছে। এই মৌন জনচেতনাকে সক্রিয় বলিষ্ঠ ক'রে তুলতে হবে। এই দেশে জনগণের জন্য কোন্ শাসন থাকবে, না থাকবে—তা' স্থির করার অধিকারও যেমন এই জেলার মানুষের আছে—তেমনি তার অধিকার আছে—জাতীয় জীবনে তার ন্যায্য হক সমূহ কী, তা' বুঝে নেবার ও আদায় করার। তার অধিকার আছে—শাসনের নামে তাকে প্রবঞ্চিত ও শোষিত করার বিরুদ্ধে আকাশ আলোড়নকারী তার প্রতিবাদ জানাবার।

জেলার অগ্রণী মানুষেরা আজ এগিয়ে আসুন—জেলার দাবী দাওয়া বিষয়ে এই জেলার জনমত আন্দোলিত ও সংহত করুন। তাঁদের নেতৃত্বে জেলার জনমত এ বিষয়ে উচ্চারিত, উদ্বেলিত হোক। আর এগিয়ে আসুন জেলার দলগুলি—মতের ও পথের পার্থক্য সত্বেও,—চির-উপেক্ষিত, শোষিত বঞ্চিত এই জেলার দ্রুত, সম্যক উন্নয়নের জন্য তাঁরা মিলিত এক কর্ম্মপন্থার রূপ দান করুন।

পাথরবন্দীর পাপ থেকে মুক্তির পথ

বিগত ২৩শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত, বাঁকুড়া জেলার রায়পুর ব্লকের সেই দুর্ভাগা পাথরবন্দী গ্রামের অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনা, সারা দেশের মানুষের মনকে আজ অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে।

শিশু, বৃদ্ধ সহ ১১ জন নর, নারীকে তাদেরই দেশের একদল মানুষ—তাদেরই প্রতিবেশী কয়েকজন সাংসারিক মানুষ—ঘরে আগুন দিয়ে জীবন্ত

দগ্ধ ক'রে মেরেছে। একথা মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না। কিন্তু নির্মম সত্য এই যে, এ ঘটনা আমাদেরই সমাজ-জীবনে ঘটেছে। এই জাতীয় সাংঘাতিক বর্বর ঘটনা আমাদের সমাজ জীবনে আজও আরো ঘটছে।

আমাদের ভারতবর্ষ এক মহান সংস্কৃতির, এক মহান সামাজিক আদর্শের ঐতিহ্য বহন করছে ব'লে, আমরা গর্ব্ব ক'রে থাকি। আমাদের সমাজ জীবনের জন্য সে আদর্শ, সে ঐতিহ্য জমা করা আছে সত্য। কিন্তু তার কতটা আজ আমরা আমাদের বাস্তব সমাজজীবনে গ্রহণ করতে পেরেছি—কতটা আমরা গ্রহণ ক'রেও তাকে জাগিয়ে রাখতে পারিনি—আজ তার অত্যন্ত জরুরীভাবে হিসাব নেবার সময় এসেছে। আর হিসাব নিতে হবে এই বিষয়ে যে, এই গ্রহণ করানোর কাজ—এই জাগিয়ে রাখার কাজের মূল দায়িত্বটা সমাজ জীবনে আজ কারা বহন করবেন? পাথরবন্দীর এই শোচনীয় ঘটনা দেশের বহু মানুষকে আজ নিজেদের সামাজিক জীবনের বিষয়ে আত্মসমীক্ষায় মগ্ন করেছে।

পাথরবন্দীতে আজ যে ঘটনা ঘটল—তার মধ্য দিয়ে দেশের আজকের ব্যাপক জীবনের আভ্যন্তরীন অবস্থার—একটা দিকেরই পরিচয় ঘটল। সে দিকটা হচ্ছে সামাজিক দিক। তেমনি সেই দিকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আজ আমাদের রাজনৈতিক জীবনের দিক,---অর্থনৈতিক জীবনের দিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের দিকও কী পর্য্যায়ে কোথায় নেমে এসেছে—তারও হিসাব নেবার এবং সে সবের অন্তর্নিহিত রোগের মূল প্রতিকার নির্ণয় করবার আজ সময় এসেছে। এবং দেশের সমগ্র জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় দেশের এই সমাজ জীবনের রূপ আসলে কী অবস্থায় রয়েছে—তা' নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

রাজনৈতিক জীবনে সাধারণভাবে ক্ষমতার লোভ, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, অহমিকা—শাসন ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের কিছুটা স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা প্রভৃতি সব সময়ই থাকবে—একেবারে যাবেনা এই ধারণা পৃথিবীর অনেক দার্শনিকেরই কিন্তু তাই ব'লে সমাজের হাত থেকে বিশ্বাসের বিনিময়ে ক্ষমতার দায়িত্ব নিয়ে, দেশের মানুষকে সমস্ত রকম পেষণ যন্ত্রে দলিত, নিষ্পেষিত, অসম্মানিত করে,—তাকে লুণ্ঠনে শেষ ক'রে,—তারপর সবই নিজেরা লুঠ ক'রে নির্লজ্জের মতন খাবো এহেন দানবমূর্ত্তি আজও আমাদেরই দেশের রাজনৈতিক জীবনে ঘটবে ব'লে আমরা তৈরী ছিলাম না। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তারই ছবি দেখলাম।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক জীবনেও আমরা সেই একই ছবি আজ দেখছি। নিরন্ন, ক্ষুধার্ত্ত মানুষের জন্য ক্রয় ক্ষমতা বিষয়ে শোচনীয় ভাবে বিপন্ন মানুষের জন্য, সরবরাহের ভার আজ যাদের হাতে—তারা আজ সমস্ত রকম বিবেক বুদ্ধিহীন। তারা আজ হাঙর, কুমীর, শ্বাপদ এবং বনের হিংস্র শার্দ্দুলের পর্যায়ে নেমেছে। রোগার্ত্ত পঙ্গু মানুষেরা—যারা চিকিৎসার জন্য ওষুধের দোকানের দ্বারপ্রান্তে হাজির হচ্ছে—সেই বিপন্নদের হাতে অর্থের বিনিময়ে ভেজালের বিষ তুলে দিতেও হাত কাঁপছেনা—এমন হৃদয়হীন মানুষেরাও আজ আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আছে।

আর আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন? সুরুচি পূর্ণ, শালীনতা পূর্ণ, সুন্দর সাংস্কৃতিক জীবনের রূপ দেখবো কোথায়—তার পাশে চতুর্দ্দিকে আমরা দেখছি সিনেমার রাজত্বে, সংবাদ পত্রের রাজত্বে, আধুনিক গল্প সাহিত্যের রাজত্বে আর এক মারাত্মক উৎকট ছবি। প্রমত্ত নেশা ও অপরাধ প্রবণতায় উগ্র-মানুষের দল—হৃদয়হীন, প্রেমহীন হাল্কা জীবন বিলাসে মগ্ন মানুষের দল সাংস্কৃতিক জীবনের নাম আজ আত্মপ্রবঞ্চনা করছে—দেশের জাতির সংস্কৃতিকে আজ উপহাসের জিনিষে পরিণত করছে।

দেশের এহেন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের পাশে তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চলেছে—আজকের দিনের আমাদের সামাজিক জীবনধারা। যার মধ্য থেকে সম্ভব হচ্ছে—ঐ পাথরবন্দীর ঘটনার মত ভয়াবহ ঘটনা। সামাজিক কলহ থাকে দলাদলি থাকে—সম্পত্তি নিয়ে টানাটানি থাকে—পারিবারিক কলহ থাকে—নানা বিরোধ বিসম্বাদ সমাজ জীবনে থাকেই। কিন্তু তাই ব'লে যাদের সঙ্গে বিরোধ বিসম্বাদ ঘটবে তাদের নির্বিবাদে পুড়িয়ে মারতে হবে—অনায়াসে ছারপোকা মারার মত ছুরি চালিয়ে প্রাণ নিতে হবে অবিচলিত চিত্তে বিষ দিয়ে হত্যা করতে হবে—এহেন জীবনধারা একটা আগ্নেয় গিরির ওপর বসে থাকার চেয়ে অন্য কিছু নয়।

আজ কয়েক বৎসরের দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমরা দেখলাম যে, সাধারণ রাজনৈতিক দলাদলি নিয়ে—কতকগুলো রাজনৈতিক ধারণাকে লড়াইয়ের উপলক্ষ্য রূপে তৈরী করে নিয়ে—কত যে খুন জখম হয়ে গেল—কত যে হাজার হাজার নিরপরাধী তরুণ প্রাণ চলে গেল—কত যে রক্তপাত হয়ে গেল তার হিসেব নেই।

পারিবারিক জীবনের ঘরোয়া কলহেরও কী সব ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে—খবরের কাগজ খুললেই প্রায়ই আমরা তা' দেখতে পাচ্ছি। ভদ্র, শিক্ষিত, উন্নত পরিবার ব'লে পরিচিত—কতো পরিবারের জীবনে ঘরের আপনজনকে বিষ দিয়ে হত্যা—আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা—আরো কতো নৃশংস উপায়ে জীবন শেষ করার ঘটনা সমাজ জীবনে সহজ নিঃশ্বাসের মত ঘটছে। এসব আজকের তথাকথিত উন্নত সমাজ জীবনে গভীর দুর্দ্দৈবেরই ইঙ্গিত বহন করছে।

সারা দেশের জীবনে, সমাজের অন্ধকার স্তরে, আজও আর এক বিরাট সম্প্রদায় রয়েছে—যাদের শিক্ষা নেই—মানবতা বোধ নেই—সমাজ-জীবন ধারার পরোয়া নেই—যারা স্থায়ী পেশাদার হিসাবে নিত্য অনায়াসে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জালিয়াতি, রাটপাড়ি, বলাৎকার প্রভৃতি ক'রে যাচ্ছে। অতি সামান্য স্বার্থের জন্য তারা মানুষকে খুন করতেও দ্বিধা বোধ করে না। এদের জন্য আবার আমরা সমাজ ব্যবস্থার নামে—সমাজ-সংস্কারের নামে, হৃদয়হীন কারাপ্রাচীরের ফাঁদ পেতে, সমাজকে রক্ষা করার এক অন্ধ আত্মসন্তুষ্টি নিয়েও আছি। কিন্তু শুধু এসব জোড়াতালিতে আজ আর চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা সেই সমাজেই বাস করছি—যে সমাজের মানুষ আগুনের কুণ্ড হতে পলায়নপর শিশুকেও রেহাই দিতে কোনো হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করে না!

এসবই আজও আমাদের জীবনে আছে—এই বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে হবে। আমাদের আজকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্ত দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন ভাবে আজ হিসাব নিতে হবে। এবং সমাজ সম্পর্কে যাঁদের অন্তরে দায়িত্ববোধ আছে—তাঁদের আজ এই অন্ধকারপূর্ণ সাগর পাড়ী দেবার রাস্তা বের করতে হবে।

প্রতি মানুষের কাছ থেকে প্রতি মানুষের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—প্রতি মানুষের জন্য প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব রয়েছে—প্রতি মানুষের জন্য প্রতি মানুষের কাছ থেকে সহৃদয়তার যে গভীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—তার বোধ জাতির অন্তরে জাগাতে না পারলে সত্যকার সমাজ জীবন গ'ড়ে ওঠতে পারবে না। সমাজ জীবনে দ্বন্দ্ব থাকবে, বিরোধ থাকবে, পারস্পরিক বহু অভিযোগ থাকবে—কিন্তু তার সমাধান জঙ্গলের আইনের পথে নয়। তার সমাধান সমাজ-ব্যবস্থার পথে—দেশের আইন ব্যবস্থার পথে—এ বোধ মানুষের মধ্যে জাগাতেই হবে। মানুষকে বোঝাতেই হবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এই সত্য বারম্বার প্রমাণিত হয়েছে যে, জঙ্গলের আইনের পথ ধরলে, সমাজ-জীবনে সর্ব্বাত্মক যে বিশৃঙ্খলা আসে,—তার মধ্যে কারো জীবন, ধন, সম্পদের কোনো নিশ্চয়তা কিছু থাকে না।

এই সমাজ-বোধ জাগাবার কাজ একদিন একটা সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লিখে সম্পন্ন হতে পারেনা। **এর জন্য স্থায়ী কাজের বিবিধ ধারা অনুসরণ** করতে হবে। এর জন্য নানাবিধ সংস্থাকে বহু কাজ গড়ে তুলতে হবে। যে ভাবধারাগুলিকে জাগিয়ে তুলতে হবে—সেইগুলি দেশের সামনে তুলে ধরতে হবে। কবিকে, কথা-সাহিত্যিককে, নাট্যকারকে, শিল্পীকে, সুরকারকে ঐ কাজের অগ্রধার হ'তে এগিয়ে আসতে হবে।

এর জন্য সরকারকে যে কাজের ভার নিতে হবে সেই কাজ শাসন জীবনে আজ সবচেয়ে বড়ো কাজ। সে কাজ হল—গণশিক্ষা। কিন্তু এ কাজ আজও আমাদের দেশের শাসন জীবনে কোনো গুরুত্বের স্থান পায়নি। আজ এর জন্য অনবদ্য, ব্যাপক, স্থায়ী এবং কার্য্যকরী কর্ম্ম-পরিকল্পনা ও কার্য্যধারাসমূহ নিতেই হবে।

আর সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব রয়েছে—দেশের কতকগুলি দলের; আর সেই সব দলের কর্ম্মীবাহিনীর একটি বড় অংশের। কর্ম্মী বাহিনীর সেই অংশের একমাত্র কাজ হবে—তপস্বীর মতো গণ সংযোগ, সাধকের মতো গণসংগঠন, গণশিক্ষা এবং গণচেতনার কাজে ডুবে থাকা। বহু দীর্ঘ দিনের বহু পাপের প্রায়শ্চিত্ত সহজে সারবার নয়। দেশকে জাতিকে এবং তার অগণিত নিঃস্বার্থ পর ত্যাগী সাধককে সুদীর্ঘকাল ধ'রে প্রায়শ্চিত্ত উদ্যাপনের মত এই মহান ব্রতে ব্রতী থাকতে হবে—তবেই সারা দেশের পাথরবন্দীর মানুষেরা মুক্তির আলো পাবে।

১৩ জন হরিজনকে পুড়িয়ে মারার এক ভয়াবহ ঘটনা!

বাঁকুড়া জেলার পাথরবন্দীর মর্ম্মান্তিক ঘটনার সংবাদের পর কয়েকদিন যেতে না যেতেই আর এক অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটল পাটনা রাজ্যের পাটনা জেলায়। সংবাদ পরিবেশনকারী সংস্থা "সমাচার" সংবাদ দিয়েছেন যে, পাটনা জেলার বাড় থানার অন্তর্গত বেলছি গ্রামে গত ২৭শে মে একজন হরিজনকে গুলি ক'রে মারা হয় এবং আর ১৩জনকে আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

সংবাদে বলা হয়েছে যে, প্রায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র ব্যক্তি ঐ দিন দুপুরে ঐ গ্রামে হানা দেয়। তাদের গুলির আঘাতে চল্লিশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি তার বাড়ীর দুয়ারে প্রাণ হারায়। পরে ঐ দুর্ব্বৃত্তরা কাঠ ও খড় জোগাড় করে। এবং তাতে ডিজেল দিয়ে আগুন ধরায়। ঐ আগুনে প্রথমে তারা গুলি ক'রে মারা লোকটিকে নিক্ষিপ্ত করে। তারপর তারা ৯ ও ১৩ বছরের দুটি ছেলেকে এবং ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের আরো এগারো-জনকে ধরে আনে এবং তাদের হাত পা বেঁধে ঐ দুর্ব্বৃত্তেরা ঐ ১৩জনকে আগুনে ফেলে দেয়।

আগুনে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের চিৎকারে গ্রামের মানুষেরা ছুটে আসে। কিন্তু সশস্ত্র দুর্ব্বৃত্তেরা তাদের কাছে আসতে দেয় না।

সংবাদ পেয়ে পুলিস তদন্তে আসে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। জানা গেছে যে, ঐ দুর্ব্বৃত্তেরা "বন্দুকধারী পার্টি" ব'লে ঐ সব অঞ্চলে পরিচিত। ঐ পার্টি ঐ ভাবে গ্রামের পর গ্রামকে সন্ত্রস্ত ক'রে রেখেছে। অনেকের ধারণা—ওদের সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক নেতার যোগাযোগ আছে।

ঐ গ্রামের লোকেরা দাবী জানিয়েছে—হাইকোর্টের কোনো বিচার পতিকে দিয়ে তদন্ত করা হোক। পুলিস কেন অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে পারছে না সে সম্পর্কেও তারা পূর্ণ তদন্তের দাবী করেছেন। নিহতদের পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার দাবীও ঐ গ্রামবাসীরা করেছেন। কী জন্য, কেন এতগুলি হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করা হল—এই প্রশ্নের জবাব এখন অন্ধকারের গর্ভেই নিহিত। ৩০ বৎসর স্বাধীন জীবনের পরও দেশে এহেন অরাজক অবস্থা অবাধে সৃষ্টি করার জিন রয়েছে দেখে মানুষ আতঙ্কিত হচ্ছেন। এবং সমাজ জীবনের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এ রকম সাংঘাতিক নৃশংসতা খুবই চিন্তার বিষয় ব'লে মানুষ মনে করছেন।

পুরুলিয়ায় নির্ব্বাচনী সফরে কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু

গত ২রা জুন তারিখে স্থানীয় রাস ময়দানে বামপন্থী জোটের এক নির্বাচনী সভায় বিশিষ্ট মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা ও পলিট ব্যুরোর সদস্য শ্রীজ্যোতি বসু ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে গত লোকসভার নির্বাচনে, শ্রীমতী গান্ধীর ভ্রান্ত নীতি বিরোধীদের পক্ষে বিশেষ সুযোগ এনে দেয়—ফলে কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করা সম্ভব হয়। লোকসভার নির্ব্বাচনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান বিধানসভার নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে বামপন্থী জোট যে বন্ধুত্বের হস্ত জনতা পার্টির উদ্দেশ্যে প্রসারিত করেন সেটা জনতা নেতৃবৃন্দ প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল—জনতা নেতৃবৃন্দের অনৈক্যসূচক মনোভাবের জন্য তা সম্ভব হবে না। শ্রীবসু আরও বলেন যে জনতা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আপোষ রফার অনুকূলে থাকলেও রাজ্য স্তরের নেতৃবর্গ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বিরোধী মনোভাব দেখান। বামপন্থী জোটের সঙ্গে মিলিত সংগ্রামের বিরোধী মনোভাবের যুক্তি প্রসঙ্গে জনতা নেতৃবৃন্দ বলে থাকেন যে গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদের কোনও ক্ষেত্রেই মিলন সম্ভব নয়। এই যুক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীবসু বলেন যে জনতা নেতৃবৃন্দ মার্ক্সবাদ যেমন জানেন না—তেমনি গান্ধীবাদও বোঝেন না—তাই এই সব তত্ত্বের অবতারণা করেন।

আসন ভাগাভাগীর প্রশ্নের জের টেনে শ্রীবসু আরও বলেন যে গত লোকসভার নির্বাচনে জনতা নেতা শ্রীপ্রফুল্ল সেনের দাঁড়াবার জন্য যখন আসন জুটছিলো না—তখন সি-পি-এমের নিকট আরামবাগ আসনটি প্রফুল্ল বাবুর জন্য ছেড়ে দেবার প্রস্তাব আসা মাত্র সেই আসন ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সি-পি-এমের দু মিনিট সময়ও লাগে নি। তারপর সদ্য গঠিত জনতা পার্টির উপযুক্ত সংগঠন ও কর্ম্মীর অভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যখন অসহায় বোধ করছিলেন—তখন সি-পি-এম তাঁদের ভরসা দেয় এবং নির্ব্বাচনে জয়ী করে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে জনতা দলই শক্তিশালী এই দাবীর অর্থহীনতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীবসু বলেন যে গত লোকসভার নির্বাচনে জনতা দল যেখানে মাত্র ১৩টি আসন পেয়েছে—সে ক্ষেত্রে মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি একাই ২০টি আসন জয় করে। সাধারণ বুদ্ধিতে এই তথ্যের দ্বারা কোন্ দল প্রকৃত শক্তিশালী জনসাধারণ সেটা বিচার করুন।

১৯৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতনের পর থেকে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের কাল পর্য্যন্ত সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি সর্বাপেক্ষা নির্য্যাতীত ও নিগৃহীত দল বলে শ্রীবসু দাবী করেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁদের ১১০০ জন কর্ম্মী খুন হয়েছেন এবং ৩০ হাজার কর্ম্মী উৎখাত হয়েছেন ব'লে শ্রীবসু জানান।

শ্রীবসু দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী জোট সরকার গঠন করবে এবং অন্যান্য রাজ্যের সম্ভাব্য জনতা দলের সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতারূপে জনগণের কল্যাণমূলক কার্য্যক্রম রূপায়িত করবেন।

সি-পি-এমকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভয় করে এবং চায় না শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের এই বক্তব্যের সমালোচনা করে শ্রীজ্যোতি বসু ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে কিভাবে জয়লাভ করে সেই সকল তথ্য প্রদান করেন।

সারা ভারতে কোনও রাজ্যে কংগ্রেস কর্ত্তৃক সরকার গঠনের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে শ্রীবসু বলেন যে কংগ্রেসীরা নির্লজ্জের মত এই নির্ব্বাচনে কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে—তা তিনি বুঝতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রীসভার দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারীর উল্লেখ করে শ্রীবসু বলেন যে আজ না হয় কাল সিদ্ধার্থ বাবুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তিনি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং এস-ইউ-সির ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেন যে এরা বামপন্থী দলরূপে কখনই গণ্য হতে পারে না। তিনি বামপন্থী জোটের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য পুরুলিয়ার ভোটদাতাদের নিকট আবেদন জানান।

পুরুলিয়ার এই নির্ব্বাচনী সভায় ডাঃ অমরীশ মুখার্জী সভাপতিত্ব করেন এবং পুরুলিয়া কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীমহাদেব মুখার্জী, শ্রীচিত্ত মাহাত এম, পি, এবং শ্রীনিখিল ব্যানার্জী ভাষণ দেন। শ্রীব্যানার্জী তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে লোকসেবক সংঘের কংগ্রেস বিরোধী ও সংগ্রামী ভূমিকার ঐতিহ্য আছে। কিন্তু বর্ত্তমান নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী উপযুক্ত প্রার্থীকে ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার মাধ্যমে সমর্থন করার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা স্ব-বিরোধী।

শ্রীজ্যোতি বসু, আদ্রা, সাওতালডি, হুরা ও মানবাজারে নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেন।

WANTED

Wanted a Science graduate, preferably trained, in a leave vacancy (likely to be permanent) for Dhagara, Adibasi Junior High School, P. O. Jorberia, Dist. Puru i. Apply to the Secretary within 18 6.77 and appear at interview on 22.6.77 at 1-30 P. M. No T A. wi l be entertained.

Secretary

খরার পরিস্থিতির পর বর্ষার আবাদের সময় আসছে

মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। বীজ ধান ফেলার সময় এসে গেছে। বহু চাষী ছুটোছুটি করছেন—বীজ ধানের সন্ধানে। খরার নামে এই জেলায় ২১ কোটি টাকা নগদ ও ৯ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য রিলিফ কাজে খরচ করা হয়েছে। বহু লোকে অভিযোগ করছেন—রিলিফের বহু টাকা লুঠ হয়ে গেছে—যাদের পাবার পায়নি। ঐ রিলিফের টাকা থেকে একটা অংশ চাষীদের বীজ ধান সরবরাহের জন্য রাখা খুবই উচিত ছিল। নির্বাচনের হিড়িকে শাসন যন্ত্র ব্যস্ত। চাষীদের এই সংকটে এ বিষয়টি লক্ষ্য করার কেউ আছেন কিনা জানি না। অন্ততঃ জেলাধীশের পক্ষ থেকে এ বিষয়টি দেখা এখন অন্ততঃ দরকার।

শোক সংবাদ

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৪ সাল) বেলা ৩-৫০ মিঃ সময়ে সহরে সুপরিচিত মুনসেফডাঙ্গা আনন্দধাম নিবাসী শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরলোক গমন করিয়াছেন। গত তিন বছর তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি ও শ্রেষ্ঠ উদ্যান পরিচালনা বিষয়ে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। পুরুলিয়া সরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠান (হাতাড়া) ও বিভিন্ন কৃষি বিশেষজ্ঞ আধিকারীকদের সহিত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে তিনি ভালবাসিতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের আনন্দধামস্থিত উদ্যানটি নানা প্রকারের ফল, ফুল ও ঔষধি গাছের জন্য পুরুলিয়া সহর ও গ্রামাঞ্চলে বিশেষ সুখ্যাতি ছিল।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার তিন কন্যা, তিন পুত্র ও বহু আত্মীয় স্বজন রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত বহুকাল যাবৎ আমাদের ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁহার শোকাভিভূত পরিবার ও পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে জনতা প্রার্থী শ্রীমতিলাল মাঝি

আড়ষা বিধানসভা কেন্দ্রের জনতা প্রার্থী শ্রীমতিলাল মাঝি অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময় পথিমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ৪ঠা জুন তারিখে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হয়েছিল। এই ঘটনার ফলে, আড়ষা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ভোট গ্রহণ এখন বন্ধ থাকবে।

আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পাথর বন্দী ঘটনায় রাজনীতি নেই

ডি, আই, জি (সি, আই ডি) শ্রীবি, লাহিড়ী ২রা জুন রাজ্য সরকারের কাছে পাথরবন্দীর ঘটনা সম্পর্কে প্রায় ত্রিশ পাতার এক প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেছেন। সেখানে ১১ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার ঘটনার পেছনে রাজনীতির যোগ আছে ব'লে যে অভিযোগ ওঠে - সে বিষয়ে শ্রীলাহিড়ী বলেছেন যে, ঐ ঘটনার মধ্যে রাজনৈতিক কোনো যোগাযোগের প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি। এখনও ব্যাপক তদন্ত চলছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া যাবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

"পুরুলিয়াস্থিত তুলসী মৌজায় ৯৪১ প্লটে এক বিঘা বাস্তু জমি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিক্রয় করা হইবে। ইচ্ছুক ক্রেতা নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন।"

শ্রীরঞ্জিতকুমার সান্যাল (আই, এফ, এস)
ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার (নর্থ)
পোঃ চাইবাসা বিহার। পিন্ : ৮৩৩২০১

একটি চাষী পরিবারের ওপর গুরুতর অবিচার

মানবাজার থানার গোপালনগর অঞ্চলের মাড়োয়াগাড়া গ্রামের শ্রীছোটলাল মাহাত (বয়স প্রায় ১০০ বৎসর) একজন নিরক্ষর গ্রামবাসী। তাঁর পরিবারের লোক সংখ্যা ৪২ জন।

সীলিং বহির্ভূত জমির পরিমাণ "বি ফরমে" দাখিল করার সময় নিজ অজ্ঞতার কারণে ভুল রিটার্ণ দেওয়া হয়। এই কারণে জে, এল, আর-ও অফিস কর্ত্তৃক ঐ ভুল রিটার্ণ বাতিল করে শ্রীছোটলাল মাহাতর ৩০ বিঘা বহাল ও জাল চাষের জমি সরকারের খাস করার আদেশ দেন। পুরুলিয়া জেলায় চাষীদের অজ্ঞতার কারণে এরূপ বহু ঘটনা ঘটে।

সুতরাং গত বৎসর শ্রীছোটলাল মাহাত তাঁর সংশোধনী দরখাস্তে প্রাদেশিক দপ্তর, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু তাঁর আবেদন শোনা হয়নি, এবং শ্রীছোটলালের খাস করা জাল জমিগুলি বিতরণ করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে। এর দ্বারা একটি বড় একান্নবর্ত্তী চাষী পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হবে এবং অনাহারের সম্মুখীন হবে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সুবিচার করবেন আশা করি।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

জীবাণুসার

জীবাণুসার কম খরচে উৎকৃষ্ট জৈব সার। এই সার জমিকে উন্নত করে—ফসলকে প্রচুর নাইট্রোজেন সার দেয়। এ্যাজোটোব্যাকটর জাতীয় জীবাণুসার ধান, ভুট্টা, সব্জী, ফুল, ফলের গাছে লাগে। রাইজোবিয়াম জাতীয় জীবাণুসার ডাঁটি জাতীয়—ডাল জাতীয় গাছে ব্যবহৃত হয়। এ্যাজোটোব্যাকটার একর প্রতি ৩ থেকে ৬ প্যাকেট লাগে। দামেও কম। দরিদ্র চাষী যাঁরা দামী সার কিনতে পারেন না—তাঁদের বিশেষ সহায়ক।

মুক্তি প্রেস

ছাপানোর দরকার হ'লে মুক্তি প্রেসে আসুন। কোর্টের পাশে বড় মসজিদের কাছ দিয়ে কাপড় গলিতে যাবার মুখে কাছাকাছি—মুক্তি প্রেস পাবেন।

সেই মহাবরষার রাঙা জল

দেশপ্রেমিক স্বর্গত বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের বিখ্যাত বই। মুক্তি প্রেসের পাশে বিশ্ব বিদ্যাভবনে পাওয়া যাবে। দাম—৩৲ টাকা।

WANTED

Wanted an Arts Graduate Teacher (Male/Female) preferably trained with experience on Deputation Vacancy.

Apply to the undersigned, Purulia Netaji Vidyapith, P. O. & Dist. Purulia within 20-6-77.

No T. A. will be allo ed for journey.

Secretary
Purulia Netaji Vidyapith
P. O. & Dist. Purulia

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা | সোমবার, ১৩ই জুন ১৯৭৭, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০, নগদ -২০ পয়সা

'দেশের মানুষ' যায় কি হওয়া—
কেবল শুধু মুখের কথায়?
চক্ষু বুজে—কাল কাটিয়ে
এই গতানুগতিকতায়?

• • •

শক্ত পায়ে এগিয়ে এসো—
'হকের দাবী' রাখো জোরে।
মন্দ ভালো চিনতে শেখো—
বাঁচতে শেখো লড়াই ক'রে॥

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা সংবাদ

প্রথম দফা নির্ব্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত

বিগত ১১ই জুন পশ্চিমবাংলার সাতটি জেলায় নির্ব্বাচন উদযাপিত হোল। নির্ব্বাচন শেষে সমস্ত পার্টির নেতারাই বলেছেন—পশ্চিমবাংলায় নির্ব্বাচনী ব্যবস্থা বিশেষ শৃঙ্খলা পূর্ণ ছিল এবং ভোট গ্রহণ ব্যাপার শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫৫টি আসনে শতকরা ৪৫ ভাগ ভোট

বিগত ১১ই জুনে কলকাতা সহ ছয়টি জেলায় ১৫৫টি আসনে ভোট হয়। সংবাদে জানা গিয়েছে ভোটার সংখ্যার মোটামুটি শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ ভোট পড়েছে। এখানে ওখানে কতকগুলি ছোট খাটো ঘটনা ঘটে। জাল ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়া সহ—নানা ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা পঞ্চাশের মধ্যেই। লোকসভা নির্ব্বাচনে শতকরা ৬০ ভাগ ভোট পড়েছিল।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ভোটের খবর

বিগত ১০ই জুন ভারতের ৬টি রাজ্যের ভোট গ্রহণ হয়ে গেল। বিহার উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, হিমাচল, রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশ। ভোটের হার শতকরা ৩০ থেকে ৭৫। বিহারের ভোটে বিভিন্ন দলে সশস্ত্র সংঘর্ষে ১৫জনের মৃত্যু ঘটেছে। সরকারী মহল বলেছেন পুলিসের গুলিতে কেউ মারা যায়নি।

জেলার নির্ব্বাচনী কার্য্যসূচী

আগামী ১৪ই জুন, মঙ্গলবার পুরুলিয়া জেলার ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রের ৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৯১ জন ভোটদাতা ৯১৮টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সকাল ৭-৩০ মিঃ থেকে বৈকাল ৪-৩০ মিঃ এর মধ্যে ভোটদান করবেন।

এই নির্বাচনী কার্য্যসূচী পরিচালনার জন্য ৩৫০০ জন প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার প্রমুখেরা নিযুক্ত হয়েছেন এবং ১৭৯০ জন পুলিশ ৬০০ এন-ভি-এফ এবং ১৩৯০ হোমগার্ড অর্থাৎ ৩৭৮০ জনের পুলিশবাহিনী শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন। জেলার ২০টি সেক্টর ও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে কর্ম্মী ও ভোটের জিনিষপত্র প্রেরণের জন্য ১২৫টি বাস, ২০০ ট্রাক; ১১০ জীপ; ৯৮ গরুর গাড়ী ও ২টি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভোট গণনার কর্ম্মসূচি

পুরুলিয়া পলিটেকনিকে ভোট গণনা করা হবে সকাল ৭-৩০ মিঃ থেকে। ভোট-গণনার কার্য্যসূচী নিম্ন-প্রকার:

১৬ই জুন, ৭৭ · বান্দোয়ান; বলরামপুর; ঝালদা; জয়পুর; কাশীপুর ও হুড়া

১৭ই জুন, ৭৭…মানবাজার; পুরুলিয়া; পাড়া ও রঘুনাথপুর।

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(নবম স্তবক)

এবারে লেখা শেষ করছি

ব্যাঙ্কের আচরণ বিষয়ে ও সরকারী উপদ্রব বিষয়ে অনেক কিছু লেখার পর লিখতে সুরু করেছিলাম—কংগ্রেসী রাজত্বে উৎসাহ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপদ্রব নিয়ে। এবারে সরকারী আরো কিছু উপদ্রবের কথা ও অন্যান্য উপদ্রবকারীদের কথা ব'লে, এই লেখা শেষ করছি।

ব্যাঙ্ক বিষয়ে যে ধারণা হয়েছে এবং যে আশা এখন করছি

লেখা শেষ করবার আগে ব্যাঙ্কের বিষয়ে একটি কথা আবার ব'লে নিচ্ছি—যে কথা প্রথমেই বলেছিলাম। আমরা বরাবরই অনুভব করেছি যে, ব্যাঙ্কের ওপরের স্তরের একদল বরাবর আমাদের বিষয়ে অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন। ব্যাঙ্কের নিচের স্তরের কিছু অফিসারেরা শাসনকারী দলের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে যে সব কাণ্ডকারখানা ক'রেছেন—তাঁদের সেই সব কাণ্ডকারখানার ব্যাপার সব বুঝেও ওঁরা কিছু করতে পারেন নি। এমন কি, বহু গুরুতর সব ব্যাপার ক'রেছেন—জেনেও তাঁদের নীরব থাকতে হয়েছে। নিচের স্তরের যে অফিসারেরা নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন - তাঁরা অন্য লোকের মতলব হাসিলের কাজ উৎসাহের সঙ্গেই পালন করেছেন সত্য। তবে এখন কংগ্রেসের দাপটের যুগের অবসান হওয়ায়—তাঁরাও আর কিছু করতে পারবেন না বা করার উৎসাহ রাখবেন না মনে করি। এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষও আমাদের সম্পর্কে নতুনভাবে কাজ গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসবেন এবং তাঁদের নিচের স্তরের কর্মীদেরও এখন আয়ত্বে রাখতে পারবেন আশা করছি।

আমরা জানি কংগ্রেসের চাপে দেশের বহু প্রতিষ্ঠানকে বহু অবাঞ্ছিত কাজ করতে হয়েছে

পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ব্যাঙ্কও পরিবর্ত্তিত আচরণ করবেন—এ কথা মনে ক'রেও কেন আমি ব্যাঙ্কের কিছু অফিসারদের কৃত আচরণগুলি প্রকাশ্যে আলোচনা করলাম—কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন। আমি জানি—এতে ব্যাঙ্কের সুনাম কিছু ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার তাঁদের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে বিপন্ন করার জন্য এবং নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্য যেখানে যাকে দিয়ে যা কিছু করা সম্ভব করেছেন। উপদ্রবের নানা অবলম্বনের মধ্যে ব্যাঙ্কও একটা বড় আশ্রয় ছিল। তারজন্য সারা দেশে বহু ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বহু অবাঞ্ছিত কাজ হয়েছে একথা সবাই জেনেছেন। তার জন্য কংগ্রেস সরকারের ও দলেরই দুর্নাম হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলিকে এখন নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে কাজ ক'রে দেশের মনে নিজেদের সম্পর্কে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই কথা সরকারী বেসরকারী অন্যান্য সংস্থা বিষয়েও প্রযোজ্য।

কেন আমরা ব্যাঙ্ক বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে অভিযোগ প্রকাশ করেছি

লোকব্রতী বিষয়ে ব্যাঙ্কের কিছু অফিসার যে সব আচরণ করেছেন—সে সবের প্রকাশ দান করেছি কয়েকটি কারণে। কারণগুলি এই। (ক) কংগ্রেসী আমলে অর্থাৎ ইন্দিরা যুগে কী উপদ্রব করা হয়েছিল - তা প্রকাশ করে রাখা। (খ) লোকব্রতী সোসাইটি ব্যাঙ্ক ঋণ প্রভৃতি বহু সুযোগ পেয়েছিলেন—তবু তার কাজকর্মের ভেতর এত গোলমাল কেন হল—সে বিষয়ে লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে। লোকব্রতীকে দায়ী করতে পারে। তারজন্য আসল ব্যাপার বলে রাখা। (গ) ব্যাঙ্কই যদি কোনো-ক্রমে আসল পরিস্থিতিকে স্বীকার না ক'রে, লোকব্রতীকে দায়ী করেন—তারজন্য সমগ্র ব্যাপার জনসমক্ষে প্রকাশ ক'রে রাখা। (ঘ) ব্যাঙ্ক যদি তাঁর অফিসারদের কথার ওপর গুরুত্ব দেন—সেজন্য সমস্ত বিষয়কে জন-সাধারণের সকলের সামনে বিচার্য্য বিষয় ক'রে রাখা—তাতে আমাদের পক্ষ থেকে বা ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলিকে প্রমাণিত বা খণ্ডন করার কাজ গুরুত্বের সঙ্গে করতে হবে। ব্যাঙ্ক ছাড়া সরকারী অন্যান্য দিকের অনেক উপদ্রবগুলি প্রকাশ করেছি—ঐ সব কারণেই।

আমাদের জীবনে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব এবংঐ বিষয়ে দায়িত্ব

ব্যাঙ্ক দেশের তথা আমাদের সকলের জিনিষ। এর মধ্য দিয়ে আমরা দেশ-গঠনের কাজ চাই। কাজের মধ্য দিয়ে এর সুনাম চাই। কাজ ও সুনাম—এই উভয়ের জন্যই আমাদের আনন্দ হবে। ব্যাঙ্কের লক্ষ্য পূরণ যেমন ব্যাঙ্কের দায়িত্ব—দেশের মানুষ হিসাবে আমাদেরও ব্যাঙ্কের লক্ষ্য পূরণে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা দেওয়া কর্ত্তব্য বলে মনে করি। অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজি একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সেজন্য ব্যাঙ্কের সহায়তা আজ জাতীয় জীবনে অপরিহার্য্য। যার প্ররোচনাতেই হোক—ব্যাঙ্কের কাজ ঠিকমতো চললে—আন্দোলন সৃষ্টি করতেই হবে। তা' না হলে জাতির উন্নয়ন ব্যাহত হবে। পুরোণো সরকার যা করবার ক'রে গেছেন। নতুন কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের সম্যক উন্নয়নে ব্যাঙ্ককে ঠিকমতো কাজে লাগাবেন আশা করছি। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হবে। তেমনি জেলার উন্নয়নের জন্য অন্যান্য দিক বিষয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে।

লেভীর অজুহাতে অদ্ভুত উপদ্রব ও অফিসারদের নগ্ন মিথ্যাচার

এবারে অন্য কথা বলি—লোকব্রতী বিষয়ে বিগত সরকারের আরো সব উপদ্রবের কথা। লোকব্রতীর কৃষি বিভাগের ওপর লেভীর নামে এক অদ্ভুত অত্যাচার যা হয়েছে তার কথা বলছি। সাগমা কৃষিকেন্দ্রে ১৭০ একরের মধ্যে ৭ একর মাত্র আমন ধানের জমি—আর সামান্য কিছুটা বাইদ ধানের জমি আর সবটা উঁচু সাংঘাতিক ডাঙ্গা জমি। লেভীর দাবী করতে গেলে আইনতঃ মাত্র ১ একর জমির ওপর লেভী চাইতে পারে—তার পরিমাণ মণ পনের ধান। সরকার থেকে চেয়ে বসল—লোকব্রতীকে লেভীতে ২০০০ মণ ধান এখুনি দিতে হবে—না হলে আইনে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে আমরা ডি, সিকে লিখিতভাবে জানালুম যে, আমরা লেভী দোব না—যা পারেন করুন। ১ মাস অপেক্ষা করলাম। কিছু করার সাহস হোল না। হাইকোর্টে মামলা করলাম। হাইকোর্ট বললেন—চূড়ান্ত বিচার না হলে সরকার ধান নিতে পারবে না। তিন বছর মামলা ঝুলছে। এখনো হদিস হল না। এই মামলা সত্ত্বেও তবু উপদ্রব কমেনি। সরকার কেবল লেভী চাইছিলেন—ভয় দেখাচ্ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কোন্ অফিসার বেশী মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন বলুন

রিকোয়ারিং অফিসার কখনো একটা মোটা অঙ্কের পরিমাণে লেভী চান—ডি. সি. আবার একটা অঙ্কের অঙ্কের পরিমাণে লেভী চান। সবাই হুমকী দেন—এই খেয়ে ফেলব। উত্তরে লিখিতভাবে সব সময় জানিয়েছি—লেভী তো দোব না—যান মিসা করতে চান করুন—যা ইচ্ছে করুন। তবে আপনাদের কাছে জানতে চাই—আপনাদের ভেতর কে বেশী মিথ্যে কথা বলছেন। তারপর সব চুপ। আজ এই বিষয়গুলির সম্যক তদন্ত হওয়া দরকার। লেভীর নামে বহু কদর্য্য উপদ্রব এঁরা করেছেন। এই অত্যাচারের বিষয় ছেপে প্রকাশও করেছি। সরকার জেনেছিলেন। প্রতিকার হয়নি। বোরো ধানের ওপর লেভীর আইন যখন বাতিল হয়ে গেছে—তখনও ঐ বুদ্ধিমানেরা সাগমার বোরো ধানে লেভীর নোটিশ দিয়েছিলেন। ডি. সিকে এই বেআইনী দেখিয়ে দিয়েছে—কোনো সাড়া নেই।

সরকার লোকব্রতীকে ইলেকট্রিক দিলেন না—আর এক চক্রান্ত

লোকব্রতীর বঙ্গবাড়ী ফার্মের জন্য যখন আমরা ইলেকট্রিক চাই—সেই সময় তার কিছু পরেই হাতুয়াড়া কৃষি ফার্ম ইলেকট্রিক চান। দুই-ই কাছাকাছি জায়গায়। হাতুয়াড়া ফার্মকে ইলেকট্রিক দেওয়া হল—লোকব্রতীকে দেওয়া হল না। জেলার কৃষি উন্নয়নের কাজের গুরুত্বের দিক থেকে সরকারী ফার্মের চেয়েও লোকব্রতীর কৃষি উদ্যোগের গুরুত্ব ঢের বেশী ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে লোকব্রতীকে ইলেকট্রিক থেকে বঞ্চিত করা হল। আজও সেই আবেদন পত্র সরকারী অফিসে পড়ে আছে।

এ্যাগ্রোইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশনের শত্রুতামূলক প্রস্তাব : ফার্টিলাইজার করপোরেশনের শত্রুতামূলক ব্যবস্থা

এবারে লোকব্রতীর সরবরাহ বিভাগকে পঙ্গু করার জন্য আরো কী কী সরকারী ষড়যন্ত্র হয়েছিল বলি। লোকব্রতীর সরবরাহ বিভাগের কেন্দ্র ৯টি ব্লকে ২০টি কেন্দ্র খুব ভালভাবে গড়ে উঠেছিল। গ্রামে বসে চাষীরা সব খাঁটি জিনিষ সস্তায় পাচ্ছিলেন। সেজন্য অন্যান্য ব্লকের বি,ডি,ওরা বিশেষ অনুরোধ করছিলেন তাঁদের ব্লকেও কেন্দ্র খুলতে। এগ্রোইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশনের ডিলার হতে বিভিন্ন ব্লকের বি, ডি, ওদের সার্টিফিকেট দরকার হয়। তাঁরা সার্টিফিকেট দিলেন। ঐ সমস্ত ব্লকে এগ্রোর পক্ষে মাল বিক্রির অধিকার আমাদের হল। বহু ব্লকে লোকব্রতীর বিভিন্ন কেন্দ্রে এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রির বহু মাল বিক্রি হতে লাগল। কলকাতায় এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিস করপোরেশনের সহ্য হল না—তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন—প্রস্তাব সহকারে যে, লোকব্রতীকে মাত্র পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের জন্য মাল দেওয়া হবে। অন্য সব ব্লকে এগ্রোর সব মাল বিক্রির অধিকার বাতিল করা হল। এটা সম্পূর্ণ একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হল। এরও আজ তদন্ত হওয়া উচিত। ফার্টিলাইজার করপোরেশন বর্ষার মরশুমের জন্য মাত্র ১০ টন ইউরিয়া বরাদ্দ করলেন যেখানে আমরা ওঁদের ইউরিয়া শত শত টন বিক্রি করেছি। এও এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রূপে দেখা দিল। আরো এক ধরণের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আমাদের কয়েকটি কোম্পানীর ডিলার সিপ কেড়ে নেবার জন্য চেষ্টা হতে লাগল। কিন্তু সফল হল না।

সরকারী বিভাগগুলি লোকব্রতীর মাল নিতেন না

জেলার সকলে ভালভাবে জানেন যে, বাজারের অন্য জায়গার সার, ওষুধ, বীজ প্রভৃতির সঙ্গে লোকব্রতীর এ সব জিনিষের তফাৎ কী। কিন্তু কৃষি বিভাগ, তার কৃষি ফার্মগুলি অথবা বনবিভাগের বিভিন্ন অফিস প্রভৃতি লোকব্রতীর মাল কিনতেন না। তাঁরা লোকব্রতীর কাছে আসতেন নিতান্ত দরকারে প'ড়ে—যে সব মাল বাজারে পাননি মাত্র তারই সন্ধানে। রাজনৈতিক ভয়ও ছিল—আর হয়তো অন্যান্য কারণও অনেকের ছিল। যে প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত লাভের জন্য করা হয় নি—এবং যার জিনিষ পত্র সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য—এবং যে সেবার মনোভাবে সহায়তা দিতে চায়—তাকে এড়িয়ে চলেছিলেন—দেশের সরকারের বিভাগগুলি, এটা যে কত হাস্যকর এবং বিসদৃশ ভেবে দেখুন। এর থেকে বোঝা যায়—দেশের শাসন জীবনকে কোন্ আদিম যুগের জঙ্গলের রাজত্ব ক'রে তোলা হয়েছিল।

টায়ার না দিয়ে ট্রাক বসিয়ে ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র

চাষীদের সাহায্যের জন্য লোকব্রতীর ট্রাকও নানা সরকারী উপদ্রবের শিকার হয়েছে। কিছুদিন আগে দীর্ঘকালের জন্য টায়ার সরবরাহ সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল। এই টায়ার সরবরাহ ব্যাপারে সারা দেশে বহু দুর্নীতি চলছিল। লোকব্রতীর বেলায় চলছিল আরেক দুর্নীতি। ট্রাক দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে—টায়ারের অভাবে—কিন্তু সরকারী কৃপা আর হচ্ছে না—টায়ার মিলছে না। এ দিকে ব্যাঙ্ক বলছেন—এক একটা লোক ট্রাক নিয়ে সবাই বড় লোক হয়ে গেল—আর আপনারা পারছেন না—আপনাদের কর্ম্মশক্তি নেই। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে 'করিৎ কর্ম্মা' হতে হলে যে রকম 'বস্তু' হতে হবে—তার কথা না বলাই ভাল। যাই হোক, আমরা দেখলাম—একেবারে সত্যিই জঙ্গলের রাজত্ব।

(শেষাংশ ৪ম পাতায়)

মুক্তি

১৩ই জুন, ১৯৭৭, সোমবার

গণতান্ত্রিক দায়িত্ব

"গণতান্ত্রিক দায়িত্ব"—এই কথাটির বিষয়ে ভাল ক'রে ভাবতে গেলে দেখা যাবে—কথাটি খুবই ব্যাপক। গণজীবন নিয়ে যাঁরাই যে কাজ করুন—তাঁদেরই ওপর গিয়ে দেখা দিচ্ছে—গণতান্ত্রিক দায়িত্ব।

যদি আপনি কোনো রকম দল গড়তে যান - তাহলে সেই দল গ'ড়ে তোলার কাজের মধ্যে রয়েছে—গণতান্ত্রিক দায়িত্ব। যদিও দল নিজস্ব বিধি বিধানের মধ্যে কাজ করতে অধিকারী, তবু যাদের নিয়ে কাজ করতে হয় এবং লক্ষ্যের সামনে যাদের রেখে কাজ করতে হয়—এই উভয়ের জন্যই দলকে রাখতে হয়—গণতান্ত্রিক দায়িত্ব বোধ। না হলে দল আর দল থাকে না - হয়ে পড়ে কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের ইচ্ছার ব্যাপার বা কায়েমী স্বার্থের ব্যাপার এবং ঐ দলের সেবার লক্ষ্য হয়ে পড়ে দলের স্বয়ং নেতৃবৃন্দ।

আজকের দিনে আমরা সারা বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করেছি যে, সমাজে যে কেউ যে কোনো কাজই করুন—তার ভিত্তিমূলে যদি সমাজ-বোধ না থাকে তবে একটা দেশের এবং জাতির সত্যকার অগ্রগতি সম্ভব নয়। সেজন্য আপনি যে কাজ নিয়েই থাকুন—শিল্প, ব্যবসা, কৃষি বা অন্য চাকুরী—অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন বা সাংস্কৃতিক জীবন—আপনি যদি আপনার সেই কাজ সমগ্র সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে না করেন, তবে আপনি সমাজের শত্রু ব'লেই পরিগণিত হবেন। সেজন্য আমাদের মনে রাখতে হবে—আমরা আজ যে কেউ যে কোনো কাজই করি না কেন - সেই কাজ দেশের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক জীবন বোধের সঙ্গে অনুসৃত হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে।

দেশের গণতন্ত্রকে গ'ড়ে তোলার জন্য দেশের জীবনে এই আত্ম-বিচার আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আজ এখানে এই ব্যাপক বৃহত্তর বিচারের বিষয়টি উত্থাপিত করছি না। দেশের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব উদযাপনের জন্য, বিধানতান্ত্রিক পথে-দেশের যাঁরা দলগতভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে কর্ম্মধারা গ্রহণ করছেন, তাঁদের সকলের সে বিষয়ে যে অপরিহার্য্য গণতান্ত্রিক দায়িত্ব রয়েছে—সেই বিষয়টিই এই প্রবন্ধে ভাল ক'রে বলব। এবং দেখাবো যে, সেই অত্যন্ত জরুরী দায়িত্ব পালন করার জন্য দেশে আজ যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্মধারা গ'ড়ে তোলা দরকার ছিল সেই বিষয়ে তাঁরা সকলেই একেবারে উদাসীন ছিলেন অথবা তাঁরা এ বিষয়টি একেবারে এড়িয়ে গেছেন।

বিধানতান্ত্রিক পথে যাঁরা দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন—তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য হচ্ছেন—(ক) যে দলের পক্ষ থেকে বিধান সভায় লোকসভায় লোক যান সেই দল এবং (খ) দলের যে প্রতিনিধিরা বিধান সভা লোক সভায় যান এবং (গ) বিধান সভা লোক সভার যে প্রতিনিধিরা শাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

এঁদের তিনটি মূল দায়িত্ব আছে -

(ক) নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে যে প্রতিশ্রুতি দেন—সেই প্রতিশ্রুতি পালন। তার সঙ্গে দেশের সংবিধান ও দেশে প্রচলিত আইন কানুনকে মর্য্যাদা দেওয়া এবং সেই মতো কাজ অনুসরণ করা—এবং ব্যবস্থা রূপায়িত করা।

(খ) কেবল গতানুগতিক ভাবে প্রতিশ্রুতি পালন বা সংবিধান অনুসরণের কাজই নয়—এই সব প্রতিনিধিরা প্রাণপণভাবে চেষ্টা করবেন—আদর্শকে তুলে ধরতে, বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে দেশকে গ'ড়ে তুলতে; দুর্গত, বঞ্চিত জনগণের প্রতি গভীর প্রেম ও গভীর সহানুভূতি নিয়ে তাদের মধ্যে ও তাদের জন্যে কাজ ক'রে গভীর গণসংযোগ গ'ড়ে তুলতে।

(গ) আর যে দায়িত্বটি তাঁদের আছে সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে - **জনগণের অভিযোগ, জনগণের প্রশ্ন, জনগণের দাবী বিষয়ে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও দলগত বক্তব্যের প্রতি গণতান্ত্রিক দায়িত্ব।**

এই যে তিন শ্রেণীর গণতান্ত্রিক দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের জন্য রয়েছে এবং তাঁদের পক্ষে তাঁদের দলগুলির জন্য রয়েছে - এই সমস্ত বিষয়ে তাঁদের মনোভাব যা বরাবর দেখা গেছে—তা দেশের লোক ভালভাবেই জানেন। ভোটের অব্যবহিত আগে এই সমস্ত দায়িত্বগুলি বিষয়ে প্রার্থীরা বা প্রার্থীদের দলেরা দরাজভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে থাকেন—ভোটের পরে তার অনেক কিছু একেবারে ভুলে যান আর অনেক কিছু জেনে বুঝেই উপেক্ষা করেন—নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে বা দলগত স্বার্থে।

যে সব প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে শাসন যন্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন—তাঁদের অনেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সমূহের বিপরীত কাজ করতে থাকেন—এবং সংবিধান ও দেশের প্রচলিত আইন কানুনকে পদদলিত করতে থাকেন। আর কেউ বা শাসন যন্ত্রে বসে,—ভোটের সংহতি রাখবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের কাজ থেকে বিচ্যুত হন। এবং একটি বিষয়ে এ পর্য্যন্ত সকলেই অপরাধী হয়েছেন—তা হচ্ছে - **জনগণের অভিযোগ, জনগণের প্রশ্ন, জনগণের দাবী বিষয়ে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও দলগত বক্তব্যের প্রতি গণতান্ত্রিক দায়িত্ব** পালন না ক'রে।

বহু লোকে তাঁদের বহু গুরুতর অভিযোগ সরাসরি জানান শাসন যন্ত্রকে। সবাই রেজিষ্ট্রি চিঠি দিতে পারেন না বা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পান না। এ সবের কোনো হদিস থাকেনা। সে সব চিঠি অফিস গুলির ছেঁড়া পাতার ঝুড়িতে চলে গেলেও কারো কিছু বলবার নেই। শাসন যন্ত্র সোজাসুজি বলে দিতে পারেন আমরা পাইনি। কিন্তু যে সব অভিযোগের হদিস থাকছে—সে গুলির বিষয়ে দায়িত্ব এড়াবার তো উপায় নেই। এর মধ্যে রয়েছে—দলীয় বা ব্যক্তিগত চিঠি পত্র, অভিযোগ সমূহ—যার রেজিষ্ট্রীর রসিদ থাকে বা চিঠি প্রাপ্তির ডাকের রসিদ বা অন্য রসিদ থাকে। এবং যে সব অভিযোগ বা দাবী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়—যে সব অভিযোগ বা দাবী নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলতে থাকে।

শাসন যন্ত্রে যাঁরা বসেন—তাঁরা হয়তো বলতে পারেন যে, ব্যক্তিগত খুচরো অভিযোগ বা দাবীর প্রতি কত লক্ষ্য রাখতে পারবো। কিন্তু তা বললে শাসনে বসা চলেনা। শাসন যন্ত্রের পক্ষে বা মন্ত্রীদের পক্ষে সমস্ত খুচরো অভিযোগ বা দাবী শোনা সম্ভব নয় সত্য। কিন্তু তাঁদের এ বিষয়ে বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় শাসন যন্ত্র বা শাসনকারী দল সেগুলি দেখে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শাসন বিভাগ গুলিকে দেবেন এবং যেগুলি মন্ত্রী পর্য্যায়ে বিবেচনার যোগ্য সেগুলি মন্ত্রী মণ্ডলীকে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের পাঠাবেন। এপর্য্যন্ত এই ভাবে কোনো কার্য্য ধারা গ'ড়ে তোলা হয়নি। এখন আর এ বিষয়ে উপেক্ষা করা চলে না।

এ ছাড়া, বহু বিষয় আছে—যা সমগ্র রাজ্যের বা দেশের মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। অথবা বহু বিষয় এমন আছে যা জেলার জীবনের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যাপার বা জেলার বৃহত্তর জীবনের জন্য দাবী সমূহ। এ সব বিষয়ে সরকারকে বোঝাতে হতে পারে কারণ সরকার দলগুলির সঙ্গে বা জনমতের সঙ্গে একমত না হতে পারেন। সেজন্য সরকারের সঙ্গে বৈঠকের বা জনসভার প্রয়োজন হতে পারে।

সেজন্য এ সব বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার উদ্দেশ্যে সরকারের দিক থেকেই মাঝে মাঝে নিয়মিত ভাবে জেলার দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করার কার্য্য ধারা গ'ড়ে তোলা উচিত। জেলার দলগুলির কারো পক্ষ থেকে সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য কোনো বৈঠকের দাবী জানালে তা করতে সরকারের দিক থেকে বা শাসনকারী দলের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সাড়া দেওয়া উচিত।

মাঝে মাঝে প্রত্যেক জেলায় বিভিন্ন বিষয়ে সরকারী উদ্যোগে সেমিনার করা প্রয়োজন। তাছাড়া, মাঝে মাঝে সরকারের পক্ষ থেকে বা শাসনকারী দলের পক্ষ থেকে জনসভার আহ্বান করা উচিত—যাতে সরকার জেলার দলগুলিকে আহ্বান করবেন। দলগুলির পক্ষ থেকে সেই সভায় শৃঙ্খলা পূর্ণ ভাবে প্রশ্ন করতে বা দাবী রাখতে পারবেন। এই রকম যোগাযোগ বিষয়ে দলগুলির সঙ্গে আলোচনা ক'রে স্থায়ী কর্ম্মধারা গড়ে তোলা দরকার।

জেলার সাময়িক পত্র গুলিতে সরকারকে লক্ষ্য রেখে যে সমস্ত জরুরী প্রশ্ন করা হয় বা দাবী রাখা হয়—সেগুলির বিষয়ে সরকারী বক্তব্য সংবাদ পত্র গুলিকে অবশ্যই জানান দরকার। এগুলি সম্পর্কে কী রকম কর্ম্মধারা অনুসৃত হ'লে কাজের সুবিধে হতে পারে—তাও ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত।

গণতান্ত্রিক জীবনের প্রতি এই সমস্ত অপরিহার্য্য দায়িত্ব সমূহ বিষয়ে শাসনযন্ত্র গুলি আমাদের দেশে আজও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে—এগুলি অপরিহার্য্য। দেশের মানুষ জন চেতনা বিষয়ে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে ব'লে দেশের জীবনে এসব বিষয়ে গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধও ঘুমিয়ে আছে। আজ আর এ অবস্থা চলতে দেওয়া কখনই চলে না। নতুবা গণতান্ত্রিক দায়িত্ব নিয়ে বিধান তান্ত্রিক কর্ম্মপর্বে যাবার কোনো অর্থ হয় না।

একথা আজ দেশের মানুষ স্মরণ করবেন আশা করি যে, জনসেবার কাজে লোকসেবক সংঘ সর্ব্বদা এই গণতান্ত্রিক দায়িত্ব বোধ নিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করেছে। সর্ব্বদা দেশের মানুষকে আহ্বান করেছে যে, লোকসেবক সংঘের কাজের সম্পর্কে বা বিরুদ্ধে কারো কোনো বক্তব্য থাকে—তবে তা সংঘকে জানান—সংঘ তার প্রকাশ্য আলোচনা করবে। রাজনৈতিক নানা প্রশ্ন নিয়ে লোকসেবক সংঘ সর্ব্বদা কংগ্রেসকে ও অন্যান্য দলকে আহ্বান করেছে—জনসভায় উপস্থিত হতে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনো দল এই আহ্বানে সাড়া দেন নি। পশ্চিমবাংলার সর্বদলীয় সম্মেলনে লোকসেবক সংঘ প্রস্তাব রেখেছিল—প্রত্যেক দলের সম্পর্কে অভিযোগ আহ্বান করা হোক এবং তার সম্মিলিত বিচার করা হোক। কোনো দল এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে চান নি।

দলগুলি যদি গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করেন—তবে প্রকাশ্য আলোচনা বা পারস্পরিক বিচারে সমবেত হতে অনিচ্ছার কিছু কারণ নেই। আমরা জনগণের কাছে ভোট চাইবো—তার পক্ষে দেশের শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইবো—তারপর সেই দায়িত্ব পালনের জন্য অপরিহার্য্য যে সব কাজ করা দরকার—তাতে বিমুখ থাকবো—তা সঙ্গতিপূর্ণ হয় কী করে ?

জেলার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ও দলগুলির কাছে যে-প্রস্তাবগুলি রাখলাম—সেই প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যকরী করা কেউ যদি অসুবিধেজনক, অযৌক্তিক বা অবাস্তব বলে মনে করেন—তাঁদের নিজ নিজ মত আমাদের কাছে জানাতে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন

(প্রথম পর্য্যায়)

দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন ব্যাপারটি সত্যই অত্যন্ত দুরূহ, অত্যন্ত জটিল এবং অত্যন্ত যোগ্যতা-সাপেক্ষ। তবু দেশকে এই সমস্যার সমাধান পথে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হতেই হবে। ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন হলেও, সারা বিশ্বের নানা দেশের অর্থনৈতিক জীবনে অদ্ভুত সাফল্যের ইতিহাস আমাদেরও নিশ্চয়ই গভীর আশা প্রদান ও নির্ভরযোগ্য পথ প্রদর্শন করেছে ও করবে।

যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি—সে বিষয়টি সম্পর্কে কিছু লিখতে হ'লে, গভীরভাবে চিন্তা ক'রে নেওয়া দরকার। এই লেখার আগে সে রকম গভীর চিন্তা করার অবকাশ না পেলেও, এ বিষয়ে যতটুকু ভাবা আছে—তাই দিয়ে লেখা শুরু করছি। কারণ এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে আর দেরী করা উচিত নয়। জরুরী সময় এসেছে যখন সারা দেশের সকল স্তরের সকল ক্ষেত্রের মানুষকে আজ তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভবিষ্য রূপায়ণ কী হবে—তা ভাবতে হবে—সে বিষয়ে মত বিনিময় করতে হবে। এই প্রবন্ধে আমি দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের সংগঠনের কথা ভাবতে মোটামুটি কত দিক লক্ষ্য রাখতে হবে—তার কথাই এখন বলছি।

মূল যে দিক গুলি আমাদের সামনে রয়েছে

(১) **লক্ষ্য**—আমাদের সামনে যে লক্ষ্যগুলি রয়েছে—দেশের সকলের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার রয়েছে তা এই :—

ক) দেশের সকলের হাতে ক্রয় ক্ষমতা বা সুষ্ঠু জীবন ধারণ উপযোগী অবস্থা তৈরী ক'রে দেওয়া। অর্থাৎ কর্মসংস্থান করা।

খ) জীবন যাত্রার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাতে সকলের কাছে তাদের ক্রয় ক্ষমতা সীমার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

গ) উন্নত অর্থ নৈতিক সমাজ ব্যবস্থা করা। বৈষম্য দূর করে, সমগ্র দেশ ও জাতির বিশাল সমৃদ্ধি সাধন করা।, সম-সুযোগ দান করা।

(২) **বর্ত্তমান বৈষম্যের অবসান**—বর্ত্তমান বৈষম্যের কারণেই আজ মূলতঃ দেশের অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয় ঘটছে। যে বৈষম্য-মূলক ব্যবস্থার কারণে ঐ বিপর্য্যয় ঘটছে—তা দূর করতে হবে। সেই ব্যবস্থা গুলি এই :—

ক) দেশের মুষ্টিমেয় কিছু শ্রেণীর হাতে অগাধ পুঁজি রাখার যে অধিকার এবং উৎপাদনে ও ব্যবসাতে অগাধ সম্পত্তির সুযোগ গ্রহণ করার যে অধিকার রয়েছে—তা প্রতিহত করা।

খ) ঐ মুষ্টিমেয় শ্রেণীর জন্য আজ যে বিপুল ও অবাধ উৎপাদন, ব্যবসা ও মজুতের অধিকার রয়েছে—তা নিবারিত করা।

গ) ঐ মুষ্টিমেয় ধনবান শ্রেণীর জন্য ব্যাঙ্কের আরো পুঁজি দেওয়া বা সরকারী সুযোগ সুবিধা সমূহ দেওয়া বন্ধ করা। যেমন কন্ট্রাক্ট, বাস প্রভৃতি দেওয়া বা কাঁচা মাল প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রভৃতি বন্ধ করা।

(৩) **নীতি সমূহ**—দেশের অর্থনৈতিক জীবনে যে সমস্ত নীতি পরিষ্কার ভাবে নির্দ্ধারিত করা দরকার তা এই।

ক) নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়ন্ত্রণের সমীচীনতা ও সীমা

খ) সরকারী বে-সরকারী কর্ম্মক্ষেত্র

গ) সমবায়িক প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

ঘ) সম্পত্তির ও পুঁজির উচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ

ঙ) ভূমি ব্যবস্থার রূপায়ন

চ) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের স্থান নির্ণয়

ছ) কর্ম্ম বিভাগগুলিতে দেশের লোক শ্রেণীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ

জ) সমগ্র অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ন

ঝ) অর্থনৈতিক সংস্থা সমূহের নিয়ন্ত্রণে বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা সমূহের রূপ

ঞ) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের মালিকানা ও লভ্যাংশ।

ট) জীবন যাত্রার মান নির্দ্ধারণ।

(৪) **উপায় সমূহ**—নীতিগুলিকে বা পরিকল্পনাকে কার্যে রূপ দিতে বা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাগুলিকে বন্ধ ক'রে বিকল্প ব্যবস্থার রূপ দিতে যে **স্থায়ী অর্থ নৈতিক কাঠামো** গড়ে তোলা দরকার—তা সম্যকভাবে নির্ণয় করা। নিম্নলিখিত ক্ষেত্র হিসাবে কাঠামো গড়া যেতে পারে। এই কাঠামোর কাজ হবে—প্রভূত উৎপাদন, কর্ম্মসংস্থান এবং সম-বন্টন।

ক) সমবায়িক ক্ষেত্র

খ) সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষেত্র

গ) ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্র

(৫) **তদারক ও পরিচালনা**—দেশের অর্থ নৈতিক জীবনকে বর্ত্তমানের বৈষম্যমূলক অবস্থা থেকে রূপান্তরিত করে যে বিকেন্দ্রিত কাঠামোর রূপদান করা হবে—তাকে ঠিকমতো পরিচালিত করতে, তার আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা বা দুর্নীতি দূর করতে, তাকে উন্নতভাবে গড়ে তুলতে তার সম্যক তদারকী করতে এক বিস্তৃত, উন্নত সুদৃঢ় ব্যবস্থাজাল তৈরী করতে হবে। তার জন্য গড়ে তুলতে হবে—

ক) উপযুক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ—কেন্দ্রীয় স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্য্যন্ত।

খ) গণশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ—পঞ্চায়েতী শাসনের মাধ্যমে। জেলা শাসন স্তর থেকে গ্রামস্তর পর্য্যন্ত চলবে।

এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করা হোল—তার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে—শাসন যন্ত্রের পক্ষ থেকে সমস্ত জিনিষটাকে কী ভাবে গড়তে হবে। শাসন যন্ত্রের দিক ছাড়াও এই অর্থনৈতিক জীবন গ'ড়ে তোলার ও তাকে ঠিকমতো পরিচালিত করার বা তদারক করার জন্য জনগণেরও একটা বিশেষ ভূমিকা নেবার রয়েছে। তা এই :—

(৬) **জনগণের ভূমিকা**

ক) এই কাজ সুগঠিত, সুসংবদ্ধভাবে করা যেতে পারে—বিভিন্ন জন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও। এসব প্রতিষ্ঠান অর্থ নৈতিক উদ্যোগের জন্য জনগণকে উৎসাহিত ও পথ প্রদর্শন করবে, অর্থনৈতিক কাজকে সুগঠিত করবে, তদারক করবে, জোগান দেবে, শিক্ষা দেবে ; ব্যাঙ্ক, সরকার প্রভৃতির সঙ্গে জনগণের যোগের মধ্যস্থতা করবে। যেমন করা হয়েছে লোকব্রতী সোসাইটির পরিকল্পনায়। দেশের সাধারণ স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন গ'ড়ে তোলার জন্য দেশে এই রকম অনেক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে।

(শেষাংশ ৫ম পাতায়)

লোকব্রতী সোসাইটি ও বিচিত্র বাধা : সরকার ও ব্যাঙ্ক

(২য় পাতার শেষাংশ)

চারিদিক থেকে আক্রমণ : এমনকি ছেলে ভাঙ্গানোর চক্রান্ত

জেলার সবাই বুঝতে পারছেন—চারিদিক থেকে কী আক্রমণ কী উপদ্রব লোকব্রতীর ওপর হচ্ছিল। অপরাধ এই যে, নিজেদের বহু কিছু বিপন্ন ক'রে, জেলার দরিদ্র উপেক্ষিত চাষীর সেবার জন্য কাজে নামা হয়েছে। তারজন্য ঐসব তো নানা উপদ্রব চলছিল—তার উপর আবার ছেলে ভাঙ্গানোর উপদ্রবও চালানো হচ্ছিল। অতি দরিদ্র মানুষদের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান কষ্ট ক'রে গড়ে উঠছে—তার কাজের জন্য বেকার ছেলেদের ধ'রে এনে বহু কষ্টে কাজের উপযুক্ত ক'রে তোলা হচ্ছে। সেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে কম পয়সা কড়ি দিয়ে ঐ সব কর্মী রাখা হচ্ছে। কিন্তু একের পর এক ছেলে ভাঙ্গিয়ে নেওয়া হয়েছে—লোভ দেখিয়ে—পূর্ণ পরিকল্পনা সহকারে। লোকব্রতী এতেও বেশ বিপন্ন হয়েছে।

তার ওপর চারিদিক থেকে অনুচরদেরও কামড়

কৃষি কাজ নিয়ে লোকব্রতীর কাছে যারাই এসেছে—তাদের সকলের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে সোসাইটি সাহায্যে এগিয়ে গেছে। তাদের রাজনৈতিক রং বিচার করেনি। বিভিন্ন পক্ষ থেকে উৎসাহ পেয়ে বহু লোক মতলব ক'রে এসে, ট্রাক নিয়েছে, ট্রাকটার নিয়েছে, পাম্প নিয়েছে, মাল নিয়েছে। টাকা দেবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, ঘরে চুপ ক'রে বসে আছে। আজ নতুন পরিস্থিতিতে এসবের কিছু সুরাহা হয় কিনা দেখতে হবে। এই সব একগাদা নামের তালিকা এখন আর প্রকাশ করছি না। দরকার হলে পরে করব।

পাঠকবর্গের প্রতি আমাদের বক্তব্য

লোকব্রতীর ব্যাপারে সুদীর্ঘ আলোচনা করলাম এবং এখানে শেষ করছি। যদি কেউ এই লেখার কোনো বিষয়ে কোনো তথ্য, কোনো যুক্তি বা ধারণা সঠিক হয়নি মনে করেন—তবে আমাদের নিশ্চয়ই জানাবেন—আমরা সেগুলি প্রকাশিত করব এবং উত্তর থাকলে উত্তর দোব ভুল ত্রুটি ঘটে থাকলে স্বীকার করব। সাংঘাতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই জেলার আর্থিক উন্নয়নের জন্য লোকব্রতী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত। আমরা চেষ্টা করব যে (ক) এই প্রতিষ্ঠান যেন নষ্ট হয়ে না যায় ; আর (খ) এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব গড়ে তোলবার জন্য যে সব সাধারণ চাষী, মধ্যবিত্তরা গ্যারান্টার হতে এগিয়ে এসেছিলেন—তারা যেন রাজনৈতিক কলা কৌশলের জন্য বিনা দোষে বিপন্ন না হন। তখনকার পরিস্থিতিতে যা হবার হয়েছে—আমরা এখন আপোষে সমস্ত জিনিষটা সামলে নেবার চেষ্টায় আছি—তা যদি না পারি—তাহলে প্রতিকার ও সহায়তার জন্য যেমন আমরা শাসন যন্ত্রের কাছে যাবার কথা ভাববো—তেমনি আমরা জনগণের কাছেও জনমত পাবার জন্য এই বিষয়ে আবার অনুরোধ জানাবো। এবং আশা করব এই কাজের বিষয়ে সকলের সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবো।

(সমাপ্ত)

অরুণচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক, লোকব্রতী সোসাইটি।

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে, আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মহাবরষার রাঙ্গা জল

স্বর্গত দেশপ্রেমিক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের এই বিখ্যাত বই ঘরে রাখুন। এক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। দাম—৩৲। মুক্তি প্রেসের পাশে বিশ্ববিদ্যা ভবনে পাওয়া যায়।

দেশের অর্থ-নৈতিক জীবনের সংগঠন

(শেষাংশ ৪র্থ পাতার)

খ) এই কাজে দেশের সংবাদ পত্র, দেশের বিভিন্ন দল, জনমত সৃষ্টির অন্যান্য উৎসসমূহেরও একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

গ) দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাঠামো তৈরী করার সঙ্গে ভাবতে হবে—এই জেলায় আমাদের জীবনে কোন্ জিনিষ কী ভাবে গড়ে তোলার দরকার রয়েছে। এর জন্য সুস্পষ্ট জনমত চাই।

উপসংহার

এই দেশের অর্থনৈতিক জীবন বিষয়ে ভাববার ও পরিকল্পনা তৈরী করবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে চিন্তা করার উদ্দেশ্যে। এখানে একটা খসড়া দেওয়া হল। এই খসড়াকে ভিত্তি করে এক একটি বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনা আমরা করব। এ পর্য্যন্ত যা লিখলাম—সে বিষয়ে যদি কেউ কিছু জানাতে চান—আনন্দিত ও উপকৃত হবো। তাঁদের আলোচ্য বিষয়গুলিও আমাদের পরবর্ত্তী আলোচনার বিষয়ের সঙ্গে সামিল হবে। আমি আলোচনা আরম্ভ করলাম। আশা করব—আমাদের জেলার চিন্তাশীল মানুষেরা এ বিষয়ে আরো গভীর চিন্তার খোরাক দিয়ে জেলার জীবনে এই আলোচনাকে প্রাণবান ক'রে তুলবেন।

WANTED

Wanted a graduate teacher B. A. preferably trained [Local condidate gets the 1st preference] on deputation vacancy at Sagma Jr. High School, P. O. Sagma, P. S. Balarampur, Dist. Purulia Pay scale as admissible under govt. rules. Apply to the Secretary on or before 20th June 1977.

NOTICE

Chassis No. 3440506717473 Engine No. 692D036717910 Model No. 1210/D/52 Maker. Tata Diesel Chasis (A/c. N. K. Sen since deceased)

Now lying in the premises of U. B. I. is offered for sale as it is where it is basis to the public. The vehicle will be sold to the person offering the maximum price against cash payment within 10 days from acceptance.

The intending purchasers are invited to send their offers under Regd. cover addressed to the undersigned to reach on or before 20-6-77 by 4 p. m. The offers will be opened at 5 p. m. on the same date. The tenderers my desire to remain present at the time of opening of the tenders. The Bank reserves its right to accept or reject any offer without assigning any reason.

Sd/- B. Banerjee
Agent,
United Bank of India.
Purulia Branch.

মুক্তি প্রেস

ছাপাবার প্রয়োজন হলে মুক্তি প্রেসে আসুন। মুক্তি প্রেস কোর্টের পিছনে বড় মসজিদের পাশে।

পুরুলিয়ায় নির্ব্বাচনী সফরে জনতা নেত্রী শ্রীমতী আভা মাইতী

গত ১১ই জুন জনতা দল কর্তৃক স্থানীয় রাস ময়দানে আহুত নির্ব্বাচনী সভায় জনতা দলের নেত্রী শ্রীমতী আভা মাইতী এম, পি, ভাষণ দেন। এই সভায় শ্রীতুলসীদাস কর্মকার সভাপতিত্ব করেন। জনতা পার্টির জেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা পুরুলিয়া কেন্দ্রে জনতা দলের প্রার্থী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনতা প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আবেদন জানান এবং মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বাম-জোট তথা মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে জনতা পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপের উল্লেখ করে সি-পি-এম সম্পর্কে সাবধান হওয়ার জন্য ভোটারদের অনুরোধ জানান।

শ্রীমতী আভা মাইতী তাঁর ভাষণে কংগ্রেস দলের নেত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উত্থান ও পতনের ঘটনাবলী বিবৃত করে বলেন কেন্দ্রের উচ্চতম স্তরে চরম দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ শ্রীমতী গান্ধীকে সতর্ক ও সচেতন করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শ্রীনারায়ণ কংগ্রেস তথা কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি, কুশাসন ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সর্ব্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বান জানান। শ্রীনারায়ণের সেই সংগ্রামে ভারতের কয়েকটি জাতীয়তাবাদী দল যথা সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, সমাজতন্ত্রী দল, ভারতীয় লোক দল এবং ছাত্র সম্প্রদায় সরিক হন এবং জরুরী অবস্থাকালে নানা প্রকার নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। শ্রীমতী মাইতী বলেন যে সেই সংগ্রামে মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি তথা বামজোটের সরিকরা অংশগ্রহণ ত করেনই নি—বরং আত্মরক্ষার জন্য জয়প্রকাশের আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করে "জেল যাওয়ার রাজনীতির ব্যর্থতা" ব্যাখ্যা করে নিজেদের গা বাঁচিয়েছিলেন।

বামজোটের সঙ্গে জনতা দলের আপোষ রফা ব্যর্থ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীমতী মাইতী বলেন যে লোকসভার নির্ব্বাচনে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিগুলিকে সুসংহত করার জন্য জনতা ও বামজোটের আপোষ রফা হয়। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় স্তরে জনতা ও বামজোটের কোয়ালিশন সরকার গঠনের কোনও প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু বর্তমান বিধানসভার নির্ব্বাচন হোল রাজ্যে রাজ্যে সরকার গঠনের সংগ্রাম। জনতা ও বামজোটের নীতি, আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে এত গভীর পার্থক্য রয়েছে যে কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্ভব নয়। বিভিন্ন দল নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনের পরীক্ষা ভারতের মাটিতে সফল হয় নি। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট এবং বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকার গঠনের ব্যর্থতার ঘটনাবলী উল্লেখ করেন। সেইজন্য জনতা দল বামজোটের সঙ্গে আসন ভাগাভাগীতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু বামজোটের অবাস্তব দাবী ও অনমনীয় মনোভাবের জন্য তা ব্যর্থ হয়।

আপোষ মীমাংসা ব্যর্থ হওয়ার পর জনতা দলের বিরুদ্ধে বামজোট তথা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কুৎসামূলক প্রচার অভিযানের উল্লেখ করে শ্রীমাইতী বলেন যে জনতা দলকে বামজোট "বিশ্বাসঘাতক" বলে অভিহিত করছেন এবং প্রচার করছেন যে বামজোটের দয়ায় জনতা দল লোকসভার নির্ব্বাচনে জয়লাভ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বামজোট তথা মার্ক্সবাদী কমুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে জনতা দলের কোথাও কোনও বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা ঘটেনি; তবে তাঁদের অন্যায় আব্দারকে মেনে না নেওয়া যদি 'বিশ্বাস ঘাতকতার' পর্য্যায়ে পড়ে—তবে স্বতন্ত্র কথা।

মার্ক্সবাদী কমুনিষ্টদের সাহায্য ও দয়ায় জনতা দল লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হতে পেরেছেন—এই দাবীকে নস্যাৎ করে শ্রীমতী মাইতী পাল্টা দাবী তোলেন যে জয়প্রকাশজীর সংগ্রাম ও জনতা দলের আন্দোলনের ফলে যে জনমত ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়—তাতেই মার্ক্সবাদী কমুনিষ্টরা তাঁদের আত্মগোপনের গহ্বর থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যভাবে ঘোরাফেরা করার সাহস ও সাহায্য পান। জরুরী অবস্থার সময় জনতার সরিক দলগুলি যখন সংগ্রামে লিপ্ত এবং সারা ভারত যখন কংগ্রেসী অত্যাচার ও নির্য্যাতনে জর্জরিত তখন এই মার্ক্সবাদী কমনিষ্ট নেতা ও কর্মীরা কোন অন্ধকার গহ্বরে আত্মগোপন করেছিলেন শ্রীমাইতী সেই প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন যে হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের হাজার হাজার কমুনিষ্ট কর্মী পালিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল এবং জনতা দলের সংগ্রামে সৃষ্ট জনমতে কংগ্রেসী শাসনের অবসান হওয়াতে তারা আবার ঘরে ফিরতে পেরেছে। আর গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষার জন্য জনতা দল যদি সংগ্রাম না করতো—তবে বামজোটের সরিকদের আজও সেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হোত।

শ্রীমতী আরও বলেন যে লোকসভার নির্বাচনের সময় জনতা দল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। ইতিমধ্যে বহু প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে—কিন্তু ৪২-তম সংবিধান সংশোধন বাতিল করা সম্ভব হয়নি—কারণ রাজ্যসভায় কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠতা এখনও রয়েছে। রাজ্যসভায় কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি দূর করার জন্যও রাজ্য বিধান সভাগুলিতে জনতা দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রয়োজন। বিশেষ করে কেন্দ্রে জনতা সরকার স্থাপিত হবার পর রাজ্য বিধান সভাগুলিতেও জনতা সরকার গঠিত হলে—কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই সুসংহত ও সুপরিকল্পিত নীতিতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, বেকারী ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ভোগ্যপণ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিস্তার প্রভৃতি কার্য্যসূচী সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। সেইজন্য তিনি সমস্ত কেন্দ্রেই জনতা দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত করার আবেদন জানান। বর্তমান নির্ব্বাচনে নির্দ্দলীয় প্রার্থীদের সমর্থন করে ভোট নষ্ট না করার জন্য আবেদন জানান। বামজোটের সরিক দলগুলি সব আঞ্চলিক দল--সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই--বিশেষ করে কংগ্রেসের বিকল্প দলরূপে স্থান গ্রহণের ক্ষমতাও বামজোটের নেই এবং তারা হিংসা ও শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী। তাই দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য জনতা দলকে জয়ী করার আবেদন জানান।

ইতিপূর্ব্বে, শ্রীমতী আভা মাইতী নির্ব্বাচনী সফরে মানবাজার, পুঞ্চা, হুড়া, পাড়া প্রভৃতি কেন্দ্রে সভা করেন।

কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রচারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায়

গত ৯ই জুন কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় পুরুলিয়ায় এসে জয়পুর, ঝালদা প্রভৃতি কেন্দ্রে নির্ব্বাচনী সভায় কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে ভাষণ দেন।

গত ১০ই জুন স্থানীয় সারকিট হাউসে প্রেসের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ করে শ্রী রায় বলেন যে সম্প্রতি ৪০টি নির্ব্বাচনী সভা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে "জনতা হাওয়ার" কোনও অস্তিত্ব নেই। ফলে জনতা দলের ভূমিকাও এই নির্ব্বাচনে নেই। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র কংগ্রেসের সঙ্গে বামজোটের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এবং বিপুল সংখ্যায় কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়লাভের সম্ভাবনা আছে। তিনি আরও বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তিনি বলেন যে কংগ্রেসের একমাত্র দুর্ব্বলতা হোল অর্থের অভাব। তবে এটাকে তিনি শাপে বর বলে মনে করেন। কারণ কংগ্রেস কর্ম্মীরা এখন নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নির্ব্বাচনী সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছ। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র কংগ্রেস কর্ম্মীরা পদব্রজে কিম্বা সাইকেল যোগে নির্ব্বাচনী অভিযান চালাচ্ছেন।

শ্রী রায় বলেন যে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ছাড়ার পর পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এবং দ্রব্য মূল্য আকাশচুম্বী হচ্ছে। পুরুলিয়া থেকে শ্রী রায় বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে নির্ব্বাচনী সফরে রওনা হন।

অবিচারের ওপর অত্যাচার

গত সংখ্যার মুক্তিতে ছিল যে, মানবাজার থানার মাডুয়াগড়ার শ্রীছোটলাল মাহাতর সোল জমি সরকার অন্যায়ভাবে ৩০ বিঘা ভেষ্ট্‌স্ ক'রে বন্দোবস্ত করেছেন। এখন তাঁর যা জমি আছে—তা বেশীর ভাগ জঙ্গল প্লট, গোড়া আর কিছু বাইদ। তাতেও লেভী করা হয়েছে। এই লেভী না দিতে পারায় কেস হয়েছে। চলবার শক্তি রহিত এই অতি বৃদ্ধ খাটে পড়ে আছেন। তবু ওয়ারেণ্ট হয়েছে। পুলিস বলেছেন—ফেরারী ব'লে গরু, কাড়া ক্রোক করা হবে। শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত তদন্তে গিয়ে পুলিসকে বলেছেন—ফেরারীর অভিযোগ মিথ্যে। দেখা যাক আর কতদূর উপদ্রব হয়।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা | সোমবার, ২০শে জুন ১৯৭৭ ৫ই আষাঢ়, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ—২০ পয়সা

যারা আছ আজ শাসন-আসনে
তারা যেয়ো নাকো ভুলে—
শোষিতের চোখে অশ্রু ঝরায়
আজও যে হাঙর কুলে॥

• • •

মগের বাহিনী করে রাহাজানি
গণদেবতারই নামে।
তাদেরও সরাও দেশেরে বাঁচাও
যে আছ দখিণে বামে॥

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্টের অভাবিত সাফল্য ও গরিষ্ঠতা

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্ব্বাচনে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে বামজোটের আসন লাভের ইতিহাস অভূতপূর্ব্ব। বামফ্রণ্টের হাতে কংগ্রেসের সেই বিপুল শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ। জনতা পার্টিরও শোচনীয় পরাজয়। শুধু বামফ্রণ্ট নয়—সি, পি, এমই বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন।

১৯৩টি আসনের মধ্যে যখন ২৯২টি আসনের ফল ঘোষিত হয়—তখন আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এই :—

১। বামজোট—২৩০ আসন
তার মধ্যে—সি, পি, এম—২৭১
ঐ সমর্থিত নির্দ্দল—১
ফরোয়ার্ড ব্লক—২৫
আর এস পি—২০
আর. সি. পি আই—৩
ফরোয়ার্ড ব্লক (মা:)—৩
বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস—১

২। জনতা পার্টি—২৯ আসন
৩। কংগ্রেস—১০ আসন
৪। এস. ইউ. সি—৪ আসন
৫। সি পি আই—২ আসন
৬। গোর্খা লীগ—২ আসন
৭। সি. এফ, ডি—১ আসন
৮। মুসলীম লীগ—১ আসন
৯। সি, পি, আই (এম. এল) ১ আসন
১০। নির্দ্দল— ২ আসন

এই নির্ব্বাচনে ৮টি রাজ্যে জনতা পার্টির জয় জয়াকার

উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, হরিয়ানা, বিহার, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব এই আটটি রাজ্যে জনতা পার্টির নিদারুণ সাফল্য। দিল্লী মেট্রোপলিটান কাউন্সিলেও প্রায় সমস্ত আসন জনতার দখলে। জনতা পার্টি পশ্চিম বঙ্গ ও তামিল নাড়ু এই দুই রাজ্যে পরাজিত। পণ্ডিচেরীতেও জনতা পরাজিত। ফলফল এই :—

	মোট ঘোষিত	জনতা	কংগ্রেস
উত্তর প্রদেশ	৪২২	৩৫০	৪৬
মধ্যপ্রদেশ	৩২০	২৩০	৮৪
হিমাচল প্রদেশ	৬৮	৫৩	১
রাজস্থান	২০০	১৫০	৪১
হরিয়ানা	৯০	৭৫	৩
বিহার	৩২৩	২১৪	৫৬
উড়িশা	১৪৭	১১০	২৬

পাঞ্জাবে জনতা পার্টি আকালীদল ও সি, পি, এম যুক্তভাবে নির্ব্বাচনে নামেন। এঁরা ৮৮টি আসন পেয়েছেন। তারমধ্যে আকালী দল ৫৮, জনতা ২৪, সি, পি, এম ৮টি আসন পেয়েছেন।

তামিল নাড়ুতে ২৩৪টি আসনে ১৮০টি পেয়েছেন আন্না ডি, এম কে দল। কংগ্রেস ২৭টি এবং জনতা পার্টি ১০টি। পণ্ডিচেরীতে ৩০টি আসনের মধ্যে জনতা পার্টি ৭টি—কংগ্রেস—২টি।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন বামজোট মন্ত্রীমণ্ডলীর সামনে অবিলম্বে যে সব কাজ উদযাপিত করার রয়েছে

সি, পি, এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত নির্ব্বাচনের ঐতিহাসিক ফলাফলের পরই বলেন যে, আজ আমাদের ওপর গুরুদায়িত্ব পালনের বিরাট কর্ত্তব্য দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন এই গুরুতর কাজে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এবং গণ-সংগঠনগুলির পরামর্শ নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে। শুধু আমলা ও কর্ত্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর ক'রে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে শাসন পরিচালনা হবে না। জনগণের প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ চালানো হবে।

প্রমোদ বাবু আরো বলেছেন যে, মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব আরো বেশী। তাদের আচরণে শালীনতা হবে মূল কথা।

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন—গলায় লাল রুমাল বেঁধে সি, পি, এমের নামে কিছু কিছু প্রতারক চাঁদা তুলেছে। এসব করলে দৃঢ় হস্তে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সি, পি, এমের সর্ব্বোচ্চ স্তরের এই দুই নেতা শৃঙ্খলার প্রতি খুব জোর দিয়েছেন।

কংগ্রেসী গণতন্ত্রে আমরা কোথায় ছিলাম

আমরা দেশব্যাপী এক বিশাল বিধানসভা নির্ব্বাচনী পর্ব্ব পার হলাম। রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতন যেমন কংগ্রেসের রাজত্ব পার হ'য়ে গেল—তেমনি বিভীষিকার মত কংগ্রেসী রাজত্বের যে নির্ব্বাচনী প্রহসন ছিল—সেই বিভীষিকাও এবার—পার হয়ে গেল। ঐ সাংঘাতিক গিরিবর্ত্ম পার হয়ে—আজকে সেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছে।

শাসনরূপী সাংঘাতিক এক উপদ্রবের পরিবর্ত্তে আমরা যেমন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনে ভরসা করার মত এক শাসন পেলাম - তেমনি নির্ব্বাচন-রূপী প্রহসনের পরিবর্ত্তে গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের এক ভদ্র, শান্তিময় পরিবেশও আজ আমরা লাভ করলাম।

শাসনতান্ত্রিক অপকৌশল সমূহের কারণে, আমাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক জীবন যেমন বিপর্য্যস্ত হয়েছিল—তেমনি গণতান্ত্রিক জীবনের যা প্রথম দরজা—নির্ব্বাচন—তাও প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। গণতন্ত্রের সেই প্রথম দরজা যে-অসংখ্য কণ্টকে কণ্টকিত করে রাখা হয়েছিল—সেই কণ্টকগুলি আজ দেশের চোখের সামনে ধরে তুলতে চাই যেন আমরা জাগ্রত থাকি - কোনো ছিদ্র দিয়ে যেন এরা আর আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করতে না পারে।

কংগ্রেসের রাজত্বের দাপটে নির্ব্বাচনের গণতান্ত্রিক রূপগুলি কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছল তারই এখন একটা হিসাব নিচ্ছি। শাসনকারী দলের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দলগুলি প্রার্থী দাঁড় করাতেন—তাঁদের এই অভিজ্ঞতাই হোত যে, কংগ্রেসের বহু রকম অগণতান্ত্রিক কাণ্ড কারখানা, কারচুপি প্রভৃতির কারণে তাঁদের বহু ক্ষেত্রের প্রার্থীই জয়লাভ করতে পারতেন না—সাধারণভাবে ভাল জনসমর্থন থাকলেও।

যে সব নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিরোধী দলের দারুণ প্রভাব থাকতো—অথবা এইসব কারচুপির বিরুদ্ধে জনজাগৃতি অত্যন্ত তীব্র থাকতো—একমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই কোন রকমে বিরোধী দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করতে পারতেন। আর তাঁদের সুযোগ এসেছিল—যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক একটা দারুণ জনমতের ঝড় দেখা দিয়েছিল—যেমন যুক্তফ্রন্টের আমলে, বিগত লোকসভা নির্বাচনে বা অন্যান্য কোনো কোনো সময়।

বিগত ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসের হাতে ছিল—শাসনের শক্তি। সেই ক্ষমতার চরম অপব্যবহার কংগ্রেস করেছে সমস্ত নির্বাচনে। সরকারী যত যানবাহন—জীপ থেকে এরোপ্লেন পর্য্যন্ত—প্রতি নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সারা ভারতব্যাপী অগণিত সরকারী কর্ম্মচারীর একটা বিরাট অংশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের প্রচারে লাগানো হোত। সরকারী তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ ক'রে কংগ্রেসের পক্ষে অসংখ্য জনসভার আয়োজন হোত। আর দেশের যত অসাধু সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে অবাধ লুঠের গোপন চুক্তির বিনিময়ে কংগ্রেসের হাতে কোটি কোটি টাকার নির্ব্বাচনী তহবিল গড়ে উঠত।

তার ওপর পুলিশের সক্রিয় সহায়তায় উন্মত্ত হয়ে, বেপরোয়া হয়ে গড়ে উঠেছিল—মস্তান বাহিনী—যাদের নির্বাচনী কর্মধারা ছিল—মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র—ছোরা, পাইপগান, মোটর, জীপ প্রভৃতি নিয়ে, পুলিশের জাগ্রত রক্ষা ব্যবস্থার নিরাপত্তার সাহসে, দস্যুর মত বুথ দখল, ভোটের বাক্স ছিনতাই করা, ভোটারদের ভোট দিতে বাধাদান ক'রে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অথবা বুথে ঢুকে ঢুকে জবরদস্তি ভোটপত্রে ছাপ মেরে কংগ্রেসের অনুকূলে তথাকথিত গণতন্ত্রের উপহাস উদ্‌যাপন করা।

এর সঙ্গে ছিল শাসনযন্ত্রের সাক্ষাৎ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে জাল ভোটপত্র ছাপানো ও তার দ্বারা নানা অপকৌশলে জনগণের মত প্রদানের ব্যবস্থাটাকে বানচাল করা। তার সঙ্গে ছিল—ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের অফিসারদের দিয়ে ভোটকেন্দ্রেই বহু রকম চৌর্য্যবৃত্তি করানো। এই চৌর্য্যবৃত্তির সঙ্গে অফিসারেরা যুক্ত হতেন—লোভে অথবা ভয়ে অথবা বিশেষ কৃপালাভের জন্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—কংগ্রেসের শাসনে এক নির্ব্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে কতো ভাবে—কতো সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন হতে হোত। সেজন্যই বহু দল, বহু মানুষ মনে করেছিলেন যে, কংগ্রেসী রাজত্বে এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন প্রহসন মাত্র। তাছাড়া, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচনে অফুরন্ত টাকার স্রোত ছড়ানোর ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে নির্ব্বাচনী জীবনকে অত্যন্ত ব্যয় বহুল ক'রে তুলেছিল।

ভোটের সময়ে এক একটা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে, কংগ্রেসের অজস্র যানবাহনের মাধ্যমে, যে অবিরত দ্রুত মিথ্যা প্রচারের কাজ চালানোর ধারা ছিল—অজস্র যানবাহনের সুযোগে গ্রামে গ্রামে বারম্বার হাজির হ'য়ে গ্রামের মানুষকে ভয় দেখিয়ে, প্রলোভন দিয়ে শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে যেভাবে ভোটের ক্ষেত্র তৈরী করার রওয়াজ চলছিল—তাকে সেই হারে দ্রুত এবং অবিরাম ভাবে প্রতিরোধ করার কাজ কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীদের পক্ষে দুরূহ ছিল। সে কারণে তাদের প্রচার অভিযানও অত্যন্ত ব্যয় বহুল হয়ে পড়ছিল।

একটা শাসনযন্ত্রের হাতে বিশ্বাসের সঙ্গে জনগণের মহান গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সেই শাসনযন্ত্র যদি ভক্ষক হয়—দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনে বিপর্য্যয় নেমে আসে। একথা মনে রেখে—জনগণের এই সব গণতান্ত্রিক জীবনের নামে প্রহসন ও উপদ্রব বন্ধ করার জন্য - তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় তারজন্য আমাদের সতত জাগ্রত থাকা আজ জাতীয় কর্ত্তব্য।

বিভিন্ন অভিযোগে হুড়া থানার কয়েকটি গ্রামের ভোট বয়কট

গ্রামের দাবী দাওয়া উপেক্ষিত হওয়ায়, হুড়া থানার কলাবনী অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামের লোকেরা ভোট বয়কট করেন এবং জেলা শাসককে নিম্নলিখিত চিঠি দেন—

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার কলাবনী অঞ্চলের তিলাবনী, মাধবপুর, পাঞ্জানিয়া, দেশড়া, মাতালপোড়া, থরীপোরা, রাডাডি, শ্যামালুটা, বাথানডি ও ডুংরীগোড়া, লেদাবনা গ্রামবাসীগণের নিম্নোক্ত দাবীগুলির কোন দাবীই দীর্ঘদিন ধরিয়া সরকারকে আবেদন করা সত্বেও পূরণ না হওয়ায় এই বিধানসভার নির্ব্বাচনে মর্ম্মাহত হইয়া আমরা ভোট বয়কট করিতেছি। যে সব দাবী পূরণ করা হয় নাই—তাহা এই :—

১) পাঞ্জানিয়া হাই স্কুলের মঞ্জুরীকরণ।
২) তিলাবনীতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র।
৩) প্রতি গ্রামের বেকার ভাইদের ১/২ জন করে চাকুরীর ব্যবস্থা।
৪) ক) লধুড়কা হইতে আনাড়া ভায়া পাঞ্জানিয়ার রাস্তা।
খ) পশু চিকিৎসা কেন্দ্র।
গ) মাধবপুরের বুথ পরিবর্ত্তন করিয়া তিলাবনী বুথে ব্যবস্থা করা।
ঘ) ডুংরীগোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী ও বুথ পরিবর্তন।
ঙ) মাতালপাড়া, মাধবপুর, ডুংরীগোড়া, বাথানডি ও দেশড়া গ্রামে যোগাযোগের জন্য ছোট রাস্তার ব্যবস্থা।
চ) প্রতি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
ছ) লেদাবনা ও শ্যামালুটা আদিবাসী গ্রামে নলকূপের ব্যবস্থা।
জ) থরীপোরা গ্রামের বিদ্যালয় গৃহটীর নির্মাণের ব্যবস্থা।

ট্রাক্টার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মহাবরষার রাঙ্গা জল

স্বর্গত দেশপ্রেমিক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের এই বিখ্যাত বই ঘরে রাখুন। এক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। দাম ৫ৎ। মুক্তি প্রেসের পাশে - বিশ্ববিদ্যা ভবনে পাওয়া যায়।

মুক্তি
২০শে জুন, ১৯৭৭, সোমবার

পশ্চিম বাংলার জনতার রায়

অকস্মাৎ অভাবিত রূপে সংবাদ এসেছে—সারা পশ্চিম বাংলার মানুষ বামফ্রন্টকে অদ্ভুতভাবে সমর্থন করেছেন। দু দিন আগেও সমস্ত দলই আশংকা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন—কে কত আসন লাভ করেন। এবং দেশের বহু মানুষেরই ধারণা ছিল—কোনো দলই বা কোনো জোটই একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবেন না। আজ এই অনিশ্চয়তার অবসান হোল।

আজ পশ্চিমবাংলার মানুষ বিপুল সংখ্যাধিক্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বামফ্রন্টের দাবীই আজ সর্বাগ্রগণ্য এবং তার হাতেই আজ শাসনের ভার অর্পণ করতে দেশের মানুষ আগ্রহান্বিত। বিগত লোকসভা নির্বাচনে যে-জনতা পার্টির প্রতি সারা দেশের সমর্থনের উত্তাল তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়েছিল—আজ ক'দিনের মধ্যেই পশ্চিমবাংলায় সেই পার্টির দাবীকে মানুষ গ্রহণ করতে পারেন নি। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বভারতীয় শক্তির দাবীও আজ মানুষের ভেতর কাজ করতে পারেনি। জনতা পার্টির এই বিপর্য্যয় কেন হল - তার বিচারের ভেতর দিয়ে দেশের সব দলই আজ শিক্ষালাভ করবেন।

বামফ্রন্ট আজ পশ্চিম বাংলার শাসনভার নিচ্ছেন। আমরা স্বাগত জানাই। নির্ব্বাচনের প্রচারের সময়, বামফ্রন্টের শাসন সম্পর্কে যে সব সমালোচনা উঠেছিল: বামফ্রন্ট তার উত্তর দিয়ে, দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তাঁদের শাসন শান্তি ও শৃঙ্খলার শাসন হবে ; নিগৃহীত বঞ্চিত মানুষদের দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য হবে। বামফ্রন্টের সুযোগ্য নেতৃত্বের অধীনে এই সংকল্প বাস্তবে রূপ গ্রহণ করবে—আমরা আজ সেই গভীর আশাই পোষণ করছি।

আজ গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন উদ্‌যাপিত

ভারত জুড়ে বিধানসভা নির্ব্বাচন উদ্‌যাপিত হয়ে গেল—অত্যন্ত বাঞ্ছিত গণতান্ত্রিক পরিবেশে। পশ্চিমবঙ্গে এই নির্ব্বাচন উদ্‌যাপিত হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত দলের নেতৃবৃন্দ খুব খুসী হয়ে বলেছেন—নির্ব্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই উদ্‌যাপিত হয়েছে।

এবারে নির্ব্বাচনের আগে অনেকে মনে করছিলেন যে এবারেও ভোটে জবরদস্তি বুথ দখল বা ভোটারদের বাধা দেওয়ার কাজ হতে পারে। কিন্তু তা কোথাও হতে পারেনি। দু চার জায়গায় এই সব কাজের চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু শাসন যন্ত্রের দিক থেকে এ সমস্ত উপদ্রব প্রতিরোধ করার জন্য সারা ভারতে সর্ব্বত্র প্রস্তুতি থাকায় তা' হতে পারেনি।

সেজন্য সারা দেশের লোকে স্বাধীন জীবনে এই প্রথম দেখা পেলেন গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, গণতান্ত্রিক সম-সুযোগের ভেতর দিয়ে, তাঁরা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার অবাধে প্রয়োগ করতে পেরেছেন। যাঁরা শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন—তাঁরা নিজেদের বিশেষ সুবিধের ক্ষেত্র করার উদ্দেশ্যে এই নির্ব্বাচনে ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবারে এরকম অবস্থা এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখা গেছে—কেউ বলেন নি।

আজ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসন জনতা পার্টির অধীনে। এবং যে সমস্ত রাজ্যে বিধানসভার ভোট গ্রহণ হচ্ছে—সে সব রাজ্যের শাসনও রাষ্ট্রপতির শাসনের মাধ্যমে বস্তুতঃ জনতা পার্টির হাতেই রয়েছে। এবারের এই বিধানসভা নির্বাচনকে পরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিক নির্বাচনরূপে পরিচালিত করার যে কাজ জনতা পার্টি দেখিয়েছেন—তা খুবই প্রশংসনীয়। জনতা পার্টির পক্ষ থেকে জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের এও একটি মস্ত বড়ো পরিচয়। এবারের নির্ব্বাচনে সুষ্ঠু পরিচালনার দিক ছাড়াও, বিরোধী দল সহ সব দলকে সরকারী প্রচার যন্ত্রের সুযোগ প্রভৃতি দিয়েও জনতা পার্টি গণতান্ত্রিক উদারতার বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন।

বিহারের নির্বাচনে ও অন্যান্য দু চার জায়গায় বুথ দখল প্রভৃতির যে সব হিংসাত্মক চেষ্টা চলেছিল—সেগুলিকে কেউ কেউ শাসনকারী দলের দুষ্কৃতিরূপে আরোপ করতে চেয়েছেন। তাঁরা সত্য যা—তা জেনেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ঐ দোষারোপ করেছেন - বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য ঐ সব যে চেষ্টা হয়—শাসনযন্ত্রের দিক থেকে বাধা দেওয়ার ফলেই তা সফল হয়নি। সেদিক থেকে শাসন যন্ত্র নিরপেক্ষতা অবলম্বনের প্রশংসার সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থা সামলাবার কৃতিত্বের জন্যও প্রশংসার পাত্র। যদি আমরা ধ'রে নিই যে, সমাজ-বিরোধীদের ঐ সব ব্যাপার শাসনযন্ত্রের নিজস্ব কারচুপির ব্যাপারই ছিল—তাহলে ঐ সব কেন্দ্রগুলিতে অগণতান্ত্রিক ব্যাপার ঘটার পর্বে কেউ বাধা দিত না। কিন্তু তা হয়নি। সে কথা আমরা সংবাদ পত্র মারফত জেনেছি।

কেউ কেউ বলেছেন—এবারের নির্বাচনে অগণতান্ত্রিক ব্যাপার যে হয়নি—তা জনগণের দিক থেকে সজাগ থাকার জন্য। কিন্তু একথাও আমরা যেন মনে রাখি যে, আমাদের দেশে জনজাগৃতি আজ যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থার মধ্যে জনগণ যতই জাগ্রত থাকুন—আজকের জীবনে শাসন যন্ত্র যদি মনে করে যে, সে সমাজ-বিরোধীদের নিয়ে, পুলিসী শক্তির সাহায্যে নানা উপদ্রব গুণ্ডামী করবেই—তবে তাকে আটকানো যেত না বা যাবে না—এটা অবধারিত।

বিগত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে জনমতের উত্তাল তরঙ্গ সত্বেও—দেশের দারুণ জনজাগৃতি সত্বেও, শাসন শক্তির পরিচালনায় হিংসাত্মক ও জবরদস্তিমূলক আচরণের সাহায্যে বহু ভোট কেন্দ্রে জনমতের কণ্ঠরুদ্ধ ক'রে, কংগ্রেসের অনুকূলে নির্বাচনী ফল সৃষ্টি করা হ'য়েছিল—এই অভিযোগ আজও দেশের নেতারা করছেন। সেদিন জনমত জাগ্রত থাকলেও, ধনকুবেরদের ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতির যে কোটি কোটি টাকা কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার তহবিলে এসেছিল—গণতান্ত্রিক অধিকারকে দলিত করার জন্য তাকে আটকাবার কারো ক্ষমতা ছিল না। কারণ শাসন ক্ষমতা যাদের হাতে ছিল—তারা তাই চেয়েছিল।

এবারের নির্ব্বাচনে শাসনযন্ত্রের দিক থেকেও যেমন গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন উদ্‌যাপিত করার সততাপূর্ণ সংকল্প ছিল—তেমনি দেশের জনসাধারণও জাগ্রত ছিলেন—শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন যাতে উদ্‌যাপিত হয়—তাতে সাহায্য করতে। এবং এখানে ওখানে সমাজ বিরোধীদের খণ্ড বিচ্ছিন্ন কিছু উপদ্রবের ঘটনা ঘটলেও, সারা দেশে জনসাধারণ শান্তির পরিবেশ চেয়েছিলেন বলেই দেশে এসব উপদ্রব বেশী হতে পারেনি। আজ ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে বিশাল ভোটপর্ব্বে শান্তি বজায় রাখার কাজে দেশের জনগণও যে সহায়তা দান করেছেন তারজন্য জনসাধারণও অভিনন্দন যোগ্য।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে এই নির্ব্বাচনকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও শান্তির পরিবেশে উদ্‌যাপিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন দলগুলিও প্রশংসনীয় আচরণ করেছেন। নির্ব্বাচনের মধ্যে সমাজ-বিরোধীদের যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপদ্রব দেখা দিয়েছে—তা সমাজ-বিরোধীদের নিজস্ব কাজও হতে পারে—আবার তা' মরিয়া দু-একটি দলের বা কোনো কোনো দলের বিদ্রোহী সদস্যদের বা প্রার্থীদের প্ররোচনায় উদ্ভূত ব্যাপারও হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। এগুলির আসল ব্যাপার কী তা খুঁজে দেখতে হবে। তবে কংগ্রেসের তৈরী করা অরাজকতার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে কেটে যাবে। দেশের সবাই মিলে গণতান্ত্রিক জীবন পরিবেশ গ'ড়ে তোলার যত দৃঢ়তা আমাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে—ততই ধীরে ধীরে এসব মিলিয়ে যাবে।

আমরা আজ যে-গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের পরিবেশ লাভ করলাম—তা ভারতের জীবনে এক মস্ত বড়ো সৌভাগ্যের কথা। শাসনে যাঁরা আছেন বা থাকবেন—তাঁদের মধ্যে দেশ শাসনের উপযুক্ত উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা যেন সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে—আমরা আশা করব। কদর্য্য দুর্বুদ্ধি ও প্রবঞ্চনা দিয়ে কলাকৌশল করতে গেলে অবশেষে সারা দেশের ও নিজের দলের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়—তার জলন্ত শিক্ষা আমরা সদ্যই লাভ করলাম। ঐ নির্ব্বোধের পথ আমাদের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর ফিরে আসবে না—আমরা গভীরভাবে তা' আশা করতে পারি।

আমরা শুনেছি—বিশ্বে অনেক দেশের শাসন, নির্ব্বাচন, আইন প্রণয়ন, বিচার পরিচালন প্রভৃতি কাজ সমূহ অনেক উন্নত গণতান্ত্রিক মনোভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আমাদের দেশ মহান ঐতিহ্যের দেশ। আমাদেরও উন্নত গণতান্ত্রিক জীবনই স্বাভাবিক। তবে দুঃসময় আসে—যখন দেশ জাতি কলঙ্কিত হয়। আমরা সেই অধ্যায় পার হলাম—এবং আশা করছি—সেই অধ্যায় আর ফিরে আসবে না। আমাদের জীবনে উজ্জ্বল, আলোকিত গণতন্ত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

নূতন শাসনজীবনে জেলার জন্য আজকের জরুরী ভাবনা

এই বছরে লোকসভা নির্বাচন আগেই সুসম্পন্ন হয়েছে। এখন বিধান সভা নির্ব্বাচনও শেষ হোল। এবার মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের পালা।

এই যে আমরা ভোট দিচ্ছি—লোকসভা বিধানসভা গঠনের জন্য নিজেদের দায়িত্বের অংশ বহন করছি—এর একটি মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ভাল মন্ত্রীসভা গঠিত হোক এবং আমাদের সকলের উন্নতি, সুযোগ সুবিধে এবং কল্যাণ হোক। আর আমাদের জেলার যে সব প্রতিনিধিরা যাচ্ছেন—তাঁরা শাসনকারী দলের নিজস্ব লোক বা সহায়ক হিসাবেই হোক অথবা শাসনকারী দলের বিরোধী সদস্য রূপেই হোক—আমাদের জেলার দাবী, দাওয়া, কল্যাণ, উন্নয়ন যতদূর যা পারেন—সততা ও আপ্রাণ চেষ্টার সঙ্গে তুলে ধরুন এবং জেলার জন্য সুযোগ, সুবিধে, কাজ ও অধিকার আদায় করুন।

আমাদের উন্নতি ও সুযোগ সুবিধের জন্য মন্ত্রীসভাগুলি ব্যবস্থা করবেন এবং প্রতিনিধিরা চেষ্টা করবেন—এই আশা সবটা অত্যন্ত সঙ্গত। কারণ তাঁরা না করলে অগ্রগতি হবে না—বড় বিপদ হবে—এটা সত্য। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, তাঁদের পিছনে আমাদের সাধারণ মানুষের দিক থেকে, ঐ সব বিষয়ে যে চেষ্টাটা সর্বদা জারী থাকবে—তার ওপরেই আমাদের কাজের সাফল্য নির্ভর করবে।

এমনও সরকার আসতে পারেন—যাঁরা আমাদের চাইবার বা বলবার আগেই খুব ভাল ব্যবস্থা ক্রমশঃ দ্রুতভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু তা সব সময় হয় না। ভাল সরকারকেও দাবী দাওয়া মনে করিয়ে দিতে হয়—তাঁদের চিন্তায় সাহায্য করতে হয়—সারা দেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় কোন্ কোন্ বিষয়ে নিজেদের দাবী দাওয়া বেশী জরুরী—এটাও ভালভাবে তাঁদের কাছে তুলে ধরতে হয়। এটা অবশ্যি ভাল সরকার সম্পর্কেই কথা। খারাপ সরকার হ'লে—তাদের কাছে কিছু ব'লে আশা করার চেয়ে লড়াই ক'রে ভবিষ্যতের জন্য ক্ষেত্রই তৈরী করতে হয়।

বর্তমানে যে পরিস্থিতি আজ এসেছে—তাতে আমরা আশা করতে পারি যে, নিজেদের জেলার দাবী তুলে ধরলে আজ কাজ হবে। ভাল কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতের জন্য এবং ভাল রাজ্য সরকার সারা রাজ্যের জন্য নানা উন্নয়নমূলক ও কল্যাণজনক কাজ করার চিন্তা ও আয়োজন করছেন ও করবেন—আমরা বুঝতে পারছি। তার মধ্যে তাহলে আমাদের দিক থেকে আজ কী কী বিষয়ে তাঁদের কাছে দাবী তুলে ধরবার আছে দেখা যাক।

দেশের শাসন ও অর্থনৈতিক রূপায়নে জেলার চিন্তা ভাবনা

(১) সারা দেশের বর্তমান সাংঘাতিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সমূহের দ্রুত পরিবর্তন করতে, কী ভাবে, কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে—দেশের কর্ণধারেরা ও দেশের বহু চিন্তাশীল মনীষী ভাবছেন এবং কিছু কিছু ব্যবস্থার রূপায়নও করছেন। এই সার্বজনীন চিন্তা ভাবনার রূপায়নে আমাদের জেলা থেকেও আমরা কিছু সাহায্য করতে পারি কিনা—চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। এই জেলার চিন্তাশীল মানুষেরা—, দেশজীবন বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন মানুষেরা এ বিষয়ে এগিয়ে আসুন—সকলের ভাবনা এক ক'রে আমরা জেলা থেকে তাঁদের কাছে আমাদের চিন্তা পৌঁছে দিই।

জেলার বিবিধ অনুন্নত অবস্থার সংশোধন

(২) এই জেলার মাটি অত্যন্ত অনুর্ব্বর—এই জেলায় সেচের ব্যবস্থা আদিম অবস্থায়—এই জেলায় বহু লোককে শ্রম দেবার কোনো শিল্প নেই—এই জেলার ব্যবসা বাণিজ্য মৃতপ্রায়। এই জেলার চরম দারিদ্র ও নিত্য দুর্ভিক্ষ ভারতে অতুলনীয়। এই জেলার কৃষিকে, শিল্পকে, বাণিজ্যকে উন্নত পরিবেশ দিতে হবে সর্ব্বাগ্রে। না হলে সাধারণ মানুষের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বহুলাংশে পণ্ডশ্রমই হচ্ছে এবং হতে থাকবে। ভূমি উন্নয়নের জন্য, বিশেষ সেচের জন্য, কৃষির বিজ্ঞান সম্মত যোগানের জন্য, শিল্প দ্রব্যের বাজার বিষয়ে সরকারী আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এই জেলার কৃষি ও শিল্পের জন্য বিশেষ অনুদানেরও ব্যবস্থা করতে হবে। আর জেলার জমির মিলিং, জমির খাজনা, কৃষি আয়কর, লেভী, বাড়ি জমি, ঋণের সুদ প্রভৃতি বিষয়ে অন্য জেলার চেয়ে পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে। এটা কেন করতে হবে—যুক্তি তথ্য দিয়ে অতি শীঘ্র ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারকে বোঝাতে হবে।

৩০ বছর ধ'রে শাসনের উপেক্ষার জন্য ক্ষতিপূরণ

(৩) এই জেলা স্বাধীনতার ৩০ বছর ধ'রে সব রকম সুযোগ সুবিধে, উন্নয়ন, অগ্রগতিতে বঞ্চিত হয়ে আছে। এই জেলা সবচেয়ে উপেক্ষিত, অনাদৃত, শোষিত, নিগৃহীত হয়েছে ঐ ৩০ বছর ধ'রে। এই জেলার বিপদ, আপদ, সংকট, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ইতিহাস তুলে ধ'রে, অবস্থা কী তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের উপলব্ধি করাতে হবে। এই সুদীর্ঘকালের বঞ্চনার ক্ষতিপূরণের দাবী যে কতো যুক্তি সঙ্গত—তাও তাঁদের বোঝাতে হবে।

জেলার নিজস্ব অর্থ নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির উন্নয়ন

(৪) এই জেলার কতকগুলি নিজস্ব শিল্প এবং সম্পদ আছে। যেমন তসর-শিল্প, তসর গুটি তৈরী শিল্প লোহার যন্ত্রপাতি শিল্প মুখোস শিল্প, লাক্ষা শিল্প বাসন শিল্প প্রভৃতি। এই জেলা বহু রকম খনিজ পদার্থে ভরা। এই জেলার ডাঙ্গা জমি বড় বড় শিল্প ও বড় বড় ফলের বাগানের উপযোগী। এর পাহাড় জঙ্গল পশুপালন গো পালনের উপযোগী। এই জেলার অনেক শ্রেণী আছেন যাদের দিয়ে ব্যাপক ভাবে উন্নত জাতের শূকর পালন প্রভৃতি হতে পারে। এই জেলায় বহু তালগাছ আছে—গুড়, মিছরি শিল্প হতে পারে। এই ভাবে এই জেলার সম্পদ, ঐতিহ্য, বিশেষত্বগুলি অবলম্বনে বহু অর্থনৈতিক কাজ গ'ড়ে উঠতে পারে। এই সবগুলি বিষয়ে সম্যক তথ্যাদি জোগাড় ক'রে এবং আরো যা গ্রহণের মত আছে—তার তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে সরকারগুলির কাছে দাবী তুলে ধরতে হবে। এসব বিষয়ে যাঁদের ভাল জ্ঞান আছে—সন্ধান আছে তাঁরা তথ্যাদি নিয়ে জেলার স্বার্থে—নিজেদের স্বার্থে এগিয়ে আসবেন আশা করি।

বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা বিষয়ে জেলার দাবী

(৫) গণতান্ত্রিক জীবনকে উপযুক্ত ভাবে গ'ড়ে তুলতে ও সমৃদ্ধ করতে বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা অত্যন্ত দরকার। এই বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা—কী রাজনৈতিক জীবনের জন্য, কী অর্থ নৈতিক জীবনের জন্য—দুই জীবনের জন্যই অত্যন্ত দরকার। এ বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার ধারা রাজ্য স্তর থেকে জেলা স্তরে নামবে—জেলা স্তর থেকে ব্লক স্তর—অঞ্চল স্তর—গ্রাম স্তরে নামবে। রাজ্য স্তরের মতো জেলা স্তরেও বিধানতান্ত্রিক, শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা শীঘ্রই গঠিত হওয়া দরকার। শাসনে আসীন ব্যক্তিরা এ বিষয়ে চিন্তা করলেও, জেলার দিক থেকে এ বিষয়ে শক্তিশালী দাবী জানাতে হবে—তার সঙ্গে বিকেন্দ্রিত ধারা কী রূপে গড়লে তার উদ্দেশ্য ঠিকমতো সফল হবে—তা আমাদের জেলার দিক থেকেও পরিষ্কার ভাবে বলতে হবে।

কংগ্রেসী রাজত্বে জেলায় অনুষ্ঠিত অত্যাচারের তদন্ত ব্যবস্থা

(৬) কংগ্রেসের রাজত্বকালে—অথবা বিশেষ ক'রে জরুরী আইনের সময় এই জেলায় যে সমস্ত গুরুতর রকমের উপদ্রব হয়েছে—সে সব বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক তদন্ত বা প্রতিকার চাইবার জন্য জেলার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা দরকার। এই বিষয়ে কী কী দাবী আসতে পারে তা ভালভাবে বিচার ক'রে দেখতে হবে। বরাবর লেভীর নামে যে ব্যাপক বর্ব্বর বিভৎস অত্যাচার করা হয়েছে—দরিদ্রের ঘর থেকে লেভীর নামে বেআইনী ভাবে ধানের যে সমস্ত সরকারী ছিনতাই হয়েছে—অযথা মামলা ক'রে সুদীর্ঘকাল ধ'রে বহু দরিদ্র চাষীর যে অশেষ ক্ষতি করা হয়েছে—সে সমস্ত বিষয় তদন্তের মধ্যে আনা যায় কিনা দেখতে হবে। সমগ্র লেভী আইনের সংবিধান বিরোধী রূপ বিচার্য্য বিষয় হতে পারে। তাছাড়া, জেলার কৃষি উদ্যোগের বিরাট যে কাজ হচ্ছিল—লোকব্রতী সোসাইটির মাধ্যমে—তার ওপর সরকারী আক্রমণ সমূহ এই তদন্তের বিষয় হতে পারে কিনা দেখতে হবে। তদন্তের দাবীর মধ্যে জেলার আর কী কী বিষয় আনা যেতে পারে—বিশেষ ভাবে ভেবে দেখতে ও পরামর্শ করতে হবে। এ বিষয়ে যার যা বক্তব্য আছে—জানাতে অনুরোধ করি।

উপরোক্ত ঐ সব দাবীর বিষয়গুলি নিয়ে শীঘ্র ভালভাবে তথ্য সংগ্রহের, চিন্তার দাবীর ও রূপায়নের কাজ আরম্ভ হোক—এই জন্য জেলার চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা, বিভিন্ন দলেরা আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে আসবেন বিশেষ আশা করছি।

পুরুলিয়ায় ভোট গণনার ফলাফল
বাম-জোট প্রার্থীদের বিশেষ সাফল্য

গত ১৬ই ও ১৭ই তারিখে পুরুলিয়া পলিটেকনিকে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হোল :

বান্দোয়ান (সং—আদিবাসী)

ভোটার সংখ্যা—৮১৫১২ বৈধ ভোট—৩৫৯১২ বাতিল—৯২৯

১। সুধাংশু শেখর মাঝি-(সি-পি-এম)—১২১৬৫ (নির্ব্বাচিত)
২। বুদ্ধেশ্বর মাঝি (কং)— ৮৭২১
৩। মহাদেব হাঁসদা (জনতা)— ৮৬২৫
৪। চিত্তরঞ্জন সিং (নির্দ্দল) ২৭০৮
৫। গোমস্তা প্রসাদ সোরেন (নির্দল) ২২৩১
৬। জাগরণ সোরেন (নির্দ্দল) ১৪৬২

কাশীপুর—(সং—আদিবাসী)

ভোটার সংখ্যা—৭৮৭৮৮ বৈধ ভোট—৩৪৩০৫ বাতিল—৯৮৭

১। সুরেন্দ্র মাঝি (সি-পি-এম) ৯৪৯৪ (নির্ব্বাচিত)
২। রামপদ মাঝি (জনতা) ৭৫৮৯
৩। রাজেন্দ্র মাঝি (কংগ্রেস) ৭০৫৯
৪। রবিলাল মাঝি (সি পি-আই) ৬৫১৯
৫। শ্যামাপদ মাঝি (এস-ইউ-সি) ১৭২২
৬। শ্রাবণ কুমার টুডু (নির্দ্দল) ৮৪০
৭। ভুবন মাঝি (নির্দ্দল) ৬২৭
৮। বুধন মাঝি (নির্দ্দল) ৪৬৫

ঝালদা—

ভোটার সংখ্যা—৮২০১২ বৈধ ভোট—৪৩৬১৪ বাতিল—৭৭২

১। সত্যরঞ্জন মাহাত (ফঃ বঃ) ২২১৫০ (নির্ব্বাচিত)
২। সুভাষচন্দ্র মাহাত (কংগ্রেস) ১০৬১৮
৩। বিজয়কৃষ্ণ মাহাত (জনতা) ১৭৬৫
৪। সুনীল কুমার (নির্দ্দল) ৬৩৮৮
৫। রামেশ্বর মাহাত (নির্দ্দল) ১১১৫
৬। কৃষ্ণলাল আগরওয়াল (নির্দ্দল) ৫২১
৭। শ্রীধর মাহাত (নির্দ্দল) ৫১৪
৮। বংশীধর মাহাত (নির্দ্দল) ১৭৬
৯। কৃষ্ণ চৌধুরী (নির্দ্দল) ৪৮৯
১০। দেবীলাল মাহাত (নির্দ্দল) ১০৯
১১। কন্তিরাম মাহাত (নির্দ্দল) ৫৮

জয়পুর—

ভোটার সংখ্যা—৭৯৪৫৬ বৈধ ভোট—৩৬৭৪৯ বাতিল—৮৩৯

১। রামকৃষ্ণ মাহাত (কংগ্রেস) ১৩১৯৫ (নির্ব্বাচিত)
২। চক্রধর মাহাত (জনতা) ১১৩১২
৩। সুরেশ্বর সাহ (ফঃ বঃ) ৬১২৩
৪। পদ্মলোচন মাহাত (নির্দ্দল) ৩০৩৯
৫। উমেশচন্দ্র মাহাত (নির্দ্দল) ১৯৮৪
৬। সুদর্শন মাহাত (নির্দ্দল) ৬৯০
৭। জগদীশচন্দ্র কালীরঞ্জন মাহাত (নিঃ) ২০৬

হুড়া—

ভোটার সংখ্যা—৮০৮৯৯ বৈধ ভোট—৩৬৯২৪ বাতিল—৯০২

১। ডাঃ অম্বরীশ মুখার্জী (সি-পি-এম) ১০৪৪৫ (নির্ব্বাচিত)
২। রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহদেও (জনতা) ৯৮২৪
৩। শতদল মাহাত (কংগ্রেস) ৮০১৭
৪। দুলালচন্দ্র হেমব্রম (এস-ইউ-সি) ৫২৫৫
৫। বানেশ্বর মাহাত (নির্দ্দল) ১৮৫৮
৬। শংকর হালদার (নির্দ্দল) ১০২৭
৭। শক্তিপদ মুখার্জী (নির্দ্দল) ৩৫৫
৮। করালীপদ পতি (নির্দ্দল) ১৪৩

২৩৪ মানবাজার

ভোটার সংখ্যা—৯১৯৬২ বৈধ ভোট—৫২১৫৭ বাতিল—১২০৪

১। নকুলচন্দ্র মাহাত (সি-পি-এম) ২২৬৯৯ (নির্ব্বাচিত)
২। সীতারাম মাহাত (কংগ্রেস) ১৮৯৬৩
৩। সত্যকিঙ্কর সেন (জনতা) ৬৫১৩
৪। ভুবন সিংসর্দ্দার (নির্দ্দল) ৩৯৮২

২৩৫ বলরামপুর (সংরক্ষিত—আদিবাসী)

ভোটার সংখ্যা—৭৬৬০৪ বৈধ ভোট—৩৫১২৫ বাতিল—৭৮৮

১। বিক্রম টুডু (সি পি-এম) ১৮৮৭৭ (নির্ব্বাচিত)
২। রূপসিং মাঝি (কংগ্রেস) ৯৪৩৩
৩। হীরু সিং সর্দ্দার (জনতা) ৬৫১১
৪। অজয় মাঝি (নির্দ্দল) ৫০৪

২৩৯ পুরুলিয়া

ভোটার সংখ্যা—৮৯০৪৫ বৈধ ভোট—৪৩৩৫৩ বাতিল—৯৫৫

১। মহাদেব মুখার্জ্জী (সি-পি-এম) ১৮৫৪০ (নির্ব্বাচিত)
২। সনৎকুমার মুখার্জ্জী (নির্দ্দল) ১০৭৬৪
৩। ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (জনতা) ৫৯১১
৪। শ্যাম মাহাত (নির্দ্দল) ৪৩৮৮
৫। কল্পনা খান (কংগ্রেস) ২৭৩৪
৬। ডঃ দেবকুমার চক্রবর্ত্তী (নির্দ্দল) ১০৬৬

২৪০ পাড়া (সংরক্ষিত—হরিজন)

ভোটার সংখ্যা—৮৬৭৬৬ বৈধ ভোট—৩৪১৩০ বাতিল—৮৯৬

১। গোপাল বাউরী (সি-পি-এম) ৯১৮৫ (নির্বাচিত)
২। শরৎচন্দ্র দাস (কংগ্রেস) ৭৭০৭
৩। শৈলেন্দ্র বাউরী (এস-ইউ-সি) ৬৬৫২
৪। তারা বাউরী (জনতা) ৫৯৪৯
৫। গোপালচন্দ্র ডোম (নির্দল) ১৫০২
৬। কালিপদ রাজোয়াড় (নির্দল) ১০১৬
৭। সহদেব বাউরী (নির্দল) ১১৮৪
৮। বিশ্বেশ্বর বাউরী (নির্দল) ৮৯১

২৪১ রঘুনাথপুর (সংরক্ষিত—হরিজন)

ভোটার সংখ্যা—৭৮৯৬৩ বৈধ ভোট—৩৩২৫৭ বাতিল—৮২২

১। বিজয় বাউরী (এস-ইউ-সি) ৯৪৫৩ (নির্বাচিত)
২। নেপাল বাউরী (জনতা) ৯১০৮
৩। প্রহ্লাদ বাউরী (সি-পি-এম) ৮৫৩৭
৪। দুর্গাদাস বাউরী (কংগ্রেস) ৬১৫৯

২৪শে জুন বিধান সভার বাজেট অধিবেশন বসছে

সি, পি, এমের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুই বামজোটের রাজ্য শাসনে মুখ্যমন্ত্রী রূপে বসছেন। মঙ্গলবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নেবেন। এই মন্ত্রীসভায় সি, পি, এমের কয়েকজন মন্ত্রীসহ ফরোয়ার্ড, আর, এস, পি, আর, সি, পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কিষ্ট), বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও মন্ত্রী থাকবেন। বামজোট ভাবছেন—মন্ত্রী মণ্ডলীতে কম সংখ্যক মন্ত্রী থাকবেন—বেশী মন্ত্রী না বাড়ানো।

রাজ্যপালের পক্ষ থেকে বামজোটকে অনুরোধ জানান হয়—২০ জুন, সোমবারের মধ্যে মন্ত্রীদের শপথ নেবার জন্য। কারণ ৩০শে জুনের মধ্যে রাজ্য বিধান সভায় "ভোট অন এ্যাকাউন্টস্" পাশ না হলে রাজ্য সরকারের সব কাজ অচল হয়ে যাবে। তা' পাশ করাতে হ'লে, ২৪শে জুন, শুক্রবার নতুন বিধান সভার অধিবেশন ডাকা প্রয়োজন। মঙ্গলবার শ্রীজ্যোতি বসু শপথ গ্রহণ ক'রে ২৪শে জুন বিধান সভার অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা করবেন। জ্যোতিবাবুর শপথ গ্রহণের কয়েক দিন পর অন্যান্য মন্ত্রীরা শপথ নেবেন। কারণ অন্যান্য মন্ত্রী নির্বাচনের জন্য বামজোটের সব শরিকদের শলা পরামর্শ করে নিতে হবে।

জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় বাজেটের রূপ : এক নজরে

১। নতুন সরকার চাষবাসের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

২। মিলিটারীর খরচ কমিয়ে দিয়েছেন।

৩। দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের ওপর আয়কর থাকছে না।

৪। এ বছরের আগের সরকারের বাজেটে ঘাটতি ছিল –২০২ কোটিটাকা। এই সরকার ঘাটতি কমিয়ে ৭২ কোটি টাকায় দাঁড় করিয়েছেন।

৫। যে সব জিনিষে কর বাড়ছে—
সম্পদ কর, আয়করের ওপর সারচার্জ্জ, হাত ঘড়ি, টাইমপিস, বিড়ি, সিগারেট, মোটর গাড়ী, রেডিও, ট্রানসিজটার, টেপ রেকর্ডার, ষ্টিরিও, বিদেশী পশম, বিদেশী কম্বল, এ্যাসিটিলিন গ্যাস, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, জুতোর কালি, সিনেমার ফিল্ম ও ওজন যন্ত্র।

৬। যে সব জিনিষে কর কমছে—
মাঝারি সংবাদপত্র, তাঁত বস্ত্র, ছোট কারখানায় তৈরী কাগজ, জল তোলার বৈদ্যুতিক পাম্প, সমবায় সমিতির তৈরী দেশলাই, কম দামের টি, ভি সেট, দেশী কম্বল ও পশম, বিদেশী ঘড়ি, বৈদ্যুতিক মোটর ও ট্রান্সফরমারের তামার তার, কাষ্ঠ সম্পদ, পল্লী অঞ্চলে তৈরী শিল্প, ষ্টেনলেস ষ্টীলের বাসন, টায়ার, টিউব, ব্যাটারী।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া লিম্পোর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গত ৯ই জুন রঘুনাথপুর সহরের উপকণ্ঠে প্রায় ৭ বিঘা পরিমিত জমির নির্মীয়মান "পুরুলিয়া লিম্পো" কারখানার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়। খাদী ও গ্রামীন শিল্প কমিশনের প্রকল্প অনুযায়ী এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ২ লক্ষ টাকার মূলধনী খাতে নিয়োগ করে সিমেন্টের বিকল্প স্বরূপ এই লিম্পো কারখানা স্থাপনে শ্রীপি, সান্যাল উদ্যোগী হয়েছেন।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীঅশোক চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং রঘুনাথপুরের বি-ডি-ও শ্রীচক্রবর্ত্তী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। খাদী কমিশনের শ্রীসরকার, শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীবি, পরামানিক ; শ্রীপি, সান্যাল প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

এই কারখানার কাঁচা মাল স্বরূপ চুণা পাথর, ফ্লাই এ্যাস প্রভৃতি স্থানীয় ভাবে সংগ্রহের সুযোগ সম্ভাবনা আছে। এই কারখানায় দৈনিক ১৫ টন লিম্পো উৎপন্ন হবে।

শোচনীয় জীপ দুর্ঘটনা

গত ৩১শে মে পুরুলিয়া-টাটা জাতীয় সড়কে সিমূলিয়া গ্রামে সন্ধ্যা ৭-৩০ টার সময় এক শোচনীয় জীপ দুর্ঘটনায় বলরামপুর ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীইন্দুভূষণ দাস ও সমবায় বিভাগের পিয়ন শ্রীহরেন্দ্র নাথ গোপ মারা যান এবং বলরামপুর ব্লকের পঞ্চায়েৎ সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীগুরুপ্রসাদ ব্যানার্জী, একটি বালক ও জীপের ড্রাইভার গুরুতর ভাবে আহত হন। প্রকাশ, বলরামপুর থেকে পুরুলিয়া আসার পথে সিমূলিয়া গ্রামের নিকট একটি কালভার্টের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগায় উপরোক্ত দুর্ঘটনা ঘটে।

কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির ও গ্রামীন কম্পোষ্ট তৈরীর প্রতিযোগিতা

গত ২৯শে ও ৩০শে মে স্থানীয় আঞ্চলিক বিজ্ঞান মিউজিয়াম হলে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে গ্রামীন আবর্জ্জনা থেকে কম্পোষ্ট সার তৈরীর প্রতিযোগিতা এবং তণ্ডুল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করা হয়। রাজ্যের কৃষি অধিকর্ত্তা ডাঃ কালিদাস সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন এবং বিশিষ্ট কৃষি বিদগণ অংশ গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

উত্তম অবস্থায় Surega Moped (অটোসাইকেল – মডেল '৭৫) বিক্রয়। নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

গোপেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী
গ্রাম—উনানশীলা, পোঃ চোরপাহাড়ী জেলা পুরুলিয়া।

সরযূপ্রসাদ জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট

(হায়ার সেকেণ্ডারী ভোকেশন্যাল)

ডুড়গী, পোঃ ডুড়গী (ভায়া ঝালদা) জিলা পুরুলিয়া।

(১) মেকানিক্যাল সার্ভিসিং ও মেইন্টিন্যান্স, (২) ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসিং ও মেইন্টিন্যান্স ও (৩) ফেব্রিকেশন, ট্রেড সমূহে ২ বৎসরের ভোকেশন্যাল টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্ত্তির জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট আবেদন পত্রে আবেদন আহূত হইতেছে। যে সকল প্রার্থী এবৎসর অনুরূপ পরীক্ষা দিয়াছেন ফলাফল সাপেক্ষে তাঁহারাও আবেদন করিতে পারেন।

আবেদন পত্র স্বনাম ঠিকানাযুক্ত খামসহ (১০″ × ৪½″) ১২৫ পয়সার ডাক টিকিট পৃথকভাবে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে পাওয়া যাইবে। আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫-৭-১৯৭৭। ছাত্রাবাসের সুবন্দোবস্ত আছে।

"সুপারিন্টেণ্ডেন্ট"

WANTED

Wanted a B. A. and a B. Sc. teachers (preferably trained in deputetion vacances at Talpat Adarsha Jr. High School, P. O. Chirudih-Radhnagar, Dist. Purulia.

Apply to the Secretary on or before 28-6-77 and attend an interview on 29 6-77 at 2 P. M in School Office. Preference will be given to the local candidates.

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা | সোমবার, ২৭শে জুন ১৯৭৭ ১২ই আষাঢ়, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

শক্তিমানের শক্তি সে তো
আপনাকে নয় জাহির করা।
শক্তি পাওয়ার সার্থকতা
অশক্তকে তুলে ধরা ॥

• • •

বিপদে সে রক্ষা করে—
আঘাত করে প্রতিহত।
আপন তেজের আগুনে তার
দীপ জ্বালানো মহাব্রত ॥

পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার নিতে বামফ্রণ্ট শপথ নিলেন

রাজভবনে অভিষেক

মঙ্গলবার ২১শে জুন সকাল সাড়ে দশটায় রাজভবনে শ্রীজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে শপথ নিলেন সি, পি, এমের শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ এবং ডঃ অশোক মিত্র ফরোয়ার্ড ব্লকের ডঃ কানাই ভট্টাচার্য্য এবং আর, এস, পির শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী। এই শপথ গ্রহণের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক দিনের সূচনা হল। ভারতবর্ষের শাসন জীবনে বামপন্থী আদর্শের অনুসরণকারীরা বিধানতান্ত্রিক পথে এক নুতন পরীক্ষায় যাত্রারম্ভ করলেন।

মহাকরণে নুতন মন্ত্রীসভার বৈঠক

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময়ে রাজভবনের চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। শপথ গ্রহণ সেরে, জন-জোয়ারের মধ্য দিয়ে, জ্যোতি বাবুরা বিপুল জয়ধ্বনীর মধ্যে মহাকরণ (রাইটার্স বিল্ডিং) যাত্রা করেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পাঁচজন মন্ত্রীর প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম বৈঠকে প্রতিশ্রুতি মতো বন্দী মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বক্তব্য

২১শে জুন সন্ধ্যায় কলকাতা প্রেসক্লাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে, কাজের ওপর তাঁরা জোর দেবেন কারণ কাজটাই আসল। তিনি দুর্নীতি দূর করার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, আমরা মুখে যা বলছি কাজেও তাই করব। দুর্নীতি দূর করতে হলে—সকলের আগে ওপর থেকে দুর্নীতি সরাতে হবে উপরে দুর্নীতি থাকলে দুর্নীতি ছড়াবেই। নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা প্রমাণ করব যে, আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

তিনি বলেন, জনসাধারণ এবার অভূত পূর্ব্ব রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। এতদিন তাঁরা ঠকেছেন। উপায় নেই বুঝে অপেক্ষা করেছেন। আমরা যদি ঘোষিত কর্ম্মসূচীর রূপায়ন না করি-তবে জনসাধারণ আমাদেরও ক্ষমা করবেন না।

ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আশ্বাস প্রদান

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই পশ্চিমবাংলায় বামজোটের মন্ত্রীমণ্ডলীকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, বিভিন্ন রাজ্যে জনতা পার্টির মন্ত্রীমণ্ডলীগুলির প্রতি যে ব্যবহার করা হবে—সেই রকম আন্তরিক সহযোগিতা তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিও দিয়ে যাবেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তামিলনাড়ু রাজ্য সম্পর্কেও ঐ আশ্বাস বাণী দিয়েছেন।

স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, এ্যাডভোকেট জেনারেল

স্পীকার নির্ব্বাচিত হলেন---সি, পি, আই, এমের মনসুর হবিবুল্লা। এ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন---শ্রীস্নেহাংশু আচার্য্য।

মন্ত্রীরূপে আর যাঁরা শপথ নিলেন

শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে অপর চার জন মন্ত্রীরূপে প্রথম শপথ নেন। তারপর আর যাঁরা ক্যাবিনেট মন্ত্রীরূপে শপথ নেন তাঁদের নাম :—

সি, পি, এম

(১) প্রশান্ত শূর—টালীগঞ্জ
(২) অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়—নদীয়া
(৩) মহম্মদ আমিন
(৪) হাসিম আবদুল হালিম—২৪ পরগণা
(৫) পার্থ দে—বাঁকুড়া
(৬) চিত্তব্রত মজুমদার – হাওড়া
(৭) রাধিকা ব্যানার্জ্জী—২৪ পরগণা
(৮) পরিমল মিত্র—জলপাইগুড়ি
(৯) প্রভাস রায়—২৪ পরগণা
(১০) বিনয় চৌধুরী—বর্দ্ধমান

আর, সি, পি, আই

(১১) সুধীন কুমার—কলকাতা

ফরোয়ার্ড ব্লক

(১২) ভক্তিভূষণ মণ্ডল—বীরভূম
(১৩) শম্ভু ঘোষ
(১৪) কমল গুহ

আর, এস, পি

(১৫) ননী ভট্টাচার্য্য আলিপুরদুয়ার
(১৬) দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

কে কোন্ দপ্তর পেলেন আগামী সংখ্যায় থাকবে।

রাজ্যে রাজ্যে জনতা পার্টির নেতা

রাজ্যে রাজ্যে জনতা পার্টির মন্ত্রীসভায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন—তাঁদের নাম—

ওড়িশা—নীলমণি রাউত রায়
বিহার—কর্পূরী ঠাকুর
উত্তর প্রদেশ—রামনরেশ যাদব
মধ্যপ্রদেশ—কৈলাস চন্দ্র যোশী
রাজস্থান—ভাইরন সিং শেকোয়াত
হিমাচল প্রদেশ—শান্ত কুমার
হরিয়ানা—দেবীলাল
পাঞ্জাব—প্রকাশ সিং বাদল

জনতা পার্টির পরিষদীয় দলের নির্ব্বাচন

বিধানসভায় জনতা পরিষদ দলের নেতা নির্ব্বাচিত হয়েছেন—শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র। সহকারী নেতা শ্রীপ্রবোধ সিংহ। হুইপ—শ্রীপ্রদ্যোৎ মহান্তি। পরিষদ দলের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীহরিপদ ভারতী।

বিগত নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে দলগত অবস্থা

মোট আসন : ২৯৪
(ভোট হয়েছে ২৯৩টিতে)

কলকাতা

সি পি আই (এম)	১২
ফ: ব:	২
আর এস পি	২
ফ: ব: মা:	১
জনতা	৫
	২২

২৪ পরগণা

সি পি আই (এম)	৪৪
ফ: ব:	৩
আর এস পি	৩
কংগ্রেস	১
এস ইউ সি	৩
মু: লীগ	১
	৫৫

হাওড়া

সি পি আই (এম)	১১
ফ: ব:	৩
আর সি পি আই	১
জনতা	১
	১৬

হুগলি

সি পি আই (এম)	১৩
ফ: ব:	৩
ফ: ব: মা:	১
জনতা	৩
	১৯

বর্দ্ধমান

সি পি আই (এম)	২২
ফ: ব:	২
ফ: ব: মা:	১
কংগ্রেস	১
	২৬

বীরভূম

সি পি আই (এম)	৪
ফ: ব:	৪
আর এস পি	১
আর সি পি আই	১
কংগ্রেস	২
	১২

বাঁকুড়া

সি পি আই (এম)	১০
ফ: ব:	১
আর এস পি	১
জনতা	১
	১৩

পুরুলিয়া

সি পি আই (এম)	৭
ফ: ব:	১
কংগ্রেস	১
এস ইউ সি	১
	১০

মেদিনীপুর

সি পি আই (এম)	১৪
বি: বাং কং	১
জনতা	১৭
কংগ্রেস	২
সি পি আই	২
সি পি আই (এম-এল)	১
	৩৭

মুরশিদাবাদ

সি পি আই (এম)	৬
ফ: ব:	১
আর এস পি	৫
কংগ্রেস	৬
নির্দল	১
	১৯

নদীয়া

সি পি আই (এম)	১১
আর এস পি	১
আর সি পি আই	১
বাম সমর্থিত নির্দল	১
জনতা	১
	১৫

জলপাইগুড়ি

সি পি আই (এম)	৬
ফ: ব:	১
আর এস পি	৫
	১২

পশ্চিম দিনাজপুর

সি পি আই (এম)	৪
আর এস পি	২
কংগ্রেস	৪
নির্দল	১
সি এফ ডি	১
	১২

দারজিলিং

সি পি আই (এম)	২
গোরখা লীগ	২
কংগ্রেস	১
	৫

মালদহ

সি পি আই (এম)	৭
জনতা	১
কংগ্রেস	২
নির্দল	১
	১১

কোচবিহার

সি পি আই (এম)	৩
ফ: ব:	৫
	৮

•আড়ষা কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত আছে।

এবারের বিধানসভার নির্ব্বাচনে দলগত শক্তি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে (১৯৭৭) মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ৩৬.৯১ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬০ শতাংশের বেশী আসন লাভ করেছে। রাজ্যের নির্বাচনী সাফল্যের ইতিহাসে সি-পি-এম একটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল। বামজোট মিলিতভাবে পেয়েছে ৪৫.৯৫ শতাংশ ভোট।

সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্ব চনী ফলাফলের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে ভোট প্রাপ্তির হিসাবে সি পি এমের পরই স্থান কংগ্রেসের, তার পরে জনতা পার্টির। কংগ্রেস পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের ২২.৫ শতাংশ ও জনতা পার্টি পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের ২০.৫৫ শতাংশ। বামজোট মিলিতভাবে ২৯৩ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছে ৪৫ ৯৫ শতাংশ ভোট। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা হল ৬৫লক্ষ ৬০ হাজার। আসন সংগ্রহ করেছে ২০০টি মোট আসনের ৭৮ শতাংশ। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে ৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে ২১৮টি আসন পেয়েছিল।

বিধানসভার নির্ব্বাচনে ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয়

এবার বিধানসভার নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী ভোট পাওয়ার গৌরব সি পি এম নেতা জ্যোতি বসুর। ৪৫-হাজারেরও বেশী ভোট তিনি পেয়েছেন। তার পরেই রয়েছে কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু বরকৎ গনি খান চৌধুরী ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ডঃ কানাই ভট্টাচার্য্যের স্থান। যথাক্রমে ৪৩ হাজার ও ৪১ হাজারেরও বেশী ভোট। সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন একজন নির্দল প্রার্থী। মাত্র ১৮ ভোট।

এবার সবচেয়ে বেশী প্রার্থী ছিল। সংখ্যা ১৫৬৪ জন। তার মধ্যে প্রায় ৬ শত জনের জামানত জব্দ হতে পারে।

বামপন্থী ফ্রন্টের বিজয় উৎসব

এবারের বিধানসভা নির্ব্বাচনে অভাবিত ভাবে বামপন্থী ফ্রন্টের বিজয় লাভ ঘটেছে। সেজন্য বামপন্থী ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে ২৬শে জুন, বিকেল পাঁচটায়। বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দেবেন। তাঁরা বিজয় উৎসব করছেন—এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। বামপন্থী ফ্রন্ট দুই তৃতীয়াংশের অনেক বেশী আসনে বিজয় অর্জন করে ভারতবর্ষের বিধানতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

নির্ব্বাচনী সফরে দুর্ঘটনা

গত ১০ই জুন তারিখে কংগ্রেসী নির্ব্বাচনী প্রচারের জীপে আরোহী এক তরুণ স্বেচ্ছাসেবক জয়পুর থানার অদূরে জীপ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট জীপটি না থেমে চলে যায় এবং তরুণটি রাস্তার উপরে আহত অবস্থায় পড়ে থাকে। কিছু পরে অন্য এক দলের নির্ব্বাচনী জীপ ঘটনাস্থলে এলে বালকটিকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। পরে, তরুণটিকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় স্থানান্তরিত করা হয়। পরদিন সকালে বালকটি হাসপাতালে মারা যায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ নিহত বালকটি গড়জয়পুরের শ্রীনিমাই মোদকের পুত্র।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার মুক্তিতে পাড়ায় নির্ব্বাচিত বিধানসভা সদস্যের নাম ভুল ভাবে লেখা হয়েছিল। তাঁর নাম শ্রীগোবিন্দ বাউরী। ইনি সি, পি, এমের সদস্য।

মুক্তি

২৭শে জুন, ১৯৭৭, সোমবার

স্বাগতম

বিধানসভা নির্ব্বাচনে অভূতপূর্ব্বভাবে বিজয় অর্জ্জনের জন্য বিজয়ী বামফ্রন্টকে আজ অভিনন্দন জানাই। বহু সমস্যা কণ্টকিত পশ্চিম বাংলার শাসন জীবনের অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব আজ যাঁদের ওপর এসে পড়ল—তাঁদের শাসন সাফল্যের প্রতিও আমাদের গভীর শুভ কামনা জ্ঞাপন করি।

এই বিজয়ী দলকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানাবার সঙ্গে স্বাগত জানাই তাঁদের প্রথম উচ্চারিত কয়েকটি সংকল্পকে। শাসন জীবনে দেশের সর্বত্র শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ রাখবার জন্য সর্ব্বপ্রথমেই বামজোটের প্রধান নেতৃবৃন্দ যে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন—তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। এতে আমরা সবিশেষ আনন্দিত।

তার সঙ্গে তাঁরা, গণতান্ত্রিক জীবনের সাফল্যের যে আসল চাবি কাঠি,—তার প্রতিও প্রথমেই বিশেষ দৃষ্টিপাত ক'রে সংকল্প বাণী উচ্চারণ করেছেন। সংবাদ পত্রে দেখলাম—তারা বলেছেন—শাসন জীবনের গুরু-দায়িত্ব পালনের কাজে তাঁরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এবং গণসংগঠনগুলির পরামর্শ নিয়ে সমস্যার সমাধান করবেন। শুধু আমলা ও কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর ক'রে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে শাসন পরিচালনা হবে না। শাসন জীবন গ্রহণের প্রারম্ভেই উচ্চারিত এই মহৎ সংকল্পও সবিশেষ অভিনন্দন যোগ্য।

মন্ত্রী, আমলা, পুলিস, প্রতিনিধি আর দলীয় অনুচরবর্গের ওপর নির্ভর ক'রে দেশের শাসন সম্পন্ন হতে পারে না। তাতে দলীয় বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে—কিন্তু বাঞ্ছিত জনশাসন তাতে হয় না। এই ধারাতেই কংগ্রেস দেশের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছল। বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েও ছিল। কারণ জনগণের শোষণই ছিল তাদের লক্ষ্য।

গণতান্ত্রিক কাঠামো একটা সোজা কথা নয়। দেশের শাসন-শক্তি জনগণকে নিয়ে কাজ করবে—জনগণের মধ্যে কাজ করবে। আর জনগণ শাসন যন্ত্রের সঙ্গে সহজ সংযোগের পথ পাবে—জনগণ শাসন জীবনে অংশ গ্রহণ করবে—জনগণ দেশের শাসনকে নিজের শাসন ব'লে উপলব্ধি করবে—তবেই শাসনের কাঠামোটা হবে গণতান্ত্রিক। বামফ্রন্ট নেতাদের সংকল্প থেকে আমরা আশা করছি যে, বামফ্রন্টের এই নতুন আমলে শাসনের কাঠামোকে এই গণতান্ত্রিক রূপ দেবার সততাপূর্ণ চেষ্টা হবে।

বামজোটের এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের জন্য বামফ্রন্টের সকল শরিকের সম্মিলিত বুদ্ধি, শক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও, একথা স্বীকার না করলে ত্রুটি থেকে যাবে যে, এই সবের ওপরে মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির সুযোগ্য নেতৃত্ব এই যাত্রাপথে পথের দিশারী রূপে কাজ করেছে। সুগঠিত এক বিরাট কর্মীবাহিনীর পরিচালকরূপে, এই নির্ব্বাচনে সি-পি-এম যেমন এক শক্তিশালী নেতৃত্বের গৌরব অর্জ্জন করেছেন—রাজ্যের শাসন জীবন পরিচালনার কাজেও তেমনি সেই সবল নেতৃত্ব দিয়ে, তাঁরা গৌরব অর্জ্জন করবেন—আজ সেই আশা নিয়েই তাঁদের অভিনন্দন জানালাম।

জাতির জীবনে বহু নির্ব্বাচন পার হয়েছে। মানুষ দেখেছে—যাঁরা দেশের প্রতিনিধিত্বে এগিয়েছেন—তাঁদের বহু জনই দায়িত্ব নেবার সময় বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু নির্ব্বাচন শেষে তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি পালন করার কোনো দরকার আছে মনে করেন নি। দেখে দেখে মানুষ এসবের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন গণতন্ত্রের প্রতি,—শাসন কারীদের সততার প্রতি, প্রতিনিধিত্বের অঙ্গীকারের প্রতি আজ আস্থা ফেরাবার সময় এসেছে। এ বিষয়ে দেশের দাবীও যেমন ক্রমশঃই তীব্র ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠছে—তেমনি আজকের দিনের অঙ্গীকারকারীরাও দেশের প্রবহমান ধারার বিরুদ্ধে যে ভাবে লড়াই করে এগিয়ে আসছেন—তাতে দেশের মানুষ ক্রমশ তাঁদের ওপর গভীর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন। সংগ্রাম কারীদের আজ দেশের সেই আস্থার যোগ্য হ'তে হবে। আজকের দিনে রাজনীতিজ্ঞদের সামনে এই সাধনা।

পশ্চিম বাংলা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সমস্যা কণ্টকিত রাজ্য। আজকের দিনে সব বিষয়ে সবচেয়ে অনগ্রসর রাজ্য রূপে ভারতের মানুষের কাছে করুণার পাত্র। এই রাজ্যের দুরূহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, তাকে সামলাবার দায়িত্ব নিয়ে, আজ যারা শাসনে আসছেন—তাঁদের কাজ আজ অত্যন্ত কঠিন। সেজন্য তাঁদের সময় দিতে হবে। এবং এখন দেখতে হবে—এখনই তাঁরা কী করতে পারছেন তা নয়। দেখতে হবে—তাঁরা কাজ করার কী চেষ্টা সততার সঙ্গে করছেন।

তাঁদের এই সততা পূর্ণ চেষ্টার সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। মতবাদের পার্থক্য থাকলেও, যাঁরাই যেখানে কাজ করবার সততা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন—তাঁদের সঙ্গে আমরা আন্তরিক সহযোগিতায় যুক্ত হয়েছি—তা সকলেরই জানা আছে। এবং সকলের এও জানা আছে যে, আন্তরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ থাকলেও, জনস্বার্থের দৃষ্টিতে যেখানে যা ভুল ত্রুটি অন্যায় ঘটেছে আমরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও কুণ্ঠাবোধ করিনি। তাতে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে সত্য। কিন্তু আমরা নিরুপায় হয়েই বন্ধুভাবে ভুল ত্রুটির সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছি।

একটা কুশাসনের বিরুদ্ধে সর্ব্বাত্মক সংগ্রাম আর বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক সত্ত্বেও সমালোচনা, প্রতিবাদ ইত্যাদির কর্মধারা—এ দুটোর তফাৎ রাজনীতিজ্ঞদের বুঝতে হবে। এটা না বোঝার ফলে, আমরা অনেক সময় অনেক বিরোধীতার পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে ফেলি। ফলে অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ থেকে অনেককে অনেক সময় বঞ্চিত হতে হয়।

আজকে এই রাজ্যের ব্যাপারেই হোক, আর কেন্দ্রের ব্যাপারেই হোক—শাসন জীবনের সমস্ত নতুন প্রচেষ্টার সঙ্গে আমাদের আন্তরিক অকুণ্ঠ সহায়তা সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তাগিদে, বন্ধুভাবে আমরা যে সব সমালোচনা করব—তাকে সহজ দৃষ্টিতে গ্রহণ করার শক্তি থাকবে—এ কথাই আজ আশা করব। তবে আমরা যে সব সমালোচনা করব—সেই সব সমালোচনার লক্ষ্যই থাকবে—জনগণের স্বার্থ, শাসনকারী দলের সম্মান আর জনগণের সামনে বিচারের খোরাক।

যাঁরা শাসনে আসেন—জনগণের কল্যাণ করার বহু শক্তি তাঁদের হাতে থাকে। তাঁদের প্রতি সহযোগিতা দিয়ে জনগণের জন্য কল্যাণের কাজটা সকলের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত আমরা মনে করি। অযথা আঘাত দেওয়া—কাজ পাবার পরিবেশকেই নষ্ট করে আমরা জানি। তবু প্রয়োজনে বন্ধুভাবে আঘাত দিতে হয়—তাও জানি। আমাদের এই মনোভাবের প্রতীকরূপে লোকসেবক সংঘ সর্ব্বদা যে সব পদক্ষেপ নিয়েছেন—তার যৌক্তিকতা, তার মূল্য, তার অন্তর্নিহিত মনোভাব—দেশের সাধারণ মানুষ এবং দেশের অনেক রাজনৈতিক দলও তা ভালভাবেই জানেন।

পরিশেষে আবার জানাচ্ছি যে, নতুন শাসন-জীবন গঠনে সব সময় আমরা আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত থাকবো। জেলা তথা বৃহত্তর দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে যতটুকু চিন্তা ভাবনা ও সহযোগিতা দেওয়ার শক্তি আমাদের আছে—তা' যাঁদের গ্রহণ করার দায়িত্ব রয়েছে তা গ্রহণ করতে তাঁরা এগিয়ে এলে সুখী হবো।

জেলার বামফ্রন্ট প্রতিনিধিদের প্রতি

এই জেলায় বামফ্রন্টের যে সব প্রার্থীরা আজকে শাসনকারী দলের সদস্য হবার গৌরব লাভ করেছেন—তাঁদের কয়েকজনই এই জেলার সুদীর্ঘকালের সুপরিচিত কর্মী এবং কর্ম ক্ষমতার জন্য আদৃত। বামফ্রন্টের সামনে যেমন আজ অত্যন্ত সমস্যাপূর্ণ রাজ্যের দায়িত্ব দেখা দিয়েছে তেমনি আমাদের জেলার এই সব বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের সামনেও আজ ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে উপেক্ষিত এবং বঞ্চিত জেলার সমস্যা লাঘবের দায়িত্ব দেখা দিয়েছে।

সুদীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনে আমরা দেখেছি—এই জেলার কংগ্রেসী প্রতিনিধিরাই ভারতবর্ষের সব জেলার প্রতিনিধিদের মধ্যে সবচেয়ে উদাসীন—সবচেয়ে অনগ্রসর ছিলেন। নিজেদের জেলার জনস্বার্থের কাজ বিষয়ে তাঁদের কোনো লক্ষ্য ছিল না। আজকে নতুন প্রতিনিধিদের সামনে

এই গভীর কলঙ্ক মোচনের দায়িত্ব রয়েছে। দায়িত্ব রয়েছে—এই জেলার উন্নয়নে সাধ্যমত প্রচেষ্টা করার। আমরা তাঁদের ওপর গভীর আশা পোষণ করছি।

বামফ্রন্ট বলেছেন যে, তাঁরা দেশের শাসনের কাজে সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ করার দায়িত্ব হাতে নিলেও, তাঁদের সবচেয়ে লক্ষ্য থাকবে—সবচেয়ে বঞ্চিত, সবচেয়ে শোষিত ও উপেক্ষিত মানুষের জন্য। বামপন্থী আদর্শের অনুসরণকারীরা বলেন—এই লক্ষ্যই তাঁদের মূল লক্ষ্য। সেজন্য আর আমরা এই জেলার লোক গভীরভাবে আশা করতে পারি যে, বামফ্রন্টের শাসনে আজ সবচেয়ে বঞ্চিত, শোষিত, উপেক্ষিত এই জেলার জন্য সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি নিশ্চয় থাকবে।

আমাদের জেলার মানুষেরা আমরা এই রাজ্যের এক কোণে—রাজধানী থেকে বহু দূরে সাওতবর্জিত দেশের মধ্যে আছি। বড় বড় দৈনিক সংবাদ পত্রও আমাদের হাতে নেই। তাদের ওপর প্রভাবও নেই। আমাদের জেলার হাতে ছোট খাটো দু চারটে সাময়িক পত্র মাত্রই আছে যার মধ্যে এই জেলার দুঃখ, বেদনা, অভাব অভিযোগ প্রকাশিত হয়। আর গ্রামে ঘরে, দোকানে, আড্ডায় মানুষের দুঃখ অভাবের কথা ব্যক্ত হয়। এই জেলার প্রতিনিধিদের এই গুলির ওপর সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে এই জেলার দাবী দাওয়া অভাব অভিযোগ রাজ্যের রাজধানীতে বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে। তা তাঁরা করবেন—এই ভরসাও আজ গভীর ভাবে রাখছি।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

অর্থনৈতিক জীবনের মূল দিকগুলি যা রয়েছে

মুক্তিতে এ বিষয়ে প্রথম পর্য্যায়ের লেখায় আলোচনা করেছি—অর্থনৈতিক জীবনের মূল দিকগুলি কী কী। তাতে বলেছি মূল দিকগুলি এই :

১) অর্থনৈতিক জীবনের লক্ষ্য স্থির করা
২) বর্ত্তমান বৈষম্যের অবসান করা
৩) অর্থনৈতিক জীবনের নীতি সমূহ স্থির করা
৪) অর্থনৈতিক জীবনের উপায় বা কাঠামো তৈরী করা
৫) তারজন্য তদারক ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা
৬) বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক জীবন গঠনে জনগণের দিক থেকে যে ভূমিকা নেবার রয়েছে—তা সার্থক করা।

কারো কাছ থেকে এখনো এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য পাইনি

মুক্তির পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা এই লেখা পড়ে, এ বিষয়ে আরো কিছু চিন্তার খোরাক দিতে চান—তা দিলে, আমি সেগুলি মুক্তিতে আলোচনার জন্য উত্থাপন করব। এখনো পর্য্যন্ত কারো কাছ থেকে কোনো লেখা আসেনি। সেজন্য আমি প্রথম প্রবন্ধে মূল বিভাগ বিষয়ে যা বলেছি—তা আপাততঃ সামনে রেখেই এ বিষয়ে পরবর্ত্তী আলোচনা করছি।

সর্ব্বপ্রথমে অর্থনৈতিক জীবনের নীতি সমূহ নির্ণয় করা দরকার

অর্থনৈতিক জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে 'প্রথম পর্য্যায়ে' যা লিখেছি—তা প'ড়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এ বিষয়ে সম্ভবতঃ কারো দ্বিমত হবার কথা নয়। বরং এতে কোনো সংযোজনের কথা কেউ ভাবতে পারেন। অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনা করতে গেলে, সর্বপ্রথমেই স্থির করা দরকার—অর্থনৈতিক জীবনের নীতি কী হবে। লক্ষ্য আমাদের স্থির হয়ে আছে। এখন অর্থনৈতিক জীব-কে কীভাবে গড়া হবে—সে বিষয়ে অনেক বিতর্ক আছে। যেমন অনেকের ধারণা—অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত না ক'রে তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়াই উচিত। কেউ মনে করেন—নিয়ন্ত্রিত না করলে শোষণ ও বিশৃঙ্খলা কেউ বন্ধ করতে পারবে না ইত্যাদি।

সেইভাবে অনেকগুলি প্রশ্ন জাতীয় জীবনে আমাদের সামনে রয়েছে। প্রথম পর্য্যায়ে আমি ১১টি প্রশ্নের কথা বলেছি। অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো রচনা যাঁরা করবেন—তাঁদের আগে ঐ প্রশ্নগুলি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ নীতি নির্ণয় ক'রে নিতে হবে। ঐ ১১টি প্রশ্নের মধ্যে এবারে একটি প্রশ্নের আলোচনা করছি।

নিয়ন্ত্রণ বিনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি জাতীয় জীবনে কেন গুরুত্ব পেয়েছিল

এই প্রশ্নটি একবার আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল। গান্ধীজী তখন বেঁচে। চলে যাবার কিছুদিন আগের কথা। কংগ্রেস শাসনের তখন পরিপূর্ণ রাজত্ব। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস সরকার। কংগ্রেস সরকার খরিদ নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছিল যে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সত্বেও, জিনিষপত্রের দারুণ অভাব, মূল্য বৃদ্ধি, চোরা ব্যবসার সাংঘাতিক উপদ্রব প্রভৃতি চলছিল। কংগ্রেস সরকার নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছিলেন কিন্তু ঐসব অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সামলাতে পারছিলেন না।

গান্ধীজী তখন যে পরামর্শ দিলেন : কিদোয়াই যে ব্যবস্থা করলেন

ঐ রকম পরিস্থিতিতে গান্ধীজী অবিরত পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে, বিনিয়ন্ত্রণ করো (ডি কন্ট্রোল করো)। কংগ্রেস সরকার সে কথা শুনছিলেন না। তারপর খাদ্যমন্ত্রীরূপে এলেন রফি আমেদ কিদোয়াই। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর গভীর অনিচ্ছার মধ্যেই অবশেষ বিনিয়ন্ত্র (অর্থাৎ ডি-কন্ট্রোল) ক'রে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মত ফল ফলল। জিনিষ পত্র পাওয়া যেতে লাগল স্বাধীনভাবে কেনাবেচা হতে লাগল—মূল্যবৃদ্ধি যা হচ্ছিল—তা কমের দিকে আসতে লাগল। সারা ভারতে লোকের ধারণা হোল নিয়ন্ত্রণ—অর্থাৎ কন্ট্রোল জাতীয় নীতি হিসাবে ভাল নয়।

নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কংগ্রেসের যা বক্তব্য ছিল

এখন দেখা যাক—কংগ্রেস সরকার 'কন্ট্রোলের' দ্বারা যা করতে চেয়েছিলেন—তা' ভাল বা প্রয়োজনীয় ছিল কিনা এবং তা' সফল হচ্ছিল না কেন। কংগ্রেস সরকার যে উদ্দেশ্যে কন্ট্রোল করছিলেন—সেই উদ্দেশ্য বিষয়ে তাঁদের নিজেদের যা বক্তব্য ছিল তা এই। মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনের জিনিষপত্র যে যা খুশী কিনতে পারবে ও মজুত করতে পারবে—এই ছাড়পত্র দিলে, কে কোথায় মাল কিনছে—কে কত মজুত করছে—কিছুই বোঝা যাবে না। এ বিষয়ে সরকারী লাইসেন্সের ব্যবস্থা থাকলে, সরকারের নজরে থাকবে—কারা কিনছে। সর্ব্বোচ্চ মজুতের পরিমাণ নির্দ্ধারিত থাকলে, কেউ বেশী মজুত করতে পারবে না। আর সরকারীভাবে দাম নির্দ্ধারিত থাকলে, বিক্রেতারা সেই দামে বিক্রি করতে বাধ্য হবে—তাতে সাধারণ ক্রেতারা উপকৃত হবেন। তাছাড়া দেশে জিনিষের টানাটানি—ঐ মাল সকলের মধ্যে বণ্টন করতে হবে—তারজন্য 'রেশন' ব্যবস্থা দরকার। তাতে সকলেই পাবেন—তবে সকলের কিছু কষ্ট হতে পারে। সোজাসুজি দেখতে গেলে এই বক্তব্য খুব যুক্তি সংগত।

কংগ্রেসের সেই নিয়ন্ত্রণের প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হচ্ছিল এবং তা কিভাবে

আসলে বাস্তবক্ষেত্রে সবটাই উল্টো হচ্ছিল। কন্ট্রোলের ফলে (ক) বাজারেমালের ভীষণ টানাটানি চলছিল। (খ) দাম নিয়ন্ত্রিত দরের চেয়ে দারুণ বেড়ে যাচ্ছিল। (গ) ক্রেতারা নিয়ন্ত্রিত দরে মাল পাচ্ছিলেন না—অভিযোগ ক'রেও প্রতিকার পাচ্ছিলেন না। (ঘ) তাঁরা দেখছিলেন—বর্দ্ধিত মূল্যে মাল বিক্রি করলে আইনতঃ দণ্ড হওয়ার কথা থাকলেও, বিক্রেতারা অবাধে বেশী দরে মাল বিক্রি করছেন। তাঁদের কিছুই হচ্ছে না। (ঙ) সর্ব্বসাধারণের সকলেই দেখতে পাচ্ছিলেন যে, নির্দ্ধারিত পরিমাণ মজুতের নির্দ্দেশ থাকলেও, কিছু লোক অঢেল মজুত করছেন; কিন্তু আইনতঃ কিছুই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। (চ) দেশে খাদ্যের অনটন রয়েছে সত্য। তবে যেটুকু অনটন দেখা দিচ্ছিল। সকলেই বুঝতে পারছিলেন যে, এই অনটনের শতাংশই মজুতদারদের সৃষ্টি করা অবস্থা। (ছ) লোকে দেখেছিলেন যে, আইনের প্রয়োগ করা বিষয়ে পুলিস আমলাতন্ত্র এবং শাসনযন্ত্র সব একেবারে নিষ্ক্রিয়।

গান্ধীজী কংগ্রেসের আসল মতলব বুঝেছিলেন

গান্ধীজী তখন আসল অবস্থা সবই বুঝছিলেন। গান্ধীজী তখন যে-সব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—তাতে দেখা যায় যে তিনি বুঝে ছিলেন যে, কংগ্রেস সরকার বিপথগামী হয়েছে; দুর্নীতি-দুষ্ট হয়েছে। গান্ধীজীর পরামর্শ নিচ্ছে না। গান্ধীজী এটাও বুঝেছিলেন যে, জনগণের সু'বরের নাম ক'রে

কংগ্রেস সরকার যে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন—তার আসল উদ্দেশ্যই হল—নিয়ন্ত্রণের নামে আইন হাতে রেখে, নিজেদের দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থে চোরা বাজারকে অবাধ সুযোগ দেওয়া। সেজন্যই গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, কংগ্রেসের হাতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তো জনগণের কল্যাণ করছেই না; বরং তাদের শোষণ ও দুর্দ্দশার ব্যবস্থাই করছে। সেজন্য তিনি বিনিয়ন্ত্রণের জন্য জোর তাগিদ দিয়ে ছলেন।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কখন মারাত্মক হয়ে ওঠে

এই অবস্থা থেকে আমরা প্রাথমিক দৃষ্টিতে কী বুঝতে পারছি। আমরা বুঝতে পারছি যে, যে-নিয়ন্ত্রণটা শাসকদল করতে চান—সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য যদি শাসকদল সততাপূর্ণ না হন—তাকে সফল করার জন্য যা ব্যবস্থা করা দরকার তা যদি না করেন—তবে নিয়ন্ত্রণ কার্য্যকরী হতে পারে না। অধিকন্তু শাসকদল যদি নিয়ন্ত্রণের নামে নিজেদের মতলব হাসিল করতে চান—তবে সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জনগণের পক্ষে আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে।

যে দুটি কথা আজ পরিষ্কার হওয়া দরকার

তবে কি আমরা বুঝবো যে, শাসনযন্ত্রের দিক থেকে, নিয়ন্ত্রণ চালু করা উচিত নয়? এই কথার উত্তর দেবার আগে একটা কথা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া দরকার। তা এই যে, জাতীয় জীবনে নিয়ন্ত্রণের স্থান আছে কিনা। তারপর দেখতে হবে যে, জাতীয় জীবনে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় বোধ হ'লে ও সেই নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হলে, শাসনযন্ত্রের দিক থেকে যে আচরণ আশা করা যায় তা করার মনোভাব আছে কিনা।

কোন্ কোন্ অবস্থায় নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবা যেতে পারে

দেশের কৃষি বা শিল্প বা পশুপালন জাত যে সব দ্রব্যের উৎপাদন হয়—তা যদি দেশের প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়—তবে যা উৎপাদিত হয়েছে, তাই যদি সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ করে পেতে হয়—তবে একটা নিয়ন্ত্রণ চাই-ই। পরিবারের লোকসংখ্যা হারে কে কত পাবে। সুতরাং এই দিক দিয়ে একটা নিয়ন্ত্রণ দরকার হচ্ছে।

চাহিদা অনুসারে উৎপাদন নিয়মিত করা দরকার

তাছাড়া আবার প্রয়োজনীয় কোনো জিনিষ প্রয়োজনের অনেক বেশী উৎপাদিত যেন না হয়—তাও রাষ্ট্রকে দেখতে হবে। দেশে যদি বছরে ষাট লক্ষ টন টমেটো আর ষাট লক্ষ টন বেগুনের চাহিদা থাকে—আর চাষীরা যদি ১০০ লক্ষ টন টমেটো উৎপাদন ক'রে ফেলেন—আর মাত্র ২০ লক্ষ টন বেগুন করেন—তাহলে টমেটো বহু অবিক্রিত থাকবে—সমস্ত টমেটোর দাম কমে যাবে। আর বেগুনের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাবে। একদিকে লক্ষ লক্ষ টমেটো উৎপাদক চাষী মার খাবে। অন্যদিকে বেগুন উৎপাদনকারী একদল চাষী প্রচুর মুনাফা ক'রে ফেলবে। সেজন্য উৎপাদন যাতে দেশের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা রাষ্ট্রকে দেখতে হবে। এই দিক দিয়েও নিয়ন্ত্রণ দরকার।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশী ভোগ এবং বেশী মজুতের প্রতিকারের নিয়ন্ত্রণ

যাদের হাতে বেশী পয়সা আসে—তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ কিনতে ও মজুত করতে থাকে। এটা লোকের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই অবস্থাকেও রোধ করার জন্য নিয়ন্ত্রণ দরকার হয়। তাছাড়া দেশের একদল লোক চায় অর্থের জোরে সব সময় সব জিনিষ বেশী ভোগ করবে। তাদের চাহিদায়, তাদের অর্থের জোরে জিনিষপত্রের দাম বাড়বে। কোনো উন্নত রাষ্ট্র এটা চলতে দেয় না।

আরো বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ : সম-অধিকার, সম-সুযোগ, সম-বণ্টন

কিন্তু এই সব অবস্থা সৃষ্টি করার মূলে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য আছে—সেটাকে দূর করার জন্যই যে মূল নিয়ন্ত্রণ—সেটাই রাষ্ট্রের দিক থেকে বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ। সেই নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়েই সৃষ্টি হয়—সম-অধিকার, সম-সুযোগ, সম-বণ্টনের মহান ব্যবস্থা সমূহ।

সমাজ জীবনে সমগ্র অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ

আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠি—যখন দেখি কোনো লোক কোটি কোটি টাকার মাল মজুত করছে। যেমন রাষ্ট্রকে দেখতে হবে—কোনো লোক যেন নির্দ্ধারিত পরিমাণের বেশী মজুত না করে, তেমনি রাষ্ট্রকে দেখতে হবে—একজন ব্যক্তি তার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের টাকার পরিমাণ—আইনতঃ যা ধার্য্য করা থাকবে—সে তার অনেক অনেক বেশী টাকা—যেন হাতে না পায়। সমাজ জীবনে এই নিয়ন্ত্রণ একটা মস্ত বড়ো কথা। চারিদিক থেকে লুঠ করে যারা খাচ্ছে—তাদের প্রতিহত করার জন্য নানা নিয়ন্ত্রণ যেমন দরকার—তেমনি যারা এতদিন বঞ্চিত, শোষিত—তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য যেসমস্ত বিধি বিধান রচিত হয়—সেগুলিও সব রক্ষা ব্যবস্থা রূপে এক নিয়ন্ত্রণ।

সমগ্র নিয়ন্ত্রণে শাসন ব্যবস্থার কী রূপ হবে

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সকলের কল্যাণের জিনিসে রূপান্তরিত করতে আজ সমাজ ব্যবস্থার সমগ্র নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই দরকার। তবে সেই নিয়ন্ত্রণের জন্য শাসনযন্ত্রকে সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। শাসন যন্ত্রকে কীভাবে কাজ করতে হবে—তা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করব। (ক্রমশঃ)

চরিত্র গঠন আন্দোলন সভা

(সংবাদ দাতা—মুকুন্দ বিহারী বিশ্বাস)

একটা বিস্ময়! একটা জিজ্ঞাসা! কি? কেন? বিস্ময়ের পর বিস্ময়—তিনি বলেছেন—"আমি পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি, গতানুগতিকতা আমার পন্থা নহে।" এ আর এক বিস্ময়—কি সেই ইতিহাস? পৃথিবীর ইতিহাস, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস; গ্রীসের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস—আরো কত ইতিহাস—সেতো সবাই জানে—কিন্তু নতুন ইতিহাসটি কি? কি ইহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি? কি ইহার দার্শনিক চিন্তাধারা? বিস্ময়ের পর বিস্ময়—আবার বিস্ময়!

প্রচার পত্রিকায় দেখেছিলাম ২৬ ও ২৭শে মে বৈকাল ৪ ঘটিকায় ইউনিয়ন ক্লাব ময়দানে 'চরিত্র গঠন' আন্দোলন সভা। প্রচণ্ড রোদ গ্রীষ্মের দাবদাহে মগজের ঘিলু শুকিয়ে যায়—তার মধ্যে ৪টায় মিটিং কি হবে? মনে সংশয় হল—কিন্তু না—শুনলাম ঘড়ির কাঁটায় মিটিং আরম্ভ হয়েছে। নতুন ইতিহাসের সন্ধান খুঁজে পেলাম। বক্তৃতা আরম্ভ হলো। শ্রোতারা তৃষ্ণায় কাতর বিহ্বল কিন্তু নীরবে পান করছে অমৃতময় ভাষার অনন্তধ্বনি ভাণ্ডারের এক একটা যুগান্তকারী প্রাণবন্ত ভাবোদ্দীপক বাণী। জাগরণী ছন্দের সঙ্গীত—স্বরূপানন্দ সঙ্গীত। মনে পড়ে যায় সেই তপোবন, ঋষির আশ্রম জীবনের কথা। কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় শান্ত শান্তির নীড়ে বসে আছে বালক বালিকা, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। জাতি নেই, বর্ণ নেই, ধর্ম্ম নেই, সম্প্রদায় নেই—সকলেই মিলিত হয়েছে একই মণ্ডপে। যেন মিলনের মহোৎসব। বারাণসী, আগরতলা, গৌহাটী, আলিপুর দুয়ার, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গা থেকে বক্তারা এসেছিলেন—প্রত্যেকের বক্তব্য যুগোপযোগী—হৃদয়ে দাগ কাটে। চরিত্রবান মানুষ গড়তে হবে—আদর্শ মানুষ গড়তে হবে; দেবমানবের সৃষ্টি করতে হবে। এবং বহুর পর দেবমানবের আবির্ভাব হবে। তারই জন্য এই চরিত্র-গঠন আন্দোলন—কি সুন্দর বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। দেবমানবের সৃষ্টি! খুঁজে পেলাম নতুন ইতিহাসের আসল সন্ধান। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কঠোর সাধনা—অভিক্ষা—কোন অনুদান গ্রহণ না করা—কি কঠোর আত্মপ্রত্যয়—কি কঠিন পণ—ভীষ্মের ন্যায় পণ—অর্জ্জুনের মত লক্ষ্য। স্বাবলম্বনের শিক্ষাগুরু জাতির ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কর্ম কর, অলসতা পরিত্যাগ কর। প্লেগ আমাদের জাতীয় শত্রু নহে, ম্যালেরিয়া আমাদের জাতীয় শত্রু নহে—আমাদের জাতীয় শত্রু অলসতা। সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর—যিনি দীক্ষা দিয়ে গুরু হতে চান নি, যিনি যশ, মান খ্যাতি চান নি—যিনি জীবন ধারণ করেও জীবনী প্রকাশ করেন নি বা প্রকাশের অনুমতিও দেন নি। এতবড় ত্যাগী, এত বড় মহান ব্যক্তিত্ব আর কোথায় আছে।

পূর্ব্ব ঘোষিত সময় অনুযায়ী ২৭শে মে ঠিক ৫টায় সভারম্ভ হল। স্বামীজী সভা উদ্বোধন করে সাময়িক বিশ্রামের জন্য বাইরে গেলে অস্থায়ীভাবে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ ক্লাশের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রেভাঃরেণ্ড চার্লস উইনকেলম্যানস। বেলজিয়াম নিবাসী এই শ্বেতাঙ্গ ভদ্র মহোদয় আজ সম্পূর্ণ ভারতীয়—বাবা-

মণির শিষ্য, বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দখল আছে। তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করে বললেন—আমি বাবামণির মধ্যে যিশুকে খুঁজে পেয়েছি—তাই বাবামণির কাছে দীক্ষা নিয়েছি। যিশু শিশুদের ভালবাসতেন বাবামণিও শিশুদের ভালবাসেন। যিশু আর বাবামণির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সভার সমস্ত লোক অবাক বিস্ময়ে এই বিদেশীর মুখে বাংলা ভাষার সারগর্ভ বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনতে লাগলেন। সাময়িক মনে হয়েছিল আমরা সেই চিকাগোতে পৌঁছে গেলাম। ভারতীয় দর্শন ভারতীয় কৃষ্টির সেই ধারা এখনও আছে শেষ হয়ে যায় নাই।

সভার সাফল্য কামনা করে ভারতের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট শ্রীবি. ডি জাত্তি এক বাণী প্রেরণ করেছেন।

৭৫ জন ছেলে ও মেয়ে বক্তা প্রশিক্ষণ ও কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন ক্লাবের প্রায় ৫০০ জন ছেলে ও মেয়ে চরিত্রবল মহাবল ধ্বনি দিতে দিতে সভা মণ্ডপে প্রবেশ করে এবং স্বামীজীকে মালা ভূষিত করে। স্বামীজী তাদের প্রত্যেককে একটি করে মালা উপহার দেন।

এই সভার প্রধান বক্তা নিখিল ভারত অখণ্ডমণ্ডলীর সভানেত্রী ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তিনি তাঁর আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে বলেন পুরুলিয়ায় আশ্রম গড়ার সাধ ছিল—জমি দেখতে গেলাম কিন্তু মাটি খুঁড়ে দেখলাম হাড় নরকঙ্কাল মানুষের মাথার খুলি; ভাবলাম এইত জীবন এইত শেষ; কি থাকবে কি জন্যে দেহধারণ—!' থেমে গেলে চলবে না—আমাদের এগোতে হবে আশ্রম গড়তেই হবে। ভগবানের নির্দ্দেশে পুপুনকীর গভীর বনে বাঘ ভালুক, সাপ, কাঁকড়া বিছাকে সাথে করে গড়ে উঠল আশ্রম, যেখানে এক বিন্দু জল ছিল না সেখানে আজ মঙ্গল সাগরের জল থৈ থৈ করছে। বাবামণির কত কঠোর শ্রম, কত কঠোর ত্যাগ, কত কঠোর পণ! দু আনা পয়সার সরবত না খেয়ে তার দ্বারা পোষ্টকার্ড কিনে পত্র দিয়ে মানুষ গড়েছেন কর্ম্মময় জীবন. পত্রময় জীবন আজও অসমাপ্ত কিন্তু কাজ থেমে নেই—থেমে থাকবে না। বাবার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে আপনাদের মাথা পেতে নিতে হবে। দেশকে, জাতিকে মানব কুলকে রক্ষা করতে হলে মায়েদের অবগুণ্ঠন খুলে দেশের কল্যাণে লাগতে হবে এবং সুসন্তানের জন্ম দিতে হবে। বাবামণি তাঁর জীবন যৌবন ধন সবই দেশের কল্যাণে দান করেছেন। তোমরা দাতা হও, ত্যাগী হও, মহান হও। প্রতি ঘরে ঘরে চরিত্রের বাতাবরণ সৃষ্টি কর। নতুন জগৎ সৃষ্টি কর। সত্যি এ এক নতুন জগৎ নতুন ইতিহাস।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের বক্তব্য

[বামপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বামফ্রন্ট শাসনের প্রারম্ভকালে যে বক্তব্য রেখেছেন তা বিভিন্ন দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বক্তব্য এই]

পশ্চিমবাংলার জনগণ এ নির্বাচনে এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। তার ফলে জনগণের নিজেদের ও বামপন্থী ফ্রন্টের কর্মীদের উপর এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্ব আমাদের সুষ্ঠুভাবে পালন করতেই হবে।

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সহ বামপন্থী ফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছেন রাজ্যের জনগণ। ফলে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বামপন্থী ফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। এ রাজ্যের সমস্যা বহু। সমস্যাগুলি যে জটিল তাতেও সন্দেহ নেই। তথাপি আমাদের প্রাণপণ চেষ্টায় সে সব সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে হবে। জনগণকে সাথে নিয়ে, জনগণের গণসংগঠনগুলির নিয়মিত পরামর্শ নিয়ে তবেই আমরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হতে পারব। এটাই আমাদের মূল কথা। শুধু আমলা ও কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করলে আমরা কোন সমস্যারই গভীরে যেতে পারব না। জনগণকে সব কিছু খুলে বলতে হবে। তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে। তাঁদের অভিমতগুলি বিচার বিবেচনা করতে হবে। শাসন পরিচালনা কেন্দ্রীভূত হবে না রাইটার্স বিল্ডিং-এ। প্রশাসন চালাতে হবে জনগণের প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক সহযোগিতার মাধ্যমে, জনগণ যাতে প্রতি পদে তাঁরা নিজেরা সরকারের কাজে যুক্ত থাকেন। সফলতা ও ব্যর্থতা সব কিছুর অংশীদার হবেন জনগণ একথা আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না।

গণতন্ত্রী প্রিয় জনগণ, রাজনীতি সচেতন নরনারী এবং বামপন্থী ফ্রন্টের বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের দায়িত্ব সর্বাধিক। আপনারা সব সময় মনে রাখবেন এটা জনগণের সরকার, আপনারা তাদের প্রতিনিধি, আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিফলিত হবে আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের কর্মধারায়। আচারে-আচরণে, ব্যবহারে শালীনতাই হবে মূল কথা। প্রতিটি কর্মীকে অসীম ধৈর্য ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। কংগ্রেসী আমলে যে সব যুবকের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়েছে রাজনৈতিক নেতারা তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে—ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের সুস্থ সবল সমাজ জীবনে। কোন ব্যক্তির উপর কোন রকম জোর জুলুম, জবরদস্তিমূলক আচরণ করা চলবে না। শহরের পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গঞ্জে যে সব সমস্যার উদ্ভব হবে সেগুলি ঠাণ্ডা মাথায় সুস্থ পরিবেশে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। নিজের হাতে আইন গ্রহণ করা চলবে না। বামপন্থী ফ্রন্টের বিভিন্ন পার্টি নেতৃত্বের কাছে সমস্যাগুলি পেশ করতে হবে। ধীর ও স্থির মস্তিষ্কে জনজীবনের প্রতিটি দৈনন্দিন সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। আমরা জানিয়ে দিতে চাই—আমরা কোন কর্মীকে কোন লোককে কারু কাছে টাকা তুলতে বা পার্টির পক্ষ হয়ে কোন কথা বলতে নির্দেশ দিই নি। স্থানীয় ও জেলা পার্টির নেতারাই পার্টির কথা বলবেন। পালক তা হাতে নিয়ে গলায় লাল রুমাল বেঁধে গেলেই তারা পার্টির প্রতিনিধি হয়ে যাবে না। প্রতি এলাকার মানুষ বিভিন্ন বামপন্থী ফ্রন্টের স্থানীয় পার্টি নেতাদের চেনেন। তাঁদের নির্দ্দেশ ছাড়া অন্য কারুর কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। প্রথম প্রথম কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। ধীরে ধীরে আমরা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে।

WANTED

Wanted a Bsc (Bio) preferably trained on a deputation vacancy at Tunturi Jr. High School P. O. Tunturi. Dist Purulia. Apply to the Secretary on or before 29.6.77. Date of intervied on 30.6 77 at 1 -30 A.M.

Secretary
Tunturi Jr High School
P. O. Tuntury. Purulia.

WANTED

Wanted a Science Graduate Teacher (preferably trained on deputation vacancy. Apply to the Secretary Jitujuri D. S. Junior High School, P. O. Jitujuri Dist. Purulia whithin 2.7 77.

মহাবরষার রাঙ্গা জল

স্বর্গত দেশপ্রেমিক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের এই বিখ্যাত বই ঘরে রাখুন। এক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। দাম ৮৲। মুক্তি প্রেসের পাশে- বিশ্ববিদ্যা ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ২০শ সংখ্যা | সোমবার, ৪ঠা জুলাই ১৯৭৭ ১৯শে আষাঢ়, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

যারা এতকাল নিয়েছ কেবল
নিয়ত অপরিমিত—
হে লোভী-সমাজ! হবে নাকি আজ
লজ্জিত কুণ্ঠিত?

• • •

যারা এতকাল হয়েছ কেবল
লাঞ্ছিত নিপীড়িত—
হে মৃত-সমাজ! হবে নাকি আজ
জাগ্রত উত্থিত?

কে কি দপ্তর পেলেন

১। জ্যোতি বসু, মুখ্যমন্ত্রী : স্বরাষ্ট্র পুলিশ, সাধারণ প্রশাসন, পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও নগর উন্নয়ন। (সি এম ডি এ) দ্বিতীয় হুগলি সেতু, লবণ হ্রদ উন্নয়ন ইত্যাদি।

২। কৃষ্ণপদ ঘোষ : শ্রম।

৩। অশোক মিত্র : অর্থ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, আবগারি।

৪। প্রভাস রায় : সেচ ও জলপথ, সুন্দরবন উন্নয়ন।

৫। অমৃতেন্দু মুখারজি : পশুপালন ও দুগ্ধ প্রকল্প উন্নয়ন।

৬। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : প্রচার ও জনসংযোগ।

৭। প্রশান্ত শুর : পূর।

৮। রাধিকা ব্যানারজি : ত্রাণ, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পূনর্ব্বাসন।

৯। চিত্তব্রত মজুমদার : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প।

১০। মহম্মদ আমিন : পরিবহণ।

১১। শম্ভু ঘোষ : শিক্ষা। (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাদে)

১২। হাসিম আবদুল হালিম : বিচার ও আইন।

১৩। পরিমল মিত্র : বন ও পর্যটন।

১৪। কানাই ভট্টাচার্য্য : বাণিজ্য ও শিল্প।

১৫। ভক্তিভূষণ মণ্ডল : মৎস্য ও সমবায়।

১৬। কমল গুহ : কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন।

১৭। যতীন চক্রবর্ত্তী : পূর্ত ও আবাসন।

১৮। ননী ভট্টাচার্য : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ।

১৯। দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চায়েত ও কারা।

২০। সুধীন কুমার : খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ।

২১। বিনয় চৌধুরী : ভূমি ও ভূমি রাজস্ব।

২২। পার্থ দে : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা।

বামফ্রণ্টের বাজেট

২৫শে জুন বামফ্রন্টের নতুন মন্ত্রীসভার পক্ষে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্বল্পমেয়াদী এক বাজেট পেশ করেন। তিনি বলেন—বিগত কংগ্রেস সরকারের তৈরী করা বাজেটই তাঁকে এখন পেশ করতে হচ্ছে—আংশিকভাবে খরচপত্র নেওয়ার জন্য। এই বাজেট পাশ না করালে শাসনের কাজকর্ম অচল হয়ে যাবে। তিনি বলেন—এত অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর ভিত্তি ক'রে বাজেট তৈরী করা সম্ভব নয়। তবে তাঁরা কয়েক সপ্তাহ পরেই নিজেদের পরিকল্পনা মত দীর্ঘমেয়াদী বাজেট পেশ করবেন।

তিনি বাজেট বক্তৃতায় প্রথমেই বলেন যে, বিদায়ী কংগ্রেস সরকার যাবার সময় তাড়াহুড়ো ক'রে, কতকগুলি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—যা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয় এবং তার আর্থিক দায়ভাগ যথেষ্ট। সেজন্য আগের মন্ত্রীসভার শেষ মুহূর্তে করা সিদ্ধান্তগুলির আর্থিক দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকার নেবেন না।

অর্থমন্ত্রী ডঃ মিত্র বলেন যে, কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁরা যে নিজস্ব বাজেট পেশ করবেন সেই বাজেটের ভিত্তিতে এমন এক আর্থিক কাঠামো গ'ড়ে উঠবে- যার সাহায্যে দ্রুত সার্বিক বিকাশ ঘটবে এবং রোজগার ও কাজের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

ডঃ মিত্র পূর্ব্বতন সরকারের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম্মের কঠোর সমালোচনা করেন। বলেন যে, পূর্ব্বতন সরকার বরাবর সজ্ঞানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ক'রে গেছেন। বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে এই রাজ্যের জীবনের সমস্ত দিকে কীভাবে অবনতি ও বিশৃঙ্খলা ঘটেছে—তা বিশ্লেষণ করে দেখান।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিশাল জনসভায় শ্রীজ্যোতি বসুর ভাষণ

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ২৬শে জুন এক বিশাল ঐতিহাসিক জনসমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে, জনগণের শুভেচ্ছা ও সমর্থন নিয়ে বামপন্থী সরকার কায়েম হয়েছে। সমস্যা সংকুল এই রাজ্যে সরকার এক নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন। জনগণের সহযোগিতায় এই পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ হবেন—তিনি বিশ্বাস পোষণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত।

শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে, পুঁজিপতিরা টাকা খাটিয়ে কাজকর্ম্ম বাড়ান—বেকারদের কাজ দিন—মিলেমিশে কাজ করলে তাঁদের ভয়ের কিছু নেই। ধনীরা অনেক নিয়েছেন—এবার দশের জন্য তার থেকে এখন কাজে লাগান। তিনি বলেছেন—কাজ যতটুকু করতে পারবো—তার বেশী কিছু আশ্বাস দেবো না।

জনতা পার্টির জেলা সভাপতির পত্র

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

বিগত নির্বাচনে পুরুলিয়া জেলায় জনতা পার্টির সমর্থিত প্রার্থীদের পরাজয়ের পর জনতা পার্টির জেলা শাখার সভাপতি হিসাবে আমার কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

পঃ বঙ্গ বিধানসভার প্রার্থী হিসাবে জনতা পার্টি কর্তৃক পুরুলিয়া জেলার মনোনীত প্রার্থীগুলির সম্বন্ধে পঃ বঙ্গ জনতা পার্টির কর্তৃপক্ষ জেলা কর্তৃপক্ষের কোন মন্তব্য চাহেন নাই। এমনকি জেলা কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত প্রার্থীসমূহের নাম ও তাহাদের মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্রও পাঠাইতে নির্দেশ দেন নাই।

তৎসত্ত্বেও আমি যে কয়টি প্রার্থীর নাম, তাঁহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক প্রতিপত্তি ও অপরাপর গুণাদি বিবেচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে আমি ছাড়া অন্য কাহাকেও মনোনীত করা হয় নাই।

এই সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে পুরুলিয়া হইতে প্রেরিত একটি তরুণের হাতে এগার খানি মনোনয়নের ছাপা আবেদন পত্র পাঠাইবার পূর্বেই পুরুলিয়ার জনৈক উৎসাহী জনসঙ্ঘ কর্মী কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ছাপা মনোনয়ন পত্র আনিয়া আমার অগোচরে জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়া প্রার্থীদের নির্দ্ধারিত করিয়া ও তাহাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া আমাকে ঘুণাক্ষরে এ বিষয়ে কিছু না জানাইয়া কলিকাতা অফিসে দাখিল করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ঝালদা ও বান্দোয়ান কেন্দ্রের প্রার্থী দুইজন স্থানীয় জনসঙ্ঘের মনোনীত।

বলরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গণতন্ত্রী কংগ্রেসের জনৈক লোকসভা নির্ব্বাচনের পর কংগ্রেস পরিত্যাগকারী ব্যক্তির মনোনীত প্রার্থী।

পাড়া, রঘুনাথপুর, কাশীপুর, মানবাজার ও জয়পুরের প্রার্থী আমার মনোনীত ছিল না। আমি ঝালদা, জয়পুর, কাশীপুর, মানবাজার ও রঘুনাথপুরের যে প্রার্থীগুলির নাম পাঠাইয়াছিলাম তাঁহারা কেহই কলিকাতা অফিস কর্তৃক মনোনীত হন নাই।

রাজ্যের জনতা অফিস নির্ব্বাচনে প্রতিটি প্রার্থীর জন্য যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন তাহা পুরুলিয়া জনতা পার্টির কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা ছিল এবং তিনি প্রতি প্রার্থীকে টাকা দিয়াছিলেন।

আমার অংশের প্রাপ্য টাকার বেশীর ভাগ স্থানীয় জনতা অফিস পরিচালকবৃন্দ আমার পক্ষে ব্যয় করিয়াছিলেন। আমি নিজেও বেশ কিছু টাকা নিজ তহবিল হইতে ব্যয় করিয়াছি।

জনতা অফিসের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পুরুলিয়ার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রায় তিন হাজার টাকা দিয়াছিলেন। বাজারে অনেক ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক কাহিনী প্রচার হইয়াছে। যথা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আমার জন্য বহু টাকা ব্যয় করিয়াছে, আমি কলিকাতা হইতে প্রাপ্ত টাকা নিজে বিলি করিয়াছি— প্রভৃতি অসত্য।

পুরুলিয়া কেন্দ্রের বিধানসভা নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়া আমার অভিজ্ঞতা হইতেছে যে কোন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন ব্যক্তির পুরুলিয়ার মত স্থানে নির্ব্বাচনে নামা উচিত নয়। এর জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা আছে কিনা তাহা বিচার্য্য নয়। সে ব্যক্তিগত ভাবে ভোট ভিক্ষা করিয়াছে কিনা, তাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত অপপ্রচার হইয়েছে তাহার ভিত্তি আছে কিনা ইহা কেহ দেখা উচিত বিবেচনা করেন না।

পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চল আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় বলার কিছু নাই। কেন না সমগ্র পঃ বঙ্গ আজ বামজোটের অনুকূলেই ভোট দিয়াছে কিন্তু পুরুলিয়া সহরবাসীগণের আমাকে এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরে জানা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারাও আমার অপেক্ষা কল্যাণীয় শ্রীমান সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে যোগ্যতর প্রার্থী বিবেচনা করিয়াছিলেন।

পুরুলিয়া
২৩ | ৬ | ৭৭

ইতি—
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নির্ব্বাচনী সমীক্ষা

—সনৎকুমার সরকার
সম্পাদক, জনতা পার্টি।

বামজোটের আশাতীত সাফল্য বিধান সভা নির্ব্বাচনে এটাই প্রমাণ করেছে যে "জনতা হাওয়ায়" পাল তুলে অন্ততঃ পশ্চিমবাংলায় নির্ব্বাচন-বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ জনতা পার্টির রাজ্যস্তরের নেতৃবৃন্দ একথা স্বীকার করেননি এবং এখনও তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝে উঠেছেন বলে মনে হয় না। আমাদের জেলায় বামজোটের নির্ব্বাচনী-সাফল্যের একমাত্র কারণ হল তারা সাংগঠনিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী না হলেও বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ জনতা পার্টির সাংগঠনিক দুর্বলতার পুরোপুরি সুযোগ তাঁরা সদ্ব্যবহার করেছেন। রাজ্যস্তরে জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ এই বিধানসভা নির্ব্বাচনে পার্টির বা দলের প্রতি তাঁদের যে দায়িত্ব ছিল তা তাঁরা একেবারে মনে করেন নি। যাঁরা নেতৃস্থানীয় বলে জাহির করেন এমন বহুসংখ্যক ব্যক্তি জনতা পার্টির নির্ব্বাচনী টিকিট নিয়ে নির্ব্বাচনী আসরে নেমে গিয়েছিলেন। পার্টির সংগঠনের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন নি।

আমাদের জেলাতেও এটা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে নেতৃস্থানীয় (অন্ততঃ যাঁরা দাবী করেন নিজেদিগকে নেতা বলে) তাঁরা নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়ে "এম এল এ" হওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। জনতা পার্টির সমস্ত কর্মী আমার সঙ্গে একমত হবেন সংগঠনকে যাঁরা অস্বীকার করে ব্যক্তিগত স্বার্থে নির্ব্বাচনী আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নেমেছিলেন তাঁরা জনতা পার্টির ক্ষতি করেছেন। কেন এবং কিসের জোরে তাঁরা দলের সাংগঠনিক দুর্ব্বলতার কথা জেনেও নিজেরা নির্ব্বাচনে প্রার্থী হলেন এটা ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে। অথচ সংগঠনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্যে অপর কাউকে তাঁরা ভার দেন নি।

জনতা পার্টির প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে পশ্চিমবাংলায় রাজ্যস্তরের নেতৃবৃন্দ অগণতান্ত্রিক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা জেলার রাজনৈতিক অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করেন নি মোটেই। কোন বিশেষ ব্যক্তির কথামত প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে রাজ্যস্তরের নেতৃবৃন্দ তৎপর হয়েছিলেন। সাংগঠনিক দিক থেকে শক্তিশালী লোকসেবক সংঘের কথা কেন তাঁরা চিন্তা করলেন না?

নির্ব্বাচনী কার্য্যের জন্যে গ্রাম সংগঠন করতে হলে তার জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি প্রয়োজন, এটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে হলেও রাজ্যের নেতাদের তা মনে হয়নি। তা না হলে কি করে বামজোটের সঙ্গে নির্ব্বাচনী-জোট বাঁধার প্রস্তাবটি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় নস্যাৎ করেন? কার জোরে তিনি হুঙ্কার তুলে জনতা পার্টি পশ্চিমবাংলায় নির্ব্বাচনে জিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসাবে শাসন ভার গ্রহণ করবে বলতে পেরেছিলেন? এটা কি পরিণত বুদ্ধি কোন এক ব্যক্তির উক্তি অথবা অপরিপক্ক বালকের প্রলাপ?

পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার ফলে জনসাধারণ গত লোকসভা নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে পর্য্যুদস্ত করেছিলেন। এবারও বামজোট জনসাধারণের মনোভাব লক্ষ্য করেই বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী শ্লোগান তুলেছিলেন এবং প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিমুখী নয়—দুটি দল অর্থাৎ বামজোট এবং কংগ্রেসের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। জনতা দলের সঙ্গে বামজোটের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে একথা বামজোটের কোন নেতা আমার যতদূর জানা আছে, ফলাও করে জনসাধারণকে বলেন নি। অপরদিকে জনতা দলের নেতা ও হঠাৎ নেতার দল ঘোষণা করলেন – এই নির্বাচনের লড়াই মুখ্যতঃ বামজোটের প্রধান দল সি পি আই (এম) এর সঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে অথবা কংগ্রেসের সঙ্গে জনতা দলের নির্বাচনপ্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে একথা "ট্যাকটিকস" অথবা কৌশল হিসাবেও অন্ততঃ জনতা দলের বলা উচিৎ ছিল। কারণ তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন সারা ভারতবর্ষ এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় "জনতা-হাওয়া" বলতে কিছু ছিল না। কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব থাকার ফলে জনসাধারণ লোকসভা এবং রাজ্যগুলির বিধানসভায় কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছে।

(শেষাংশ ৫ম পাতায়)

মুক্তি

৪ঠা জুলাই, ১৯৭৭, সোমবার

দলীয় রাজনীতির ভয়াবহ রূপ সমাপ্ত হোক

ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, খৃষ্টধর্ম্মের 'প্রটেষ্টাণ্ট' শাখার অনুরাগী কোনো সম্রাট যেমনই শাসন দখল করতে পারলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের 'ক্যাথলিক' শাখার অনুরাগী যে যেখানে আছে—তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করতে আরম্ভ করলেন। অপরদিকে আবার 'ক্যাথলিক শাখার অনুরাগী একজন সম্রাট কালচক্রে যখনই শাসন যন্ত্র দখল করতে পারলেন—তার পর মুহূর্ত থেকেই তিনি 'প্রটেষ্টাণ্ট' মুণ্ড যেখানে যত আছে—তা কচুকাটা করতে আরম্ভ করলেন। ধর্ম্মের নামে এহেন বর্ব্বরতার ইতিহাস সেখানে কত দীর্ঘকালব্যাপী যে চলেছিল এবং কত যে রক্তের বন্যা এজন্য বয়েছিল—তার হদিস নেই।

ইংলণ্ড আজ সে ইতিহাস পার করে গেছে। সারা বিশ্বের জীবনে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের নামে এ সব অন্ধতার যুগ বহুলাংশে কেটে গিয়ে আজ বিশ্বের ধর্ম জীবনে অনেক সহিষ্ণুতা, অনেক উদারতা দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের জীবনেও সেই সহিষ্ণুতা, সেই উদারতা দেখা দিয়েছে। তাঁরা বুঝেছেন—এক ধর্ম্মের অনুগামীদের ধ্বংস স্তূপের ওপরে আরেক ধর্ম্মের মহিমা গড়ে ওঠে না। অপর ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতার মধ্যেই নিজ ধর্ম্মের মহিমা বাড়ে। ভারতবর্ষকে কখনো ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, ইংলণ্ডের সেই মধ্যযুগের মত বর্ব্বরতার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু তার জীবনকে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে বহু রাজনৈতিক বর্ব্বরতার সম্মুখীন হতে হয়েছে—এমন কী একেবারে ইদানীং কালের ইতিহাসেও।

ভারতবর্ষ যখন খণ্ড বিচ্ছিন্ন সামন্ততান্ত্রিক শাসনের ভাগে শতধা বিভক্ত ছিল—অথবা তদানীন্তন কালে বৈদেশিক আক্রমণে যখন দেশের বিভিন্ন অংশ বারবার পর পদানত হচ্ছিল—তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষার জন্য—রাজ্য সীমানা বাড়াবার জন্য—আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য, বহু মুণ্ডচ্ছেদের ইতিহাস ঘটেছে। তার না হয় কতক অর্থ আছে। ইতিহাস তখন অন্ধ আবর্তে পথ পাচ্ছিল না।

কিন্তু যখন এই মুণ্ডচ্ছেদের সেই মধ্যযুগীয় ইতিহাস আমরা দেখি—একেবারে আমাদের ঘরের এই গণতান্ত্রিক জীবনে—তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবতে হয়—এর অর্থ কী? এই ঘটনা ঘটছে—আমাদের এই গণতান্ত্রিক জীবনেই—যাকে আমরা বলি—আলোকিত, পরিমার্জ্জিত, বিজ্ঞান-সম্মত, সংস্কৃতি-সম্পন্ন।

কী নিয়ে এই মারাত্মক আত্মক্ষয়—এই গণতান্ত্রিক জীবনেও? উদ্দেশ্য এই যে, খুন, জখম, হানাহানি, কাটাকাটি ক'রেও, নিজের দলের প্রভাব বিস্তার করতে হবে। অন্য দলের অনুগামীদের মধ্যে যারা 'শঠে শাঠ্যং' নীতি জানে তাদের শেষ করে দিতে হবে। এইভাবে পারস্পরিক খুন জখমের ভয়াবহ দুষ্টচক্র বহু দীর্ঘকাল ধরেই আবর্তিত হচ্ছিল।

কিন্তু আমরা দলগুলির সব রকম তথ্য বিবরণ থেকে দেখতে পাই যে, গণতান্ত্রিক ধারায় গঠিত বিধানতান্ত্রিক পথ ছাড়া এই দলগুলির কাছে অন্য কোনো রাস্তা আজ নেই। কেউ কেউ বিধানতান্ত্রিক পথকে বর্জ্জনীয় ব'লে ঘোষণা করে—ছুটকো খুন জখমের রাস্তায় নেমে, তাকেই বিপ্লবের পথ ব'লে আখ্যা দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করেছেন। সত্যকার বিপ্লবের লক্ষ্য থাকলে, তার সঙ্গত প্রস্তুতি অলক্ষ্যেই গড়ে উঠত। প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপেই চমকপ্রদ কিছু করার লোভ দেখা দিত না। সুতরাং কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে—সকল দলই বিধানতান্ত্রিক সুযোগের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে অগ্রসর হয়েছেন।

তাহলে এই অবস্থায় ঐ খুনোখুনি মার জখম কেন? তাতে গণতান্ত্রিক কর্ম্মধারার পথে কী সুবিধে হবে? তবে কি এই কাজে যে-দল বেশী পটু হবে—তাদের প্রভাবের ক্ষেত্র বহু বেশী বাড়বে? উত্তর এই যে, তাতে অন্য দলের অনুগামী কিছু কমে যেতে পারে। অন্য দল থেকে অনুগামীরা এসে যোগ দিলে, দল কিছুটা বাড়তেও পারে। কিন্তু শুধু কি এই দল দেখিয়েই দেশের মানুষের মন পাওয়া যাবে? তা না পেলে তো মুস্কিল। কারণ তাদের সমর্থনের ওপরই কোনো দলের বিধানতান্ত্রিক কাজের সাফল্য নির্ভর করছে।

রক্তপাত খুন জখম ক'রে, অন্য দলগুলিকে বিধ্বস্ত ক'রে, জনগণের সহানুভূতি যে পাওয়া যায় না—তা শাসন থেকে সদ্য বহিষ্কৃত কংগ্রেস দলের সাম্প্রতিক ইতিহাসেরই ভেতর দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে। নিজেদের দলের প্রাধান্য ও ব্যক্তি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অপর দলগুলির ওপর পশুবল প্রয়োগ করার ফলে, কংগ্রেসের প্রভাবের ক্ষেত্র সমস্তই নষ্ট হয়ে গেল।

দলগুলির পক্ষ থেকে ভ্রান্ত কাজকর্ম্মের ধারা কী কী হয়—তা দেখা যাক। ইদানীং দলীয় রাজনৈতিক কাজ মানেই আমরা বুঝি—অপর দলের সঙ্গে রেষারেষী—অপর দলকে বিপন্ন ক'রে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার লাভ। উদ্দেশ্য—এইভাবে প্রভাবের ক্ষেত্র তৈরী করা। কিন্তু তাতে প্রভাবের ক্ষেত্র হয় না। আজ সেই ধারা বদলাতে হবে।

কোনো এক দল যেমন তাঁর নিজের রাজনৈতিক কর্ম্মপথ অবাধ এবং সুযোগপূর্ণ হোক—এই চান—তেমনি অপর দলের কাজের পথে তাঁদেরও বাধা সৃষ্টির অপচেষ্টা থাকা উচিত নয়। কোনো দল যদি অপর দলকে সম্মান দিয়ে তার মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকার করেন ও তার প্রতি সম্মান দেন—তবে এই উদারতার ফল ফলবে—জন মনে তাঁদের জন্য প্রভাবের আসন বাড়বে।

অপর দলকে আঘাত ক'রে, তার ধ্বংসস্তূপের ওপর কারো দল-মহিমা বাড়ে না—প্রভাবের সীমানাও তাতে বাড়ে না। কর্ম্ম দিয়ে, সেবা দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে কাজ করতে পারলেই—তাতে সার্থক প্রভাবের ক্ষেত্র রচিত হয়। লাঠির প্রতিযোগিতা, খুনের প্রতিযোগিতা, রক্ত নেবার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নয়—সেবার প্রতিযোগিতা, কর্ম্মের প্রতিযোগিতা, সহানুভূতির প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে আজকের দিনে প্রভাবের ক্ষেত্র তৈরী হতে পারে—জন মনে তাতেই আসন হতে পারে।

এই পারস্পরিক বিবেচনা ও সহিষ্ণুতার অর্থ এই নয় যে, অন্য দল ভুল করলেও, তার সমালোচনা করা উচিত হবে না। অন্য দল ভুল করলে, অন্যায় করলে গণতান্ত্রিক পথে তার সমালোচনা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কর্ম্মধারা নিশ্চয়ই নিতে হবে। আরো দেখবার আছে যে, শাসনকারী কোনো দল যদি অত্যাচারী হয় এবং তাকে যদি গণতান্ত্রিক পথে কিছুতেই সরানো না যায়—তবে নিশ্চয়ই দেশের মানুষ—যার যেমন বিশ্বাস—অহিংস উপায়ে অথবা হিংসাত্মক উপায়ে সেই শাসনকে সরাবার চেষ্টা করতে পারে। তার সে দাবী আছে। তবে হিংসা অহিংসার সমীচীনতার প্রশ্ন তুললে স্বতন্ত্র কথা।

কিন্তু অত্যাচারী শাসনকে সরাবার জন্য অহিংস বা সহিংস উপায় অবলম্বনের ধারাটা কী হওয়া দরকার—বুঝতে হবে। সেই ধারা অনুসরণ না ক'রে, হিংসায় বিশ্বাসী দলেরা ব্যক্তিগতভাবে পারস্পরিক হানাহানি কাটাকাটি করে, অনর্থক বহু রক্তক্ষয় ও দেশের দারুণ ক্ষতি করে ফেলেন। শাসনকারী দলের অনুগামীরা যেমন ভ্রান্ত নীতিতে অপর দলের বহু মানুষকে—বহু তরুণকে হত্যা করেছে—তেমনি অন্যান্য দলও শুধু শাসনকারী দলেরই ব্যক্তিদের নয়—নিজেদের অন্যান্য দলের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি করে, বহু রক্ত ক্ষয় করে—বহু জীবনহানী করে অনর্থক দেশজীবনকে বিষাক্ত ও বিপন্ন করেছে।

কেউ বৃহত্তর সংগ্রাম করতে চান, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সাধারণভাবে দলের প্রসারের কাজে গণতান্ত্রিক কর্মধারার পথে—হানাহানি কাটাকাটি শুধু অনর্থক নয়—অমানুষিকতা এবং মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা। দলগুলি প্রতিহিংসা বশতঃ শুধু যে পরস্পর হানাহানি কাটাকাটি করে তা নয়—তারা গণতন্ত্রের কথা বললেও, অপর দলের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে চায়। তারা মানবতার কথা বললেও, অপর দলের মানুষের জন্যে তাদের মধ্যে যে-মানবিকতার প্রয়োজন—তাও অন্তর্হিত হয়ে যায়।

শাসনকারী কোনো দল যখন দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার নষ্ট করতে চায়—দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থে তারা যখন অপরের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে চায়—আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই দিই। আমরা তখন গণতান্ত্রিক জীবনের মূল্যের ওপর জোর দিই। কিন্তু আবার সেই-ই আমরাই সুবিধে পেলে অপরের গণতান্ত্রিক অধিকারকে,—জাতীয় সুযোগ সুবিধেকে,—

তাদের বেঁচে থাকার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধা করি না। আমাদের দল গঠন করার জীবনে এহেন মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে আজ মুক্ত হতেই হবে - এছাড়া গণতন্ত্রের উদ্ধারের পথ কোথাও নেই।

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট জনতা পার্টিকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছেন। তাঁদের হাতে জনতা পার্টির চূড়ান্ত অপমান ঘটেছে। কেন্দ্রের শাসনে বসে জনতা পার্টি আজ বামফ্রন্টের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারেন — যে ধারা আজ চলছিল — সেই ধারা অনুসরণ ক'রে। কিন্তু জনতা পার্টির সর্ব্বোচ্চ স্তরের নেতা, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই পশ্চিমবাংলার জনতা পার্টিকে বলেছেন — তাঁরা যেন বামফ্রন্টের সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতা সহকারে কাজ করেন। শ্রীদেশাইয়ের এই মনোভাব খুবই প্রশংসার যোগ্য — উদারতার পরিচায়ক। এই মনোভাব দেশের দলীয় রাজনৈতিক জীবনে এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তার জন্য তাঁর প্রতি আমাদের অভিনন্দন। বামফ্রন্টও জনতা পার্টির বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্যেও সকল সময়েই জনতা পার্টির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার আগ্রহ প্রকাশ করে গেছেন। এও এক উদার গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয়। এঁদের প্রতিও আমাদের অভিনন্দন।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, শ্রীদেশাইয়ের বা বামফ্রন্টের এই সব পদক্ষেপ একটা রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে করা হয়েছে। তাকে কৌশলই বলুন — আর সুবিবেচনাই বলুন — যে ধারা চলছিল তার মধ্যে এ এক নূতন পদক্ষেপ তাতে সন্দেহ নেই। আমরা যদি ধ'রেই নিই যে, এটা এক কৌশল হিসাবে — সুবিবেচনা হিসাবে — ইংরেজীতে যাকে বলে — এক্সপিডিয়েন্সী — তারই হিসাবে করা হয়েছে — তাও তো যে বিদ্বেষ পূর্ণ পরিস্থিতি চলছিল এটা তার সম্পূর্ণ উল্টো মনোভাবের পদক্ষেপ হয়েছে। এই সুবিবেচনার দৃষ্টিতে গ'ড়ে তোলা পরিস্থিতি থেকেই সুবিচার বোধ আসবার পথ আছে — মানবতা-বোধ আসবার পথ আছে।

যে কোনো দলের রাজনৈতিক কাজের আসল লক্ষ্য — মানুষের সেবা। মানুষ বলতে যাদের বোঝায় — তাদের মধ্যেই অপর দলের মানুষেরাও আছেন। একটা দলের লক্ষ্য তবে নিশ্চয়ই তাদেরও সেবা। অর্থাৎ তারাও যাতে গণ-তান্ত্রিক অধিকার পান — বেঁচে থাকার সুযোগ পান তা দেখা। এই গণতন্ত্রকে যেমন সুবিবেচনার দৃষ্টিতে, তেমন সুবিচারের দৃষ্টিতে ও মানবতার দৃষ্টিতে আজ গ'ড়ে তুলতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরের প্রতি সাধারণ মানবিক সম্পর্ক রেখে নিজের নিজের ক্ষেত্র গড়ে তুলুক। পারস্পরিক সমালোচনা যেমন যুক্তিপূর্ণ ও শালীনতা পূর্ণ হবে তেমনি আবার সমালোচনাকে সহিষ্ণুতার সঙ্গে গ্রহণ করলে — রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্যভাবে নিশ্চয়ই গ'ড়ে উঠবে।

দেশের রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরের মধ্যে আজ উন্নত সমাজের উপযোগী এক বন্ধুত্ব পূর্ণ পরিবেশ সক্রিয় ভাবে আরো লক্ষ্য দিয়ে গ'ড়ে তুলুন। তাঁরা তাঁদের সব স্তরের কর্মীদের জীবনে আজ সমাজ-বোধের এই দৃষ্টি আরো সক্রিয় ভাবে সচেতন ভাবে গড়ে তুলতে বিশেষ চেষ্টা করুন। নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র গড়ার প্রয়োজনে তাঁদের সমস্ত প্রতিযোগিতা, সমস্ত লড়াই, সমস্ত সমালোচনা যেন চলতে থাকে — সুবিবেচনা, সুবিচার ও মানবতা-বোধের বৃহত্তর পটভূমিকাকে ভিত্তি ক'রেই।

শাসন-নামধারী ৩০ বছরের এক অন্ধকার যুগের হাত থেকে আমরা রেহাই পেলাম। এর সঙ্গে যেমন কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে ভরসা করার মত শাসন পেলাম — তার সঙ্গে সারা ভারতে আজ যেন আমরা পাই — গণতান্ত্রিক জীবনে নতুন পরিবেশ, দলীয় জীবনে নতুন মূল্যবোধ এবং দলের সদস্য-জীবনে নতুন মানব-সম্পর্ক বোধ।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সংগঠন

(তৃতীয় পর্য্যায়)

নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্য শাসন না হলে নিয়ন্ত্রণ মাটি

গত সংখ্যায় আলোচনা ক'রে দেখা গেছে যে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে অপরিহার্য। কিন্তু এর মধ্যে বড়ো সমস্যা হচ্ছে এই যে, যে-শাসনের হাতে এই নিয়ন্ত্রণ সেই শাসনই যদি খারাপ হয় — তবে এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য তো মাটি হয়ে যাবে। এই বিপদ সব সময় থাকলেও, দেশকে অবিরত চেষ্টা করতে হবে —

(ক) শাসনে যারা যাচ্ছেন — তারা যেন যোগ্য, সৎ, দরদী এবং সুবিচার সম্পন্ন হন।

(খ) শাসনকারীরা দেশের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কী ভাবে গড়বেন এবং চালাবেন — সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দাবী দাওয়া যেন জনগণের দিক থেকে অবিরত তুলে ধরা হয়।

(গ) শাসন যন্ত্র যদি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জনগণের ন্যায় সঙ্গত দাবী সমূহ না শোনেন এবং ঐ নিয়ে দুর্নীতি করেন — তবে যেন তীব্র জনমত সৃষ্টি করা ও আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

শাসনকারীরা নিয়ন্ত্রণের নামে অনাচার করলে যা ফল হয়

সুদীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনে নিয়ন্ত্রণের নামে অবিরত যথেচ্ছাচার করা হয়েছিল। দেশের আসল নিয়ন্ত্রণ — অর্থ-নৈতিক জীবনের বাঞ্ছিত রূপায়ণ কিছুই করা হয়নি। দেশের লোক অতিষ্ঠ হলেও, নানা কারণে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি হয় নি। অবশেষে বিগত লোকসভা নির্ব্বাচনে শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপক বিরূপতা একটা নীরব বিপ্লবের রূপ নিল। দেশের মানুষ আমরা খানিকটা অগ্রসর হলাম।

ভোটের বাক্সে নীরব জনমত হলেই চলবে না : সক্রিয় তীব্র জনমত চাই

ভোটের বাক্সে নীরবতার ভেতর দিয়ে এই জনমত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দেশকে ঠিকমতো এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, দেশের বাঞ্ছিত ব্যাপক জনমতকে অবিরত সক্রিয় সবল প্রকাশের রূপ দিতে হবে। তা যদি আমরা করতে পারি তবে দেশের শাসন যন্ত্র ঠিক পথে দ্রুত এগিয়ে চলবে। কংগ্রেসের বিতাড়নের পর অপর সমস্ত রাজনৈতিক দল — অনেক সজাগ হয়েছেন। জনমতকে আগের চেয়ে অনেক শ্রদ্ধা করছেন।

নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শাসনযন্ত্রের সামনে যে সব দিক রয়েছে

নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে দিক গুলি শাসন যন্ত্রকে দেখতে হবে, তা এই :

ক) অর্থনৈতিক জীবনের বাস্তব তথ্য।

খ) তার ভিত্তিতে উপযুক্ত কাঠামো ও বিধি বিধান রচনা।

গ) ঐ বিধি বিধান যাতে সঠিক ভাবে পালিত হয় — তা দেখা।

বাস্তব অবস্থার তথ্য কেন দরকার : একটা দৃষ্টান্ত

এখন এক একটি বিষয়ের আলোচনা করি। অর্থনৈতিক জীবনের বাস্তব তথ্য কেন দরকার দেখা যাক। আমরা শাসনযন্ত্রকে বললাম যে, আপনারা দেশের আর্থিক জীবনের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করুন। শাসন যন্ত্র বললেন — মজুরদের এত টাকা ক'রে দৈনিক মজুরী দিতে হবে। দেখা গেল প্রস্তাবটা ভাল। কারণ ঐ মজুরীর হার না হলে মজুরের জীবন যাত্রা ঠিক মতো চলে না। তার সঙ্গে শাসনকারীরা চাষীর উৎপাদিত ধানের দর কিছু বাড়িয়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করলেন। বললেন — দেখো — বাড়িয়ে দিয়েছি। চাষীরা কিন্তু উপকৃত হলেন না — হৈ, চৈ করতে লাগলেন। শাসনযন্ত্র রেগে উঠলেন। তখন শাসনযন্ত্রকে পরামর্শ দেওয়া হল যে, আপনারা ধানের উৎপাদন করতে কত খরচ হচ্ছে দেখুন। সব খুঁটিয়ে যখন দেখা হল — তাতে বোঝা গেল যে, চাষীর উৎপাদিত ধানের দর আরো বাড়ানো দরকার।

তথ্যাদি সংগ্রহ কেন সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া দরকার

সরকার দেখলেন — চাষীর দর বাড়াতে গেলে সাধারণ ক্রেতার কাছে চালের দাম বেড়ে যায়। উপায় নেই। বাড়াতেই হবে। তবে পথ আছে। শাসনযন্ত্রকে তখন ভরতুকি দিয়ে সাধারণ মানুষের ভার লাঘব করতে হবে। সরকার যখন হাওড়া হুগলীর চাষীদের উৎপাদন ব্যয়ের তথ্য নিয়ে তাদের চালের দর নির্দ্ধারিত করলেন — তখন পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলার চাষী হৈ চৈ করতে লাগলেন যে, মাটির অনুর্ব্বরতা — বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্য প্রভৃতির ফলে তাদের চাষ খরচ হুগলী হাওড়ার চেয়ে বেশী হয়েছে — সরকার হিসাব নিন। তখন সরকারকে চুপ করে থাকলে চলবে না। ঐখানের হিসাবও নিতে হবে। দেশের যেখানে যা বাস্তব অবস্থা ঘটেছে — তা দেখতেই হবে। তা নাহলে পরিকল্পনা হয় না — তা না হলে নিয়ন্ত্রণ হয় না।

প্রথমে বহু কষ্ট ক'রে বহু ধৈর্য্য ধ'রে তথ্য সংগ্রহ চাই

যে সব সরকার বলেন - আমি দেশের আর্থিক জীবনের উন্নয়ন করব — দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবো, তাকে দেশের অর্থনৈতিক রূপায়নের জন্য — পরিকল্পনার জন্য — নিয়ন্ত্রণের জন্য — প্রথমে বহু কষ্ট ক'রে বহু ধৈর্য্য ধ'রে সব তথ্যাদি নিতে হবে — সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কাঠামো ও ব্যবস্থা ধারা গ'ড়ে উঠবে। এই তথ্য সংগ্রহে বিকেন্দ্রিত শাসনের অংশীদারেরা — জেলা পঞ্চায়েৎ, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ অনবদ্য সহায়তা দিতে পারে।

মূল কাঠামো ও মূল পরিকল্পনার সমূহের তথ্য সংগ্রহের কাজ আরো কঠিন

আমি নিয়ন্ত্রণের আলোচনায় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে দু একটি দৃষ্টান্ত দিলাম — তা মূল কাঠামোর বা মূল পরিকল্পনার বিষয়ে নয়। মূল কাঠামো বা মূল পরিকল্পনা গড়ে তোলার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ আরো কঠিন। মূল কাঠামোর একটি বড়ো অঙ্গ যদি হয় বিকেন্দ্রিত কাঠামো — তাহলে তার সার্ব্বজনীন রূপ যেমন গ'ড়ে তুলতে হবে — তেমনি এক একটি জেলার বা অঞ্চলের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ'ড়ে তুলতে সমস্ত তথ্যাদি নিতে হবে। অপরিহার্য্য যে-সব জিনিষে একটি জেলাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হবে — সে সবের চলতি রূপ কী এবং তার সম্ভাবনার স্থান সমূহ কোথায় কী আছে সব দেখতে হবে। এর থেকেই নিশ্চয়ই আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে, দেশের অর্থনৈতিক রূপায়নে — দেশের সব জায়গার মানুষের সহযোগিতা কেন চাই।

শাসন বিপথে গেলে দেশের মানুষের যে কর্ত্তব্য রয়েছে

অর্থনৈতিক জীবনের তথ্য সংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী ও পরিকল্পনা রূপায়ন ঠিক হচ্ছে কি না যেমন দেখা দরকার — তেমনি যে সমস্ত কাঠামো, পরিকল্পনা, বিধি বিধান তৈরী করা হল - শাসনযন্ত্রের দ্বারা সে সব ঠিক মতো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি না জনসাধারণকে তার প্রতি জাগ্রত লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বিচ্যুতি ঘটতে থাকলে, শাসনকে বন্ধুভাবে বলতে হ'বে। না শুনলে তীব্র জনমত সৃষ্টি ও ব্যাপক আন্দোলন তৈরী করতে হবে। তাতে শাসনযন্ত্র নিষ্ক্রিয় থাকলে, পরবর্ত্তী ভোটে তাকে সরিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া পথ নেই। (ক্রমশ:)

সন্ধান দিন

আমার ছেলে শ্রীমন্টু গোপ ২৩/২৪ বৎসর মাথায় একটু পাগলামীর লক্ষণ আছে গায়ের রং শ্যামল বর্ণ ডান স্কন্ধে একটি চোটের দাগ আছে। পরনে একটি পায়জামা ও লুঙ্গীও ছিল আর জামা ব্লু রং ছাপা আছে। গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ থেকে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে কোথাও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কেহ তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পান মুক্তি প্রেসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় খবর দিয়া বাধিত করিবেন। যিনি খবর দিবেন তাঁহাকে একটি নতুন ঘড়ি ও ১০০৲ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে। নিম্ন ঠিকানায় খবর দিবেন

বিনীত

শ্রীজ্যোতিলাল গোপ

গ্রাম বড়াম (বুদ্ধিটাঁড়)

পোঃ ঠাকুরসীমা, থানা আড়ষা, জেলা পুরুলিয়া (পঃ বঙ্গ)

WANTED

Wanted a B. A. in Sanskrit) and a B Sc. graduate teacher preferably trained) on deputation vacancies at Bamu Sadhu Ashram Jr. High School, P. O R. Bhagabandh Dist. Purulia,

Apply to the Secretary on or before 7-7-77. Date of interview on 8-7-77 at 2 P. M. in School Office.

WANTED

Wanted B. A. (in Sanskrit) and a B. A. (in strong English) graduate teacher [preferably trained] on deputation vacancies at Bhauridih Anchal Junior High School. P. O. Bhauridih. Dist. Purulia Apply to the Secretary, on or before 12-7-77. Date of interview on 13-7-77 at 11 A. M in School Office.

নির্ব্বাচনী সমীক্ষা

(২য় পাতার শেষাংশ)

অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ করে পূর্ব্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মূলগত কিছু পার্থক্য আছে। পূর্ব্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল এবং এস.এস. পির সংগঠন আছে, সেই সংগঠনগুলি যদিও আধা সামন্ত-তান্ত্রিক ভাবধারা নিয়ে চলেন। তবু পূর্ব্ব থেকে এদের সংগঠন ছিল যার মাধ্যমে জনতা দল পূর্ব্ব ভারতে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েছে, আমাদের জেলার প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি কয়েকটি কেন্দ্র এবং প্রার্থীদের সম্বন্ধে বলব আশা করি তাতে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে। মানবাজার কেন্দ্রের জন্য জনতা দলের প্রার্থী শ্রীসত্যকিঙ্কর সেনের মনোনয়ন। জনতা দল কিন্তু এটা বোধ হয় রাজ্যস্তরের নেতাদের কাম্য ছিল না। তা না হলে শ্রীসেনকে মানবাজার কেন্দ্রের প্রার্থী কেন করা হল। তিনি মানবাজার এলাকার লোক নন, মানবাজারে তাঁর নিজস্ব পরিচিতি কিছু নেই, তা সত্ত্বেও স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন না দিয়ে তাঁকে অর্থাৎ শ্রীসেনকে কেন দেওয়া হল ?

কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসীতারাম মাহাত এবং সি-পি-এম প্রার্থী শ্রীনকুলচন্দ্র মাহাত এদের পরিচিতি এবং গণস গঠন মানবাজার এলাকায় যথেষ্ট। জনতা দলের প্রার্থী শ্রীসেন বাইরের লোক তাঁর পক্ষে মানবাজারে গিয়ে সংগঠন করে সেই সংগঠন মাধ্যমে জয়লাভ করা তাঁর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। জনতা দল মানবাজার কেন্দ্রে পরাজিত হউক এটাই কি পূর্ব্ব পরিকল্পিত ছিল ? স্থানীয় লোকসেবক সংঘের নেতাদের সঙ্গে জনতা দলের প্রার্থী যোগাযোগ করেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। মানবাজার এলাকায় এখনও লোকসেবক সংঘের যথেষ্ট প্রভাব আছে এটা অস্বীকার করা যায় না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

WANTED

Wanted an Asst. teacher graduate in Science (Pref. trained) for Khamar Junior High School, P. O. Khamar. Dt. Purulia against a permanent vacancy. Apply to the Secretary on or before 11th July, 1977 Date of interview is on 12th July. '77 at 11 A.M. No T A. is admissible.

WANTED

Wanted a Science graduate teacher preferably trained on deputation vacancy for Swami Sharaddhananda Vidyapith, Rangamati Come along with application and original certificate on 8-7-77 at 11 A. M.

Secretary

S S. Vidyapith, Rangamati

P. O. Rangamati, Via Garhjaipur

Dist. Purulia.

Advertisement.

"Wanted two graduate teachers in Arts preferably trained and capable of teaching English top classes in deputation vacancies for Bhutam Nibaran Chandra High School, P. O. Bhutam, Dist. Purulia. Apply to the Secretary within seven days from the date of advertisement"

WANTED

Wanted a one science teacher, and one classical language teacher in deputation vacancy, (preferably trained) for Ramnagar Junior High School. P. O. Menidihi, Dist. Purulia (W. B.) Local candidates have got first preference. Apply to the Secretary within 7 days. Interview on 12-7-77

WANTED

Wanted a graduate teacher B A/Bsc (preferably trained) in deputation vacancy at Jorabari Junior High School, P. O. Jorabari Dist Purulia. Apply to the Secretary on or before 12.7.77. Date of interview 13.7.77 at 2 P. M. in School Office.

বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও তার পটভূমিকা

(অশোক চৌধুরী)

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার সদ্য অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনে পুরুলিয়া জেলা ও সমগ্র রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আসন লাভ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বাম জোট পুরুলিয়া সহ প্রত্যেক জেলায় আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করেছে।

পুরুলিয়া জেলায় বাম জোট ১০টি কেন্দ্রে (আড়শা কেন্দ্রের নির্ব্বাচন স্থগিত আছে) প্রার্থী দিয়ে ৮টি আসনে জয়লাভ করে। সি-পি-এম ৮জন প্রার্থীর মধ্যে ৭টি আসন এবং সহযোগী ফরোয়ার্ড ব্লক ২টি প্রার্থীর মধ্যে ১টি আসনে জয়লাভ করে। জনতা দলের ১০ জন প্রার্থীই পরাজিত হন এবং ৩ জন প্রার্থীর জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। কংগ্রেস ১০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র ১টি আসনে জয়ী হয় এবং ১ জন কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়। এস-ইউ-সি ৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১টি আসনে জয়ী হয়। প্রসঙ্গতঃ পুরুলিয়া জেলায় এস-ইউ-সি দলের এই প্রথম জয়লাভ। সি-পি-আই ও হিন্দু মহাসভা প্রত্যেকে ১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী বাম জোট, কংগ্রেস, জনতা প্রভৃতি দলের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের হিসাব নীচে দেওয়া হোল :—

সি-পি-এম—১,০৯,২৪৮	জনতা—৭২,৮০৭	এস ইউ-সি—২৩০৮২
ফ: ব: — ২৮,৬৭৩	কংগ্রেস—৯২,৬১৬	সি-পি-আই— ৬৫১৯
মোট ১,৩৮,৪২১	মোট ১,৬৫,৪২৩	মোট ২৯৫০১
		নির্দ্দল—৫৪,০২৫

অর্থাৎ সি-পি-এম ৩৬ শতাংশ তথা বাম জোট ৪৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে ; আর জনতা ১৮·৮ শতাংশ ও কংগ্রেস ২৩·৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে এস-ইউ-সি ; সি-পি আই ও নির্দ্দল প্রার্থীরা মিলিতভাবে ২১·৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মোট বৈধ ভোট হোল ৩৯৫,৫৪৬ এবং বাতিল ভোটের পরিমাণ হোল ৮৬৩৪ মাত্র।

এই জেলার দশটি বিধান সভা কেন্দ্রের নির্ব্বাচনী তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত হোল।

পুরুলিয়ায় বিধান সভা নির্ব্বাচনে প্রদত্ত ভোটের তথ্যাদি

	কেন্দ্র	ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোট	শতকরা
১।	বান্দোয়ান (সং)	৮১,৫১২	৩৬৮৩১	৪৫-০০
২।	মানবাজার	৯১ ৯৬২	৫৩৩৬১	৫৯-০০
৩।	বলরামপুর (সং)	৭৬,৬০৪	৩৫,৯১৩	৪৬-৫০
৪।	ঝালদা	৮২,০১২	৪৪৩৮৬	৫৪-০০
৫।	জয়পুর	৭৯,৪৫৬	৩৭৫৮৮	৪৬-৫০
৬।	পুরুলিয়া	৮৯,০৪৫	৪৪,৩৪৮	৫০-৫০
৭।	রঘুনাথপুর	৭৮৭৯৬৩	৩৪০৭৯	৪২-৫০
৮।	পাড়া	৮৬,৭৬৬	৩৫,০২৬	৪০-৫০
৯।	কাশীপুর	৭৮,৭৭৮	৩৫২৯২	৪৪-০০
১০।	হুড়া	৮০,৮৯৯	৩০৮১৫	৪৬-০০
	মোট—	৮.২৫,৭৯১	৪.০৪,১৮০	৪৭-০০ (গড়)

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভা নির্ব্বাচনের এই ফলাফল সকল রাজনৈতিক শিবিরে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা শক্তিশালী এই সাধারণ ধারণা থাকলেও বামপন্থী জোট তথা মার্ক্সবাদী কমুনিষ্ট পার্টি যে এরূপ বিপুল শক্তি সঞ্চয় করতে পারে এ ধারণা সম্ভবতঃ বামপন্থী মহলেও ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতেই সি-পি-এম তথা বাম জোটের কেবল জয় জয়কারই নয়—বিরোধী কংগ্রেস ও জনতা পার্টি একেবারে কোন-ঠাসা অথবা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ৯টি জেলায় ২০টি আসন সংগ্রহে সক্ষম হলেও বাকী ৭টি জেলায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কংগ্রেস সর্ব্ব সাকুল্যে মাত্র ৩২ লক্ষ ভোট অর্থাৎ ২২-৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে জনতা পার্টি ৭টি জেলায় ২৯টি আসন লাভ করলেও বাকী ৯টি জেলায় একেবারে দেউলীয়া হয়েছে। জনতা দল মোট ২২লক্ষ ভোট অর্থাৎ ২০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১ কোটি ৪২ লক্ষ ভোট প্রদত্ত হয়েছে।

এইবার বামজোটের চিত্র দেখা যাক। সি-পি-এম এর নেতৃত্বে ছয় দলের বাম জোট ২৯৩ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৩০টি আসন লাভ এবং ৬৫লক্ষ ভোট অর্থাৎ ৪৭ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করে। বলা বাহুল্য এই সাফল্যের সিংহভাগ সি পি-এম এর অনুকূলেই যায়। ২২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭৮ জন সি-পি-এম প্রার্থী নির্ব্বাচিত হন এবং ৫১লক্ষ ভোট অর্থাৎ ৩৬ শতাংশ ভোট পান। বাকী ৫ দল ৬৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫২টি আসন এবং ১৫লক্ষ ভোট অর্থাৎ ১১শতাংশ ভোট সংগ্রহ করেন। ফরোয়ার্ড ব্লক (২৫); আর এস পি (২০), আর-সি পি আই (৩); মাঃ ফঃ ব্লক (৩) এবং বিপ্লবী বাং কং (১) নিয়ে বাম জোট গঠিত।

গত ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী পট ভূমিকায় সি-পি-এম ও কংগ্রেসের উত্থান ও পতনের তুলনামূলক চিত্র এই রূপ—

দল	১৯৬৭		১৯৬৯		১৯৭১		১৯৭২		১৯৭৭	
	আসন	শতাংশ	আঃ	শঃ	আঃ	শঃ	আঃ	শঃ	আঃ	শঃ
কংগ্রেস—	১২৭	৪১	৫৫	৪০	১০৫	৩০	২১৬	৪৯	২০	২২৫
সি-পি এম—	৪৩	১৮	৮০	২০	১১৩	৩৪	১৪	২৮	১৭৮	৩৬

১৯৭২ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভায় ২৮০ আসন ছিল কিন্তু ১৯৭৭ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৪ আসন হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গের নির্বাচনী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে—এইবারে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১ কোটি ৪২ লক্ষ প্রদত্ত ভোটের মধ্যে বাম জোট ৬৫ লক্ষ অর্থাৎ ৪৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস ও জনতা পার্টির মিলিত ভোট সংখ্যা হোল ৬০ লক্ষ অর্থাৎ ৪৩ শতংশ মাত্র। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ও জনতার মধ্যে ভোট ভাগাভাগীর ফলে দুই দলই প্রায় সর্বহারা হয়েছে ; আর বাম জোট নিজেদের সুনির্দ্দিষ্ট ভোট ছাড়াও দল নিরপেক্ষ সাধারণ ভোটদাতাদের বহুলাংশের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জনতা দল হালে পানী না পেলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় চতুষ্পার্শ্বে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে জনতা দলের জয় জয়কার। সুতরাং এই জনতা হাওয়ার পরিবেশে বামজোটকে পশ্চিমবঙ্গে শক্ত হাতে ও সুনিপুণভাবে হাল ধরতে হবে। বর্ত্তমান ও আগামী দিন বাম জোটের দূরদৃষ্টি, দক্ষতা ও শক্তির পরীক্ষা হবে।

প্রধান মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বাজেট বক্তৃতায় বলেন—

পল্লী অঞ্চলে আরো কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কৃষির ওপর আরো নজর দেওয়া দরকার, কারণ এতদিন কৃষির ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আজ রাজ্যসভায় ১৯৭৭-৭৮ সালের সাধারণ বাজেট নিয়ে বিতর্কের সময় প্রধান মন্ত্রী দেশাই এই বক্তব্য রাখেন।

তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে বেকারী লোপ পাবে এবং ভারতীয় অর্থনীতি বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই এগিয়ে যাবে।

তিনি জানান, ৯৭৭-৭৮ সালের বাজেট তৈরী হয়েছে গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আর তাই তাতে কৃষিগত অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রুগ্ন অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করতে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রুখতে, পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনতা সরকারের নতুন নীতিই ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতে, এই বাজেট অর্থনীতিকে সবল করবে এবং মূলধনী আয়, শুল্ক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত যে সব প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে ধনীদের সুবিধে দেওয়া হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন যে, স্বদেশীয়ানা বজায় রাখলে অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে। উৎপাদন বাড়বে, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে এবং বিদেশের ওপর নির্ভরতা কমে যাবে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক— অরুণচন্দ্র ঘোষ

হে মহান দেশ !
নব ইতিহাস গড়ো।
ছিলে তুমি বড়ো
আজ হও আরো বড়ো॥
গড়ার সে কাজ—
মহাত্যাগ মহাব্রত।
উত্তিষ্ঠত !
জাগ্রত ! নিবোধত॥

৩৭ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা | সোমবার, ১১ই জুলাই ১৯৭৭, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০, নগদ ২০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার বিপর্য্যয় ঃ পাকিস্থানে শাসন-সঙ্কট

পাকীস্থানে সামরিক অভ্যুত্থান

গত ৪ঠা জুলাই রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় পাকীস্থানের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল জিয়াউল হকের নেতৃত্বে একটি সামরিক উত্থান ঘটে। মাত্র ৪৫ মিনিটের ভেতর এই সামরিক জোট ক্ষমতা দখল করে। অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পাকীস্থানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বন্দী করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো বিরোধী পি, এন, এ গোষ্ঠির নেতৃবৃন্দকেও আটক করা হয়। সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করছে।

জেনারেল জিয়াউল হক এখন পাকিস্থানের মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে, জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলেন যে, জাতীয় পরিষদ ও বিধান সভা সমূহ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীরা এবং গভর্ণরগণ অতঃপর ক্ষমতা পদে অধিষ্ঠিত থাকছেন না। মুখ্য প্রশাসককে সাহায্য করার জন্য একটি সামরিক পরিষদ থাকবে। প্রেসিডেন্ট শ্রীচৌধুরী ফজল ইলাহী রাষ্ট্রের প্রধান থাকছেন।

জেনারেল জিয়াউল হক বলেন যে, ভুট্টোর জমানা খতম হয়ে গেছে। অক্টোবরে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত ক'রে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন যে, পাকিস্থানে গণতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

জনতা পার্টির রাজ্য কমিটিতে সংকট

পশ্চিমবঙ্গের জন কতক জনতা সদস্য এবং পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসের জন কয়েক নেতা পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্ব্বাচনে জনতা পার্টির বিপর্যায়ের সমস্ত দায় দায়িত্ব রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের ওপর চাপিয়ে, প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে তাঁকে অপদস্থ করায়, শ্রীসেন কদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটিকে চিঠি দেন যে, তিনি ঐসব কারণে জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান বা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আর থাকবেন না এবং রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পর তিনি লোকসভা সদস্যপদও ত্যাগ করবেন।

এই পরিস্থিতির পরই কেন্দ্রে ও রাজ্যে জনকয়েক ব্যক্তির পক্ষ থেকে জোর কর্ম্মতৎপরতা চলে—পরবর্ত্তী চেয়ারম্যান কে হবেন তা' স্থির করতে এবং নতুন ভাবে রাজ্য এ্যাড হক পার্টিও গঠন করতে।

এই সংবাদে পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির কর্ম্মী ও সদস্যদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁরা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য জোর কর্ম্মতৎপরতা চালান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি করেন।

গত মঙ্গলবার কলকাতায় জনতা পার্টি অফিসে রাজ্য কমিটির জরুরী বৈঠক বসে। তাতে স্থির হয় যে, শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন যাতে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন—তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, জনতা পার্টির সর্ব্ব ভারতীয় চেয়ারম্যান শ্রীচন্দ্রশেখরকে ও জাতীয় কর্ম্ম সমিতির সদস্যদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এবং প্রফুল্ল বাবুকেও পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

সারা রাজ্যে বন্যার বিধ্বংসী লীলা

কয়েকদিন ক্রমাগত বর্ষণের ফলে এক পুরুলিয়া ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই প্লাবণের বিধ্বংসীলীলা ঘটেছে। মুরশিদাবাদ, মালদহ, মেদিনীপুর হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগণা, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর থেকে প্লাবন ও বহু ক্ষতির সংবাদ পৌঁচেছে। চারিদিকে বহু ক্ষতি ঘটেছে। বন্যা ও বৃষ্টিতে বহু ঘর ভেঙ্গে বহু প্রাণহানীও ঘটেছে। জলবন্দীদের উদ্ধার কাজের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বহু শস্যহানীও ঘটেছে।

দুর্গতদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব প্রকারের ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য কর্ম্মপন্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু দুর্গতদের ত্রাণ কার্য্যে সহযোগিতা দেবার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানিয়েছেন। যুদ্ধ কালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পর্য্যায়ে কাজ করার জন্য বিধান সভায় সমস্ত দলের সদস্যেরা অভিমত ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে জরুরী সাহায্যের জন্য রাজ্য শাসন জানিয়েছেন।

ত্রাণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে পুরুলিয়ার কথা

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু পশ্চিম বাংলার ব্যাপক বন্যার কথা উল্লেখ ক'রে সমস্ত দলগুলিকে আর্ত্তত্রাণের কাজে যোগ দিতে যখন আহ্বান করেন—তখন তিনি বলেন যে, পুরুলিয়া জেলায় বন্যার ক্ষতি আজ না হ'লেও পুরুলিয়া জেলা জলকষ্টের সমস্যায় নিগৃহীত। এখনো বহু গ্রামে পানীয় জল নেই। পুরুলিয়ার জন্য এই সংকট ত্রাণের এক বড়ো কাজ রয়েছে।

পুরুলিয়া সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর এই সচেতনতা পুরুলিয়ার এই সমস্যা সমাধানে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে স্থানীয় বিধানসভা সদস্যরা এবং স্থানীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের কর্ত্তব্য বিষয় সজাগ নিশ্চয়ই রয়েছেন—আশা করছি।

একটি প্রতিবাদের উত্তর আগামী বারে থাকবে

মুক্তির বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মহোদয় সম্পর্কে খুবই দুঃখজনক কটু মন্তব্য থাকায়, জনতা পার্টির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয় দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে চিঠি দিয়েছেন। মুক্তিতে প্রকাশিত হওয়ার জন্য ধীরেনবাবুর ধারণা হয়েছে যে, মুক্তি সম্পাদকেরও ঐ অভিমত বলেই তা' মুক্তিতে ছাপানো হয়েছে। ধীরেন বাবু খুবই বিজ্ঞ লোক হলেও, তাঁর ধারণা যে ভুল হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা ক'রে এবারে প্রকাশের জন্য কিছু লিখেছিলাম। স্থানাভাবে ঐ লেখা এবারে গেলনা। আগামী বারে থাকছে।

—মুক্তি সম্পাদক

প্রধান মন্ত্রীর বেতার ভাষণ

[এবছরের ৪ঠা এপ্রিল দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শ্রীমোরারজী দেশাই-এর বেতার ভাষণের মূলাংশ — যা আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। —মুক্তি সম্পাদক]

কয়েক মাস ধরে ভয় আর সংশয়ের যে মেঘ ঘনিয়েছিল তা কেটে গেছে। এই অবস্থা জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যে, গণবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সম্ভব হয়েছে। আমাদের সংগঠনে জনতার স্থান সবচেয়ে ওপরে। এই জন্যেই বিপুলভাবে আমরা জনসমর্থন পেয়েছি। এই কথাটি মনে রেখে আমাকে এবং আমার সহযোগীদের কাজ করতে হবে। গত নির্বাচনে জনগণ আমাদের ওপর যে আস্থা স্থাপন করেছেন আমাদের সেই আস্থার যোগ্য হতে হবে। আমরা চেষ্টা করব জনগণের এই বিশ্বাস যাতে বরাবর অক্ষুন্ন থাকে।

সবার আগে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এই জন্যে যে, এই কঠিন মূহুর্তে আপনারা আমাদের বিশ্বাসের যোগ্য বলে মনে করেছেন। এটা আমরা জানি যে কত অধিক সংখ্যায় লোকবল, অর্থবল ও পরিবহণ ব্যবস্থার দ্বারা আপনারা আমাদের সাহায্য করেছেন।

নির্বাচনে প্রস্তুতির জন্য আমরা মাত্র কয়েক সপ্তাহের সময়ই পেয়েছি। কিন্তু আমরা আপনাদের মূল্যবোধকে জানতাম, যে মূল্যবোধকে গত কয়েক বছরে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিল যে আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধকে আপনারা নিশ্চয়ই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

আপনাদের নির্ভুল বিচারশক্তির প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল। নির্বাচনের ফলাফল এটাই প্রমাণিত করেছে যে ভবিষ্যতের যে কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আপনাদের এই আস্থাজ্ঞাপন আমাদের কাজে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

জনতা সরকার আপনাদের বিশ্বাস ও সাহসের এক প্রতীক। আজ আমি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের একজন বিনয় সেবক হিসেবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি।

এটা বলা হচ্ছিল যে অনুশাসন ও আর্থিক প্রগতির জন্য এমারজেন্সি দরকার ছিল—এবং নির্বাচন করলে রাষ্ট্রের প্রগতি বিঘ্নিত হবে। আর যারা বিরোধী পক্ষ তাদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। কিন্তু সত্যিকারের অনুশাসনের ভিৎ কখনও ভয়ের ওপর তৈরি হতে পারেন। গান্ধীজী আত্ম-অনুশাসন শিখিয়েছিলেন। আমাদের প্রত্যেককে এবং সামগ্রিকভাবে সকলকে আত্ম-অনুশাসন ও আত্মসংযমকে সুনিশ্চিত করতে হবে যা না হলে স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা বলে গণ্য করা যায় না। কৃষক ও শ্রমিক, বেকার ও দুর্বলশ্রেণীর লোকদের অনুশাসনে থাকতে এবং ত্যাগস্বীকার করতে আমরা বলতে পারিনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রশাসনের শীর্ষস্থানে যারা রয়েছেন তাঁরা সততা ও অনাড়ম্বর দৃষ্টান্ত স্থাপন না করেন।

স্বাধীনতা ও অন্নসংস্থান

উন্নয়নশীল সমাজে স্বাধীনতা ও অন্নসংস্থানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে এবং কখনই আলাদা করা উচিত নয়। আমরা আমাদের হারানো স্বাধীনতা পেয়েছি, এবং এরদ্বারা প্রত্যেককে দারিদ্র্য ও অভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। জনতা পার্টি দশ বছরের মধ্যে দারিদ্র্য দূর করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। একাজ দিল্লী কিংবা রাজ্যের রাজধানীতে বসে মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা করা সম্ভব নয়—তারা যতই বিবেকবান হোন না কেন। এটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের সহযোগিতায় সম্ভব। শক্তির কেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের পক্ষে অভিশাপস্বরূপ। আমাদের গ্রামকেই অর্থনৈতিক প্রগতির আধার স্বরূপ করতে হবে। এটা স্পষ্ট যে যে অঞ্চল অনুন্নত ও দারিদ্র্য কবলিত সেইসব অঞ্চলকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে আমাদের সমস্তশক্তি ব্যয় করতে হবে। অনেক প্রাচীন কাল থেকে ভারত মুখ্যত গ্রামেই বাস করে। আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগ লোকের বাস এই গ্রামে। সবচেয়ে আগে গ্রাম ও গ্রামবাসীদের অবস্থা উন্নত করতে হবে। যে সমস্ত গ্রামবাসী কাজের সন্ধানে শহরের দিকে চলে আসেন, তাদেরই আবার গ্রামে ফিরিয়ে দিতে হবে। বস্তুত এটাইতো উচিত যে—শহরের লোক গ্রামের মুক্তবায়ুতে যান, সেখানকার অধিবাসীদের সেবা করুন এবং গ্রামের আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টায় যোগ দিন—যাতে দেশ প্রগতির পথে আরও এগিয়ে যায়।

সুসংবদ্ধ কার্যক্রম

দেশের জনগণকে যদি উপযুক্তভাবে কাজে নিয়োগ করা যায় তাহলে প্রচুর শক্তি ও সম্পদ একত্রিত হবে। সরকার এইজন্যই আশা করে যে সকলেই নিজের কাজ সুষ্ঠভাবে করবে। যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যাসূচী পাবে নতুন রূপ ও অগ্রাধিকার যা আনবে কর্ম সংস্থানের নতুন নতুন উপায়। কাজ চালাবার জন্য আমাদের কাছে মজুত রয়েছে প্রচুর খাদ্যশস্য। গান্ধীজীর "অন্ত্যোদয়"-এর সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত নয়। এর সঙ্গে আর্থিক ও সামাজিক অনিবার্যতাও জড়িয়ে আছে।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প থেকে প্রচুর আয় হতে পারে এবং উপযুক্ত প্রয়োগ কৌশলে লক্ষ লক্ষ লোকের উৎপাদন ক্ষমতাকে নিয়োগ করা যেতে পারে। বিশেষ করে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে। বড় শহর, বড় বড় যন্ত্রপাতি ও উচ্চবিজ্ঞান, এদেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু এদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে তার কোন মানে নেই। আমাদের শোষণমুক্ত সমতাবাদী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ধনী ও গরীব, শহর ও গ্রাম—এই দুই ধরনের সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা আর মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আমাদের গ্রাম ও শহরকে পরস্পর বিরোধী সংস্কৃতি রূপে গ্রহণ করতে চাই না—বরং সীমিত ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল বলে গণ্য করতে হবে। এই জন্যে আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি কৃষিতেই হোক, কিংবা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে হোক, বা বৃহৎ শিল্পোদ্যোগেই হোক, বা ব্যবসা বাণিজ্যে হোক কিংবা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন যাতে আমরা দেশের সর্বক্ষেত্রে সর্বতোমুখী উন্নয়ন করতে পারি। (ক্রমশঃ)

শহীদ রঞ্জন গোস্বামীর স্মরণসভা

গত ৩০শে জুন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে বিকেল ৫টায় কর্নিদান ধর্মশালায় শহীদ রঞ্জন গোস্বামীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীস্বপন ব্যানার্জী। বিভিন্ন গণসংগঠন, শিক্ষক সংস্থা, ছাত্র সংস্থা, কর্মচারী ও শ্রমিক সংস্থা, যুব ও সাংবাদিক সংস্থার পক্ষ থেকে শহীদবেদীতে মালা অর্পণ করা হয়।

শহীদ রঞ্জন গোস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিভিন্ন বক্তা সমাজ জীবন থেকে শোষণ বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামী শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমনকারী এই আততায়ী গোষ্ঠিকে নির্বাসিত করার শপথ গ্রহণের আহ্বান জানান।

শহীদ রঞ্জন গোস্বামীর আততায়ীদের খুঁজে বের করে শাস্তি বিধানের দাবী জানিয়ে এবং এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে যে চক্রান্ত আছে তা উদ্ঘাটিত করার জন্য উপযুক্ত তদন্তের দাবী জানিয়ে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

ফাঁসীর প্রতীক্ষায় শ্রীমতী মলিনা

নক্সাল আন্দোলনে খুনের জন্য সম্প্রতি ফাঁসির হুকুম পেয়েছেন—১৮ বছরের তরুণী, শ্রীমতী মলিনা চক এবং আর চারজন পুরুষ—শ্রীশান্তিময় আকুরে, শ্রীনিতাই বিশ্বাস, শ্রীসুদেব বিশ্বাস ও শ্রীকালীপদ সরকার। ফাঁসির দিন ১৮ই জুলাই। হাইকোর্টে আপীল করা চলত। তাঁরা তা করেন নি। তাঁরা প্রাণভিক্ষা চান না। আদর্শের জন্য কাজ করেছেন—আদর্শের দৃঢ়তা নিয়ে প্রাণ দেবেন—এই তাঁদের বক্তব্য।

সারা দেশে এই ব্যাপারে আলোড়ন হয়েছে। দেশে জনমত তৈরী হয়েছে যে, সরকার থেকে ওঁদের প্রাণদণ্ড মকুব করা হোক। লোক সভায় এই ব্যাপারে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রী সভা থেকেও চেষ্টা চলেছে—ওদের প্রাণদণ্ড যাতে মকুব হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি দেখছেন। দেখা যাক কী দাঁড়ায়।

মুক্তি

১১ই জুলাই, ১৯৭৭, সোমবার

জাতির মুক্তির পথ—গণশিক্ষা

শিক্ষা বলতে আমরা সর্বপ্রথমে বুঝি—ছেলেদের অক্ষর জ্ঞান দেওয়া; আর তার সঙ্গে ধীরে ধীরে পাঠ্যক্রম অনুসারে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই যে সুদীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষাধারা এর মূল ভিত্তি হচ্ছে—অক্ষরজ্ঞান। অক্ষরের মধ্য দিয়ে নিজে জ্ঞান আহরণ করবার উপায় লাভ করবে—এই মূলপন্থা।

কিন্তু গণশিক্ষার মূল ভিত্তিটা হল অন্য। সেই শিক্ষাদানের মূল ভিত্তিটা হল—বয়স্ক মানুষের বিচার বুদ্ধি। তাকে আশ্রয় ক'রে—দেশের মানুষের আজ যেসব জিনিষ জানা দরকার—তা' তাকে জানানো। এর মধ্যে অক্ষর জ্ঞানের ভূমিকা কিছুটা থাকতে পারে তো ভালই। কিন্তু অক্ষর জ্ঞানের ভেতর দিয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভের শক্তি অর্জনের জন্য, এক একজন বয়স্ক লোকের যে দীর্ঘ সময়ের দরকার—তারজন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকবার দরকার নেই। জাতির একজন সন্তান হিসাবে, একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে—সে অক্ষর-জ্ঞানহীন হ'লেও—অবিলম্বে যে সব জ্ঞান তার থাকা দরকার—তা দেওয়ার নামই হচ্ছে—গণশিক্ষা বা বয়স্ক শিক্ষা।

জাতীয় জীবনে একটা দেশের জনগণের যে ভূমিকা—সেই ভূমিকাই হোল সবচেয়ে বড়ো। এবং তা' সমষ্টিগত হিসাবে এবং ব্যক্তিগত হিসাবেও। দেখা যাক সমষ্টিগত হিসাবে তার কী মহান ভূমিকা নেবার রয়েছে।

(১) সারা দেশের যে সর্বোচ্চ শাসনশক্তি—কেন্দ্রীয় সরকার এবং সারা ভারতের সমস্ত রাজ্যের যে শাসন শক্তি সমূহ—রাজ্য সরকার—এসবের নির্বাচন, গঠন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নির্ভর করছে—একমাত্র এই আপামর জনসাধারণের ওপর। এই জনসমষ্টির অধিকাংশ যদি অজ্ঞ হয়-মূর্খ হয়—রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন না হয়—তবু সেই কোটি কোটি জনগণের ওপরই দেশের ঐ বিশাল শাসন শক্তি সমূহের গতি, প্রকৃতি, ঊর্দ্ধগতি, অধোগতি সব কিছু নির্ভর করছে। সুতরাং অবিলম্বে এই বিশাল জনসমাজকে রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন, গণতান্ত্রিক বোধ সম্পন্ন,—নির্বাচন ও শাসন বিষয়ে দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন ক'রে তোলার মহান কাজ রয়েছে। এই চেতনার ওপরই জনগণের অধিকার, জনগণের সুযোগ লাভ, জনগণের কর্তব্য বোধ প্রভৃতির সাফল্য নির্ভর করে।

(২) দেশের আর্থিক ও অন্যান্য কাজের জন্য অপরিমেয় যে শ্রম-শক্তি লাগে,—দেশের শতকরা যে নব্বই ভাগ মানুষের ওপর কৃষি ও কুটিরশিল্প নির্ভর করছে—সেই কোটি কোটি মানুষের শ্রমশক্তি, কৃষি-চেষ্টা, শিল্প-চেষ্টার মধ্যে সম্যক জ্ঞান নেই ব'লে—আশা সঞ্জীবিত প্রাণ নেই ব'লে—ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা নেই ব'লে,—সমবায়-বদ্ধ উদ্যোগ নেই ব'লে,—জাতীয় ভবিষ্যতের দৃষ্টি নেই ব'লে বহুলাংশে আজ দেশের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক জীবন ধ্বস্ত ক্লিষ্ট। শাসনের দিক থেকে, অথবা বাইরের অপরের কারো দিক থেকে সাহায্য আসুক বা না আসুক—ঐ কোটি কোটি মানুষ যদি জ্ঞানে, চেতনায়, উদ্যমে, দৃষ্টিতে, ঐক্যশক্তিতে, স্বাবলম্বনের আত্মবলে সঞ্জীবিত, চেতনা সম্পন্ন হয়ে ওঠে তবেই দেশের অগ্রগতি সম্ভব। জনগণের দিক থেকে নিজের আগ্রহ, নিজের জাগৃতি, নিজের সবল চেষ্টা যদি না থাকে—তবে শাসনের দিক থেকে বা দেশের দিক থেকে উন্নয়নের যে চেষ্টাই করা হোক—তা কখনো সার্থক হতে পারবে না। সেজন্য দেশের সমস্ত কাজে এই কোটি কোটি মানুষের সাগ্রহ চেষ্টা,—আপন বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগের সহজ প্রাণ এবং উদ্যত, উদ্বেলিত কোটি কোটির বাহুর বল আজ জাগাতেই হবে।

(৩) দেশে চারিদিকে অবাধভাবে সারা ভারতে, সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার, অবিচার চলেছে। কায়েমী স্বার্থের লুণ্ঠন, পুলিস ও আমলাতন্ত্রের অত্যাচার প্রভৃতি চলেছে। এর দুটি মূল কারণ। জনগণ সহ্য করছে ব'লে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে শেখেনি বলে। গান্ধীজী বলেছেন—এই অগণিত মৌনমূক জনসাধারণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে 'না' বলার শক্তি দিতে হবে। এর জন্য জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত দৃঢ়তা, সম্মিলিত কাজ, আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগ্রাম, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি শিখতে হবে।

(৪) দেশের রাজনৈতিক জীবনের যে মূল লক্ষ্য—জনগণের আত্ম নিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিকাশ এটা সম্ভব নয়—জনগণের জীবনে যদি বিকেন্দ্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো গ'ড়ে না ওঠে। এবং এই বিকেন্দ্রিত জাতীয় ব্যবস্থাসমূহ কখনই গ'ড়ে উঠতে পারে না যদি না জনগণ এই কাঠামোর উপযুক্তভাবে গ'ড়ে উঠতে পারে। এরজন্য ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ শিক্ষা, বিশেষ দায়িত্ববোধ, বিশেষ সততা ও বিশেষ চেতনা দিতে হবে।

(৫) জনগণকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার জন্য ভাবগঠনের যে সমস্ত কাজ গ্রহণ করতে হবে—তা গঠনমূলক কর্মাশ্রয়ী হবে। গান্ধীজী প্রবর্তিত বিবিধ গঠন কর্ম ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারের কাজ সমূহের মধ্য দিয়ে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি,—জাতীয় সহনশীলতা ও উদারতা,—অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে—দেশের এই কোটি কোটি মানুষকে।

এবারে দেখা যাক ব্যক্তিগতভাবে এই জনগণকে কী ভাবে তৈরী হয়ে ওঠার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

(১) অজ্ঞ হোক, মূর্খ হোক—অগণিত জনসাধারণের প্রত্যেকের স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে—প্রত্যেকের এক একটি পারিবারিক জীবন আছে। পরিবারের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা, ধর্ম, বিবাহ, সংস্কৃতি, আনন্দ, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি আছে। সাংসারিক জীবনে মা বাবার যদি বুদ্ধি বিবেচনা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, চেতনা, দৃষ্টি থাকে—তবে সংসার জীবন সব দিকে উন্নত হয়। তা' না হলে, এবং বহুবিধ অজ্ঞতা থেকে, কুসংস্কার থেকে মুক্ত না হলে, সংসারের সবাই কষ্ট পায়। সেজন্য এই বিশাল জনসমষ্টি যাতে তাদের পারিবারিক জীবনকে উন্নত করতে পারে—তারজন্য তাদের বহুবিধ শিক্ষা দিতে হবে।

(২) ঐ অগণিত জনগণের মধ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমাজবন্ধন আছে। নিজ নিজ সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি বিচারশীল হন, উন্নতমনা হন—তবে সমাজ জীবন সুখের হয়—সমাজ জীবনের বহু কুসংস্কার দূর হয়—সমাজ সম্পর্ক ও সমাজ-বিচার কল্যাণময় হয়। সমাজ জীবনে যদিও অগ্রণী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেখা যায়—তবু সমাজ জীবন নির্ভর করে সমাজের অধিকাংশ মানুষের ওপর। এই অগণিত মানুষকে সেই দৃষ্টিতে গড়ে তুলতে হবে—যাতে সমাজ-গোষ্ঠী উন্নত হয় এবং যাতে সমাজের চালাক শ্রেণীদের অপকৌশল ও কর্তৃত্ব প্রতিরোধ করার শক্তি জনসাধারণের হয়।

(৩) দেশের মানুষের প্রত্যেকটি লোকের নিজ নিজ ব্যক্তি জীবনকে গ'ড়ে তোলার গভীর দায়িত্ব রয়েছে। নিজের লেখাপড়া, নিজের চরিত্র, নিজের স্বভাব, নিজের জ্ঞান, নিজের সৃষ্টিশক্তি, নিজের ধর্ম, নিজের মানবতাবোধের বিকাশ নির্ভর করছে—নিজেকে এ সব বিষয়ে গ'ড়ে তোলার ওপরই। ব্যক্তিগতভাবে বহু জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো পাওয়া আজ সকলের দরকার। সুতরাং এসব দিক দিয়েও আজ জনজীবনে ব্যাপক জ্ঞান ও আগ্রহ গ'ড়ে তোলার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

(৪) অর্থনৈতিক জীবনে উন্নত প্রণালী সমূহ অবলম্বন করতে গেলে বহু কিছুর জন্যই অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বহু কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—যা পেলে বিনা খরচে অনেক উন্নতি হতে পারে, তা', আজ অবিলম্বে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই সব দিক দিয়ে দেশের কোটি কোটি জনগণের মন, বুদ্ধি, চেতনা ও আগ্রহকে অবিলম্বে গড়ে তোলার যে কাজ তারই নাম হল—গণ শিক্ষা এবং তারমধ্যে যে সব অপরিহার্য জিনিষ কার্যাকরী ভাবে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে জনগণের জীবনে প্রবর্তন করতে হবে—সেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি শিখিয়ে দেবার চেষ্টাও গণশিক্ষার অন্তর্গত হওয়া দরকার।

টেকনিকাল শিক্ষা দেওয়ার যে বিশেষ শিক্ষা ধারা রয়েছে এটা তার অন্তর্ভূক্ত হবে না। অধিকাংশ লোকের জীবনে জীবিকা ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য যে অপরিহার্য কার্যাকরী শিক্ষা ব্যাপকভাবে দরকার—মোটা

মুটি যে টেকনিক্যাল জ্ঞান প্রদান করা দরকার সেগুলি গণশিক্ষা ধারার মধ্যেই আনা দরকার। সাধারণ কৃষি শিক্ষা, সাধারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, গার্হস্থ জীবনে সাধারণ শিল্প প্রভৃতির জ্ঞান, স্বাস্থ্য রক্ষার জ্ঞান, খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি বিষয় এই শিক্ষা ধারায় থাকবে। এর বেশী বিশেষজ্ঞতা লাভ করতে গেলে পুরোপুরি টেকনিক্যাল স্কুলে বা কৃষি বিদ্যালয়ের আশ্রয় নিতে হবে—পৃথক ভাবে।

জনগণকে শিক্ষা দেবার জন্ম এই যে দিকগুলির কথা আলোচনা করা হল—এই দিকগুলি গ'ড়ে তুলতে, ভাবগঠনের অপরিহার্য্য বিষয়বস্তু কী কী রয়েছে—তা অবিলম্বে নির্ণয় করে নেওয়া দরকার। গণশিক্ষার অপরিহার্য্য ঐ বিষয়বস্তু সমূহ নির্ণয় করার আগে তার মূল রূপ রেখার আলোচনাই এ পর্যান্ত করা হল। এখন দেখতে হবে—সেই ভাবগঠনের বিষয়গুলি কী ও সেই ভাবগুলিকে প্রসারিত করতে যেসব কার্য্যকরী দিক গ'ড়ে তোলা দরকার তা কী কী পরিবর্ত্তি সংখ্যায় তার আলোচনা করা যাবে।

সমবায় আন্দোলন রাহুমুক্ত হোক!

গত ত্রিশ বৎসরের কংগ্রেসী অপ-শাসনের ফলশ্রুতি রূপে দেশে যে জরুরী অবস্থার বিভীষিকা; কুশাসনে একনায়কতন্ত্রী প্রবণতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার হরণের যে সকল অপরিণামদর্শী ব্যবস্থা গড়ে উঠিছিল, আজ তা বহুলাংশে বিদুরিত হয়েছে। জনতা ও সহযোগী দল সমূহের মিলিত প্রচেষ্টায় জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হয়েছে; ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত এবং গণতন্ত্রের বিপদ মুক্তি ঘটেছে। জন স্বার্থের দৃষ্টিতে এই সব প্রয়াস ও প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য।

সাধারণভাবে দেশ রাহু মুক্ত হলেও, সমাজ জীবন ও প্রশাসনিক বিশেষ কোনও কোনও ক্ষেত্র এখনও রাহুর গ্রাসে রয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের সমবায় আন্দোলন সেই রাহুগ্রস্ত বিশেষ ক্ষেত্র। সারা ভারতে সমবায় আন্দোলন বিশেষ উন্নত ও অগ্রগামী না হলেও দেশের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলে সমবায় আন্দোলন আরও দুর্ব্বল এবং অনুন্নত। এই রাজ্যের তথা পূর্ব্বাঞ্চলের বেসরকারী নেতৃত্বের শক্তি ও সংহতি উভয়েরই অভাব। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন সামগ্রিক ভাবে সরকার-নিয়ন্ত্রিত এবং আমলাতন্ত্র কণ্টকিত।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন গতিরুদ্ধ হয়ে খুবই স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ পঙ্কিল ও আবর্জ্জনা কুণ্ডে পরিণত হয়। সমবায় কৃষি ঋণ দানের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সকল প্রকার ঋণের দাদনের পরিমাণ যেমন সঙ্কুচিত ও সীমিত হতে থাকে; সেই সঙ্গে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতিতে অনাদায়ী ও বকেয়া ঋণ পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে পড়ে। আর ঋণদান ছাড়াও, সমবায় বিপণন, ক্রেতা ও শিল্প সমবায় প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও একই নৈরাশ্য জনক পরিস্থিত দেখা দেয়। সমবায় আন্দোলনের দুর্ব্বলতা এবং সমবায়ের আওতা-ভুক্ত জনসাধারণের অজ্ঞতা ও সারল্যের সুযোগে নানা প্রকার দুর্নীতি দেখা দেয় এবং এক শ্রেণীর দালালের লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে এক জটীল ও কুটীল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের এই পটভূমিকায় বিগত কংগ্রেস সরকার বৎসর চারেক পূর্ব্বে অবস্থার উন্নতি সাধন কল্পে বিবিধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা সহ প্রচলিত সমবায় আইন কানুনেরও বিশেষ ভাবে সংশোধন, সংযোজন প্রভৃতি করেন। তদানীন্তন সমবায় মন্ত্রী সদর্পে ঘোষণা করেন যে সমবায়ের বিভিন্ন স্তরে কায়েমী স্বার্থ ও দুর্নীতির লীলা ক্ষেত্র স্বরূপ "ঘুঘুর বাসা" ভাঙ্গাই হবে তাঁর প্রথম কাজ।

এটা অনস্বীকার্য্য যে গত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনে নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে এবং কৃষি ঋণ দাদনের ক্ষেত্রও যেমন বিস্তৃত হয়েছে ঋণ আদায়ের পরিমানও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের সমবায় অর্থনীতি তথা আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলো তা বহুলাংশে দূরীভূত হয়েছে এবং যে সব লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করেছিলো—তা পূরণের বিশেষ প্রচেষ্টাও করা হচ্ছে।

এই সূত্রে, এটাও অনস্বীকার্য্য যে পশ্চিম বঙ্গে সমবায় আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে আমলা-কণ্টকিত ও সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভাগে পরিণত হয়েছে। ফলে এখানে যেমন গণতন্ত্রের নামগন্ধ নেই—তেমনি সমবায় এর মূল নীতি ও আদর্শও জলাঞ্জলি হতে বসেছে। সমবায় আন্দোলনের বেসরকারী নেতৃত্ব এখন আমলাকুল আশ্রিত ও সরকারী চামচার দ্বারা পরিপুষ্ট এক অনুগৃহীত গোষ্টিতে পরিণত হতে চলেছে।

বাস্তবতঃ সমবায় আন্দোলনের উন্নতি সাধনে কংগ্রেসী আমলে সমবায় আইন কানুনের যে সব সংশোধনাদি হয়েছিল তা মূলতঃ সমগ্র আন্দোলনের উপর পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে। এই সংশোধনী আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রার তথা সমবায় বিভাগ কেবল দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাই নন; আইন আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত এক ক্ষুদে ডিক্টেটর। রেজিষ্ট্রার অথবা তাঁর অধীনস্থ ভারপ্রাপ্ত অফিসার এক কলমের খোঁচায় যে কোনও সমবায় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি অথবা সদস্যগণের বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিতে পারেন; এমন কি, ঐ আমলাকুলের বিরাগ ভাজন হলে—প্রাথমিক সমবায় সমিতি থেকে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের যে কোনও সমবায় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিকে উৎখাত ও উদ্বাস্তু করে একজন সরকারী আমলাকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগ করা যেতে পারে। এর জন্যে রেজিষ্ট্রার তথা সমবায় বিভাগকে কোনও কারণ দর্শাতে হবে না এবং এই সরকারী আদেশ বা ফতোয়াকে কোনও আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। —সমবায় আন্দোলনে এই হোল গণতন্ত্রের রূপ!

কায়েমী স্বার্থ ও দুর্নীতি মুক্ত "ঘুঘুর বাসা" ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে নূতন বিধান হোল—কোনও ব্যক্তি একাদিক্রমে তিন বৎসরের অধিক কোনও সমবায় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য থাকতে পারবেন না। তিন বৎসরের পর তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য অবসর গ্রহণ করতে হবে। কোনও ব্যক্তি কোনও সমবায় প্রতিষ্ঠানে মৌরসী পাট্টা করে কায়েমী স্বার্থ যাতে গড়ে তুলতে না পারেন সেই জন্যই এই বিধান। কিন্তু সদস্যদের গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের মাধ্যমে আসার বাধা থাকলেও সরকারের বা রেজিষ্ট্রারের মনোনীত হয়ে সেই সমিতির সদস্য থাকার কোনও বাধা-নিষেধ নেই। অর্থাৎ শাসক কুলের সঙ্গে দহরম মহরম থাকলে আজীবন সদস্য থাকার বা কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার কোনও অসুবিধা নেই। এইভাবে এক "ঘুঘুর বাসা" ভেঙ্গে আরেক "ঘুঘুর বাসা" গড়ে তোলায় কোনও বাধা নেই। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনে ব্যক্তি স্বাধীনতার এই হোল মর্য্যাদা!

গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ থেকে জেলা পরিষদ, পৌরসভা, বিধানসভা, লোকসভা প্রভৃতি কোনও ক্ষেত্রেই একই ব্যক্তির নির্ব্বাচনে দাঁড়াবার বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য থাকার কোনও বাধা নিষেধ যেখানে নেই—"ঘুঘুর বাসা" ভাঙ্গার প্রশ্নও যখন ওঠে না—তখন কেবলমাত্র সমবায়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষ আইন ও বিধানের কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে?

সমবায় আন্দোলনে গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসারের এবং সমবায়ের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষাদানের প্রাণকেন্দ্র রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন থেকে শুরু করে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ও জেলা স্তরের যাবতীয় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক; ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক; বিপনন প্রতিষ্ঠান; পাইকারী ক্রেতা সমবায় সমিতি; শিল্প সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তই সরকার নিয়ন্ত্রিত। বহু প্রতিষ্ঠান সরকারী প্রশাসক তথা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর দ্বারা পরিচালিত এবং যে সকল ক্ষেত্রে নির্ব্বাচিত কমিটী "পরিচালনার" দায়িত্বে আছেন সেখানেও কোনও সরকারী আমলা কার্য্যনির্ব্বাহী আধিকারিক তথা এক্সিকিউটিভ অফিসার রূপে প্রকৃত কার্য্য পরিচালনা করছেন। সামগ্রিকভাবে এই রাজ্যের সমবায় আন্দোলন সরকারী কর্ম্মসূচী অনুসারে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আমলা পরিচালিত একটি প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের রূপ গ্রহণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের এই শোচনীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনে প্রথম ও প্রধান কাজ হবে "জরুরীকালীন অবস্থার অবসান"। অর্থাৎ যে সকল সংশোধিত বিশেষ আইন কানুনের মাধ্যমে সমবায় বিভাগ তথা রেজিষ্ট্রার মহোদয়কে ডিক্টেটরী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁর আদেশ নির্দ্দেশাদি আইন ও আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত করা হয়েছে সেই সকল বিধি-বিধান অবিলম্বে প্রত্যাহার। আর "ঘুঘুর বাসা" ভাঙ্গবার অজুহাতে "বাস্তু ঘুঘুদের বাসা" তৈরীর যে ব্যবস্থা—অর্থাৎ তিন বৎসরের পর সমিতির সদস্যদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ—তারও প্রত্যাহার হওয়া প্রয়োজন। (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নির্ব্বাচনী সমীক্ষা

—সনৎকুমার সরকার
সম্পাদক, জনতা পার্টি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাড়াকেন্দ্রের জনতা দলের প্রার্থী শ্রীমতি তারা বাউরীর ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত ভাবে যেটুকু দেখেছি তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে জনতা দল কর্ত্তৃক প্রার্থী মনোনয়নকে শুধুমাত্র খামখেয়ালী বা অনবধানতাপ্রসূত বলে হাল্কা করা চলবে না, এর পেছনে রয়েছে কিছু লোক বা গোষ্ঠীর অসাধু উদ্দেশ্য—অর্থাৎ কোন রকমে একজনকে খাড়া করে—এম-এল-এ করতে পারলে তার মারফৎ স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে এটা তারা ভালভাবে বুঝে নিয়েছিলেন। শ্রীমতি তারা বাউরীকে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করার পেছনে এরকম একটা উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার ধারণা। তপশীলভুক্ত সৎ শিক্ষিত এবং কর্মী প্রার্থী পাড়াকেন্দ্রে যথেষ্ট ছিল। তা সত্বেও তাদের ঠাঁই হল না কেন?

ঝালদাকেন্দ্রে বিজয় মাহাত জনতা দলের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পেলেন। আমি যতদূর জানি জনসংঘের তরফ থেকে তাকে খাড়া করা হয়েছিল। আমি যতদূর জানি ওই প্রার্থী একজন কংগ্রেস সদস্য ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের মনোভাব মোটেই অনুকূল ছিল না। আমার জিজ্ঞাস্য হল জনসংঘের কোন কর্মী বা গোষ্ঠী গোপনে এরকম একজন প্রার্থীকে কেন জোর ওকালতি করে প্রার্থী হিসাবে ঝালদা কেন্দ্রে দাঁড় করালেন?

আমার বক্তব্য এবং সমীক্ষা সম্পূর্ণ করতে গেলে একটি ছোট পুস্তক রচনা করতে হয়।

জনতা দলের পুরুলিয়া কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীদীবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকৃতপক্ষে একজন প্রাজ্ঞ সৎ এবং সম্মানীয় ব্যক্তি এ বিষয়ে জেলার কারও কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজ এবং কাছের মানুষ হিসাবে তাঁর আসা উচিৎ ছিল। তাঁর বক্তৃতা, তাঁর হ্যাণ্ডবিল মারফৎ বক্তব্যের মধ্যে এটা স্বচ্ছ এবং পরিস্কার হওয়া উচিত ছিল যে তিনি বা তাঁর দল সাধারণ খেটে খাওয়া ভূমিহীনদের প্রতিনিধি। সারা দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ তাদের জন্যে ইস্তাহারে প্রকাশিত কার্য্যাদি বিশ্লেষণ করে এটা বোঝান দরকার ছিল যে জনতা দল কোন এক বিশেষ গোষ্ঠীর জন্যে নয়—সর্বস্তরের সাধারণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির জন্যে জনতা দলের জন্ম।

জনতা দলের কেন্দ্রীয় নেতারা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলেছেন এবং এখনও বলছেন। অথচ আমাদের রাজ্যে জনতা দলের নেতারা তা বলেন নি। আমি আমার জেলাতে যেখানে গেছি বা আমার বক্তব্য রেখেছি আমি বলেছি জনতা দলের উচিত তার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে সাধারণের জন্যে কিছু করা—ইস্তাহারে যে কথাগুলো জনতা দল ঘোষণা করেছে তাকে বাস্তবায়িত করা। আমার প্রতি আমি জানি কিছু জনতা দলের সদস্য অপপ্রচার করেছেন এবং কটাক্ষ করে বলেছেন আমি নাকি সি-পি-আই (এম) বা বাম মনোভাবাপন্ন। তাঁরা ভুলে গেছেন এই রাজ্যে, শুধু এই রাজ্যে কেন—সমস্ত ভারতবর্ষে বাম চিন্তাধারা বিরাজমান। জনতা দলের মধ্যে এই বাম-রাজনীতির প্রকাশ আমরা দেখেছি।

পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের একটা বেশ বড় অংশ প্রথম দিকে জনতা পার্টিকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু প্রার্থী মনোনয়ন, নিজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা-লিপ্সা, চক্রান্ত এবং রাজ্যের নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অবজ্ঞা ইত্যাদি কারণগুলির জন্যে ধীরে ধীরে জনতা দল জনসমর্থন হারিয়ে ফেলেছিল।

ষ্ট্র্যাটিজির দিক থেকে জনতা দল মস্তবড় ভুল করেছেন। সেটা হল তাঁরা ভাবলেন কংগ্রেস মরে গেছে। তাঁরা ভুলে গেলেন জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব এখনও রয়েছে। জেনে শুনে কংগ্রেসী লোক এবং কংগ্রেসী আমলে বিশেষভাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদিগকে জনতা দলে নিয়ে আসার প্রবণতা দেখা দিল। আমাদের জেলাতেও এটা হয়েছে কংগ্রেসী আমলের বিশেষভাবে চিহ্নিত ব্যক্তিগুলিকে জনতা দলে সামনের সারিতে আনা হয়েছে। যার ফলে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন রাজনীতির ক্ষেত্রে নূতন যুবক সম্প্রদায় জনতা দলের কাজকর্ম দেখে হতাশ হয়েছে মনেই এবং তারা দলের হয়ে কাজ করেন নি বা করলেও সেই উদ্যম নিয়ে কাজ করেন নি। আমি প্রতিবাদ করেছি কিন্তু আমাকে আমল দেয়নি জনতা দলের জেলার তাবৎ নেতৃবৃন্দ।

জনতা দলের এই জেলাতে একমাত্র শ্লোগান ছিল সি-পি-আই (এম) নির্ব্বাচনে জিতলে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হবে রক্তপাত হবে এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের রাজত্ব হবে। জনতা দলকে নির্বাচন কর তাতে দেশে স্থায়ী সরকার হবে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে সি-পি-আই (এম)-কে ভোট দেওয়া চলবে না ইত্যাদি।

আমি আগেই বলেছি যে রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব জনসাধারণে মধ্যে বর্ত্তমান রয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে সি-পি-আই (এম) ও বাম দলগুলির সঙ্গে আঁতাত করে জনতা দল গণতন্ত্র রক্ষা করেছিলেন। ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, ওড়িশাতেও সি-পি-আই (এম) এর সঙ্গে জনতা দল আঁতাত সমঝোতা করে চলেছেন। জনসাধারণ কাগজ পড়েন রাজনীতিও বোঝেন। তাঁরা বোকাকূপ নন যে জনতা দলের রাজ্যস্তরে নেতা বা জেলার নেতারা কোনো হুকুম করলেই তা তারা মেনে নেবেন।

আমি সংগঠনে বিশ্বাস করি আর এই জন্যেই যারা সংগঠন বিরোধী কাজ করেছেন অথবা বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের অপসারণ দাবী করি। আমার বিশ্বাস যুব সমাজ জনসাধারণ আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমি সত্যিকথা বললাম এজন্যে যাদের এতে আপত্তি হবে তাঁদের কাছে মার্জ্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন পদ্ধতি

আগামী ৬ই আগষ্ট ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের নির্ব্বাচন। কেন্দ্রে ও অধিকাংশ রাজ্যে জনতা সরকার গঠিত হওয়ায় জনতা দল মনোনীত প্রার্থীকেই রাষ্ট্রের এই সর্ব্বোচ্চ পদে নির্ব্বাচিত করার প্রস্তুতি চলেছে। গত ত্রিশ বৎসর কাল কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় এবং কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকায় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচিত করার কোনও অসুবিধা দেখা দেয়নি। কিন্তু সেই তুলনায় জনতা দলের কংগ্রেসের মত সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সর্ব্ব সম্মত কোনও সম্মানীত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচনে সচেষ্ট হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কংগ্রেস, বামপন্থী দল, আন্না-ডি এম-কে প্রভৃতির প্রতিনিদের সঙ্গে প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন।

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে ভোটদাতারা হলেন লোকসভা ও রাজ্য সভার সদস্যবৃন্দ এবং রাজ্য বিধান সভা ও বিধান পরিষদের এম-এল এ ও এম-এল-সি গণ। অর্থাৎ মোট ১,০৮৭,২৭৩ ভোটের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ সংসদের (লোক সভা ও রাজ্য সভা) এবং বাকী ৫০ শতাংশ ২২টি বিধান-মণ্ডলীর মধ্যে বিভক্ত। ৫৪২ জন লোকসভার এবং ২৩২ জন রাজ্যসভার অর্থাৎ ৭৭৪ জন সংসদ সদস্যের ভোট হোল ৫৪৩,৩৪৮; সুতরাং একজন এম. পির ভোটের মূল্য হোল ৭০২।

অন্যদিকে, দেশের ২২টি বিধান সভার মোট ভোট হোল ৫৪৩,৬২৫ মাত্র; কিন্তু প্রতি এম-এল-এ পিছু ভোটের পরিমাণ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। কারণ রাজ্যের জনসংখ্যার হিসাবে এই ভোটের মূল্য কম বেশী হয়ে থাকে; যেমন ভারতের সর্ব্ববৃহৎ ও জন বহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশের জন সংখ্যা ৮ কোটী ৮৩ লক্ষ ৪১ হাজার ১৪৪ সুতরাং এই রাজ্যের ভোটার সংখ্যা হোল ৮৮,৪০০ জন। আর ক্ষুদ্রতম রাজ্য সিকিমের জন সংখ্যা যেখানে ২ লক্ষ ৯ হাজার ৮৪৩ সেখানে ভোটারের সংখ্যা হোল মাত্র ২২৪ জন। (পরপৃষ্ঠা দেখুন)

এইভাবে এক এক রাজ্যের জনসংখ্যা এবং বিধান সভার সদস্যের সংখ্যা হিসাব করলে সেই সব রাজ্যের এম-এল-এ প্রতি ভোটের মূল্য নিম্নরূপ :—

১। অন্ধ্র প্রদেশ—	১৫২	১২। মণিপুর—	১৮
২। আসাম	১২৮	১৩। মেঘালয়—	১৭
৩। বিহার—	১৭৪	১৪। নাগাল্যাণ্ড—	৯
৪। গুজরাট—	১৪৭	১৫। উড়িষ্যা—	১৪৯
৫। হরিয়ানা—	১১২	১৬। পাঞ্জাব—	১১৬
৬। হিমাচল প্রদেশ—	৫১	১৭। রাজস্থান—	১২৯
৭। জম্মু ও কাশ্মীর—	৮৩	১৮। সিকিম—	৭
৮। কর্ণাটক—	১৩৬	১৯। তামিল নাড়ু—	১৭৬
৯। কেরালা—	১৫২	২০। ত্রিপুরা—	২৬
১০। মধ্যপ্রদেশ—	১৩০	২১। উত্তর প্রদেশ—	২০৮
১১। মহারাষ্ট্র—	১৮৭	২২। পশ্চিমবঙ্গ—	১৫১

সম্প্রতি ১০টি রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনের ফলে জনতা দলের অনুকূলে ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪,৮৮,৫২২ জন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কমপক্ষে ৫,৪৩,৪৮৬ ভোট প্রয়োজন। সুতরাং ঘাটতি ৫৪,৯৬৪ ভোটের জন্য জনতা দলকে বন্ধুভাবাপন্ন সি, পি, আই, এম; আকালী প্রভৃতি দলের ৭৮ জন এম পির সমর্থন সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু ২৫ জন সি-পি-আই-এম; ৮ জন আকালী ও ১৯ জন আন্না-ডি এম-কে এম-পি নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২ জন। ফলে ঘাটতি থেকে যায়।

এই ২৬ জন এম-পির ঘাটতি বিধান সভার সদস্য দিয়ে পূরণ করতে হবে। রাজ্যের ১২টি বিধান সভায় সি-পি-আই এমের এম-এল-এদের হিসাবে ৫২,১২৫ ভোট দাঁড়ায়—তার মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ভোটের পরিমাণ হোল ২৬,৮৭৮; আর আকালী এম-পি ও এম-এল-এদের ভোটের মূল্য হোল ১২,৩০৪ এবং আন্না-ডি-এম-কের হোল ৩৬,২১৮ মাত্র।

এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সুনিশ্চিত করার জন্য জনতা দলকে সর্ব্ব দল-সম্মত প্রার্থী অথবা বন্ধুভাবাপন্ন দল-গুলির সমর্থনের জন্য সচেষ্ট হতে হয়েছে।

সমবায় আন্দোলন রাহুমুক্ত হোক !

[৪র্থ পাতার শেষাংশ]

সমবায় আন্দোলনে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য এটাই হবে প্রাথমিক পদক্ষেপ। তারপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধারা পুনঃপ্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ শিথিল করে বেসরকারী নেতৃত্বের উপর সমবায় আন্দোলন পরিচালনার ভার ছেড়ে দিতে হবে। এই রাজ্যে বেসরকারী নেতৃত্বের দুর্বলতার কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং রাজ্যের সমবায় কর্মী, সমাজসেবী প্রমুখদের এই বিষয়ে সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে। সমবায় আন্দোলন যেমন আমলা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—তেমনি এই আন্দোলনকে রাজনীতি মুক্ত অর্থাৎ দলীয় রাজনীতির প্রভাব মুক্ত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার দমনের যে সার্থক অভিযান চলেছে—এই রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেই অভিযান প্রসারিত ও পরিচালিত হবে বলে আশা করি। সমবায়ের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন হোক এবং সমাজের শোষিত, উপেক্ষিত দুর্ব্বলতর শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমরূপে সমবায় আন্দোলন সার্থক ও শক্তিশালী হয়ে উঠুক। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার সমবায়ের এই নূতন দিগন্ত রচনায় উদ্যোগী হবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

—অঃ চঃ

WANTED

Wanted one graduate in Science (preferably trained) in a deputation vacancy. Apply on or before 18-7-77 to the secretary ; Puara 4-Class Jr. High School ; P. O. Puara, Dist. Purulia and attend for an interview on 20-7-77. at 12 noon

চিঠি-পত্র

পুঞ্চা থানার ছোট দারোগা বাবুর বড় কীর্ত্তি

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়,

গত ২৮।৬।৭৭ তাং পুঞ্চা গ্রামের খেপু ধীবর ও শঙ্কর ধীবর বৈকাল ৩টার সময় ৮ কেজির ২টি কাতলা মাছ সাইকেলে লইয়া বাগদা দিকে বিক্রয়-এর জন্য লইয়া যাইতেছিল। থানার সামনে হইয়া যাইবার সময় থানার ছোট বাবু উহাদিগকে ডাকে, উহারা যায় এবং বলে আপনি কি মাছ লইবেন? ছোটবাবু বলেন এতবড় মাছ ছয় টাকা দরে লইব না। খেপু বলে, বাবু বাজারে ছয় টাকা দর যাচ্ছে, আপনি একটা মাছ ৫ টাকা দরে নেন, আর একটা আমরা অন্য কোথাও বিক্রয় করি। তখন ছোটবাবু মাছ দুটি সাইকেল হইতে নামায় এবং বলে মাছ দেওয়া হবে না এবং তোমাদের দুজনকে ছাড়া হইবে না। ঐ দুজন বহুভাবে কাকুতি মিনতি করিতে থাকিলে ছোটবাবু অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিতে থাকেন। ঐ সময় শ্রীমথুর হালদার ঐ গালাগালি শুনিয়া থানায় যান ও ছোটবাবুকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। মথুরও গালাগালি খায়। তারপর শ্রীকটিক মুখার্জী যাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলে তাহার সাথেও ঝগড়া হয়। তাহার পর আমি ও ডাঃ পাণ্ডা যাই, এবং আমাদের সাথে লৌলাড়া গ্রামের দেবদাস মুখার্জী ও বাগদা গ্রামের অরুণ ব্যানার্জী থানায় সমবেত হন। এবং আমাদের সাথেও বচসা হয়। ২০।৩০ মিঃ মধ্যে প্রায় দুইশত লোক সমবেত হয়। আমরা ঝগড়া না করিয়া পুরুলিয়া এস, পি, সাহেবকে ফোন করি এবং সব বৃত্তান্ত জানাই। তিনি বলেন ব্যবস্থা করছি। তারপর জনগণ আরও উত্তেজিত হইতে থাকিলে আমরা পুনরায় এস, পি-কে ফোনে জানাই। তিনি ছোট বাবুকে ডেকে মাছ ফেরৎ দিতে বলেন, এবং আমাদিগকে বলেন ২৯.৬।৭৭ তাং বেলা ১০টা ১০। টার সময় যাইয়া ব্যবস্থা করিব। কিন্তু ঐ দিন রাত্রি ৮।৯টার সময় ডি, এস, পি, আসেন, এবং ঘটনা নিজে তদন্ত করেন। আমাদিকেও আশ্বস্ত করেন ব্যবস্থা করিব। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে এইভাবে পুলিশী জুলুম চলিতে থাকিবে, কিংবা বন্ধ হইবে? আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইতি— ২৯.৬।৭৭।

শ্রীকালিপদ চক্রবর্ত্তী, পুঞ্চা

WANTED

Wanted a B. Sc. (Bio-Sc.) teacher, preferably trained, for Purulia Netaji Vidyapith, P.O. & Dist. Purulia

Apply to the Secretary within 23rd July, & '77, with attested copies of all certificates and testimonials.

WANTED

KASTURBA HINDI BALIKA VIDYALAYA, PURULIA.

Wanted (1) One work education lady teacher with P. G. B T. or any recognised degree or diploma. (2) One lady teacher in life science preferably trained.

N. B. [1] The candidate must be capable of explaining the subject in Hindi.

[2] The vacancies are permanent but appointment be made on temporary basis.

[3] Pay and allowances as per G A Rules of the Board of Secondary Education, West Bengal.

Apply within a week of the advertisement to the Secretary.

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ২২শ সংখ্যা | সোমবার, ১৮ই জুলাই ১৯৭৭ ২রা শ্রাবণ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ - ২০ পয়সা

১লা শ্রাবণ

একটি উজ্জ্বল দীপ-শিখা—
একটি আলোর আলোড়ন।
একটি চন্দন টিপ-লেখা—
একটি পরম নিবেদন॥

• • •

একটি প্রাণের বীণা তার—
একটি আহ্বান অবিরাম।
একটি শ্রাবণ-আঁখি-ধার—
একটি মহিমাময় নাম॥

জেলার অপরিসীম দুর্গতি : ঝড় ও অতিবৃষ্টির তাণ্ডব

ব্যাপক শস্যহানী : ঘরবাড়ী ধ্বংস : এখনই কাজ ও খাদ্যের দারুণ অভাব

ঝড়ের রুদ্ররোষ

এ বছরে দিন কতক আগে সারা জেলার ওপর দিয়ে যে ঝড়ের তাণ্ডব চলে গেছে—লোকে বলছেন এমন ঝড় বহু বছর দেখা যায়নি। এই বিধ্বংসী ঝড়ের মুখে জেলার বহু খড়ের চাল—এমন কি বহু টিনের চালও উড়ে গেছে। এর জন্য বহু মানুষের নিদারুণ কষ্ট ঘটেছে। এই ঝড় ও ক্রমাগত বর্ষায় হরিজন আদিবাসীদের জন্য তৈরী করা সরকারী ঘরগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—ধূলিসাৎ হয়েছে। গ্রামে গ্রামে জলে দেওয়াল ধ্বসে গেছে

অতি বর্ষার একটানা তাণ্ডব : ব্যাপক শস্যহানি

এ জেলায় বর্ষার মরশুম যখন আরম্ভ হয়—তার অনেক আগে থেকেই এ বছর ক্রমাগত অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার ফলে জলদী ফসলসমূহ প্রায় সব নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, জেলার অধিকাংশ মানুষ আজ অত্যন্ত সংকটের সম্মুখীন।

ভুট্টা (জনার) প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। কোদো, শাঁওয়া, চালিধানও প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে। এবারে অভাবের দিনে বাঁচবার আশায় চালি ধানের আবাদ বেশ বেড়েছিল। অনাবৃষ্টিতে সব গেল। অড়হর, বিরি প্রভৃতিও যাবার দাখিল। বিরিটা ধাকা সামলে সামান্য কিছু হতে পারে। বর্ষার জলদী সব্জীও খুবই মার খেয়েছে।

জেলার মানুষ আজ যে সংকটে পড়েছেন

আগে বর্ষা হয়ে গেল—তার ওপরে অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ায়—ইতিমধ্যেই ব্যাপক ক্ষেত্রে চাষের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সামনে শ্রাবণ—কী ক'রে চলবে—লোকে তাই ভাবছেন। তারপর ভাদ্র আশ্বিন তো রয়েছে—যা সবচেয়ে সংকটের সময়। মনসা পুজোই বা কী ক'রে কাটে—মানুষ চিন্তিত।

গতবারের অনাবৃষ্টির ভূমিকা-পট

সারা দেশের মানুষ জানেন—গত বছর অনাবৃষ্টিতে প্রায় সব গেছল—পুরুলিয়ার উত্তরাংশে; আর অর্দ্ধেকের বেশী গেছল—পুরুলিয়ার দক্ষিণাংশে। গত বছরের খাদ্যের পুঁজি বা আয়ের অংশ অধিকাংশ লোকের হাতে কিছুই নেই।

রাজ্য মন্ত্রী মণ্ডলীর প্রতি আবেদন

এই জেলার বাইরের মানুষদের ধারণা থাকতে পারে না যে, একটা জেলা কী শোচনীয় অবস্থায় থাকতে পারে। বর্ত্তমান মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ জানাই—সমস্ত অবস্থা দেখুন—এবং এই জরুরী অবস্থার যোগ্য ব্যবস্থা ক'রে, এই বিপন্ন জেলাকে বাঁচান। এবং শাসনজীবনের যোগ্য মানবতা ও দক্ষতার পরিচয় দান করুন।

১লা শ্রাবণ : ঋষি নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী সমাগত

মহান ঋষির আদর্শময় পূত চরিত্রের আলোকস্পর্শ আমাদের উদ্ভাসিত করুক

প্রতি বছর বর্ষণ মুখর এই দিনে, ঋষির চলে যাওয়ার বিদায় বেদনা অশ্রুপূত হয়ে ওঠে। তেমনি স্বাধীন ভারত দেখবার অপূর্ণ গভীর আকাঙ্খা অন্তরে নিয়ে, তাঁর চলে যাওয়ার বেদনাময় স্মৃতিও আজ এমন দিনে হৃদয়ে উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। তিনি জীবিত থাকলে স্বাধীন ভারতের আজকের রূপ দেখলে মর্ম্মাহত হতেন। কিন্তু তিনি গভীর আশাবাদী ছিলেন। মানুষের শুভবুদ্ধিতে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। তিনি আজ জীবিত থাকলে, আপন জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিয়ে, নিষ্কাম সেবা দিয়ে, গভীর ভালবাসা দিয়েই দেশ গড়ার কাজে যুক্ত থাকতেন। আমরাও যেন সেই পথ অনুসরণ করতে পারি। ঋষির মহান জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান যোগ্যতার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হোক। ইতি

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

১লা শ্রাবণ : ১৭ই জুলাই রবিবারের কর্ম্মসূচি—

সকাল ৮ টায়—তেলকল পাড়া শ্মশানে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বেলা ১০। টায়—মহান ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান

গত ১৯৭৫ সালে ১লা শ্রাবণ উপলক্ষ্যে মুক্তিতে প্রকাশিত "১লা শ্রাবণের অশ্রুধারা" এবারের মুক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে

যে লেখার জন্য লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা, মুক্তির সম্পাদক ও প্রকাশক ভারতের কলঙ্কজনক ভারতরক্ষা আইনে ধৃত হয়ে ছিলেন। এবং যে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে লোকসেবক সংঘের সাত শত নির্ভিক কর্ম্মীর এক সত্যাগ্রহ বাহিনী—পুরুষ ও নারী—মিসা ও ভারতরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্য্যায়ে পুরুলিয়া সহরে ও জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান করেছিলেন। আরো কয়েক হাজার তৈরী ছিলেন।

জনতা পার্টির বক্তব্য ও মুক্তির দায়িত্ব

মুক্তির বিগত সংখ্যায় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রেরিত ছুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। একটি জনতা পার্টির সভাপতি মহোদয় এবং আর একটি সম্পাদকের। সভাপতি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য। সম্পাদক হচ্ছেন প্রীতিভাজন শ্রীসনৎ কুমার সরকার। ছুটি লেখাই যখন প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ সহ আমাদের কাছে আসে—তখন ছুটি লেখার মধ্যেই কয়েকটি ক'রে বিষয় আমাদের কাছে সমর্থন যোগ্য ব'লে মনে হয় নি। এবং ছুটি লেখা সম্পর্কেই একটি বিশেষ কথা মনে হয়েছে যে, নিজেদের দলীয় অনেক এমন কথা তাঁরা প্রকাশ্যে বলতে চাইছেন—যা দলীয় শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে বলা ঠিক হচ্ছে না। তবু যখন দেখলাম যে, দলের সভাপতি এবং সম্পাদক নিজেরাই নিজেদের দলের আভ্যন্তরীণ বিষয় প্রকাশ্য আলোচনায় আনতেই চান—তখন তা প্রকাশের জন্য দিলাম এই ভেবে যে, এই দলের সদস্যেরাই যখন চাইছেন—তখন সেই বিষয়গুলি রাজনৈতিক গুরুত্বের বিষয় রূপে প্রকাশ্যেই আলোচিত হোক।

এই চিঠিগুলি মুক্তিতে প্রকাশের পর জনতা পার্টির সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয় দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে আমাকে এক পত্র লিখে জানিয়েছেন যে—

"মুক্তিতে আমার পত্রের পার্শ্বেই শ্রীসনৎ কুমার সরকারের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে—দেখিলাম। ঐ পত্রে শ্রীসনৎ কুমার জনতা পার্টির সক্রিয় কর্মী হইয়াও শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছে তাহা দেখিয়া বিক্ষুব্ধ হইলাম।"

"মুক্তি পত্রিকায় পূর্ব্ব ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননায়কের প্রতি এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা সত্বেও, ঐ পত্র কি ভাবে মুক্তি পত্রিকায় স্থান পাইল তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। মুক্তি গোষ্ঠিও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন বলিয়াই আমি জানিতাম। এ বিষয়ে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।"

শ্রদ্ধেয় ধীরেন বাবু দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন যে, এই লেখা মুক্তিতে স্থান পেল কী ক'রে তা তাঁর বুদ্ধির অগম্য। এবং তাতে তাঁর মনে হয়েছে যে, প্রফুল্ল বাবুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল তিনি জানতেন। অর্থাৎ এই লেখা প্রকাশ করায় তাঁর ধারনা হয়েছে যে, প্রফুল্ল বাবুর প্রতি তাহলে আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ব'লে আর কিছু নেই।

ধীরেন বাবু অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং সুবিবেচক লোক হলেও; দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তিনি একটা ভুল করেছেন। কোনো একটা কাগজে অপরের অবাঞ্ছিত মন্তব্য প্রকাশিত হলেই সেই মন্তব্যের সঙ্গে সেই কাগজের যোগ রয়েছে মনে করা সেই সাময়িক পত্রের প্রতি অবিচার করা হয়। সাময়িক পত্রকে বহু সময় বহু বিরুদ্ধ মতকে প্রকাশের জন্য বা আলোচনার জন্য স্থান দিতে হয়। মুক্তিতে বহু সময়ে আমরা আমাদের বিরোধী মত প্রকাশিত করেছি এবং প্রয়োজন মত সে বিষয়ে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছি।

শ্রদ্ধেয় ধীরেন বাবু মুক্তিতে যে চিঠি দিয়েছেন—তার দু'একটি কথা সমর্থন যোগ্য মনে করি না। তবু ঐ চিঠি প্রকাশ করেছি। তার অর্থ হয় কি যে, আমি ধীরেন বাবুর সব কথার সঙ্গে একমত। মুক্তিতে কোনো লেখা প্রকাশ করার অর্থ যদি এই হয় যে, তার অভিমত সম্পাদকের অভিমত—তাহলে কি কোনো লেখা কোনো সম্পাদক প্রকাশ করতে পারেন? আমি সবিনয়ে ধীরেন বাবুর কাছ থেকে এ বিষয়ে উত্তর প্রার্থনা করছি।

জনতা পার্টির বিপর্যয় একটা দুঃখের বিষয়। এর কারণ সম্পর্কে জনতা পার্টিরই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য কমিটির মধ্যে বাদানুবাদ চলেছে। তাই এ সম্পর্কে প্রকাশ্য আলোচনার দরকার বোধ করেছিলাম। সেজন্য যখন জনতা পার্টির ভেতর থেকেই এ বিষয়ে দুঃখ, তাপ, ক্ষোভ ও বিরক্তিপূর্ণ অভিমত সমূহ প্রকাশের জন্য আসছে দেখলাম—তখন তা প্রকাশের জন্য দিলাম এই ভেবে যে, এ বিষয়ে একটা প্রকাশ্য আলোচনা হোক। ভেবেছিলাম এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আলোচনার জন্য লেখা আসবে; না হ'লে এবিষয়ে আমরাই আমাদের অভিমত ব্যক্ত করব।

প্রফুল্ল বাবুর কার্য্যাবলী বিচার ক'রে সনৎ বাবু যা সমীচীন মনে করেছেন, তা বলতে পারেন। কিন্তু তাই ব'লে তিনি শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লবাবু বিষয়ে এমন কথাও লিখেছেন যা অত্যন্ত দুঃখের এবং আপত্তিকর। তিনি লিখেছেন—এটা কি পরিণত বুদ্ধি কোনো এক ব্যক্তির উক্তি অথবা অপরিপক্ক বালকের প্রলাপ? জনতা পার্টির কেউ না হয়ে অপর কোনো দলের ব্যক্তিও যদি একথা বলতেন—তাও এই উক্তি খুবই অশোভন ব'লে মনে করতাম। কিন্তু স্বয়ং জনতা পার্টিরই সম্পাদক একথা বলেছেন। এর অসমীচীনতার গুরুত্ব আপনারা বুঝতে পারেন।

সংবাদ পত্রে দেখা যাচ্ছে যে, জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জনকয়েক এবং রাজ্য কমিটির জনকয়েক নেতা পার্টির আভ্যন্তরীন বিষয় নিয়ে—নিজেদের মধ্যে মতান্তর বা কলহ সমূহ নিয়ে, প্রকাশ্যে আলোচনা ক'রে, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের দলের মর্য্যাদা নষ্ট করছেন। এই দলের এই রোগ এখানেও সংক্রামিত হয়েছে—আমরা দেখছি। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। জনতা পার্টির ওপর সারা ভারতের বিশাল ভবিষৎ নির্ভর করছে। সেজন্য জনতা পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অসম্মান আমাদের দুঃখের কারণ হচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। নিজেদের ভুল ত্রুটির রাজনৈতিক বিচার জনতা পার্টির সদস্যেরা নিজেরাও প্রকাশ্যে করতে নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু সেটা পরস্পরকে অভিযুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে হওয়া উচিত নয়। দলের শৃঙ্খলা রেখে রাজনৈতিক আলোচনা তাঁরা অবশ্যই করতে পারেন।

ধীরেন বাবুর বিবৃতি থেকেই জানতে পেরেছি যে, জেলা সভাপতি হিসাবে তিনি—প্রার্থীদের যে তালিকা পাঠিয়েছিলেন তা রাজ্য কমিটির কর্তৃপক্ষ গণ্যই করেননি। জেলা থেকে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনীত ক'রে পাঠাতে বা তাদের সপক্ষে বক্তব্য রাখতে রাজ্য কমিটির কর্তৃপক্ষ কোনো নির্দ্দেশ দেন নি। ধীরেন বাবুর প্রদত্ত এসব তথ্যের ভেতর থেকেও তো লোকের মনে রাজ্য কমিটির বা চেয়ারম্যানের ওপর বিরূপ ধারণাই হবে যে, তাঁদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবই দেখা যায়নি। আমরা জেলা সভাপতির লেখাটি প্রকাশ করেছি।

জনতা পার্টির সভাপতি, সম্পাদক নিজেরাই লিখছেন ব'লে, জনতা পার্টির সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার বিরুদ্ধে বা পার্টির বিরুদ্ধে অতসব কড়া কথা প্রকাশ করতে দ্বিধা করিনি। অন্য কেউ বা কোনো দল হ'লে, অনুরোধ ক'রে লেখাটা পরিমার্জ্জিত ক'রিয়ে নিতাম। তাছাড়া, ধীরেন বাবু যদি মুক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রকাশ না করতেন—তাহলে এখনি আমি এ লেখা লিখতাম না। পাঠক সমাজের মতামতের অপেক্ষায় থাকতাম—কারো অভিমত না এলে তখন নিজেদের অভিমত জানাতাম।

বিশ্বের সর্বত্রই যে কোনো দলেই বা জোটেই মতান্তর থাকে, মনান্তর থাকে—তারজন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব সমূহ থাকে। তবুও প্রত্যেক দলকে বা জোটকে আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা সমূহ রেখেই চলবার ধারা শিক্ষা করতে হয়। না হলে বিপর্য্যয় আসে। এর জলন্ত প্রমাণ—কংগ্রেস। তার বিপর্য্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ—দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ। এর অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ যুক্তফ্রন্টও। সুতরাং জনতা পার্টিকেও আজ ইতিহাসের এই শিক্ষা নিতে হবে। এই বিষয়টিও আলোচনার একটা বড়ো বিষয়রূপে দেখাবার জন্যও জনতা পার্টির এই লেখাগুলি হুবহু তুলে দিয়েছি। জনতা পার্টির সম্পাদক যা লিখেছেন—পার্টির সভাপতিই সে বিষয়ে জানতে পারেননি—তাঁকে মুক্তির দপ্তরে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে চিঠি লিখতে হয়েছে!

এখন যতটুকু বলার তা' বললাম। পরে জনতা পার্টির জেলা সভাপতি ও সম্পাদকের বক্তব্যের ওপর রাজনৈতিক আলোচনা করব। তাতে দেখাতে পারবো যে, ভুল হোক, ভ্রান্তি হোক, গোঁড়ামী হোক বা অযৌক্তিক হোক—শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মশাই যা করেছেন—একটা আদর্শবাদ অনুসরণ করেই তা করেছিলেন—যেটা তাঁর পার্টিরই বহুলোক অনুধাবন করতে পারেন নি।

—মুক্তি সম্পাদক।

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুক্তি

১৮ই জুলাই, ১৯৭৭, সোমবার

১লা শ্রাবণের অশ্রুধারা

(লাবণ্য প্রভা ঘোষ)

আমাদের মহান ঋষি বিদায় নিলেন—১৯৩৫ সালের ১৭ই জুলাই—১লা শ্রাবণ। আজ হ'য়ে গেল ৪০ বৎসর। যখন বিদায় নিলেন—তখন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তুফান তরঙ্গ আলোড়নের চরম পর্য্যায়ে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কঠোর পরিশ্রম ক'রে, অশেষ দুঃখবরণ ক'রে, বিদায় নেবার আগে দু এক বছর যখন তিনি রোগের দহনে মর্ম্মান্তিকভাবে দাহিত হচ্ছেন—তখনও তাঁর সমগ্র মন ও সত্তা দেশের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতো।

কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর গভীর আকাঙ্খার যে বস্তু—"স্বাধীন ভারত"—তা' দেখার সুযোগ তাঁর জীবনে আর হবে না। কিন্তু তিনি না থাকলেও, তাঁর স্বপ্নের স্বাধীনতা—তাঁর আকাঙ্খিত নতুন ভারতবর্ষ গান্ধীজীর রাষ্ট্র পরিকল্পনার মহান আদর্শে গ'ড়ে উঠবে—এই গভীর বিশ্বাসে তাঁর মন গভীর তৃপ্তি এবং আশ্বাসে ভ'রে উঠত।

আমাদের মহান ঋষি বিশ্বাস করেছিলেন যে, যে ভারতবর্ষের অগণিত মানুষ গান্ধীজীর যুগান্তকারী আদর্শের অনুসরণ ক'রে, অভিনব সত্যাগ্রহের সাধনায়, অপূর্ব্ব নির্ভিকতায়, অভূতপূর্ব্ব ত্যাগ এবং দুঃখবরণ করছে—তারা নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে বিশ্বে নতুন ইতিহাস অবশ্যই রচনা করবে।

বিশাল ভারতের বিরাট সংখ্যক মানুষ;—তাদের মধ্যে বহু পার্থক্য, বহু শ্রেণী, বহু সম্প্রদায়, বহু বিভিন্নতা সত্বেও,—নিশ্চয়ই অভিনব ঐক্য বোধে, অপূর্ব্ব জাতীয় চরিত্রবলে, গভীর দেশপ্রেম ও মানব প্রেমে অভিষিক্ত হ'য়ে—বিশ্বে এক নতুন সমাজ আদর্শ, নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো, নতুন জাতীয় ইতিহাস গড়ে তুলবে—যা সারা বিশ্বের সামনে আদর্শরূপে প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে।

স্বপ্নে বিভোর ঋষি মানস চক্ষে দেখলেন—দেশের এই ঐক্য,—দেশের এই জাতীয় চরিত্র,—দেশের মানুষের এই দেশপ্রেম—এই আদর্শনিষ্ঠা এমন এক অপূর্ব্ব রূপ নেবে—যা সমাজ-জীবনের চরম ও পরম বিকাশ—যেখানে নেইকো রাজা, নেইকো প্রজা,—নেইকো দণ্ডাদেশ;—এ যে সব সমানের দেশ।

কিন্তু হায়, আমাদের এই মহাপ্রেমিক ঋষি সেদিন বিন্দুমাত্র ধারণাও করতে পারেন নি যে, দেশের স্বাধীনতা লাভের পরমূহুর্ত্ত থেকেই, সারা দেশের নেতৃত্ব শক্তি—যে যেখানে আছে—সেখানে তাঁরা দেশ পরিচালনার নামে, দেশের অগণিত জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করবে; শাসনের নামে তাদের লুণ্ঠন পীড়ন করবে—আর শাসন জীবনে নিজেদের স্বার্থ সাধনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে।

তিনি ভাবতে পারেন নি যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগণিত মানুষের ত্যাগ, তপস্যা, দুঃখবরণ ও আত্মদানের ভেতর দিয়ে পাওয়া,—রক্তের মূল্যে পাওয়া ভারতবর্ষের অদ্ভূত অভূতপূর্ব্ব সাফল্যকে—ভারতের অগণিত মানুষের গভীর আশা আকাঙ্খাকে—দেশের সুযোগসন্ধানী, বিবেকহীন, হৃদয়হীন নেতৃত্ব-শক্তি ধূলায় মাটি ক'রে দেবেন।

সমাজ জীবনকে,—বিশ্বের সমাজতন্ত্রকে অভিনব বিকেন্দ্রিত শাসন-আদর্শে এবং জাতীয় চরিত্রে সার্থক ক'রে তুলতে, গান্ধীজী যে অভাবিত সমাজ-পরিকল্পনা বিশ্বের সামনে রেখেছিলেন—যে উত্তরাধিকার বলে, তিনি ভারতবর্ষকে বিশ্বের অঙ্গিনে অগ্রগণ্য করতে চেয়েছিলেন—যার রূপায়নের দ্বারা তিনি ভারতের আপন মহান ঐতিহ্যের ধারাকে আরো মহিমান্বিত করতে চেয়েছিলেন—সেই মহান পরিকল্পনার সমস্ত স্বপ্নই যে দেশের নেতৃত্বশক্তির হাতে বিকৃত, বিপন্ন ও ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে এ ধারণা ঋষির কল্পনাতীত ছিল।

ঋষি নিবারণচন্দ্রের সমগ্র সাধনার মধ্যে,—গান্ধীজীর সমাজ জীবনের সার্থক পরিকল্পনার মধ্যে, আমরা জেনেছি যে, মানবপ্রেমে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, উন্নত চরিত্রে বলীয়ান হয়ে, দেশের নেতৃত্ব শক্তি যদি গ'ড়ে না ওঠে—তবে সমাজ, শাসন, বিশ্ব সাধনা সব ব্যর্থ হ'তে বাধ্য; জাতীয় বিকাশ, জাতীয় কল্যাণ, জাতীয় অগ্রগতি না হয়ে, একটা দুরতিক্রম্য জাতীয় বিপর্য্যয় হ'তে বাধ্য।

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের দেশগঠন সাধনার ভেতর দিয়ে—গান্ধীজীর গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে আমরা জেনেছি যে, জাতীয় জীবনে বিচার শক্তিকে—ভাবের আদান প্রদানকে—আত্ম বিচার, আত্ম-সমীক্ষাকে—জাতীয় সমালোচনার অধিকার ও স্থানকে সম্মান দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে, অভ্যর্থনা দিয়ে জাতির জীবনে বড়ো ক'রে তুলতে না পারলে, নিজের দেশে বা বিশ্বের সকল জায়গায় গণতন্ত্র পরিহাসরূপে পরিগণিত হবেই।

মিথ্যাচার দিয়ে, অপরের কণ্ঠরোধ ক'রে, অপরের সঙ্গত প্রশ্ন সমূহকে কৌশলে এড়িয়ে, তাকে ফাঁকি দিয়ে—জাতির বিচার জীবনে জ্ঞানের আহ্বানকে চাতুর্য্যের সঙ্গে বিতাড়িত ক'রে—গণতন্ত্রের মুখোসকে চিরকাল টিকিয়ে রাখা যায় না—একথা ঋষি নিবারণচন্দ্র—একথা যুগমানব গান্ধীজী অন্তরে অন্তরে অনুভব ক'রে, জাতিকে বারম্বার সচেতন ক'রে গেছেন।

১লা শ্রাবণে—মহান ঋষির তিরোধান দিবসে, আজকের ভারতের জীবনে বসে, দেশের চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখে, দেশের শাসন জীবনের গ্লানীময় শোচনীয় জীবনের ব্যর্থতা দেখে, দেশের নেতৃত্বশক্তির ভয়াবহ বিপথগামিতা দেখে,—আজ অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে, অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে ভাবছি যে, গান্ধীজীর মহান পরিচালনায়, ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মত মহান তপস্বীদের পথ প্রদর্শনে ও মহান প্রেরণায়, দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ যে অভিনব ভারতবর্ষ গড়ে দিয়ে গেল—যে অপূর্ব্ব স্বাধীনতার অবদান দিয়ে গেল, সেই মহান অবদানকে দেশের তথাকথিত অগ্রণীরা আজ কোন্ অন্ধকারের গর্ভে নিমজ্জিত করলেন!

দেশের ব্যর্থ নেতৃত্বশক্তি যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন—এবং ক্ষমতাকে—মানুষের হৃদয় জয় ক'রে নয়—বহু অপকৌশলে আঁকড়ে ধ'রে থাকেন—তাঁরা দেশের জনমতের সামনে,—দেশের বিচার শক্তির সামনে দাঁড়াবার শক্তি, সাহস বা মনোভাব রাখেন না—যা সমাজতন্ত্রের—যা গণতন্ত্রের—যা গান্ধীবাদের—যা আদর্শবাদের—যা ঋষি নিবারণচন্দ্রের মানবতাবাদের আসল ভিত্তি।

মহান গান্ধী ও মহান ঋষি নিবারণচন্দ্রের মত সাধকদের সাধনাপূত এই ভারতবর্ষেও আজ এই ব্যর্থ নেতৃত্বশক্তি গণতন্ত্র ও সমাজবাদের আদর্শের কথায় নিত্য পঞ্চমুখ হয়ে থাকলেও, জনমত ও দেশের বিচার বুদ্ধিকে এড়িয়ে, তাকে দাবিয়ে রাখতে অগণতান্ত্রিক জরুরী আইন সমূহ,—শাসনের লাঠী ও দমনসমূহ—পুলিশী শক্তির সহায়তায় দলীয় উপদ্রব সমূহ অবাধে, বিবেকহীনভাবে প্রয়োগ করবার হৃদয়হীনতা এবং নিষ্ঠুরতার অভ্রান্ত পরিচয় দিতেও আজ অকুণ্ঠিত রয়েছেন—দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত ও মর্মাহত হ'য়ে রয়েছি। সব দেশের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়াসী সব রাষ্ট্রনায়কদেরই এই একই ইতিহাস।

শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ সংবাদ পত্রের পাতায় এক তরফা অসংলগ্ন, সত্ততাহীন, সত্যের তথ্যহীন বাক্যস্রোতকে গণতান্ত্রিক বিচার বলে না—যা দেশের বর্তমান শাসকবৃন্দ করছেন। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন প্রধানমন্ত্রীকে আমরা বারবার আহ্বান করেছি—আমাদের অত্যন্ত জরুরী এবং বিচারপূর্ণ প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে। সে সব প্রশ্ন ছিল—এই জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরের প্রশ্ন:—সে সব প্রশ্ন আমরা করেছি—এই জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিরূপে—প্রকাশ্যে সকলকে জানিয়ে—এই জেলার এবং এই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর যাঁরা প্রধান অনুগৃহীত এবং অনুগামী তাঁদের সকলের গোচরেই।

কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী সে সব জেনেও লক্ষ লক্ষ মানুষের সে সব প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছেন—কৌশলে চাপা দিয়ে গেছেন—উত্তর দেবার তাঁর সাহস হয়নি। এতো গান্ধীজী পরিকল্পিত গণতন্ত্র নয়—এতো সমাজবাদের আদর্শ নয়—এতো ঋষি নিবারণচন্দ্রের মানবতাবাদের অনুসরণ নয়।

যাঁর হাতে দেশের কোটি কোটি মানুষের বহু কিছুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—তিনি যদি আজ ঐ রকম মনোভাবাপন্ন হন—তবে সারা দেশের শাসনযন্ত্র কী রূপ নেবে—তা' সহজেই অনুমেয়। এবং এর ফলে গান্ধীজীর গণতান্ত্রিক আদর্শ, ঋষি নিবারণচন্দ্রের বিচার-সাধনার আদর্শের আজ সর্বভারতীয় জীবনে কোন্ শোচনীয় পরিণতি লাভ করেছে—তা' সহজেই অনুমেয়।

গান্ধীজী, ঋষি নিবারণচন্দ্র প্রভৃতি বহু সাধকদের তপস্যায় যে নবীন ভারতের অভ্যুদয় ঘটল, সেই ভারতবর্ষে ২৮ বৎসরের স্বাধীন জীবনের

শাসনের পথও. যদি আজ দেশে জরুরী অবস্থা জারী করতে হয় - দেশে অগণিত চোরাকারবারীকে সন্ধান ও আটক করতে হয়—লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষ পীড়িতকে যথেষ্ট সহায়তা দেওয়া হয়েছে ব'লে, শাসনের পক্ষে থেকে গর্ব করা হয়—প্রতি বৎসর বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে কতো সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়া হয়—এত সুদীর্ঘকাল পরেও যদি দেশের কোটি কোটি চাষীর ক্ষমতার মজুরের পরিকল্পনা এতদিনে নেওয়া হচ্ছে ব'লে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করা হয়—তাহলে শুধু এই ঘটনাগুলিই দেশের শাসন জীবনের চরম ব্যর্থতার পরিচয়। এর পাশে যখন ঋষি নিবারণ চন্দ্রের সেই 'সব সমানের দেশে'র স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, তখন মন দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে—বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে।

এই আলোচনা, এই বিচার যাঁদের জন্ম আজ সবচেয়ে প্রয়োজন—সেই শাসন শক্তির আজ এই বিচার বিমর্ষে যুক্ত হবার কোনো সাহস, মনোভাব বা দায়িত্ববোধ বিন্দুমাত্র নেই। অথচ তাঁরাই আজ গণতন্ত্র গান্ধীবাদ, সমাজবাদ, আদর্শবাদের কথা বলেন।

উন্নত, উজ্জ্বল সমাজ ও শাসন জীবনের কথা তো অনেক দূরে—আজ সহজ, স্বাভাবিক সাধারণ গণতান্ত্রিক জীবনের পরিবেশই দেশে কোথাও নেই। তার ওপর আজ আবার সারা দেশে উদ্ভট, সর্বগ্রাসী জরুরী আইন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যদি এই জরুরী আইন জারী করার সপক্ষে অকাট্য, যুক্তিযুক্ত বিচার বা যুক্তি কোনো থাকতো, তাহলে এর বিরুদ্ধ-সমালোচনাকে তাঁর রুদ্ধ করার অবিবেচনা কখনই দেখা দিত না। গণতান্ত্রিক জীবনকে আহ্বান করতেন যে, বলো, এই সিদ্ধান্তে কোথায় আমি ভুল করেছি—তোমাদের বিচার তোমরা করো—আমি উত্তর দেব। শ্রীমতী গান্ধী আজ যে কর্মধারা অনুসরণ করছেন—তা' গান্ধীজীর জীবনবাদ থেকে—ঋষি নিবারণ চন্দ্রের আদর্শবাদ থেকে অনেক দূরে।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র নারী জাতির অধিকার, স্বাধীনতা, আদর্শ বা কর্তব্য বিষয়ে বহু কথা লিখেছেন। নারী জাতির সংগঠনের জন্ম বিবিধ চেষ্টা, বিভিন্ন শিক্ষা-শিবির পরিচালনা করেছেন। তিনি মনে করতেন দেশের মাতৃজাতিই হচ্ছে—জাতির ভবিষ্যের বুনিয়াদ। তাই আজ ১লা শ্রাবণে—ঋষি নিবারণ চন্দ্রের কথা ভাবতে গিয়ে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের আলোচিত নারীর মহান আদর্শের কথা স্মরণ করতে গিয়ে মনে পড়ছে—আজ আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষে আমাদের ভারতের অবদান কী হোল। নারী সমাজের একজন সামান্য প্রতিনিধি হ'য়ে, জনগণের একজন সামান্য সেবিকা হ'য়ে, আজ ১লা শ্রাবণে, ঋষি নিবারণ চন্দ্রের শিক্ষার দায় অনুভব ক'রে, আজ আমার দিক থেকে একটি বড়ো প্রতিবাদ উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করছি।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের সকলের—দেশের নারীজাতির সার্বজনীন কণ্ঠরোধ করার ব্যর্থ লক্ষ্যে, বিবিধ আয়োজন তৈরী রেখে, দেশের কতকগুলি নারী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে নিজের অবিবেচনা প্রসূত অন্যায় কর্মধারাকে, সমর্থন করিয়ে আজ আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে, সমগ্র নারী জাতির অবমাননা করছেন। তার বিরুদ্ধে আজ আমার আন্তরিক প্রতিবাদ।

কিন্তু আমি জানি, আমার যুক্তি বা বক্তব্যকে, গণতান্ত্রিক সম্মান দিয়ে আহ্বান করা দূরে থাক,—তার সম্মুখীন হবার সাহস শ্রীমতী গান্ধীর হবে না। এ বিষয়ে যদি তিনি শুধু নীরব না থেকে, সক্রিয়ই হতে চান—তাহলে তাঁর কাছ থেকে যা আসবে—বা যা আসছে তা হচ্ছে অগণতান্ত্রিক দমন। এই স্বাধীন জীবনে ২৮ বৎসর পরেও—দেশের অগণিত সাধক ও দেশপ্রেমিকের অবদানের ভিত্তির ওপরে—আজ এহেন অগণতান্ত্রিক জীবনের পরিচয়—দেশের কোটি কোটি মানুষের নিষ্ফল অন্ধকার জীবনেরই পরিচয়।

দেশের অগণিত মানুষ মনে করে যে, ক্ষমতার আসন লাভ করতে পারলেই, সত্যকার সম্মান লাভ হয়—কিছু কাজ করতে পারা যায়। একথা যে কতো বড়ো ভ্রান্ত ধারণা—আজ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মরণ দিবসে তা' মনে উদয় হচ্ছে। এবং মনে হচ্ছে যে এই বিশেষ সত্যটা আজ আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র জীবনে ক্ষমতার কোনো আসনে প্রতিষ্ঠিত হননি—তার জন্ম বিন্দুমাত্র কোনো আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না। তবু তিনি জীবনে যে সম্মান পেয়ে গেলেন—এবং মৃত্যুর পরেও, যে অবিস্মরণীয়, অফুরন্ত, মৃত্যুঞ্জয়ী সম্মান তাঁরজন্য আজও জাগ্রত হয়ে রয়েছে—তা' বহু বহু ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত মানুষের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব হয়নি। বরং বহু মানুষ বহু বড়ো ক্ষমতার আসন লাভ করেও, জীবনে মানুষের কাছ থেকে অন্তরের কোনো সম্মান পেলেন না।

...কৃত প্রগলভতার পর্বত

লাঠির ডগায়, বেয়নেটের আগায়, বা ... ক্ষমতার আসন সৃষ্টি ক'রে সম্মান পাওয়া যায় না। সম্মান পেতে গেলে, ...য়, চরিত্রে নয়,—শক্তির অধিকার নয়—মানুষকে অন্তরে বড়ো হ'তে ... বলীয়ান হ'তে হয়; অপরের জন্ম নিজের স্বার্থকে—নিজের জীবন... উৎসর্গীকৃত করতে হয়।

আজ দেশের বর্তমান অদ্ভুত সব রাজনৈতিক ধারণা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবনের এই দিকটি মনের মধ্যে আরো বেশী ক'রে জেগে উঠছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যখন এক শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে দাবী উঠল যে, গণতান্ত্রিক জীবনের মর্যাদা রক্ষার জন্ম শ্রীমতী গান্ধীর পদত্যাগ করা উচিত—তখন আরেক শ্রেণীর মানুষ দিগন্ত আলোড়িত ক'রে বলে উঠলেন—দেশের জন্ম শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব অপরিহার্য; সেজন্ম তাঁর পক্ষে ক্ষমতার আসন ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। অর্থাৎ ক্ষমতার আসন না হ'লে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতাই শ্রীমতী গান্ধীর থাকবে না।

এ এক অদ্ভুত কথা! একটা যোগ্য সম্মানিত মানুষের পক্ষে এরচেয়ে বড়ো অসম্মান আর কিছু হ'তে পারে না। ঐ দাবীর চেয়ে ভ্রান্ত দাবীও কিছু হ'তে পারে না। শ্রীমতী গান্ধীও এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলেন না। গান্ধীর জীবন, ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবন এবং আরো সার্থক চরিত্রময় মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা এই সত্য পেয়েছি যে, মানুষের আপন শক্তি ও চারিত্রিক সম্পদ ক্ষমতার আসনকে বড়ো করতে পারে—কিন্তু আপন অন্তরের সম্পদ না থাকলে, শুধু ক্ষমতার আসন মানুষকে একটুও বড়ো করতে পারে না—একটুও সত্যকার মর্যাদা দিতে পারে না। সেজন্ম ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মরণের দিনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী থেকে দেশের প্রত্যেক দলের প্রত্যেকটি নেতাকে আজ সততার সঙ্গে একথা উপলব্ধি করতে আমরা বিনীত অনুরোধ জানাই। নইলে দেশের কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই বিশাল দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ চূড়ায়, ভারতের একজন নারীর অবিসম্বাদী নেতৃত্বের আসনলাভে, শুধু আমাদেরই দেশের নারী সমাজ নয়, সারা বিশ্বের নারী সমাজ গৌরবান্বিত এবং আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, এহেন মহান সুযোগ লাভ ক'রেও, এই মহান আসন অলঙ্কৃত ক'রেও শ্রীমতী গান্ধী শাসন-জীবনকে বা দেশের কল্যাণকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারলেন না। দেশকে পথ দেখাতে পারলেন না।

শ্রীমতী গান্ধী এই ব্যর্থতার কারণ রূপে চিহ্নিত করতে চান তাঁর বিরোধী দলগুলিকে, বিশ্বের নানা পরিস্থিতিকে, দেশের সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাকে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এর কোনো কারণের জন্ম নিজের দিকে ফিরে তাকালেন না—আত্ম বিচারের দিকে যেতে চাইলেন না। তা যদি যেতেন তাহলে ব্যর্থতার বহুখানি কারণ খুঁজে পেতেন নিজের ভেতরেই—আত্মবিচারের ভেতরেই। যারা তাঁকে এই কাজে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন তাঁদের তিনি অসম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবন থেকে একথাই প্রতিভাত হয়েছে যে, যে-মানুষ আত্মবিচারে বিমুখ, সে মানুষ কোনো নেতৃত্বের অধিকারেরই যোগ্য নন। আজকে ১লা শ্রাবণে দেশের নেতৃমণ্ডলীর প্রতি এই আহ্বান জানাবার গভীর দায়িত্ববোধ করছি যে সততার সঙ্গে আত্মবিচার করতে তাঁরা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন—যদি দেশকে তাঁরা সত্যই গড়তে চান—যদি দেশে তাঁরা গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়তে চান।

দেশে আজ যাঁরা জনগণের নেতৃত্বের পুরোভাগে রয়েছেন—তাঁরা আজ আত্মগঠনে বিমুখ ব'লে, দেশের জনগণ আজ বিভ্রান্ত; সারা দেশ আজ শোষিত, অসম্মানিত। দেশের অগ্রগতি আজ সমস্ত রকমে রুদ্ধ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মবলের অভিযান আজ অবলুপ্ত। ঋষির স্বরাজ স্বপ্ন আজ উপেক্ষিত।

তাই আজকে ১লা শ্রাবণে মেঘাবৃত আকাশের বর্ষণ ধারার ভেতরে দেখতে পাচ্ছি—ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, স্নেহপূর্ণ চোখ থেকে, বেদনার অবিরাম অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে। এই তপ্ত অশ্রুজল ঝ'রে পড়ছে—দেশের কোটি কোটি মানুষের চরম দুঃখের আর্তনাদের ওপর; আর তাঁর বহু আকাঙ্খিত 'সব সমানের দেশের' মহান স্বপ্নের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিকীর্ণ শ্মশানভূমির ওপর। আজ এই মহান ১লা শ্রাবণে আমরা যেন মহান ঋষির চোখের জলের মহান বেদনা আমাদের অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি।

চিঠি-পত্র

জনতা পার্টির জেলা সভাপতির চিঠির উত্তর

মাননীয় সম্পাদক, সাপ্তাহিক 'মুক্তি'
সবিনয় নিবেদন,

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত, জনতা পার্টির পুরুলিয়া জেলা কমিটির সভাপতি, পুরুলিয়ার প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র, আপনাদের ৪ঠা জুলাই '৭৭ সংখ্যা মুক্তিতে পড়িয়া মর্মাহত হইলাম।

তাঁহাকে প্রখ্যাত আইনজীবি ছাড়াও, জ্ঞানী এবং দীর্ঘদিনের রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই জানিতাম। কাজেই নির্বাচনের পরাজয় তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিকে কোন প্রকার বিচলিত করিবে না এবং তিনি এই পরাজয় হাসিমুখেই গ্রহণ করিবেন—ইহাই আশা করিয়াছিলাম।

তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে সমগ্র পঃ বঙ্গ বামজোটের অনুকূলে ভোট দিয়াছে। তবে কি পুরুলিয়াবাসী ভোটাররা পঃ বঙ্গের বাহিরে? এখানেও বামজোটের অনুকূলেই হাওয়া বহিয়াছে মানিয়া লইলেই তিনি মনে শান্তি পাইতেন বলিয়া মনে হয়। তিনি শহরের প্রখ্যাত আইনজীবি বলিয়াই কি বামজোটের অনুকূলে হাওয়া থাকা সত্বেও পুরুলিয়াবাসী তাঁহাকেই ভোট দিবেন বলিয়া তিনি নিশ্চিত ছিলেন? পুরুলিয়াবাসীগণ না হয় গত পঞ্চাশ বৎসরে তাঁহাকে না জানিয়া খুবই অন্যায় করিয়াছেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ে পুরুলিয়াবাসীদের জানিবার কোনো চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন কি?

পুরুলিয়ার মত স্থানে কোন আত্মসম্মান-বোধ-সম্পন্ন ব্যক্তির নির্বাচনে নামা উচিত নয়—তাঁহার এই উক্তি পুরুলিয়া কেন্দ্রে বর্তমানের ও অতীতের সমস্ত প্রার্থীর পক্ষে অপমান কর। আজ পর্যন্ত এই কেন্দ্রে বহু জনদরদী ও স্মরণীয় ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তবে কি আমরা ধরিয়া লইব যে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভিজ্ঞতায় ঐ সমস্ত প্রার্থীদের কোন আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল না? আমি তাঁহার এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

সনমস্কার—
শ্রীমানব বন্দ্যোপাধ্যায়
পুরুলিয়া।

৬-৭-৭৭

দুটি প্রশ্ন

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপে,

মুক্তির ৩৭ বর্ষ ১৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণে দেখিলাম পুরুলিয়ায় চরিত্র গঠন আন্দোলন সভা ২৬ ও ২৭শে মে ১৯৭৭—যাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছেন পরম পুজ্যপাদ অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

চরিত্র বলেই সাধারণ মানব আদর্শ মানব ও দেব-মানবে পরিণত হয়। চরিত্রবান মানুষ গড়াই চরিত্র গঠন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই মহতী সাধনায় তাঁর অবদানও অতুলনীয়। এজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

তাঁর প্রবর্ত্তিত চরিত্র গঠন আন্দোলনের প্রথম প্রশিক্ষন শিবির চলে গত বৎসর মেদিনীপুরে। এই শিবিরের পরিচালক—অর্থাৎ শিক্ষন শিবিরের শিক্ষক ছিলেন পুরুলিয়ার জননেতা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ভূতপূর্ব সদস্য ও পুরাতন স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি মাষ্টার মহাশয় নামে পরিচিত। যিনি সাধারণ মানব হইতে দেব মানব না হইলেও আদর্শ মানবের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। পুরুলিয়ায় তাঁর বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক। এহেন আদর্শ ও চরিত্রবান একজন মহাপুরুষকে এই চরিত্রগঠন আন্দোলনের সংগঠন হইতে বাদ দেওয়া হইল কেন?

যাঁহাকে শিবিরের কর্মারম্ভে আচার্য্যরূপে বরণ করা হইয়াছিল—শিবিরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে "হেতুয়ার" মাঠে তাঁহাকে বিসর্জন করা হইল কেন?

এই সভার প্রধান বক্তারূপে নিখিল ভারত অখণ্ড মণ্ডলীর সভানেত্রী ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী তাঁর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেন পুরুলিয়ার আশ্রম গড়ার সাধ ছিলো কিন্তু জমি দেখে তাঁর বৈরাগ্য এল।

ভগবানের নির্দ্দেশে পুপুনকীর গভীর বনে বাঘ, ভালুক, সাপ, কাঁকড়াবিছাকে সাথে করে গড়ে উঠলো আশ্রম। যেখানে এক বিন্দু জল ছিলো না—সেখানে আজ মঙ্গল সায়রের জল থৈ থৈ করছে। বাবামনির কত কঠোর শ্রম, কত কঠোর ত্যাগ, কত কঠোর পণ। ইহা অতি সত্য কথা তা আমি জানি।

সেদিন কিন্তু বর্তমান সভানেত্রী ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী পুপুনকীতে ছিলেন না। যেদিন পুপুনকী আশ্রম, নির্জ্জলা, নিষ্ফলা, অনলজ সরমা, ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরা ছিলো সেদিন তাঁহাকে দেখি নাই—এই পর্ণ কুটীরে। যখন পুপুনকী আশ্রম, সুজলা; সুফলা সবৃক্ষা সুপুষ্পা, শস্যশ্যামলা ও ত্রিতল অট্টালিকা বিশিষ্টা হয়ে বৈদ্যুতিক আলোক মালায় ঝলমলায়মান হয়—সেই শুভ মুহূর্তে সভানেত্রী সাধনাদেবীর পুপুনকী আশ্রমে শুভ আবির্ভাব হয়। অতীতের সেই দুঃখের দিনে শ্রীশ্রীবাবামনির সাথী ছিলেন—অনলস কর্মী, একান্ত আজ্ঞাবহ সেবক তাঁর সন্তান-মনি শ্রীমান নিত্যসুন্দর ব্রহ্মচারী। পুপুনকী আশ্রমের উন্নতিকল্পে ঐ নিষ্কাম কর্মী বিনিদ্র পরিশ্রম করিয়াছেন।

নিখিল ভারত অখণ্ড মণ্ডলীর বর্তমান সভানেত্রী তাঁহাকেও বিতাড়িত করিলেন কেন? যিনি এক দিন মাতৃত্বের দাবী করিয়াছেন তিনি সন্তানকে বিতাড়িত করেন কিজন্য?

এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দয়া করিয়া মুক্তির মাধ্যমে দিতে অনুরোধ করি। একজন বিচ্ছিন্ন অখণ্ড হিসাবে আমার দাবী। ইতি নিবেদক—

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য
গীতা ভবন, লোক সেবাশ্রম
পোঃ—সতনপুর (ধানবাদ)

২৭।৬।৭৭

রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীরেড্ডীর নির্বাচন সুনিশ্চিত

ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে জনতা দলের মনোনীত প্রার্থী শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডীর নির্বাচন এখন সুনিশ্চিত। লোকসভায় যথেষ্ট সংখ্যাধিক্য থাকলেও রাজ্যসভায় জনতা দল সংখ্যা লঘিষ্ঠ হওয়ায়—রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সুনিশ্চিত করার জন্ম জনতা দলকে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দ্বারস্থ হতে হয়। সেইজন্ম সর্বদল সম্মত প্রার্থীকে মনোনীত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্ভাব্য প্রার্থী সম্পর্কে আলোচনা সুরু করেন। রাষ্ট্রের এই সর্বোচ্চপদে দক্ষিণ ভারতের কোনও বিশিষ্ট নেতাকে মনোনয়ন দেবার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলাপ আলোচনা সুরু হয়।

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই রাষ্ট্রপতি পদের জন্ম তামিলনাড়ুর বিদুষী মহিলা এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্যা শ্রীমতী রুক্মিণী অরুণ্ডেলের নাম প্রস্তাব করেন এবং বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীচাবনও ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব সম্পর্কে জনতা ও কংগ্রেস উভয় দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং বন্ধুভাবাপন্ন বামপন্থী দলগুলিও এই প্রস্তাব সমর্থনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐতিহ্য সম্পন্ন কোনও নেতাকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

এই পরিস্থিতিতে জনতা দল সম্ভাব্য তিন চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম রাষ্ট্রপতি পদের জন্ম প্রস্তাব করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই উপরোক্ত নামগুলি সম্পর্কে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা সুরু করেন। এই আলোচনায় লোকসভার বর্তমান স্পীকার শ্রীএন সঞ্জীব রেড্ডীর নাম সকল দলের সমর্থন লাভ করে।

কংগ্রেস, সি-পি-এম, আন্না ডি-এম-কে, আকালী দল, মুসলীম লীগ প্রমুখ সকল দলই শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন সমর্থন করেছেন। সেই অনুযায়ী শ্রীরেড্ডী জনতা দল মনোনীত ও সর্বদল সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি পদের জন্ম মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। ১৮ই জুলাই, অর্থাৎ রথযাত্রার শুভদিন এই মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ। এই পদে অন্য কোনও প্রার্থী না দাঁড়ালে ১৯শে জুলাই তারিখে মনোনয়ন

রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীরেড্ডীর নির্ব্বাচন সুনিশ্চিত

(১ম পাতার পর)

পত্র স্ক্রুটিনীর পর শ্রীরেড্ডী অপ্রতিদ্বন্দী প্রার্থীরূপে রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষিত হবেন (আর যদি অন্য আরও প্রার্থী দাঁড়ান, স্ক্রুটিনীতে পাশ হন, তবে নামমাত্র প্রতিদ্বন্দীতা হবে। আগামী ৬ই আগষ্ট ভোট গ্রহণ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি পদের নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ ভোটারের মধ্যে শ্রীরেড্ডীর সমর্থনে দশ লক্ষাধিক ভোটার থাকায় সুবিপুল সংখ্যাধিক্যে তাঁর নির্ব্বাচন সুনিশ্চিত।

এই প্রসঙ্গে, উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে শ্রীরেড্ডী রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং শ্রীভি, ভি, গিরির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি পরাজিত হন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী হয়েও শ্রীরেড্ডীর বিরোধিতা করে শ্রীগিরিকে সমর্থন করেন। বামপন্থীরাও শ্রীগিরিকে সমর্থন করেন এবং শ্রীভি, ভি. গিরি রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচিত হন। এই সূত্রে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়। এখন ঘটনাচক্রে শ্রীরেড্ডী আবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচন প্রার্থী এবং কংগ্রেস তাঁকে এবার সমর্থন করছে।

জীবাণুসার ও এন-২

জীবাণুসার এখন সারা বিশ্বে খুবই আদৃত হয়েছে। রাইজোবিয়াম—এজোটোব্যাকটর। গাছের গোড়ায় জীবাণু সৃষ্টি ক'রে অত্যন্ত উন্নত নাইট্রোজেন সার তৈরী করার এই এক পদ্ধতি। সব চেয়ে বড়ো কথা—এ হচ্ছে জৈব সার। মাটির ক্ষতি তো করেই না—এই সার ফসলকে প্রচুর খাদ্য জোগানোর কাজের সঙ্গে জমিকেও বিশেষভাবে উন্নত করে। এই সারে খরচ কমায়—ফসল বাড়ায়।

লোকব্রতী সোসাইটির অফিসে গিয়ে এ বিষয়ে ভাল ক'রে জেনে নিন। সোসাইটিতে জীবাণুসার পাবেন।

সোসাইটিতে আর একটি নতুন জিনিষ এসেছে—এন-২। এক জৈব ওষুধ যুক্ত সার বলা চলে। নিম ফল থেকে এটা তৈরী হয়েছে। ইউরিয়া প্রভৃতি সারের সঙ্গে এটা মিশিয়ে প্রয়োগ করলে, ইউরিয়া প্রভৃতির অপচয় বন্ধ হয়—ফসলে রোগ লাগা নিবারণ করে। এই জিনিষও লোকব্রতী অফিসে পাবেন।

—সম্পাদক, লোকব্রতী সোসাইটি।

সন্ধান চাই

আমার ছেলে গোপাল মাহাত (বয়স ১৬, কালো রং, পাতলা, প্রায় ৫' ৪" ইঞ্চি লম্বা) গত ৩রা জুলাই বেলা ৩॥ টা নাগাদ পুরুলিয়াগামী মুখার্জ্জী বাসে ওঠে। তারপর থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার মাথার একটু গোলমাল আছে! তার পরনে লাল-কালো ডোরা দেওয়া হাফ সার্ট ছিল এবং ধুতিটি লুঙ্গির মতো পরা ছিল। কেউ দয়া করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সন্ধান দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। বিনীত—

শ্রীকান্ত মাহাত
গ্রাম—বন্ধাবাড়ী, পোঃ—বিবেকানন্দ নগর
জেলা—পুরুলিয়া

যোগদা সৎসঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

পোঃ—লক্ষণপুর, জেলা—পুরুলিয়া।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ বৎসর বিজ্ঞান বিষয় সমূহ পাঠদান করা হইবে।

সুন্দর ছাত্রীনিবাস, মনোরম পরিবেশ। ভর্ত্তির জন্য যথা সত্বর আবেদন করুন।

—প্রধান শিক্ষিকা

শোক জ্ঞাপন

বরাবাজারের বিশিষ্ট অধিবাসী তথা বরাবাজার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের জনপ্রিয় প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপেশ্বর ঘোষ মহোদয় বিগত ২০শে জুন রাত্রি ৯টার সময় কলকাতায় পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স ৫৭ বৎসর হয়েছিল। দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে পীড়িত হয়ে তিনি চিকিৎসার্থ কলকাতা যান এবং সেখানে ঠাকুর পুকুর ক্যানসার সেন্টার এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার হোমে ছিলেন। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ঘাটে শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি ১৯২১ সালের ৪ঠা মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে এবং দক্ষতা সহকারে তিনি প্রধান শিক্ষকতার কাজ করে গেছেন। তিনি অমায়িক, বন্ধু-বৎসল মানুষ ছিলেন। বহু জনসেবার কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতেন। বিহার আমলে মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রামে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পুরুলিয়া জেলা তার এক গুণী সন্তানকে হারাল। তিনি স্ত্রী ও তিন পুত্র এবং তিন কন্যা ও পুত্রবধু রেখে গেছেন। চার ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা চলে গেলেন। তার স্বর্গত আত্মার কল্যাণ কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

WANTED

Wanted an Arts graduate in deputation vacancy (pre trained) to Sindri Chas Road for Jr. High School. P. O. S. C. Road, Dist. Purulia.

Apply on or before 23. 7. 77 and attend for an interview on 24-7-77 at 10 A. M.

WANTED

Wated a trained B. Sc in deputation vacancy. Apply to Secretary, Bagmundi Jr. High School at P. O. Baghmundi, Dist. Purulia by 6th August '77. Pay as per G. A rule. Interview on 10th August at 1 P. M. No T. A. allowad.

WANTED

Wanted for the Nistarini College, Purulia a purely temporary clerk on a fixed pay of Rs. 230/- p. m. Minimum qualification School Final passed and must have a good knowledge of type-writing. Experience in office work will be preferred. Age limit 35 years. Aplicants are to appear in a written test and interview to be held on 29-7-77 at 12 noon in the college. Applications with copies of testimonials will be received up to 22-7-77.

Principal.

শিক্ষক চাই

"ডেপুটেশন ভ্যাকান্সির জন্য একজন বি. কম্ ট্রেণ্ড শিক্ষক। ১৮-৭-৭৭ তারিখ হইতে ২৫-৭-৭৭ তাং এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে। এবং ইন্টারভিউ তাং ২-৭-৭৭, সেক্রেটারী হদলদা উপড়রা নেতাজী হাই স্কুল, পোঃ হদলদা. জিলা পুরুলিয়া

WANTED

Wanted a graduate (preferebly trained) in permanant vacancy to Ichag Jr. High School. Pay as per G. A. rule.

Apply to the Secretary. Ichag Jr. High School, At & P. O. Ichag, Dist. Purulia. by 23rd July, 1977.

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা | সোমবার, ২৫শে জুলাই ১৯৭৭ ৯ই শ্রাবণ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ—২০ পয়সা

চারিদিকে আজ চোর হানা দেয়
ডাকাত চড়াও করে।
ঘুষখোর আজ বিশাল বাহিনী—
দুর্নীতি চরাচরে॥

• • •

ত্রাস্ত মানুষ বিপদের মুখে
আতঙ্কে দুর্ব্বল!
কোথায় আজিকে সমাজ—কোথায়
তোমার আত্মবল?

সহরে গুরুতর পরিস্থিতিঃ সশস্ত্র ডাকাতি ঃ ১৪৪ ধারা

সহরের বুকে আবার সশস্ত্র ডাকাতি
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খুন ঃ অপরের অবস্থা গুরুতর

গত ২৩শে জুলাই রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় সহরের মধ্য স্থলে এবং কর্ম্মচঞ্চল এলেকায় অবস্থিত লক্ষ্মী ভাণ্ডারে আবার এক দুঃসাহসিক সশস্ত্র ডাকাতি হয়। প্রকাশ, চারজন যুবক একটি কালো এ্যামবাসাডার গাড়ীতে এসে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে হানা দেয় এবং প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রীরামকিষণ মল এবং তাঁর নিকট আত্মীয়কে মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাত করে। দুর্বৃত্তেরা একটি সোনার হার ও কিছু জিনিষ নিয়ে পলায়ন করে। আরও প্রকাশ দুর্বৃত্তদের পলায়নের সময় কয়েকটি যুবক গাড়ীর পশ্চাতে ধাবধান হলে ঘটনাস্থলের নিকট দুইজন কনষ্টেবল নাকি বাধা দেয় এবং বলে যে তারা সাইকেল যোগে দুর্বৃত্তদের ধরার জন্য রওনা হচ্ছে।

গুরুতরভাবে আহত রামকিষণ বাবুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পথে মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর আত্মীয়ের অবস্থাও গুরুতর।

এই সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুতর অভিযোগ হোল—ঘটনার অব্যবহিত পরেই টাউন থানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে বড় দারোগা বা অন্য কোনও দায়িত্বশীল অফিসারকে পাওয়া যায় নি। তারপর এস. পি, অতিরিক্ত এস, পি. বা ডি-এস-পি এমন কি জেলা শাসক বা মহকুমা শাসক কাউকেই পাওয়া যায় নি। সহরে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে তার কোনও পরিচয় দীর্ঘ সময়ের জন্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশ ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা টাউন থানা ঘেরাও করে এবং সহরের বুকে ক্রমবর্দ্ধমান চুরি-ডাকাতি এবং পুলিশের অক্ষমতা বা নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জানাতে থাকে। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সার্কিট হাউস থেকে কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ টাউন থানায় এসে প্রয়োজনীয় পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে তদারক করেন এবং উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্ব্বে, ডি-এস-পি (এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন) টাউন থানায় এসে পুলিশী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন এবং বিক্ষুব্ধ জনতাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় জেলা শাসক, মহকুমা শাসক (উত্তর) প্রমুখেরা টাউন থানায় আসেন এবং তখনও জনতার বিক্ষোভ চলতে থাকে।

সহরে পুলিশী প্রশাসনের শোচনীয় অবস্থা দেখে থানা থেকে বর্দ্ধমান বিভাগের ডি-আই-জি (পুলিশ) এর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয় এবং সবিস্তারে ঘটনা জানিয়ে প্রয়োজনীয় পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে অনুরোধ করা হয়। ডি-এস-পি (এ্যাড)ও ফোনে ডি-আই-জির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। দুর্বৃত্তেরা যে কালো এ্যামবাসাডার গাড়ীতে পলায়ন করে তার নম্বর ছিল—BHN-217

এই সূত্রে পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল সম্পর্কেও গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রকাশ, ঘটনার অব্যবহিত পরে দুইজন গুরুতর আহত ব্যক্তিদের নিয়ে হাসপাতালে এলে সেই সময় এমার্জেন্সী বিভাগের কেউই ছিলেন না এবং দায়িত্বশীল কোনও ডাক্তার বা কাউকে পাওয়া যায়নি। এর ফলে জনতার মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। সংবাদ পেয়ে কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহও হাসপাতাল পরিদর্শন করে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের শোচনীয় পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে যান।

সহরে ১৪৪ ধারা জারী

বিগত শনিবার রাত্রে ডাকাতি সংক্রান্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতির জের স্বরূপ রবিবার সকালেও সদর থানার সম্মুখে উত্তেজিত জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছু সমাজ বিরোধী ব্যক্তিও থানাতে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে এবং থানায় ঢুকে বড় দারোগা রবিবাবুকে গুরুতর আহত করে এবং থানার পিছনে পুলিশ ব্যারাকে সশস্ত্র পুলিশের হাবিলদার ও একজন কনষ্টেবলকেও গুরুতরভাবে আহত করে। পুলিশ জীপের হেড লাইট ও উইণ্ড স্ক্রীন ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয়।

পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করলে লাঠিধারী পুলিশ জনতাকে থানার সম্মুখ থেকে বের করে দেয় এবং হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের অভিযোগে তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করে।

ইতিমধ্যে তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য পুরুলিয়া সফরে এসে ঘটনার সংবাদ পেয়ে টাউন থানায় আসেন এব. টেলিফোনযোগে সমস্ত ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে জানান।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সারা সহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে।

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত

ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল এই নির্ব্বাচনে তাঁকে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সমর্থন করেন।

তাঁর প্রতি এই গভীর আস্থা প্রদর্শনে, রাষ্ট্রপতি শ্রীরেড্ডি সারা দেশের মানুষের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

ভারতীয় সংবাদ

রাজ্যে রাজ্যে এ্যাড হক কমিটির প্রস্তুতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জনতা দলের চেয়ারম্যান পদ থেকে শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের পদত্যাগের ফলে যে সঙ্কট দেখা দেয়—তার সমাধান আজ পর্য্যন্ত হয় নি। এদিকে শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল আছেন।

গত ৬ই জুলাই নয়া দিল্লীতে জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে রাজ্য কমিটিগুলির পুনর্গঠনের ক্ষমতা সভাপতি চন্দ্রশেখরকে দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাজ্যে এ্যাড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে, জনতা পার্টির এ্যাড হক কমিটি কতটা ব্যাপকভিত্তিক ও কার্যাকর করে গঠন করা যায়, সেই বিষয়ে রিপোর্ট দেবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির দুজন সদস্য শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী ও শ্রীসিকান্দার বকৃত পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। এই রাজ্যে সফরকালে তাঁরা দলের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে যতটা সম্ভব বিশদ আলোচনা করবেন। চলতি মাস শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের রিপোর্ট দিতে হবে।

অন্যান্য রাজ্যে জনতা দলের রাজ্য কমিটি পুনর্গঠনের ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য সভাপতি চন্দ্রশেখর ৮ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসহ হাই কম্যাণ্ডের ১৯ জন প্রতিনিধিকে মনোনীত করেছেন। সকল প্রতিনিধিদের চলতি মাসের মধ্যেই রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় থেকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান এবং ডি-এন লাহিড়ীকে সম্পাদক-রূপে ঘোষণা করায়—রাজ্যের জনতা দলের নেতা ও কর্মীরা বিস্মিত হয়েছেন।

মারুতি মাথুর সংবাদ

শ্রীমান সঞ্জয় গান্ধীর মারুতি কেলেঙ্কারী সম্পর্কে তদন্তের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীডি-এস মাথুরকে নিয়ে গঠিত এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন নয়া দিল্লীতে কাজ শুরু করেছেন। প্রাথমিক শুনানীতে মাথুর কমিশনে মারুতি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ও শ্রীকপিল মোহনের পক্ষে শুনানী শুরু করেন সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট রাম শক্তিওয়ানী। মারুতি সংস্থার বিরুদ্ধে ১৩টি সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে এই কমিশন তদন্ত করবেন। কমিশনের কাজ শেষ হতে প্রায় ৯ মাস লাগবে।

শাহ তদন্ত কমিশন

ভারতে জরুরী অবস্থা জারী থাকাকালে যে সকল স্বেচ্ছাচার, অনাচার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জে সি শাহকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এক তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন।

বিচারপতি শ্রীশাহ বলেছেন যে জরুরী অবস্থায় কি কি করা হয়েছে তা শুধু নয়; কি কি কারণে জরুরী অবস্থা জারী হয় তাও তিনি তদন্ত করতে পারেন। তিনি ঘোষণা করেন যে সম্পূর্ণ খোলা মন দিয়ে তিনি তদন্ত শুরু করেছেন এবং সম্পূর্ণরূপে আইন মোতাবেক কার্য্য করবেন। তিনি জানান যে কোনও লোককে কমিশনের নিকট হাজির হতে বাধ্য করার ক্ষমতা কমিশনের আছে এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও কমিশন ডাকবেন। প্রয়োজনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকেও তিনি কমিশনের নিকট হাজির হতে বলবেন।

এক পক্ষকালের মধ্যে কমিশনের কাছে ৯ হাজারের মত অভিযোগ এসেছে।

বিশ্ব সংবাদ

পাকিস্তানে জঙ্গী শাসন

সামরিক অভ্যুত্থানে পাকিস্তান পীপল্‌স পার্টির নেতা জনাব জুলফিকর আলী ভুট্টোর গদীচ্যুতির পর সামরিক প্রশাসক জেনারেল জিয়াউল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তানে ফৌজী হুকুমত আরও কড়া হচ্ছে। সামরিক আইনের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট বে-আইনী করা হয়েছে। সামরিক আইনে সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করলে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে। চুরি, ডাকাতি বা লুটপাট করলে ইসলাম ধর্ম্মের শরিয়তী বিধিতে হাত কেটে শাস্তি দেওয়া হবে। রাজনৈতিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ করার আদেশ অমান্য করলে পাঁচ বছরের কঠোর সাজা, জরিমানা এবং চাবুক খেতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন করলে তার শাস্তি তিন বছর জেল অথবা চাবুক। সেনাবাহিনীর মধ্যে অবাধ্যতা ছড়াবার চেষ্টা করলে পাঁচ বছর জেল হবে। গত ৫ই জুলাই থেকে এই সব ব্যবস্থা কার্য্যকর হয়েছে।

অন্যদিকে সামরিক প্রশাসক ঘোষণা করেছেন যে ৯০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ আগামী অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিষয়ে প্রস্তুতি চলেছে এবং সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আটক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হবে।

সামরিক প্রশাসক আরও ঘোষণা করেছেন যে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির কোনও পরিবর্ত্তন হবে না এবং ভারতসহ অন্যান্য যে সব দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বৈদেশিক চুক্তিগুলির পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া হবে। পাকিস্তানের জেলে এখনও যে দুশোজন ভারতীয় নাগরিক বন্দী আছে-তাঁদেরও শীঘ্র ছেড়ে দেওয়া হবে।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া সহরে ষ্টুডেন্টস হেলথ হোম

"পুরুলিয়া শহরে ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের আঞ্চলিক শাখা তৈরীর কাজ সমাপ্ত প্রায়। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক শংকর ঘোষ জানান যে, পুরুলিয়া শহরে পৌর এলাকাভুক্ত প্রায় সমস্ত স্কুল, কলেজ হেলথ হোমের ইউনিভার্সাল মেম্বারশিপ গ্রহণ করেছে। সাময়িকভাবে ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনে এর কাজ চলবে। যেহেতু পৌরএলাকাভুক্ত প্রায় সমস্ত হাই স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অতি অল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাবে সেইজন্যে পুরুলিয়া পৌর প্রতিষ্ঠান ছাত্র স্বার্থে জুবিলি কম্পাউণ্ডে (রবীন্দ্র ভবনের পেছনে) 'হোমের' নিজ বাড়ি তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় জমি দিতে স্বীকৃত হয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ঐ জমির ওপর তৈরী হবে হোমের নিজ বাড়ি শ্রীদাওরলাল সিংহানীয়ার দানে। ছাত্র দরদী বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা এই হোম তৈরীতে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই হোম অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার অন্যতম স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। আগামী ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৭ তারিখে হোমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারত বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীহার কুমার মুন্‌সি উপস্থিত থাকবেন এবং হোম উদ্বোধন করবেন বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

চকবাজারে হরিবোল কমিটি পুনর্গঠিত

চকবাজার হরিবোল কমিটির পক্ষে শ্রীবলরাম দরিপা জানাইতেছে যে,

গতকল্য চকবাজার হরিবোল কমিটির আহুত জনসভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া হরিবোল কমিটি গঠিত হইয়াছে। আগামী ১২ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শুভ গন্ধাদিবাস, ২১শে শ্রাবণ শনিবার নবরাত্রি জাগরণ, ২২শে শ্রাবণ ধুলোট উৎসব।

সভাপতি—শ্রীসুবলচন্দ্র পাল, সহ-সভাপতি—শ্রীমোহনচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীনিমাই চরণ দত্ত কয়াল, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীগগনচন্দ্র মল্লিক, শ্রীবলরাম দরিপা, সহ-সম্পাদক—শ্রীশ্যামাপদ মুখার্জী, শ্রীমহাদেব সিং।

সদস্যগণ—শ্রীতারাপদ দত্ত, শ্রীরামময় দরিপা, শ্রীমণ্টু দত্ত (মনোজ), শ্রীমানিক চৌধুরী, শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগণেশ চন্দ্র চন্দ্র, শ্রীরাজকুমার সিংহানীয়া।

উপদেষ্টা সমিতির সদস্যবৃন্দ—শ্রীবনবিহারী রবাট, শ্রীবাদলচন্দ্র নাগ, শ্রীমধুসূদন দত্ত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবৃন্দাবন নন্দী, শ্রীদুঃখভঞ্জন দত্ত, শ্রীঅমিয় দত্ত, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকানাই কুণ্ডু, শ্রীধীরেন দত্ত।

আলোক ও মঞ্চসজ্জায়—শ্রীযুগলচন্দ্র সরকার, শ্রীগৌর বাগতী।

মুক্তি

২৫শে জুলাই, ১৯৭৭, সোমবার

সহরে ভয়াবহ উপদ্রব

বিগত ২৩/৭/৭৭ তারিখে, সহরের মধ্যবাজারের বুকে অরুণোদয় দত্ত লেনে রাত্রি ৭॥ টার সময় বিখ্যাত জগন্নাথ লছমীচাঁদ ফার্ম্মের লক্ষী ভাণ্ডারের দরজায় এক মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ায়। গাড়ী থেকে ৩/৪ জন দুর্বৃত্ত নেমে ঐ ফার্মের ভেতর ঢুকে পড়ে। ফার্মের মালিক শ্রীরামকিষণ মল সেখানে বসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে টাকাকড়ি নেওয়ার জন্য ধস্তাধস্তির সময় ঐ দুর্বৃত্তেরা সাংঘাতিক ভাবে ছুরির আঘাত করে। দুর্বৃত্তেরা গুলি চালায়; এবং টাকা কড়ি না পেয়ে হার প্রভৃতি ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। তাঁর এক নিকট আত্মীয়ও আহত হন। মুহূর্ত্ত মধ্যে মোটর চালিয়ে পলায়ন করে। শ্রীরামকিষণ মলকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই সাংঘাতিক ঘটনাটির বিবরণ এই।

এই ঘটনায় সহরে অত্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি এই সহরেই পর পর এই ধরণের আক্রমণ বা ডাকাতি বা খুন জখমের ঘটনা কয়েকটিই ঘটে গেল। গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ ডাকাতি, মানুষ খুন প্রভৃতি অবাধে চলেছে। কিন্তু সে সবের উৎস হদিস করাও সম্ভব হয়নি। তজ্জন্য মানুষ আজ অত্যন্ত চিন্তিত।

উপরন্তু সহসা আজ দেশের যে রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তন হয়েছে—সেই পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণেও এই সব ভয়াবহ উপদ্রবের জন্য লোকে কারণ জানতে চাইছেন। এই সব নানা কথা ভেবে, নিজেদের নিরাপত্তা বিষয়ে নিজেরা অসহায় ভেবে লোকে খুবই বিচলিত হচ্ছেন।

অধিকন্তু, ঐ রাত্রে ঐ ঘটনার সম্পর্কে আর দুটি বিশেষ ব্যাপারের জন্যও লোকে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত। ঐ রাত্রে ঐ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে থানাতেও খবর দিতে যাওয়া হয় এই জন্য যে, দুর্বৃত্তদের যদি শীঘ্র ধরার ব্যবস্থা হ'তে পারে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের এবং চিন্তার কথা হাসপাতালের এমার্জেন্সীতেও ডাক্তারকে পাওয়া যায় নি এবং থানায় কোনো ভারপ্রাপ্ত বা দায়িত্বশীল পুলিস অফিসারও ছিলেন না। এমনকি ঐ সময়ে শাসন ও পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের কাউকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি।

ঐ সময়ে ঐ গুরুতর অবস্থায় চারিদিকে এই ব্যাপার দেখে লোকে একটা অরাজকতার পরিবেশ উপলব্ধি করেন। নিরাপত্তা নেই—ডাকাত অবাধে যা খুশী করছে; হাসপাতালে ডাক্তার নেই—ছুরিকাহত রোগী মরছে; থানায় অফিসার নেই—খুনী অবাধে পলায়ন করছে!

যদি সত্য হয় তবে অপর একটি ব্যাপারও বিশেষ অর্থবহ রূপে দেখা দিয়েছে। খুনীদের গাড়ী যখন চলে যাচ্ছে—তখন দুটি যুবক তাদের পিছনে ধাবমান হ'লে, ঘটনাস্থলের কাছাকাছি দুটি কনেষ্টবল তাদের বাধা দেয় এবং বলে যে ওরাই সাইকেলযোগে দুর্বৃত্তদের ধরার জন্য রওনা হচ্ছে। ঐ কনেষ্টবলেরা নিজেরা রওনা হবে—ভাল কথা। কিন্তু এ সময়ে অপরের চেষ্টায় বাধা দেবে কেন। ঐ যুবকেরা দৌড়োবার চেষ্টা ক'রে যদি রাস্তায় চেঁচামেচি করত তাহলে ঐ আওয়াজ পথে পথে দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারত। যা হোক একটা চেষ্টা হোত। তবে এই ঘটনার সত্যতা ভালভাবে যাচাই করা দরকার।

এই সব নানা ব্যাপারে দুর্ভাগ্যজনক ঐ রাত্রে সারা সহরের মানুষ চিন্তিত এবং কিছু মানুষ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়। সেদিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে—সে সমস্ত ঘটনার বিষয়ে সম্যক তদন্ত ক'রেই কার কি ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে তা ভালভাবেই দেখতে হবে—এই আজ সহরের জনমত।

এই সব পরিস্থিতির মধ্যে রাত্রে হাসপাতালে ও সহর থানায় কিছু লোকর সমাবেশ ঘটে। উত্তেজনা বেশী ঘটলে কয়েকজন লাঠীধারী পুলিশ আসে। তাতে উত্তেজনা বাড়ে। লাঠীধারী পুলিসকে সরিয়ে নেওয়া হয়। পুলিশ বিভাগও সেদিন সংযমের পরিচয় দেন।

ঐ ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে কিছু উত্তেজিত ব্যক্তি পরদিন থানায় হামলা করেন। ঐ ব্যক্তিরা ইট পাটকেল ছোড়েন—অফিসারদের মারধোর করেন। পুলিসের দিক থেকে লাঠি দিয়ে জনতা সরানো হয় ও আর কোনো গোলযোগ হ'লে তাতে ব্যবস্থা নেবার উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।

সহরে একটা গুরুতর অভিযোগ উঠেছে যে, কংগ্রেসের শাসন আমলে অনেক ডাকাতি, খুন, উপদ্রবের ব্যাপারের সঙ্গে কিছু কিছু দায়িত্বশীল পুলিস অফিসারদের সঙ্গ যোগাযোগ ছিল এবং ঐ অফিসারদের নেতৃত্বে বহু নিম্নপদস্থ পুলিস ঘটনাস্থলে দুর্বৃত্তদের অবাধে সুযোগ দেবার ও দুর্বৃত্তদের বিপদ না ঘটে তার খবরদারী—হুসিয়ারী করার জন্য মোতায়েন থাকতেন। সহরের দাবী আজ ভালভাবে তদন্ত করা হোক—কোথায় কীভাবে পাপের উৎস কাজ করত। কারণ মানুষের নিরাপত্তা আক্রমণকারীদের হাতে যত না বিঘ্নিত হয়—তারচেয়ে বেশী বিঘ্নিত হয় তথাকথিত রক্ষাকর্ত্তাদের হাতে। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিস মন্ত্রী ঐ সব বিষয়েও সম্যক তদন্ত করুন—এই সকলের সবিশেষ অনুরোধ।

এই ঘটনার খুবই গুরুত্ব অনুভূত হয়েছে হয়েছে আরো এই কারণে যে, বিভিন্ন লোকে এই ঘটনার বিভিন্ন কারণ অনুমান করছেন।

আমরা আর একটু তথ্য অনুধাবন করার পর ঐ সব অভিমত বিষয়ে আলোচনা করব। এই ঘটনায় বহু উত্তেজনার ব্যাপার ঘটেছে। আমরা জানি, উত্তেজনার কারণও আছে। কিন্তু জাতীয় জীবনের সুদীর্ঘ কালের অব্যবস্থা ও অরাজকতার প্রতিকার আজ কেবল উত্তেজনা দিয়ে সম্ভব হবে না। তারজন্য জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে পরে আবার আলোচনা করব।

আজ সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করব যে, সাময়িক ঘটনায় অভিভূত হলে—উত্তেজনা দেখা দিতে পারে সত্য। তাকে সংযত ক'রে প্রতিকারের পথ নির্দ্ধারনে সচেষ্ট হওয়াই আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য এবং তা শক্তিরূপে বিবেচিত হবে।

দুর্নীতি দমনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসুর ও পুলিস বিভাগের তৎপরতা

দুর্নীতির এক ঘটনা ঘটেছিল—আমাদের লোকব্রতী সোসাইটির ট্রাকের ওপর। ডব্লিউ, জি, ডব্লিউ নং ট্রাক। নিমডি লোক সেবায়তনের মাধ্যমে পরিচালিত নিমডিতে রিলিফের কাজের জন্য কলকাতা থেকে কয়েক ট্রাক চাল আনবার জন্য পুরুলিয়া থেকে ট্রাক কলকাতা যাচ্ছিল। আমি আগেই কলকাতা গেছলাম। ১১ই জুলাই কলকাতায় সকালে অপেক্ষা করছি—ট্রাক এবার পৌঁছুবে। এবং ওদের নিয়ে জায়গাটা একবার চিনিয়ে দোব। কিন্তু ১২টা পর্য্যন্ত ট্রাক এলোনা।

হঠাৎ ১২ টার পর ট্রাক এলো। ড্রাইভার বলল এখুনি ৫০৲ টাকা চাই। টাকা কেন চাই ও বিলম্ব কেন জিজ্ঞেস করায় বলল—মগরা চেক পোষ্ট পেরিয়ে, খানিক দূর এসে একটা পুলিস ক্যাম্পে ট্রাক আটক করে। ছোট দারোগাবাবু ও গুটি কয়েক হোমগার্ড (এন, ভি, এফ) এই আটক করেন। দারোগাবাবুরা বলেন যে, ট্রাক পার হ'লে আমরা বরাবর টাকা পাই। ৫০৲ দিতে হবে। লোকব্রতীর একটি কর্মী ছিল। সে বলে যে, টাকা নেই। তারা বিশ্বাস করে না। তিন ঘন্টা গাড়ী আটকে রাখে। ওরা ভেবেছিল যে, সঙ্গে টাকা আছে—এভাবে চাপ দিলে বেরুবে। কিন্তু যখন শেষে বুঝল ওদের হাতে সত্যই টাকা নেই—তখন ঐ দলটি ট্রাক ছেড়ে দেয় ও ট্রাকের সঙ্গে একটি এন, ভি, এফ পাঠিয়ে দেয়। এবং বলে যে, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে ৫০৲ টাকা নিয়ে পাঠিয়ে দাও।

ট্রাকে ঐ লোকটিকে চাপিয়ে কলকাতা সঙ্গে এনে ড্রাইভার আমার কাছে টাকা চায়। উদ্দেশ্য ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আমি বলি যে তোমরা ওকে নিয়ে থাকো—আমি ফিরে আসছি। এই বলে আমাদের কর্ম্মীটিকে সঙ্গে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংএর দিকে চলে গেলাম।

রাইটার্স বিল্ডিংএর বাইরে থেকে ফোন করলাম—মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে। বললেন—মুখ্যমন্ত্রী আছেন। আপনি অ/সুন। আমি

গেটে বলে দিচ্ছি। ভেতরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেলাম। যেতেই বললেন—আসুন অরুণ বাবু, ব্যাপার কি?

বললাম—পুরুলিয়ার সমস্যা নিয়ে যোগাযোগ ক'রে আসবো ভেবেছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপারে হঠাৎ আসতে হল মুখ্যমন্ত্রীকে। সব ব্যাপারটা বললাম। বললেন—চারিদিকে চোরের রাজত্ব গ'ড়ে উঠেছে—এর প্রতিকার করতে হবে। এই ব'লে জ্যোতিবাবু হোম সেক্রেটারীকে ফোনে বললেন—অরুণ বাবু যাচ্ছেন ওঁর কথা শুনে ব্যবস্থা কী করা যায় দেখুন। জ্যোতিবাবু আমাকে বললেন—ওঁদের বলবেন—ওঁরা কী ব্যবস্থা নেন যেন আমাকে জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের পাশেই হোম সেক্রেটারী বসেন। তাঁর কাছে সব বললাম। উনি ফোনে পুলিস কমিশনারের সঙ্গে কথা বললেন। হোম সেক্রেটারীর সঙ্গে কথাবার্তা যখন করছি—মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আবার ফোন করলেন—আমাদের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে কথা বললেন।

হোম সেক্রেটারী পুলিস কমিশনারকে আমাদের ব্যাপার বলায়, তিনি বললেন—অরুণ বাবু যদি লালবাজারে আসেন ভাল হয়। ধরপাকড়ের সময় উনি উপস্থিত থাকলে ভাল।

আমি লালবাজারে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি পুলিস কমিশনার আরো কয়েকজন বড়ো অফিসারকে ডেকে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমার সঙ্গে ঐসব অফিসারদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্থির হোল—এ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার অফিসার দু একজনকে নিয়ে ঐ এন, ভি, এফটিকে ধরতে যাবেন। আমাকে অনুরোধ করলেন সঙ্গে যেতে। আমি বললাম—আমার যাবার দরকার নেই। আপনারা আসামী নিয়ে আসুন—আমিও ঘুরে আসছি।

ঘণ্টা দুই পরে যখন লালবাজারে গেলাম—সেই সময় এ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার ঘুরে এলেন। সব বিবরণ দিলেন। বিবরণ এই।

আমাদের কর্মীকে নিয়ে তিনি আমাদের ট্রাক যেখানে ছিলো, সেখানে গেলেন। ঐ এন, ভি, এফ এ্যাসিষ্ট্যান্ট পুলিস কমিশনারকে ট্রাকের মালিক মনে করল। বলল—অনেকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা করতে হয়েছে—তাই ৫০, টাকাতে হবে না। আরো বেশী চাই। উনি তখন ওকে গ্রেপ্তার করলেন। এবং বললেন—এভাবে টাকা নিতে কেন এসেছ। বলল—আমি কী করব ছোট দারোগা বাবু আমায় পাঠিয়েছেন।

এই বিবরণ দিয়ে এ্যাসিষ্ট্যান্ট পুলিস কমিশনার বললেন—ঐ আসামীকে উনি জোড়াবাগান থানায় গেলেন। ঐ আসামীর এবং আমাদের ট্রাকের দুজন ড্রাইভার, খালাসী ও কর্মীর সাক্ষ্য সাবুত নিয়েছেন। এবং এদের সাক্ষ্য সাবুত থেকে জানা যাচ্ছে যে, জনৈক জমাদার ও আরো ২/৩ জন এন, ভি, এফ এতে জড়িত। এ্যাসিষ্ট্যান্ট পুলিস কমিশনার আরো বললেন যে, সংশ্লিষ্ট পুলিস সুপারকে খবর দেওয়া হচ্ছে—ঐ জমাদার ও ঐ সব ব্যক্তিকে ধরতে।

অনেকক্ষণ বসে এ্যাসিষ্টেন্ট পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথাবার্তা হোল। বললেন যে, আপনারা একটা আদর্শ নিয়ে আছেন ব'লে আজ এত ঝামেলা সহ্য করলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে নিজেদের ট্রাক একদিন বসিয়ে রাখলেন। এতে বেশ আর্থিক ক্ষতিও হল—তারপর এই যে মামলা করা হল—তাতে আপনাকে আপনার ড্রাইভারকে আসতে হবে—এর জন্যও বেশ ক্ষতি সহ্য করতে হবে। এই সব হাঙ্গামার মধ্যে পড়তে হয়—এই ভয়েই লোকে ২৫, ৫০, দিয়ে রেহাই পেয়ে যায়।

তবে ক্ষতি স্বীকার ক'রেও আপনি যে, ঘুষের প্রতিবাদে দাঁড়ালেন—তারও একটা ভাল ফল হবে। ধরপাকড়ের খবর রাষ্ট্র হলে, এখন কিছুদিন এই ব্যাপারে উপদ্রব অনেক কমে থাকবে।

আমি বললাম—এই ভাবে না লড়লে উপদ্রব তো বন্ধ হবে না। এই বেআইনী আদায়ের ফলে বহু লোকের বহু ক্ষতি হচ্ছে। প্রথম প্রথম অসুবিধে হবে সত্য; তাহলেও সকলের উচিত এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। তাছাড়া, বললাম যে, এই ধরপাকড়ের 'পর সরকারের পক্ষ থেকে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রাস্তাঘাটে পুলিসের এই দুর্নীতি অনেক কমে যেতে পারে।

যে ব্যবস্থাগুলি আমার মনে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে তা আমি জানাবো ভাবছি। আজ আমাদের এখানেও সর্বত্র ঐভাবে পুলিস প্রভৃতির দুর্নীতি চলেছে—তার বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাবে এবং ভালভাবে দৃঢ় কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত।

রাজ্যভিত্তিক ধান্য প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষণ শিবির

কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক চারদিনব্যাপী শিবিরের উদ্বোধন

গত ২৩শে জুলাই মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে অবস্থিত আঞ্চলিক বিজ্ঞান মিউজিয়াম হলে রাজ্যভিত্তিক ধান্য উৎপাদন প্রযুক্তি বিদ্যা প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীকমল গুহ। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে দেশ থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য কৃষি-বিজ্ঞানী ও কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সহায়তাদানের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে এই রাজ্যের প্রতি ইঞ্চি মাটি যাতে কোনও না কোনও প্রকার উৎপাদনের কাজে লাগানো যায় এবং সে সম্পর্কে গবেষণা ও কার্যাসূচী রূপায়নের জন্যও অনুরোধকরেন, কারণ মানুষের বাঁচার মত খাদ্য দিতে না পারলে, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে সকল প্রতিশ্রুতিই মূল্যহীন।

ভারত সরকারের ধান্য উৎপাদন বিভাগের সাহায্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকারের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত চারদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরে বিশদ আলোচ্য সূচীতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ কৃষি বিজ্ঞানীরা ছাড়াও কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়, কলিকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কৃষি বিষয়ক অধ্যাপকবৃন্দ, চুঁচুঁড়া ও বাঁকুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের গবেষকগণ: প্রমুখেরা মুখ্য অংশ গ্রহণ করছেন।

কৃষি অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী সিদ্ধান্ত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন এবং কৃষি অধিকর্তা ডাঃ কালিদাস সেনগুপ্ত প্রশিক্ষণ শিবিরের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। মুখ্য কৃষি আধিকারিক ডাঃ এন ত্রিবেদী প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া গেছে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মেয়াদ হোল ২৩শে থেকে ২৬শে জুলাই।

লোকসভার নূতন স্পীকার শ্রী কে, এস, হেগড়ে

শ্রীরেড্ডি ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ায়, লোকসভার স্পীকার পদ শূণ্য হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন—সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কে. এস, হেগড়ে—লোকসভার সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে।

মহাবরষার রাঙ্গা জল

স্বর্গত দেশপ্রেমিক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের এই বিখ্যাত বইটি ঘরে রাখুন। এক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। দাম—৩, । মুক্তি প্রেসের পাশে—বিশ্ববিদ্যা ভবনে পাওয়া যায়।

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

চিঠি-পত্র

পুলিসের জনৈক সি, আই, সাহেবের বিচিত্র আচরণ

পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার সি, আই সাহেবের একটি অদ্ভুত আচরণের ঘটনা আপনার "মুক্তি" পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাই।

গত ৮ই জুলাই রাত্রি প্রায় ৩া টার সময় একটি পুলিশের জীপ আমাদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায়। আমরা তখন সকলে নিদ্রিত ছিলাম। পুলিশের ডাকাডাকিতে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি জীপে পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার একজন পুলিশ অফিসার আছেন। তিনি আমাকে বললেন যে, আগামী ১০ই জুলাই দুপুর ২টার সময় থানা পর্যায়ে গ্রাম রক্ষী বাহিনী গঠন করা হবে। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য মফঃস্বল থানার সি, আই সাহেব সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির উৎসাহী জনসাধারণকে ঐ সময় থানায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। তাই আমি যেন ঐ সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকি।

এই খবর পেয়ে আমি এবং নিকটবর্তী ভবানীপুর ও জয়নগর গ্রামের শ্রদ্ধেয় শ্রীলালমোহন মিশ্র এবং শ্রীশিবকালী চৌধুরী নির্দিষ্ট সময়ে থানাতে উপস্থিত হই। অন্যান্য গ্রাম থেকেও বেশ কিছু লোক এসেছিলেন। বেলা প্রায় ৩-০৫ মিনিটে আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনার সূত্রপাত ক'রে সি, আই সাহেব বললেন যে, বর্তমান সরকারের নির্দ্দেশ হল গ্রাম, থানা এবং জেলা পর্যায়ে রক্ষী বাহিনী গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে সমস্ত জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু লোক নিয়ে তিনি একটি থানা কমিটি গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

স্বাভাবিক ভাবেই রক্ষী বাহিনী গঠন করার ব্যাপারে কিছু কিছু অসুবিধা এবং সমস্যার কথা আলোচিত হচ্ছিল। উপস্থিত কেউ কেউ এ বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য রাখছিলেন। ঐ সময় আমি বললাম যে, অনেক গ্রামে কিছু লোক আছেন যাঁরা রক্ষী বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করতে চান না। তাছাড়া, পুরুলিয়া জেলার গ্রামগুলিতে দরিদ্র এবং দিন মজুর শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী। সারাদিন পরিশ্রম করে তাঁরাও রাত্রি জেগে রক্ষী বাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী নন। কাজেই, স্থায়ী রক্ষী বাহিনী গঠন করতে হলে গ্রামের সকলেই যাতে এগিয়ে আসেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় রক্ষী বাহিনীর কাজ চলতে পারে না। আমার এই বক্তব্যে সি, আই সাহেব একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন যে, "ও সব দিনের কথা ভুলে যান। নিশ্চয়ই সকলে সহযোগিতা করবেন।" উত্তরে আমি বললাম বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, সেটা হয় না। আমি নিজের গ্রামের কথা উল্লেখ করে বললাম, সেখানে দরিদ্র এবং মজুর শ্রেণীর কিছু লোকের মধ্যে এরকম একটা ধারণা আছে যে, আমাদের তো চুরি হবার মত কিছুই নেই, তবে আমরা কেন কয়েকজন লোকের জন্য রাত্রি জেগে কষ্ট করব। তাই আমার বক্তব্য হল, আলোচনার মাধ্যমে এই ধারণার পরিবর্তন করতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষী বাহিনী গঠন করা সম্ভব হবে না। আর করলেও তা কার্যকরী বা স্থায়ী হবে না।

আমার এই বক্তব্যে সি, আই সাহেব খুবই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেন, "আপনি তো খুব বেশী জেনে ফেলেছেন দেখছি। চুপ করে বসে থাকুন। কম কথা বলে বেশী কাজ করুন। আর আমি যা বলছি তাই করার চেষ্টা করুন।" তাঁর এই ধরণের মন্তব্যে আমি অবাক হয়ে যাই এবং প্রতিবাদ করে বলি যে, আপনি ও ভাবে কথা বলছেন কেন? কাজ করতে গিয়ে আমরা এ ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। তাই কথাটা বললাম। তার উত্তরে আপনি ধমক দিয়ে কথা বলছেন কেন? সি, আই সাহেব বললেন যে, 'আপনার যদি ভাল না লাগে তবে আপনি থানা থেকে বেরিয়ে যান। এখানে আপনার মত লোকের প্রয়োজন নাই। যত সব ফালতু লোক।"

আমি তখন তাঁর এই বক্তব্যকে অপমানজনক বলে প্রতিবাদ করি এবং সভা কক্ষ ত্যাগ করে চলে আসি। ঐ সভায় উপস্থিত কয়েকজনের কাছে পরে খবর পেয়েছি যে, আমি বেরিয়ে আসার পর অনেকেই সি, আই সাহেবের আচরণের প্রতিবাদ করেছেন। এবং তারপর আলোচনাও আর অধিকক্ষণ চলেনি।

আশা করি, এই ঘটনাটির গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। যে মুহূর্তে সরকার পুলিশের আচরণকে সংযত করতে চাইছেন এবং জনসাধারণের সাথে পুলিশকে ভদ্রভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতে বলছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে একজন পুলিশ অফিসারের এই রকম আচরণ ঘটলো। আমি পত্রযোগে সমস্ত ঘটনাটি স্থানীয় বিধান সভা সদস্য ডাঃ অম্বরীষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জানিয়েছি।

আশা করি, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষও ঘটনাটি তদন্ত করে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

শ্রীহেমেন্দু ওঝা
গ্রাম ও পোঃ—হুটমুড়া (পুরুলিয়া)

ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের স্থান নির্ব্বাচন বিষয়ে আপত্তি

স্থানীয় জুবিলি কম্পাউণ্ডের একমাত্র ফাঁকা মাঠটি ষ্টুডেন্ট হেলথ হোম করার জন্য পৌর প্রশাসক কর্তৃক দান করার প্রতিবাদে আমরা আপনার পত্রিকায় কিছু বক্তব্য প্রকাশ করিতে চাই।

মুনসেফ ডাঙ্গায় শিশু-কিশোরের সংখ্যা প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার। কিন্তু তাহাদের খেলাধুলা করিবার বা শরীর চর্চ্চা করিবার জন্য একটিও ফাঁকা মাঠ নেই। বহু বাগ্ বিতণ্ডার পর স্থানীয় সাহিত্য মন্দির সংলগ্ন মাঠটি শিশু উদ্যান করিবার প্রয়াস অবশ্য শুরু হইয়াছে। কিন্তু এত অধিক সংখ্যক শিশুর তুলনায় ইহা নগণ্য মাত্র। যে দুইটি মাঠের উপর স্থানীয় কিশোর যুবকেরা অধিকার প্রয়োগ করিতেন, সরকারের মহৎ প্রচেষ্টায় তাহাও খতম হইয়া গিয়াছে। (একটিতে 'সদবাস্থিকা' অপরটিতে নার্স কোয়ার্টার)। অথচ মুনসেফ ডাঙ্গার দশ ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যা সম্বলিত মহল্লাতেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা আছে। এমতাবস্থায় 'সবে ধন নীলমণি' জুবিলী কম্পাউণ্ডের ফাঁকা মাঠটুকুকে নষ্ট করিয়া কিছু সংখ্যক ডাক্তার এবং কর্তাব্যক্তির পায়া ভারী করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্থানীয় কিশোরগুলিকে রকবাজে পরিণতকরার মহৎ প্রচেষ্টা কি না করিলেই নয়?

ষ্টুডেন্ট হেলথ হোম করার প্রচেষ্টা সত্যিই মহৎ এবং ছাত্র স্বার্থের পক্ষে সত্যিই মঙ্গলবার। (যদিও এদেশে এখনও ৬০ কোটীর মধ্যে ৪০ কোটীর কোন অক্ষর জ্ঞান পর্যান্ত নাই)। কিন্তু শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য কিশোরের প্রয়োজন শরীর শিক্ষার, শরীর চর্চার এবং এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মাঠ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের। সুস্থ সবল ছাত্রটির শরীর চর্চার স্থানটিকে নষ্ট করিয়া তাহাকে অসুস্থ হইতে বাধ্য করা হইবে। এবং পরে আবার হেল্থ হোমে তাহার চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করা হইবে। এ যেন জুতা মারিয়া গরু দানের মতই মনে হইতেছে। তাই মাননীয় পৌর প্রশাসক মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন রাখিতেছি, জুবিলী কম্পাউণ্ডের মধ্যে আরও জায়গা থাকা সত্বেও কেন কতগুলি ক্ষুদ্র কিশোরের ঘাম-রক্ত দিয়ে তৈরী বৃহৎ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর এই খেলার মাঠটিকে নষ্ট করা হবে? কেন ভবিষ্যতের কর্ণধারদের উপর এরূপ অবিচার হবে?

পার্থ গাঙ্গুলী, সহঃ সম্পাদক
"আপনজন" পুরুলিয়া

ছড়রায় গমের ক্যাপ স্টোরেজ

গত কয়েক মাস থেকে ছড়রার পরিত্যক্ত এরোড্রোমে উন্মুক্ত ময়দানে "ক্যাপ" পদ্ধতিতে লক্ষাধিক টন গম মজুত করে রাখা হয়েছে। এই সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রকার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে এবং দুর্নীতি ও অব্যবস্থা সম্পর্কিত নানা সংবাদ সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছে।

এফ সি-আই অর্থাৎ ভারতের খাদ্য কর্পোরেশান এখানে "বাফার ষ্টক" হিসাবে গম মজুত করছেন। বদ্ধ ঘরের অপেক্ষা উন্মুক্ত স্থানে আলো-বাতাসের মধ্যে খাদ্যশস্য মজুত করলে তা দীর্ঘতর কাল পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকে—এই যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতেই এই "ক্যাপ" ষ্টোরেজ—অর্থাৎ টুপী পরিয়ে গম রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থার অব্যবস্থা অনেকটা শুধরিয়ে এখন শান বাঁধানো ময়দানের উপর প্রায় ছয় ইঞ্চি উঁচু কাঠের ফ্রেমের উপর গম রেখে নাইলনের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হচ্ছে। আবহাওয়া ভাল থাকলে চাদর খুলে গমের স্তূপগুলিতে রোদ, আলো, বাতাস লাগানো হচ্ছে।

বর্তমানে দেড় লক্ষ টনের উপর গম ছড়রা ক্যাপ ষ্টোরেজে মজুত করা হয়েছে। প্রায় এক মাইল লম্বা পর পর পাঁচটি সারিতে এই গম মজুত

(পর পৃষ্ঠায়)

হয়েছে এবং এক একটি স্তূপে ১৩৬০ বস্তা অর্থাৎ ১৩৬০ কুইন্টাল করে গম মজুত করা হয়েছে। ভিজে অথবা খারাপ হয়ে যাওয়া গম আলাদা করে মজুত করা হচ্ছে।

প্রকাশ, প্রধানত: পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্য থেকে ওয়াগনে বোঝাই করে হাজার হাজার টন গম পুরুলিয়া ষ্টেশনে আসছে এবং সেখান থেকে গম খালাস করে ট্রাকযোগে ছড়রায় আনা হচ্ছে। ট্রাক পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করা কাঠের ফ্রেমের উপর গমের বস্তা সাজিয়ে রেখে নাইলনের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছে। এই কাজের জন্য ৩০০ জন মজুর সারাদিন মোতায়েন রাখা হয়েছে দৈনিক ৩ টাকা বেতনে। বৈকালে কাজের শেষে মজুরেরা এবং ফুড কর্পোরেশানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা চলে যান এবং পুলিশ তথা এন-ভি-এফের উপর এই গুদাম পাহারার ভার থাকে। এই বিশাল গুদামের চারিদিক তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা আছে।

ষ্টোরেজ সম্পর্কে অভিযোগাবলী

দীর্ঘদিন ধরে যে সব দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল সেগুলি হোল এই গুদাম থেকে দৈনিক বস্তা বস্তা গম পাচার হচ্ছে—ষ্টেশন থেকে গুদামে আসার পথে বেশ কিছু পরিমাণ গম খোওয়া যাচ্ছে—রাতে যে সকল এন-ভি এফ গুদামে পাহারায় থাকে তাদের যোগ সাজসে স্থানীয় অঞ্চলের কিছু সমাজ বিরোধী বস্তা বস্তা গম পাচার করে, আর গমের ষ্টক করার অব্যবস্থায় জলে ভিজে শত শত বস্তা গম নষ্ট হয়ে, দুর্গন্ধে সারা অঞ্চল ভরে গেছে। এই সব অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষ।

সংবাদে প্রকাশ, গুদামে প্রহরারত চারজন এন-ভি-এফ রাত্রিবেলা গম পাচারের চেষ্টা করলে মালসহ চারজনই গ্রেপ্তার হয়েছে। এই ঘটনার পর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর উপর পাহারার ভার দেওয়া হয়েছে। পূর্ব্বে, এই বিরাট অঞ্চল পাহারা দেওয়ার ভার ১৮জন হোমগার্ড বা এন-ভি-এফকে দুই শিফটে অর্থাৎ প্রতি শিফটে নয় জনের উপর দেওয়া হয়েছিল। এই ছড়রার গম প্রতি বস্তা ৩০/৪০ টাকা দরে পাচার হয় এবং ঐ পাচার করা গম স্থানীয় গ্রামগুলিতে এমনকি পুরুলিয়া সহরেও সস্তা দরে বিক্রয় হয়।

আরেকটি বিশেষ অভিযোগ হোল যে—খোলা ওয়াগনে করে গম পাঠানো হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে জলে ভিজে গমের বস্তাতেই অঙ্কুর বেরিয়ে যায়। ভিজে অবস্থায় থেকে অনেক সময় গম পচে যায় এবং সেই ভেজা গমের বস্তা ওয়াগন থেকে খালাস করে ছড়রায় গিয়ে মজুত করা হয়। রেল দপ্তরের এমন সুব্যবস্থা যে বদ্ধ ওয়াগনে কয়লা চালান হচ্ছে আর মানুষের খাদ্য গম এর জন্য খোলা ওয়াগন। এই অদ্ভুত ব্যবস্থা ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ নিছক অবহেলা জনিত, না এর পশ্চাতে কোনও গূঢ় কারণ রয়েছে সেটা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। মানুষের খাদ্য নিয়ে ফুড কর্পোরেশান যোগ্যতা ও সততার পরিচয় দিতে পারে নি। অসাধু ব্যবসায়ীর মত দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ভেজাল বা নিকৃষ্ট খাদ্য রেশনের নামে জনসাধারণকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা; সস্তা দরে সরকারের মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের উপর চড়া দরে মুনাফা করে বাজারে সরবরাহ করা—এই সমস্ত অপকীর্তির নায়ক ভারতের ফুড কর্পোরেশান।

এতদিন এই সব দুর্নীতির ধারা চলেছিল। আজ তো যুগ পাল্টেছে। আজও সেই রকম চলবে—লোকে কি আশা করতে পারে?

শোক সংবাদ

সংঘের নিষ্ঠাবান কর্ম্মী শ্রীক্ষেত্রমোহন মাঝির পরলোক গমন

নিষ্ঠাবান লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীক্ষেত্রমোহন মাঝি বিগত ৭ই জুলাই পুঞ্চা থানার ধরমপুর গ্রামে টোলা মৌজাতে পরলোক গমন করেছেন। অনেক দিন থেকে বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর। উনি স্বাধীনতার সংগ্রামে কারাবরণ করেন এবং পরবর্ত্তী কালে লোকসেবক সংঘের সমস্ত আন্দোলন, সত্যাগ্রহ ও গঠন কর্ম্ম প্রভৃতিতে অবিচল সৈনিকের মত অংশগ্রহণ করেন।

তিনি অত্যন্ত বিচারশীল, সৎ দেশপ্রেমিক কর্মী ছিলেন। দেশ ও দশের জন্য জীবনে বহু দুঃখবরণ করেন। কোনো লোভ ও লাভের সুযোগ তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। বাংলা ভাষার দাবী রক্ষা করার সংগ্রামে তাঁর দানও স্মরণীয়। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

সুদীর্ঘ কালের এই অক্লান্ত কর্মী নির্ভিক দেশ প্রেমিকের মৃত্যুতে আমরা একজন আদর্শবান কর্মী হারালাম। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

সংঘের নিষ্ঠাবান কর্ম্মী শ্রীকেশব সিং সর্দারের পরলোক গমন

বিগত ১০ই জুলাই লোকসেবক সংঘের নিষ্ঠাবান কর্মী শ্রীকেশব সিংসর্দ্দার হুড়া থানার নডিহা গ্রামে পরলোক গমন করেন।

অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন ক'রেও সংঘের সমস্ত কর্ম্ম ও সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুও এক বিচিত্রভাবে ঘটেছে। মৃত্যুর দিনে সকালে তিনি নিজের ক্ষেত দেখতে বেরিয়েছিলেন। যার সঙ্গে তখন দেখা হয়েছিল—তাকে বলেছিলেন যে, আজ বারোটার মধ্যে আমার মৃত্যু হবে। তোমরা আমাকে পুড়িয়ো না। মাটিতে পুঁতে দিও। জমি দেখেশুনে ফিরবার পথে বেলা ১২টার মধ্যে নিজের ঘরের কাছাকাছি এসে মাটিতে শুয়ে পড়েন ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর নিজস্ব সামান্য জমি-জায়গা। নিজে এবং স্ত্রী দুইজনে চিড়াকুটার ব্যবসা ক'রে দিন কাটিয়েছেন। জেলার নিষ্ঠাবান্ কর্মীদের মধ্যে অন্যতম। কোনোদিন কোনো প্রলোভনে তাকে বিচলিত করতে পারে নাই।

যখনি যে কোন আন্দোলনে তার ডাক পড়েছে, সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। বিহার আমলে খাদ্য আন্দোলনে হুড়া থানায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেন। থানার তথা জেলার নিষ্ঠাবান কর্মীদের মধ্যে শ্রীসর্দ্দার অন্যতম ছিলেন। জেলার এবং থানার অপূরণীয় ক্ষতি হল। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সমবেদনা জানাই। এবং তার আত্মার কল্যাণ কামনা করি। থানার গ্রামের সংঘ কর্মীরা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে সকলে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করেছেন।

প্রমাণসহ চেয়ে নিন

আমি আজ ২২।৭।৭৭ তারিখে ৮। টার সময় বরাকর রোডে গাড়ীখানা পার হয়ে পুলের কাছে যখন ছিলাম—তখন একটি এ্যাম্বাসাডার কার পার হয়ে যায়। ঐ কার থেকে একটি জিনিষ পড়ে যায়। ওরা বুঝতে পারেনি। আমরা কারটি থামাবার চেষ্টা করলেও থামেনি। ঐ জিনিষটি আমি মুক্তি সম্পাদকের কাছে জিম্মা রেখে দিলাম। যার জিনিষ তিনি জিনিষের নাম জানিয়ে উপযুক্ত প্রমাণসহ এসে নিয়ে যাবেন। ইতি— শ্রীধরণীধর মোদক

অলক্তিডাঙ্গা পুরুলিয়া।

WANTED

Wanted the following teachers for Sonathali Kalapathar High School, Po. Sonathali Ashram Dist. Purulia. (a) One B. Sc./Hons (Bio Science) against Deputation vacancy, (b) One Graduate Physical Instractor temporarily against leave vacancy.

Apply to the Secretary by the 5th August and come for an interview on that day at 12 noon with certificates and testimonials.

Wanted an Arts graduate in deputation vacancy (Prefarably trained) to Arrali Raghunathpur Adibasi Jr. High School. Po Chirudih Chandanpur. Dist. Purulia.

Apply to the Secretary on or before 31 7. 77 and attend for an intervew on 1. 8. 77 at 10 a. m.

মহাত্মা গান্ধী কলেজ লালপুর
পোঃ চাকলতা, জেলা পুরুলিয়া

XI—XII ক্লাসে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি চলিতেছে। আসন সংখ্যা সীমিত। সুলভে কলেজ মেসে থাকার ব্যবস্থা আছে। বিশেষ আকর্ষণ—সুযোগ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিয়মিত Tutorial Class এর ও Monthly Test এর ব্যবস্থা তথা Advance Course এ পড়ারও ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগের উত্তম ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুক্তি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭, সোমবার

আবার যাত্রাপথে

জরুরী আইনের অবিচারের প্রতিবাদে দীর্ঘকাল আমরা মুক্তি বন্ধ করে রেখেছিলাম। যে কোনো লেখা প্রকাশের পূর্বে সরকারী প্রচার বিভাগকে সব কিছু লেখা দেখিয়ে প্রকাশ করতে হবে—জরুরী আইনের এই অদ্ভুত অন্যায় অংশটা এতদিনে তুলে নেওয়া হল। এবং তা' হল—নির্ব্বাচনে গণতান্ত্রিক এক পরিবেশ দেবার জন্য। সুতরাং এই জরুরী আইনের ঐ গ্লানিকর অংশটা উঠে গেল ব'লে, আমরা আজ আবার মুক্তি প্রকাশ করছি।

আমাদের জেলার জীবনে সপ্তাহে সপ্তাহে মুক্তির দেখা নেই—এই অভাবটা সারা জেলার মানুষ অবিরতই তীব্রভাবে অনুভব করেছেন। জেলার মানুষের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগের কথা,—অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ ও সংগ্রামের কথা—জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জনগণের সুচিন্তিত প্রস্তাব, পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা সমূহের কথা মুক্তি নিয়তই বলেছে। জেলার সেই জাগ্রত প্রহরীর মুখ বন্ধ - এই দুঃখ অবিরতই গভীর ক্ষোভের সঙ্গে জেলার মানুষ অনুভব করেছেন।

কিন্তু উপায় ছিল না। মুক্তি বন্ধ করার মধ্যেও ছিল এক অপরিহার্য সংগ্রামের প্রয়োজন। গ্লানিজনক, অপমানজনক অগণতান্ত্রিক আদেশের বিরুদ্ধে দিতে হয়েছিল প্রতিবাদের সংগ্রাম। আজ আবার মুক্তির প্রকাশের মধ্যেও রয়েছে আর এক সংগ্রামেরই আহ্বান। স্বাধীন জীবনকে, গণতান্ত্রিক জীবনকে তুচ্ছ খেলার জিনিষের মত, দীর্ঘকাল ধ'রে যে ভাবে দলিত মথিত করা হল এবং আজও হচ্ছে, যে ভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত, শোষিত করা হল এবং আজও হচ্ছে—মুক্তিকে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের লেখনী উদ্যত রাখতে হবে—যা মুক্তি তার জন্মকাল থেকে ক'রে এসেছে।

জেলার আপামর জনসাধারণ জানেন যে মুক্তি শুধু সংগ্রামই করেনি। মুক্তি অবিরত দেশের সামনে তুলে ধরেছে—জেলার তথা দেশের জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিবিধ পরিকল্পনা, বিবিধ প্রস্তাব, বিবিধ গঠনমূলক কর্ম্মধারা। মুক্তি এই প্রস্তাবসমূহ বরাবর রেখে গেছে জনগণের সামনে, শাসন শক্তির সামনে, বিরোধী দলগুলির সামনে এবং মুক্তির নির্দ্দেশ যাঁরা নিজেদের কর্ত্তব্যের মত অনুসরণ করেন তাদের সামনে। সারা দেশের লাঞ্ছিত, শোষিত, অনাদৃত, অবহেলিত মানবগোষ্ঠীর যে গঠন-জীবনের দিকটির ওপর মুক্তি বরাবর জোর দিয়ে এসেছে—আজও সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ মুক্তি তার সেই আগের দায়িত্ববোধের সঙ্গেই পালন করবে।

জেলার এবং জেলার বাইরের বহু মানুষের কাছ থেকে মুক্তি অকুণ্ঠ সহায়তা ও ভালবাসা পেয়ে এসেছে এবং মানুষের এই আন্তরিক সহৃদয়তা আমরা সব সময়ই উপলব্ধি ক'রে এসেছি এবং আজও তা উপলব্ধি করছি। অবাধ লেখার স্বাধীনতার ওপর থেকে ঐ অন্যায় আদেশ বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ আমাদের কাছে এসে বলেছেন—মুক্তির প্রকাশ শীঘ্রই আরম্ভ হোক।

মুক্তির জীবনে প্রকাশ বন্ধ হওয়ার ঘটনা আজ নতুন নয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম দিনে শাসনবলের আঘাতে মুক্তিকে বারম্বার বন্ধ হ'তে হয়েছে—মুক্তি প্রেসকে বারম্বার বাজেয়াপ্ত হতে হয়েছে—সে মুক্তির নির্ভীক সংগ্রামের জন্য। স্বাধীন জীবনেও আজও যে সেই স্বৈরশাসন ধারার অবসান হয়নি—মুক্তির প্রকাশ বন্ধের মধ্য দিয়েই তা নগ্নভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

যে সরকারী অন্যায়ের প্রতিবাদে মুক্তি বন্ধ হয়েছিল—আজ সেই [illegible]ন্যায় আইনকে নত হতে হল। পরিবর্ত্তিত এই পরিস্থিতি আসায় এবং [illegible]ণিত মানুষের আন্তরিক দাবী আসতে থাকায়, আমরা পুনরায় মুক্তি [illegible]শ শুরু করলাম। আমাদের আবার আজকের যাত্রার দিনে আশা [illegible] যে, মুক্তির সকল শুভানুধ্যায়ীর যে শুভেচ্ছা, প্রেম ও সহযোগিতা [illegible]রাবরই পেয়ে এসেছে, আজও তাঁদের সহৃদয় সেই শুভেচ্ছা, প্রেম ও [illegible]তা নিরবচ্ছিন্নভাবে পাবার সৌভাগ্য মুক্তি লাভ করবে।

এই নির্ব্বাচনের গুরুত্ব

বিগত ত্রিশ বৎসর ধ'রে কংগ্রেস একধারে যেমন অবাধ কুশাসনের রাজত্ব চালিয়ে গেছেন, তেমনি কংগ্রেস বিরোধী পক্ষও প্রতি নির্বাচনেই কংগ্রেসকে সরাবার চেষ্টা করে গেছেন। প্রতি নির্বাচনে তাঁদের দাবী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতই ছিল যে, কংগ্রেস হাতে শাসন নিয়ে কোনো সময়ই সারা দেশের বা জনগণের কোনো উন্নতিই করতে পারেন নি বা করেন নি। বরং বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে কংগ্রেস জনগণকে অবাধভাবে শোষণ ও পীড়ন ক'রে গেছেন এবং দেশের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সম্ভাবনাকে ভেঙে নষ্ট করেছেন। সুতরাং কংগ্রেসকে সরাতে হবে।

তাঁদের এই দাবী ন্যায়সঙ্গত হ'লেও, বিরোধী পক্ষ বরাবরই কোনো সুবিধে করতে পারেন নি। তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাঁদের সংগ্রামকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালনার গুরুত্ব উপলব্ধির অভাব, এবং দেশের মানুষকে সংকট বিষয়ে সচেতন করার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁদের উদাসীনতা ও দুর্বলতা সাফল্যের পথে বাধা হয়েছিল।

এইভাবে এতদিন নির্বাচনী সংগ্রাম চলছিল। কিন্তু এবারে বিগত কয়েক মাসের মধ্যে শাসনযন্ত্রের দিক থেকে ইতিহাসে বিরল যে অভাবিত অবিচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত করা হয়েছে—এবং তার আঘাতের মুখে বিরোধী দলগুলির মধ্যে অনেকাংশে আজ যে আত্মচেতনা হয়েছে—তার দৃষ্টিতে এবারের নির্ব্বাচন এক অপরিসীম গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে।

যে শাসন আজ গণতন্ত্র-বিরোধীরূপে, স্বৈরতন্ত্রের চরমরূপ নিয়ে, একনায়কত্বের অবাধ উপদ্রবকে বল্গাহীন ক'রে তুলেছে—সেই শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারতের জনগণ বা দেশের বিভিন্ন দল অনেক অভিযোগ তুলতে পারেন। কেউ বলতে পারেন যে, ভারতের ইতিহাসে শৃঙ্খলার নাম ক'রে এত সংখ্যক মানুষের স্বাধীনতার ওপর এত অন্যায় আঘাত আর করা হয়নি—যা বর্ত্তমান শাসন লক্ষাধিক মানুষের ওপর করেছে। কেউ বলতে পারেন একনায়কত্বের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সংবিধানকে পর্য্যন্ত যেভাবে পরিবর্তিত করা হয়েছে—তা' যেমন নগ্নরূপে অবৈধ ও অন্যায় তেমনি তা' বিশ্বে তুলনাহীন।

এই সব দাবীতে তাঁরা এই শাসনের অপসারণ অপরিহার্য্য বলতে পারেন। কিন্তু আমি আজ সাংবাদিক হিসাবে যে অভিযোগ এখানে উত্থাপন করছি—সেই অভিযোগ সকল অভিযোগকে ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের সামনে এক অদ্ভুত ইতিহাস রচনা করেছে। এবং শুধু মাত্র এই অভিযোগটির কথাই যদি ওঠে—তবে একমাত্র এই অপরাধের জন্যই কংগ্রেসী শাসনের একমুহূর্তও শাসনে থাকার অধিকার নেই।

সারা দেশের মানুষের আপন বক্তব্য প্রকাশ করার অধিকারকে দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তথা তাঁর কংগ্রেস যেভাবে সুদীর্ঘকাল ধ'রে নিরুদ্ধ, বিপর্য্যস্ত এবং লাঞ্ছিত করলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ কোথাও দেখেছেন বা শুনেছেন জানি না। ভারতের কোটি কোটি মানুষ যা লিখবে এবং প্রকাশ করবে—তার প্রত্যেকটি অক্ষর সরকারী কর্ম্মচারীকে দেখিয়ে নিতে হবে এবং সেই অফিসারের জ্ঞানমতে যা প্রকাশযোগ্য সেইটুকুই প্রকাশ করার অধিকার দেশের মানুষের থাকবে।

একটা স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক মানুষের ওপর এহেন "ইতিহাসে-অভূতপূর্ব্ব-জুলুম" যে হ'তে পারে—তা অপরিসীমরূপে বিস্ময়কর। কেউ বলতে পারেন যে ইতিহাসের সব ব্যাপারই কি তুমি জেনেছ? আমি সব ব্যাপার জানি না সত্য, কিন্তু কেউ আমাকে দেখিয়ে দিন যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মানুষের বক্তব্য প্রকাশ করার অধিকারের ওপর যে অত্যাচার করেছেন সেই অত্যাচার বিশ্বে আর কেউ কোথাও কোনো দিন করেছেন। আমার দৃঢ়তার সঙ্গে বলার এই আছে যে, অত্যন্ত গ্লানীকর পরাধীন জীবনেও যা আমরা কোনো দিন দেখিনি, যা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একটা বিশাল দেশের স্বাধীন জীবনে অত্যন্ত গ্লানীকর সেই অত্যাচার অনুষ্ঠিত করলেন। এর তুলনা কোথাও আছে কি?

মনে পড়ছে—ইংরেজের সঙ্গে স্বাধীনতার দাবীতে আমাদের দেশের ঘোরতর সংগ্রাম। সারা বিশ্বে যার বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত—যার ভয়ে পৃথিবী প্রকম্পিত—এহেন ইংরেজকে আমরা বিতাড়িত করতে

চাইলাম। আমাদের সারা ভারতের সংবাদপত্রগুলি তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করছে। বিপুল শক্তিসম্পন্ন ইংরেজ তখন অন্তরের প্রবল আক্রোশে বলতে পারতো—কোনো লেখা না দেখিয়ে বেরুবে না—আমার বিরুদ্ধে কোনো লেখা অনুমোদন করা হবে না।

কিন্তু ইংরেজের মত সেই সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক রাজশক্তিও সেদিন তা করল না। এত সংগ্রাম সত্ত্বেও ইংরেজ জনগণের বলবার, প্রকাশ করবার সমস্ত অধিকার অক্ষুন্ন রেখে দিল। এহেন বিদেশী রাজতান্ত্রিক শাসন শক্তিরও যে গণতান্ত্রিক বোধটুকু ছিল—একটা স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে তা বিন্দুমাত্র দেখা গেল না। শ্রীমতী ইন্দিরাজী মানুষের অধিকারের ওপর "ইতিহাসে বিরল" যে আঘাত হানলেন—তা শুধু এইজন্য যে তাঁর দমন, পীড়ন, শোষনের বিরুদ্ধে,—তাঁর বিবিধ অসংবিধানিক, অবৈধ কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে কারুর কোনো কিছু বলা চলবে না তার বিরুদ্ধে কারো দাঁড়ানো চলবে না।

একথা সত্য যে, রাজদ্রোহমূলক লেখা ও বলার জন্য ইংরেজ বহু দণ্ড বিধান করেছে। গান্ধীজী, তিলক প্রভৃতি দেশপ্রেমিক মহাপুরুষেরা সেদিন অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অভিযুক্ত, দণ্ডিত হলেন কী ক'রে—যদি বলার ও লেখার স্বাধীনতা ইংরেজ না দিত। বিদেশী ইংরেজও অধিকার দিয়েছিল যে, তোমরা যা খুশী লিখতে পারো—তবে আমার বিচারে যদি রাজদ্রোহমূলক হয়—তবে আমি সাজা দেব। ঐ অধিকার ছিল বলেই কবি নজরুলের মত বিদ্রোহী কবিরও অগ্নিবর্ষী ছন্দের উত্তাল প্রবাহ অবিরত বয়ে যেতে পেরেছিল!

কিন্তু আজ আমাদের স্বাধীন জীবনে সেই অধিকারও অপহরণ করা হোল—এতবড়ো অপমান ও আঘাত পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক জীবনে আসেনি। এহেন হুকুমও হোল যে, তুমি দেশের মহান মনীষী, জ্ঞানী, চিন্তাশীল হও না কেন—তোমার লেখাও—আমার ঐ প্রচার বিভাগের একটা সামান্য চাকুরে বিচার করবে—ঐ লেখা যোগ্য, কি অযোগ্য। এই "প্রি-সেনসরশিপের" নামে এমন জুলুম এবং বিস্ময়কর বহু ঘটনা ঘটেছে যে, গান্ধীজী ও দেশের বিগত মনীষীদের মহান লেখা সমূহের উদ্ধৃতিও প্রচার বিভাগের "ক্ষুদে মনীষীর" কলমে নাকচ হ'য়ে গেছে। দেশের প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি, সত্যের প্রতি, জ্ঞানের প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি এতবড় অপমান ও অত্যাচার পৃথিবীতে কোথাও কোনোদিন ঘটেনি।

শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সরকার ও দলবলের বিরুদ্ধে বলার সমস্ত পথ বন্ধ ক'রে দিয়ে, তিনি সংবাদ ও চিন্তা প্রকাশের সমস্ত আধারগুলিকে কুক্ষিগত ক'রে, অবাধে নিজেদের অন্যায় কাজের সমর্থনে ও একতরফা প্রচারে লাগালেন। তাঁদের স্তুতি ও বক্তব্য ছাড়া কোনো কিছু বেরুবেনা—তা মিথ্যা হোক, অপভাষণ হোক, বিদ্বেষমূলক হোক, সংবিধান বিরোধী হোক, দেশদ্রোহমূলক হোক—তার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলা চলবে না। গণতান্ত্রিক জীবনের কণ্ঠরুদ্ধ ক'রে, এতবড় অপকৌশলের ইতিহাসও পৃথিবীতে বিরল।

সেজন্য আমরা মনে করি—দেশের মানুষের যদি বুদ্ধিলোপ না হয়েছে, শিক্ষিত মানুষদের অন্তরে যদি শিক্ষার বিন্দুমাত্র আলো থেকে থাকে—তবে তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন—নির্বাচনে তাঁদের কর্ত্তব্য কি। শাসনের অন্যান্য অপরাধের কথা দূরে থাক—সাংবাদিক হিসাবে আমার বক্তব্য এই যে, মানুষের ভাব প্রকাশের অধিকারের ওপর যে আঘাত কংগ্রেস হেনেছে—ইতিহাসে বিরল সেই অন্যায় অপকীর্ত্তির জন্য কংগ্রেসের আশু অপসারণ প্রয়োজন।

ভারতরক্ষার লগুড় ও মুক্তির সংগ্রাম

সরকার দাবী করেছেন—বিগত ১লা জুলাই তারিখে তাঁরা মুক্তির সম্পাদকের কাছে এক সরকারী পত্র পাঠান যে মুক্তিতে যা কিছু বেরবে তা' প্রচার বিভাগের কর্ত্তাকে দেখিয়ে নিতে হবে এবং তাঁর অভিরুচিতে যতটুকু বার করার নির্দেশ থাকবে—তাই বার করতে হবে। এ আদেশ অগণতান্ত্রিক ও অসম্মানজনক ছিল। ঐ সময়ে ১লা শ্রাবণ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পুণ্য স্মরণ দিবস আগত দেখে, লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা মুক্তির সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি লেখা দেন—"১লা শ্রাবণের অশ্রুধারা"। ঐ লেখা প্রকাশিত হয় ১৪ই জুলাই, ২৯শে আষাঢ়। লেখাটি প্রকাশের পূর্বে সরকারী প্রচার বিভাগকে দেখিয়ে নেওয়া হল না। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আলোড়ন সৃষ্টি হয়—জনমানসে গভীর ছাপ পড়ে।

সরকার আতঙ্কিত হন—ঐ লেখাটির দ্বারা ভারতরক্ষার কাজ বিপন্ন হ'তে পারে! সেজন্য ১০।৮।৭৫ তারিখে ভারতরক্ষা আইনের ৪৩ (৫) ধারা বলে লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষকে এবং মুক্তির প্রকাশক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র অধিকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা কয়েকদিন কারাগারে থাকেন। স্থানীয় আইনজ্ঞেরা ঐ অভিযোগের বিরুদ্ধে মামলা করার পরামর্শ দেন। তখন ওঁদের দুজনকে জামিনে বের করা হয়।

মুক্তির সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তভূষণ দাশগুপ্তের নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল কিন্তু তিনি পুরুলিয়ায় ছিলেন না। ২৮।৮।৭৫ তারিখে তাঁর গ্রেপ্তার ও জামিন এক সঙ্গেই হয়।

জরুরী আইন—ভারতরক্ষা আইন তথা দেশের সমস্ত আইন ও সরকারী কাজকর্ম অত্যন্ত দ্রুত এবং জরুরী অবস্থার যোগ্যতা বহন ক'রে চলেছে—সরকারের এই দাবী। স্বয়ং ভারতরক্ষা আইনে ধৃত ব্যক্তিদের মামলা যে দ্রুততার সঙ্গে চলল এবং চলছে—তা হল এই যে, ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের মামলাটিতে ১৯ মাস ধ'রে দিন পড়তে পড়তে বিগত ৮।২।৭৭ তারিখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করা হয়েছে। চার্জ্জ ভারতরক্ষা আইনের ৪৩ (৫) এবং ৪৮ (৩) ধারা অনুসারে।

সংঘের পরিচালিকা ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে ৪৩ (৫) ধারা—তাঁরা ভারত বিপন্নকারী লেখা লিখেছেন ও প্রকাশ করেছেন এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে ৪৮ (৩) ধারা—তিনি প্রকাশের পূর্ব্বে লেখা দেখিয়ে নেন নি।

লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে এই দমনমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদ ক'রেছিলেন সংঘের কর্মীরা—মিসা ও ভারতরক্ষা আইনকে অমান্য ক'রে। সাত শত কর্মীর সেই অভিযান ভারতের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল—তার বিবরণ পরে প্রকাশ করছি।

মুক্তির ঐ মামলার দিন পড়েছে আবার—৪ঠা ও ৫ই মে।

লোকসেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠক

আসন্ন নির্বাচনে লোকসেবক সংঘের কর্মধারা কী হবে—সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শিল্পাশ্রমে লোকসেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠক হয়।

(১) ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আমেদের পরলোকগমনে সদস্যেরা দণ্ডায়মান হ'য়ে স্বর্গত রাষ্ট্রপতির প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা জানান।

(২) সাম্প্রতিককালে সংঘের যে কর্মীরা পরলোকগমন করেছেন—তাঁদের প্রতি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। স্বর্গত কর্মীদের নাম—

(১)	রাজেন মাহাত নিপানীয়া	(মানবাজার)	বয়স ৪০
(২)	পূর্ণচন্দ্র মাহাত জামবাদ	(পুঞ্চা)	বয়স ৭০
(৩)	জ্যোতিন্দ্রনাথ সিংহদেব গুড়ুর	(বান্দোয়ান)	বয়স ৬৮
(৪)	সনাতন মাহাত স্বপুড়ি	(বান্দোয়ান)	বয়স ৭৫
(৫)	গোবর্দ্ধন মাহাত চেরবনা	(বরাবাজার)	বয়স ৮৫
(৬)	নরেন্দ্রনাথ মাহাত মাঝিহিড়া	(মানবাজার)	বয়স ৫০

সংঘের এই ব্রতী নিষ্ঠাবান কর্মী যাঁরা বহু সংগ্রামে ও সংগঠনে ছিলেন—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁদের পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

(৩) নির্বাচন বিষয়ে পরিষদ বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—তা' মুক্তির এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

(৪) সংবাদপত্রে লেখা প্রকাশের পূর্বে সেন্সারের আদেশ উঠে যাওয়ায় পুনরায় শীঘ্র মুক্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুক্তির সম্পাদক ছিলেন শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত তিনি পরিষদে জানান যে, তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রের এবং গঠনক্ষেত্রের কাজের চাপের ফলে তাঁর পক্ষে মুক্তির সম্পাদক থাকা অসুবিধাজনক হচ্ছে। এই পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ায় পরিষদ স্থির করে অরুণচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক হবেন। মুক্তির প্রকাশক ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী—তিনিও পরিষদে স্বাস্থ্যের কারণে প্রকাশক থাকতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করায়, পরিষদে অপর এক কর্মীর নাম স্থির করা হয়। সম্পাদক পরিবর্ত্তনের ঘোষণার দিনে তিনি উপস্থিত হ'তে না পারায়, আপাততঃ সম্পাদককেই প্রকাশক, মুদ্রাকরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। পরিষদে প্রেসের সংগঠন বিষয়েও কর্মধারা গৃহীত হয়।

নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ

আসন্ন লোকসভার নির্বাচন উপলক্ষে নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী ধার্য্য হয়েছে। রাষ্ট্রপতি তাঁর ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন এবং মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীস্বামীনাথন সেই অনুযায়ী নির্বাচনী কার্য্যসূচী ধার্য্য করেছেন :—

মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ	১৭-২-৭৭
মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা (স্ক্রুটিনী)	১৮-২-৭৭
মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২১-২-৭৭
ভোট গ্রহণ	১৬ই মার্চ '৭৭
(সকাল ৭-৩০ থেকে বৈকাল ৪-৩০ পর্য্যন্ত)	
ভোট গণনা	২০-৩-৭৭
(রবীন্দ্রভবনে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে)	২১-৩-৭৭

ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ও ভোটার

সমগ্র পুরুলিয়া জেলার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১০১৩ পোলিং বুথ বা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা মাত্র ৯ লক্ষ ৫২ হাজার ১০৩; কিন্তু ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে ৩৪ পুরুলিয়া লোকসভা ও ৩৫ বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে পুরুলিয়া জেলার ৪টি বিধানসভা কেন্দ্র আছে।

৩৪ পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্র

ভোট গ্রহণ কেন্দ্র—৭৮৮

ভোটার সংখ্যা ৫,৮২,৭২৪

অন্তর্ভুক্ত বিধানসভা কেন্দ্র

২৩৩ বান্দোয়ান—বান্দোয়ান ব্লক ও মানবাজার ২নং ব্লকের বোরো।

২৩৪ মানবাজার—মানবাজার ১নং ও মানবাজার ২নং ও পুঞ্চা।

২৩৫ বলরামপুর—বলরামপুর ও বরাবাজার ব্লক।

২৩৬ আড়ষা—আড়ষা ও বাঘমুণ্ডী ব্লক

২৩৭ ঝালদা—ঝালদা ১নং ও ঝালদা ২নং ব্লক।

২৩৮ জয়পুর—জয়পুর, ঝালদা ২ ও পুরুলিয়া ২ এর অংশ বিশেষ

২৩৯ পুরুলিয়া—পুরুলিয়া ১, পুরুলিয়া ২ ও বরাবাজার ব্লকের কিছু অংশ

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে পুরুলিয়া জেলার ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের তথ্যাদি :—

ভোট গ্রহণ কেন্দ্র—২২৫

ভোটার সংখ্যা—৩,৬৯,৯৭৯

অন্তর্ভুক্ত বিধানসভা কেন্দ্র

২৪০ পাড়া—পাড়া ও রঘুনাথপুর ২নং এর অংশ

২৪১ রঘুনাথপুর—রঘুনাথপুর ১ ও ২নং এব নিতুড়িয়া ব্লক

২৪২ কাশীপুর—কাশীপুর ও সাঁতুড়ি ব্লক

২৪৩ হুড়া—হুড়া ও পুরুলিয়া ২নং ব্লকের অংশ

পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীগণ

৩৪ পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে নিম্নলিখিত প্রার্থীগণ মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন এবং স্ক্রুটিনী বা পরীক্ষায় উক্ত সকল মনোনয়ন পত্র সঠিক ধার্য্য হয়েছে। প্রার্থীদের নাম দেওয়া হোল :—

১। চিত্তরঞ্জন মাহাত—(ফরোয়ার্ড ব্লক)
২। পশুপতি মাহাত—(কংগ্রেস)
৩। জয়রাম মাঝি—(ঝাড়খণ্ড)
৪। অনিল মাহাত—(নির্দ্দলীয়)
৫। বিধানচন্দ্র মাহাত—(ঐ)
৬। কিষণলাল আগরওয়াল (ঐ)

কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠন তথা কংগ্রেস কর্মীরা বিশেষ ক্ষুব্ধ। জেলা কংগ্রেস কমিটি পুরুলিয়া কেন্দ্রের ও বাঁকুড়া কেন্দ্রের জন্য যে দুজন প্রার্থী মনোনীত করেছিলেন প্রাদেশিক তথা কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটী কোনটিই গ্রহণ করেন নি। এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় কংগ্রেসী মহলে নানা প্রকার গোষ্ঠী বা উপদলের সৃষ্টি হচ্ছে।

—)•(—

পরলোকে ৺কান্তিবিলাস মুখোপাধ্যায়

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটে পুরুলিয়ার সর্বজন-পরিচিত ডাক্তার ও রেডিওলজিষ্ট ৺কান্তিবিলাস মুখোপাধ্যায় ৬২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ হয়েছিলেন। সম্প্রতি কিছুদিন তিনি সুস্থ হয়ে উঠছিলেন এবং তাঁর এক্সরে ক্লিনিকে কাজও আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু এইগুলি যে তাঁর শেষ কাজ, তা বোঝা যায় নি। তিনি একমাত্র পুত্র, একমাত্র বিবাহিতা কন্যা ও বিধবা পত্নীকে রেখে গেছেন।

পুরুলিয়ার প্রখ্যাত ব্যবহারজীবি পরলোকগত ৺জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় সন্তান ছিলেন ৺কান্তিবিলাস। বন্ধুবৎসল ও দিলখোলা ব্যক্তি হিসাবে সকলের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা ছিল সুগভীর। নানান সামাজিক কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। জেলার রাজনৈতিক আন্দোলন ও কাজকর্মেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। ক্ষেত্র বিশেষে মতবিরোধ সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা অব্যাহত ছিল। আমরা তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সুগভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং পরলোকগত আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করছি।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী সফর

১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দৈনিক স্কুলের সামনের ময়দানে বেলা ২ টার সময় ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি আজই শান্তিনিকেতন থেকে কাটোয়া হ'য়ে হেলিকোপ্টারে পুরুলিয়া আসেন। তিনি মিনিট কয়েকের জন্য ভাষণ দিয়ে চলে যান। কংগ্রেসের পক্ষে তাঁর এই নির্ব্বাচনী সফর। আগামী সংখ্যায় তাঁর জনসভার ও পুরুলিয়া সফরের সংবাদ দেওয়া হবে।

লোকসেবক সংঘের কর্ম্মী মিসায় আটক

লোকসেবক সংঘের কর্মী, বরাবাজার থানার পলমা গ্রামের অধিবাসী শ্রীরজনী মাহাত ও শ্রীহেম মাহাত বৎসরাধিক কাল মিসায় আটক আছেন। পুলিশের অভিযোগ ছিল—কোনো ডাকাতির ব্যাপারে তাঁরা জড়িত। যে গ্রামে যাঁদের বাড়ীতে ডাকাতির ঘটনা আরোপ করা হয় তাঁদের পক্ষ থেকে ঐ অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। ঐ সব গ্রামাঞ্চলের বহু ব্যক্তি স্বাক্ষর ক'রে সরকারকে জানান যে, ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ধৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, যদি অভিযোগ থাকে, তবে সাধারণ দণ্ডবিধি আইনে বিচার হোক। কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়; কারণ তা না হলে তাঁদের আটক রাখা সম্ভব নয়। আজও পর্য্যন্ত এই অন্যায় আটক তথা সরকারের গর্হিত কাজ অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের মিসা থেকে আজও মুক্তি দেওয়া হয়নি: লোকসেবক সংঘের ঐ কর্মীদের জন্য স্থানীয় পুলিশ থানার অফিসারদের বিবিধ অন্যায় কাজের বাধা হচ্ছিল বলে ভারতরক্ষার নামে ওদের মিসায় আটক করা হয়েছে।

গরীবি হটানোর নমুনা?

পুরুলিয়ার কাছারি এলাকায় ফাঁকা মাঠে কিছু লোক গেঞ্জি, জামা ও প্রয়োজনের টুকিটাকি জিনিষ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁরা কোন দোকান তৈরী করেন নি। হঠাৎ কি কারণে জানি না, পুলিশ এঁদের উচ্ছেদ করল। অথচ সদর রাস্তায় ও কয়েকটি ব্যস্ত রাস্তায় বড়লোক ব্যবসায়ীদের বেপরোয়া রাস্তা দখল পুলিশ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চোখবুজে সহ্য করছেন। সদর থানার নাকের ডগায় কয়েকটি দোকান তো রাস্তার ওপর এগিয়ে আসছে। রাস্তাকে ডিপো, গ্যারেজ ও মেরামতী কারখানা হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে কি হকারদের একমাত্র অপরাধ, তারা গরীব?

"শারীর শিক্ষকের স্থায়ী পদে শারীর শিক্ষায় সার্টিফিকেট অথবা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক এবং কর্ম-শিক্ষা শিক্ষকের অস্থায়ী পদে (Deputation Vacancy) একজন পি-জি-বি-টি অথবা আর্ট ও ক্রাফ্‌টে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষক আবশ্যক। বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন করুন।

সম্পাদক,
নডিহা হাই স্কুল,
পোঃ নডিহা, জিলা পুরুলিয়া।

॥ নির্ব্বাচনী ধীর বাচন ॥

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা ঃ

পূর্ণকুম্ভে স্নান সেরে সাধুসমাজের আশীর্বাদ নিয়ে এবং তাঁদের কারুর কারুর শ্রীমুখ থেকে বিশদকার প্রশস্তি ঘোষণা করিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী হঠাৎ ১৮ই জানুয়ারী ভারতের লোকসভার দফা রফা করে নির্ব্বাচন ঘোষণা করলেন। আশা ছিল, জরুরী অবস্থার পীড়নদমনে মুহ্যমান অপ্রস্তুত বিরোধীদলগুলিকে হতবাক করে দিয়ে নির্ব্বাচনে তিনি হাত-ছুটোকে আরও শক্ত করে নিয়ে গদ্দীনশীন হবেন। কিন্তু বিরোধীরা হতবাক তো হলই না, বরং ত্বরিতগতিতে একমত হয়ে দাঁড়ালেন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। সারা দেশে রব উঠলো, ভোট ভাগ নয়, সরাসরি লড়াই হোক—কংগ্রেস হারবেই। সারাদেশ দাবী করল জরুরী অবস্থার অবসান, বন্দীমুক্তি, আর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ।

ভাঙন সুরু :

১লা ফেব্রুয়ারী একই অনুরোধ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে হাজির হলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী এবং প্রবীন ও প্রভাবশালী কংগ্রেসনেতা শ্রীজগজীবন রাম। অনুরোধ উপেক্ষিত হল। ২রা, সকাল ১০টায় দল ও মন্ত্রীসভা থেকে শ্রীরাম পদত্যাগ করলেন সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহেমবতী নন্দন বহুগুণা, উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীকে, আর, গণেশ, বিহারের এম, পি, শ্রীদ্বারিকানাথ তেওয়ারী, এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীরামমঙ্গল পাণ্ডে। এ ছাড়াও ৬ জন প্রাক্তন মন্ত্রী, এম, এল, এ, এম, এল, সি ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা শ্রীরামের 'কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী' দলে যোগ দিয়েছেন। শ্রীরাম সহ এঁদের সকলের অভিমত এই যে শ্রীমতী গান্ধী মহাত্মাজী প্রদর্শিত পথে দেশের গণতান্ত্রিক বিকাশসাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও গণতন্ত্রকেই ধ্বংস করার আয়োজন করেন। সমস্ত ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র, ভয় দেখানো এবং মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতাদের অপসারনের কাজ নির্মমভাবে চালিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী। এই স্বৈরশাসনের গতিরোধ করে প্রকৃত গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটানোই এঁদের নূতন দলগঠনের উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ও শ্রীসুবোধ হাঁসদা (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী ও রাজ্যকংগ্রেসের সহ-সভাপতি) প্রমুখ বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা ও কর্মী এই নূতন দলে যোগ দিয়েছেন এবং প্রায় প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিছু না কিছু কংগ্রেসী এতে যোগ দিচ্ছেন।

কংগ্রেস বিরোধী জোট ঃ

শ্রীজগজীবন রামের নেতৃত্বে গণতন্ত্রী কংগ্রেস, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ও শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের সভাপতিত্বে সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, সমাজতন্ত্রী দল ও ভারতীয় লোকদলের সমন্বয়ে জনতা পার্টি এবং সি, পি, আই (এম), আর, এস, পি, ফরোয়ার্ড ব্লক; বিপ্লবী বাঙলাকংগ্রেস প্রমুখ ৬টি বামপন্থী দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছেন। সারা ভারতে গণতন্ত্রী কংগ্রেস, জনতাপার্টি ও বামপন্থী জোটের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেছে। দিল্লীর রামলীলা ময়দানে, কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে ও অন্যান্য জায়গায় জনতাপার্টি, গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও বামপন্থী জোটের যে ক'টি জনসভা হয়েছে সর্ব্বত্রই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, বন্দীমুক্তি ও অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রবল দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

বিরোধীপক্ষে বিজয়লক্ষ্মী ঃ

কংগ্রেস বিরোধী শিবিরের গণতান্ত্রিক দাবীকে আরও উজ্জল ও লক্ষ্যণীয় করে তুলেছে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না বর্ষিয়সী মহিলা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বিরোধীরূপে আবির্ভাব। তিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও জনতাপার্টির পক্ষে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে নামবেন। ভারতের চিরন্তন গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধকে শাসক কংগ্রেসের উন্মত্ততার হাত থেকে রক্ষা করার কর্তব্য-বোধে তিনি দীর্ঘ ৭ বছর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী পরিচালিত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে।

সি, পি-আইয়ের ভূমিকা ঃ

এবারকার নির্ব্বাচনী আসরে সর্বাঙ্গীন ভিগবাজির খেলা দেখিয়েছেন সি, পি, আই দল। তাঁরা একহাতে ফুলের তোড়া এগিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামের সামনে অপর হাতে সওদা করেছেন শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে। বামপন্থীরা যাই বলুন, এঁরা কিন্তু দক্ষিণপন্থী নন। এঁদের ডান নেই, বাঁ নেই, উল্টো নেই, সোজা নেই, এপিঠ-ওপিঠ নেই—এঁরা সবদিকে সমান - এঁরা ক্লীবপন্থী! এবারকার নির্বাচনী ধাক্কায় দল যাতে কংগ্রেসের মতোই ভেঙ্গে না পড়ে, তাই এঁরা একই সঙ্গে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' ও 'গণতন্ত্র কাঁচাও', এই দুই শক্তিকেই তোয়াজ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দলের প্রাদেশিক ও জেলাস্তরের সকল কর্মীকে কি এতেও ভোলান যাবে? পদগোনি এলেও না হয় পরামর্শ পাওয়া যেত।

শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিক্রিয়া ঃ

শ্রীজগজীবন রামের উদ্যোগ একদিকে যেমন সি, পি, আইয়ের মধ্যে সংকট এনে দিয়েছে আরেকদিকে তেমনি শ্রীমতী গান্ধীরও মানসিক ভার-সাম্যকে বিপর্য্যস্ত করে দিয়েছে। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী গান্ধী এক তথাকথিত শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীমান সঞ্জয়কে প্রশংসাপত্র দিয়ে বলেছেন যে তাঁদের পরিবারের মতো এমন দেশসেবা এবং ত্যাগ-স্বীকার ভূভারতে আর কেউ করেনি এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েও গৃহহীন—বাসগৃহটিও তিনি দান করে দিয়েছেন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে না ফেললে শ্রীমতী গান্ধীর পর্য্যায়ের কোন জননেত্রী এমন কথা কখনও বলতে পারেন না। কারণ তিনি অবশ্যই জানেন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিদ্যা-সাগর, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ ও মহিয়সী বঙ্গবালা দেবীর কথা বাদ দিলেও দেশে হাজার হাজার নাম-না জানা পরিবার আছেন, যাঁরা দেশের ও দশের জন্য সর্বস্বপণ করে গেছেন। তাঁদের সন্তানসন্ততিরা বিলেতে মানুষ না হলেও তাঁদের ত্যাগের মহিমা কারুর চেয়ে কম নয়। নেতাজীর গোটা জীবনটাই দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত। সেই নেতাজীর ডাকে বর্মায় ও রেঙ্গুনে যে সব ভারতীয়রা দেশের মুক্তি সংগ্রামে সর্বস্ব দান করে ফকিরী বরণ করেছিলেন এবং বৃদ্ধা ভিক্ষুণী তাঁর যথাসর্বস্ব একটি টাকা তুলে দিয়েছিলেন নেতাজীর হাতে সে দানের তুলনা কোথায়? আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত জেলাতেও ঋষি নিবারণ চন্দ্র, সর্বত্যাগী অতুল চন্দ্র এবং তাঁদের অনুগামী অজস্র সাধারণ কর্মীরও ত্যাগের উজ্জ্বল ইতিহাস আছে। গদীর মোহ তাঁদের ছিল না। ত্যাগের এই মহিমা শ্রীমতী গান্ধী বুঝতে পারবেন না। কারণ সে সংগ্রামের নজির তাঁর নিজের জীবনে নেই। অথবা তিনি সে সব ইতিহাস ভুলতে চাইছেন। ভুলুন, ক্ষতি নেই, কিন্তু সমগ্র জাতিকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না!

গণতন্ত্র কোথায়?

শ্রীমতী গান্ধী যখন নিজেকে গণতন্ত্রের ধাত্রী বলে প্রচার করছেন, সেই সময়েই সুপ্রীম কোর্টের বার লাইব্রেরী হলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বসর্ত্ত' আলোচনার্থে অনুষ্ঠিতব্য আইনজীবি সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়া হল অনুমতি না দিয়ে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আইন-জীবিরা এসে দেখলেন, হলের দরজায় তালা ঝুলছে এবং পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। জরুরী অবস্থার চোখরাঙানি কায়েম রেখে গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের অসারতা শাসক কংগ্রেসের মনোনয়নপ্রাপ্ত সদস্যদেরও অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি আচার্য্য কৃপালনি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মনোনয়নপ্রাপ্ত কংগ্রেস সদস্য শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিও, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে জরুরী অবস্থার অবসান ঘটাতে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, নির্বাচনের সময়েও জরুরী অবস্থা বজায় রাখার সপক্ষে উপযুক্ত কোন যুক্তি ভোটারদের বোঝাবার মতো নেই। তা না থাক, শ্রীমতী গান্ধী যতদিন না বুঝছেন যে কেবল জরুরী অবস্থার জোরেই দলের ঐক্য বজায় রাখা যায় না, জরুরী অবস্থা বোধহয় ততদিন থাকবেই। জরুরী অবস্থা মানেই কতকগুলি দমনমূলক ক্ষমতা প্রয়োগের অবাধ অধিকার। কোন স্বৈরাচারী শাসকই সে অধিকার সহজে ছাড়তে চায় না।

শ্রীমতী গান্ধীর ব্যুমেরাং ঃ

হনুমানের লেজে আগুন দিয়ে রাবণ সোনার লঙ্কা পুড়তে দেখে-ছিলেন। হঠাৎ নির্বাচন ঘোষণা করে শ্রীমতী গান্ধীও তেমন বেকায়দায় পড়লেন। সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে তিনি বাধ্য হলেন এবং বাধ্য হলেন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে। ফলে গণতন্ত্রের নামে তিনি যে হাজার হাজার মানুষকে জেলে পুরে রেখেছিলেন, সমস্ত দেশ তা জানল। কংগ্রেস যে ভেতরে ভেতরে কতখানি দুর্বল ও বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে, সেটাও জানা গেল নির্বাচন ঘোষণার ফলেই। দল এত ঐক্যবদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক যে, অধিকাংশ রাজ্যই প্রার্থীতালিকা তৈরী করতে পারল না—সবই সমর্পিত হল দলীয় সভাপতির কাছে নয়, শ্রীমতী গান্ধীর কর-কমলে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবড়ুয়া একবার গদগদ হয়ে ঘোষণা করে-ছিলেন, 'ইন্দিরাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা।' নির্বাচন ঘোষণার পর দেখা গেল, 'ইন্দিরাই কংগ্রেস, 'কংগ্রেসই ইন্দিরা', এবং বড়ুয়ারা আছেন এই ধ্বনিটুকু দেবার জন্য!

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৭ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা | সোমবার, ১লা আগষ্ট ১৯৭৭ ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

প্রবঞ্চনায় শোষণেতে
অসম্মানে অনাদরে—
দেশের যত শক্তি আশা
আজকে পথের ধুলার পরে।
• • •
কোটি কোটি বাইরে রবে?
টিকবে কিসে এই সমাজ?
জাতির নবীন আবাহনে
গর্জ্জে উঠুক গণরাজ॥

দারিদ্র্য ও বেকারী নিবারণে কৃষি ও পল্লীশিল্পের ভূমিকা

বিশাল উদ্যোগের লক্ষ্যে জনতা সরকারের প্রস্তাব ঃ রাজ্যে রাজ্যে আয়োজন

দেশের ভয়াবহ দারিদ্র ও নিদারুণ বেকারী দূর করতে উন্নত কৃষিকর্ম ধারা ও ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আজ যে মহান ভূমিকা রয়েছে—তা আজ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা গভীরভাবে উপলব্ধ এবং স্বীকৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশাল অর্থের পরিমাণ এই উদ্যোগে লাগাবার জন্য স্থির করেছেন। সরকারী ব্যবস্থা ধারার মাধ্যমে ছাড়াও ভারতের খাদী কমিশনকে সরকার অজস্র টাকা দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। খাদী ও কুটির শিল্পের জন্য।

জনতা সরকার এই সুদৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছেন যে, দশ বছরের মধ্যে তাঁরা সারাদেশের বেকারী দূর করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের তথা কৃষি উন্নয়নের বিশেষ উপযোগিতা স্বীকার করেছেন এবং এ বিষয়ে ব্যাপক কর্মধারা গ্রহণের আয়োজন করছেন।

চারিদিকে এই যে সব বিশাল কর্ম উদ্যোগের প্রস্তাব হচ্ছে—তার সর্ব্বাঙ্গীণ সুযোগ এই জেলার জনগণকে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ নিজেরাই করবেন বলে আমাদের নিশ্চিন্ত বা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা চলবে না। তারা তো নিজেদের কাজ করবেনই। তবে তার সঙ্গে আমাদের দিক থেকে অবিরত লক্ষ্য রাখা যোগাযোগ করা—পরিকল্পনা করা, দাবী করা ও বিশেষ উদ্যোগ সহকারে চেষ্টা করার গভীর সার্থকতা রয়েছে। এজন্য এই জেলার দলগুলিকে এবং জন-প্রতিনিধিদের আজ গভীরভাবে অবিলম্বে সচেষ্ট হতে হবে। এ সম্পর্কে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য জেলার সাংবাদিকদেরও আজ বিশেষ উদ্যোগ নেবার প্রয়োজন হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলা চিরবঞ্চিত এবং নিদারুণভাবে দরিদ্র। এই জেলার দুষ্কর কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত উপযোগী হবে। এই জেলার অগ্রণী ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ সকলে আজ এ বিষয়ে সক্রিয় এবং সজাগ হবেন বলে আশা করি।

মূল্যবৃদ্ধির সংকট ও সমাজ বিরোধীদের ষড়যন্ত্র

দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীদের আসন্ন বৈঠক

৩০শে জুলাইয়ের সংবাদ : কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে ভারতের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা আগামীকাল ৩১শে জুলাই দিল্লীতে সমবেত হচ্ছেন—সকলে একযোগে পন্থা নির্দ্ধারণ করবেন—ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সংকট নিবারণে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের উপযুক্তভাবে সায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে।

জনতা পার্টি শাসনে বসবার পর সারা দেশের মানুষ আশা করে-ছিলেন—অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি রোধ হবে এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু জনতা সরকার লক্ষ্য করছেন যে, অসাধু ব্যবসায়ীরা বা বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠী সরকার ও জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না—উত্তরোত্তর তাঁরা পরিস্থিতি খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রাজ্যে রাজ্যে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পরও দেশের মানুষ বিশেষ আশা করেছিলেন যে, মূল্যবৃদ্ধি নামিয়ে এনে বাজার ব্যবস্থা এরপর ঠিকভাবে রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ী-দের বহু দীর্ঘকালের বেড়াজাল সৃষ্টি করা আছে। তাঁরা সুচার দিন দেখে শুনে পুনরায় বিপুল উদ্যোগে পুরোপো কর্মধারা গ্রহণ করেছেন।

এই সব সমাজ-বিরোধীদের সায়েস্তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই সব ক্ষেত্রে মিসা প্রয়োগের কথা ভাবছেন। অনেকে মনে করছেন—মিসা প্রয়োগ সমীচীন বা প্রয়োজন হবে না। কারণ দুষ্কৃতিকারীদের ঠেকাবার জন্যে সাধারণ আইনই কার্যাকরী ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের ফলাফল কী দাঁড়ায় দেখ-বার জন্য লোকে আগ্রহান্বিত হয়ে রয়েছেন।

মুক্তি

১লা আগষ্ট ১৯৭৭, সোমবার

দুর্নীতির উৎস সন্ধানে

ভারতের সমাজীবনে সর্ব্বত্র আজ দুর্নীতির প্রকোপ প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে। তার জন্যে বহু চিন্তাশীল মানুষকেই যে আজ শুধু চিন্তিত ক'রে তুলেছে—তা নয়। দুর্নীতির দিগন্ত বিস্তারী স্রোতে ভারতের কোটি কোটি মানুষ আজ উৎপীড়িত, প্রবঞ্চিত ও শোষিত। এই দুর্নীতির জন্যই ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অধিকার আজ বিপন্ন; ভারতবর্ষের অগ্রগতিও আজ অত্যন্ত ভয়াবহ ভাবে ব্যাহত।

বহু যুগের সমাজজীবন অনুধাবন ক'রে বোঝা গেছে যে, সমাজে দুর্নীতি অবশ্যই থাকবে। আপাততঃ সামনের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে দুর্নীতি মুক্ত সমাজ দেখার সম্ভাবনা নেই। তা যদি নাও হয়; ক্ষতি নেই—যদি দুর্নীতিটা একটা বিশেষ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সেই বিশেষ সীমাটা কী দেখা যাক।

সারা দেশে নিয়ত এখানে ও ওখানে সব সময়েই কিছু অশিক্ষিত, অত্যন্ত অনগ্রসর সাধারণ মানুষ বা শিশু, বালক, কিশোরেরা মাঝে মাঝে একটা আধটা উত্তেজনা বা আবেগের মুহূর্তে দুর্নীতি করে ফেলবে—এটা আপাততঃ স্বাভাবিক। আর অবিরত দুর্নীতি করবে তারাই—যারা জন্ম-অপরাধ প্রবণ। যারা অপরাধ না ক'রে পারেনা।

মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞেরা বলছেন—ঐ রকম অপরাধ প্রবণতা হচ্ছে এক ধরণের মানসিক রোগ। সেজন্য তাঁরা বলেছেন—জেলখানাগুলোকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করো। কিন্তু দেখা গেছে, যুগ যুগান্তর ধ'রে মানব সমাজ এই সব লোকেদের জন্য সর্বদা শাস্তির ভয় দেখিয়ে আসছে—কঠোর শাস্তি দিয়েছে—গারদ দেওয়া শক্তপোক্ত জেলখানা তৈরী ক'রে ডাণ্ডাধারীর পাহারা বসিয়েছে।

মাঝে মাঝে অবস্থা চক্রে প'ড়ে হঠাৎ দুর্নীতি করার ঐ সব লোকেদের জন্য সমাজসেবীরা—সমাজ শিক্ষকেরা বহু উপদেশ বাণী, বহু নীতি কথা বিলিয়ে এসেছেন। তার জন্য কতো কথা, কাহিনী, পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতির জ্ঞান-ভাণ্ডারে রচিত ও সঞ্চিত হয়েছে। আর জন্ম-অপরাধীদের প্রতি পাহারা দেওয়ার বা শায়েস্তা করার জন্যে, তদারককারী—ব্যবস্থাকারী রূপে সমাজে এক বিশালবাহিনী নিযুক্ত হয়েছেন—যাঁদের আমরা বলি—শাসক সম্প্রদায়—বিচারক সম্প্রদায়—পুলিস সম্প্রদায় ইত্যাদি।

এই দুটো দিক অর্থাৎ একদিকে সামলাবার বাহিনী অপরদিকে সমাজকে বেসামাল করার বাহিনী—বরাবর পৃথকভাবে নিজ নিজ সীমার মধ্যে চলবার কথা। ইতিহাস তাই আশা করে।

কিন্তু যদি জাতির দুর্ভাগ্যক্রমে এই সীমারেখা লুপ্ত হতে থাকে—অর্থাৎ যারা সামলাবার বাহিনী তাদের মধ্যে যদি অপরাধ প্রবণেরা আসন পেতে থাকে—তবে সমাজ-জীবনের অবস্থা ভয়াবহ হ'য়ে পড়বে—তা আর বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে কি?

আজ শুধু এই সীমারেখাই ভেঙ্গে গেছে তা নয়—অর্থাৎ জন্ম-অপরাধীরাই অনুপ্রবেশ ক'রে সামলাবার বাহিনীদের অনেকের আসন দখল ক'রে ফেলেছে তাইই কেবল সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে জন্ম-অপরাধীদের অনুপ্রবেশের ফলে, তাদের ছোঁয়াচে যেন—তাদের হাওয়া লেগে যেন—সামলাবার বাহিনীকে আজ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত ক'রে, দেশের বিশাল সাধারণ মানুষের মধ্যেও ঐ জন্ম-অপরাধকারীদের ভয়াবহ রোগ দুরারোগ্যভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তার ফল আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে দেখুন।

আজ দেশের সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে পড়েছে যে, কেরানীর আসনে বসলেই, আগন্তুক দেখলে বেঁকিয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিতে হয়; পুলিসের উর্দ্দীপেটি পরলেই বুঝি আড়ালে ডানহাতে ব্যাটনের গুতো দেখিয়ে বাঁ হাতে বেসরকারী কর আদায় করতে হয়; প্রতিনিধিত্বের পদ অলঙ্কৃত করলেই বুঝি বা পাইয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে, আপন যোগ্যতার বিনিময়ে মোটা পাওনা আদায় ক'রে ছাড়তে হয়; রাজসিংহাসনে উজীর ওমরাহরূপে একবার বসতে পারলে, পুকুর চুরি তো এ লাইনে নিতান্ত ছোট কথা—সমুদ্র লুঠ হ'তে থাকবে, আর ঐ সিংহাসনরক্ষের জবরদস্ত সিংহ-থাবায় মেদিনী প্রকম্পিত হতে থাকবে—এবং সেই একবার লব্ধ সিংহাসনটি কায়েম রাখার জন্য, দুনিয়াতে এহেন কর্ম নেই যা করা হবে না বা দুনিয়াতে এহেন কর্ম করা হবে—যা বিধাতা ঠাকুরেরও কল্পনার মধ্যে উদয় হওয়া সাধ্য ছিল না।

সমাজে সামলাবার মানুষেরা এবং সমাজকে বেসামাল করবার মানুষেরা যদি এইভাবে হরিহর আত্মা হ'য়ে যান—তবে দুর্নীতির প্রতিকারের জন্য মানুষ আবেদন জানাবে কার কাছে?

তবু অবস্থা যখন এহেন সংকটাপন্ন এবং হতাশাপূর্ণ—তখনও সমাজের একদল মানুষ দেশে দেশে পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে লড়াই দিয়ে যায়। ভারতবর্ষেও আজ সেই লড়াই দেওয়া হল—সাফল্যের সঙ্গেই। এটাতো অনেক উঁচু আসনে পরিবর্তনের ব্যাপার। কিন্তু এরপর প্রশ্ন এই যে, দলের অগ্রগণ্য মানুষেরা যদিই বা সকলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন—কিন্তু কাদের নিয়ে তাঁরা কাজ চালাবেন? তাঁদের ডান হাত ও বাঁ হাতের ভরসা যে দুটি বাহিনী—পুলিস বাহিনী ও আমলাবাহিনী সেই দুটিই তো এখন বিশাল দুর্নীতির বাহিনীতে পরিণত।

সেজন্য লোকে চিন্তিত যে, তাহলে উপায়টা কী? এই চিন্তার সঙ্গে লোকে আরো চিন্তিত যে, এই দুর্নীতির কারণ সমূহ কী এবং সেই কারণ বিদূরিত করার পথ রয়েছে কী।

দুর্নীতির কারণ এবং প্রতিকারের পথ নির্ণয়ের চেষ্টার সঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে যে, সমাজে যেমন দুর্নীতির বীজাঙ্কুর ছড়াবার জন্য জন্ম-অপরাধীরা সংসারে আসে নিতান্তই অবধারিতরূপে, তেমনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই দেবার জন্য, সমাজে সব সময় অবধারিতরূপে আসেন জন্ম-লড়ুয়ের দলেরাও। দুর্নীতি যতই প্রবল হোক—লড়াই দিতে হবে এই হচ্ছে সমাজ বিধানের আভ্যন্তরীন কথা। সেই লড়াই সার্থক হবে কীভাবে সেটাই হচ্ছে বড়ো কথা।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই লড়াইকে সার্থক করে তোলার পথে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমাজকে সামলাবার মানুষের কর্ম গণ্ডীর ভেতর যেন সমাজকে বেসামাল করবার মানুষেরা অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

কেন্দ্রে আজ নতুন সরকার। রাজ্যে রাজ্যে আজ নতুন সরকার। এঁরা সবাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সার্থক লড়াই দিয়ে ক্ষমতার আসনে ব'সে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই দেবার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। সমাজকে সামলাবার দলে আজ এঁরা শক্তিশালী অধিনায়ক। এঁদের সকলেরই দলবল বহু।

এঁরা আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই দেবার আয়োজনে, নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন যে, এই সংগ্রামের প্রথম ধাপ হবে—প্রত্যেকের নিজের দলের মধ্যে দুর্নীতির অনুপ্রবেশকে সমূলে উৎপাটিত করা। ঐ সব দল নিশ্চয়ই একথাও স্বীকার করেছেন যে, দুর্নীতি দমনের এই সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা না হলে, দুর্নীতি দমনের সমস্ত পরিকল্পনাই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দুর্নীতি দমন পরিকল্পনার প্রথম ধাপের কথা আজ বললাম। এরপর ঐ দলগুলি ঐভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে জাতির জীবনে পরিব্যাপ্ত দুর্নীতির বিশাল ক্ষেত্রকে কীভাবে প্রতিহত করবেন—সে বিষয়ের আলোচনা বারান্তরে করব। এ বিষয়ে বিভিন্ন জনের চিন্তাপূর্ণ অভিমত জানতে পারলে উপকৃত ও বাধিত হবো।

কুষ্ঠ চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মনোজ্ঞ লোচনা

গত ১৫ই জুলাই ঝালদার লেপ্রসি মিশনের লেপ্রসি ফিল্ড রিসার্চ ইউনিট ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য অধিকারের উদ্যোগে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। রিসার্চ ইউনিটের ডাঃ বি, আর, চ্যাটার্জ্জী ও অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানটিকে সফল ও সুন্দর করার জন্য যে পরিশ্রম ও প্রযত্ন স্বীকার করেন, তা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে।

পঃ বং সরকারের জনস্বাস্থ্য অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ জে, নাথ যথাসময়ে পৌঁছাতে না পারায় পুরুলিয়া লেপ্রসি মিশনের রেভারেণ্ড বিশপ হান্স্ আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন এবং মেদিনীপুর জেলার মেজর জেনারেল ডাঃ এ, কে গুপ্ত সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ডাঃ জে,

(৪র্থ পাতায়)

চিঠি-পত্র

আড়শা থানার কুমির গ্রামের একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনা

এই পত্র মুক্তিতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

গত ২৫।৬।৭৫ তারিখে সকাল ৬টায় সময় কুমিরডিহা গ্রামের সুশীলা মাহাতান গ্রামের আত্মীয় ফণী মাহাত ও নরেন মাহাতোর সঙ্গে হেঁসলা গ্রামের দিকে যায়। কিছুদিন পর শোনা যায় তার নামিত সমস্ত জমি উল্লিখিত দুইজন এবং শ্রীঅনিল মাহাত পুরুলিয়া রেজিষ্ট্রী অফিসে অন্য কোনো এক মহিলার দ্বারা গত ১৩।৬।৭৫ তারিখে ৭৩৬৪ এবং ৭৩৬৫ নং দলিল মূলে রেজিষ্ট্রী করিয়া লইয়াছে। সুশীলা মাহাতান নিঃসন্তান, তার ভাসুরের ছেলে শ্রীকানাই মাহাত জমিগুলি চাষ আবাদ করিত, যখন সে বীজ ফেলে তখন জাল কোবালা খরিদ্দারেরা কোনো আপত্তি করে নাই পরে ধান রোপনের সময় আপত্তি করে এবং বলে তাহারা খরিদ করিয়াছে। অগত্যা কোনো উপায় না দেখিয়া কানাই মাহাত গ্রামের আত্মীয় আয়ু মাহাতোর কাছে পরামর্শ লইতে যায় এবং ইহার সত্যতা যাচাই করার জন্য গত ২০।৭।৭৫ তারিখে রেজিষ্ট্রি কৃত দলিলগুলির Certified copy বাহির করা হয়। এই দলিলগুলি বাহির করায় কানাই মাহাত তাহার খুড়ির সন্ধান করিতে থাকে, কিন্তু কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। দলিলগুলি বাহির করার পরামর্শ দেওয়ার জন্য ফণী মাহাত, নরেন মাহাত এবং অনিল মাহাতোর আক্রোশ হয়। তাহারা আয়ু মাহাতোর প্রাণ নাশের চেষ্টা করিতে থাকে। গত ৩০।৭।৭৫ তারিখে রাত্রে তার বাড়িতে ডাকাতি করাইয়া দেয় এবং সর্ব্বস্ব লইয়া একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয় কিন্তু প্রাণে মারিতে পারে নাই। থানাতে ৩১।৭।৭৫ তাং-এ ডাইরী করা হয় কিন্তু কোনো লোকের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, কারণ লোকগুলি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির। গ্রামের লোকেরা অল্প বিস্তর সকলেই এই ঘটনা জানতো। কাছাকাছি ছোটো ছোটো গ্রামগুলি ইহাদের অত্যাচারে কুমিরডিহা একত্রিত হইয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া কেহই নাম বলিতে নারাজ। পুলিশের কাছে অনেকেই বলিল যে ডাকাতির সময় গোলমাল শুনিয়া রক্ষা করিতে যাওয়ার সময় নরেন মাহাত এবং তাহার দাদা পরেশ মাহাত নিষেধ করিয়াছে এবং ভয় দেখাইয়াছে, যে ডাকাতেরা তীর ধনুক নিয়ে আছে মারিয়া ফেলিবে। পুলিশের মাথায় কিন্তু ঢুকিল না যে এই লোকগুলির দ্বারাই ডাকাতি হইয়াছে। এস, এন. দাস আর্শা ইন্‌চার্জ নৃপেন সরকার এ, এস, আইকে দিয়ে তদন্তের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। এই সময়ে কানাই মাহাতো ও তার শরীকগণের সঙ্গে পরেশ মাহাতোর উভয় পক্ষের ডাইরী অনুযায়ী ১০৭ ধারার কেশ হয়। কানাই মাহাত গ্রাম্য ষোল আনার শরণাপন্ন হয় তখন গ্রামের লোক পরেশ মাহাতোকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর স্বীকার করে যে দলিলটি জাল এবং সুশীলা মাহাতান মরার পর ইহা করা হইয়াছে। কানাই মাহতোর জমিটির উপর লোভ ছিল, ষোল আনার কাছে স্বীকার করার পর উল্লেখিত জাল দলিল দ্বারা গ্রহীতারা ফেরত দেয় যাহাতে তাহার হত্যার মামলাটি না তোলা হয়। এই জমি রেজিষ্ট্রী করিয়া ফেরত লইবার পয়সাও কানাই মাহাতোর ছিল না; গ্রামের ষোল আনা তাহার অংশের "মাহাতো বাঁধ" খরিদ করিয়া এই টাকার যোগান দেয়। বর্তমানে কানাই, পরেশের খুব বন্ধুত্ব। গ্রামের ষোল আনার নানাভাবে শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। আমাদের গ্রামবাসীগণের জিজ্ঞাস্য যে জমি জাল দলিল মূলে খরিদ সে জমি বিক্রিই বা হয় কেমন করিয়া?

দ্বিতীয়তঃ কুমিরডিহা গ্রামে পরেশ মাহাত মাতব্বর, গাঁয়ের মোড়ল, "কুমিরডিহা মানেই পরেশ। ইন্দিরাই ভারত আর ভারত মানেই ইন্দিরা" কিছু দিন আগেও এই ধারা চলিয়াছিল। সগৌরবে এই দুর্নীতি পরায়ণ মানুষগুলি কংগ্রেস ধ্বজে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাইয়া আসিয়াছে। আর নিরীহ মানুষ চোখ বুজিয়া ইহা সহ্য করিয়া আসিয়াছে। উল্লেখিত মাহাত বাঁধে গত বুধবার তারিখে আমরা ষোল আনা মিলিয়া মাছ ধরি, ইহাতে পরেশ মাহাত পুরুলিয়া সদরে ৬৯ জনকে আসামী করিয়া কেশ দায়ের করে।

আমাদের আবেদন জনতা সরকার কি এই দুর্নীতি পরায়ণ লোকগুলির বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, না? যে তিমিরে সেই তিমিরে কংগ্রেস সরকারের মত স্বজন পোষণ নীতি চালাবেন। দেশের জন নেতার মৃত্যুর জন্য বারবার তদন্ত কমিটি গঠন করা হইতেছে। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে ইহার তদন্তের নির্দ্দেশ দিলে আমরা বাধিত হইব। ইতি—

আনন্দ কর্ম্মকার, মহানন্দ কর্ম্মকার, জনাবলি মমিন, শিখর মাঝি, শঙ্কর কর্ম্মকার, অনিল মাহাত, বুধু মাঝি, অতুল গরাই, সেখ দিল মহম্মদ আনসারী, আমিরুদ্দিন মমিন, নিত্যানন্দ মণ্ডল, আয়ু মাহাত।

স্থানীয় সংবাদ

পি, এম, আই-এর সভাপতি শ্রীবিজয় কুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইনস্টিটিউটের নির্ব্বাচন গত জানুয়ারী মাসে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৮৮৫ সালের এই সুপরিচিত সংস্থা একটি ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, একটি নাট্য-পাঠাগার ও গরীব ছাত্রদের জন্য একটি বুক ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। উক্ত কার্যগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বর্তমানে তাহাদের নিকট নাই। সামান্য অর্থ তাহারা ১৯৭৬ সালে যাত্রা অনুষ্ঠান করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। আরও অর্থের জন্যে আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহারা ৪ দিন যাত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ আছে। যাত্রাগুলি যথাক্রমে, ভারতী অপেরার "কংস", প্রদীপ অপেরার "আনারকলি", তরুণ অপেরার "সিপাই মিউটিনি" বা "রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা" ও নবরঞ্জন অপেরার "মহুয়া"। উক্ত সংস্থা জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন কামনা করে। উল্লেখ থাকে যে উক্ত সংস্থার মঞ্চে আগামী ডিসেম্বর ১৯৭৭ সাল হইতে পুরুলিয়া জেলার যে কোন নাট্য সংস্থা বিনা ভাড়ায় নাটকাভিনয় করিতে পারিবেন। বর্তমান রাজ্য-সরকারের প্রতি এই সংস্থা আর্থিক সাহায্যের প্রত্যাশা করে।

বরাবাজার ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কি কৃষি সম্প্রসারণ না কৃষকের ক্ষতির জন্য !

আমি একজন উন্নত উচ্চফলনশীল জাতের বীজে উন্নত আধুনিক প্রথায় চাষের আগ্রহী চাষী। আমি আগে বরাবর লোকব্রতী সোসাইটি পুরুলিয়া হইতে পন্থনগরের উন্নত জাতের ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি বীজের চাষ করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছিলাম। সম্প্রতি আর লোকব্রতী সোসাইটি হইতে বীজ না পাওয়ায় এ বৎসর বরাবাজার ব্লকের অধীন সরকারী ফার্মের ভুট্টা বীজ আনিয়া প্রায় দেড় বিঘা পরিমাণ জমিতে প্রচুর পরিমাণ গোবর সার দিয়া লাইন করিয়া লাগিয়েছিলাম কিন্তু প্রায় দুই আনা পরিমাণও বীজ বাহির হইল না। যার জন্য প্রায় দেড় বিঘা জমি খিল পড়িয়া রহিল। গোবর সার, পরিশ্রম, আশা সবই পণ্ড হইয়া গেল। এই প্রকার বরাবাজার ব্লকের আমার মত আগ্রহী বহু চাষীই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন নিশ্চয়ই। এভাবে চাষীদের ক্ষতির খেসারত কে দিবে? দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ইহাই কি সরকারী উদ্যোগের নমুনা বা অধিক ফসল উৎপাদনের সরকারী সুব্যবস্থা? আশা করি বরাবাজার ব্লকের শোভাবর্ধন করার জন্য যাঁহারা কৃষি সম্প্রসারণের নামে তথাকথিত কৃষি বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ কর্মীরা দায়িত্বে রহিয়াছেন উপরোক্ত চাষীর ক্ষতিরই সঙ্গে রাষ্ট্রের খাদ্য উৎপাদনের ক্ষতিও হইয়াছে আশা করি দায়িত্বের সঙ্গে নিশ্চয় তাঁহারা স্বীকার করিবেন (যদি দায়িত্ববোধ থাকে) এবং আর যাহাতে ভবিষ্যতে চাষীরা অনুরূপভাবে ক্ষতির বলি না হন তার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

(১) বরাবাজার ব্লকের অধিন ফার্ম্মের বীজ সংরক্ষণের বিশেষ অব্যবস্থা রহিয়াছে। আমি একবার পঙ্কজ ধান বীজ ফার্ম্ম হইতে আনিয়াছিলাম—কিন্তু ধান ভালভাবে পরিষ্কার ছিল না, চিটে বা অগড়া, খড় কুটোয় ভরিয়া ছিল। দ্বিতীয়ত চাষের পরে দেখা গেল দু তিন জাতের ধান বীজ অসাবধানতার জন্য মিশিয়া গিয়াছিল যার জন্য আমার জমিতে দু তিন রকম নিজ নিজ জাতের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ফুটিয়া চলিয়াছিল। আমার মনে হয় ফার্ম্মে যত জাতের বীজ চাষ করা হইয়াছিল তাহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ইহা নিশ্চয়ই কাম্য নয় বা চাষীদের প্রতি সৌজন্য দেখানো নয়? কেননা একজাতের উন্নত বীজ কিনিলেই এক দামে, একদফে আগ্রহী চাষীরা টাঁড়, গোড়া, বাইদ, কানালী এবং বহালে চাষ করার সব বীজই একসঙ্গে পাইয়া যাইবেন।

(২) ভুট্টা বীজে, ভুট্টা ফলের বা স্থানীয় ভাষায় মচে ছোট বড় যায় ভুয়াবীজ সমেত সমস্ত বীজেই একসঙ্গে বীজের জন্য মিশানো থাকে তাতে

(পর পৃষ্ঠায়)

বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বা গুনগত মান কি পরিমাণ আছে কিনা তাও দেখা হয় না। বীজ ঝাড়াই, বাছাই করিয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল না। এবারে পোকায় বীজ নষ্ট করার পর এই মরশুমে যখন দেখা যায় বীজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন (ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে) ক্ষতিগ্রস্থ বীজের ক্ষত ঢাকাইতে অধিক পরিমাণ লাল রংয়ের গুঁড়ো ঔষধের প্রলেপ দিয়া বিক্রয় করা হইয়াছে। এটা নিশ্চয় দায়িত্বশীল সরকারী ফার্মের কর্মীদের চাষীর ক্ষতির জন্য চাষীকে জেনে বুঝে সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এভাবে সরকারী উদ্দেশ্য ও ফার্মের স্বার্থ নষ্ট করা এবং উন্নত জাতের বীজের সরবরাহের নামে চাষীর ক্ষতি করা বাঞ্ছনীয় নয়—ইহা গুরুতর অন্যায় ও অপরাধমূলক। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—

শ্রীবিমল চন্দ্র মাহাত

গ্রাম – রাঙ্গামেটা, পোঃ গুকুরহটু, জেলা পুরুলিয়া।

কুষ্ঠ চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা

(২য় পাতার পর)

নাথ পরের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মেজর জেনারেল ডাঃ এ, কে, গুপ্ত বলেন যে, কুষ্ঠরোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি ও অন্যান্য কারণে সমাজে এই রোগ ও রোগী সম্পর্কে ভয় ও ঘৃণামিশ্রিত একটা কুসংস্কার গড়ে উঠেছে। সমাজের চোখ এড়িয়ে মানুষ তাই সাধারণ চিকিৎসকের কাছে গোপনে চিকিৎসা করাতে চায়। অথচ কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সাধারণ চিকিৎসকরা সামান্যই জানেন। তিনি বলেন যে আজকাল সেবিকারাও কুষ্ঠ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, এটা আনন্দের বিষয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে চিকিৎসক সমাজ, সেবিকা সমাজ এবং সমাজের অন্যান্য দায়িত্ববান ব্যক্তিরা আগ্রহের সঙ্গে সক্রিয় হলে কুষ্ঠরোগ দূর করা সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য অধিকারের সহকারী অধিকর্তা ডাঃ ইউ, সেন, স্থানীয় রিসার্চ ইউনিটের ডাঃ বি, আর চ্যাটার্জ্জী ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব যেভাবে বহন করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কুষ্ঠ চিকিৎসা ও রোগ নিবারণে অগ্রণী শক্তিরূপে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার ঐতিহ্য তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন যে কুষ্ঠ কেবল রোগই নয়, একটি সামাজিক সমস্যা। এ বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের সহায়তার আবেদন তিনি জানান। ডাঃ সেন কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের আধুনিকতম পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় যেভাবে কাজ হচ্ছে তার বিবরণ দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য অধিকারের যুগ্ম অধিকর্ত্তা ডাঃ জে, নাথ বলেন যে কুষ্ঠরোগীদের ঠিকমতো চিকিৎসা দেবার প্রয়োজনে শয্যা সংখ্যা আরও বহুগুণ বাড়ানো দরকার। কিন্তু সরকারকে তার সহায় সম্পদের সীমার মধ্যেই চলতে হয়। এই আলোচনা চক্রে গৃহীত প্রস্তাবগুলি তিনি সরকারকে অনুধাবন করানোর আন্তরিক চেষ্টা করবেন বলে জানান।

আলোচনায় যোগ দিয়ে একমাত্র সেবিকা শ্রীমতী সুজাতা সেনগুপ্তা সেবিকাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে কেবল কর্মী ও সেবিকাদের জন্যই নয়, সকলের জন্যেই স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন আছে। বিষয়টিকে তিনি স্কুলপাঠ্যর অঙ্গীভূত করার দাবী জানান।

ফিল্ড রিসার্চ ইউনিটের অধিকর্ত্তা ডাঃ চ্যাটার্জ্জী প্রতিষেধক হিসাবে সালফোন চিকিৎসার বিরোধিতা করে বলেন যে এটি দীর্ঘসূত্রী ব্যবস্থা এবং বিশাল জনসংখ্যাকে দীর্ঘকাল ধরে এই ব্যবস্থার মধ্যে রাখা সম্ভবও নয় অভিপ্রেতও নয়। কারণ শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এতে নষ্ট হয়ে যায়। দেখা গেছে যে এই ব্যবস্থার মধ্যেও রোগাক্রমণ ঘটে ও নিরাময় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

বৃহত্তর কলিকাতা কুষ্ঠ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্পের (বেসরকারী) অধিকর্ত্তা ডাঃ ডি. এস, চৌধুরী ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর সমর্থনে জোরাল যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত করেন। গান্ধীস্মারক কুষ্ঠ ফাউণ্ডেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ এম ডি. গুপ্তেও ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর সমর্থনে জোরাল বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন অন্যান্যদের মধ্যে ডাঃ তারে (গান্ধী স্মারক কুষ্ঠ ফাউণ্ডেশন), ডাঃ এস, কে, কুণ্ডু, ডাঃ সেন (বাঁকুড়া) ডাঃ পাল (বাঁকুড়া) প্রমুখ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞেরা। প্রতিষেধক বিষয়ে আলোচনার পর, আবাসিক চিকিৎসা ও একাধিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। পরিশেষে সভার সিদ্ধান্ত হয় যে :—

(১) প্রতিষেধকরূপে সালফোন চিকিৎসা জাতীয়ক্ষেত্রে অবাস্তব ও অবাঞ্ছিত।

(২) অসংক্রামক কুষ্ঠরোগীদের অন্যান্য রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব সাধারণ হাসপাতালে রাখতে হবে। কুষ্ঠ চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে সাধারণভাবে স্বাস্থ্য অধিকারের অঙ্গীভূত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৩) সাম্প্রতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা সুপারিশ করছেন যে সংক্রামক রোগকে দ্রুত অসংক্রামকে পরিণত করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত পর্যাবেক্ষণে বহু-ঔষধী চিকিৎসা পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে পারে।

(৪) সামাজিক অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ব্যাপক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা এই সভা অনুভব করছেন এবং বর্ত্তমানের কুষ্ঠসংক্রান্ত আইনের সংশোধন কামনা করছেন।

বিভাগীয় সরকারী বিশেষজ্ঞ ছাড়াও গান্ধী স্মারক কুষ্ঠফাউণ্ডেশন, হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণী সংঘ, বৃহত্তর কলিকাতা কুষ্ঠচিকিৎসা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প, লেপ্রসী মিশন, প্রভৃতি বেসরকারী স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থার অংশগ্রহণে সমগ্র অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

বিজ্ঞপ্তি

সরযূ প্রসাদ জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট

(হায়ার সেকেণ্ডারী ভোকেশন্যাল)

পোঃ—ভুড়গী, ভায়া ঝালদা, জেলা—পুরুলিয়া।

১) মেকানিক্যাল সার্ভিসিং ও মেইন্টিন্যান্স

২) ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসিং ও মেইন্টিন্যান্স এবং

৩) ফেব্রিকেশন ট্রেড সমূহে একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণী ভোকেশন্যাল টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্ত্তি হইবার তাং ১৫।৮।১৯৭৭ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইল। মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

WANTED

Wanted a class eight passed IVth class staff (Night Guard) for Jhapra High School in a leave vacancy. The applications must reach the under signed on or befor 12. 8 77. The interview will be taken on 14. 8. 77 at 11 a,m. No separate call or T. A, will be given to the candidates

Secretary, Jhapra High School
Po. Jhapra, Dist Purulia

Wanted one B. Sc. (Bio Sc,) teacher preferably trained on a deputation vacancy, Apply to the undersigned by 16. 8. 77 and apper on 20. 8. 77 at 11 a.m. in School Office room for interview with original certificates and other testimonials.

Secretary,
Bagda Chandra Kanta Vidyapith (High School)
Po Bagda, Dt. Purulia.

Wanted assistant teachers in language Group and bio science. Trained candidates having Hons or Post graduate degree may apply to the Secretary, Ladhurka High School. Po. Ladhurka, Purulia within a week.

Wanted a graduate teacher capable to teach Geography in the top classes for Hadalda U. N. High School Po, Hadalda, (Purulia) in the deputation vacancy u to 15-5-78 Preference will be given to trained candidates. Last date of submitting application is 9-8 77 Date of interview is 13 8-77.

Corrigendum—As this advertisement was printed wrong in the 22nd. issue same is being printed anew as above

Secretary, Hadalda U. N. High School.

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।